শুভশ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১১শ খণ্ড। { বৈশাখ ১৩২৫ সাল। } ১ম সংখ্যা

নববর্ষ।

নববর্ষের প্রারম্ভে আমাদের আত্মকাহিনী গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট জ্ঞাপন করা আবশ্যক। ভিঃপিঃ ভিন্ন কেহই প্রতিভার মূল্য দেন না। কদাচিৎ কোনও মহানুভব মণিঅর্ডারেও পাঠাইয়া থাকেন। তাহা অতি বিরল। আমাদের আর্থিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। আমাদের দারিদ্র্য অশ্রুসিক্ত ভিঃপিঃগুলি শতকরা ৫০।৬০টী ফেরৎ আসিতেছে। আপনারা বিশ্বাস করুন এই বিবরণের কোনকথা অতি রঞ্জিত নহে, সমস্তই সত্য। ফেরৎ দেওয়া ভিঃপিঃগুলি স্তূপীকৃত হইয়া আমাদের গৃহের এককোণে রহিয়াছে। এই অবস্থায় প্রতিভা বন্ধ করা ইচ্ছা ছিল কিন্তু কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে ১৷৷০ স্থলে ২৲ টাকা অবধারিত করিয়া বর্ষের প্রথমেই ভিঃপিঃ করিতে ইচ্ছা করি। আমাদিগের প্রার্থনা গ্রাহক মহোদয়গণ কোন অবস্থাতেই ভিঃপিঃ গুলি ফেরৎ না দেন।

১। দেখিতে দেখিতে বঙ্গের তমসাবৃত যুগের (dark age) একটা ভীষণ তরঙ্গ অতীতের মহাকাল সাগরে নিমজ্জিত হইল। কি কুক্ষণে পাশ্চাত্য মহাসমর উপস্থিত হইয়া য়ুরোপ খণ্ডের শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সমরানল প্রজ্জ্বালিত করিয়া দিয়াছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই ব্যক্তিগত তথা জাতিগত

সুখ-দুঃখ চক্রবৎ বিঘূর্ণিত হইতেছে। দুঃখের পর সুখ যদি প্রকৃতির নিয়ম হয় তাহা হইলে আমরা আশা করিতে পারি যে ভারতবর্ষীয় ব্যক্তিগণের সুখের সময় প্রত্যাসন্ন। আমাদিগের সমগ্র জাতিগত শক্তি দ্বারা সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতঃ স্বাধীনতার রাজ্য দেশে সংস্থাপিত করিতে হইবে। ইংরেজ জাতির ন্যায় স্বাধীনতাপ্রিয় সুবিচার-পরায়ণ এবং উদারনৈতিক জাতি বসুধা-মণ্ডলে অতি বিরল। শ্রীভগবানের কৃপা এবং আশীর্ব্বাদে আমরা এই মহতী জাতির অধীনে বাস করিয়া সার্দ্ধ শতবর্ষ পরম সুখে জাতীয় জীবনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছি।

২। আজ প্রায় ৪ বর্ষ কাল এই ভয়াবহ পাশ্চাত্য সমরে এবং জার্ম্মান-দিগের অত্যাচারে সমগ্র পাশ্চাত্যজাতি ধ্বংসের পথে প্রধাবিত হইতেছে। এই যুদ্ধের প্রারম্ভে একদিকে জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, ও তুরস্ক, ও অপর দিকে রুষ ইংরাজ, ফরাসী, বেলজিয়ম, সারভিয়া, মণ্টেনেগ্রো ও ইটালী ইত্যাদি শক্তিপুঞ্জ একত্রিতভাবে এই মহাসমরে তাহাদিগের বিপুল ধন ও অসংখ্য সৈন্য বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে ইংরাজ এবং ফরাসী ব্যতীত অন্যান্য শক্তি জার্ম্মানীর অপরিসীম পরাক্রম বলে পরাজিত হইয়াছে। বেলজিয়মের প্রধান প্রধান নগর ও উপাসনা গৃহ এককালে বিধ্বস্ত হইয়া শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। কত প্রাচীন অমূল্য কারুকার্য্যে বিভূষিত দেবমন্দির সমস্ত জার্ম্মান কর্ত্তৃক ধূলায় বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। যে রুষজাতি এই সমরে অপরিসীম পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াছিল আজ তাহাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সার্ভিয়া, মণ্টেনেগ্রো, বেলজিয়ম ইত্যাদি ক্ষুদ্রশক্তি কোথায় গিয়াছে কেহই বলিতে পারে না। সমরস্থলে কেবল ইংরাজ এবং ফরাসী বিপুল পরাক্রমে অসংখ্য সৈন্যবল বিসর্জ্জন দিয়া এবং প্রত্যহ কোটী কোটী স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিয়া জার্ম্মানীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজিও দণ্ডায়-মান রহিয়াছে।

৩। বর্ত্তমান সমরের অবস্থা পাঠকগণ বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। জার্ম্মানী এইক্ষণে একটী জীবনান্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটী গ্রাম জয় করিবার জন্য তাহারা যে বিপুল সৈন্য ক্ষয় করিতেছে তাহা শুনিলেও দেহ রোমাঞ্চিত হয়। বিগত ১৬ই বৈশাখ শনিবার দিল্লী মহানগরীতে বড়লাট বাহাদুর

শ্বর কর্ত্তৃক যে সামরিক মহাসভা আহুত হইয়াছিল, তদ্বিবরণ সকলেই পাঠ করিয়াছেন। বিগত ১৯শে বৈশাখ দিল্লী মহাসভার অনুকরণে বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণাল্ডসে কর্ত্তৃক আহুত কলিকাতায় যে সামরিক সভায় অধিবেশন হয় তদ্বিষয় অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। আমাদিগের প্রিয় সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত হইয়া যে সকল সমরাজ্ঞা আমাদিগের প্রধান শাসনকর্ত্তার যোগে প্রচারিত করিয়াছেন তাহারই মর্ম্ম মত উক্ত ২টী সামরিক সভার অধিবেশন হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে যে ত্রিবিধ কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে আমাদিগকে তৎপর হইতে হইবে ইহারা তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

৪। প্রথম :— সকল প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন পরিত্যাগ করিয়া এই মহাকাল সমরে যাহাতে ইংরেজজাতি জয়লাভ করিতে পারে তাহাই আমাদিগের প্রধান অনুষ্ঠান ও কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় ভারতবর্ষ হইতে সুশিক্ষিত সমর বিদ্যায় নিপুণ লক্ষাধিক সেনার প্রয়োজন। তৃতীয় ভারতবর্ষীয় মহারাজা রাজা হইতে সামান্য প্রজাগণ যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিতে পারেন তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। এই জনবল এবং ধনবল যে এইরূপ যুদ্ধের প্রধান উপকরণ তদ্বিষয় অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

৫। জনবল সম্বন্ধে যাহাতে পঞ্চাশত সহস্র সৈনিক শীঘ্র সুশিক্ষিত হইয়া ইংরেজদিগের সাহায্যার্থে সমরপ্রাঙ্গনে উপস্থিত হয় তাহার বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রত্যেক সৈনিকের বেতন ১১৲ হইতে ১৭৲ টাকা করা হইয়াছে এবং ইংরেজ সৈন্যের সহিত সমকক্ষতা পাইবার জন্য সামরিক বিভাগের কমিশনের দ্বারা ক্রমশঃ অপসারিত করা হইতেছে। ফলতঃ বিপদকালের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু ইহা স্মরণ রাখিয়া ভারতবর্ষীয়গণের ইংরেজ সাহায্যে প্রধাবিত হওয়া কর্ত্তব্য। যুদ্ধস্থলে জার্ম্মান জাতির পরাজয় নানাস্থানে সংঘটিত হইতেছে। যদিও তাহারা ৩০।৩৫ ক্রোশ দূর হইতে প্যারিস নগরীতে গোলাবর্ষণ করিতেছেন তথাপি ইংরেজ সৈনিকের ভীম পরাক্রমে তাহারা নানাস্থানে বিধ্বস্ত হইতেছেন। এই পাশ্চাত্য সমর প্রভাবে ভারতবর্ষে তথা বঙ্গদেশের আর্থিক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে। বিদেশে রপ্তানীর অভাবে পাটের এবং ধান্য চাউলের ব্যবসায় অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। পাটের ব্যবসা পূর্ব্ববঙ্গে একটী প্রধান জীবনোপায়। পাট

আকাঙ্ক্ষা নহে, কেবল ব্যবসা দ্বারা অর্থলাভ করাই পাটের প্রধান প্রয়োজন। বিদেশে রপ্তানীর অভাবে পাটের যে মূল্য হইয়াছে তাহাতে পাট প্রস্তুতের ব্যয় সঙ্কুলন হয় না। ধান্য ও চাউলের অবস্থা ও তদ্রূপ। জমিদার ও তালুকদারদিগের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় কারণ প্রজাদিগের নিকট কর আদায় না হইলে তাহারা কি প্রকারে সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারে। ফলতঃ ভারতবর্ষে এমন ব্যবসা নাই যাহা এই ভীষণ সময়ে বিধ্বস্ত অথবা সঙ্কুচিত না হইয়াছে। কতকগুলি ব্যাঙ্ক হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া বিনষ্ট হইয়াছে। (ক)

৬। এইরূপ অবস্থার মধ্যে নববর্ষের আবির্ভাব। আমাদিগের সামাজিক অবস্থার বিষয় একটু পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক। সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ গণের অত্যাচারে হিন্দুসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতেছে। কায়স্থগণ তাহাদের স্বধর্ম্ম পালনে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া ব্রাহ্মণ সমাজ মধ্যে বিদ্বেষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে। কায়স্থগণ যে ক্ষত্রিয়জাতি তাহা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিয়াও কি অভিপ্রায়ে তাঁহারা কায়স্থদিগের প্রতি শূদ্রত্ব আরোপিত করিতেছেন তাহার কোন কারণ লক্ষিত হয় না। গতবর্ষ চৈত্রমাসে ফরিদপুরের অন্তর্গত মাদারীপুর একটী ব্রাহ্মণ সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। উক্ত অধিবেশনের দ্বিতীয় দিবসে সভার কার্য্য শেষ হইলে সভাপতি শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছিলেন "যাহারা চিরন্তন প্রথার উলঙ্ঘন করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতেছেন তাহাদিগের প্রতি ব্রাহ্মণ সমাজ কোন প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন না।" মাদারীপুরের ব্রাহ্মণ সম্মিলনী মতে জন্মগত জাতিভেদ সত্য এবং সনাতন। কিন্তু ভগবান গীতায় বলিয়াছেন যে জাতিভেদ গুণ কর্ম্ম বিভাগের দ্বারা মীমাংসিত

(ক) মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর তদীয় আত্মজীবনে লিখিয়াছেন যে তাহার রাজকোষে কি পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মণি মুক্তাদি সংগৃহীত আছে তাহার পরিমাণ করিবার জন্য কয়েকজন লোক নিযুক্ত করা হয়। তাহারা ৬ মাস অনবরত পরিশ্রম করিয়া তাহার রাজকোষের শেষ সীমায় উপনীত হইতে পারে নাই। তখন উক্ত কার্য্য অসম্ভব মনে করিয়া সম্রাট ক্ষান্ত হন। আজ সেই বিপুল ধনরাশি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা কেহ কি বলিতে পারেন ?

হইবে। জন্মগত জাতিভেদ সর্ব্বৈব মিথ্যা। নচেৎ ব্রাহ্মণের শূদ্রত্ব এবং শূদ্রের ব্রাহ্মণত্ব কিরূপে লাভ করিতে পারে? মনু বলিয়াছেন যে, দ্বিজ বেদধ্যায়ন না করিয়া ঐহিক বিদ্যাদি লাভে যত্নবান হন তিনি জীবিতাবস্থায়ই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।(খ) ফলতঃ বঙ্গদেশ হইতে বেদধ্যায়ন অপসারিত হওয়ায় কতকগুলি কুসংস্কার হিন্দুসমাজ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। হিন্দু চতুরাশ্রমী তন্মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যই প্রধান সেই ব্রহ্মচর্য্য আজ কোন স্থানেই অনুষ্ঠিত হয় না, তাহার অভাবে হিন্দু জাতি ক্রমশঃ শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বল হইতেছে। বেদানুশীলনের অভাবে ব্রাহ্মণ সমাজ অনুদার, এবং সঙ্কীর্ণমনা হইতেছেন। জাতিগত বিদ্বেষ ও এবং দলাদল প্রত্যেক গ্রামেই দেখিতে পাওয়া যায়। নমঃশূদ্রাদি অধঃপতিত জাতিগুলির অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। হিন্দুমহিলাদিগের সম্মান ও অধিকার রক্ষিত হইতেছে না। আমরা স্বায়ত্তশাসনের জন্য অনবরত চীৎকার করিতেছি। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে আমাদের সামাজিক অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে আমরা স্বায়ত্তশাসনে উপযুক্ত কিনা তাহা বুঝিতে পারিব। এই সায়ত্ত শাসন পাইবার পূর্ব্বে আমাদের সমাজ সংস্কার নিতান্ত প্রয়োজন।

৭। উপসংহারে কায়স্থ সমাজের অবস্থা পাঠকগণকে বিশেষভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। নিঃসংসয়ে আমরা যে ক্ষত্রিয়জাতি তাহা মীমাংসিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচার ব্যবহার প্রতিপালন করিতে পারিতেছি না। আজ অর্দ্ধশতাব্দীকাল গভীর আন্দোলনের ফলে আমরা যে "তিমিরে সেই তিমিরেই রহিয়াছি" কোন একটী বিষয় সিদ্ধান্ত করিয়াও কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছি না। ইহাই আমাদের জাতীয় দোষ। বিগত ১৬। ১৭ই চৈত্র শনি এবং রবিবারে চট্টগ্রামের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় শ্রীনাথ রায় বাহাদুরের অভিভাষণে কায়স্থ সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এইরূপ সুন্দর অভিভাষণ আমরা অগ্রে আর পাঠ করি নাই। উক্ত অধিবেশনে সভাপতি মহাশয় বলিয়াছেন:—বারেন্দ্র উত্তর

(খ) যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥

২য় অধ্যায় ১৬৮ শ্লোক।

ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের সর্ব্বাংশে উপনয়ন সংস্কার অচিরেই প্রসার লাভ করিবে। আমরা এমন আশা করিতে পারি। কিন্তু বঙ্গজ সমাজে উপনয়ন সংস্কার অতি ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার এক বিশেষ কারণ এই যে আমরা আপন ঘরে কে কাহার অপেক্ষা কত বড় অদ্যাপি সেই ভাবনা সেই গর্ব্বই আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশের চক্ষে পৃথিবীর চক্ষে আমরা যে দিন দিন হেয় হইয়া পড়িতেছি তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই ইত্যাদি। বঙ্গজ মহাশয়েরা মনে করেন যদি সকল কায়স্থই উপবীতী হইল তবে কুলীনের সম্মান রহিল কোথায়? তাহারা বুঝিতেছেন না যে জাতীয় সংস্কারেও আচারে কুলীন মৌলিক সকলেরই সমান অধিকার তাহারা দেখিতেছেন না যে ব্রাহ্মণ সমাজে কুলীন, শ্রোত্রীয়, আচার্য্য, অগ্রদানী ও বর্ণ ব্রাহ্মণ সকলেই পৈতা লইতেছে কিন্তু সকলের সমান অধিকার কিংবা সম্মান নাই।

৭। এই নববর্ষের প্রারম্ভে প্রকৃতিদেবীর নবীন ভূষণ নবীন পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত দেখিয়া আমরাও নবীন আশায় পরিপূর্ণ হইতেছি। সম্রাটের নিকট সমাজের নিকট পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের নিকট আমাদের যে কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহা পালন করতঃ জীবন সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারি ইহাই শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি। ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

সম্পাদক।

প্রকৃতিদেবীর রম্য নিকেতন চট্টগ্রাম।

বিশ্বজননীর অনন্ত বিশ্বরাজ্যের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই মায়ের অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টিকৌশল ও মায়ের অপরূপ রূপ প্রতিভা দৃষ্টিগোচরীভূত হয়; তন্মধ্যে বিশাল ভারতভূমি তাহার মধ্যমণি। এই স্বর্ণ প্রসূ ভারত-ভূমির উত্তরদিকে হিমালয় অমল ধবল তুষারাবৃত হইয়া কর্পূরকুন্দ ধবলে-

জটাধরের ন্যায় বিশাল বপু বিস্তার করিয়া আছেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তে ঘাট গিরিদ্বয় আপন আপন বিশাল বক্ষ পাতিয়া দিয়া ভারতভূমিকে বিশাল সমুদ্রের ভীষণতা হইতে রক্ষা করতঃ বিশ্বজননীর অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আবার ভারতের পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে অপার, অনন্ত, অখণ্ড, জলধি পর্ব্বত প্রাচীর পরিখাবৎ বিরাজিত আছে। ইচ্ছাময়ী কেন এইরূপ প্রাচীর ও পরিখা পরিবেষ্টিত করিয়া এমন সুন্দর, দুর্গম দুর্গ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কে বলিতে পারে? তাঁহার ইচ্ছা বলিতে পারেন কেবলমাত্র তিনি

ভারতের মধ্যে প্রকৃতিদেবী আপনার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া যেন সশরীরে বিরাজমানা আছেন। এমন সুন্দর, এমন মনোহর, এমন প্রাণারাম, স্থান পৃথিবীর আর কোথায়ও আছে বলিয়া বোধ হয় না। ভারতের নদনদী, ভারতের জল বায়ু, ভারতের লোক চরিত্র, ভারতের ধর্ম্মবল, বাহুবল ও যোগবল অতুলনীয়। অন্য কোথাও এমন কিছু যে আছে বোধ হয় না, যাহা ভারতের কিছুর সহিত তুলিত হইতে পারে। ভারতের ধর্ম্ম, ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান; ভারতের শিক্ষা দীক্ষা, ভারতের ধন-ধান্য, ভারতের মণি-মাণিক্য, ভারতের স্বর্ণ-রৌপ্য প্রভৃতির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে এমন কোথায়ও আছে কি?

এমন ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে :—উত্তরে—রজত রেখার ন্যায় ফেণী নদী, পূর্ব্বে অখণ্ড পর্ব্বত প্রাচীর শ্রেণী দক্ষিণে বিস্তৃতা নীলনদী, পশ্চিমে উত্তাল তরঙ্গ-সঙ্কুল বঙ্গোপসাগর; বিশ্বরাজ্যের ক্ষুদ্রকণা দেবীস্বরূপা চট্টলাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

চট্টগ্রামের প্রকৃতি, জল, বায়ু, ধন, ধান্য, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, যাহা কিছু দেখা যায়, সমস্তই মনোহর ও মনমুগ্ধকর। এই চট্টলভূমি আধুনিক নহে, এই পবিত্রদেশ সৃষ্টির আদিকাল হইতে বর্ণিত। যখন পরাপ্রকৃতি মহামায়া সতীদেবী পতিনিন্দা শ্রবণে আত্মত্যাগ করিয়া সতীধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ছিলেন, এবং সতী বিয়োগেতে পত্নীপরায়ণ মহাযোগী পরম পুরুষমহেশ্বর মৃত পত্নীর শবদেহ স্কন্ধে করিয়া পাগলের ন্যায় দেশে দেশে ফিরিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিষ্ণুচক্রে সতীদেহের ছিন্নাংশ চট্টলে পড়িয়াছিল। তন্ত্রচূড়ামণি ও বারাহীতন্ত্রে এ বিষয় উল্লেখ আছে,—

চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা ॥৭১।৩৭

বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে ॥৬।৭

কলৌস্থানঞ্চ সর্ব্বেষাং দেবানাং চট্টলে শুভে ॥৫

চট্টল প্রদেশে মহাদেবী সতীর দক্ষিণ বাহু পতিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর তাঁহার ভৈরব, ভবানী, পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

চূড়ামণিতন্ত্রে মহেশ্বর বলিতেছেন, হে মহেশানি! আমি বারাণসী, কৈলাস, ও চন্দ্রশেখর পর্ব্বতে সর্ব্বদা বাস করিয়া থাকি বটে কিন্তু কলিযুগে চট্টল প্রদেশে চন্দ্রশেখরই আমার নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইবে বিশেষতঃ কলিযুগে সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ চট্টগ্রাম প্রদেশ সকল দেবতাগণের প্রিয় আরামস্থান হইবে।

বায়ুপুরাণে পূর্ব্বখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে :—

কলৌদেবা বসেৎ সর্ব্বে বঙ্গস্থে পূর্ব্ব চট্টলে।
চন্দ্রনাথঃ স্থিত স্তত্র সয়ম্ভু লিঙ্গ সংযুত ॥১৬

কলিযুগে বঙ্গদেশস্থ পূর্ব্বদিকে চট্টল প্রদেশে দেবতা সকল বাস করেন। তথায় চন্দ্রনাথ পর্ব্বতে সয়ম্ভু লিঙ্গ সংযুক্ত হইয়া স্থিত রহিয়াছেন। চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থস্থান ও পীঠস্থান রূপে তন্ত্রাদিতে বহুকাল হইতে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সংসারের পতি-পত্নীকে অপূর্ব্ব কল্পনা বলে অপূর্ব্ব দাম্পত্য প্রেমের চিত্র আঁকিয়া আর্য্যঋষিগণ চন্দ্রনাথ পর্ব্বতে তাঁহার অনন্ত প্রতিমা স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। নরনারীগণ আবাহমানকাল এই পবিত্র প্রেমচিত্র দেখিয়া পবিত্র সতীধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারেন।

এই চন্দ্রমাঝে বাড়বকুণ্ড ও কুমারীকুণ্ডদ্বয় সহস্রধারা নামক উষ্ণপ্রস্রবণ জল প্রপাত, অনন্ত ও অপূর্ব্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে এই বাড়বানল কুমারীকুণ্ডে, জলে-আগুন মিশ্রিত করিয়া মা এক অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত খেলা খেলিতেছেন। এমন খেলা কি কোথায় খেলিয়াছেন না আর কোথায় খেলি-বেন? মায়ের এমন সুন্দর ক্রীড়াভূমি চট্টগ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে মহেশখালী নামক সমুদ্রতটে জগন্মাতা অষ্টভুজা মূর্ত্তিতে সজীব অবস্থান করিতেছেন। একদুর এ হেন জগদ্ধাত্রী রূপভক্তি উদ্দীপনের প্রস্রবণ চিরসৌন্দর্য্যময়

ভাবের গরিমা।” মহেশখালী নদীর মোহনার ক্ষুদ্রদ্বীপের মধ্য মৈনাক পর্ব্বতোপরি আদিনাথ অবস্থান করিতেছেন। মহাভারতে এই মৈনাক পর্ব্বতের উল্লেখ আছে; তাহা দ্বারা ইহার প্রাচীনতার সপ্রমাণ হয়। মহেশখালী খালের দক্ষিণ কূলে ককশবাজার সবডিভিসন, তাহার ৯ মাইল পূর্ব্বে রামকোট নামক স্থানে রামসীতার যুগলমূর্ত্তি ও বৌদ্ধমূর্ত্তি বিরাজিত তাহাও একটী প্রধান তীর্থস্থান।

প্রকৃতিদেবীর এমন সুন্দর রম্যস্থান চট্টল ভূমিকে কর্ণফুলী নদী প্রায় সমদ্বিখণ্ড করিয়া বঙ্গসাগরে মিশিয়া গিয়াছে। এই কর্ণফুলী নদী পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াছে, ঐ সমস্ত পর্ব্বতে মগ, কুকী ও অপরাপর নানা অসভ্য শূদ্রজাতির বাসস্থান। (ক) এই কর্ণফুলী নদীর প্রায় বিশমাইল দক্ষিণে শঙ্খনদী প্রবাহিতা। এই নদীও চট্টগ্রামের পূর্ব্বদিকস্থ শৈলমালা হইতে বাহির হইয়া কর্ণফুলীর মুখোমুখীভাবে বঙ্গসাগরে মিশিয়া গিয়াছে। প্রবাদ আছে কর্ণফুলী, ফেণী, শ্রীমতী, শঙ্খ, মাথামুড়ি, মন্দাকিনী ও নাপ ইহারা সাত সহোদরা ভগিনী। এই কথা যে একবারে অসঙ্গত অলীক তাহা নহে। যে হেতু ঐ সমস্ত নদীগুলি যখন চট্টগ্রামের পূর্ব্বদিকস্থ একই শৈলমালা হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, তখন একস্থান হইতে যে উৎপন্ন হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে।

চট্টগ্রাম সদর ষ্টেসন কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত; ইহা এক সুপ্রসিদ্ধ প্রধান বানিজ্য- স্থান। বিলাত হইতে বানিজ্য জাহাজ একেবারে চট্টগ্রামে আসে পরে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে যোগে ত্রিপুরা, কুমিল্লা, নোয়াখালী আসাম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানি হয়। এই স্থান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলমালায় পরিশোভিত। অধিকাংশ

(ক) বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্মণ সমাজ শূদ্রজাতির আবশ্যকতা অনুভব করেন। প্রকৃত শূদ্রজাতির যে লক্ষণ তাহা বঙ্গদেশের মধ্যে আমরা কোন জাতিমধ্যেই দেখিতে পাই না। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে শূদ্রজাতির একটী মাত্র সংস্কার অর্থাৎ বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য কোনরূপ সংস্কার তাহাদের নাই।

সম্পাদক।

শৈল শিখরে য়ুরোপীয় এবং দেশীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী বৃন্দের আবাস গৃহ ও বিচারালয় প্রভৃতি সুবৃহৎ অট্টালিকাদি বিরাজ করিতেছে। একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতের শীর্ষদেশে চট্টলাধিশ্বরী শ্রীশ্রী৺চট্টেশ্বরী কালিকা দেবীর মনোহর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোরম। সমতল ক্ষেত্র, পর্ব্বত, উপত্যকা ও নদী এবং সমুদ্রের একত্র সমাবেশ বড়ই চিত্তাকর্ষক। এ হেন রমণীয় চট্টল প্রদেশের প্রধান নগর চট্টগ্রামে নানা জেলা হইতে সমাগত কায়স্থ প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনা, বাসস্থান, আহার, জলযোগ ও গমনাগমনের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত যে সমস্ত করা হইয়াছিল, তাহা অভ্যাগত প্রতিনিধিগণের অতীব সুখকর ও আরামপ্রদ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার ঘোষ এম, এ, বি, এল, যাত্রামোহন বিশ্বাস দেববর্ম্মা, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, নিশীথচন্দ্র বল, নগেন্দ্রনাথ দাষ, রামতারণ নন্দীবর্ম্মা, হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী, রজনীকান্ত বিশ্বাসবর্ম্মা, ব্রহ্মচারী জগদানন্দ স্বামী, যতীন্দ্রমোহন দত্ত, শশীকুমার কাননগো, রঞ্জনলাল সেন বি এল এবং অন্যান্য কতিপয় মধুরভাষী কায়স্থ ভ্রাতৃগণ আমাদের সমস্ত অভাব মোচন ও অভ্যর্থনা কোন প্রকার ক্রটী না হয় পরিদর্শন জন্য সর্ব্বদা প্রতিনিধিগণের আবাসস্থলে বিচরণ করিতেন। ফলতঃ পূর্ণমাত্রায় সমস্ত বিষয়ের আয়োজন করিয়া তত্রত্য অভ্যর্থনা সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রতিনিধিগণকে এক অচ্ছেদ্য ঋণজালে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। হইবে না কেন? যে মহাযজ্ঞের আচার্য্য স্বয়ং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই সি এস কমিশনার বাহাদুর, যাহার তন্ত্রধারক উকিল শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাষ ও উমেশচন্দ্র দাষ ও উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়, যাহার হোতা জমিদার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র দাষ মহাশয়, উদ্গাতা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী ও জমিদার রাজচন্দ্র দত্ত মহাশয় যাহার অধ্বর্য্যু শ্রীযুক্ত যাত্রামোহন বিশ্বাসবর্ম্মা ও পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী এবং সদস্য শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র, বেনীমাধব দাষ, রঞ্জনলাল সেন ও শ্রীযুক্ত ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত প্রমুখ ক্ষত্রিয়-কায়স্থগণ, তাহা যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? চট্টগ্রামের কায়স্থ মহাত্মাগণের যত্ন ও স্বেচ্ছাসেবকগণের অত্যন্ত পরিশ্রম দেখিয়া আমরা বিমুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু আমরা আশা করি বিরাট কায়স্থজাতি

সভার এই ষোড়শাধিবেশনে চট্টগ্রাম ধন্য হইবে। কায়স্থসভার বিবরণ পাঠকগণ যথাস্থানে দেখিবেন। ইতি—

শ্রীরজনীকান্ত বিশ্বাস বর্ম্মা।
চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রামে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বার্ষিক ষোড়শাধিবেশন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় সভাস্থলে পুনরায় সকলে সমবেত হইলেন। ঐ দিন জনতা যেন আরও বর্দ্ধিত হইল। লোক সমাগমে সুসজ্জিত কে, সি, দে ইনিষ্টিটিউট হল পরিপূর্ণ হইয়া "ন স্থানং তিলধারণং" বৎ প্রতীয়মান হইয়াছিল। কায়স্থ জমিদার মহাজন উকিল, মোক্তার ডাক্তার এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও সাহিত্যিক প্রভৃতি এবং অদ্যকার সভায় মাননীয় কমিশনার বাহাদুর স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। হলের অপর দিকে নানাস্থান হইতে আগত ও দেশস্থ কায়স্থমণ্ডলি উপবেশন করিয়া স্বর্গীয় শোভা বিকাশ করিয়াছিলেন।

সভারম্ভে চট্টলনাট্যসমাজ সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ঐক্যতান বাদন। তাহার পর, শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি, এ মহাশয়ের বিরচিত নিম্নলিখিত সুললিত সঙ্গীতটী অতি সুমধুর স্বরসংযোগে গীত হইল।

কি মোহে মজিয়ে রহিলে ভুলিয়ে ভুলেও কি কভু ভাবনা
কে তুমি কাহার, কেবা আপনার, কেন ভোগো এত যাতনা ?
সবে এক আদি পিতার সন্তান
চিত্রগুপ্ত দেব কায়স্থ নিদান,

মোহবশে ভাই হারাইলে জ্ঞান, কেবা আত্মপর জাননা।
রাঢ় কি বরেন্দ্র, বঙ্গজ প্রবীণ,
সিদ্ধ কিবা সাধ্য, মৌলিক কুলীন,
এক মহাজাতি-শরীরে বিলীন, কোথা বা বিভেদ সীমানা?
(আজ) প্রেমে গলে সবে বল ভাই ভাই
মোরা সবে এক, কোন ভেদ নাই
হয়ে ভাই ভাই, রব ঠাঁই ঠাঁই, কেন এ আত্ম-বঞ্চনা?
চিত্রগুপ্ত-সুত কায়স্থ ক্ষত্রিয়,
জ্ঞান ধর্ম্মবলে ভবে অদ্বিতীয়,
বীরত্বে, ধীরত্বে, এই আর্য্যাবর্ত্তে কে দিবে তাদের তুলনা,
(আজ) স্মর সেই গৌরবকাহিনী,
হের এই সেনা সমর-রঙ্গিনী,
(প্রতাপ) আদিত্যবাহিনী, দিগ্-বিজয়িনী করে ক্ষাত্রবীর্য্য ঘোষণা।
অঙ্গে কিবা বঙ্গে, সৌরাষ্ট্র কাশ্মীরে
অযোধ্যা, বোম্বাই অথবা দ্রাবিড়ে,
(হের) পঞ্চনদী তীরে, কায়স্থ-মিহিরে, তিমিরে করিছে লাঞ্ছনা।
কায়স্থ গরিমা এ ভারতময়,
(ঘোষে) বিন্ধ্য-হিমাচল কায়স্থের জয়
সিন্ধু-সলিলে, কিরণ উছলে, কায়স্থ গৌরব চন্দ্রমা।
জাগো মহাপ্রাণ কায়স্থ-সন্তান
ধর ক্ষাত্রতেজ, হও বীর্য্যবান
দলি সমাজের দুর্নীতি পাষাণ উন্নতি-পথে চলনা।
জয় চিত্রগুপ্ত রাজ-অধিরাজ
জয়োঽস্তু ক্ষত্রিয়-কায়স্থ-সমাজ
জয় শ্রীশঙ্কর সর্ব্ব বিঘ্নহর বিঘ্ননাশিনী শিবরমা।

সঙ্গীত শেষ হইলে সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয় কর্ত্তৃক যে সমস্ত মহাত্মাগন অনিবার্য্য কারণে সভায় উপস্থিত হইতে না পারিয়া টেলিগ্রামে ও পত্রদ্বারায় সভার প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি জানাইয়াছেন তাহা

সর্ব্ব সমক্ষে পাঠ করিলেন তন্মধ্যে কায়স্থগৌরবরবি মাননীয় মহারাজা দিনাজপুরাধিপতি, রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া গৌরীপুর আসাম, কাকিনাধিপতি চাঁচড়ার রাজা শোভাবাজারের রাজবংশীয় প্রভৃতি বরেণ্যবর্গের এবং কায়স্থ সমাজের খ্যাতনামা অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির নামের উল্লেখ শুনিলাম।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত এস্থলে আমাদিগকে আর একটী সামাজিক গ্লানির কথা বলিতে হইতেছে যদিও বিশেষ গুরুতর ও অনিবার্য্য কারণে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই বার্ষিক সভায় উপস্থিত হইতে পারেন না সত্য বটে কিন্তু পরিতাপের বিষয় কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই বৎসরান্তে সামান্য ২।৩টী দিনের নিমিত্ত সভায় উপস্থিত হওয়া একটা কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন না। পক্ষান্তরে অতি দূর দেশ হইতে প্রতিনিধিগণ অতি উৎসাহের সহিত উল্লাসিত চিত্তে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা লইয়া লইয়া ছুটীয়া আসেন। তাহাদিগের আশা থাকে যে স্বজাতির গণ্য মান্য প্রধান অপ্রধান সকলের মিলন জনিত সুখ শান্তি উপভোগ করিতে পাইবেন কিন্তু সভায় অধিবেশন সময় সে আশা নৈরাশ্যে পরিণত হইতেছে। এখন সাম্বাৎসরিক অধিবেশনটা ঠিক যেন একটা মামুলি গোছের হইয়া দাড়াইয়াছে। একটী সার্ব্বজনীন উৎসাহ উত্তেজিত করা এই অধিবেশনের উদ্দেশ্য। আশাকরি অতঃপর ইহার প্রতিবিধানে সমাজের শীর্ষস্থানীয় মনস্বীগণ দৃষ্টিপাত করিবেন। কায়স্থ সভার প্রথমদিনের পাথুরিয়া ঘাটার ঘোষ ভবনের কথা স্মরণ করুন, সেই প্রকার নবীন উৎসাহ উদ্যম প্রকাশ করিলে সমাজের শক্তি বাড়িবে কৃতজ্ঞতা আসিবে সকলে ধন্য হইবে।

প্রাপ্ত টেলিগ্রাম ও পত্র সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পাঠ সমাধা হইলে পূর্ব্ব দিবসের উপস্থাপিত তৃতীয় প্রস্তাবটি বিশেষ ভাবে সমর্থন জন্য বিক্রমপুর বাসাইল নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন। তিনি ক্ষত্রিয় ও শূদ্রধর্ম্মের অধিকার বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি বক্তৃতাচ্ছলে সরলভাবে প্রকাশ করেন যে অনুপবীত কায়স্থের বিবাহাদি বৈদিক মন্ত্র বর্জ্জিত ভাবেপুরোহিত মহাশয়গণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। তিনি মন্ত্রের উচ্চারণ এবং ব্যাখ্যা ও ভবিষ্য কায়স্থদিগের পক্ষে

যে সমস্ত বিষদৃশ ভ্রম প্রমাদ হইয়া আসিতেছে তাহা প্রাঞ্জলভাষায় বুঝাইয়া দেন।

তদনন্তর ঢাকা জিলান্তর্গত আটীর জমিদার সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রকিশোর রক্ষিত বর্ম্মা মহাশয় তাঁহার বিরচিত উদ্দীপনাপূর্ণ একটী জাতীয় সঙ্গীত হারমনিয়ম যন্ত্র সংযোগে গান করেন।

চতুর্থ প্রস্তাব।— নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা সম্পাদক
" " গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা
" " মহেন্দ্রচন্দ্র কর

পঞ্চম প্রস্তাব।—ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কায়স্থদিগের এক সমাজভুক্ত ও সমাজভুক্ত ও সকলের শাস্ত্রবিহিত সমান সদাচারী হওয়ায় যে প্রস্তাব ভারতবর্ষীয় কায়স্থ মহাসম্মিলনের পূর্ব্বে পূর্ব্বে অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে, এই সভা নিঃসঙ্কোচে তাহা গ্রহণ করিতেছেন।

প্রস্তাবক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।—বঙ্গের উত্তররাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আন্তর্গণিক বিবাহাদি কার্য্য হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই ও তাহার যথাসম্ভব প্রচলনের কর্ত্তব্যতা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

প্রস্তাবক—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব
অনুমোদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস রায়চৌধুরী
মহিমচন্দ্র দাষ
রমেশচন্দ্র নন্দী
সমর্থক রমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী,
" সঞ্জীবচন্দ্র চৌধুরী

উল্লিখিত প্রকারের প্রস্তাবদ্বয় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সপ্তম প্রস্তাব।—

বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়ার ব্যয় সঙ্কোচ ও অধুনা প্রচলিত সমাজের

সর্ব্বনাশকর পণপ্রথার উচ্ছেদ সাধনের উদ্দেশ্যে কায়স্থ সভা হইতে এ পর্য্যন্ত যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে সফল হইলেও তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশায় এই সভা সমগ্র কায়স্থ সমাজ ও সমাজের নেতৃবর্গের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন এবং প্রত্যেক কায়স্থকেই বিশেষতঃ বরকর্ত্তাদিগকে স্বতন্ত্রভাবে মনোযোগী হইতে ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালন করিয়া সভার কার্য্যে সহায়তা করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন ও এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য স্থানে স্থানে (অর্থাৎ প্রধান কেন্দ্র বা স্থানে) অনুসন্ধান সমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করেন।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু তৎকালে এই প্রস্তাবটী একটী হৃদয়গ্রাহী ও ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দ্বারা সকলকে এবং বিশেষ প্রকারে কায়স্থ যুবকদিগকে সাধ্যানুসারে প্রতিকারের জন্য মনোযোগী হইবার নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে উদ্বোধিত করিতেছিলেন। সেই সময় অত্রকার কেন্দ্রে যে উনবিংশ জন কায়স্থের সংস্কার হইয়াছে, প্রচারক অগ্নিহোত্রী মহাশয় সঙ্গে মুণ্ডিত মস্তকে গৈরিক বস্ত্রে উপবীতী হইয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিবামাত্র সমবেত সভ্যমণ্ডলী অতি উল্লাসিত চিত্তে জাতীয় সংস্কারের সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ ভাবে অভ্যর্থনা করিলেন। সে দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব সভাগৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত 'বন্দে চিত্রগুপ্তম' 'জয়োঽস্তু কায়স্থ ক্ষত্রিয়ানাং' বারংবার ধ্বনিত হইয়া সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

সপ্তম প্রস্তাবের অনুমোদক চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এম, এ, মহাশয় বক্তৃতা মধ্যে এক স্থানে অতি দুঃখের সহিত বলিয়াছিলেন কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় বর্ণান্তর্গত তাহা অনেকেই জানেন এবং জানি। কয়েক বছর যাবৎ অনেকেরই পৈতা গ্রহণ করিবার সংবাদ শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু প্রকৃত ক্ষত্রিয়ত্বের কোন কার্য্য দেখিতেছি না। প্রায় অধিকাংশকেই 'প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জ্জয়, 'কার্য্যকালে খোঁজে সবে নিজ নিজ পথ' গোছের দেখিয়া থাকি। ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্ত্তব্য কথানুরূপ কার্য্য করা। সকলেই মনপ্রাণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন মুখে যাহা বলিবেন কার্য্যে তাহাই করিবেন এ জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়ের সর্ব্বপ্রধান

ধর্ম্ম সত্যপালন দেশ ও সমাজের রক্ষা এবংর আশ্রিত ও বিপন্নকে রক্ষা করা। সর্ব্বদা আমাদিগকে এই কর্ত্তব্য স্মরণ রাখিয়া চলিতে হইবে।

কলিকাতা বাগবাজারের স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসুর পুত্র রায় বিনোদবিহারী বসু মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

সপ্তম প্রস্তাবের সমর্থ্যক শ্রীযুক্ত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাবিত বিষয় সমর্থনকালে যে বক্তৃতা পাঠ করেন তাহা সভ্যগণের নিকট অতি মনোজ্ঞ হইয়াছিল।

অষ্টম প্রস্তাব।—কায়স্থ সভার স্থায়িত্ব কামনায়, দরিদ্র কায়স্থ বালক ও বালিকার শিক্ষা এবং সাহায়হীনা কায়স্থ বিধবার সাহায্য জন্য এবং শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের সাম্বৎসরিক পূজা ,আগান্তক বৈদেশিক কায়স্থগণের অবস্থান, সভায় শাস্ত্রীয়গ্রন্থ সংরক্ষা ও কায়স্থজাতি সম্বন্ধীয় পুস্তক বিক্রয়ার্থ যে পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে, তাহার স্থান, আফিসের কার্য্যাদি ও মাসিক অধিবেশনের স্থান কলিকাতায় কোন সদর রাস্তার উপর শ্রীশ্রী চিত্রগুপ্তদেবের একটী মন্দির স্থাপনের ও গৃহাদি নির্ম্মাণের জন্য, চিত্র গুপ্তভাণ্ডার স্থাপিত আছে, এই সভা তদ্ভাণ্ডারে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে সহৃদয় কায়স্থমাত্রেরই নিকট:প্রার্থনা করিতেছেন।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা মহাশয় এই প্রস্তাবিত বিষয়ে সকলের মনযোগ আকর্ষণের জন্য নাতিক্ষুদ্র একটি বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা অন্তে স্বয়ং ২৲ টাকা প্রদান করিলে সভাস্থানে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে অনেকেই কিছু কিছু অর্থ প্রদান করিলেন এবং অনেকেই দিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন।

অনুমোদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র রায়

সমর্থক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ মজুমদার বর্ম্মা

জয়ন্তকুমার বসুবর্ম্মা ঠাকুর।

সম্পাদক পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভা ঢাকা।

জয়ন্ত বাবু প্রস্তাবটী সমর্থন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার পক্ষ হইতে 'কায়স্থ সমাজের সংস্কার' নামক কায়স্থের জাতিতত্ব সম্বন্ধিয়

৫০ খানি গ্রন্থ চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে প্রদান করিলেন।

৮ম প্রস্তাবটি যে ৪ জন মহাত্মা দ্বারা উপস্থাপিত অনুমোদিত এবং সমর্থিত হইয়াছে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অন্যূন ৫০৲ টাকা এককালীন দান করা কর্ত্তব্য ছিল।

নবম প্রস্তাব।—এই সভা কায়স্থ মাত্রেরই উচ্চ শিক্ষার বিশেষ আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতেছেন। যাহাতে কায়স্থ সমাজের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার, বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার বহুল প্রচার হয় এবং স্ত্রী শিক্ষার বিস্তৃতি হয় সকলকে তজ্জন্য সানুনয় অনুরোধ করিতেছেন।———

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসুবর্ম্মা বিদ্যালঙ্কার

অনুমোদক—" মহিমচন্দ্র দাষ বি, এল

সমর্থক— " শ্রীশচন্দ্র গুহবর্ম্মা মজুমদার

দশম প্রস্তাব।—ভারতবর্ষিয় কায়স্থ মহাসম্মেলনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনে শিক্ষার্থে সমুদ্র যাত্রার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে এই সভা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন।

প্রস্তাবক—রায় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষবর্ম্মা দস্তিদার এম,এ,বি-এল,

অনুমোদক— " ব্রজমলাল সেন বি এল

সমর্থক— " অমৃতকুমার বসুবর্ম্মা ঠাকুর বি এল

একাদশ প্রস্তাব।—কায়স্থ সভার উদ্দেশ্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে দেশব্যাপী আন্দোলনের জন্য সকল কায়স্থ প্রধান স্থানে শাখাসমিতির গঠন ও পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত প্রচার সমিতির কার্য্যে সর্ব্ব বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্য সভা কায়স্থ মাত্রকেই অনুরোধ করিতেছে।

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাষ বি, এল

অনুমোদক— " বিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি, এ

সমর্থক— " সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী

" মাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রচারক

একাদশ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইবার পর দ্বাদশ প্রস্তাব। বঙ্গীয় কায়স্থ সভার নিয়মাবলী সংশোধন।

এই প্রস্তাবিত বিষয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় উত্থাপন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

ত্রয়োদশ প্রস্তাব।—আগামী বর্ষের কর্ম্মচারী ও কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন।

প্রস্তাবক মাননীয় শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দেববর্ম্মা আই, সি, এস, কমিশনার বাহাদুর

মাননীয় কমিশনার বাহাদুর আগামী বর্ষের সভাপতি, সহকারী সভাপতি, সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক এবং চতুঃশ্রেণীস্থ সদস্যগণের নামের লিষ্ট পাঠ করিলেন।

অনুমোদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ এল, সি. পি, এস
সমর্থক— " গঙ্গাপ্রসন্ন ঘোষবর্ম্মা
" " উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বি, এল

সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী পরিগৃহীত হইল; আগমী বর্ষের জন্য তাহিরপুরের ভূম্যাধিকারী স্বর্গীয় রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুরের সুযোগ্য পুত্র কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আশা করি উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র কুমার বাহাদুর প্রাণপণে তাঁহার এই দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য রীতিমত প্রতিপালন করিয়া পিতার অক্ষয় গৌরব উজ্জ্বল করিবেন। তিনি এখন পর্য্যন্ত নানা কারণে উপনয়ন গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কায়স্থ সমাজের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তিনি অচিরকাল মধ্যে উপনয়ন গ্রহণ করতঃ কায়স্থ সভার সর্ব্ববিষয়ে মঙ্গল বিধান ও উন্নতি জন্য বিশেষভাবে মনোযোগী হইবেন।

আগামী বর্ষের জন্য সম্পাদক হইলেন শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা বি,এল ও রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

চতুর্দ্দশ প্রস্তাব।—আগামী বৎসরের বার্ষিক অধিবেশনের সময় নির্দ্ধারণ। গুডফ্রাইডের বন্ধোপলক্ষেই হওয়া স্থির হয়, যতদূর জানা যায় রাজসাহীতেই সভার বার্ষিক অধিবেশন হইবার খুব সম্ভব।

পঞ্চদশ প্রস্তাব।—ব্রাহ্মণগণ কায়স্থ, প্রতিনিধিবর্গ, গতবর্ষের সভাপতি, সম্পাদক ও অন্যান্য কর্ম্মচারীগণকে ধন্যবাদ ।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দাস বি, এল
অনুমোদক " কামিনীকুমার ঘোষ এম, এ, বি, এল
সমর্থক " উমেশচন্দ্র দত্ত মোক্তার।

এ স্থলে একটী আনন্দের সংবাদ না লিখিয়া পারিতেছি না চট্টল ভূমির ভূ দেবতা ব্রাহ্মণ মহাত্মাদিগের উদারতার বিষয় অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য ও প্রকৃত আদর্শ।

ষষ্টদশ প্রস্তাব।—অভ্যর্থনা সমিতির স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং সভার কার্য্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে ধন্যবাদ।

প্রস্তাবক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র বসু
অনুমোদক " সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী
সমর্থক " মাখনলাল ধরবর্ম্মা

তদনন্তর সুকবি জীবেন্দ্রকুমার দত্তের বিরচিত দ্বিতীয় সঙ্গীতটী গীত হইবার পর বিদায় সঙ্গীতের মূর্চ্ছনার সঙ্গে সঙ্গে ৬টিকার সময় সভা ভঙ্গ হয়। অতঃপর কমিশনার বাহাদুর, সভাপতি ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রমুখ কতিপয় প্রতিনিধি সহ অদ্যকার উপবীতী কায়স্থ মহোদয়দিগের আলোক চিত্র তোলা হয়।

কবিবর শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় বিরচিত।

দ্বিতীয় সঙ্গীত।

বহেনা বহেনা শীতল শোণিত
অবশ ধমনী মাঝারে।
নহে নহে আর জীবন শায়িত
অকূল মরণ পাথারে॥
নিশার নিবিড় তিমির কাটিয়া,
হাসে বালরবি দিক আলোকিয়া,—
টুটিয়া সুপ্তি গভীর মন্ত্রে
বাজে ভেরী (ওই) দুয়ারে।

পতিত দলিত মথিত জাতির,
কে ঘুচাবে এস নয়নের নীর,—
পাতিয়া বক্ষ ধরিতে অশনি
আহ্বানি আজি সবারে ॥
মোদের প্রতাপ, মোদের বিজয়,
মোদের শিবাজী স্বপন যে নয়,—
তাঁদের রুধির বহিতেছে হৃদয়ে
দাও পরিচয় ধরারে।
মুছে গেছে গ্লানি, নাহি অবসাদ,
আসিছে নামিয়া দেব-আশীর্ব্বাদ,—
রুদ্রে শকতি জানে না ভুবনে
পরাজয় কহে কাহারে ॥

শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রচারক

কবিতাগুচ্ছ।

বর্ষশেষে ১৩২৪।

তরঙ্গের পরে যথা তরঙ্গ আসিয়া
রঙ্গে তরঙ্গিণী বুকে উচ্চরোলে ধায়,
বরষের পরে নব বরষ ভাসিয়া
সময়-সরিৎ-স্রোতে তথা চলে যায়।

প্রাবৃটের জলোচ্ছ্বাস প্রচণ্ড বিক্রমে
তীরতরুলতাগুল্ম উপাড়ি হেলায়—
ডুবাইয়া ভাসাইয়া ঘুরাইয়া ক্রমে
কত রঙ্গ ভঙ্গ করি নাচায় খেলায়!

কালের করাল তীব্র তরঙ্গ তেমন।
সদাই খেলিছে লয়ে মানব-জীবন।

(২)

সুসভ্য শিক্ষিত সর্ব্বগুণের আকর
শৌর্য্য-বীর্য্যে উচ্চশির উন্নত স্বাধীন,
অথবা অসভ্য বন্য নিতান্ত বর্ব্বর
অশিক্ষিত পশু প্রায় চির পরাধীন;
ভিন্ন ভিন্ন জাতি মাঝে বিভিন্ন প্রকার,
সুখের আদর্শ আর লক্ষ্য জীবনের,
ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি মাঝে আশা অহঙ্কার
নূতন নূতন চিত্র কত রকমের—
সকলি কালের স্রোতে পড়িছে আসিয়া,
উলট পালট হ'য়ে যাইছে ভাসিয়া।

(৩)

কত সন্তোষের রাশি কত সুখ আশা,
কামনা বাসনা কত, কত আকর্ষণ,
কতই মমতা স্নেহ কত ভালবাসা,
উৎসাহ উদ্‌যোগ শত, স্ফূর্ত্তি অগণন,
জনমের মহোৎসব, আনন্দ উচ্ছ্বাস,
শতকণ্ঠে উচ্চধ্বনি জয় জয় রব,
জীবনের পণ্যে কত লাভের বিশ্বাস,
লক্ষ লোকে গায় উচ্চে বিজয় গৌরব—
সকলি ভাসিয়া যায় কালের প্লাবনে,
যা ছিল সুন্দর কিছু মানব-জীবনে।

———

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ দাস।

নববর্ষ ১৩২৫

কোমল মধুর সুন্দর তব আসিল নূতন বর্ষ
নূতন সুরভি রূপরসভার নূতন কোমল স্পর্শ ॥
নব কিশলয় দলে,
নব ফুল নব ফলে,
নব মেঘ নব জলে
ঢালিল নূতন হর্ষ।
কোমল মধুর সুন্দর তব আসিল নূতন বর্ষ।

(২)

নূতন দরশ নূতন পরশ নূতন কুসুম গন্ধ
নব নব রস নূতন হরষ সুরের নূতন ছন্দ
কোকিল পাপিয়া রহিয়া রহিয়া নবীন আবেগে পরশে ॥
স্বর তরঙ্গে নূতন রঙ্গে স্বর লহরী বরষে।
সুন্দর তব বিধাতার বর আনিল নূতন বর্ষ।
শবদ সুরভি রূপরসভার নূতন কোমল স্পর্শ ॥

(৩)

কুসুম কোমল অমল কপোলে রাগের নূতন ছটা
সুধার আধার মধুর অধরে হাসির নূতন ঘটা।
নব বিকসিত হৃদয়-সরোজে প্রেমের নূতন ব্রীড়া।
আধ আবরিত বদন কমলে মানের নূতন ক্রীড়া।
নূতন বরষে, নূতন হরষে নূতন রসের ধার।
চির পুরাতন নবীন প্রেমিক বুঝিবে মরম তার।
নূতন বরষে জীবন সরষে জাগিছে নূতন আশ।
প্রেমময় পদে সঁপিল সকলি ভারতীভূষণ দাস ॥

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ দাস।

জ্ঞান।

'ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার' বলিছে 'বিজ্ঞান'।
'তত্বজ্ঞান' বিজ্ঞানেরে ভাবিছে অজ্ঞান॥
জড়বাদী বৈজ্ঞানিক কহে দম্ভভরে।
'পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারে জ্ঞান লাভ করে নরে॥
চক্ষু কর্ণ নাসা ত্বক্ রসনার দ্বারে।
বস্তুর অস্তিত্ব বোধ করিবারে পারে॥
রূপরসশব্দগন্ধস্পর্শ ভিন্ন আর।
মানুষের কোন বস্তু নাহি জানিবার॥
ইহাদের অতিরিক্ত কিছু নাহি আর॥
থাকিলেও, জানিবার নাহি কিছু তার।
জড়দাস বিজ্ঞানের সদর্প হুঙ্কার।
তত্বজ্ঞান হাস্যমুখে করে পরিহার॥
'বল দেখি বৈজ্ঞানিক, ইন্দ্রিয়ের দ্বারে।
তোমার তুমিত্ব জ্ঞান কভু দিতে পারে?
কে তুমি? আছ কি নাই? কি উত্তর দিবে?
পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাঝে কে ইহা বলিবে?
কেমন তোমার রূপ? কি প্রকার রস?
কিবা শব্দ? কিবা গন্ধ? কেমন পরশ?
কোন দিন কোনরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে।
করিয়াছ অনুভব তোমার তাঁহারে?'॥
অথবা বলিবে বুঝি 'নাই, নাই, নাই,!'
বুকে হাত দিয়া কেন বল না তাহাই!॥
যদি স্পর্দ্ধা গিয়া থাকে করহ প্রণাম।
পরমাত্মা পরমেশ প্রেম তাঁর নাম॥
'তত্বমসি' মহাবাক্য জপ অনিবার।

ইন্দ্রিয় অতীত জ্ঞান পাবে সারাৎসার ॥"

কি বুঝিতে পারে বল বালিকা অপরা ?
'বিজ্ঞান' অজ্ঞান শিশু শুধু দম্ভে ভরা ॥
পরাবিদ্যা ভগবতী প্রেমময়ী পায়।
লও দীক্ষা পাবে শিক্ষা তাঁহার কৃপায় ॥
ওঁ সর্ব্বচৈতন্যরূপাং তামাদ্যাং বিদ্যাং চ ধীমহি।
বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র পালিত ভারতীভূষণ দাস।

নিবেদন।

পুরাতন চলি গেল নবীন বরষ এল
জাগরে জাগ সব কায়স্থ-সন্তান।
সুখ শয্যা পরিহরি উঠ সবে ত্বরা করি
জাতীয় উন্নতি হেতু হও আগুয়ান ॥
আর কতকাল সবে ঘুমে অচেতন রবে
জাগিবে না উঠিবে না দেখিবে না চেয়ে
তোমাকে পশ্চাতে ফেলি সকলেই গেল চলি
আপন আপন তরি প্রাণপণে বেয়ে ॥
তুমি শুধু পড়েআছ মিছে কিযে ভাবিতেছ
জাতীয় উন্নতি চিন্তা কিছু মাত্র নাই।
সংসারের কাজ যত করিতেছ অবিরত
অবহেলা দেখি শুধু উপবীতে ভাই ॥
যাহার সঙ্গতি আছে সেই দেখি থাকে পাছে
মুখে বলে 'লই লব' কাজে কিছু নয়।
'কাকিনা সন্তোষ' আর কাজলার জমিদার
এখনও শূদ্রাচারী বড় দুঃখ হয় ॥

কোথা উপবীত ল'য়ে নিজেই আদর্শ হ'য়ে
অনুগত বাধ্য যত গ্রামবাসিগণে।
ক্ষত্রিয় আচার নিতে বলিবেন বিধিমতে
স্বার্থ ত্যাজি করিবেন সাহায্য যতনে॥
কিন্তু কি বলিব আর দেখি পরিবর্ত্তে তার
মনে মুখে দুই কথা শূদ্রের আচার।
কিছুতেই যেন আর না লবে ক্ষত্রিয়াচার
উপবীতী সনে আর (ও) শত্রু ব্যবহার।
এইরূপ ব্যবহারে লোকে কি বলিবে তারে
স্বজাতি কলঙ্ক বই ভেবে দেখ মনে।
'শূদ্র' বলি পরিচয় দিতে যদি ইচ্ছা হয়
কেন থাক দুইদিকে কোন প্রয়োজনে?
(আর) 'শূদ্র' পরিচয় দিতে লজ্জা যদি হয় চিতে
অবহেলা কেন তবে হেরি উপবীতে?
ক্ষত্রিয় শোণিত যার বহে ধমনীতে যার
মুহূর্ত্ত সে নাহি পারে শূদ্রাচারে থাকিতে॥
'রাম' 'কৃষ্ণ' অবতারে ক্ষত্রিয় গৌরব বাড়ে
দেখ চেয়ে এখনও প্রতি ঘরে ঘরে।
স্থাপি সবে সিংহাসন পূজে 'রাম' 'কৃষ্ণ'ধন
উদ্ধারেণ তাঁরা কত দীনহীন পামরে॥
কাতরে এ দীন বলে উঠ ভাই সবে মিলে
সাবিত্রী গ্রহণ কর ছাড় শূদ্রাচার।
সিংহের শাবক হ'য়ে শৃগালের বৃত্তি লয়ে
কলঙ্ক কালিমা মুখে লেপিও না আর॥
দেখি বহু দিন পরে রাজাও সাহায্য তরে
ডাকিছেন প্রজাগণে বিপদ সময়।
কর যুদ্ধে যোগদান রাখ ক্ষত্রিয়ের মান
আছে যার বলবীর্য্য দাও পরিচয়॥

সন্দেহ হইলে মনে শাস্ত্র আদি অধ্যয়নে
বুঝিতে পারিবে তুমি ক্ষত্রিয় কুমার।
সামান্ত সাহায্য দিলে 'পত্রিকা "প্রতিভা" মিলে
প্রতিমাসে দ্বারে তব দিবে সমাচার।
'পত্রিকা' ষোড়শীবালা রূপে গুণে সমুজ্জ্বলা
যথাকালে হাস্যমুখে দেখা দেয় আসি।
কিশোরী "প্রতিভা" হায় দেখে বুক ফেটে যায়
শ্রীহীনা, মলিনা, দীনা, পাণ্ডু মুখশশী॥
সকাতরে ধীরে ধীরে সময় অতীত করে
উপস্থিত হয়ে দ্বারে কৃপা ভিক্ষা চায়।
কাতরে জনক তার বলিছেন বার বার
সাহায্য করুন সবে দীনা তনয়ায়॥
দীন অকিঞ্চন যাচে প্রতিভারে রাখ কাছে
গ্রাহক সংগ্রহ কর, কর ভিক্ষা দান।
তা হলে "প্রতিভা" হাসি যথাকালে দ্বারে আসি
দিবে দরশন রবে কায়স্থের মান॥
"প্রতিভা" ত্যজিলে প্রাণ সকলি হইবে ম্লান
কায়স্থের যশ মান প্রতিভা গৌরব।
হবে সমাজের ক্ষতি কায়স্থের অবনতি
সূচিত করিবে তাই ক্রমে যাবে সব॥

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র সেনবর্ম্মা।

শুভ বৈশাখে প্রীতি-উপহার।

বিনয় বা সাধুতা অবলম্বনে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। গর্ব্বে বা অহঙ্কারে পতন হয়।

২। যে ব্যক্তি শিক্ষালাভ করিয়া চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে চাহে, তাহার বিজ্ঞগণের সদুপদেশ শ্রবণ এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা উচিত। আর যে ব্যক্তি নিরাপদে ও নির্ব্বিবাদে কালযাপন করিতে বাসনা করে তাহার সকল বিষয়ে প্রভুত্ব করিতে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।

৩। যাহারা সুবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে, তাহাদের প্রায় সকল কার্য্যই সুসম্পাদিত হয়। আর যাহারা অবিমৃশ্যকারী এবং সহসা কার্য্যে নিরত হয়, তাহারা কোন কার্য্যেই সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

৪। উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পদ উদারচেতাদিগকে অধিকতর সম্ভ্রান্ত ও মহৎ করিয়া তুলে; কিন্তু নীচমনা ও দুরাশয়দিগকে অত্যাধিক অধম করিয়া ফেলে।

৫। সদা সর্ব্বদা সংসারের কোলাহল মধ্যে না থাকিলে মন প্রসন্ন ও চিত্ত স্থির রহে না। দুঃখে নিপতিত হইয়া তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহা দূর করিতে পারিলে শান্তি পাওয়া যায়। সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে অভিজ্ঞতা জন্মে। ত্যাগ স্বীকারে হৃদয়েও শান্তি আসিয়া থাকে।

৬। সাধু ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তিবৃন্দ বিপদ সময়েও ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কুপথে গমন করে না। দীপ শিখা সর্ব্বদাই উর্দ্ধভাগে থাকে, কখনও নিম্নগামিনী হয় না।

৭। মহাদুঃখে নিপতিত হইলেও আপনাকে হেয় ও অতি হীনজ্ঞান করিতে নাই। যে ব্যক্তি আপনার প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন এবং নির্ভর করিতে না পারে, তাহার দ্বারা সংসারের কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

আপনাকে হীন ও হেয় জ্ঞান করিলে উৎসাহ ভঙ্গ হয়। উৎসাহ ভঙ্গ হইলে হৃদয়ে শক্তি থাকে না।

৮। অত্যুত্তম গুণ বা প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণ প্রায়শঃ স্বভাবতঃই ধর্ম্মপথের পথিক হইয়া থাকে। মধ্যমেরা নানারূপ সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হয়। কিন্তু দুর্ব্বলদিগকে আজীবন উপদেশ দিলেও কখনও তাহারা কুস্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না।

৯। যিনি কাহাকেও ঘৃণার চক্ষে দর্শন না করেন, সকল কার্য্যে ধৈর্য্যাবলম্বন করেন, কাহারও প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ না করেন, ক্রোধী ব্যক্তিকে সহাস্য বদনে ও মধুর বচনে সম্ভাষণ করেন, পরের কার্য্যে সর্ব্বদা ঘুরিয়া না বেড়ান কেহ মন্দ কথা কহিলেও তাহার প্রতি কটূক্তি করেন না, সেই ব্যক্তিই সারবান। তিনি কখনও শান্তি হারা হন না।

১০। মহাপুরুষেরা নিরন্তর পরোপকারেই নিরত রহেন। পরোপকারকেই তাঁহারা নিজের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন।

১১। সংসারের উপকারার্থেই শ্রীভগবান্ সময়ে সময়ে মহাপুরুষদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তাঁহারা সংসারের হিতসাধন ও শান্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করেন। তাঁহারা দুষ্ট ও অজ্ঞানের উপকারের ও কল্যাণের জন্যই আসেন, মহাপুরুষদিগের কল্যাণের জন্য নহে।

১২। জননী জঠর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া কেহই জ্ঞানবান বা বুদ্ধিমান হয় না। সুশিক্ষা ও বহুদর্শিতার ফলেই সুধীর ব্যক্তিগণ জ্ঞানলাভ করিয়া সুখী হন।

১৩। মহাপুরুষের হৃদয় জ্ঞান রত্নের আকর। তাঁহাদিগের এক একটী উপদেশ এক একটী অমূল্য রত্ন। তাঁহারা বিনামূল্যে ও সরল অন্তঃকরণে তাহা দান করিয়া থাকেন।

১৪। পুণ্যবান পুরুষদিগের মন অত্যল্প সময়ের জন্যও ঈশ্বরের চিন্তা ছাড়া থাকে না। তাঁহারা সকল পদার্থেই পরম পিতা পরমেশ্বরের বিভূতি দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের হৃদয় শান্তির আকর

১৫। যাহার অভাব নাই তাঁহার অর্থ না থাকিলেও তাহাকে দুঃখী বলা যায় না; যাহার অভাব ঘুচে না যথেষ্ট অর্থ থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকেই দুঃখী কহা যায়।

১৬। ঈশ্বরে ও মানবে অনন্ত প্রভেদ থাকিলে ও, প্রেম ও ভক্তি বলে সেই প্রভেদ দূর হইতে পারে।

১৭। শত সহস্র মূর্খের নেতা হওয়া অপেক্ষা এক জন মহাপুরুষের দাস হওয়া ও শ্রেয়ঃ। কারণ, সেই এক মাত্র মহাপুরুষ হইতেই অনন্ত জ্ঞান লাভ করা যায়। শত সহস্র মূর্খ হইতে ও সে ফলের আশা করা যায় না।

১৮। গতির দ্বারা তুরঙ্গমের, ভার বহন ক্ষমতা দ্বারা বৃষভের, দুগ্ধের পরিমান দেখিয়া ধেনুর, সৎ কার্য্য দেখিয়া সাধুর, ভক্তি দেখিয়া শিষ্যের, আনুগত্য দেখিয়া ভৃত্যের, কর্ত্তব্য দেখিয়া পিতার, ব্যবহার দেখিয়া জামাতার, রন্ধন দেখিয়া পাচকের এবং আনুরক্তি ও বশ্যতা দেখিয়া পুত্রের বিষয় বিলক্ষণ বুঝা যায়।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা কাব্যরত্নাকর।

উদ্বোধন

চট্টগ্রামে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ষোড়শবার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে পঠিত।

(১)

কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণ হও জাগরিত,
চেয়ে দেখ আঁখি মেলি',
পূর্ব্বাশার দ্বার খুলি',
নববেশে নবরবি আজি সমুদিত।
কায়স্থ সন্তান! তুমি আজিও নিদ্রিত?

(২)

শোননি কি ভেরী নাদ নিশীথ স্বপন?
বিদারি আকাশ তল,
উছলি' জলধি জল,
সে ধ্বনি পশেনি কিগো তোদের শ্রবণে?
এখনো রয়েছ ভাই অলস-শয়নে?

(৩)

অই শোন, অই শোন, বাজিছে আবার,
উন্নতির মহাভেরী,
দিগ্‌দিকে ঘুরি ফিরি,
শূন্যে উঠি, চুম্বি' ধরা, গর্জ্জি' অনিবার!
রে নিদ্রিত! শুনিছ না সে ভেরী-ঝঙ্কার

(৪)

একবার উঠ জাগি, হে আত্ম-বিস্মৃত।
ভেবে দেখ কেবা তুমি,
কোথায় উদ্ভব ভূমি,
কি মহোচ্চ শৃঙ্গ হ'তে কি নিয়ে পতিত!
যথা জাহ্নবীর নীর হিমাদ্রি বিচ্যুত।

(৫)

তুমি না সে মহাপূজ্য ক্ষত্রিয়-কুমার,
যাহাদের হুহুঙ্কারে,
ব্যোম পৃথ্বী-পারাবারে,
উঠিত প্রলয় রোল, শিঞ্জিনী ঝঙ্কার,
সহস্র অরাতি ছিন্না করিত বিদার?

(৬)

ভুলেছ কি ভীমার্জ্জুন, ভীষ্ম মহাপ্রাণ?
সূর্য্যকুল-অবতংশ,
রাজপুত বীরবংশ,
জামদগ্নি সমবীর্য্য গিহ্লোট-চৌহান,
হামির প্রতাপ পৃথ্বী সমর-সংগ্রাম॥

(৭)

ভুলেছ রাজর্ষি রাম জনক সন্ন্যাসী?
সে তপস্বী বিশ্বামিত্র,
ব্রহ্মর্ষি বসুধা-মিত্র,

রাজেন্দ্র হরিশ্চন্দ্র কীর্ত্তি অবিনাশী,
সত্যব্রতে সর্ব্বরিক্ত শ্মশান-নিবাসী ?

(৮)

বীরত্বে ধীরত্বে, ভোগে ত্যাগে সর্ব্বগুণে,
ক্ষত্রিয় মানব-সার,
অবনীর অলঙ্কার,
সমাজের হিতব্রতে লইলা চরমে,
কেহ অসি, কেহ মসী, অকুণ্ঠিত মনে,

(৯)

চিত্রগুপ্ত মহারাজ কায়স্থ-ক্ষত্রিয়,
বংশের নিদানভূত,
সুতীব্র তপস্যা পূত,
জ্ঞান-ধর্ম্মে, তপৈশ্বর্য্যে ভবে অদ্বিতীয়,
নরকুল পূজাস্পদ দেবকুল-প্রিয়।

(১০)

হে কায়স্থ ! রাঢ়ী আর বারেন্দ্র বঙ্গজ,
তোমরা তাঁহারি পুত্র,
কিবা অরি কিবা মিত্র,
যতই বিচিত্র চিত্র, দেশজ-কর্ম্মজ,
সবে এক মূলোদ্ভব, অনুজ-অগ্রজ।

(১১)

আসি এই বঙ্গভূমে স্থান আবর্ত্তনে,
আচার আকৃতি ভিন্ন
সমাজে শতধা ছিন্ন
কুরীতি কুপ্রথা পাশে বিষম বন্ধনে,
দিন দিন তনু ক্ষীণ, গুমরি মরমে।

(১২)

আজি উন্নতির ভেরী সারা বিশ্বময়,

বাজিছে প্রলয় রবে,
কে আর ঘুমায়ে রবে,
ছুটেছে তাণ্ডব নৃত্যে মানব-নিচয়,
সম্মিলিত বাহুবন্ধ, নির্ভীক হৃদয়,

(১৩)

জাগ জাগ, হে কায়স্থ ক্ষত্রিয় নন্দন !
স্মর পূর্ব্ব বীর-গাথা,
প্রতাপ-আদিত্য-কথা,
আরো কত সংখ্যাতীত বীরেন্দ্র রতন,
শৌর্য্যে বীর্য্যে উদ্ভাসিল ভারত ভুবন !

(১৪)

স্মর বঙ্গ মহাকবি শ্রীমধুসূদন,
সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ,
জ্ঞানী জগদীশচন্দ্র,
শ্রীমান চন্দ্রমাধব রবীশ রতন,
উজলিল পুণ্য তেজে ধর্ম্মাধিকরণ।

(১৫)

সমগ্র ভারত ব্যাপী কায়স্থ কেতন,
উড়িছে সুনীলাম্বরে,
জলদ-গম্ভীর স্বরে,
ঘোষিছে সমরক্ষেত্রে কায়স্থ বিক্রম,
মেসোপটেমিয়া আর ফরাসী প্রাঙ্গণ।

(১৬)

এ মহাবিপ্লব-দিনে, কায়স্থ সমাজ !
নহ তুমি হীন প্রাণ,
আজো বেগে বহমান,
ক্ষত্রিয়-রুধির-ধারা ধমনীর মাঝ,
জাতীয় উন্নতি-তরে কি হেতু এ ব্যাজ ?

(১৭)

আজি মহা সম্মিলন সুদূর চট্টলে,
বঙ্গোপসাগর শীরে,
শ্রীচন্দ্রশেখর তীরে,
প্রণমি শ্রীচন্দ্রনাথে, মন-কুতূহলে,
ভাসাও জাতীয়-তরী কালসিন্ধু জলে।

(১৮)

ভেঙ্গে ফেল সমাজের পাষাণ প্রাচীর,
দূর কর ব্যবধান,
বাঁধ ঐক্যে প্রাণে প্রাণ,
জাগিবে সে মহাশক্তি, উজলি তিমির,
শোভিবে কায়স্থ, মেঘ-বিমুক্ত মিহির॥

ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি, এ।
চট্টগ্রাম।

নববর্ষের আবাহন।

হাসিছে ধরণী গাহিছে পবন
গভীর স্বননে বিভুর গান।
পুলকে পূরিত জগজন মন
শুনিয়া শ্রবণে মধুর তান॥১

কুহু কুহু রবে ডাকিতেছে পিক
নাচিয়া নিয়ত হরষ ভরে।

সুপ্ত ধরাতল উঠুক জাগিয়া
প্রেমের পরস্ লাভের তরে ॥২

নব-মুঞ্জরিত নব-মুকুলিত
বিটপীর দল সুসমা ধরি।
ভাবুকের প্রাণ ভাবের আবেশে
ধীরে ধীরে ধীরে নিতেছে কাড়ি ॥৩

প্রেমের আবেগ সোহাগের সুখ
যে সুধা বিতরে এ মধুমাসে।
যুবক যুবতী হয়ে মাতোয়ারা
সে প্রেম-সাগরে নিয়ত ভাসে ॥৪

ভালবাসাবাসি প্রাণ বিনিময়
ত্রিদিবের শান্তি চাহে মানব।
কত দিন আর ভ্রাতৃপ্রেম ভুলে
নীরবে সহিবে এ মহাহব ॥৫

হাসিভরা মুখ বুক ভরা সুখ
হেরে প্রকৃতির মোহন বেশ।
বল মোরা ভাই কেহ নহি পর
রেখো নাহে প্রাণে দ্বিধার লেশ ॥৬

ভাবে মাখামাখি প্রেমের মিলন
হৃদয়ে হৃদয়ে উঠুক জাগি।
এ শুভ বাসরে ভেদ বুদ্ধি ভুলি
এস ভাই ধাই মিলন লাগি ॥৭

সবে মিলে এক মন প্রাণ হয়ে
সুখ শান্তি শুভ অর্জ্জন করি।
সদা সুখে থাকি মিলিয়া সকলে
বিভুর চরণ নিয়ত স্মরি ॥৮

প্রাণের আবেগে মনের আনন্দে
হ'ক মিলন আমা সবাকার।
ধর ধর প্রিয়! এ দীন বঁধুর
নব বরষের প্রেমোপহার ॥৯

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর জন্মোৎসব এবং ধর্ম্ম।

বিগত ৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার সীতানবমীর মহাদিনে ফরিদপুর গোয়ালচামট শ্রীঅঙ্গনে উক্ত জন্মোৎসব আরম্ভ হইয়া ১১জ্যৈষ্ঠ শনিবার শেষ হইয়াছে। উক্ত মহোৎসবে ৫৬ প্রহর শ্রীশ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এবং প্রত্যহ বিপুল জন সাধারণের সমাগম ও সেবা কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এই উৎসবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মৈত্র
শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মৈত্র
শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দাষ উকিল
ইত্যাদি—

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রভুর ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে মহাধর্ম্ম বার্ত্তিক পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল।

ভূমিকা।

পাঠক! মূর্ত্ত পবিত্রতা দেখিয়া কখনও কি পবিত্রীকৃত হইয়াছ, জ্বলন্ত প্রভাব দেখিয়া কখনও কি কণ্টকিত হইয়াছ, কঠোর তপস্যা দেখিয়া কখনও কি স্তম্ভিত হইয়াছ, মনোহরণ রূপ দেখিয়া কখনও কি মোহিত হইয়াছ, আনন্দময়

মূর্ত্তি দেখিয়া কখনও কি উৎফুল্ল হইয়াছ, অথণ্ড প্রেম দেখিয়া কখনও বি গলিয়া গিয়াছ, মাধুর্য্য-ঘন দেখিয়া কখনও কি মধুময় হইয়া গিয়াছ?

আজ তোমাকে এতাদৃশ এক দেবতার 'কথা' বলিব—যাঁহার সাধনা জাগতিক উদ্ধারণ, পন্থা, মাধুর্য্য, যে প্রেম মাধুর্য্য জীবকে অমৃতত্বে লইয়া যায়, যে প্রেম মাধুর্য্যে মাধুর্য্যময় স্ব-প্রস্ফুটিত হইতেছেন তাহারই খোঁজ লইয়া সেই মাধুর্য্য মনোতরঙ্গে মিশাইয়া লইলে জগৎ মধুময় হইয়া যায়। সে মাধুর্য্যে কৃচ্ছ্র সাধন নাই, কৃতি শুধু অস্তিত্ব; সে মাধুর্য্যে লোভ নাই, আছে শুধু প্রেম (উদ্ধারণ)। সে মাধুর্য্যে রূপ আছে, রস আছে, গন্ধ আছে, স্পর্শ আছে, শব্দ আছে, আরও আছে সে রূপময়ের মোহন দর্শন, সেই রস-স্তূপের অমৃতাস্বাদ, সেই গন্ধবরণের পাগল করা গন্ধ, সেই পরশমণির সোনা হওয়ার পরশ, আর সেই মহাগুণীর বিশ্বমাতান মূর্চ্ছনার আনন্দ শ্রবণ। সে মাধুর্য্যে দ্বন্দ্ব নাই, আছে শুধু প্রস্ফুটন; সে মাধুর্য্যে দ্বেষ নাই, আছে শুধু সমাবেশ সে মাধুর্য্যে জ্ঞান ও কর্ম্মের একত্র বাস; সম্ভূতি ও অসম্ভূতির, শ্রেয় এবং প্রেয়ের একত্রানুষ্ঠান, বিত্ত ও চিত্তের মৈত্রী।

গুরু জগদ্বন্ধুর "ত্রিকালে" যে সমস্ত সূত্র লিপিবদ্ধ আছে তাহায় দুই একটি লইয়া এই পুস্তিকার সূচনা। সময়াভাবে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল না। আশা করি পুনঃ সংস্করণে ইহার প্রতিকার হইবে।

"কৃতি অস্তিত্ব"

—ত্রিকাল

কর্ম্ম ও কৃতি।

জগৎ চৈতন্য, স্থাবর জঙ্গম, চৈতন্যময়। জল স্থল অম্বরে চৈতন্য প্রকীর্ণ। চরাচর, চৈতন্যময়। জড়ও চৈতন্যময় চৈতন্য সর্ব্বময়।

যেখানে চৈতন্য সেইখানেই কর্ম্ম। কর্ম্ম চৈতন্যের স্বরূপ।

ভেদেই (contrast) কর্ম্মের স্ফূর্তি। ভেদেই প্রবুদ্ধের (consciousness, mind) উন্মেষ ও পুষ্টি। ভেদেই সেই মহাকর্ম্মীর বাণীর দুন্দুভি নিনাদ। ভেদই কৃতির (duty) প্রাণ। তাই চৈতন্যের বহু রূপভেদ—তাই এই বিরাট সৌর

জগৎ, তাই বিচিত্র অন্তর্জ্জগত, তাই দুঃখ, তাই দ্বন্দ্ব, তাই অশুভ, তাই পা
তাই সুখ, তাই শুভ, তাই সৎ, তাই পুণ্য, তাই মাধুর্য্য তাই অমৃত।

কর্ম্ম প্রবৃত্তিসম্ভব। এখন প্রশ্ন হইতে পারে—এ প্রবৃত্তি কা
প্রবৃত্তি কি আমার? প্রবৃত্তি নানা কারণের কার্য্য এবং এই নানা
এক অনাদি কারণে শৃঙ্খলিত। আমার সংস্কার, শিক্ষা, এবং পারিপ
অবস্থা (environment) আমার প্রবৃত্তির নিয়ন্তা। ইচ্ছাই কি ইচ্ছার ক
ইচ্ছার প্রভাবের ছাপ (Reflection) চিত্তে অনুক্ষণ লাগিতেছে। কিন্তু সে
ইচ্ছা কোথা হইতে আসিল? আমার প্রবৃত্তি আমাকে যে কর্ম্মে নিয়ো
করিতেছে তাহা আমার নহে—এ প্রবৃত্তি সেই মহাকর্ম্মীর, এ প্রেরণা তঁ
কর্ম্মে আমার অধিকার আছে সত্য কারণ আমি চৈতন্যের অংশ। কিন্তু
আমি স্বতন্ত্র নহি। আমি পরতন্ত্র। ফলভাগী মাত্র।

কর্ম্ম-প্রেরণা যদি তাঁহার, তবে পাপ ও পুণ্য সুখ ও দুঃখ, সৎ ও অ
অবতারণা কেন? তবে কৃতি ও কর্ম্মে প্রভেদ কেন? করণীয়ের নির্দ্দেশ
সৎ ও অসতের (good and evil) দ্বন্দ্ব শুধু তোমার কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি ও বা
সহায় স্বরূপ। এই বিরাট বিশ্বে দ্বন্দ্বের সূচনা করিয়া সেই বিশ্বনাথ, তঁ
ইচ্ছার উষালোক দর্শন করাইয়াছেন। ঐ দেখ, দ্বন্দ্বের মুণ্ডনে তাঁহার ই
মধ্যাহ্নচ্ছটা প্রকটিত হইতেছে। দ্বন্দ্বের শ্মশানে তাঁহার মূর্ত্ত ইচ্ছার অভি
হইতেছে—তাঁহার অস্তিত্বের আনন্দ কীর্ত্তনে দিগন্ত মুখরিত হইতেছে—তঁ
স্বপ্রস্ফুটন-সৌরভে দিগন্ত পরিপূরিত হইতেছে—আনন্দ-উৎস বহিয়া যাইতে
মধু বরিষণ হইতেছে—অমৃত ঝরিয়া পড়িতেছে। কৃতি ও কর্ম্মের বিবাদ ঘু
গিয়াছে। শুভ অশুভের, সৎ ও অসতের, পাপ ও পুণ্যের সংজ্ঞা অর্থহীন হই
আজ বিশ্ব সম্যক প্রস্ফুটিত। আজ দেবত্ব তোমার করায়ত্ব। আজি সংসার স্ব

"প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে
প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোক ভূলোকে
তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।
দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

চেতনা আমার কল্যাণ-রস-সরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে,
সব মধু তা'র চরণে তোমার ধরিয়া।

নীরব আলোকে জাগিল হৃদয় প্রান্তে
উদার উষার উদয় অরুণ অরুণ কান্তি,
অলস আঁখির আবরণ গেল সরিয়া

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্রনাথ।

নববর্ষে শস্য সংগ্রহ।

"সারাদনং ষট্‌পদবৎ"

১। এক মাত্র জ্যোতিঃই ত্রিধা বিভক্ত হইয়া, আদিত্য সুধাকর এবং অগ্নিতে অবস্থিত আছে। প্রাচীন ঋষিগণ কহিয়াছেন—যেমন গাভীর দেহমধ্যে অমৃত তুল্য দুগ্ধ বিদ্যমান থাকিলেও, তাহার বলাধান করে না, সেই দুগ্ধ নিক্রান্ত করিয়া, যথোপযুক্ত রূপে প্রয়োগ করিলে তবেই মহা শক্তি সম্পন্ন হয়, সেই প্রকার সর্ব্বগত পরমেশ্বর সকল জীবেরই সর্ব্বান্তরে বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহার উপাসনা ব্যতিরেকে কেহই সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরকে জানিতে পারে না।

২। যাঁহারা প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভে ইচ্ছুক, তাঁহারা কর্ম্মজ্ঞান লাভ প্রথমে করিবেন পরে যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক যখন সকল বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবেন, তখনই তাহাদের কর্ম্মত্যাগ হইবে। কর্ম্মত্যাগ শব্দের অর্থ কর্ম্মের ফললাভের বাসনা ত্যাগ। নিষ্কাম কর্ম্মকেই এস্থলে কর্ম্মত্যাগ বলা হইয়াছে। কর্ম্ম না করাকে কর্ম্মত্যাগ কহে না।

৩। যাঁহারা হস্ত, উপস্থ, উদর এবং বাক্য বিশেষভাবে সংযত, তাঁহাকেই বুধ বা বিজ্ঞ বলা যায়।

৪। যিনি পরিবর্ত্ত গ্রহণ না করেন, অক্ষ ক্রিড়াদিতে অনুরক্ত নহেন, অথবা কোন প্রকার হিংসা ব্যাপারে প্রবৃত্ত নহেন, তাহারই হস্তদ্বয়কে সুসংযত কহা যায়।

৫। যে ব্যক্তি পরনারীতে রতিকামনা করেন না, তাহারই উপস্থকে সুসংযত কহা যায়। যিনি আলোলুপ হইয়া আহারে প্রবৃত্ত হন, তাহার উদরকে সংযত বলা যায়।

৬। যিনি হিত পরিমিত এবং সত্য কথা কহেন, তাহার বাক্য সংযত যাহার হস্ত প্রভৃতি সংযত হইয়াছে তাহার তপস্যা বা যজ্ঞাদির প্রয়োজন দেখা যায় না।

৭। জ্ঞানি ব্যক্তি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় ও মনকে সমাহরণ পূর্ব্বক, বুদ্ধিদ্বারা অহঙ্কার এবং প্রকৃতির দ্বারা বুদ্ধিকে সংযম করিয়া থাকেন।

৮। চিৎশক্তির দ্বারা প্রকৃতির সংযম করিয়া কেবল আত্মাতে অবস্থিতি করিতে পারিলে, আত্মার অনুভূতি ও বিমলানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

৯। দেহের অভ্যন্তরে, কর্ণিকাতে চিদ্রূপীদেব অবস্থিত আছেন। জীব যে যে সময়ে ঐ অষ্টপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুণাত্মিকা প্রকৃতিকে লাভ করেন, তখনই তিনি মুক্ত হইয়া থাকেন।

১০। প্রাণায়াম, জপ, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি—ইহারা যোগের সাধক। পাপ হইতে মুক্ত হইলেই দেবতার প্রীতিলাভ হয়।

১১। যাঁহার ইন্দ্রিয় বিষয়-চিন্তা হইতে বিরত হইয়া থাকে, এবং মন সংকল্প রহিত পরব্রহ্মে লীন হয়, সেই অবস্থাকেই প্রকৃত সমাধির অবস্থা বলিয়া জানিবে।

১২। পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে যে যোগীর মন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থায় সেই যোগীকে সমাধিস্থ বলা যায়

১৩। চিত্তের চঞ্চলতা, ভ্রান্তি, দৌর্মনস্ত ও প্রমাদ এই সকলই যোগীগণের যোগ বিঘ্নকারক দোষ।

১৪। মনের স্থিতির নিমিত্ত প্রথমতঃ স্থূলরূপ চিন্তা করিতে হয়। অনন্তর মন নিশ্চল হইলে তেজঃস্বরূপ স্বভাবতঃই স্থির হইয়া যায়।

১৫। বাস্তবিক এই জগতে পরমাত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুই সৎ নহে। সেই

রমাত্মাই বিশ্বরূপ। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, পরমাত্মার অতিরিক্ত সকল দার্থকেই অসৎ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিবে।

১৬। হৃদয় মধ্যস্থিত ওঙ্কাররূপী বিভু পরব্রহ্মের ধ্যানই শ্রেষ্ঠ। সেই ওঙ্কার ক্ষত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ রহিত। সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপী ওঙ্কাররূপ করিবে।

১৭। যদি ওঙ্কাররূপী পরব্রহ্মের ধ্যান করিতে করিতে কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্মে সাযুজ্য লাভ করেন। যোগী-ব্যক্তি দেহগত পথিমধ্যে বিভুকে সংস্থাপন পূর্ব্বক ধ্যান করিলে, মুক্তিভাগী হইয়া থাকেন।

১৮। কোন কোন সাধু, ধ্যানে চক্ষু দ্বারা, আপনিই আপনাকে দর্শন লাভে সমর্থ হন। সাংখ্য যোগীগণের ক্রমে বুদ্ধি দ্বারাই, আত্মদর্শন হয়। অপর যোগিরা যোগ দ্বারা আত্মার স্বরূপ দর্শন করেন।

১৯। জ্ঞানই পরব্রহ্মের প্রকাশক। ঐ ব্রহ্মজ্ঞানই ভববন্ধন ছেদন করে। জ্ঞান সাধনে একচিত্ততাই যোগ। এই যোগেই যোগিগণ মুক্তি লাভ করেন।

২০। যাহার সর্ব্বভূতে করুণা ও বিষয়াদিতে বিদ্বেষ এবং শিশ্নোদরাদির চরিতার্থতা সাধনে যিনি অগ্রসর নহেন, তিনিই মুক্তি লাভের পাত্র।

২১। মনুষ্য, ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় জ্ঞাত হইতে পারে না। অগ্নিতে কাষ্ঠাদি যেরূপ সংলীন হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম সংলীন যোগীর অবস্থা হইয়া থাকে।

২২। সর্ব্ব প্রকার বর্ণব্রহ্মাচার। নারী সম্পর্ক ও পাপ রাশিকে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মসাৎ করিয়া ব্রহ্মের উপাসনা না করিলে পরমা গতি লাভ হইতে পারে না।

২৩। যেমন কাষ্ঠাদি মন্থন করিলে অগ্নিদর্শন হয়, সেই প্রকার ধ্যান দ্বারা পরমাত্মারূপী হরির উপাসনা করিতে করিতে,তাঁহার দর্শন লাভ ঘটে, এবং সেই সময়ে ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একত্ব জ্ঞান হয়, সেই শুভ সময়েই উভয় যোগ হইয়া থাকে। তখনকার অবস্থা বাক্যদ্বারা বুঝাইবার নহে।

২৪। বাহ্য কোন বিষয়েই মুক্তিলাভ হইতে পারে না; কিন্তু আন্তরিক যপ নিয়মাদির দ্বারাই মুক্তিলাভ ঘটে। সাংখ্যজ্ঞান, যোগাভ্যাস ও বেদান্ত শ্রবণাদি দ্বারা, আত্মার যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকেই মুক্তি বলা যায়

২৫। মুক্তি হইলে, অনাত্মাতে আত্মজ্ঞান, এবং অসৎ পদার্থে সৎস্বরূপ জ্ঞান হয়। অর্থাৎ কিছুই ভেদাভেদ থাকে না। তখন,—'সমস্তই জগজ্জ্যোতিঃ' এই জ্ঞান হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।
কোন্নগর।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা।

(মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ)

সমুপস্থিত ব্রাহ্মণগণ, মান্যবর কমিশনার মহোদয় প্রমুখ কায়স্থ ভ্রাতৃগণ এবং অপর সজ্জন ও বন্ধুদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদন ও বিনয় সম্ভাষণ পূর্ব্বক নিবেদন :—

১। অদ্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই চট্টগ্রাম নগরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে আমার স্বজাতীয়গণ ভারতের পশ্চিম প্রান্ত কাশ্মীর ও পঞ্চনদ হইতে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্ত চট্টগ্রাম ত্রিপুরা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রেই প্রচুর সংখ্যা ও প্রতিপত্তিতে বসতি করিতেছেন, এবং আমরা সুদূর লাহোর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ভূমিতে বর্ষে বর্ষে মিলিত হইয়া স্বজাতির উন্নতি ও ঐক্য সাধনের জন্য আন্দোলন ও আলোচনা করিতে সমর্থ হইতেছি।

২। সভার প্রারম্ভে আমি সর্ব্বকল্যাণ বিধাতা পরমেশ্বরকে এবং কায়স্থ বীজপুরুষ ভগবান্ চিত্রগুপ্তদেবকে স্মরণ করি। তৎপর গত এক বৎসরের আনন্দ উৎসাহের ও শোক দুঃখের বার্ত্তা আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি।

৩। গত এক বৎসরের দুইটী ঘটনা উল্লেখ যোগ্য—ভারত-সচিব মহামনা

মণ্টেগু মহোদয়ের ভারতে আগমন, আর বাঙ্গালী সৈন্যদল গঠন। ভারত-সচিব মহোদয় ভারতবাসীকে তাহার ন্যায্য অধিকার প্রদান করার অভিপ্রায়ে ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা জানিতে ও বুঝিতে এবং ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিতে ভারতে আগমন পূর্ব্বক সকল বিশিষ্টপ্রদেশ পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। বর্ত্তমানে ইয়োরোপে এবং প্রায় সমগ্র জগতে বিভিন্ন জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, দুর্ব্বল জাতি সমূহকে রণশক্তিপ্রমত্ত জর্ম্মণী ও অষ্ট্রীয়ার গ্রাস হইতে রক্ষা করার জন্য, জগতের সভ্যতা রক্ষার জন্য যে মহাসমর চলিতেছে এবং নিত্য নূতন সমরায়োজন চলিতেছে তাহাতে যথাশক্তি সহায়তা করার জন্য আমাদের বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জাতি হইতে সৈন্যবল সংগৃহীত হইতেছে। ইহা অতীব আনন্দের বিষয় যে দেড় শতাব্দীর অবহেলা ও অনভ্যাসের পর আজ আবার বাঙ্গালী সৈন্যদল গঠিত হইতেছে। আমরা বাঙ্গালী সেনাদলকে সাদরে সম্ভাষণ এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের বিজয় কামনা করি। আমরা পুঞ্জীকৃত পশুবলের সহিত ন্যায় ও নীতির এই ঘোর সংগ্রামে ব্রীটিশরাজশক্তি ও তাহার মিত্রবর্গের সম্পূর্ণ জয় কামনা করি।

৪। গত বার্ষিক অধিবেশনের পর এই এক বৎসর মধ্যে অনেক কৃতী কায়স্থ সন্তান বিশেষ রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন। মাননীয় স্যার সত্যেন্দ্র-প্রসন্ন সিংহ মহোদয় বৃটীশ সাম্রাজ্যের বিরাট সন্ধিবিগ্রহ মন্ত্রণা সভায় যে বিকানীরের মহারাজা ও যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট সার জন্ মেষ্টন মহোদয়ের সহিত ভারতের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া ইংলণ্ডে যাইয়া প্রভূত সম্মান ও গৌরব অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। (ক) ইহা বলা যাইতে পারে যে ব্রীটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনাবধি কোন ভারতবাসী এমন গৌরব আর কখনও লাভ করে নাই। তাঁহার এই গৌরবে আমরাও গৌরবান্বিত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ভারত-সচিবের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার এই অসাধারণ সম্মানে, সার বরদাচরণ

(ক) বর্ত্তমান বর্ষে ও মাননীয় স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ উক্ত পদে মনোনীত হইয়াছেন। সঃ

মিত্র মহাশয়ের মাইট্ উপাধি প্রাপ্তিতে এবং ডাক্তার এস, কে, মল্লিক মহাশয়ের ও, বি, ই, উপাধি প্রাপ্তিতে আমরা আনন্দ অনুভব করিতেছি। বিশ্বকোষপ্রণেতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয়ের রায়সাহেব উপাধি প্রাপ্তিও উল্লেখ যোগ্য তাঁহার গভীর গবেষণা কায়স্থ জাতির পূর্ব্বমান ও গৌরবের যে উজ্জল ঐতিহাসিক চিত্র প্রকটন করিয়াছে তজ্জন্য কায়স্থ জাতি চিরদিন তাঁহার নিকট ঋণী থাকিবে। আমরা আশা করি তিনি উত্তরোত্তর আরও সম্মান লাভ করিবেন। গত এক বৎসরে আরও অনেক কায়স্থ উপাধি লাভ করিয়াছেন; তজ্জন্য আমরাও আনন্দ প্রকাশ করিতেছি।

৫। কিন্তু বিগত বর্ষে আনন্দ অপেক্ষা দুঃখ ও শোকের মাত্রা আমাদের অধিক হইয়াছে। বস্তুতঃ এক দুঃসহ শোক হৃদয়ে লইয়াই আমরা অদ্যকার সভায় সমবেত হইয়াছি। কায়স্থ সভার প্রাণস্বরূপ অক্লিষ্টকর্ম্মা সারদাচরণ আর ইহজগতে নাই। যাঁহার চেষ্টায় All-India Kayastha Conference (ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সভা) স্থাপিত হইয়াছে, যাঁহার চেষ্টায় উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কায়স্থগণ একাধিকবার বাঙ্গালী কায়স্থের সহিত একত্র পান ভোজন করিয়াছেন এবং বাঙ্গালী কায়স্থের সহিত আদান প্রদান করিতেও সম্মত হইয়াছেন, যিনি ভারতের সকল প্রদেশের সকল শ্রেণীর কায়স্থবর্গকে এক সমাজ ভুক্ত করিয়া এক বিরাট শক্তিশালী সমাজ গঠনের সূত্রপাত করিয়াছেন সেই মহামনস্বী সারদাচরণ আরব্ধ কার্য্য শেষ না করিতেই ইহধাম ত্যাগ করিলেন। আজ তাঁহার স্থান কে পূরণ করিবে, তাঁহার আরব্ধ ব্রত কে উদ্‌যাপন কে করিবে?—এই প্রশ্নের সমাধান করিতে আমরা অক্ষম। কিয়দ্দিবস হইল কায়স্থ সভার অন্যতম নেতা সার চন্দ্রমাধব ঘোষও আমাদের মায়া মমতা কাটাইয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। যে সকল মনস্বিগণের উদ্যম উৎসাহে পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা নগরে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সার চন্দ্রমাধবও তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন,' আর তিনিই আন্তর্গার্ণিক বিবাহ-বন্ধন দ্বারা বঙ্গীয় কায়স্থজাতির একতা গঠনের সুচারু পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন সাহিত্যিক অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মৃত্যুতেও আমরা শোকগ্রস্ত হইয়াছি। এই তিন মহাত্মা ব্যতীত চুচুড়ার শিবচন্দ্র সোম, মেকলীগঞ্জের গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, কান্দির কান্তচন্দ্র সিংহ,

কুষ্টিয়ার বিহারীলাল সেন প্রভৃতি কায়স্থ সভার সভ্যবৃন্দের মৃত্যুতেও আমরা সন্তপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।

৬। গত বার্ষিক অধিবেশনে আপনারা বর্ত্তমান বর্ষের জন্য আমাকে এই মহতী সভার সভাপতি পদে বরণ করিয়াছেন। এই এক বৎসর মধ্যে আমি প্রতিপদেই আমার অযোগ্যতা ও অসামর্থ্য অনুভব করিয়াছি। আমি নানা কার্য্য ব্যপদেশে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির অনেক অধিবেশনেই উপস্থিত হইতে পারি নাই, সভার উদ্দেশানুরূপ কার্য্য সাধনেও উপযুক্তরূপ শ্রম ও সময়ক্ষেপ করিতে পারি নাই। আমার কার্য্যকাল শেষ হইয়াছে, এক্ষণে আশা করি যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে আগামী বর্ষের কার্য্যভার ন্যস্ত করিতে পারিব।

৭। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্যই আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। আপনারা অবগত আছেন যে কায়স্থ জাতির মান ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা, কায়স্থসমাজে স্ববর্ণোচিত উপনয়নাদি সংস্কার প্রবর্ত্তন করা, বঙ্গজ, বারেন্দ্র, উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ মধ্যে আদান প্রদান প্রচালত করিয়া চারি সমাজকে এক বৃহৎ সমাজে পরিণত করা, পণগ্রহণরূপ কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করা, কায়স্থ বালক বালিকা গণের সর্ব্বোত্তম শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা, প্রধানতঃ এই সমুদয় উদ্দেশ্য লইয়াই বঙ্গ-দেশীয় কায়স্থ সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত পঞ্চদশ বৎসরে সভা এই সমুদয় উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে তাহাও আপনারা অল্লাধিক অবগত আছেন। বাঙ্গালার প্রায় এক তৃতীয়াংশ কায়স্থ উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিয়াছে' বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজ ১০। ১২ টী আদান প্রদান হইয়াছে' কায়স্থসভার চেষ্টার ফলে অনেক কায়স্থ পুত্রের বিবাহে প্রচুর অর্থলোভ ত্যাগ করিয়াছে। পণপ্রথার উচ্ছেদসাধন হয় নাই বটে, কিন্তু ইহা যে কলঙ্ককর এবং সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর তাহা কায়স্থগণ ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। এই পনর বৎসরে আমরা আশানুরূ ফল লাভ করিতে পারি নাই। আমাদের আরও অধিক আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান, আরও অধিক সজাতি প্রীতি, সজাতির কল্যাণার্থে আরও ত্যাগস্বীকার আবশ্যক, নতুবা লক্ষ্যস্থানে পৌছিতে বহু বিলম্ব হইবে।

৮। বঙ্গদেশের উপর দিয়া বহু ধর্ম্মবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব বহিয়া গিয়াছে; কিন্তু

তাহাতে কায়স্থ জাতির মত এমন গভীর আত্মবিস্মৃতি আর কোনও জাতির ঘটে নাই। আমি আপনাদিগকে অভিনিবেশ সহকারে কায়স্থ জাতির পূর্ব্ব ইতিহাস অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করিতে বলি। যিনি তাহা করিবেন তাঁহারই আত্মমর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হইবে এবং স্বজাতির সংস্কার সাধনের প্রবল ইচ্ছা হইবে। দেখিতেছি অদ্যাপি অনেক কায়স্থের মন হইতে তাহারা ক্ষত্রিয় কি না এবং তাহাদের যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য কি না এ সংশয় দূরিভূত হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীনাথ রায়বর্ম্মা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

১৩২৫ সনের প্রারম্ভে আমাদের আর্থিক অবস্থা এতদূর শোচনীয় হইয়াছে যে প্রতিভা আর রক্ষা করিতে পারিব না মনে করিয়াছিলাম। বিগত বর্ষে গ্রাহক মহোদয়গণ ভিঃপিঃ সম্বন্ধে যে প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন। তাহাতে আমরা নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। ফলতঃ ১০০ খানি ভিঃপিঃর মধ্যে যদি ৪০ খানির মূল্য পাওয়া যায় এবং অবশিষ্ট ৬০ খানি ফেরত আসে তবে প্রতিভা রক্ষা করা অসম্ভব। প্রতিমাসে প্রতিভার জন্য যে কাগজ ব্যয় হয় তাহার মূল্য ৪০ টাকারও অধিক কিন্তু কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে বিশেষ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ১৩২৫ সালের জন্য প্রতিভা প্রচলিত রাখিবার ব্যবস্থা করা হইল। উহার বার্ষিক মূল্য ১॥০ স্থলে ২৲ টাকা করা হইয়াছে। আমরা বৎসরের প্রারম্ভেই অনেকগুলি ভিঃ,পিঃ করিব। আশা করি গ্রাহক মহোদয়গণ ভিঃপির মূল্য ১॥/০ স্থলে ২/০ দিয়া গ্রহণ করিবেন। কেহই যেন ফেরত না দেন ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা।

নানা কারণে বৈশাখ সংখ্যা বহু বিলম্বে প্রকাশিত হইল। ইহার পরে যে মাসের প্রতিভা সেই মাসের মধ্যে প্রকাশিত হইবে।

২। ১৩২৪ সনে চট্টগ্রামে বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভাপতি মহোদয়ের অভিভাষণ অতি সুন্দর হইয়াছে। তিনি একস্থানে বলিতেছেন—

"বারেন্দ্র উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের সর্ব্বাংশে উপনয়ন সংস্কার অচিরে প্রসার লাভ করিবে, এমন আশা করা যায়, কিন্তু বঙ্গজ সমাজে উক্ত সংস্কার ধীরে ধীরে প্রবর্ত্তিত হইতেছে।' এই বিষয় আমরা নববর্ষের প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। ফলতঃ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ সম্বন্ধে বঙ্গজ মহাশয় দিগের এই প্রকার উপেক্ষা অতিশয় অন্যায়। আমরা আশা করি উক্ত সমাজের নেতৃগণ শূদ্রাচার পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিবেন। তাহারা কি বুঝিতে পারেন না যে শূদ্রাচার অতিশয় ঘৃণ্য।

৩। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত নিমতিতা গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার মহাশয় লিখিতেছেন:—নিমতিতার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার চৌধুরী বংশের রাধাগোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় তাহার বিধবা মাতা ও বালিকা পত্নী এবং আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া গত ৭ই বৈশাখ শনিবার মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

৪। কায়স্থোপনয়ন।—উক্ত শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মজুমদার মহাশয় লিখিতেছেন:—

"স্থানীয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চৌধুরী মহাশয়ের দুই পুত্র উপনয়ন গত ২৯শে বৈশাখ তারিখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। জ্যেষ্ঠের বয়স ১৩ বৎসর এবং কনিষ্ঠের বয়স ৯ বৎসর। ৯বৎসর বয়সে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন সংস্কার শাস্ত্র বিরুদ্ধ। মনু বলিয়াছেন:—গর্ভাদেকাদশে রাজ্ঞো।" অর্থাৎ একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন সংস্কার হওয়া কর্ত্তব্য।

৫। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ আগামী ১লা জুন হইতে কার্য্যারম্ভ করিবে। আপাততঃ ইতিহাস, সংস্কৃত, সাহিত্য এবং অঙ্কবিদ্যা অধীত হইবে। বাবু কামাখ্যানাথ মিত্র এম, এ দৌলতপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ উক্ত রাজেন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

৬। কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ১৭ই চৈত্র রবিবার চট্টগ্রাম কায়স্থসভায় অনুষ্ঠানে পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ১৯ জন কায়স্থ যথাশাস্ত্র উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে প্রচারক মাখনলাল ধরবর্ম্মা, সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী এবং রাজসাহী হইতে আগত রাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরী বর্ম্মা প্রমুখ চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

১। শ্রীযুক্ত রামতারণ নন্দী ২। বিশ্বম্ভর চৌধুরী ৩। নগেন্দ্রলাল দেবচৌধুরী ৪। অবিনাশচন্দ্র দেবচৌধুরী ৫। রজনীকুমার দেব বিশ্বাস, ৬। নগেন্দ্রলাল চৌধুরী, ৭। গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস, ৮। দেবেন্দ্রলাল দাস, ৯। সতীশচন্দ্র দেবচৌধুরী। ১০ সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ১১। রজনীরঞ্জন দেব, ১২। গোবিন্দচন্দ্র দাষ, ১৩। রোহিণীরঞ্জন দত্ত, ১৪। ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী, ১৫। ভগবতীপ্রসন্ন চৌধুরী, ১৬। হরিকৃপা চৌধুরী, ১৭। উপেন্দ্রলাল চৌধুরী, ১৮। অশ্বিনীকুমার রায়। ১৯। পুলিনবিহারী রায়।

৭। কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ১৮ই চৈত্র সোমবার চট্টগ্রাম কায়স্থ সভার যত্নে উক্ত শিরোমণি মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ৫ জন কায়স্থ উপনীত হইয়াছেন। ১। শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাচরণ ঘোষ, ২। ব্রজেন্দ্রনাথ নন্দী, ৩। যোগেশচন্দ্র দাষ, ৪। নূতনচন্দ্র দাষ, ৫। হিরেন্দ্রচন্দ্র দাষ।

৮। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ১৬ই বৈশাখ শুক্রবার ফরিদপুরস্থ বাইশরশি গ্রাম নিবাসী ভাঙ্গার উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা মহাশয়ের মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে বাইশরসি, শ্যামপুর, বিলভরা ঢেউখালী, ব্রাহ্মণদী, খাটরা, পালিয়া, শদরদী, ইশিব পুর, আর্যাদরপাড়া, দোলকুণ্ডী প্রভৃতি প্রায় ৩০ খানি গ্রাম হইতে প্রায় ৪০০ শত কায়স্থ যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানাভাব বশতঃ উপস্থিত সমস্ত মহাত্মা গণের নাম লিখিতে পারিলাম না। ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ এই প্রদেশে ইহাই সর্ব্ব প্রথম। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে অনেক বিঘ্ন হইয়াছিল কিন্তু সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়। যোগেশ বাবুর পুরোহিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ চক্রবর্ত্তী কার্য্য কালে পশ্চাৎপদ হইলে কায়স্থসমাজের হিতৈষী আচার্য্য শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত নীলকান্ত

গঙ্গোপাধ্যায়, অনাথবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। সুশৃঙ্খলার সহিত এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া যোগেশ বাবু এই প্রদেশে একটী মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই মহাত্মার সৎস্বভাব ও ক্ষত্রোচিত কার্য্যের দ্বারা ইনি কায়স্থ সমাজের নিকট বরণীয় এবং চির ধন্য বাদের পাত্র হইয়াছেন,যে সকল কায়স্থ মহাত্মাগণ এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন এবং যাহাদিগের অক্লান্ত পরিশ্রমে ইহা সুসম্পন্ন হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ যোগ্য। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়চৌধুরী দুর্গামোহন গুহঠাকুরতাবর্ম্মা, ভবানীশঙ্কর মহলানবীশবর্ম্মা, অমৃতলাল ঘোষ, বিপিনবিহারী ঘোষবর্ম্মা, মোহিনীমোহন ঘোষবর্ম্মা, কেশবচন্দ্র ঘোষ, দীননাথ মিত্রবর্ম্মা শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার গুহবর্ম্মা, সুরেশচন্দ্র সেহানবীশবর্ম্মা, ফণীভূষণ নন্দীবর্ম্মা, কায়স্থকুল-ভাস্কর কেদারনাথ বর্ম্মা, প্রচারক মাখনলাল ধরবর্ম্মা ইত্যাদি। যাহাদের নামের শেষে বর্ম্মা উপাধি সংযুক্ত হয় নাই তাহারা আজিও শূদ্রাচারী ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে।

সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা।

১১শ খণ্ড। { জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ সাল। } ২য় সংখ্যা।

রাসলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ফাল্গুন ১৩২৪ সন ৪৮১ পৃষ্ঠা হইতে)

হরি হরি আর কি এমন দশা হব।

ছাড়িয়া পুরুষ দেহ, কবে বা প্রকৃতি হব,

দুহুঁ অঙ্গে চন্দন পরাব॥

টানিয়া বাঁধিব চূড়া, নব গুঞ্জা হারে বেড়া

নানা ফুলে গাঁথি দিব হার।

পীত বসন অঙ্গে, পরাইব সখী সঙ্গে

বদনে তাম্বুল দিব আর॥

দুহুঁ রূপ মনোহারী, হেরিব নয়ন ভরি,

নীলাম্বরে রাই সাজাইয়া।

নবরত্ন রাজি আনি, বাঁধিব বিচিত্র বেণী,

তাহে ফুল মালতী গাঁথিয়া॥

নবরূপ মাধুরী, হেরিব নয়ন ভরি,
এই করি মনে অভিলাষ।
জয় রূপ সনাতন, দেহ মোরে এই ধন,
নিবেদয়ে নরোত্তম দাস॥

কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়ও কহিয়াছেন :—

সখী বিনু এই লীলায় নাহি অন্যের গতি।
সখী ভাবে তাহা যেই করে অনুগতি।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ৮ম পরিচ্ছেদে।

এই লীলা পাঠেরও ফল বলিয়াছেন :—

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ।
শ্রাদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং।
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্য চিরেণ ধীরঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৩৩ ৩৯

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ব্রজবধূগণের সহিত এই ক্রীড়া যে ব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে শ্রবণ কিম্বা বর্ণন করেন তিনি ভগবানে পরম ভক্তি লাভ করিয়া অনতিবিলম্বে ধীর প্রকৃতি হইয়া হৃদয়ের রোগরূপ কাম শীঘ্র পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সুতরাং এ লীলায় প্রকৃত কাম কখনও প্রবেশ করিতে পারে না, যদি পারিত, তাহা হইলে শুকদেব কখনও বলিতেন না।

"ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপী রাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥

শ্রীভাগবতে দশমে ২৯।৪২

যোগেশ্বর ঈশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আত্মারাম হইয়াও সেই গোপাঙ্গনাগণের এই প্রকার কাতর বাক্য ও বিলাপ শ্রবণ করিয়া সদয় হইলেন ও পরে হাস্য করিতে করিতে তাহাদিগকে ক্রীড়া করাইলেন।

এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে 'যোগেশ্বরেশ্বর' ও আত্মারাম শব্দে বিশেষতঃ করা

হইয়াছে। ভগবান্ ব্যাসদেব শ্রীকৃষ্ণকে 'আত্মারাম' কহিয়া শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। যিনি আত্মারাম তিনি প্রত্যেক আত্মায় রমণ করিয়া থাকেন। সুতরাং জীব মাত্রেই প্রকৃতি ও শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ। ভক্ত মাত্রেই তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং সেই ভগবানের নিকট স্ত্রী পুরুষ ভেদ নাই।

স্ব শরীরে পরেযুস্য ভেদোনাস্তি শুভাননে।
সর্ব্বং জগচ্চ তস্যাঙ্গং পৃথগত্র ন বিদ্যতে॥
দোষোহত্র নাস্তি সুভগে! দেবস্য পরমাত্মনঃ।
নৈসর্গিকস্য কর্ত্তৃত্বাদাত্মেশত্বাজ্জগৎপতেঃ।
তথাপিহন্ত পাপুনঃ সামর্থ্যাদ্‌ব্যাপিনঃ প্রভোঃ।
স্ত্রী পুং ভেদোন সুভগে পুরুষস্য মহাত্মনঃ॥

পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ২৭২ অধ্যায় ১৭৭—১৭৯।

মহাদেব ভগবতীকে কহিয়াছিলেন যে হে শুভাননে! তাঁহার নিজের ও পরের শরীরে ভেদ নাই যে হেতু সমুদয় জগৎ তাঁহার অঙ্গ পৃথক কিছুই নাই।

হে শুভগে! তিনি মহাত্মা পুরুষ, তিনি নিষ্পাপ, সমর্থ বশতঃ সর্ব্বব্যাপী সেই প্রভুর স্ত্রী পুং ভেদ নাই।

দেহাভিমান বশতঃই "আমি" "আমার স্ত্রী" এইরূপ বলিয়া থাকেন কিন্তু সে দেহাভিমান শূন্য হইলেই আর ভগবানে দোষ দেন না। তখন তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া দেখিতে পান যে সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ, আর সকলেই প্রকৃতি বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন যে কৃষ্ণময় তাহা যৎকালে ব্রহ্মা, গোবৎস হরণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই সেই হৃত বৎস, গাভী গোবালক রূপে প্রকাশিত হইয়াছিলেন।

যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্‌যষ্টি বিষাণবেণু দলশিগ যাবদ্বিভূষ ম্বরম্।
যাবচ্ছীল গুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপোবভৌ। ১৯

শ্রীভাগবতে ১০ম অধ্যায়।

রাজন্! বৎস ও বৎসপালদিগের যদ্রূপ ক্ষুদ্র পরিমাণে শরীর; যে প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পদাদি, যাদৃশ যষ্ঠি শৃঙ্গ বেণু দল শিক্য প্রভৃতি যেরূপ বসন ভূষণ, যেরূপ শীল, গুণ, নাম, আকার, বয়স, যে প্রকার বিহার ইত্যাদি অবিকল সেইরূপ হইয়া সর্ব্বস্বরূপ ভগবান্ দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। তজ্জন্য "সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়" এই যে প্রসিদ্ধ বাক্য তাহা যেন স্বরূপে প্রত্যক্ষ গোচর হইল, কেবল বৃন্দাবন যে কৃষ্ণময় তাহা নহে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডেও তিনি।

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।

ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩প্র, ১৪ খণ্ডে ১ম মন্ত্রে।

অথবা—

ব্রহ্মৈ বেদং সর্ব্বং—

বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২অঃ ৫ম ব্রাহ্মণে ১।

অন্যত্রঃ—

সহস্র শীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা ত্যাতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।

ঋগ্বেদ সংহিতায়াং ৮ অষ্টকে ৪ অধ্যায়ে ১৭ বর্গে ১মন্ত্রে।

সামবেদ সংহিতায়াং ৬ অধ্যায়ে ৪ আরণ্যকে ১৩।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতায়াং ১৯।৬।১

শ্বেতাশ্বতরো উপনিষদ ৩।১৪

সেই বিরাট পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ সেই পুরুষ ব্রহ্মাণ্ড লোকরূপ স্থানকে সর্ব্বতোভাবে পরিবেষ্টন করিয়া দশাঙ্গুল পরিমিত স্থানকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ভগবান্ সায়নাচার্য্য এই 'দশাঙ্গুল' শব্দে অর্থ করেন যে ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও সকল ব্যাপিয়া অবস্থান করিয়া আছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

বঙ্গীয় কায়স্থ সভা।*

(সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ)

পূর্ব্বানুবৃত্তি ২য় প্রবন্ধ।

১। কায়স্থ জাতি লেখনীজীবী, লেখকতাই তাহাদের চিরন্তনবৃত্তি, একথা শত্রুগণও অস্বীকার করিবে না। শূদ্র লেখা পড়া করিবে ইহা ধর্ম্ম শাস্ত্রে বা পুরাণে কোথাও উক্ত হয় নাই। ইহা বৈশ্যের কৃষিকার্য্য ও পশুপালনাদি হইতে শ্রেষ্ঠবৃত্তি, তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে—কায়স্থেরাই গণক ও লেখক। (১) পুরাণ, কাব্য, ইতিহাসাদিতেও তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। এই লেখক কায়স্থগণ কোন্ বর্ণের অন্তর্গত ? কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন—কায়স্থ কোন জাতির নাম নহে, উহা কর্ম্মোপাধি মাত্র (ক) তাঁহারা বলেন পূর্ব্বকালে যাঁহারা লেখা পড়া করিত তাঁহারাই কায়স্থ নামে অভিহিত হইত। এই উক্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধ। ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত আছে, রাজা ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে মুদ্রা করান্বিত করিবেন, অর্থাৎ সহিমোহর করিবার অধিকার প্রদান করিবেন, আর লেখা রচনায় বিচক্ষণ কায়স্থদিগকে লেখক নিযুক্ত করিবেন।(২) নীতিশাস্ত্রে উক্ত আছে রাজা গ্রামপতি (headman of the village) ব্রাহ্মণকে নিযুক্ত করিবেন, কায়স্থকে লেখক নিযুক্ত করিবেন, বৈশ্যকে তহশীলদার আর

(১) কায়স্থা গণকা লেখকাশ্চ।

মিতাক্ষরা, ব্যবহারাধ্যায়।

(ক) তাহা হইলে কায়স্থ ও ক্ষত্রিয় একার্থ বোধ হইত না, বিশেষতঃ নৈষধে চিত্রগুপ্তদেবকে কায়স্থ বলা হইয়াছে। সম্পাদক।

(২) শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।

লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যবিচক্ষণান্॥

বৃহৎ পরাশরসংহিতা, ১০ম অধ্যায়।

শূদ্রকে চৌকিদার নিযুক্ত করিবেন। (৩) এই সকল শাস্ত্রবাক্যের ব্রাহ্মণ শব্দ যদি জাতিবাচক হয় তবে কায়স্থ শব্দও জাতিবাচক, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা। এই নীতিশাস্ত্রের বচন হইতে আরও জানা যাইতেছে যে কায়স্থ ব্রাহ্মণও নহে, বৈশ্যও নহে, শূদ্রও নহে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এই চারিবর্ণ ব্যতীত পঞ্চম কোনও বর্ণ নাই। অতএব কায়স্থ ক্ষত্রিয় বর্ণ না হইলে নীতিশাস্ত্রের এই বাক্য মিথ্যা হয়। পুরাণে ও নিবন্ধাদিতে কায়স্থের উৎপত্তি বিবরণ ও ক্ষত্রিয়ত্বের বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয়। পণ্ডিত কুলপতি স্বর্গীয় তারানাথ তর্ক বাচস্পতি তদীয় জগদ্বিখ্যাত বাচস্পত্য অভিধানে বিভিন্ন পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছেন যে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণ, পরলোকগত শ্যামাচরণ সরকার বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও তদীয় ব্যবস্থা-দর্পণ নামক আইন গ্রন্থে বহু শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে বাঙ্গলার ও ভারতের অপরাপর প্রদেশের কায়স্থদের ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে ভূরি ভূরি অকাট্য প্রমাণ রহিয়াছে। (৪) এস্থলে ঐ সকল প্রমাণের পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

১০। আপনারা অবগত আছেন যে চিত্রগুপ্ত দেব কায়স্থের আদিপুরুষ। পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে চতুর্ব্বর্ণ সৃষ্টির পরে ব্রহ্মা ধ্যানমগ্ন হইলে তাঁহার সর্ব্ব কায় হইতে লেখনী, ছেদনী ও মসীভাজন হস্তে ধারণ করিয়া এক দিব্য পুরুষ আবির্ভূত হন। তিনি কায়স্থ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং ক্ষত্রিয় বর্ণের ধর্ম্ম পালন করিতে আদিষ্ট হন। আর তিনি ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয়ার্থে ধর্ম্মরাজপুরে অবস্থান করিয়া ধর্ম্মরাজের সহায়তা করিতে আদিষ্ট হন (৫) এই পুরাণ বাক্যকে

(৩) গ্রামপো ব্রাহ্মণোযোজ্যঃ কায়স্থো লেখকস্তথা,
শুল্কগ্রাহী তু বৈশ্যোহি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ ॥
শুক্রনীতিসার ২ অধ্যায়।

(৪) Hindu law called Vyabastha darpan by Shyama Charan Sarkar Vidyabhushan, late interpreter of High Court,
Third Edition, Vol, I, P, 662-670.

(৫) পুলস্ত্য উবাচ :—
অজানুবাহুর্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ।
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ ॥

অলঙ্কার মুক্ত করিয়া দেখিলেই একটী সত্য আমাদের হৃদয়ে প্রতিভাত হয়; চিত্রগুপ্ত লেখনী মসী ভাজন সহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে লেখনী ও মসী সংযোগে লিখন পদ্ধতি তিনি প্রথমে আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তিনিই Inventor of the art of writing. পুরাকালে বিদ্যা গুরু প্রমুখাৎ শিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিত, তখন কিছু লিখিত হইত না। আর্য্যগণ প্রয়োজন বোধে নিজ সমাজকে চারিবর্ণে বিভক্ত করার পরে ক্ষত্রিয়গণ রাজ্যে সুশাসন ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য রাজ্যের আয়, ব্যয়, রাজস্ব প্রভৃতি এবং প্রজাসাধারণের সদঁসৎ কর্ম্ম নির্ণয়ার্থে বিধি ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন। তখন যে প্রতিভাবান ক্ষত্রিয় লিপিপ্রণালী আবিস্কার করিয়াছিলেন তিনিই চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইয়াছেন। ক্রমে অসিজীবী ক্ষত্রিয় হইতে চিত্রগুপ্তবংশীয় মসীজীবী ক্ষত্রিয়গণ পৃথক হইয়াছে এবং তাঁহাদের কায়স্থ নাম ও ব্রহ্মার কায়ে তাঁহাদের উৎপত্তি কল্পিত হইয়াছে, কিন্তু বর্ণধর্ম্ম অব্যাহত রহিয়াছে।

১১। ভগবান্ চিত্রগুপ্ত লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া আর্য্য সভ্যতায় নবযুগ আনয়ন করিয়াছিলেন' দেবসমাজে সম্মানিত হইয়াছিলেন, ধর্ম্মরাজের সহকারিত্ব লাভ করিয়াছেন, চতুর্দ্দশ যম মধ্যে অন্যতর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন আর আর্য্য সমাজে তর্পণ ও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আজও ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণ "যমায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ' বলিয়া তাঁহার তর্পণ করিয়া থাকেন। (৬) আমরা

লেখনীছেদনীহস্তো মসীভাজন সংযুতঃ।
নিঃসৃত্য দর্শনে তস্থৌ ব্রহ্মণোঽব্যক্ত জন্মনঃ॥

ব্রহ্মোবাচঃ —

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভুতস্তস্মাৎ কায়স্থ সংজ্ঞকঃ।
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবিভবিষ্যসি॥

ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা।
স্থিতি র্ভবতু তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্॥
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্ম পালনীয়ো যথাবিধি।
প্রজাঃ সৃজস্ব ভো পুত্র ভুবিভারসমন্বিতাঃ॥

(৬) যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবেচান্তকায় চ।

ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিতে পাই সর্ব্ববর্ণ ভোজনকালে চিত্রগুপ্তকে অন্নবলিদান করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। (৭) আর মহাভারতে দেখিতে পাই বশিষ্ঠাশ্রমে সমবেত দেবগণ ও পিতৃগণ চিত্রগুপ্তকথিত ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইতেছেন। (৮) এ সকল চিত্রগুপ্ত ও তদ্বংশধর কায়স্থদিগের শ্রেষ্ঠতার নিসঃসয় প্রমাণ।

১২। কোন কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুবাদে লেখক অর্থে মুহুরী এবং গণক অর্থে পোদ্দার লিখিয়াছেন। ইঁহারা অজ্ঞ নহেন, কিন্তু কায়স্থ বিদ্বেষই যথার্থ অনুবাদের অন্তরায় হইয়াছে। বিবিধ শাস্ত্রে গণক ও লেখকের যেরূপ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে পূর্ব্বকালে এই লেখকগণই রাজার সামরিক মন্ত্রীর কার্য্য এবং যাবতীয় দলিল ও শাসনপত্রাদি রচনার কার্য্য করিতেন, আর গণকেরাই তৎকালে অর্থসচিবের কার্য্য করিতেন।

১৩। নীতিশাস্ত্রে উক্ত আছে, রাজা শব্দশাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত, গণনা কুশল শুচি ও নানালিপিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে গণক ও লেখক নিযুক্ত করিবেন। (৯) আর পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে সাম - দান - ভেদ - দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ নীতি ও তদুপযোগী বাক্যপ্রয়োগে যিনি দক্ষ, অল্প কথায় যিনি বহু অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন এবং

বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভুতক্ষয়ায় চ ॥
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্টিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥

যমতর্পণ।

(৭) চিত্রগুপ্তবলিং দত্বা তদন্নং পরিবিচ্যচ।
অমৃতোপস্তরণ মসীত্যাপোশনক্রিয়াং চরেৎ ॥

ঊশনসংহিতা ৩ অধ্যায়।

(৮) অনুশাসন পর্ব্বে চিত্রগুপ্তরহস্য নামক

১৩০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(৯) শব্দাভিধানতত্ত্বজ্ঞৌ গণনাকুশলৌ শুচী।
নানা লিপিজ্ঞৌ কর্ত্তব্যৌ রাজ্ঞা গণকলেখকৌ ॥

শুক্রনীতিসার—৪ অধ্যায়

যিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এইপ্রকার ব্যক্তিকে রাজা লেখক নিযুক্ত করিবেন (১০) স্মৃতি নিবন্ধেও প্রমাণ দৃষ্ট হয় যে রাজা মীমাংসাদিশাস্ত্রজ্ঞ এবং বেদাধ্যয়নসম্পন্ন গণক নিযুক্ত করিবেন। (১১) এই সকল শাস্ত্রবচন অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণ করিতেছে যে যাঁহারা রাজার লেখক ও গণকের কার্য্য করিতেন তাঁহারা সামান্য মুহুরী বা পোদ্দার ছিলেন না। আমরা মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেখিতে পাই নারদ যুধিষ্ঠিরকে কুশলজিজ্ঞাসা কালে বলিতেছেন—"আয়ব্যয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখকগণ প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে আপনার আয়ব্যয় পর্য্যালোচনা করেন ত?" (১২) আজকালকার accountant general ও finance minister এর যে কাজ, যুধিষ্ঠিরের গণক ও লেখগণ সেই কাজই করিতেন না কি?

১৪। স্মৃতিনিবন্ধে উক্ত আছে—রাজার সন্ধিবিগ্রহকারী [illegible]

রাজার দ্বারা আদিষ্ট হইয়া [illegible]

[illegible]

(১০) উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তম ॥

মৎস্যপুরাণ—১১৫ অঃ

গরুড়পুরাণ—১১২ অধ্যায়েও এইরূপ বচন দৃষ্ট হয়।

(১১) শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ
বীরমিত্রোদয়-ধৃত ব্যাসবচন।

(১২) কচ্চিদায়ব্যয়ে যুক্তাঃ সর্ব্বেগণকলেখকাঃ।
অনুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বাহ্নে নিত্যমায়ব্যয়ং তব ॥

সভাপর্ব্ব—৪র্থ অঃ।

(১৩) সন্ধিবিগ্রহকারী তু ভবেদ্ যস্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেৎ রাজশাসনম্ ॥

মিতাক্ষরা আচার অধ্যায়।

রাজ্ঞাতু স্বয়মাদিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহলেখকঃ।
তাম্রপট্টে পটেবাপি প্রলিখেৎ রাজশাসনম্।

অপরার্কধৃত ব্যাসবচন।

কায়স্থ হস্ত লিখিত হইলেই তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। (১৪) বিষ্ণুসংহিতায়ও দেখিতে পাই পূর্ব্বকালে রাজার ধর্ম্মাধিকরণের অধ্যক্ষের সহিমোহরযুক্ত এবং রাজনিযুক্ত কায়স্থের হস্তলিখিত যে লেখ্য বা দলিল তাহাই রাজসাক্ষিক বা পাকা দলিল বলিয়া গণ্য হইত। (১৫)

১২। হিন্দু রাজত্বকালে রাজগণ ব্রাহ্মণাদিকে ভূমিদান করিতে হইলে ঐ দান চিরস্থায়ী করিবার জন্য তামার পাতে লিখিয়া দিতেন। ইহারই নাম তাম্রশাসন। এইরূপ তাম্রশাসন লিখিবার অধিকার কেবল কায়স্থদিগেরই ছিল। বস্তুতঃ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে গবর্ণমেণ্টের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অনুসন্ধানে যে সকল তাম্রশাসন সংগৃহীত হইয়াছে সে সমুদয়ই প্রায় কায়স্থগণের রচিত। এইরূপ তাম্রশাসন লিপিতে দানের কাল ও দত্তবস্তুর বিবরণ, দাতা ও গৃহীতার পরিচয় এবং রচনাকারী কায়স্থের পরিচয় লিখিত হইত। এই পরিচয় হইতে আমরা জানিতে পারি যে তৎকালে কায়স্থগণ কেবল শাসন পত্রাদি লিখিতেন এমন নহে, রাজগণের শাসন-সচিব, পররাষ্ট্রসচিব ও সমর-সচিবের কার্য্যও তাঁহারাই করিতেন; Indian Antiquary (ভারতীয় পুরাতত্ত্ব) নামক গ্রন্থমালার পঞ্চম খণ্ডে সম্পাদক লিখিয়াছেন—It is a noticeable fact that the sandhivigrahi or minister of war and peace and the secretary were always Kayasthas, or men of the writer caste. This not only occurs in the Kataka plates, but in grants or inscriptions found in Ceylon and central India," এ বিষয়ে আর অধিক প্রমাণ অনাবশ্যক। তাম্রফলকাদিতে রচনাকারী কায়স্থদের পাণ্ডিত্য

(১৪) রাজ্ঞাগ্রহারশাসনান্তেককায়স্থহস্ত।
লিখিতান্যেব প্রমাণী ভবন্তি।

মেধাতিথিকৃত মনুসংহিতায় অষ্টম অধ্যায়ের ভাষ্য

(১৫) অথ লেখ্যং ত্রিবিধং রাজসাক্ষিকং সসাক্ষিক মসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থকৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।

বিষ্ণুসংহিতা — ৭ অঃ

ও বেদচর্চ্চার যে সকল প্রমাণ রহিয়াছে তাহাও বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। কেহ নিখিল আগমশাস্ত্রপারদর্শী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, কেহ সকল নীতি ও তর্কশাস্ত্রবেত্তা এবং এবং বিপক্ষবাদী পণ্ডিতদিগের সিংহস্বরূপ অভিহিত হইয়াছেন, কেহ বা দণ্ডনীতিজ্ঞানে ভার্গবসদৃশ এবং তর্কসাগরের পারগামী বলিয়া বিশেষিত হইয়াছেন। (১৬)

হারীত সংহিতায় ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতে উক্ত হইয়াছে—

নীতিশাস্ত্রার্থকুশল সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।

দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা॥

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন তৎকালের কায়স্থগণ ঠিক এইরূ লক্ষণবিশিষ্ট ছিলেন কিনা। পুরাণে লেখকের যেরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষত্রিয়ের লক্ষণেও তাহাই উক্ত হইয়াছে, আর প্রাচীন ঐতিহাসিক লিপিতে কায়স্থদিগের সেইরূপ পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছে।

১৬। অজয়গড় দুর্গের নিকটে দ্বাদশ শতাব্দীর এক প্রস্তর লিপিতে একটি বাস্তব্য কায়স্থবংশের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত আছে। তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে টক্কারিকা নামক কায়স্থ-পল্লী সতত বেদনিনাদে মুখরিত হইত, এবং জাজুক নামক এক কায়স্থকুমার শৈশবেই বেদাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। (১৭) কায়স্থ জাতি যে এককালে বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই পাণ্ডিত্যলাভ করিতেন তদ্বিষয়ে এই প্রাচীন লিপিমালা অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ।

১৭। তাম্রফলকে অনেক কায়স্থ রাণক সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয় রাজগণের জ্ঞাতিকুটুম্বগণই রাণক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতেন। সুতরাং কায়স্থদের রাণক সংজ্ঞা হইতে জানা যাইতেছে যে তাঁহারা ক্ষত্রিয় ও রাজকুলের আত্মীয় ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার কতকগুলি শাসনপত্রের আলোচনা করিয়া

---

(১৬) প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব - কৃত ,,কায়স্থের বর্ণনির্ণয়,, দেখুন।

(১৭) কায়স্থের বর্ণনির্ণয় দেখুন।

লিখিয়াছেন যে বাঙ্গলার অনেক কায়স্থই এ দেশের পূর্ব্বতন হিন্দুনৃপতিগণের জ্ঞাতিকুলসম্ভূত। সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ও বারেন্দ্র কায়স্থ, কবিকুলবাল্মীকি সন্ধ্যাকর নন্দী বিরচিত রামচরিত কাব্য এবং রাঢ়ের মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসনের আলোচনা করিয়া বলিয়াছেন—"এ সকল বিবরণ বাঙ্গলার কায়স্থগণের সে কালের সামাজিক পদমর্য্যাদা সম্ভোগের সংশয় শূন্য ঐতিহাসিক প্রমাণ। তাঁহাদের পূর্ব্বতন অবস্থা সম্বন্ধে আধুনিক রচনায় যে সকল কথা অবলীলাক্রমে উল্লিখিত হইয়া থাকে তাহা বাঙ্গলার ইতিহাসের প্রচ্ছন্ন অপবাদ, সমগ্র হিন্দু-সমাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগ।" ইহা নিশ্চয় যে পূর্ব্ব অবস্থার যত অনুসন্ধান হইবে ততই আপনারা আপনাদের গৌরবময় অতীতের নিত্য নূতন পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন।

১৮। কায়স্থ জাতির ইতিহাস অনুসন্ধানে দেখা যায় যে তাঁহারা অনেক সময় মসী ত্যাগ করিয়া অসিধারণ করিয়াছেন এবং রাজদণ্ড ধারণ করিয়া প্রজাপালন করিয়াছেন, আর অসিজীবী ক্ষত্রিয়গণের সহিত আদান প্রদানও করিয়াছেন। আমরা কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাস রাজতরঙ্গিণী পাঠে অবগত হইয়া থাকি যে কায়স্থ দুর্লভ বর্দ্ধন ক্ষত্রিয় রাজা বালাদিত্যের এক-[illegible] পাণিগ্রহণ করেন এবং প্রতাপাদিত্য উপাধি ধারণ পূর্ব্বক [illegible], তৎপরে যোগ্যজন নৃপতি কাশ্মীরে রাজত্ব [illegible] এই বিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে পূর্ব্বকালে ক্ষত্রিয়ের সহিত কায়স্থের আদান প্রদান অপ্রচলিত ছিল না। গৌড়ের পালরাজগণের বহু তাম্রশাসন হইতেও জানা যায় জানা যায় যে ভারতের তদানীন্তন প্রায় সমুদয় ক্ষত্রিয় রাজবংশের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৯। মুসলমান ঐতিহাসিক আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরী নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিত আছে যে প্রথমে এক ক্ষত্রিয় রাজবংশ বাঙ্গলাদেশে রাজত্ব করিত তৎপর কায়স্থ ভোজবংশ, কায়স্থ শূরবংশ, কায়স্থ পালবংশ, ও কায়স্থ সেনবংশ যথাক্রমে বাঙ্গলাদেশ শাসন করিয়াছেন। সেনরাজগণের জাতি লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে। তাঁহাদের যে সকল প্রশস্তি ও তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে তাঁহারা চন্দ্রবংশীয়

ব্রহ্মক্ষত্রিয় এবং দাক্ষিণাত্য হইতে বাঙ্গলায় আসিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ অদ্যাপি বাস করিতেছেন। তাঁহাদের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্যে গোদাবরীতীরে বাস করিতেন এবং ঋষিশাপে তাঁহারা রাজত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া কায়স্থের লেখনীবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন বস্তুতঃ ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ কায়স্থেরই শ্রেণীবিশেষ। অতএব আবুলফজল যে সেনরাজগণকে কায়স্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অসঙ্গত হয় নাই। মুসলমানগণ সেনরাজগণের হস্ত হইতেই বাঙ্গলাদেশ কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের জাতি সম্বন্ধে যে মুসলমান ঐতিহাসিক ভুল করিয়াছেন ইহা সম্ভবপর নহে, বরং ইহাই সহজবোধ্য যে সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব্বে যখন আইন-ই-আকবরী লিখিত হয় তখন সেনরাজগণ কায়স্থ বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল, আবুল ফজল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

২০। হিমালয়ের পাদভূমিতে মুন্দী ও সুকেত নামে দুইটী ক্ষুদ্র মিত্ররাজ্য আছে। তথাকার রাজগণ বাঙ্গলার কায়স্থ সেনরাজবংশধর ও চন্দ্র-বংশীয় বলিয়া অদ্যাপি পরিচয় দিয়া থাকেন। দিনাজপুরের মহারাজা সার গিরিজানাথ সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে দিল্লীতে গমন করিলে তথায় মুন্দীর মহারাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তখন মুন্দীর মহারাজা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা বাঙ্গলার কায়স্থ, বাসুকী গোত্রীয় সেনবংশ। তাঁহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস এই যে রূপসেন মুসলমান আক্রমণে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিয়া পাঞ্জাবে গমন করেন। তথায় কতিপয় পুরুষ অবস্থানের পর তদ্বংশীয় বাবুসেন পার্ব্বত্য প্রদেশ গমন করেন এবং ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মুন্দীনগর স্থাপন করেন। এই বংশের এক শাখা অত্যাচার প্রপীড়িত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, বর্ত্তমানে তাঁহারা কাশ্মীরের অন্তর্গত কাষ্ঠেবারের অধিপতি। মুন্দীর রাজবংশই মুন্দী ও সুকেত এই দুই রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশে বাসুকী গোত্রীয় কায়স্থ সেনবংশ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। আমরা আচার্য্যচূড়ামণির কারিকায় দেখিতে পাই যে পূর্ব্বে রাঢ়দেশে কঙ্কগ্রামে বাসুকী গোত্রীয় সেনবংশ বাস করিত।

২১। আমি আশা করি অতঃপর আপনারা সেনরাজবংশের কায়স্থজাতিত্ব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ পোষণ করিবেন না। আপনারা স্বদেশের পূর্ব্বইতিহাসের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিবেন যে বঙ্গদেশ কায়স্থেরই দেশ, এককালে, কায়স্থেরাই এদেশের ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধাতা ছিল, তাঁহারাই কান্যকুব্জাদি দেশ হইতে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং বিদ্যা ও বীরত্ব সম্পন্ন কায়স্থদিগকে আনয়ন করিয়া এখানে শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীনাথ রায়বর্ম্মা।

হরিনাম।

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥"

চির মঙ্গলময় শ্রীভগবান্ শ্রীহরির মধুর আহ্বানে তাঁহারই আদেশ ও অনুগ্রহে আজ এ অধম এই পুণ্য তীর্থক্ষেত্র—সাধু ভক্তগণ সেবিত এই পরম পবিত্র হরিসভায় যোগদান করিতে পারিতেছে, ইহা এ অকিঞ্চনের পক্ষে যারপর নাই সুখ সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই। যাহার অপার কৃপায় আজ আমরা বিষয়-কার্য্যের বিষম জঞ্জাল দূরে রাখিয়া, এই পুণ্যপ্রদ হরিসভা মন্দিরে সমবেত হইতে পারিয়াছি, কোন কথা বলিবার পূর্ব্বে সর্ব্বাগ্রে সেই শ্রীভগবান্ শ্রীহরির রাতুল-চরণে কোটী কোটী প্রণাম করিতেছি। তৎপর সম্মিলিত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু-ভক্ত সকলের পদে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে যথাযোগ্য প্রণাম নমস্কার করিতেছি; তাঁহাদের শুভ-আশীর্ব্বাদে এ পাপী পাষণ্ডের কঠোর প্রাণে হরিভক্তির মধুর বন্যা প্রবাহিত হউক।

আজ আমি দু'টি হরিকথা শুনিবার ও বলিবার নিমিত্ত এ হরিসভায় উপনীত হইয়াছি। ভক্ত ব্যতীত ভগবানের কথা কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশে তেমন করিয়া কেহ বুঝাইতে পারে না; আমি বাগ্মী ও নহি! ভক্তও নহি, সুতরাং আমার এ হরিকথা ভক্তগণের অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিবে, তেমন বিশ্বাস করিবার দুরাশা বা স্পর্দ্ধা আমার নাই। মিছরির

টুকরা যেমন করিয়া খাও মিষ্টি লাগিবেই,—অমৃত অসুরের হস্তে পড়িলে তাহার মৃতসঞ্জিবনী শক্তি অন্তরিত হয় না। হরিনাম যেমন করিয়া লওয়া যায় বা যাহার মুখে শুনা যায় তাহাতেই পুণ্য আছে—একটা সার্থকতা আছে—এ দীনের ইহাই একমাত্র ভরসা। সমবেত সাধু-ভক্তমণ্ডলী অধমের এ অনধিকার চর্চ্চা ক্ষমা করিবেন। যেহেতু—

"ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

স্বয়ং ভগবান্ হৃষিকেশই হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া আমাদিগকে সকল করাইতেছেন। সুতরাং কর্ম্মমাত্রেই আমাদের দোষগুণ কিছুই থাকিতে পারে না; দোষ গুণ যদি কিছু থাকে, সকলেই সেই আদর্শ পুরুষ শ্রীভগবান্ শ্রীহরির।

কিন্তু এ কথা শুধু মুখে বলিলেই ত হইবে না,—হৃদয়ে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস অচলা ভক্তি থাকা চাই যে, তিনিই সব—তাঁহারই সব। মনে এরূপ ভক্তি বিশ্বাস থাকা চাই যে ভক্তি বিশ্বাসের বলে আমরা বলিতে পারি।

কে আমি কে আছে মোর বিনা ভগবান্?
তাঁহারি শকতি পেয়ে
তাঁরি পূত নাম পেয়ে,
তাঁরি রচা ফুল ফল,
তুলসী ও গঙ্গাজল,
তাঁহারি রাতুল পদে করিব প্রণাম।
ভাল মন্দ তাঁরি সব, সকলি সমান॥

ক্ষুদ্র আমি, দুর্ব্বল হৃদয় আমি, পাতকী পাষণ্ড আমি, অবিশ্বাসী আমি, আমার সেরূপ দৃঢ় বিশ্বাস—অচলা ভক্তি কোথায়?—তাঁহার পদে কর্ম্মফল প্রদান করিয়া প্রাণে শান্তি পাইবার মত শক্তি সাধনাই বা আমার কোথায়! হায়! কবে আমি প্রেম-ভক্তিমাখা মধুরস্বরে প্রাণ ভরিয়া বলিতে পারিব,—

যাঁহার প্রসাদলব্ধ এ শরীর মন,

করিনু তাঁহার পদে আত্ম সমর্পন।
কবে আমি ভক্তিভরে গাইতে পারিব,—
"আমি জানি মম তুমি মাত্র সার;
সকলি অসার যাহা কিছু আর;
তোমারি পূজন তোমারি ভজন
করি যেন আমি মরি হে,

(বিজয় গীতিকা)

সে শুভদিন কি হইবে?—তাহা কি পারিব? এ অভাগার এ পতিতের প্রতি পতিতপাবন শ্রীহরির সে দয়া কি হইবে?

ক্ষুদ্র আমি—অণু আমি নাহিক সম্বল,
তাঁহারি করুণা মম ভরসা কেবল।

আমার অদ্যকার আলোচ্য বিষয় 'হরিনাম'। কবি বলিয়াছেন—

"কোটি কোটি ব্রহ্মা যার উদ্দেশে ধেয়ায়।
পঞ্চমুখে সদাশিব যার গুণ গায়,
চারিবেদ যাহার গুণের অন্ত নাহি পায়,
লক্ষ্মী-সরস্বতী যার চরণ সেবায়,
নারদ প্রহ্লাদ শুকদেব মহাশয়।
যার গুণ গায় সদা আনন্দ হৃদয়॥

এ অধম কি সে নাম কীর্ত্তন সে পুণ্য পবিত্রতা পূর্ণ হরিনামের আলোচনা করিতে সমর্থ হইবে?

নারদাদি মুনি ঋষিগণ আজীবন যে অমিয়মধুর নাম কীর্ত্তন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, শুক, সনক ও কপিলাদি মহাপুরুষেরা যে নাম সুধারস পানে আত্মহারা হইয়া ছিলেন। এ বিশ্বের কত শত ভক্ত সাধক সাধু, মহাজন যে নামে পবিত্র অশ্রুগঙ্গা প্রবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, আমার পক্ষে সে নাম-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে প্রয়াস পাওয়া পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘিবার স্পৃহার ন্যায় অতীব ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু মূঢ় মন বুঝে না, তাই তাঁহার নামের পসরা মাথায় বহিয়া সমাগত সাধু-ভক্ত-মহাজনদিগের পবিত্র পদ প্রান্তে দাঁড়াইতে সাহসী হইলাম। এক মাত্র ভরসা তাঁহার অপার করুণা, প্রার্থনা, তাঁহার ইচ্ছারই

জয় হউক। আপনারা সকলে তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া তাঁহার জয় গান করুন। নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ' বলিয়া আমি ও তাঁহার পদারবিন্দে প্রণতি করিতেছি। সকলে ভক্তি-ভরে সমস্বরে বলুন, —

"তোমার হাতের গড়া এই সে হৃদয়,
সঁপিলাম তব করে — জয় প্রেমময়। (আবৃত্তি)
অনলে সলিলে, কঠিনে কোমলে,
সমলে বিমলে সকলেই তুমি।
অন্তরে বাহিরে, তুমি চারিধারে,
তাই ভক্তিভরে, ডাকি তোমা আমি।"
(বিজয়-গীতিকা।

তোমাকে ভক্তিভরে ডাকি; এরূপ বলিবার অধিকার ত প্রভু আমার নাই। ভক্তিতে ভগবান্ তুষ্ট, একথা জানি। কিন্তু আমার যে তাহাও নাই,— আমি যে সে ধনের বড় কাঙ্গাল। আমার কি আছে? কি দিয়া তোমার অর্চনা করিব? এ দীনের যে কিছুই নাই। করুণাময়! তোমার অহেতুকী অপার করুণাই অধমের এক মাত্র ভরসা। জয় জগদীশ্বর! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!

হরিবোল! হরিবোল! নাচে গোরা বাহুতুলি,
ধুলায় সোনার অঙ্গ যায় গড়াগড়ি.
কি মধুর ব্রজলীলা করিতেছে অভিনয়;
প্রেমের ভিখারী প্রেম অজস্র বিতরি।
হরিবোল! হরিবোল!—গাইতেছে নরনারী,
হরিবোল! হরিবোল। গায় ভাগীরথী,
হরিবোল! হরিবোল! —গাইতেছে পশুপক্ষী,
হরিবোল! হরিবোল! গায় জলপতি॥
(কুরুক্ষেত্র)

এক দিন নদীয়ায় এমনি মধুর হরিনামের বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল—প্রেমের ঝড় বহিয়াছিল। সে সুপবিত্র নামপ্লাবনে নদে ডুবু ডুবু হইয়াছিল—হরিনামের সে মধুর ধ্বনিতে বনমালীর বংশীরব ভ্রমে যমুনা আবার উজান বহিয়াছিল।

তখন বিশ্বভরি উঠেছিল কি মধুময় রোল !—শুধু হরিবোল ! হরিবোল ! সে অমৃত নির্ঝরিণীর অমিয় মধুর শীতল প্রবাহে এ বিশ্ব জুড়াইয়াছিল—ধন্য হইয়াছিল ; কত পাতকী পাষণ্ড কত জগা মাধা তরিয়াছিল !

ভারতের সে স্বর্ণযুগ এখন আর নাই। এখন আর বঙ্গের প্রতিগৃহে—গোঠে, মাঠে, ঘাটে তেমন প্রেম ভক্তি—মাখা প্রাণস্পর্শী মধুর হরিধ্বনি শুনা যায় না, এখন আর' বলিতে কেহ তেমন করিয়া ধূলায় গড়াগড়ি দেয় না—নাম-রসে ভাবাবেশে তেমন করিয়া আর ভক্ত মূর্চ্ছা যায় না !

হায়! কবে আবার ভারতের সে শুভদিন ফিরিয়া আসিবে? কবে আবার হরি বলিতে ভক্তের নয়নজল ঝরিবে? আবার কবে বঙ্গের গৃহস্থ ডাকিয়া বলিবে, যাঁদের হরি বলিতে নয়ন ঝরে তাঁরা এসেছেরে ভাই, তাঁরা এসেছে !

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর জন্মোৎসব এবং ধর্ম্ম

(পূর্ব্বানুবৃত্তি দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

কৃতি কি? যতদিন দ্বন্দ্বের অন্তে স্থিতি ক্রিয়া না হইবে ততদিনই কৃতির পরমায়ু। এখন বিচার্য্য—কৃতি কি? "কৃতি, অস্তিত্ব।" অস্তিত্ব—স্বকীয় ও পরকীয়। অস্তিত্ব সমগ্র বিশ্বের। অস্তিত্ব সমগ্র সত্যের। অস্তিত্ব সম্যক প্রস্ফুটন (perfection) অস্তিত্ব সর্ব্বপরিরক্ষণ (conservation) যাহা রাখিবার মত আছে তাহা বাছিয়া রাখা। অস্তিত্ব শুধু জীবন সংগ্রামে (struggle for existence) জয়লাভ নহে অস্তিত্ব রক্ষায় সংগ্রাম আছে বটে কিন্তু সে সংগ্রাম আনন্দ-সংগ্রাম—সে সংগ্রাম খেয়ালের সংগ্রাম—সে সংগ্রাম উন্নত অস্তিত্বের সংগ্রাম (struggle for higher existence)। সে সংগ্রামে প্রতিযোগিতা (competition) নাই—আছে মৈত্রী (co-operation), সে সংগ্রামে দ্বেষ নাই

আছে প্রেম। সে সংগ্রামে তিনিই জয়ী হইবার উপযুক্ত (fittest to survive) যিনি শ্রেয় ও প্রেয় সামঞ্জস্য করিয়া অগ্রগামী। যিনি শ্রেয় ও প্রেয়ের ঐক্যতানে জীবনতন্ত্রী মিলাইয়া লইয়াছেন তিনিই অস্তিত্বপন্থী। সেই বিরাট পুরুষ বহু হইয়া তাঁহারই একৈক অস্তিত্ব রক্ষার নিমিত্ত এই বিরাট বিধান করিতেছেন। সেই মহাকর্ম্মী তোমার দেহরথে অবিরাম ঈক্ষণ (mind) প্রগ্রহ যোজনা করিয়া তোমার অস্তিত্বের ভার বহন করিতেছেন। তোমার অস্তিত্ব তাঁহার অস্তিত্ব। অতএব তোমার কৃতি অস্তিত্ব।

যদি অস্তিত্ব তাঁহার ইচ্ছা, তবে ধ্বংস কেন, মৃত্যু কেন, বিলোপ কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। জন্ম ও মৃত্যু, ধ্বংস ও বিলোপ শুধু কথার কথা। যেখানে রূপ সেখানেই জন্মের কথা,—রূপ ধারণই জন্ম। রূপের বিলোপই মৃত্যু। যাহা আপাতঃ ধ্বংস বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা ধ্বংস নহে—রূপান্তর মাত্র। সেই রূপান্তর তোমার ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। অতীন্দ্রিয় মাত্র। আলোক বিশ্লেষণ (Spectrum analysis) করিয়া বৈজ্ঞানিক পর পর সাতটী বর্ণ পাইয়াছেন— violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red। এই সপ্ত রূপের প্রথম রূপ violet এরপূর্ব্বে এবং শেষ রূপ red এর পরে, যে রূপ বা অরূপ আছে তাহা তোমার চক্ষু গ্রহণ করিতে পারে কি? রূপ ও অরূপ তাঁহারই স্বরূপ। সেই মহাকর্ম্মী বহুরূপী। জন্ম, মৃত্যু, ধ্বংস ইত্যাদি সংজ্ঞা না হইলে, বিশ্বের জ্ঞান গ্রহণে মন অপারক। তাই এই সংজ্ঞা।

চৈতন্য অস্তিত্বময়। বাহ্যতঃ ধ্বংসে সেই অস্তিত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে। বাহ্যতঃ ধ্বংস না থাকিলে, অস্তিত্বের খোঁজ তুমি লইতে কি?

"বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান?
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কাণ।
ভুলব না আর সহজেতে,—
সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যু মাঝে ঢাকা আছে
যে অন্তহীন প্রাণ।

সে ঝড় যেন সই আনন্দে
চিত্তবীণার তারে
সপ্ত সিন্ধু দশ দিগন্ত
নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হ'তে ছিন্ন ক'রে
সেই গভীরে লওগো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।"

—রবীন্দ্রনাথ।

একদিকে বিলোপ, অপর দিকে অস্তিত্ব। এদিকে ভাঙ্গা অপর দিকে গড়া এই বাণিজ্যে লাভালাভ তুল্য মূল্য। লাভের মধ্যে তোমাকে পড়িয়াপিটিয়া তোলা —তোমাকে অনন্ত প্রবর্দ্ধনের (Progression) পথে লইয়া যাওয়া—আপনার অস্তিত্ব আপনি স্ফুটতর করা।

ঐ শোন, ইউরোপে ধ্বংসের মুখ হইতে অস্তিত্বের বার্ত্তা আসিয়াছে। কিন্তু খাঁটী অস্তিত্বের ভাব এখনও ফুটে উঠে নাই। ঐ অস্তিত্ব প্রতিযোগীতার অস্তিত্ব লোভের অস্তিত্ব — লোভবিজয়ীর অস্তিত্ব নহে। এ অস্তিত্বে নিখুঁত অস্তিত্বের আবছায়া আছে মাত্র, সম্যক প্রতিফলিত হয় নাই। এ অস্তিত্বে প্রচ্ছন্ন অমরত্বের সূচনা আছে, বিকাশ হয় নাই। বিকাশ হইলে, বিশ্ব মানবের অস্তিত্বের অর্থাৎ সম্যক প্রস্ফুটনের বিধান হইত — মিলন-মন্দিরে অস্তিত্বের ধ্বজা উড্ডীন হইত। একদিন ইহা হইতে হইবে।

হবে হবে প্রভাত হবে
আধার যাবে কেটে।
তোমার বাণী সোণার ধারা
প'ড়বে আকাশ ফেটে।
তখন আমার পাখীর বাসায়
জাগ্‌বে কি গান তোমার ভাষায়?
তোমার তানে ফোটাবে ফুল
আমার বনলতা?

—রবীন্দ্রনাথ।

এই ভাঙ্গা, চোরা, গড়া তাঁহারই বর্ত্ম। অভিব্যক্তি-পন্থা শুধু ভাঙ্গা, চোরা, গড়া—প্রবর্দ্ধন ও মুণ্ডন (construction and destruction)। এই প্রবর্দ্ধন ও মুণ্ডনে লাভ লোকসান নাই—"যাহা নাই তাহা হইবে না," "যাহা আছে তাহা যাইবে না।" শুভ অশুভ, পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, শুধু তোমার মনগড়া কথা। তোমার কর্ম্ম ও কর্ম্মফলে, তাঁহার আগমনী সতত ধ্বনিত হইতেছে। চোখ মেলিয়া দেখ—তিনি তোমার হৃদয় মন্দিরে উপনীত। ঐ শোন, তাহার পায়ের নূপুর ধ্বনি—ঐ শোন তাহার মধুর বংশী বাদন—আনন্দ গানে তাহার আগমনী কীর্ত্তন কর।

"তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তারপায়েরধ্বনি
ঐ যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে দিন রজনী
সে যে আসে, আসে, আসে।
গেয়েছি গান যখন যত
আপন মনে ক্ষ্যাপার মত
সকল সুরে বেজেছে তা'র
আগমনী—
সে যে আসে, আসে, আসে।
কতকালের ফাল্গুন দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
দুখের পরে পরম দুখে
তারি চরণ বাজে বুকে,
সুখে কখন্ বুলিয়ে সে দেয়
পরশমণি!
সে যে আসে, আসে, আসে।
—রবীন্দ্রনাথ

অনন্ত প্রবর্দ্ধনের জন্য চৈতন্যের এই সৃষ্ট্যাভিব্যক্তি। সৃষ্টি অনন্ত। এই প্রবর্দ্ধন-লীলা সহজসাধ্য করিবার জন্য মানব সৃষ্টি। মানব যোদ্ধা। সজ্ঞানে তাহাকে এই সবর্দ্ধনলীলানন্দ সাগরে ডুবাইয়া দেওয়াই তাঁহার এই বিবৃতির উদ্দেশ্য।

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খসে' যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই এই আনন্দে রে!
পাতিয়া কান শুনিস্ না যে
দিকে দিকে গগণ মাঝে
মরণ-বীণায় কি সুর বাজে
তপন তারা চন্দ্রে রে
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বলবারই আনন্দে রে!
পাগল করা গানের তানে
ধায় যে কোথা কেই' বা জানে,
চায় না ফিরে পিছন পানে
রয় না বাঁধা বন্ধে রে
লুটে যাবার ছুটে যাবার
চলবারই আনন্দে রে।
সেই আনন্দ-চরণ-পাতে
ছয়ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে' যায় ধরাতে
বরণ-গীতে গন্ধে রে
ফেলে দেবার ছেড়ে দেবার
মরবার আনন্দ রে।

—রবীন্দ্রনাথ।

মানব কর্ম্মী। দেহ ও মনোরাজ্যে তাহার কর্ম্মের স্ফূর্ত্তি। মানবের দেহ ও মনের সম্যক স্ফূর্ত্তি ও সংবর্দ্ধনই মানবের অস্তিত্ব। আত্মত্ব স্বীয় দেহের,

অস্তিত্ব স্বীয় মনের। অস্তিত্ব সমাজ দেহের (State), অস্তিত্ব সমাজ—মনের-অস্তিত্ব সংস্কারের (Institutions), অস্তিত্ব আচারের (Customs), অস্তিত্ব কলাবিদ্যার, অস্তিত্ব ক্রীড়ার, অস্তিত্ব শিল্পের, অস্তিত্ব বাণিজ্যের, অস্তিত্ব জ্ঞানের, অস্তিত্ব জ্ঞানভাণ্ডারের (Literature), অস্তিত্ব ভাষার। এ অস্তিত্বের মাপকাটি জাগতিক অস্তিত্ব—জগতের সম্যক প্রস্ফুটন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও দেশের জলবায়ু ভেদে বিভিন্ন সমাজে ঐ ঐ বিষয়ের রূপ পৃথক। কিন্তু গোড়ার মিলন-মন্দির হইতে নানাধামে ছত্রভঙ্গ হইয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে, ভূগর্ভ হইতে অতল জলধি হইতে, বিমান হইতে, সুমনা, (Mind) হইতে বহু রত্নরাজি আহরণ করিয়া আবার গৌর শুক্ল ও কৃষ্ণ মানব , (White, Black, Yellow) তোমাদিগকে এক মিলনী মন্দিরে আসিয়া তোমাদের কেনা বেচার হিসাব করিতে হইবে। যে পন্থায় যাহার লাভ হইয়াছে, সেই সুপন্থা সেই মাধুর্য্য পন্থা বাছিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে হইবে। যাহা রাখিবার মত আছে, তাহাই রাখিতে হইবে রত্ন চিনিয়া লইতে হইবে। মেকি (বন্ধ) প্রেমের বহ্নিতে ভস্মসাৎ করিতে হইবে।

কর্ম্ম নানা কারণের কার্য্য। এই নানা কারণ আবার এক অনাদি কারণে শৃঙ্খলিত ইহাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মানবের সংস্কার, শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহার কর্ম্মের নিয়ন্তা। সুতরাং পিতৃপিতামহ তোমার দেহ, মন ও বাক্যের চেষ্টা, তোমার সন্তান সন্ততির অস্তিত্বের বা অনস্তিত্বের জন্য দায়ীসমাজ, তোমার শিক্ষা ও দীক্ষার প্রেরণা তোমার দেহ মন ও বাক্যের অস্তিত্বের জন্য দায়ী। বিশ্ব তোমার জ্ঞান প্রেম ও মৈত্রী দীক্ষা। বিশ্ব-মানবের অস্তিত্বের নিদান

দেহ সম্বন্ধে কৃতি কি ? দেহের অস্তিত্ব। দেহের অস্তিত্ব পন্থা নির্দ্দেশ করিতে গেলে, অনস্তিত্বের কারণগুলিও সঙ্গে সঙ্গে অনুমিত হইবে। দেহের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের কারণ সমূহ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের (Health and Hygiene) আশ্রয় লইতে হইবে।

এখন দেখা যাউক বিজ্ঞান দেহের অস্তিত্ব রক্ষার কি প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানীমোহন মুখোপাধ্যায়।

কাঁদি-হিলোড়ায় উপবীতী কায়স্থের দুর্দ্দশা।

আমি সংপ্রতি জঙ্গীপুরে পক্ষকাল অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছি। পাঠকগণের মনে থাকিতে পারে কায়স্থ সভা সৃষ্টির অব্যবহিত পরে যে সবোত্তরে কায়স্থের উপনয়ন গ্রহণের সূত্রপাত হয় তাহা এই জঙ্গীপুরে,—সেই জঙ্গীপুরে সেই গৃহে আমি পক্ষকাল বাস করিয়া আসিয়াছি। ঐ অঞ্চলে উপবীতী কায়স্থগণের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা সকল কায়স্থের বিশেষতঃ উপবীতী কায়স্থের এবং সর্ব্বোপরি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের ধীরচিত্তে আলোচনার বিষয়। মুর্শিদাবাদ জিলা রাঢ় ও বাগড়ীর সংমিশ্রিত ভূমি; তন্মধ্যে রাঢ় অংশ যাহা, তাহা উত্তরের অন্তর্গত। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থের অতি সম্মানিত সমাজ, কাঁদির সমাজ, এই খানেই পাইকপাড়ার রাজবংশীয়েরা বাস করেন। এই গ্রামেরই একটী মোকর্দ্দমায় কায়স্থ শূদ্র কি ক্ষত্রিয় এই প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া পরিশেষে স্থির হয় যে কায়স্থ ক্ষত্র-বংশোদ্ভব হইলেও, যজ্ঞসূত্রচ্যুত অর্থাৎ সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়াও নামান্তে দাস দাসী পদ ব্যবহার করিয়া শূদ্রত্বে অবনমিত হইয়াছে। শ্যামাচরণ সরকারের ব্যবস্থাদর্পণ অনুসরণ করিয়া তাৎকালীক হাইকোর্টের জজেরা এই রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন। (ক)

(ক) কায়স্থের ন্যায় একটী প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়জাতির যজ্ঞোপবীত না থাকিলে কিম্বা দেববর্ম্মা স্থলে দাস শব্দ ব্যবহার হইলে সেই জাতি শূদ্রত্বে অবনমিত হইতে পারে না। তাহার বীজপুরুষের এবং ক্ষত্র শোণিতের মহিমা কোথায় যাইবে। প্রসিদ্ধ বৃষ্ণি অথবা যদুবংশ বহুদিন যজ্ঞোপবীত না থাকিলেও তাহারা ক্ষত্রিয়ই ছিলেন শূদ্র হয় নাই এ বিষয় শ্যামাচরণ সরকার ও হাইকোর্টের মত ভ্রান্ত।

সম্পাদক।

এই কাঁদি অঞ্চলের উপবীত গ্রহণ যে অত্যন্ত আগ্রহের কার্য্য তাহা বোধ হয় কায়স্থ মাত্রেই বুঝিতে পারেন। এজন্য কাঁদি, রসোড়া, বেলে, পাঁচথুপী প্রভৃতি কাঁদির নিকটবর্ত্তী কায়স্থ গ্রামগুলিতে অনেক কায়স্থ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়াছেন। তদ্রূপ জঙ্গীপুরের অন্তর্গত হিলোড়াও একখানি উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ প্রধান গ্রাম। সেখানেও বহু কায়স্থ গৃহিতোপবীত। এই দুইটী উত্তর-রাঢ়ীয় প্রধান কায়স্থ সমাজে উপনয়নের ফলে যে সামাজিক ভাব দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাই সর্ব্বসাধারণ কায়স্থের ও কায়স্থ সভার বিদিতার্থ আমি এই প্রবন্ধের সূচনা করিলাম।

কাঁদিতে পুনশ্চ একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। ইহারা একপক্ষে কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া যজ্ঞশূন্যক্রিয়া দ্বারা দত্তক গ্রহণ বৈধ বলিয়া আপনাদের দাবী প্রমাণিত করিতে চাহেন, অপর পক্ষ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বলিয়া যজ্ঞ বিহীনতা পোষ্যপুত্র গ্রহণের বিরুদ্ধ বলিয়া আপনাদের দাবী সমর্থন করিতেছেন। এই মোকর্দ্দমা হাইকোর্টে উপস্থিত আছে। শুনা গেল এই মোকর্দ্দমায় কায়স্থ ক্ষত্রিয় কি শূদ্র ইহা একটা বিচার্য্য ইস্যু। ৺সারদাচরণ মিত্র প্রভৃতি আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা এ, চৌধুরী ও নিউবোল্ড সাহেবের কায়স্থকে শূদ্রাবধারণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই; বিশেষতঃ বিনা ইস্যুতে ঐরূপ একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অতিরিক্ত আগ্রহের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এবার ইস্যু ধার্য্য হইয়া এ বিষয়ে একটী পরিষ্কার সিদ্ধান্তের সময় আসিয়াছে। এই সব কথা আমি অনেক কাঁদিঅঞ্চলবাসীর নিকট শুনিয়া আসিলাম। কায়স্থ সভার কর্ত্তৃপক্ষেরা ইহার অনুসন্ধান করিয়া কায়স্থের কৌতূহল তথা উদ্বিগ্নতা নিবারণ করিবেন কি?

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম, কাঁদি ও হিলোড়ায় উপবীতী কায়স্থের যে দশা হইয়াছে তাহা সকল কায়স্থেরই প্রণিধান যোগ্য। কাঁদি অঞ্চলে ব্যবহার ছিল কোনও কায়স্থ মৃত হইলে তাহার শব বহন করিয়া সদ্গোপেরা গঙ্গাতীরে লইয়া আসিত; তথায় তাহা দগ্ধ হইত। ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে উপবীতী কায়স্থ পরিবারের শব এক্ষণ আর সদ্গোপের ঘাড়ে আরোহণ করিতে পারে না কিন্তু নিরুপবীত কায়স্থের শব পারে। কাঁদি গঙ্গাতীর হইতে ৮ ক্রোশ

পথের কম হইবে না ; কায়স্থ ত এত পথ শব বহন করিয়া আনিতে অনভ্যস্ত বিশেষতঃ ইহাতে অপমান বোধ করিবার কারণ আছে। এজন্য তাঁহারা চাঁদা তুলিয়া একখানি ট্রলী ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন ; কায়স্থ-শব এক্ষণ মনুষ্য ঘাড় পরিত্যাগ করিয়া নূতনকলে গঙ্গাযাত্রা করেন।

হিলোড়াতে বিশেষ ঘটনা এই যে উপবীতী কায়স্থগণ ব্রাহ্মণ পাইতেছে না। ছোট ছোট দেবার্চ্চনা কার্য্যগুলির জন্য হিলোড়াবাসী উপবীতী কায়স্থের যশোহর হইতে একজন ব্রাহ্মণকে লইয়া গিয়াছেন তিনি সেখানে থাকেন এবং তিনি দৈনন্দিন কার্য্যগুলি করেন ও করান। হিলোড়া অঞ্চলে শ্যামাপূজা অতি প্রধান উৎসব, শ্যামাপূজায় তাহাদের অন্যত্র হইতে ব্রাহ্মণ আনিতে হয়। দুর্গোৎসবেও স্থানীয় ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় না।

এইরূপে ব্রাহ্মণ কায়স্থে পরস্পর বিদ্বেষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া কায়স্থের গ্রাম্য জীবন যে বিস্বাদ ও তিক্ত করিয়া তুলিতেছে, কায়স্থ সভা তাহার কি প্রতি-বিধান করিয়াছেন ? ব্রাহ্মণেরা যে উপবীতী কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া নির্য্যাতন করিতেছে, কেবল তাহা নহে। ইতরজাতি সকলকেও তাহাদের বিরুদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। তাহাদের দৈনন্দিন দেবার্চ্চন, ব্রতনিয়ম ও সামাজিক আচরণ বাধা প্রাপ্ত হইতেছে, ইহার কোন প্রতিবিধান না করিলে বর্ত্তমান উপনয়ন প্রথা কেবল বিলুপ্ত হইবে এমত নহে, কায়স্থের শিরে দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়া রাখিয়া যাইবে।

ইহার প্রতিবিধান জন্য আজ পর্য্যন্ত অঙ্গুলিটিও উত্তোলন করা হয় নাই। ইহার প্রতিকার প্রকৃত ক্ষত্রত্বের মধ্যে। কিন্তু কায়স্থ কি প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষত্রত্ব গ্রহণ করিতেছে ? কায়স্থ যদি প্রকৃতই ক্ষত্রত্ব গ্রহণ করিত, তাহার নিকট কে মস্তক অবনত না করিত ? আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি কায়স্থ অলঙ্কৃত শূদ্র হইতেছে। ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বে আর এরূপ অলঙ্কৃত দাস পাইতেন না, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব প্রভৃতির কৃপায় তাহাদের এরূপ দাস জুটিল। 'স' কে 'ষ' করিলে ইহার ঔষধ হয় না।

কাঁদির সদ্গোপেরা যদি বুঝিত, ব্রাহ্মণপক্ষ অবলম্বন না করিলে তাহাদের কোন ক্ষতি নাই। তাহাদের হিন্দুয়ানি রক্ষার জন্য কায়স্থকে ডাকিয়া আনি-য়াও পূজা পার্ব্বণ করিতে পারিবে, তবে কাঁদির কায়স্থ প্রধান স্থানে কায়স্থ

পিতৃমাতৃশব গঙ্গাতীরে প্রেরণ জন্য টুলী খরিদ আনিতে হইত না। ফলে কায়স্থজাতির বর্ত্তমান উপনয়ন গ্রহণ প্রথা দেখিয়া ও তাহার কুফল দৃষ্টিগোচর করিয়া কায়স্থকে অনুকরণ বা সাহায্য করা কেহই শ্রেয়স্কর মনে করে না, করিতেও পারে না।

আমরা মনে করিয়াছিলাম চট্টগ্রামের সভায় যেখানে মাননীয় দেব মহাশয়ের মত লোক কর্ত্তৃত্ব করিয়াছেন, সেখানে কায়স্থ জাতির বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ত্বের কিছু অঙ্কুর দেখা যাইবে। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা দেখিতেছি কায়স্থ-পত্রিকার সম্পাদনের ভার প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের হস্তে অর্পিত হইয়া কতকগুলি পৌরাণিক ও কৌলিকব্যাখ্যায় কায়স্থের অলঙ্কৃত শূদ্রত্ব আরও বদ্ধমূল হইতে চলিল। আমরা বিদ্যার্ণবের বিদ্যার নিন্দা করিতেছি না এবং তাঁহার অক্ষমতার কথাও বলিতেছি না। কিন্তু তিনি ও তাঁহার দল কায়স্থকে বর্ণাশ্রম অন্তর্গত মনে করিয়া তাহারা যে বিশ্বামিত্র, কুৎস, বশিষ্ঠ ও যমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মক্ষত্রবংশ উৎপন্ন এ কথা লোকের স্মৃতি হইতে তুলিয়া দিতেছেন। নিশ্চয়ই কায়স্থের বড় দুর্দ্দিন উপস্থিত হইল। (খ)

শ্রীমধুসূদন সরকার।

(খ) বেদ সংহিতার অনুবাদক বেদজ্ঞ শ্রীযুক্ত মধুসূদন দেববর্ম্মা মহাশয় বহুদিন হইতে কায়স্থের পূজা পার্ব্বণাদি নিজেই করিবেন ব্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ করিবেন না এই মতের প্রচলন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ উপবীতী কায়স্থগণ ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত পূজাপার্ব্বণাদি করেন না। ফলতঃ মহাত্মা পরশুরাম চিত্রগুপ্ত কায়স্থকে এইরূপে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই মতের বিরুদ্ধাচরণ কখনও করেন নাই। কায়স্থ সভার বর্ত্তমান অধ্যক্ষ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই মতের সমর্থন করেন। আমরা আশাকরি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয়ও যাহাতে এইরূপে কায়স্থ সমাজের মধ্যে পূজাপার্ব্বণাদি প্রচলিত হয়। তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।

সম্পাদক।

প্লেগ নিবারণ।

(বেহার গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক প্রচারিত)

বর্ত্তমান ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কোন কোন প্রদেশে প্লেগের আধিক্য দেখা যাইতেছে। বোম্বাই এবং যুক্তরাজ্য (united provinces) গতবর্ষে অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হইয়াছে। বিহার প্রদেশেও মৃত্যুসংখ্যা অধিক হইয়াছে। ১৯১৭ সনে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব বড়ই কম ছিল এবং তাহার পর অধিক-দিন স্থায়ী বর্ষাকাল উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মকাল অধিকদিন স্থায়ী থাকিলে প্লেগের বীজ উত্তেজিত হইতে পারে না, সূর্য্য কিরণে উহা নষ্ট হইয়া যায়। ইঁদুরের গায়ে এক রকম মাছি জন্মগ্রহণ করে (Rat fleas) বৈজ্ঞানিকগণ উহাই প্লেগের বীজ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। যে দেশে ইঁদুর নাই সে দেশে প্লেগ হয় না। অতএব প্লেগ নিবারণ কল্পে ইঁদুর নষ্ট করাই প্রধান উপায়। গৃহস্থিত আবর্জ্জনারাশি অপরিষ্কার অন্ধকার স্থানে ইঁদুর থাকিতে ভালবাসে। বড় বড় সহরে অপরিষ্কৃত ময়লাপূর্ণ নর্দ্দমা ড্রেন মধ্যে যে সকল ইঁদুর বাস করে তাহা-দিগের গাত্র হইতে উক্ত মাছি উৎপন্ন হয়। এই ইঁদুর মাছি অতি ক্ষুদ্র। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত চর্ম্ম-চক্ষে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইঁদুর মরিয়া গেলে মাছি মানুষকে আক্রমণ করে এবং তৎক্ষণাৎ সে রোগে আক্রান্ত হয়।

২। প্লেগ নিবারণ কল্পে প্রধানত দুইটী উপায় আছে ইঁদুর মরিতে আরম্ভ করিলেই বুঝিতে হইবে যে প্লেগ শীঘ্র উপস্থিত হইবে। সে সকল স্থানে নিমবাতী পোড়াইয়া ধূয়া দিতে হইবে (fumigation) আমরা ধূপ, গুগগুল পোড়াইয়া ধূয়া দিয়া থাকি কিন্তু প্লেগ হইলে নিমবাতী পোড়াইয়া ধূয়া দিতে হইবে। গোবর এবং নিমপাতা দ্বারা এই নিমবাতী প্রস্তুত করা যায়। সরু সরু কাঠি কিম্বা পাটখড়িতে ঐ প্রকার গোবর দিয়া অনায়াসে এবং অল্পব্যয়ে নিমবাতী প্রস্তুত করা যায়। এই প্রকার ধূয়া দ্বারা ইঁদুর মাছি মরিয়া যায় এবং ধূয়ার প্রভাবে ইঁদুর সকল বাহিরে আসিয়া পড়ে। তখন তাহাদিগকে বিনষ্ট করা সহজ হয়

৩। যে গ্রামে প্লেগ উপস্থিত হয় সেই গ্রাম পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। গ্রামের বাহিরে উন্মুক্ত প্রান্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ করিয়া বাস করা কর্ত্তব্য যাহারা গ্রাম ত্যাগ করিতে পারেন না তাহাদের পক্ষে গৃহের অভ্যন্তর এবং বহির্ভাগে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য। স্তূপীকৃত আবর্জ্জনা রাশিতে অগ্নি প্রদান করিয়া তন্মধ্যে শুষ্ক গোবর এবং নিমপাতা দিয়া অগ্নি এবং ধূমার সৃষ্টি করা আবশ্যক।

৪। প্লেগ নিবারণ কল্পে তৃতীয় উপায় টীকা দেওয়া (inocculation) কর্ত্তৃপক্ষগণ দাতব্য চিকিৎসালয়ে এইরূপ টীকা দেওয়া সুবিধা করিয়া দেন। বসন্ত রোগ প্রাদুর্ভাবে যেরূপ টীকা দেওয়া হয়, প্লেগ প্রদুর্ভাবেও ঐরূপ টীকা দিবার নিয়ম আছে। আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেই নির্ভয়ে এই টীকা গ্রহণ করিতে পারেন। টীকা দেওয়ার এক সপ্তাহ মধ্যে সামান্য একটু জ্বর হয় এবং যে বাহুতে টীকা দেওয়া হয় ঐস্থান স্ফীত হইয়া ক্ষত হয়। দশ বারদিন মধ্যে তাহা শুকাইয়া যায় ভয়ের কোন কারণ নাই। প্লেগের টীকার জন্য কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশুদ্ধ বীজ ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্লেগ সংক্রামক নহে, একজনের প্লেগ হইলে তাহার শরীর হইতে রোগ অন্য ব্যক্তিকে আক্রমণ করে না। ইঁদুর মাছিই এই রোগের একমাত্র কারণ।

৫। চিরস্থায়ী রূপে কোন স্থানকে প্লেগ হইতে পরিত্রাণ করিতে হইলে এক মাত্র উপায় উক্তস্থানটীর অভ্যন্তরে এবং বাহিরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যাহাতে প্লেগের নিত্য সঙ্গী ইঁদুর থাকিতে না পারে। ধান্যাদি শস্যের গোলায় ইঁদুরের জন্ম হয় সুতরাং ইষ্টক নির্ম্মিত পাকা গোলা গৃহে ধান্যাদি রক্ষা করা কর্ত্তব্য। পরিষ্কার গৃহ, পরিষ্কার প্রাঙ্গন, পরিষ্কার গোলাঘর ইত্যাদি প্লেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় টীকা দ্বারা প্লেগের শক্তি কমান যায় ব্যতীত একেবারে নিবারণ করা যায় না। যিনি টীকা গ্রহণ করেন তিনি এক বৎসরের জন্য মুক্তি লাভ করেন কারণ টীকার শক্তি বেশী দিন স্থায়ী হয় না। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে সমস্ত গ্রামে টীকা দিলে ও তাহার পর বর্ষে প্লেগের উৎপাত তথায় হইয়া থাকে। বিহারে যে সকল গ্রামে প্লেগের উৎপাত হয় তথায় লোকাল বোর্ডের সাহায্যে দীন দরিদ্র ব্যক্তিগণ স্বল্পব্যয়ে প্রচুর পরিমানে নিমবাতী পাইবেন এইরূপ বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। এবং যাহারা গ্রাম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা

করে তাহাদের জন্ম অল্পব্যয়ে লোকাল বোর্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবে। এই সকল বন্দোবস্ত প্লেগের প্রথম আরম্ভেই করা কর্ত্তব্য। যে সকল লোক প্লেগে মরে তাহাদিগের মৃতদেহ জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে পোড়ান কর্ত্তব্য। তবে মুসলমান ভ্রাতৃগণ তাহাকে স্বীকার হইবেন না। কবর দিতে হইলে গ্রামের বাহিরে সুদূর বন জঙ্গলের মধ্যে স্থানে সমাহিত করা কর্ত্তব্য।

সম্পাদক

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ষোড়শ বার্ষিক কার্য্য বিবরণী!

উক্ত কার্য্য-বিবরণী বিগত ১৩২৪ সনের ১৬ই চৈত্র তারিখে চট্টগ্রাম কায়স্থ সভায় সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়। ১৩২৪ সনের নিকষ আয় ৩৫৯১৷/৫ গত বর্ষের তহবিলে মজুত ছিল ৪১৮৸/০ সর্ব্বসমেৎ আয় ৪০১০৴৫ এই টাকা হইতে সর্ব্বপ্রকরের খরচ ৩৬১৬৸৶৫ বাদে অবশিষ্ট ৪৭৩৶ এইক্ষণ তহবিলে মজুত আছে। খরচের মধ্যে আমানত শোধ ৫৮৩৸/০ আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। এই টাকার বিবরণ হিসাবের মধ্যে দেখিতেছি না। মজুত তহবিল মধ্যে ৮৯৴১০ থ্যাকারস্পিঙ্কের নিকট জেমা আছে কি জন্য জেমা আছে স্পষ্ট করিয়া লিখা আবশ্যক এই টাকা ব্যতীত অন্য কোন ব্যাঙ্কে সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মার নামে কোনও আমানত আছে কিনা সাধারণের পক্ষে আমরা জানিতে চাহি। জিলা কর্পোরেসন ২৫৲ টাকা ইহার অর্থ বুঝিলাম না। আয়ের মধ্যে ১৬৭৷৷৴৫ কি জন্য আমানত আছে এবং সভার উন্নতিতে ৭০৲ টাকা জমা আছে। ইহা ব্যতীত প্রচার ভাণ্ডারে পাওয়া গিয়াছে ২৪০৲ উপরোক্ত ৩টি আয়ে মোট ৪৭৭৷৷৴৫ হইতেছে। এই টাকা প্রচার কার্য্যে ব্যয় করিতে সম্পাদক মহাশয়ের কোন আপত্তি

আছে কি ? প্রতিমাসে ৪০৲ টাকা প্রচার কার্য্যে ব্যয় করিলে শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রীর দ্বারা প্রচার কার্য্য চলিতে পারে।

২। বর্ত্তমান সময়ে প্রচার অভাবে কায়স্থালোচনা বন্ধ হইয়াছে। অগ্নিহোত্রী মহাশয় ৩০৲ টাকা বেতনে তাঁহার চলে না বলিয়া কায়স্থসভার প্রচারকের কার্য্যে ইস্তাফা দিয়াছেন।

৩। আমাদের ফরিদপুরের দ্বিতীয় কর্ম্মী প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় প্রচার সমিতির আদেশে স্থানে স্থানে প্রচার করিতেছেন বটে কিন্তু তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ প্রচার কার্য্য সুচারুরূপে হইতেছে না। বর্ত্তমান বর্ষে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কায়স্থ সভার সম্পাদক হইয়াছেন। আশাকরি তিনি ৪০৲ টাকা বেতনে অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিবেন।

৪। কলিকাতা নগরীতে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের মন্দির স্থাপন এবং সভা গৃহ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে কায়স্থ সভা কি করিতেছেন জানিতে ইচ্ছা করি। ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতীত কায়স্থগণ নিজে পূজাদি করিবার ব্যবস্থা যাহাতে সমাজ মধ্যে প্রচলিত হয় তৎপক্ষে আমরা কি করিতেছি ? ইহাই চিত্র-গুপ্ত ধর্ম্ম বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে অর্থাৎ চিত্রগুপ্ত বংশীয়গণ যজ্ঞাদি ও পূজাদি নিজেই করিবেন ইহাই শাস্ত্রের বিধান নচেৎ কেবল যজ্ঞোপবীত গ্রহণ ও ত্রয়োদশ দিনে অশৌচ পালন করিলেই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রক্ষা করা হয় না ইহা ব্যতীত কায়স্থ যুবকগণ দলে দলে ভারত রক্ষা সৈন্য দলে প্রবেশ করিলেও কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বরক্ষা হয়।

৫। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার। ১৩২৩ সনের শেষ ভাগে উক্ত ভাণ্ডারে মজুত ছিল ২১৯৭।৫ গতবর্ষে পাওয়া গিয়াছে ১৪১৮৶১৫ মোট ২৩৩৯। উক্ত টাকায় কোম্পানীরকাগজ খরিদ করা হয় এবং ১৩২৲টাকা ব্যয় হইয়াছে। এই টাকা কি বাবদে খরচ হইল বুঝা যায় না। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডার হইতে ৩টী ছাত্রকে ৫০৲ টাকা সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহারা এইক্ষণ কি করিতেছে আমরা জানিতে ইচ্ছা করি। চিত্রগুপ্ত ভাণ্ডারে যে টাকা মজুত আছে তদ্দ্বারা চিত্রগুপ্ত দেবের মন্দির এবং কায়স্থ সভা গৃহ স্থাপনের জন্য কলিকাতা নগরে

এক খণ্ড জমি খরিদ করিলে ক্ষতি কি ? তাহা সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করিবেন। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় কলিকাতা নগরে জমির মূল্য অনেক হ্রাস হইয়াছে অতএব যে ২০০০৲ টাকা আছে তদ্দ্বারা সুবিধামত এক খণ্ড জমি ক্রয় করা কর্ত্তব্য।

সম্পাদক

সম্পাদকীয় মন্তব্যের উত্তর।

আমাদের মাননীয় আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য প্রকাশে সিদ্ধহস্ত ! তাঁহার মন্তব্যের উত্তর দিতে আমার প্রবৃত্তি না থাকিলেও নানা কারণে উত্তর দিতে বাধ্য হইতেছি। অবশ্য স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার প্রত্যেকেরই আছে—সম্পাদক মহোদয়েরই বা না থাকিবে কেন ? আমাদের মতের সহিত তাঁহার মতের মিল না থাকাও কিছু বিস্ময়ের বিষয় নহে; কেননা মানব বিভিন্ন রুচি সম্পন্ন। উভয়ের মতামতের ভার পাঠকবর্গের শিরে ন্যস্ত করিয়া নীরব থাকাই বিধেয় ছিল। কিন্তু সম্পাদক মহাশয় নীরব থাকিবার অবকাশ দেন নাই; বলিয়াই কর্ত্তব্যানুরোধে জবাব দিতে হইল। (ক) মল্লিখিত শাস্ত্রাদেশে ও সমাজে উপযোগিতা প্রবন্ধের প্রত্যেক পৃষ্ঠায়ই সম্পাদক প্রবর সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ১০ম খণ্ড ৮ম সংখ্যা প্রতিভার ৩৫০ পৃষ্ঠায় তিনি প্রকারান্তরে আমাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া ছেন। ইহা একজন বহুজ্ঞ শিক্ষিত প্রাচীন ব্যক্তির পক্ষে কতটা অপরাধ জনক তাহা তাঁহাকে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। আমরা জানি তিনি বহুজ্ঞ হইলেও সর্ব্বজ্ঞ নহেন। তাঁহার অজ্ঞাত কোন বিষয় কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে বিনা অনুসন্ধানে মিথ্যাবলিয়া অভিমত প্রকাশ

(ক) শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় তাহার কোনও প্রবন্ধে আমাদের পাদ মন্তব্য দৃষ্টি মাত্রেই উৎক্ষিপ্ত চিত্ত হন। প্রবন্ধের লিখিত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল সম্পাদকীয় পাদ মন্তব্য লিখিত হয় ইহাকে সম্পাদকেরা আলোচনা বলিয়া থাকেন। আজ দশ বর্ষ যাবৎ বহুবিধ

করা কি অসমীচীন নহে? তিনি লিখিয়াছেন—"মালাবার অঞ্চলে ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হয়, ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা।' তারপর লিখিয়াছেন—'বিবাহের পর স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ থাকে না; এরূপ কথনও হইতে পারে না ও কুত্রাপি নাই। আমরা এই উক্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত ভারত-প্রদক্ষিণ গ্রন্থের মধ্য হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি; পাঠকগণ প্রণিধান করিবেন।

উক্ত গ্রন্থের ২৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে:—'রাজ সংসার ভগিনী ও ভাগিনেয় দ্বারা গঠিত। পুত্র তদীয় জননীকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হয়। রাজার ভাগিনেয় যুবরাজ নামে অভিহিত। তিনিই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। রাজা বিবাহ করেন না, রাজভগিনীর বিবাহ হয়। কুচ্চিরাজ পরিবারে সবর্ণ পাত্রের সহিত এবং ত্রিবাঙ্কোড় (ত্রিবাঙ্কুর) রাজবংশে ব্রাহ্মণের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে হয়। দিনত্রয়ের অধিক দাম্পত্য বন্ধন রক্ষা করা অনাবশ্যক। এই বিবাহ পদ্ধতি ভিন্নদেশীয়গণের অনুকরণে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে মাত্র, তদ্বারা কোন প্রকার স্বত্ব উৎপন্ন হয় না। অনারেবেল শঙ্কর মেনন "মকতায়ম্" (পুত্রাধিকার) প্রচলিত করিবার অভিপ্রায়ে ব্রিটিস মলয়ারে (মালাবারে) বিবাহকে বৈধ করিবার জন্য মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভায় একখানি বিধানের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সমর্থিত না হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। কালিকটের জিমারণ ও নম্বুরীগণ তাঁহার প্রতিবাদ করেন। বিষ্ণু পরশুরাম অবতার পরিগ্রহ করিয়া নম্বুরী ব্রাহ্মণদিগকে কেরল দান করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার অনভিপ্রেত বিষয় বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। নম্বুরীদের মধ্যে বৈধ বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে; সুতরাং তাহাদের মধ্যে পুত্রাধিকার প্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভিন্ন অন্যে বিবাহ করিতে পারে না। এজন্য তদিতর জাতীয় রমণীদিগকে চিরজীবন

প্রবন্ধে আমরা এরূপ মন্তব্য লিখিয়া আসিতেছি, কিন্তু কেহই কোন দিন কোন প্রকার আপত্তি করেন নাই। আশা করি ভবিষ্যতে বন্ধুবর ইহাতে কোন প্রকার আপত্তি করিবেন না। কেননা এই প্রকার মন্তব্য আমাদিগকে সর্ব্বদাই লিখিতে হইবে।

সম্পাদক

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইতে দিলে অসুবিধা হয়। সর্ব্বত্র দাম্পত্য নিয়ম লঙ্ঘন করাকে ব্যভিচার কহে; কিন্তু কেরলে দাম্পত্য নিয়ম পালন করা ব্যভিচার। নারী অনুলোম জাতির সহিত মিলিত হইলে সমাজে পতিতা হন।' ৩০৪ পৃষ্ঠায় "ক্ষত্রিয় পরিচয় স্থলে মাতুলের নাম লয়।" ৩০৫ পৃষ্ঠায়—পয়ন্নুর গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ বংশে "মরুমমকত্তায়ম (ভাগিনেয়াধিকার) প্রচলিত আছে।" সম্পাদক মহাশয়ও পাঠকবৃন্দের এখনও যদি সংশয় জন্মে, তবে মাদ্রাজের অন্তর্ভুক্ত মালাবার উপকূলে উপস্থিত হইয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করাই তাঁহাদের পক্ষে একমাত্র কর্ত্তব্য। (খ)

পূর্ব্বোক্ত সংখ্যা প্রতিভার ৩৫৪ পৃষ্ঠায় (ঘ) মন্তব্যে সম্পাদক মহাত্মা ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তদ্বিষয়ে দু একটী কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। তিনি ব্রহ্মচর্য্য কাহাকে বলে প্রশ্ন করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচারীর মত্তমাংস গন্ধদ্রব্য গুড়, দধি ইত্যাদি দ্রব্য ও প্রাণীহিংসা পাদুকা ছত্রধারণ কামক্রোধ ইত্যাদি সমস্ত পরিবর্জ্জন করিবার বিধি মনুতে উল্লিখিত আছে বলিতেছেন। আমরা বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে নাকি বড়ই উচ্চকণ্ঠে আদর্শের ঘোষণা করিয়াছি! অথচ বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ সমাজেও ব্রহ্মচর্য্য নাই এমন কি লেখক উপবীতী কায়স্থ হইয়াও ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন নাই! সুতরাং বিধবাগণের আর চিন্তা নাই, তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা

(খ) শরৎবাবু পাণ্ড্যদেশও সমাজের উপযোগিতা নামক প্রবন্ধে কন্যাকুমারী উপকূলে ম্লেচ্ছ জাতির আচার ব্যবহার সন্নিবিষ্ট করিবেন ইহা আমাদের স্বপ্নের অগোচর। পুত্র মাতাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়। পুত্র রাজ্যাধিকারী না হইয়া ভাগিনেয় উত্তরাধিকারী হয় হিন্দু ও ব্রাহ্মণ সমাজে এই প্রকার আচার অসম্ভব মনে করিয়া আমরা বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিভায় ৩৫০ পৃষ্ঠায় পাদ মন্তব্যে সর্ব্বৈব মিথ্যা শব্দ লিখিয়া ছিলাম। এখন শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত প্রণীত ভারত প্রদক্ষিণ" পুস্তকে ঐ প্রকার বিবরণ দেখা যাইতেছে। মালবার অঞ্চলে কেরল দেশ সমূহে ম্লেচ্ছজাতি বাস করে তাহারা হিন্দুজাতি নহে। ম্লেচ্ছ জাতিদিগের আচার ব্যবহার শরৎবাবু এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিবেন বুঝিতে না পারিয়াই এইরূপ লিখিয়াছিলাম।

সম্পাদক

অপ্রতিপন্ন। । (গ) সম্পাদক মহাশয় মনে রাখিবেন, ব্রহ্মচর্য্যের মুখ্যার্থ কামপ্রবৃত্তির সংযম—বীর্য্যধারণ। মদ্য, মাংস, গন্ধদ্রব্যাদি কামপ্রবৃত্তি উদ্দীপনের সহায়ক বলিয়া উহা অবশ্য পরিত্যাজ্য। তিনি অবশ্যই অবগত আছেন, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণাদি সম্প্রদায়ের পুরুষের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য পালনের রীতি অন্তর্হিত হইয়া থাকিলেও কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের বিধবাদিগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত আছে। কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত না হইতে পারে তজ্জন্য মনুর শাসনও অনেকাংশে প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বিধবারা মদ্য-মাংস গন্ধদ্রব্য ইত্যাদি ও পাদুকা-ছত্র ব্যবহার করেন না; ইহা কি সত্য নহে? প্রতিষ্ঠিত বিষয়কে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা কখনই প্রশংসনীয় নহে। আর এক কথা ব্রহ্মচর্য্যের উচ্চতা ও উপকারিতা স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণাদি সম্প্রদায়ের পুরুষেরা প্রতিপালন করে না এই হেতুবাদে বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্যের অনাবশ্যকতা প্রমাণিত হয় না। বরং পুরুষের মধ্যেও যাহাতে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হয় তদ্রূপ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন; বাঙ্গালী জাতির জাতীয় জীবন সবল ও দীর্ঘজীবী করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হওয়াই সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য।

আমরা প্রতিভার ১০ম খণ্ড ১০ম সংখ্যা ৪৬৭ পৃষ্ঠায় আর একটী সম্পাদকীয় মন্তব্যের উত্তর প্রদান করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। সম্পাদক মহোদয়ের সমস্ত মন্তব্যের উত্তর দিবার জন্য আমাদের আগ্রহ নাই। আমাদের প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করিলেই পাঠকগণ উভয়ের মতামতের মূল্য বুঝিতে পারিবেন। অনাচরণীয় জাতির জলচল সম্বন্ধে তাঁহার আগ্রহ এত অধিক যে তিনি অপূর্ব্ব যুক্তি প্রয়োগ করিতে অকুণ্ঠিত! ফরিদপুরের সাহাজাতীয় জমিদারেরা উচ্চাসনে বসিয়া থাকেন, এবং তাহাদের

(গ) ব্রহ্মচর্য্যসম্বন্ধে শরৎবাবু যে সকল উক্তি করিয়াছেন তন্মধ্যে লিখিয়াছেন —"সুতরাং বিধবাগণের আর চিন্তা নাই তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা অপ্রতি পন্ন" শরৎবাবু তর্কস্থলে প্রতিপক্ষের হেতুবাদ ভুলিয়া যান। বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্যের আবশ্যকতা নাই একথা আমরা কখনও বলি নাই। পক্ষান্তরে আমরা বলিয়াছি :—"বিধবা বিবাহ সমর্থনকারীগণ হিন্দু বিধবার উচ্চাদর্শ ব্রহ্মচর্য্য বিলুপ্ত করিতে চাহেন না। আমরা পুরুষদিগের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্য নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছি। সম্পাদক

অধীনস্থ ব্রাহ্মণাদি কর্ম্মচারীগণ নিম্নাসনে বসিয়া কার্য্য করেন। ঢাকা ও ফরিদপুরের নমশূদ্র উকিলগণের সহিত সম্ভ্রান্ত বংশীয় হিন্দুরা একত্র জলযোগ করিয়া থাকেন। মেসে অনাচরণীয় জাতির সহিত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা একত্রে পান ভোজন করেন। অতএব জলচলের আর বাকী নাই।" এই যুক্তির বলে যদি অনাচরণীয় জাতির জলচল করিতে হয়, তবে খ্রীষ্টান ও মুসলমানের জলচল বাকী থাকিতে পারিবে না। প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধে উচ্চাসন নিম্নাসনে উপবেশন যে জলচলের একটা প্রবল যুক্তি এতদিন বোধ হয় কেহ ভাবিতেও পারেন নাই! স্কুল কলেজে বা মেসে আদালতে বা প্রীতি সম্মিলনে স্বেচ্ছাচার বহুস্থানেই চলে। সেখানে জাতিভেদ বা ধর্ম্মভেদ ও অনেক সময় স্থান পায় না, পরন্তু সামাজিক ব্যাপারে চুলচেরা হিসাব সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। সম্পাদক মহাশয়ের জলচলের আর বাকী নাই। এই আশ্বাসবাণীতে বিশ্বাস করিয়া অনাচরণীয় জাতিনিচয় সান্ত্বনা লাভ করুন। আমাদের ক্রন্দন যে অরণ্যে রোদনের ন্যায় বিফল হইল; সম্পাদক মহাশয়ের প্রযত্নই যে সফলতা লাভ করিল; ইহাতে আমরা বাস্তব পক্ষে নেত্রাশ্রু মুছিয়া আন্তরিক সুখী! ফলকথা তাহারা যে আঁধারে সেই আঁধারেই থাকিল। (খ)

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

(খ) অনাচারণীয় জাতিগণের জল চল সম্বন্ধে আমরা বিগত প্রতিভার মাঘ সংখ্যার ৪৬৭ পৃষ্ঠার পাদ মন্তব্যে বলিয়াছিলাম সমাজের বাহিরে মেস, হোটেল দূরদেশ পর্য্যটন কালে আমরা সকল জাতির সহিত একত্রে আহার বিহার করিয়া থাকি আমাদিগের ফরিদপুরের শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধুর শ্রীঅঙ্গনে জাতি বিচার নাই। অতএব লিখিয়াছিলাম জল চলের আর বাকী কি। একটী জাতির মধ্যে একতা আনিতে হইলে জল চল এক করিতে হইবে। গুরুগোবিন্দ, গুরুনানক শিক জাতির মধ্যে জলচল এক করিয়া দিয়াছিলেন। আজ ঐ জাতি সামরিক বিক্রমে অপরিমেয়। বঙ্গদেশবাসীগণ যদি যুদ্ধস্থলে যাইয়া বল বিক্রম দেখাইতে ইচ্ছা করেন তবে সকল জাতির সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিতে হইবে সেই সুখের সময় প্রত্যাসন্ন।

সম্পাদক

রামপাল

পূর্ব্ববঙ্গের রামপাল কায়স্থ পাল রাজন্যের একটী অতীত কীর্ত্তি-মন্দির। রামপাল বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত; এই রামপাল সম্বন্ধে অনেক অনৈসর্গিক ঘটনা এখনও লোক মুখে শ্রুত হওয়া যায়। সম্প্রতি এই রামপালের বিক্রমপুর কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হইতেছে। রামপাল প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান বলিয়াই তাহার এত আদর। বঙ্গের বাল্মীকি বারেন্দ্র কায়স্থ-কুল-গৌরব মহামতি সন্ধ্যাকর নন্দী রামচরিত নামক মহাকাব্যে যে মহাত্মার কীর্ত্তি কাহিনী কীর্ত্তন করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, সেই পঞ্চগৌড়াধিপ রাজর্ষি রামপালই এই অতীত কীর্ত্তি-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা, তাই রামপালে দেখিবার শুনিবার অনেক কথা, রামপাল ঐতিহাসিকের তীর্থস্থান ও কায়স্থের পবিত্র স্মৃতিতীর্থ।

ঐতিহাসিক মাত্রেই অবগত আছেন যে রাজাধিরাজ আদিশূরের পরে তৎপুত্র ভূশুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। চীন পরিব্রাজক হিউএন সিয়ঙ্গ বলিয়াছেন রাজ মহলের নিকট গঙ্গাপার হইয়া পূর্ব্বদিকে একশত মাইল পর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীপ্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান বর্দ্ধনকুঠি হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে বগুড়া সহর হইতে ৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মহাস্থান গড় নামে যে সুপ্রাচীন স্থান আছে, চীন পরিব্রাজক ও রাজতরঙ্গিনীর বর্ণনা অনুসারে এই স্থানকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকগণ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানী বলিয়া মনে করেন। স্কন্দ পুরাণের পৌণ্ড্রখণ্ডান্তর্গত করতোয়া-মাহাত্ম্যে ইহারই পরিচয় পাওয়া যায়।

মহারাজ ভূশূর ৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যপ্রাপ্তির পর পাল রাজাধিকৃত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ত্যাগ করিয়া বারেন্দ্র ভূমির পরিবর্ত্তে দক্ষিণ রাষ্ট্রে নিজ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। সেই হইতে উত্তর ও দক্ষিণ রাষ্ট্র কায়স্থ শূরবংশের এবং বঙ্গ ও বারেন্দ্র ভূম পালবংশীয় কায়স্থ রাজন্যবর্গের অধিকার ভুক্ত ছিল।

পালবংশের প্রথম রাজা গোপাল, রাজা ভূশুর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পরিত্যাগ করিয়া আসিলে গৌড়রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে যেমন সেই সময়ের অবস্থা মাৎস্য ন্যায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রবল মৎস্য দুর্ব্বল মৎস্যকে নাশ করে সেইরূপ দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার প্রবাহিত হয়। সেই সময় প্রজাসাধারণ রাজভট্টবংশ সম্ভূত বঙ্গবাসী গোপালকে গৌড়রাজ লক্ষ্মীপ্রদান করিয়াছিলেন। ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক পত্রিকায় ৪র্থ খণ্ডে তারনাথ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। চীন পরিব্রাজক সেঙ্গচি ৬৫০ হইতে ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে সমতট বা বঙ্গের সিংহাসনে রাজভটকে দেখিয়াছিলেন। পাল রাজবংশ রাম-চরিতে 'সিন্ধুকুল' ধর্ম্মমঙ্গলে 'সবিৎপতিসূত' এবং বৈদ্যদেবের কমৌলি লিপিতে মিহিরকুলসম্ভূত ও আনন্দ ভট্ট রচিত বল্লালচরিতে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন গোপালের পিতা বপ্যট, ও পিতামহ দয়িত বিষ্ণু আইন আকবরীতে পালবংশ কায়স্থ বলিয়া কথিত এবং কুলগ্রন্থের মতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে পালরাজবংশধরগণ এখনও বিদ্যমান। বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গ বা প্রাচীন বঙ্গ বা সমতট প্রদেশ তৎকালে বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের লীলাভূমি ছিল, পালরাজগণও বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত। ৭৮৪ হইতে ৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে গোপালদেবের এবং বঙ্গে তৎপুত্র ধর্ম্মপালদেবের অভ্যুদয় হয়।

অনুমান ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে গোপালদেব ইহ লোক পরিত্যাগ করেন এবং ধর্ম্মপাল গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। যে সময়ে গোপাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্টিত ছিলেন তৎকালে ধর্ম্মপাল পৈতৃক বঙ্গরাজ্য বা সমতট প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। বিক্রমশিলার সুপ্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় এই ধর্ম্মপালেরই কীর্ত্তি। ধর্ম্মপাল নিজে একজন ধর্ম্মনিষ্ঠ বৌদ্ধ হইলেও তিনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঞি ওঝাকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী ধামসার নামক গ্রাম প্রদান করেন। তাঁহার স্বজাতি প্রভাব যথেষ্ঠ ছিল, কায়স্থগণই বিষয়ধিকার মহত্তর মহামহত্তর ও দশগ্রামিক প্রভৃতি পদে কর্তৃত্ব করিতেন, তাঁহার লেখন্যধিকারের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন কায়স্থ টক্কদাস। ধর্ম্মপাল ৩২ বর্ষ রাজ্যভোগ করিয়া প্রিয়পুত্র ত্রিভুবন পালকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন কিন্তু কিছুকাল:পরেই তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎ কনিষ্ঠ দেবপাল রাজা হন। খালিমপুর লিপি

ও ভাগলপুর লিপি প্রভৃতি আলোচনা করিলে বুঝা যায় গৌড়পতি ধর্ম্মপাল কাশ্মীরপতি লেলিতাদিত্যের ন্যায় একজন অসাধারণ বীরপুরুষ এবং দিগ্বিজয়ী নরপতি ছিলেন। উভয়েই কায়স্থ উভয়েই অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ধর্ম্মপাল ও দেব পালের সময়ে গৌড় বঙ্গে স্বর্ণযুগ উপস্থিত হইয়াছিল। পাল রাজগণের শাসন কালে বর্ত্তমান বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের কুলীন অত্রি গোত্রের দাস বংশ যাহা বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে মধ্যল্য পদে প্রতিষ্ঠিত এই বংশ প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবপালের মৃত্যুর পরতদীয় মন্ত্রিবর কেদার মিশ্রের যত্নে শূরপাল পিতৃ সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। গরুড় স্তম্ভলিপিতে শূরপালের নাম আছে। শূরপালের সময়েই দাক্ষিণাত্যে চালুক্য গঙ্গ ও যাদব বংশ মধ্যে ও উত্তর ভারতে পরমার, চাহমান, প্রতিহার প্রভৃতি বংশ প্রবল হইয়া পাল রাজত্ব গ্রাস করিতে থাকেন। তৎপর তদীয় ভ্রাতা প্রথম বিগ্রহ পাল, তৎপর নারায়ণপাল, তৎপর রাজ্যপাল, তৎপর হয় গোপাল, তৎপর হয় বিগ্রহ পাল রাজত্ব করেন ও ও ২য় বিগ্রহ পালের পুত্র ১ম মহীপাল ৯৭৫ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহীপালের অভ্যুদয় কালেই গৌড় বঙ্গ নানাখণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়। এই সময়ে সুলতান মামুদ ভারত আক্রমন করেন। পঞ্চনদ কাশ্মীর কালঞ্জর প্রভৃতি উত্তরা পথের সমস্ত নপতি মুসলমান আক্রমণ ব্যার্থ করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু গৌড়াধিপ মহীপাল যোগদান করিতে পারেন নাই বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন এই সময়ে মহীপাল বৈরাগ্য অবলম্বন ও সম্রাট অসোকের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করিয়া ছিলেন, নতুবা গৌড়াধিপ যদি জয়পাল আনন্দ পাল বা ত্রিলোচন পালের সাহার্য্য করিতেন তবে ভারতের ইতিহাস স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিত। কিন্তু তখন তিনি গৌড় রাজ্য রক্ষার মনোযোগী ছিলেন। অবশেষে তিনি মুসলমানগণের হস্ত হইতে বারানসী ধাম রক্ষা করিয়া হিন্দু গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইয়াই সুলতান মামুদ আর বারানসী অধিকার করিতে সাহসী হন নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা

প্রকৃত কায়স্থের লক্ষণ কি ?

বর্ত্তমান সময়ে কেবল শিখা সূত্রধারণ করিলেই প্রকৃত কায়স্থ হওয়া যায় না কায়স্থ এবং ক্ষত্রিয় শব্দ একার্থ বোধক তাহা সকল কায়স্থই অবগত আছেন। কায়স্থ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে রেণুকামহাত্ম্যে যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা হইতে নিম্নলিখিত বিবরণ আমরা উদ্ধৃত করিতেছি ফলতঃ বৈদিক যুগে কায়স্থ বলিয়া কোন জাতি ছিল না। মনুতে কায়স্থের নাম পাওয়া যায় না যখন ক্ষত্রিয় জাতি বাহু বলে উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র পশ্চিমে সিন্ধুনদ এই বিস্তৃত প্রদেশ জয় করিলেন তখন রাজ্যের শাসনকার্য্যের জন্য নিয়মদি সংস্থাপন করা আবশ্যক হইল। ত্রেতা এবং দ্বাপরের সন্ধিস্থলে যখন পিতৃবধে ক্ষিপ্তপ্রায় পরশুরাম হৈহয় দেশাধিপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিহত করিয়া ক্ষত্রিয় রাজন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন তাহার কিঞ্চিদগ্রে মূল ক্ষত্রিয় বর্ণ অসিজিবী ও মসী জিবী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। যজুর্ব্বেদীয় বৃহৎব্রহ্ম খণ্ডে আমরা দেখিতে পাই :—

অসিনা রক্ষিতং রাজ্যং মস্যাদি স্থাপনায় চ।
উভৌ ক্ষত্রিয়ধর্ম্মৌ চ ভূমৌ খ্যাতো মহাকিল॥

অর্থাৎ অসিদ্বারা রাজ্য রক্ষিত হয় এবং মসী দ্বারা রাজ্য সংস্থাপন হয় উভয়ই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম বলিয়া জগতে বিখ্যাত।

২। পরশুরাম চন্দ্রবংশীয় চন্দ্রসেনী রাজাকে তাহার আত্মীয় স্বজন সহিত বিনষ্ট করিলে তদীয় গর্ভবতী স্ত্রী মহর্ষি দালভের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পশুরাম ইহা জানিতে পারিয়া উক্ত মুনির নিকট সসৈন্যে একদা মধ্যাহ্ন কালে উপস্থিত হইয়া চন্দ্র সেন রাজার স্ত্রীকে প্রার্থনা করিলেন। মুনি মহাসমাদরে রামের আতিথ্য সৎকার করিলেন। ভোজনাবসানে মুনির নির্দ্দেশানুসারে চন্দ্রসেনের স্ত্রী জমদগ্নির সমীপে উপস্থিত হইলে মুনিবর সেই রমণীর গর্ভস্থ বালকটীকে প্রার্থনা করিলেন। রাম বলিলেন এই রমণীর কায়স্থ অর্থাৎ গর্ভস্থ বালকটী জন্মগ্রহণ করিলে ইহার নাম কায়স্থ হইবে। এবং ইহাকে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে

বহিস্কৃত করিতে হইবে। তৎকালে রাজার মহিষী রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে জগদ্গুরো! আমার গর্ভস্থ বালক যদি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম হইতেবিচ্যুত হয় তবে তাহাকে কোন্ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে হইবে তখন রাম বলিলেন :—

ক্ষত্রিয়ানাং হি সংস্কারো অধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্মযৎ

তৎকরিস্যসিস্তে পুত্রা প্রজাপালন কর্ম্মণি।

নিয়তশ্চিত্রগুপ্তস্য স্বধর্ম্মোঽস্ত করিস্যসি ॥

অর্থাৎ—ক্ষত্রিয়দিগের দশবিধ সংস্কার, বেদধ্যয়ন, পূজা যাগ যজ্ঞাদি সম্পাদন এবং প্রজাপালন কর্ম্ম কায়স্থের কর্ত্তব্য। ইহাই কায়স্থের লক্ষণ এবং ইহাকেই চিত্রগুপ্তের ধর্ম্ম বলিয়া পুরাণে কথিত হইয়াছে।

৩। জ্ঞান, প্রতিভা, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়া কায়স্থজাতিকে শ্রীভগবান্ ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন। ব্রাহ্মণের নিম্নে কায়স্থের আসন হইলেও কায়স্থ সর্ব্বতোভাবে হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভস্বরূপ। কায়স্থকে নিম্নলিখিত নিত্যকার্য্য করিতে হইবে।

(১) নিত্য বেদপাঠ এবং গায়ত্রীর আরাধনা, (২) তুলসী চন্দন দিয়া নারায়ণের নিত্যপূজা, (৩) হোমাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দ্বারা দেববৃন্দের তৃপ্তিসাধন (৪) প্রাতে মধ্যাহ্নে এবং সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি এবং যতদূর সম্ভব ব্রহ্মচর্য্য। উপরোক্ত কার্য্য সকল দ্বারাই কায়স্থ পরিচিত। কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের ঐ সকল প্রধান লক্ষণ।

উক্ত লক্ষণগুলি মধ্যে কোন কোনটী বঙ্গদেশস্থ কায়স্থ মধ্যে লক্ষিত হইতেছে না। অনেকের সূত্র থাকিলেও শিখা নাই। শিখা ও সূত্র আমাদের নিত্যকর্ম্মের প্রধান অঙ্গ তাহা আমরা জানি না। ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করে, আমরা স্বধর্ম্ম হইতে স্খলিত, আমাদিগকে কে রক্ষা করিবে ? চারিদিক হইতে অধর্ম্ম বিবাদ, শোক, রোগ আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। আর আমরা বলিয়া থাকি কলিতে দেবতা নাই সকলেই নিদ্রিত। যে দেবতার প্রকৃত যে নাম তাঁহাকে সেইভাবে ডাকিতে হইবে। তাহার নিয়ম প্রতিপালন না করিলে সে দেবতার প্রসন্নতা কি ভাবে পাইব।

সম্পাদক।

সমালোচনা।

(১) অর্চ্চনা।—শ্রীযুক্ত জিতেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ফরিদপুর কর্ত্তৃক প্রণীত। কবিতা-প্রসঙ্গে 'অর্চ্চনা' চিরদিনই গরিয়সী। ৪১টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা এই পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলি সমস্তই মর্ম্মস্পর্শী দুইটী উদাহরণ নিম্নে দিলাম :—

(ওরে) ভক্তের কাছে বাঁধা সেযে
অন্য জানে না
(ভক্তবিনে)
যে যা বলে বলুক না
তুই ফিরেও দেখিস্ না,
মনের কথা মনে রাখিস্,
মুখে বলিস্ না।

অন্যত্র :—

তোর ভাবনা কিরে আর,
হবেন গুরু কর্ণধার।
চুপ্ করে তুই থাক্না বসে
গুরুর উপর দিয়ে ভার।
ইত্যাদি।

এইরূপ নানা রাগরাগিণী সুরতরঙ্গে গানগুলি নিবদ্ধ। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য মূল্য ৶০ আনা মাত্র।

বন্ধু-কথা।—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত তৃতীয় সংস্করণ। ফরিদপুর গ্রন্থকর্ত্তার নিকট প্রাপ্তব্য মূল্য ৵০ আনা।

ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনাস্থিত শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ। এই তিনশত পৃষ্ঠাধিক উপাদেয় গ্রন্থখানি কায়স্থ মাত্রকেই অধ্যয়ন করিতে অনুরোধ করিতেছি। সুরেশ বাবুর রচনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল। আজ

চতুর্দ্দশ বৎসর প্রভু জগদ্বন্ধু ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে মৌনব্রতাবলম্বে অবস্থিত। প্রভু তদীয় অনুবর্ত্তীগণ ব্যতীত সাধারণের দৃষ্টির অগোচর। তিনখানি হাফটোন এবং একখানি ব্লক দেওয়ায় পুস্তক সুন্দর হইয়াছে, প্রভু জগদ্বন্ধুর জীবনী পবিত্রতার আদর্শ। ফরিদপুর ক্ষুদ্র নগর প্রভুকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অধিবাসী নরনারিগণের এবং পশু-পক্ষী তরু-লতাগণের জীবন সার্থক হইয়াছে। গ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত স্থল উদ্ধৃত করিলাম:—

১৩০৬ সনের বৈশাখমাসের এক দিবস কয়েকটী বালক শ্রীঅঙ্গনে তাঁহার নিকট গিয়াছিল সেই দিন প্রভু নিজমুখে বলিয়াছিলেন:—

"দেখ সকলেই আমাকে সাধু সন্ন্যাসী ভেবে ছলে বলে কৌশলে পরীক্ষা করে! সবাই চায় ইন্দ্রজাল। কেউ ছেলে নিয়ে এসে বলে,—"পিরভু! ও পিরভু!! একটু ঔষধ দেন ছেলেটার বড় ব্যাম!" আমি কিছু না বল্লে অঙ্গনে গড়াগড়ি দিয়ে মানত করে যায়। ছেলে ভাল হলে মহোৎসব দেয়। কেউ বলে দেনা হয়েছি টাকা দেও। কেউ বলে ব্যবসার উন্নতি হউক। কেউ বা সংসার সুখ চায়। যার যে অভাব সে তাই চায় আমি সকলকেই সব দিয়েছি। দেখ এত সব চায় কিন্তু 'হরিনাম' দেও উদ্ধারণ চাই তাহা কেউ বলে না। কেবল পরীক্ষা! ওরে আমি সবই পারি। ওসব ত তুচ্ছ কথা। শুধু ইন্দ্রজাল কেবল ফাঁকি! ইন্দ্রজালে পৃথিবী ঘিরে ফেলেছে। হায়! হায়! এ পাপের সংসারে হরিনাম প্রচার করা বড়ই কঠিন। মানুষ কেবল হুজুক চায় হৈ চৈ ভালবাসে। তোমরা হুজুক করোনা! ধীরে অতিধীরে মহাপ্রেমে নিষ্ঠার সহিত চলিয়া যাও ইত্যাদি। (১৭৪ পৃষ্ঠা।)

সম্পাদক

বিবিধপ্রসঙ্গ।

'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা'র বড়ই দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষ চেষ্টা করিয়াও প্রতিভা সময়মত বিতরণ করিতে পারিতেছি না। জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা মুদ্রণের একটী বিশেষ ব্যাঘাত উপস্থিত। এখানে বাজারে কাগজ নাই যে দোকানদার আমাদের

প্রতিভার কাগজ যোগাইতেন তিনি কলিকাতা হইতে লিখিয়াছেন যে কাগজ মালগাড়ীতে লইতেছে না। এই সকল কারণে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বাহির করিতে বড়ই বিলম্ব হইয়া গেল। গ্রাহক মহোদয়গণ ক্ষমা করিবেন। আষাঢ় সংখ্যা সময়মত পাইবেন। আমরা দরিদ্র, ভি, পি, যেন কেহই ফেরত না দেন।

২। ত্রয়োদশ দিবসে কায়স্থ শ্রাদ্ধ। মুর্শিদাবাদ জিলান্তর্গত নিমতিতা গ্রাম হইতে শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বর্ম্মামজুমদার মহাশয় লিখিতেছেন— নিমতিতার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বারেন্দ্র সমাজের শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ বর্ম্মা-চৌধুরী মহাশয়ের মাতৃদেবী স্বর্গীয় ব্রজগোপী চৌধুরাণী মহাশয়া বিগত ৩০শে বৈশাখ সোমবার স্বজ্ঞানে স্বর্গা রোহণ করিয়াছেন। গত ১১ই জ্যৈষ্ঠ ত্রয়োদশাহে তাঁহার আত্তশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত শ্রাদ্ধোপলক্ষে নবদ্বীপ হইতে মহামহোপাধ্যায় আজিতনাথ ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় কামখ্যানাথ তর্কবাগীস, প্রভুপাদ ব্রজরাজ গোস্বামী, প্রভুপাদ নৃত্যগোপাল গোস্বামী, প্রভুপাদ শরচ্চন্দ্র গোস্বামী কাব্যব্যাকরণতীর্থ,পাবনা হইতে প্রভুপাদ মুরলীমোহন গোস্বামী নদীয়া হইতে প্রভুপাদ কৃষ্ণচৈতন্য গোস্বামী, কলিকাতা হইতে দেবকৃষ্ণ গোস্বামী শাস্ত্রী, কৃষ্ণচন্দ্র তর্কালঙ্কার, কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী ভাগবতভূষণ, চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ, রামলাল স্মৃতিতীর্থ, দক্ষিণাচরণ স্মৃতিতীর্থ, ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বহরমপুর হইতে কুলদাপ্রসাদ শিরোমণি, পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য, গঙ্গাচরণ ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সারদাচরণ স্মৃতিতীর্থ তারানাথ স্মৃতিরত্ন, দুর্গানাথ ভট্টাচার্য্য, মহেশ্বর ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণতীর্থ, লালবাগ হইতে রাজকুমার স্মৃতিতীর্থ, মেদিনীপুর হইতে রামকৃষ্ণ গোস্বামী, সাগরদিঘী হইতে শ্রীপতিভূষণ স্মৃতিতীর্থ, বহড়ান হইতে তারিণীচরণ শিরোমণি এবং কাঞ্চণতলা হইতে চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ এবং স্থানিয় অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণমণ্ডলীর শুভাগমন হইয়াছিল। মহেন্দ্র বাবু এবং তাঁহার অনুজ জ্ঞানেন্দ্র বাবুর বিনয় নম্র ব্যবহারে সকলেই প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। অত্যন্ত বর্ষার জন্য দরিদ্র নারায়ণের আশানুরূপ সমাবেশ হয় নাই তথাপি প্রায় ১২০০ শত দরিদ্রকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া প্রত্যেক কে ।০ আনা দেওয়া হইয়াছিল। উপরোক্ত বিবরণী হইতে দেখা যাইতেছে যে বঙ্গ দেশের প্রধাণ পণ্ডিত অধ্যাপক-গণ উপনীত কায়স্থের ত্রয়োদশাহ শ্রাদ্ধে যোগদান করিতে কাহারও কোন প্রকার

আপত্তি নাই। এ বিষয় শাস্ত্রের ও স্পষ্টাক্ষরে বিধান আছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে:—

উপবীতি ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুদ্ধতি।

মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুদ্ধাতে তথা॥

ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে উপবীতি ক্ষত্রিয়ের অভাব নাই। তথায় এইরূপ শ্রাদ্ধ অনেক হইয়া থাকে। ফরিদপুরের ২। ১টী স্থানে ব্রাহ্মণের অজ্ঞতা বশতঃ এই প্রকার শ্রাদ্ধে কেহ কেহ যোগদান করেন না। আমরা আশা করি নবদ্বীপের প্রধান প্রধান অধ্যাপক ব্রাহ্মণের অনুসরণে সকল ব্রাহ্মণই এই প্রকার শ্রাদ্ধে যোগদান করিবেন।

৩। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে স্যার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ মহোদয় অতি সত্বর বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের শাসন কর্ত্তারপদে অভিষিক্ত হইবেন। ইংরাজ শাসনে এইরূপ উচ্চপদে ভারতবাসী পূর্ব্বে কখনও নিযুক্ত হন নাই। উপযুক্ত ব্যক্তিকেই এইরূপ উচ্চপদে অভিষিক্ত করিয়া শাসনকর্ত্তাগণ বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন।

৪। দ্বিতীয় সমরঋণ।—বিগত ১৪ইজুন পর্য্যন্ত সমগ্র ইংরেজাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রায় সার্দ্ধ ১৩ কোটী টাকা লোন সংগৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেবল বঙ্গ দেশ হইতে প্রায় সার্দ্ধ ৬ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

৫। ফরিদপুর খালে কুমীর। ফরিদপুর চকবাজারের সন্নিকট খালে লোহার পোলের সান্নিধ্য কয়েকদিন যাবৎ একটী বৃহদাকার কুম্ভীর ভাসিতেছিল সম্ভবতঃ বর্ষার জলে পদ্মা হইতে উহা খালে প্রবেশ করিয়া ছিল। বিগত ৩রা আষাঢ় বন্দুকের গুলিতে ফরিদপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও একজন কনেষ্টবল উহাকে নিহত করিয়াছেন। একখানী মহিষের গাড়িতে কুম্ভিরটী সহরে নানা স্থানে দেখান হইয়াছিল। উহা ১৫ হাত লম্বা ঐ কুমিরের সহিত আরও কুমীর খালে আসিয়াছে কিনা কে বলিতে পারে। স্নানার্থীগণ যাহারা খালে অবগাহন করেন তাহাদের সাবধান হওয়া দরকার।

৬। দেশে বস্ত্রাভাব। বস্ত্রাভাবে দেশের নরনারিগণ যে প্রকার অভাবে ও কষ্টে পতিত হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। বিলাত হইতে অনেক কাপড় ভারতে আমদানী হয়। যাহারা বস্ত্র বয়ন কার্য্যে বিলাতে নিযুক্ত ছিল তাহাদের অধিকাং

লোকই এইক্ষণে যুদ্ধের উপাদান গোলাগুলি নির্ম্মাণের কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। তুলা এবং সূতার বিশেষ অভাব হইয়াছে। এই সকল কারণে বস্ত্রের দৌর্ম্মূল্য যে শীঘ্র অপনীত হইবে এমন বোধ হয় না তজ্জন্য গৃহস্থের গৃহে পূর্ব্বের ন্যায় চরকার দ্বারা সূতা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রচীন বঙ্গে প্রতি গৃহস্থের ঘরেই একটী চরকা ছিল, তদ্বারা নিজ জমিতে উৎপন্ন কার্পাস দ্বারা সূতা প্রস্তুত হইত এইরূপে সূতার আমদানী করিতে পারিলেই অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে কাপড় পাওয়া যাইতে পারে। শিলেট, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের সাহায্যে চরকা এবং তুলার আমদানী হইতেছে। আমরা আশা করি পূর্ব্ববঙ্গে ঐ রূপ প্রথা যত সত্তর প্রচলিত করা হইবেক।

৭। তুরস্কের রাজধানী স্তাম্বুলে অতি ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়াগিয়াছে। বিস্তৃত নগর মধ্যে প্রায় ২॥০ মাইল স্থান ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রায় ৫০০০ গৃহ ১২টী বড় বড় বাজার এবং ১০টী মসজিদ নষ্ট হইয়াছে। প্রায় ২লক্ষ গৃহশূন্য নাগরিকগণ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গৃহ প্রস্তুত জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছে।

৮। পাশ্চাত্য সমরে বঙ্গীয় সৈনিকের বীরত্ব। যে সকল বীর বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে সমরে অগ্রসর হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে সুবাদার অরুণকুমার মিত্র এবং সুবাদার মেজার শৈলেন্দ্রনাথ বসু উভয়ে সম্মুখ যুদ্ধে আহত হইয়া হাঁসপাতালে আনীত হয় তন্মধ্যে অরুণকুমার মিত্রের মৃত্যু হইয়াছে। আশা করি শৈলেন্দ্র নাথ বসু আরোগ্যলাভ করিবেন। পূর্ণচন্দ্র মিত্র যিনি ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, অরুণকুমার তাঁহার আত্মীয় নিবাস কৃষ্ণনগর। যুদ্ধের সর্ব্বপ্রথমে যখন ডবল রেজিমেণ্ট গঠিত হয় তন্মধ্যে সুবাদার অরুণমিত্র প্রবেশলাভ করেন। ইনি উনপঞ্চাশত বেঙ্গলী রেজিমেণ্টে ১ জন সুবেদার ছিলেন। তাঁহার বীরের ন্যায় মৃত্যুতে বঙ্গদেশীয় সকলেই গৌরবান্বিত বোধ করিবেন।

৯। বিগত ২রা আষাঢ় ৩১১ নয়নচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট নিবাসী হাটখোলার দত্তবংশীয় শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত মহাশয়ের কেদার আশ্রমে একটী হরিসভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। প্রাতে পূজা হোম, মধ্যাহ্ণে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ভোজন অপরাহ্ণে কথকতা ভাগবত ব্যাখ্যা ও হরিনাম সংকীর্ত্তন হয়। প্রায় দুই শতা-

ধিক ব্রাহ্মণ ও ভদ্র মহোদয় উপস্থিত ছিলেন। রাত্রি ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত সরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী মহাশয় সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক হৃদয়গ্রাহী ভক্তিময়ী বক্তৃতা করেন। সভাস্থ সকলে সেই সুললিত হরিকথা মিশ্রিত গীতোক্ত সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের আবেগময়ী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ধন্য ধন্য বলিয়াছিলেন। অনেকের অশ্রুপতন হইয়াছিল। মহিলাগণের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত থাকায় প্রায় ৩০০শতাধিক মহিলা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। তুলসীবৃক্ষ সজ্জিত ব্যাসাসনে উপবেশন করিয়া যখন অগ্নিহোত্রী মহাশয় সনাতন ধর্ম্মান্তর্গত বর্ণাশ্রম এবং ক্ষত্রিয়াদি দ্বিজাতির উপনয়নের আবশ্যকতা ও ওঁকার মাহাত্ম্য বিবৃত করিতেছিলেন, তখন অধ্যাপক ব্রাহ্মণমণ্ডলীও তাঁহার জ্ঞান ও ভক্তির প্রশংসা করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ অধ্যাপক বিদায় সময়ে অগ্নিহোত্রী মহাশয়কে সর্ব্বোচ্চ প্রণামী দেওয়া হইয়াছিল। আমরা শ্রীযুক্ত সচ্চিদানন্দ দত্ত মহাশয়কে এই অভিনব জাতীয় সদনুষ্ঠানের জন্য শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি

১০। রুষিয়ার অবস্থা।—বর্ত্তমান সময়ে রুষদিগের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় পাঠকগণ অবগত আছেন। বিগত ২৮শে জুন তারিখের তার সংবাদে অবগত হইলাম জার্ম্মাণগণ মস্কোনগরে প্রবেশ করিয়া সম্রাটবংশীয় গ্রাণ্ড ডিউক নিকোলাসকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করয়াছে।

১১। ভূমিকম্প।—বিগত ২৪শে আষাঢ় সোমবার অপরাহ্ণ ৪॥ঘটিকার সময় সামান্যভাবে একটী ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। আমরা তৎকালে ফরিদপুর ছিলাম। আমার পাকাবাড়ীর পূর্ব্বদিকের বারেন্দার মেঝে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে একটী ক্ষুদ্র দাগ পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে কম্পনের বেগ হইয়াছিল। ফরিদপুর সহরে কোন প্রকার অনিষ্ট হয় নাই, কিন্তু শুনিলাম ঢাকা নগরীতে ২টী লোক মারাগিয়াছে

১২। অভিনব রাজ্যশাসন প্রণালী (New reforms) ।—বর্ত্তমান সময়ে আমাদের প্রধান শাসনকর্ত্তা লর্ড চেমসফোর্ড এবং ভারতবর্ষীয় প্রধান সচিব মিঃ মণ্টেগু ভারতবর্ষীয়গণকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল অভিনব রাজ্যশাসন প্রণালী (New reforms)

সম্বন্ধে একটী বিস্তৃত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন তদ্দৃষ্টে ভারতীয় রাজনৈতিক বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন মত প্রকাশ করিতেছেন চরমপন্থী (Extremetists) গণ বলিতেছেন যে এই সকল নূতন কার্য্যপ্রণালী স্বায়ত্ত শাসন (Home rule) সম্বন্ধে কিছুমাত্র অগ্রসর করে নাই। পক্ষান্তরে মধ্যপন্থী (Moderates) বলিয়াছেন যে যে সকল সত্ত্বাধিকার ভারতবর্ষীয়গণকে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে স্বায়ত্ত শাসন ভারতবর্ষে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে প্রধাবিত হইতে পারে। আমরা মনে করি সামাজিক উন্নতির সহিত রাজনৈতিক উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আমাদের সামাজিক উন্নতি যে প্রকার মন্থরভাবে অগ্রসর করিতেছে তাহাতে রাজনৈতিক উন্নতি কত দূর আশা করা যাইতে পারে তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন। আমাদের শাস্ত্রেও আছে যে এই সকল বিষয় শনৈঃ শনৈঃ লাভ করিতে হইবে। যে উদার-নৈতিক ইংরাজ শাসনে আমাদিগের রাজ্যতন্ত্র অবস্থিত, ক্রমশঃ উন্নতি ইহার মূলমন্ত্র তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই। এই পাশ্চাত্য যুদ্ধে সম্রাটকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিতে পারিলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

সম্পাদক

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১১শ খণ্ড { আষাঢ় ১৩২৫ সাল। } ৩য় সংখ্যা

ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্ম

নমামি হ্রীংময়ীং দেবীং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত দেবতির্য্যঙ্ মনুষ্যাদি সর্ব্বসৃষ্টির মধ্যে একমাত্র ব্রহ্মশক্তিই বর্ত্তমানা এবং ব্রহ্মশক্তি দ্বারাই জগতের তাবৎ পদার্থ উৎপন্ন, রক্ষিত এবং বিনষ্ট হইতেছে, এবং ব্রহ্মশক্তিই সমুদয় পদার্থের অস্তিত্বের মূলকারণ, এই মহাতত্ত্ব উপনিষদের নানাভাবে নানাস্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে। এই তত্ত্ব শুক্লযজুর্ব্বেদীয় কেনোপনিষদের শেষ অংশেও অতি সুন্দরভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে এবং আচার্য্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক স্বীয় সুবিখ্যাত ভাষ্যে ঐ তত্ত্ব অতি বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাঁহারা বেদান্তশাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট এই তত্ত্ব সুবিদিত সন্দেহ নাই, কিন্তু পুরাণেও যে এই ব্রহ্মতত্ত্ব অতি মধুরভাবে প্রাঞ্জল পদ্যে বর্ণিত এবং উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সেরূপ সুপরিজ্ঞাত নহে। এ সম্বন্ধে আমরা অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত কথোপকথন করিয়া দেখিয়াছি কেহই এই সংবাদ দিতে পারেন নাই। শ্রীবেদব্যাস তদীয় মহা:

ভারতের আদিপর্ব্বের প্রথমেই ভূমিকা মুখে বলিয়াছেন,—

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।

বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি ॥"

অর্থাৎ—ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদের অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে, বেদ অল্পবিদ্য ব্যক্তির নিকট এই ভয়ে ভীত হন যে এ ব্যক্তি আমাকে প্রহার করিবে। এই প্রতিজ্ঞাবাক্য স্মরণ রাখিয়া পুরাণশাস্ত্র মধ্যে আমরা কেনোপনিষদের "উমা হৈমবতী" পরিচয়ে পরিচিত ব্রহ্মশক্তির অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম ; এবং সর্ব্বশক্তির অধীশ্বরীর কৃপায় আমরা শ্রীমদ্দেবী-ভাগবৎ মহাপুরাণে এই প্রসঙ্গ দেখিতে পাইয়াছি। "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র প্রিয় পাঠকমহাশয়দিগকে তাই এই পরম পবিত্র তত্ত্বের সংবাদ দিতে অগ্রসর হইতেছি।

কেনোপনিষদের তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে এই আখ্যান আছে। প্রথমে ঔপনিষদিক আখ্যানটি যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া, তাহার ব্যাখ্যাস্বরূপ পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা উচিত বিবেচনা করিয়াছি। (ক)

শ্রীদেবীভাগবত পুরাণের দ্বাদশস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে এই বৈদিক উপাখ্যানটি পৌরাণিক আকারে বিবৃত হইয়াছে। আমরা পৌরাণিক উপাখ্যানটির মর্ম্মার্থ বাঙ্গলা ভাষায় বিবৃত করিব এবং সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক মহাশয়গণের অব-গতির নিমিত্ত মূলাংশ পাদটীকায় উদ্ধৃত করিব। (খ) স্থানাভাববশতঃ ঔপনিষাদিক উপাখ্যানের শাঙ্করভাষ্য অথবা তাহার বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। শ্রুতিবাক্যের বঙ্গানুবাদ দিবার আবশ্যকতা নাই, যেহেতু পুরাণে এই শ্রুতিবাক্যেরই অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

(ক) এই স্থানে ভারতীভূষণ মহাশয় কেনোপনিষদে তৃতীয় এবং ৪র্থ খণ্ডের যে শ্লোক গুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সকলের বোধ গম্য হইবে না বলিয়া আমরা তাহা বাদ দিলাম।

সম্পাদক

(খ) পাদটীকায় এই সংস্কৃত মূলাংশ আমরা বাদ দিলাম। ভারতীভূষণ মহাশয় আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

সম্পাদক

সূত জনমেজয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"হে মহারাজ, অতি পূর্ব্বকালে অহঙ্কারদৃপ্ত দৈত্যগণ দেবগণের সহিত শতবর্ষব্যাপী এক মহাবিস্ময়কর যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিয়াছিল। তাহারা বহুবিধ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া এবং নানাপ্রকার মায়া অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং তাহাদের সেই যুদ্ধ অতিশয় লোকক্ষয়কর হইয়াছিল। অবশেষে মহাশক্তির কৃপায় দৈত্যগণ দেবগণের নিকট পরাস্ত হইয়া স্বর্গ ও অন্তরীক্ষলোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে প্রস্থান করিল। তাহার পর দেবগণ বিজয় লাভে অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং মোহবশে অভিমান-পরতন্ত্রচিত্তে পরস্পর আপনাদের পরাক্রমের বর্ণনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মহাশক্তির প্রভাব বুঝিতে অপারগ হইয়া মোহবশতঃ বলাবলি করিতে লাগিলেন,—আমাদের জয় হইবে না কেন? আমাদের মহিমা যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ক্ষুদ্র দৈত্যগণ দুর্ব্বল বই ত নয়! আমরা সকলেই সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়কর্ত্তা এবং যশস্বী,— আমাদের নিকট পামর দৈত্যদিগের আবার কথা!' জগদম্বা মহাশক্তি এই মূঢ় দেবগণের উপর অনুগ্রহ করিবার জন্য কৃপা করিয়া 'যক্ষমূর্ত্তিতে' তথায় প্রাদুর্ভূত হইলেন। কোটী সূর্য্যের তেজোবিশিষ্ট, কোটী চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায় শীতল, কোটী বিদ্যুতের মত উজ্জ্বল, হস্তপদাদি শূন্য পরমসুন্দর অদৃষ্টপূর্ব্ব সেই অত্যাশ্চর্য্য তেজোরাশি নিরীক্ষণ করিয়া দেবগণ বিস্ময়ান্বিত চিত্তে পরস্পর "একি?" এ কি দৈত্যগণের চেষ্টা না কোন মহীয়সী মায়া? দেবগণের বিস্ময় কারিণী এই অপরূপরূপা মায়া কে সৃষ্টি করিল? এই কথা বলিয়া দেবগণ সকলে মিলিয়া স্থির করিলেন যে এখন ঐ যক্ষের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে 'তুমি কে? তাহার পর বলাবল অবগত হইয়া যথাবিহিত প্রতিক্রিয়া করিতে হইবে। তখন দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নিকে ডাকিয়া বলিলেন দেখ অগ্নি, তুমি সমস্ত দেবগণের মুখ স্বরূপ তুমি গিয়া অবগত হও এই যক্ষ কি; সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ বিক্রম গর্বিত অগ্নি দ্রুত তথা হইতে বাহির হইয়া সেই যক্ষের নিকট গমন করিলেন। তখন যক্ষ অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তোমার কিরূপ বল এই সমস্ত কথা আমাকে বল। অগ্নি উত্তর করিলেন, আমি জাত বেদা অগ্নি, এই নিখিল বিশ্বের সমস্ত দ্রব্যকে ভস্মসাৎ করিতে পারি এমন শক্তি আমার আছে। তখন যক্ষ অগ্নিকে এক গাছি তৃণ দেখাইয়া দিয়া

বলিলেন, বেশ, যদি তোমার এই বিশ্বসংসার পোড়াইবার ক্ষমতা থাকে তবে এই তৃণ গাছ টীকে পোড়াও দেখি। হুতাশন বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সমস্ত শক্তির প্রয়োগ করিয়াও সেই তৃণ পোড়াইতে পারিলেন না এবং লজ্জিত অন্তঃকরণে দেবতা দিগের নিকট ফিরিয়া গিয়া সকলকে বলিলেন হে দেবতাগণ, আমরা যে সর্ব্বেশ্বর বলিয়া গর্ব করি, তাহা বৃথা। তখন বৃত্রহা ইন্দ্রদেব বায়ু কে আহ্বান করিয়া বলিলেন হে বায়ু তুমি জগতের সকলের প্রাণস্বরূপ জগৎ তোমাতে ডুবিয়া আছে, তোমার চেষ্টাতেই সকলে চেষ্টা বান্ এবং তুমি সকলের শক্তি বিধায়ক তুমি গিয়া অবগত হও এই যক্ষ কে তুমি ভিন্ন এই যক্ষের স্বরূপ বুঝিতে পারে এমন কেহই নাই। বায়ু নিজের এই গুণ গৌরব সম্বলিত বাক্য শুনিয়া অভিমান সহকারে তখনই সেই যক্ষের নিকট গমন করিলেন। যক্ষ বায়ু কে সমাগত দেখিয়া মৃদু বাক্যে বলিলেন, তুমি কে? তোমার শক্তি কত, তাহা আমার নিকট বল। যক্ষের এই বাক্য শুনিয়া বায়ু গর্ব্বভরে উত্তর করিলেন, আমি মাতরিশ্বা আমি বায়ু, সর্ব্ব জগৎ কে উড়াইয়া দিতে ও গ্রহণ করিতে আমি সমর্থ, আমার চেষ্টার ফলেই সমগ্র জগৎ চলিতেছে। সেই তেজোরূপী যক্ষ বায়ুর এবংবিধ বাক্য শুনিয়া বলিলেন, এই ত তোমার সম্মুখে তৃণ রহিয়াছে, উহাকে ইচ্ছা মত উড়াও দেখি নচেৎ এই গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের নিকট গমন কর। সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন বায়ু যক্ষের এই কথা শুনিয়া প্রাণপণে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ঐ তৃণ কে স্বস্থানচ্যুত করিতে পারিলেন না, তিনি গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া লজ্জা সহকারে দেবগণের নিকটে গেলেন এবং তাঁহার অহংকার কিরূপে সমূলে নির্মূল হইল, সকলই তাঁহাদিগকে বলিলেন। মিথ্যা গর্ব্বে গর্ব্বিত সুরগণ এইরূপে সেই পরম দারুণ অত্যাশ্চর্য্য যক্ষের তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনি আমাদের রাজা আপনিই গিয়া জানুন, যে ঐ যক্ষ কে। ইন্দ্র মহাগর্ব্ব ভরে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যথায় অলৌকিক তেজঃস্বরূপ যক্ষ অবস্থান করিতেছিল তথায় গমন করিলেন, কিন্তু যক্ষ ইন্দ্রের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল। দেবরাজ ইন্দ্র যক্ষের কোন সম্ভাষণ লাভ করিতে পারিলেন না বলিয়া অতীব লজ্জিত হইলেন এবং ভাবিলেন যে দেবগণের নিকট আর আমার যাওয়া হইবে না, এ অপমানের কথা তাঁহাদিগকে কি করিয়া বলিব মানী লোকের মানই মহাধন, মান নষ্ট হওয়া অপেক্ষা

প্রাণ যাওয়া বরং ভাল, মান গেলে মরণেরই সমান দশা হয়। ইন্দ্র তাঁহার সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া যে যক্ষের ঐ রূপ প্রভাব, তাহারই শরণাপন্ন হইলেন। সেই সময় আকাশে দৈব বাণী হইল, হে সহস্র লোচন ইন্দ্র, তুমি মায়াবীজ জপ কর তাহাতেই সুখী হইবে। তখন দেবরাজ লক্ষবর্ষ অনাহার থাকিয়া ধ্যান নিমীলিত নেত্রে সেই পরম পরাৎপর মায়াবীজ জপ করিলেন। অকস্মাৎ এক চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে আকাশের সেই পূর্ব্ব দৃষ্ট স্থলে এক আশ্চর্য্য জ্যোতিঃ পদার্থের আবির্ভাব হইল। বাসব সেই তেজোমণ্ডল মধ্যে সমুজ্জল প্রফুল্ল জবাপুষ্পের ন্যায় কোটী বালার্কপ্রভাময়ী শিশুশশিশোভিত মুকুটাবদ্ধস্বর্ব্বাঞ্চিতস্তনী, কোমলাঙ্গী, কোটিকন্দর্পসুন্দরী, হাস্যোজ্জ্বলপ্রসন্নবদনা ত্রিনেত্রা, চতুর্হস্তে পাশাঙ্কুশ এবং বরাভয় শোভিতা রক্তাম্বর পরিহিতা নানা ভূষণে ভূষিতা, রক্তচন্দনচর্চ্চিতা মল্লিকামাল্যে শোভিত কম্বুবী নব যৌবনা কুমারী উমা হৈমবতী নাম্নী সর্ব্বকারণকারণা ও নির্ব্যাজকরুণামূর্ত্তি দেবী শিবাণীকে দেখিতে পাইয়া প্রেমে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অন্তর প্রেমবিহ্বল হইয়া উঠিল এবং তাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রু বহিতে লাগিল। দেবীর চতুর্দ্দিকে মূর্ত্তিমান্ বেদচতুষ্টয় স্তুতি করিতেছে এবং তাঁহার অধরপ্রভায় ধরিত্রী যেন পদ্মরাগমণিময়ী হইয়া গিয়াছেন। দেবরাজ তৎক্ষণাৎ সেই জগদীশ্বরীর পাদ পদ্মে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং ভক্তি নম্র অবস্থায় নানা বিধ স্তব স্তুতি দ্বারা তাঁহাকে প্রীত করিলেন। অতঃপর প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে বাসব বলিলেন, দেবি সেই যে যক্ষ এই স্থানে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, সে কি এবং কোথা হইতে আসিয়াছিল কৃপা করিয়া সমস্ত বলুন। করুণার্ণবা মহাদেবী দেবরাজের এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন,—সেই যে যক্ষ সর্ব্বসাক্ষি নিরাময় সর্ব্বকারণকারণ মায়াধিষ্ঠাভূত, পরম ব্রহ্ম যে আমি,—আমারই সে রূপ। নিখিল বেদশাস্ত্র যাহার পদ মনন করিয়া থাকেন, সকল তপস্যা যাঁহাকে প্রকাশ করেন, ব্রহ্মচারিগণ যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নিজ নিজ ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন,—তাঁহার সেই পদের কথা আমি সংক্ষেপে বলিতেছি,—সেই পদ একাক্ষর ব্রহ্ম ওঁম্ এবং তাহাকেই হ্রীং বলে। হে দেবরাজ এই দুই বীজই আমার মুখ্যমন্ত্র। যখন আমি সকল জগৎ সৃষ্ট করি, তখন আমার দুইভাগ; এক ভাগ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম (অথবা ওঁম্) এবং দ্বিতীয় ভাগ মায়া অথবা প্রকৃতি

(অথবা হ্রীং) সেই যে মায়া তাহাই পরাশক্তি এবং আমি শক্তিমতী ঈশ্বরী, চন্দ্রের চন্দ্রিকার ন্যায় মায়া আমার অভিন্ন শক্তি। হে সুররাজ মহাপ্রলয়ে নিখিল জগৎ আমা হইতে অভিন্না সেই মায়াতেই সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, আমার মায়ার সেই যে অবস্থা, তাহা সাম্যাবস্থা। প্রাণিগণের কর্ম্মফলের নিমিত্ত আমার সেই মায়া অব্যক্তাবস্থা হইতে পুনশ্চ ব্যক্তাবস্থা (সৃষ্টির অবস্থা) প্রাপ্ত হয়। অন্তর্মুখী অবস্থায় তাহার নাম মায়া আর বহির্মুখী অবস্থায় তাহাকে তমঃ বলে। বহির্মুখ তমোরূপ হইতেই সত্বের বিকাশ হয় তৎপর সৃষ্টির প্রথমে তাহাই রজোগুণে পরিবর্ত্তিত। মায়ার এই ত্রিগুণাত্মিকা অবস্থাই (সত্ব, রজঃ ও তমঃ অবস্থায়) যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং শিব বলিয়া পরিচিত হয়। রজোগুণাধিক অবস্থাকে ব্রহ্মা, সত্বগুণাধিক অবস্থাকে বিষ্ণু এবং তমোগুণাধিক অবস্থাকে সর্ব্বকারণরূপধারী রুদ্র কহে। স্থূলদেহ ব্রহ্মা, লিঙ্গদেহ হরি, রুদ্র কারণ দেহ, আর আমি তুরীয় (চতুর্থ) দেহ। সর্ব্বান্তর্য্যামিনী সাম্যাবস্থার বিষয় যাহা বলিলাম তাহার উর্দ্ধ আমার রূপবর্জ্জিত যে অরূপরূপ তাহাই পরম ব্রহ্মবস্তু। নির্গুণ এবং সগুণ আমার এই দ্বিবিধ রূপের কথা বলা হয়,—তাহার মধ্যে মায়াহীন যে অবস্থা তাহা নির্গুণ এবং মায়াযুক্ত যে অবস্থা তাহাকে সগুণ বলে। যিনি সর্ব্বজগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, তিনিই আমি,—আমিই কর্ম্মানুসারে জীবের গতি বিধান করিয়া থাকি। সৃষ্টি স্থিতি লয় কার্য্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও কারণরূপীরুদ্রকে আমিই প্রেরণা দিয়া থাকি। পবন আমারই ভয়ে ভীত হইয়া বহন করিতেছে, আমারই ভয়ে সূর্য্য পরিভ্রমণ করিতেছেন, আমারই ভয়ে ইন্দ্র, অগ্নি এবং মৃত্যু স্ব স্ব কার্য্যে অবহিত রহিয়াছেন,—সেই আমিই সর্ব্বোত্তমা। আমারই প্রসাদে তোমাদের সর্ব্বদাই জয় হইয়া থাকে। আমিই তোমাদিগকে কাঠের পুতুলের মত নাচাইয়া থাকি। আমারই ইচ্ছায় কখনও দেবগণের কখনও বা দৈত্যগণের বিজয়লাভ ঘটিয়া থাকে। স্ব স্ব কর্ম্মফলে সকলেই কর্ম্ম করে ;—সেই কর্ম্মফলানুসারেই তাহারা স্বতন্ত্র ও স্বেচ্ছায় কার্য্য করিয়া থাকে। তোমরা সেই সর্ব্বাত্মিকা আমাকে ভুলিয়া অহঙ্কারপ্রযুক্ত নিজ নিজ গর্ব্ববশে মুগ্ধ হইয়াছিলে, তাই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সহসা তোমাদিগের ও আমার দেহ হইতে সেই অত্যুত্তম তেজোরূপ যক্ষের আবির্ভাব

হইয়াছিল। এখন তোমরা সর্ব্বতোভাবে নিজ নিজ দেহজ গর্ব্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দরূপিণী আমারই শরণাপন্ন হও।' এই বলিয়া সেই মূল প্রকৃতিরূপা মহাদেবী পরমেশ্বরী দেবগণকর্ত্তৃক ভক্তিভরে অভিনন্দিতা হইয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন। ইতি

শ্রীরাজরিহ'রোহনেন ব্রহ্মানন্দেন সর্ব্বদা।

ওঁ তৎসৎ।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

রাসলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫ সন ৫২ পৃষ্ঠা হইতে)

এ হেন বিরাট পুরুষ যিনি নরলীলার জন্য শ্রীবৃন্দাবন ধামে শ্রীমন্নন্দ মহারাজার গৃহে গোপবালক রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ও যাহার সহিত আমাদের অনুপাতই হয় না, আমাদের ন্যায় মনুষ্য যদি তাঁহার ক্রিয়ার বিষয় প্রশ্ন করেন, তাহা হইলে কি তাহা উপহাসের কথা হয় না? তজ্জন্যই মহাত্মা শুকদেব পরীক্ষিতের প্রশ্নে উপহাস করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন :—

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্‌যথাহরুদ্রোহব্ধিজং বিষম্‌ ॥৩০

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥৩১

কুশলাচরিতেনৈষামিহ স্বার্থো ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো ॥৩২

কিমুতাখিল সত্বানাং তির্য্যঙ্‌মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্‌।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ॥৩৩

যৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবতৃপ্তা
যোগপ্রভাববিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি নহ্যমানা।
স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ ॥৩৪

শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ স্কন্ধে ৩০ অধ্যায়ে।

অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বর নহেন তাহারা কখনও এতাদৃশ আচরণ করিবেন না, রুদ্র ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ বিষপান করিলেই মরিয়া যাইবেন। ঈশ্বর দিগের বাক্য সত্য তাহাদিগের আচরণও কখন কখন সত্য। অতএব তাহারা যাহা বলেন যাহাদিগের বুদ্ধি আছে তাহারা তাহাই করিবেন। হে প্রভো এই সকল ব্যক্তির অহঙ্কার নাই মঙ্গলানুষ্ঠান হইতে এই ধরাধামে তাহাদিগের কোন অর্থের সম্ভাবনা নাই, অমঙ্গল আচরণ হইতে অনর্থেরও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যিনি তির্য্যক মর্ত্ত্য ও দেবতা প্রভৃতি নিখিল জীবের ঈশ্বর যিনি যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের অধিপতি তাহার কুশল কিম্বা অকুশলের সম্ভাবনা কোথায়। যাহার চরণারবৃন্দের সেবক পরিতৃপ্ত ভক্তগণ এবং জ্ঞানিগণও যোগ প্রভাবে অখিল কর্ম্ম বন্ধ দূর করিয়া সচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন। আর কখনও সংসারে বদ্ধ হন না। তিনি স্বেচ্ছায় দেহ ধারণ করেন। তাহার বন্ধ কিরূপে হইতে পারে, যদি বল তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতগীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন :—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোজনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১

অর্থাৎ মহৎ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন জন সাধারণ তাহাই অনুসরণ করিয়া থাকে। আর সেই মহৎ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ বলিয়া মানেন লোকে তাহারই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে। এই ন্যায়ানুসারে অপরেও তাদৃশ কার্য্যে ভগবানের ন্যায় রত হইবে তাহা বলিতে পার না কারণ অনীশ্বর অর্থাৎ দেহাদি পর তন্ত্র ব্যক্তি (বাক্য কিম্বা কর্ম্মের দ্বারা ত দূরের কথা) মনেও কখনও এ আচরণরূপ

করিবে না কারণ মূঢ়তা বশতঃ আচরণ করিলে নিশ্চয়ই রুদ্র ভিন্ন ব্যক্তি সমুদ্রোদ্ভব কালকূট ভক্ষণ করিয়া যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয় তদ্রূপ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মূল শ্লোকে সমাচরম্ অর্থাৎ সম্যক্ আচরণ, সম্যক্ শব্দের নিষেধার্থের তাৎপর্য্য এই যে একাংশের ও আচরণ করিবে না। ইতি তোষিণী ॥ ৩০

ঈশ্বর সকলের বাক্য সত্য অর্থাৎ প্রমাণ্যরূপে গ্রাহ্য কিন্তু তাহাদিগের আচরণ কখন কখন সত্য, তজ্জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই ঈশ্বর দিগের নিজ বাক্যের অবিরুদ্ধ যে আচরণ তাহাই করিবেন। ৩১। যদি বল তাহা হইলে তাঁহারাও এরূপে সাহসের কার্য্য কি জন্য করিয়া থাকেন, তজ্জন্য বলিতেছেন। হে প্রভো! (১) নিরহঙ্কারী এই ঈশ্বর গণের পুণ্যাচরণ দ্বারা ইহলোকে কিম্বা পরলোকে কোনরূপ ফল নাই। এবং পাপাচরণ দ্বারাও কোনরূপ অনর্থ হয় না। ৩২। তাহা হইলে পশুপক্ষাদি তির্য্যগ্ যোনির মনুষ্য ও দেবতা প্রভৃতি স্বভাবতঃ নিয়ম মত সমুদয় জীবের ও সর্ব্ব কর্ম্মের যথা যথ ফল প্রদ স্বতন্ত্র পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের পাপ ও পুণ্যের সহিত যে কোন সম্পর্ক নাই তাহাতে আর বক্তব্য কি? ৩৩।

যে সকল ভক্ত তাঁহার পাদপদ্মের পরমাণু সেবা করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন ও যাহারা যোগ প্রভাবে সমুদয় কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে (২) যথা তথা বিচরণ করিয়া থাকেন ভক্তগণের ইচ্ছা মাত্রে আগুদেহ শ্রীভগবানের আবার বন্ধন কোথায়? ৩৪

শ্রীশুকদেব গোস্বামী সভাসদ্‌গণকে পুনরায় আরও বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন :—

---

(১) প্রভো! হে বোদ্ধুং সমর্থ! ইতি বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী। অথবা তস্যাপীশ্বরত্বাভি প্রায়েণ সম্বোধয়তি হে ঈশ্বর! ইতি বৈষ্ণবতোষিণী। শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে কহিয়াছিলেন যে 'হে প্রভো'! "অর্থাৎ তোমার বুঝিবার ক্ষমতা আছে, অথবা ঈশ্বর অভিপ্রায়ে সম্বোধন করিয়াছিলেন যে 'হে ঈশ্বর'

(২) অর্থাৎ—বিহিত কিম্বা অবিহিত কার্য্য করিলেও বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন না ইতি বৈষ্ণবতোষিণী।

গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্ ॥৩৫

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়ায়াঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ ॥৩৬

অর্থাৎ—যিনি গোপাঙ্গনাগণের, তাহাদের পতিগণের এবং সমুদয় জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামিস্বরূপে বিচরণ করিয়া থাকেনএবং যিনি বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষীরূপে অধ্যক্ষ (৩) সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। ৩৫। তিনি ভক্তগণের প্রতি কৃপা পরতন্ত্র হইয়া মনুষ্যদেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন। এবং তাদৃশ ক্রীড়া করিয়া থাকেন যাহা শ্রবণ করিয়া ভক্ত ব্যতিরেকে ভগবৎপর (৪) হইয়া থাকেন। ৩৬

"এই রাসলীলা সম্বন্ধে স্বামীপাদ আরও কহিয়াছেন,—তস্মাদ্রাসক্রীড়াবিড়ম্বনং কামবিজয়খ্যাপনায়েত্যেব তত্ত্বম্। কিঞ্চশৃঙ্গারকথাপদেশেন বিশেষতো নিবৃত্তিপরেয়ং।"

অর্থাৎ—তজ্জন্য রাসক্রীড়া উপলক্ষণ মাত্র। কামবিজয় আখ্যাই ইহার প্রকৃত তত্ত্ব। আর শৃঙ্গার রসের কথার ছলে এই লীলা নিবৃত্তি পরা। এই রাসলীলা ভক্তির পরাকাষ্ঠা। হরিনামামৃতোক্ত মধুপান-মত্ত-দ্বিরেফ-মহাভাগবত নারদঋষি ও ব্রজদেবিগণের শ্রীকৃষ্ণের রতিকে পরাভক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন:—

তদর্পিতাখিলাচরিতা তদ্বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা। ১৯।

অস্ত্যেবমেবং। ২০

যথা ব্রজগোপিকানাম্।২১।

নারদ সূত্রে।

(৩) 'অধ্যক্ষ' শব্দে স্বামীপাদ কহেন যে 'বুদ্ধাদির সাক্ষী' অর্থাৎ পরমাত্মা। যিনি পরমাত্মা তাঁহার আত্মপর বলিয়া ভেদ জ্ঞান নাই যাঁহার ভেদজ্ঞন নাই তাঁহার আবার পরদার কে? ইহা দ্বারা গোপললনাগণের পরদারত্ব নিরাশ হইল।

(৪) অর্থাৎ—শ্রীভগবানের ক্রীড় শ্রবণপর হইবে।

(যে বৃত্তির অভ্যুদয়ে) সমুদয় কর্ম্ম শ্রীভগবানে অর্পিত এবং তদ্‌বিস্মরণে পরম ব্যাকুলতা হয়। সেই বৃত্তি বিশেষই ভক্তির স্বরূপ। ১৯

এই এই প্রকার দৃষ্টান্তও আছে।২০

ব্রজগোপিকাগণের আচরণই উহার দৃষ্টান্ত।২১

সুতরাং গোপীভাবে ভজনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই ভাবে ভজন করিতে পারিলে শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিতে পারা যায়।

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদ ধর্ম্ম সর্ব্বত্যজি সেই কৃষ্ণরে ভজয়॥
রাগানুগামার্গে তাঁরে ভজে যেই জন।
সেইজন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

শ্রীচরিতামৃতে মধ্যলীলায়াং ৮ম পরিচ্ছেদে।

অতএব গোপাঙ্গনাগণ নিত্যসিদ্ধা, তাঁহারা পরকীয়া নহেন কেবল শ্রীবৃন্দাবন লীলামাধুরী বিকাশ জন্য পরকীয়ারূপে প্রতীতি মাত্র; তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের নিত্য প্রেয়সী। ইহা কেবল কামজয়ী ভক্তগণের আস্বাদনের সামগ্রী। ভক্তরূপ শুকপক্ষী যেন ইহা আস্বাদন করেন; অভক্তরূপ বায়স যেন ইহা আস্বাদন করিতে চেষ্টা না করেন। করিলে লাভের মধ্যে তিনি ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট করিবেন। এ লীলা সাধারণের আলোচ্য নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

বঙ্গীয় কায়স্থ সভা।

(সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ)

পূর্ব্বানুবৃত্তি ৩য় প্রবন্ধ

—•—

২২। আমি বিশ্বাস করি কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে আপনাদের কোন সংশয় নাই। যদি তাহাই হয় তবে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার ও আচার গ্রহণে বিলম্ব করা আপনাদের কর্ত্তব্য নহে। আপনাদের ন্যায্য অধিকার লাভে যত বিঘ্ন বাধা উপস্থিত হউকনা কেন আপনারা ক্ষত্রিয়োচিত মানসিক বলে তাহা অতিক্রম করুন। দীর্ঘকাল অনুপনীত থাকিয়া পুনরায় উপবীত গ্রহণ করা যায় কি না—অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু কাশীর ও বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিতগণ শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণ সহকারে ব্যবস্থা দিয়াছেন যে সুচিরকাল অনুপনীত থাকিলেও কায়স্থজাতীয়গণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপবীত গ্রহণ করিতে পারেন। পরলোকগত তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও তদীয় বিখ্যাত অভিধানে কায়স্থ জাতির ক্ষাত্রিয়ত্ব সপ্রমাণ করিয়া লিখিয়াছেন যে তাঁহারা আপস্তম্ব বচনমতে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় উপনয়ন সংস্কার করিতে পারেন। সুতরাং এ বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ আপনারা দেখিতেছেন যে বৈশ্যসমাজে অনেকে বহুপুরুষ পরে উপবীত গ্রহণ করিতেছেন। যদি তাহাতে ব্রাহ্মণগণ আপত্তি না করেন, তবে কায়স্থদের সম্বন্ধেও আপত্তি করিতে পারেন না। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কায়স্থ জাতির বাস এবং বঙ্গদেশ ব্যতীত সর্ব্বত্রই কায়স্থজাতির উপনয়ন প্রচলিত আছে। বাঙ্গলার কায়স্থগণও ঐ সকল প্রদেশ হইতেই বঙ্গে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তাহাদের উপনয়ন সম্বন্ধে কোন ন্যায়সঙ্গত আপত্তি হইতে পারে না।

২৩। যদি উপনয়ন ছিল তবে তাহা কেন গেল এই প্রশ্ন আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত ধ্রুবানন্দ লিখিয়াছেন:—'কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান অবলম্বন করিয়া যজ্ঞসূত্র ও

গায়ত্রী ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং ক্রিয়াহীন হইয়া ক্রমে তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই অবস্থায় অনেক কাল গত হইলে তাহারা আগমে (তান্ত্রিকধর্ম্মে) দীক্ষিত হন, তথাপি উপনয়নাদি পরিত্যাগহেতু তাহারা শ্রুতির অনুশাসনে শূদ্রধর্ম্মা বলিয়াই খ্যাত। (ক)

২৪। ধ্রুবানন্দের এই উক্তি ঐতিহাসিক সত্য। ধ্রুবানন্দ যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মমত ব্যতীত আর কিছুই নহে। এক সময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় প্রভাব ছিল আপনারা জানেন পালরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন। শ্রীচন্দ্রদেবের এবং খড়্গাবংশের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে এক সময়ে চন্দ্রদ্বীপে ও বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। আর বর্ম্মবংশের তাম্রশাসন ও বৈদিক ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস হইতে আমরা জানিতে পারি যে এদেশের রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া তান্ত্রিক মত অবলম্বন করিলে রাজা শ্যামল বর্ম্মা বেদোক্ত যাগযজ্ঞ এদেশে পুনঃ প্রবর্ত্তনের জন্য পশ্চিম ভারত হইতে কতিপয় বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগমনের পরেই রাঢ়ী বারেন্দ্র সমাজে ক্রমে বেদাচার পুনঃ প্রচলিত হয়। তদ্বিষয়ে অনেক প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারে আমি এস্থলে কেবল ব্রাহ্মণকুলগ্রন্থের একটি প্রমাণ উল্লেখ করিব। "রাঢ়ীয় বারেন্দ্র দোষকারিকা" নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে কোন কোন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া জাতি ত্যাগ করেন এবং পৈতা ছিঁড়িয়া ফেলেন, পরে আবার বৈদিক ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে পাঁতি লইয়া পৈতা গ্রহণ করেন। (খ) রক্ষণশীল ব্রাহ্মণসমাজেরই যখন এই অবস্থা হইয়াছিল, তখন কায়স্থদেরত হইতেই পারে। বস্তুতঃ এ দেশের কায়স্থগণ এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ

(ক) গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথাপুনঃ॥
ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্ব্বে বৃষলত্বং ক্রমাৎ গতাঃ।
ততঃকালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতাভবন্॥
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্ত্রয়াণামপিপারগাঃ।
তথাতু শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতিশাসনাৎ॥—ধ্রুবানন্দ

অনুরাগী হইয়াছিলেন, এবং দেশে দেশে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। নির্ব্বিতর কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হইয়াছে। চট্টগ্রামে উজ্জ্বল নক্ষত্র রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর অদ্য বর্ত্তমান থাকিলে এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেন। বঙ্গদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ক্রমে তিরোহিত হইলে যাজনিক কার্য্যের জন্ত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞসূত্র গ্রহণ করা ও রক্ষা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কায়স্থদিগের জীবিকার জন্ত যজ্ঞসূত্রের প্রয়োজন ছিল না, তাঁহারা পরিত্যক্ত যজ্ঞোপবীত পুনরায় গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই। তাহার ফলে এই হইয়াছে যে কিছুকাল পরে স্মার্ত্তরঘুনন্দন—কালকালে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ আছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, শূদ্র হইয়া গিয়াছে, এইমত ঘোষণা করিয়াছেন এবং বাঙ্গলার কায়স্থ ও বৈশ্যগণ, শূদ্রত্বই মানিয়া লইয়াছে। রঘুনন্দনের মত অশাস্ত্রীয় হইলেও তৎকালে শূদ্রাচারী বঙ্গীয় কায়স্থগণ কেহই তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। আজ আপনারা তাহার প্রতিবাদ করুন। যজ্ঞোপবীত প্রণব ও গায়ত্রী পুনরায় গ্রহণ করুন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম মতে ক্ষাত্রয়োচিত কর্ত্তব্য পালনে এবং পূজা শ্রাদ্ধ পার্ব্বনাদি নিজে করিতে অগ্রসর হউন।

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীনাথ রায়বর্ম্মা

(খ) এক বাপের দুই বেটা দুই দেশে বাস।
বুদ্ধ পাইয়া জাত খাইয়া করল সর্ব্বনাশ॥
পৈতা ছিঁড়িয়া পৈতা চায় বৈদিকে দেয় পাঁতি॥
কর্ম্ম খাইয়া ধর্ম্ম পাইল বারেন্দ্র অখ্যাতি॥

পুরীধামে গৌরাঙ্গ স্মৃতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি, ১৩২৩ ভাদ্রমাস)

প্রভুকে বাসুদেব সার্ব্বভৌম যখন ক্রোড়ে করিলেন তখন মন্দিরের রক্ষকগণ আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও সাহসী হইল না। সার্ব্বভৌম পুরীরাজার গুরুদেব সুতরাং রক্ষকগণ সকলেই তাঁহাকে ভয় করিয়া থাকেন। সার্ব্বভৌম দেখিলেন প্রভুর শরীরে সমস্ত মহাপুরুষের লক্ষণাদি বর্ত্তমান এবং যে ভাবে অজ্ঞানাবস্থায় পতিত রহিয়াছেন, উহাও সাধারণ মানুষের ন্যায় নহে। সুতরাং তিনি তাঁহাকে ঐ স্থানে না রাখিয়া অন্যান্য লোকের সাহায্যে নিজালয়ে লইয়া গেলেন তিনি যে স্থানে শিষ্যাদিসহ বাস করিতেন সেই স্থানটী বাটী হইতে বেশী দূরে নহে। নিজালয়ে লইয়া প্রভুকে উত্তম শয্যায় শয়ান করাইয়া নানা প্রকার সেবা শুশ্রূষা করিবার পর তাঁহার চৈতন্য হইল তদনন্তর অন্যান্য সাঙ্গগণ মন্দিরে আসিয়া প্রভুর অজ্ঞানবস্থার কথা শ্রবণ করেন এবং পরে সার্ব্বভৌমের গৃহে গমন করিয়া প্রভুকে দেখিয়া মহানন্দে হরি হরি ধ্বনি করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। সার্ব্বভৌম শুনিলেন যে সন্ন্যাসীকে তিনি অজ্ঞানবস্থায় মন্দির হইতে আনয়ন করিয়াছেন, তিনি নবদ্বীপের জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র এবং নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পৌত্র। এই সংবাদ পাইয়া তিনি প্রভুকে আরও স্নেহ করিলেন। তৎপর যখন তাঁহার কুটুম্ব গোপীনাথের নিকট শুনিলেন যে ঐ সন্ন্যাসী ভগবানের অবতার তখন তিনি জিহ্বা কাটিয়া প্রকাশ করেন যে কলিকালে ভগবানের অবতার কোন শাস্ত্রে নাই যাহা হউক আমি এক্ষণে সেই সমস্ত কথা স্মরণ করিতে করিতে মন্দির হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই বাসুদেবের গৃহে গমন করিলাম। এই স্থানকে গঙ্গামাতার মঠ বলে, এবং উহা শ্বেতগঙ্গার উপরে মঠের ভিতর প্রবেশ করিবার সময় আমার গাত্র শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। মনে

হইতে লাগিল যে রাস্তা দিয়া তিনি মঠের মধ্যে আনীত হইয়াছিলেন, সেই মঠের মধ্যে অদ্য আমি উপস্থিত হইয়াছি। এই মঠ সেই মঠই নিশ্চয় তবে সে সময়ে যেমন ছিল এক্ষণে হয়ত তাহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র। মঠের মধ্যে লম্বা একটী কক্ষ আছে তাহার প্রাচীরে নানাপ্রকার চিত্র। তন্মধ্যে একস্থানে দেখিলাম তাঁহার ষড়ভুজমূর্ত্তি বর্ত্তমান এবং তাহার সম্মুখে বাসুদেব সার্ব্বভৌম গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিতেছেন, এই চিত্রটী দর্শন করিয়া ৪০৮ বৎসর পূর্ব্বে এই গৃহের মধ্যে যে অলৌকিক ঘটনাটী ঘটিয়াছিল। তাহাই স্মরণ করিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রভুর অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে বেদান্ত শিক্ষা দিবার জন্য আপনি উপযাচক হইয়া তাঁহাকে ৭ দিবস বেদের ব্যাখ্যা শুনাইয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম বেদের ব্যাখ্যা করিতেছেন প্রভু নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিতেছেন এই প্রকারে ৭ দিন বেদের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন।

এইস্থানে প্রভুর কি প্রকার ধৈর্য্য ছিল তাহাই স্মরণ হইতেছে সার্ব্বভৌম ব্যাখ্যা করিতেছেন বেদান্ত অর্থাৎ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। প্রভু সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন সুতরাং বেদান্ত শ্রবণ তাঁহার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। বেদান্ত কি না ব্রহ্মে ও জীবে কোন প্রভেদ নাই প্রত্যেক জীবই ব্রহ্ম। কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। বৈষ্ণবগণ এই কথা যেখানে কীর্ত্তন হয় সেস্থানে অবস্থান করাও অনিষ্টজনক মনে করেন বৈষ্ণবগণ বলেন :—

"মায়াধীশ মায়াবশ, ঈশ্বরে জীবভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ কহত অভেদ॥

অর্থাৎ—মায়া ঈশ্বরের বশ, কিন্তু জীব মায়ার বশ। অদ্বৈত মার্গাবলম্বী সন্ন্যাসিগণ বলেন পরমাত্মাই ব্রহ্ম, সেই পরমাত্মাই, প্রতিজীবে অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণ বলেন :—

"অনন্ত স্ফটিকে যৈছে এক সূর্য্য ভাসে।
তৈছে জীব গোবিন্দের অংশ পরকাশে॥

আত্মা অন্তর্য্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়,
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥

অর্থাৎ যোগিগণ যে পরমাত্মাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করেন, বৈষ্ণবগণ সেই পরমাত্মাকে গোবিন্দের অংশ মনে করেন। আরও দেখিতে পাই সন্ন্যাসিগণ মুক্তি প্রার্থনা করেন। তাঁহারা বলেন আত্মজ্ঞান লাভের নামই মুক্তি। কিন্তু বৈষ্ণবগণ এই মুক্তিকে অতি তুচ্ছ জ্ঞান করেন। তাঁহারা বলেন :—

অজ্ঞান তমের নাম কহি যে কৈতব (ক)
ধর্ম্ম অর্থ কাম বাঞ্ছা আদি এই সব।
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥

অর্থাৎ ভগবানের নিকট আমরা যাহা কিছু প্রার্থনা করি তন্মধ্যে মুক্তি প্রার্থনাই সকলের নিকৃষ্ট।

এই প্রকারে প্রভুর ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা চলিতেছে কিন্তু তিনি একটুও ধৈর্য্যহারা হইতেছেন না। সার্ব্বভৌম তাঁহাকে বেদের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন তিনি তাহাই করিতেছেন। এই প্রকার ৭দিন ব্যাখ্যার পর সার্ব্বভৌম প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "আমি তোমাকে ৭দিন বেদের ব্যাখ্যা শুনাইলাম কিন্তু তুমি ইহা বুঝ কি না বুঝ তাহা কিছুই জানিতে পারিতেছিনা তুমি চুপ করিয়া কেবল শুনিয়া যাইতেছ" ইহাতে প্রভু উত্তর করিলেন :—'আমি মূর্খ তোমার আজ্ঞাতে শ্রবণ করিয়া যাইতেছি। তুমি বেদের যে সকল সূত্র পাঠ করিতেছ তাহা বুঝিতে পারিতেছি কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ আচ্ছাদন করিয়া যে প্রকার কল্পনার্থ ব্যাখ্যা করিতেছ উহা বুঝিতে পারিতেছি না' এই প্রকার কথায় সার্ব্বভৌমের মত মহাপণ্ডিত লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার মনে ধারণা ছিল তিনি যে সমস্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না কিন্তু এই বালক বলিতেছেন, বেদের অর্থ যথার্থরূপে প্রকাশিত হইতেছেনা। তখন সার্ব্বভৌমের অনুমতি লইয়া তিনি বেদ হইতে ভক্তিতত্ত্ব সমস্ত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং ভগবান্ নিরাকার হইয়াও

(ক) কৈতব অর্থাৎ নিকৃষ্ট।

সঃ

যে সাকার এবং নির্গুণ হইয়াও গুণযুক্ত তাহাও ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি স্মৃতি হইতে দেখাইলেন।

"অপানিপাদো, জবনো গৃহীতা, পশ্যতী চক্ষুঃ স শৃণোত্য কর্ণ" অর্থাৎ তাঁহার হস্ত নাই অথচ গ্রহণ করিতে পারেন, পদ নাই অথচ চলিতে পারেন, চক্ষু নাই অথচ দর্শন করিতে পারেন, কর্ণ নাই অথচ শ্রবণ করিতে পারেন। তিনি নিরাকার হইলেও তাঁহার অপ্রাকৃত হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি সমস্তই আছে। আরও ব্যাখ্যা করিলেন ভগবানের কলেবর ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ এবং তিনি পূর্ণানন্দ বিগ্রহ সুতরাং তাঁহাকে নিরাকার বলাও যায় না। ভগবান্ নিঃশক্তিও নহেন কারণ তাঁহাতে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিনটী শক্তি বর্ত্তমান এবং তাঁহা হইতেই এই সমস্ত উদ্ভব হইয়াছে অথচ তিনি এই শক্তি সমূহের অধীনও নহেন।

প্রভুর ব্যাখ্যা শুনিয়া সার্ব্বভৌম অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং নিজের যতদূর শক্তি ছিল তাহা দ্বারা তাঁহার নিজের মত সকল সমর্থন করিবার জন্ম বহুচেষ্টা করিয়াও সক্ষম হইলেন না। প্রভু তখন বলিলেন :—

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে সেই ত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥

অতএব সার্ব্বভৌম তুমি শ্রবণ কর যাঁহারা এ পৃথিবীতে আত্মারাম বলিঃ প্রসিদ্ধ তাঁহারাও ভগবানের শ্রীবিগ্রহ ভজন করিয়া থাকেন যথা—

আত্মারামশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা,অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমচ্যুতগুণেষু হরিঃ॥

সার্ব্বভৌম এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতে প্রভুকে বলিলেন প্রভু প্রথমেই উহার ব্যাখ্যা না করিয়া সার্ব্বভৌমকেই ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন তখন বাসুদেব ঐ শ্লোকের নয় প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন ইহার উপর আরও ব্যাখ্যা করিতে পারেন এমন মনুষ্য জগতে নাই তদপর মহাপ্রভু উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং সার্ব্বভৌমের নবপ্রকার ব্যাখ্যার একটীও স্পর্শ না করিয়া আরও ১৮ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন এবং সকল গুলিতেই ভক্তির প্রাধান্য দেখাইলেন। তখন সার্ব্বভৌম অতিমাত্র চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন এই

প্রকার শক্তি ত মনুষ্যে সম্ভবে না, গোপীনাথ যাহা বলিয়াছে তাহাই সত্য অর্থাৎ ইনি সাক্ষাৎ কৃষ্ণের অবতার। এই ঘটনার পরে সনাতনের সঙ্গে তর্ক প্রসঙ্গে মহাপ্রভু এই শ্লোকের ৬১ প্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন তখন সার্ব্বভৌম গললগ্নিকৃতবাসে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। প্রভু তাঁহাকে প্রথমে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ও পরে স্বকীয় শ্যামবংশী বদনও দর্শন করাইলেন। এই প্রকারের একটী মূর্ত্তি কক্ষটীর প্রাচীরে অঙ্কিত ছিল। নিবিষ্ট চিত্তে তাহাই দর্শন করিতে লাগিলাম আর ভাবিতে লাগিলাম আমি কি ভাগ্যবান, বহুবর্ষ অতীত হইল আমার প্রভু যে স্থানে বসিয়াছিলেন, যে স্থানে বেদপাঠ শ্রবণ করিয়াছিলেন, যে স্থানে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে তাঁহার ষড়ভুজমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন আমিও আজ সেই স্থানে উপস্থিত।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার
কাশী সেবাশ্রম।

রামপাল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ২য় প্রবন্ধ)

মজঃফরপুর জেলাস্থ ইমাদপুর গ্রাম হইতে মহীপালের ৪৮শ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত যে ধাতব প্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহাতে বোধ হয় যে তাঁহার রাজ্যাবসান কালপর্য্যন্ত মিথিলা তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম নবীন সাজে ও নবানুরাগে গৌড় বঙ্গবাসীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। নেপাল হইতে আবিষ্কৃত এই মহীপালদেবের সময়ের বহু বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থ হইতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে তাহারই সময়ে রামাই পণ্ডিতের ও লাউসেনের অভ্যুদয় ও ধর্ম্মপূজার পদ্ধতি প্রচারিত হয়। ১ম মহীপালের পর তৎপুত্র নয়পাল পিতৃ সিংহাসন লাভ করেন

তৎপর ৩য় বিগ্রহ পাল গৌড়াধিপত্য লাভ করেন। তিনি তাঁহার কায়স্থ মন্ত্রী যোগদেবের সুমন্ত্রণাগুণে এবং স্বীয় বুদ্ধিও শৌর্য্য-বীর্য্য প্রভাবে দিগ্বিজয়ী চেদী-পতি কর্ণদেবকে পরাজয় করেন। যাদববীর জাতবর্ম্মার ন্যায় কর্ণদেব ৩য় বিগ্রহপালকে স্বীয় কন্যাদান করিয়া আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিয়াছিলেন। আমগাছি লিপি হইতে জানা যায় যে তিনি তাঁহার ১৩শ রাজ্যাঙ্কে খদোৎদেব-শর্ম্মাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভূক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ে ব্রাহ্মণী গ্রাম দান করেন। ৫ম রাজ্যাঙ্কে গয়ার অক্ষয়বটে মহাদ্বিজ বিশ্বরূপ বটেশ ও প্রপিতামহেশ্বর নামক দুইটী লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। ১২শ রাজ্যাঙ্কে নালান্দা বিহারে বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আমরা কায়স্থ পালবংশের রাজন্যবর্গের কীর্ত্তি বর্ণনাচ্ছলে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করিলাম ইতিহাসে তদ্ব্যতিরিক্ত বহু কীর্ত্তিকাহিনী ইতিহাস পাঠক দেখিতে পাইবেন।

এই ৩য় বিগ্রহপালের তিনপুত্র,—২য় মহীপাল, ২য় শূরপাল ও রামপাল। রামপাল সর্ব্ব কনিষ্ঠ। প্রথমে ২য় মহীপালই গৌড় সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। মদনপালের মনহলি-লিপিতে ২য় মহীপাল শিবের ন্যায় চন্দ্র মৌলী হইয়া বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। তাহার বৈরাগ্য গাথাই মহীপালের নামে সর্ব্বত্র পরিচিত। কিন্তু রামচরিতে আছে যে তিনি প্রথমে অন্যায় পূর্ব্বক তদীয় ভ্রাতা শূরপাল ও রামপাল দুই জনকে বন্দী করিয়াছিলেন ও তাঁহার আচরণে প্রজাগণ বিরক্ত হইয়াছিলেন সেই সময়ে কৈবর্ত্তপতি দিব্য বা দিব্বোক মহীপালকে পরাজয় করিয়া বরেন্দ্রী অধিকার করেন। দিব্বোকের অনুজ রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ২য় মহীপাল মন্ত্রীগণের পরামর্শ না শুনিয়া সহসা চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া কৈবর্ত্তপতিকে আক্রমণ করিয়া তাহার নিকট পরাজিত হন। শূরপাল ও রামপাল মহীপালের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন। মহীপাল পরাজিত ও গৃহবিবাদে বিরক্ত হইয়াই সংসার পরিত্যাগ করেন। এই সুযোগে শূরপাল ও রামপাল মুক্তিলাভ করেন। মহীপালের সন্ন্যাস গ্রহণের পরও বরেন্দ্রী কৈবর্ত্ত অধিকারে নিপতিত হইলে অবশিষ্ট পালাধিকার দুই ভ্রাতার বিভাগ করিয়া লইয়া শূরপাল মগধেও রামপাল প্রথমতঃ রাঢ়ের পালাধিকারে রাজত্ব করেন। শূরপালের দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ দুইখানি শিলালিপি পাঠে জানা

যায় পূর্ণদাস নামে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু তৎকালে উদ্দণ্ডপুরী অর্থাৎ বর্ত্তমান বিহারে বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

২য় মহীপালকে পরাজয় করিয়া কৈবর্ত্তনায়ক ক্রমে ক্রমে সমস্ত বরেন্দ্র ভূমি বা উত্তর বঙ্গ অধিকার করে। এই সময়ে কৈবর্ত্ত শক্তি ধ্বংস করিবার জন্য রামপালের মাতুল কত্র কুলচূড়ামণি অঙ্গরাজমহন ও মাতুল পুত্র মহামাণ্ডলিক কহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেব এবং মহাপ্রতীহার শিবরাজ রামপালের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। পীঠ পতি ভীমযশা, কোটাটবীর রাজ চক্রবর্ত্তী বিরগুণ, উৎকলাধিপ দণ্ডভূক্তিপতি জয় সিংহ, বালবলভি পতি বিক্রমরাজ, অপর মন্দার পতি লক্ষ্মীশূর, কুজবটীশ্বর শূরপাল, তৈলকম্পীর, রুদ্রশিখর, উচ্ছলপতি ময়গলসিংহ, ঢেক্করীয়রাজ প্রতাপসিংহ, কয়ঙ্গলীয়, নরসিংহার্জ্জন, সঙ্কটগ্রামীয় চণ্ডার্জ্জন, নিদ্রাবলীয় বিজয়রাজ, কৌশাম্বীপতি গোবর্দ্ধন ও পদুবম্বাপতি সোম প্রভৃতি সামন্তরাজগণ বীরবর রামপালের পক্ষাবলম্বন করিয়া সমবেত কায়স্থ-শক্তির প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ দেববর্ম্মা।

দাঁহাপাড়ার রাজবংশীয় কায়স্থ বিবরণ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৬ষ্ঠ প্রবন্ধ ১৩২৪ মাঘ ৪৬৮ পৃষ্ঠা হইতে)

নবাব সুবেদার মুর্শিদকুলি খাঁ বাহাদুর স্বনামে মুর্শিদাবাদে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া বাঙ্গলার রাজস্ব বৃদ্ধি জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তৎকালে বঙ্গাধিকারী রাজা দর্পনারায়ণ রায় কানুনগোর পদে অভিষিক্ত ছিলেন। রাজস্ব বৃদ্ধি সম্বন্ধে তিনি নবাব সুবেদারকে পরামর্শ দেন যে যেসকল জমিদার রাজা, মহারাজা বৎসামান্য করে বিস্তৃত জমিদারী ভোগ করিতেছেন

তাহাদের জমিদারী জরিপ জমাবন্দী করিলে অনায়াসে কর বৃদ্ধি হইতে পারে কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারি কি জমিদার কি প্রজাগণকে অতিরিক্ত কর ভার হইতে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এইরূপে সুবেদারের সহিত পরামর্শ করিয়া ৩।৪ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা ও বিহারে প্রায় সার্দ্ধ পঞ্চাশ লক্ষ টাক কর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দেখিয়া মুর্শিদকুলি খাঁ কিরূপে তাহাকে স্বীয় অধীনে আনিয়া নির্য্যাতন করিবেন এই অভিপ্রায় তাহাকে বিপদ গ্রস্ত করিয় কারাগারে আবদ্ধ করা হয়। কি অপরাধে তাহাকে কয়েদ করা হয় তাহার কোন বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হইনাই। তবে আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে তাহার পূর্ব্বাশ্রিত কোন প্রহরীর সাহায্যে একদা রজনী যোগে মুক্তি লাভ করিয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করেন। দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে তাহার স্বীয় রাজধানী দাহাপাড়ার বাটীতে আসিয়া কিয়দ্দিবস পরে জ্বর রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন। কিন্তু মুতাক্ষরীণ ইতিহাসে প্রকাশ যে কয়েদ অবস্থায় তাহার মৃত্যু হয়। কিন্তু আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি উক্ত জনরব সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমরা জানিতে পারিয়াছি যে দর্পনারায়ণ দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিবার পর উক্ত প্রহরি চতুরতা পূর্ব্বক এক খণ্ড শিলা মুর্শিদাবাদ কেল্লার নিম্নে ভাগিরথী জলে নিক্ষেপ করিয়া গোল করিয়া ছিল যে কয়েদী গঙ্গা জলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল।

২। উক্তদর্পনারায়ণ তাহার জীবন কালে কিরীটেশ্বরী পীঠ স্থানে ১০৮টী শিব মন্দির স্থাপন এবং কালীসাগর নামক একটী বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন। দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয় বঙ্গাধিকারী প্রধান কাননগোর পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইংরেজ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বঙ্গ বেহারে বাণিজ্য করিবার জন্য সনন্দ প্রাপ্ত হন। তৎকালে আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গলার নবাব সুবেদার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। সুবেদার সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলে তাহার দৌহিত্র অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক সেরাজদ্দৌলাকে সুবেদারি পদে অভিষিক্ত করিয়া তদীয় মাতামহ লোকান্তরিত হন। সেরাজদ্দৌলা নবাব মিরজাফরকে প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। কিয়দ্দিবস পরে সেরাজউদ্দৌলা দিল্লীর সম্রাটকে উপেক্ষা করিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত বিবাদ উপস্থিত করেন। তাহার পর ১৭৫৭

খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজউদ্দৌলা পরাস্ত হন এবং লর্ড ক্লাইব মুর্শিদাবাদের দুর্গ নিজ দখলে আনিয়া মীরজাফরকে বঙ্গদেশের নবাবী পদে অভিষিক্ত করেন। সেই সময় মীরজাফরের সহিত লর্ড ক্লাইবের যে সন্ধিপত্র লিখিত হয় তাহাতে বাংলার প্রধান কাননগো এবং রেজিষ্টার রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয় স্বাক্ষর করেন। সেই তাহার স্বাধীন কার্য্যের শেষ দস্তখত।

৩। তদন্তর বজ্রাধিকারী রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশয় স্বীয় আত্মীয় কুটুম্ব কান্দী নিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে তদীয় নাবালক পুত্র রাজা সূর্য্যনারায়ণ রায় বজ্রাধিকারীর ষ্টেটে একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়া একখানি উইল সম্পাদন করেন। সেই সময় হইতে নাবালক কাননগোর সেরেস্তায় সমস্ত কাগজ পত্র দলিল ইত্যাদি ক্রমশঃ নাবালকের পক্ষ হইতে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ মহাশয় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে থাকেন। লর্ড হেষ্টিংসের সময়ে তিনি দেওয়ান গঙ্গা গোবিন্দ নামে খ্যাত হন। তাহার পর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় আমার প্রপিতামহ রাজা সূর্য্যনারায়ণ রায় বজ্রাধিকারী মহাশয় উক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপযোগী সমস্ত কাগজ পত্র, তায়দাদ চিঠা খতিয়ান দেবোত্তর, লাখেরাজ, নিষ্কর প্রভৃতি রেকর্ড যাহা কিছু বাঙ্গলার কাননগো সেরেস্তায় ছিল তৎসমুদয় লর্ড হেষ্টিংসের হস্তে প্রদান করেন। ইহাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিশেষ সুবিধা হয়। সেই সময় বাঙ্গলার কাননগো পদ রহিত হওয়ায় ইংরাজের হিতৈষী বিবেচনায় আমার প্রপিতা মহের মাসিক বেতন ১৪০০ শত টাকা অবধারিতে তাহার দখলে থাকা সমস্ত জমিদারী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়। সেই সময় তাহার জমিদারী দেবোত্তর লাখেরাজ আদিতে তাহার বার্ষিক প্রায় ৩৮০০০ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট দ্বাদশ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের সম্পত্তি কি প্রকারে তাহার হস্তচ্যুত হইল তদ্বিবরণ দ্বিতীয় ভাগ বীরভূম ইতিহাসে উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই স্থানে দেওয়া অনাবশ্যক।

ক্রমশঃ

কুমার প্রতাপনারায়ণ রায়

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব বৌদ্ধাবতার নহে।

উড়িষ্যা বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল ছিল—খণ্ডগিরি, উদয়গিরি প্রভৃতি বৌদ্ধকীর্ত্তি সমূহ তাহার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিতেছে। ইহাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে বুদ্ধের জন্মের অনেক পরে জগন্নাথদেবের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বে বৌদ্ধগণ যে স্তুতিকাযন্ত্রের পূজা করিতেন তদনুসারে জগন্নাথাদি মূর্ত্তিত্রয় গঠিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের প্রতিকৃতি ডাক্তার ৺রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রণীত "Antiquities of Orissa" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এ সম্বন্ধে কাল্পনিক যুক্তি ও প্রদত্ত হইয়াছে। অপর কেহ কেহ অনুমান করেন যে পুরী মন্দির পূর্ব্বে বৌদ্ধমন্দির ছিল, পরে বৌদ্ধধর্ম্মের অস্তিত্ব লোপ করিবার জন্য বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঙ্ঘ অনুসারে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম এই ত্রিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের মৌলিকতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ধর্ম্ম স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহার করেন সেইজন্য সুভদ্রা নাম হইয়াছে নতুবা ভাই-ভগ্নীর উপাসনা হিন্দুশাস্ত্রে নাই। পুরীতে জাতি ভেদাভাব ও বৌদ্ধমতের অন্যতম পোষক যুক্তি প্রচলিত থাকা দেখা যায়।

উপরোক্ত যুক্তি অসার বলিয়া আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভারতবাসী সমস্ত হিন্দু এবং অন্যান্য সম্প্রদায়গণ ও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে বেদব্যাস বুদ্ধদেবের বহুদিন পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বেদব্যাস অষ্টাদশ মহাপুরাণের রচয়িতা একথা হিন্দু মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। এক জন অষ্টাদশ মহাপুরাণের রচয়িতা, হইতে পারেন না অতএব কেহ কেহ গ্রন্থ রচনা করিয়া বেদব্যাসের নামে উৎসর্গ করিয়াছেন ইহাই অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন কিন্তু এ অনুমান যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না সেক্সপিয়ার বহুসংখ্যক নাটকের রচয়িতা। পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ২৭৪ খানা গ্রন্থ এবং শ্রীমন্মাধ্বাচার্য্য ১০৯ খানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সুতরাং বেদব্যাস ১৮ খানা মহাপুরাণ রচনা করিতে পারেন না ইহা কেমন করিয়া বলি। ঐশী বা অনন্ত সাধারণ শক্তির নিকট কোন ও বিষয় অসম্ভাব্য নহে। ব্যাস বিরচিত পদ্ম পুরাণাদি গ্রন্থগুলিতে পুরীমন্দির এবং জগন্নাথাদি মূর্ত্তিত্রয়ের উল্লেখ

আছে। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্থির করিয়াছেন যে খৃষ্ট পূর্ব্ব ১২৫০ বৎসর পূর্ব্বে মহাভারতের সৃষ্টি এবং ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। তবেই ইহারদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে ব্যাসদেব বহুদিন পূর্ব্ব হইতে এই পুস্তকগুলি লিখিয়াছিলেন। অধিকন্তু ভারতে পুরাণ ও উপপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের অভাব নাই। যদি বেদব্যাসের নামে উৎসর্গ করিতে পারিলে গ্রন্থের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হয় তবে অষ্টাদশ পুরাণ ভিন্ন অন্যান্য পুরাণ গুলি ও তাহার নামে উৎসর্গ করিত। সুতরাং বেদব্যাস যে অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা এই প্রচলিত জনশ্রুতি অমূলক নহে। তাহা হইলেই অবশ্য স্বীকার করিতে হয় যে বুদ্ধের জন্মের অনেক পূর্ব্বে জগন্নাথদেবের আদি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

৺জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি কেহ কেহ বৌদ্ধদিগের সূতিকাযন্ত্র অনুসারে গঠিত হইয়াছে বলিয়া থাকেন কিন্তু ইহা আমাদের সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। হিন্দুদিগের যন্ত্রপূজা নূতন নহে বৈদিকযুগ হইতেই প্রচলিত আছে। ভারত যে অতি প্রাচীন ও নানাবিদ্যায় সুশিক্ষিত দেশ তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। তবে বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে যে ভাস্কর বিদ্যা প্রচলিত ছিল না তাহা কেমন করিয়া স্বীকার করি। বুদ্ধগয়া বৌদ্ধদিগের প্রধান তীর্থ স্থান। সেস্থানে যে সকল মূর্ত্তি আছে তাহা শিল্পবিদ্যার পরাকাষ্ঠার পরিচয় দিতেছে। সূতিকাযন্ত্র নির্ম্মিত মূর্ত্তির অর্চ্চনা কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। বরং ভারতে প্রাচীন পীঠ সকলে শিল্পবিদ্যার শৈশবাবস্থায় পরিচায়ক করচরণ বিহীন ভূরি ভূরি দারুময় ও প্রস্তরময় মূর্ত্তি দেখা যায়। তাহা হইলে জগন্নাথদেব যে সূতিকা যন্ত্রের অনুকরণ মূর্ত্তি ইহা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় কি ? এক্ষণে হিন্দুরা কাহার অবলম্বনে এমূর্ত্তি গঠন করিয়াছেন তাহার বিচার হউক। বেদে ওঁ কার মূলক যন্ত্রকে দেবতারূপে আহ্বান করিয়াছিলেন। ওঁ কার ব্রহ্ম। ভাষ্যকর্ত্তারা উহাকে অকার উকার মকার যোগদ্বারা যথাক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মক বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সেই ওঁকার কে যন্ত্ররূপে নির্ম্মাণ করিয়া হিন্দুরা অর্চ্চনাকরেন ইহা বর্ত্তমানে দেখা যায়। বেদোক্ত যজ্ঞবিদ্যা হইতে আ[illegible]

শাস্ত্রের উদ্ভব। তাহা না হইলে কুণ্ডমণ্ডপ শালার নির্ম্মাণ সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হইত। সে বিদ্যায় যন্ত্রসকলের সৃষ্টি হইয়াছে।

ইহা বেদের পূর্ব্ব মীমাংসার কথা। উত্তর মীমাংসায় সর্ব্বব্যাপক পাদ পান্যাদি রহিত নিরাকার অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা প্রকটিত হইয়াছে। ওঁ মূর্ত্তি নিরাকার ব্রহ্মের পূর্ণবিরাট মূর্ত্তির পরিচায়ক। কালক্রমে বোধ হয় লোকের নিরাকার উপাসনাতে শ্রদ্ধার হ্রাস দেখিয়া মতদ্বয়ের একতা প্রতিপাদক ওঁকার যন্ত্রানুকারী জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। ওঙ্কার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ত্রিমূর্ত্তির সংগঠন হইয়াছে। এই দারুব্রহ্মমূর্ত্তি ওঙ্কাররূপে যে নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ স্কন্দপুরাণে আছে—

জৈমিনি রুবাচ—

ইতিস্তুত্বাসুরেশানাং দেবং প্রণবরূপিণম্।
প্রণতঃ প্রণবং মন্ত্রং জজাপ পুরতো হরেঃ।

জৈমিনি কহিলেন সেই ব্রাহ্মণ এই রূপে সুরেশ্বর প্রণবরূপী দেব জগন্নাথকে স্তব করিয়া পুরোর্ভাগে প্রণতভাবে উপবেশন করিয়া প্রণবমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি বৌদ্ধদিগের স্তুতিকাযন্ত্র অনুসারে গঠিত হয় নাই—বৈদিকযুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা কর্ত্তৃক ওঙ্কার যন্ত্ররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আধুনিক উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিহাস স্বরূপ 'মাদলা পঞ্জিকায়' কি আছে তাহা বিচার করা হউক। এই পঞ্জিকাতে জগন্নাথদেবের মন্দিরের এবং উড়িষ্যার নরপতিদিগের ইতিবৃত্ত লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় কাশ্মীর বংশানুচরিত, রাজতরঙ্গিণী নামধেয় সংস্কৃত গ্রন্থব্যতীত এতাদৃশ যথারীতিতে লিখিত প্রাচীন ইতিবৃত্ত গ্রন্থ ভারতে আছে কিনা সন্দেহ। মন্দিরকে লইয়া 'মাদলা পঞ্জিকার' সৃষ্টি। ইহা মন্দিরের সমকালীন। উক্ত পঞ্জিকার লেখা হইতে বোধ হয় যে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে ভারতের যে যে রাজা রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাহাদিগের অধীনে মন্দির ছিল। এইরূপে অশোক প্রভৃতি বৌদ্ধরাজাদিগের তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধমতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অর্চ্চনাদি হইবার কথা উক্ত পঞ্জিকায় প্রকাশ আছে। যদি বৌদ্ধমত ধ্বংস করিবার জন্য হিন্দুরা যত্নবান হইতেন তাহা হইলে এই মতের উল্লেখ মাদলা পঞ্জিকায় থাকিত না। এই

সময় হইতে জগন্নাথ বৌদ্ধাবতার রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া জনশ্রুতি এ প্রদেশে শুনা যায়। এই মতে জাতিভেদ না থাকায় সমস্ত জাতিকে উক্ত ভেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্পভাবে এখানে অন্ন ভক্ষণ করিতে দেখা যায়। এখানে বৌদ্ধমত অবস্থিতির এই একটী প্রধান হেতু বলিয়া ধরা যায়। এবিষয়ে আমাদিগকে বেশী কিছু পরিশ্রম করিতে হইবে না কারণ বুদ্ধদেবের জন্মের অনেক পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব সম্বন্ধীয় পুরাণগুলি লিখিত হইয়াছে। অন্ন মহাপ্রসাদের জাতি এবং স্পৃষ্টদোষ নাই, ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্তি একত্রে গ্রহণ করিবে। দূরদেশে লইয়া গেলেও ইহার মাহাত্ম্য লঘু হইবে না ইহার প্রমাণস্বরূপ কয়েকটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল। পাঠকবর্গ অন্নমহাপ্রসাদ প্রাচীনকাল হইতে কিম্বা বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রচলিত তাহা নিজে নিজে বিচার করুন।

বায়ুপুরাণে—

শুষ্কং পর্য্যুষিতংবাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
দুর্জ্জনেনাপি সংস্পৃষ্টং সর্ব্বসোবাঘনাশনং॥

শুষ্ক পর্য্যুষিত কিম্বা এক দেশ হইতে অন্যদেশে নীত হউক, অস্পৃষ্ট জাতি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলেও সেই মহাপ্রসাদে সমস্ত পাপ নাশ হয়।

স্কন্দপুরাণে —

বেশ্যালয়গতংতদ্ধিনির্ম্মাল্যং পতিতাদয়ঃ।
স্পৃশন্ত্যন্নং নদুষ্টং তদ্ যথা বিষ্ণুস্তথৈবতৎ॥
কুক্কুরস্যমুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পততে যদি।
ব্রাহ্মণেনাপি ভোক্তব্যং সর্ব্বপাপাপনোদনম্॥

উক্ত মহাপ্রসাদ যদি বেশ্যালয়ে থাকে, কিম্বা পতিতাদি ব্যক্তিগণ যদি সেই অন্ন স্পর্শ করে, তথাপি দুষ্ট হইবে না কারণ সেই অন্ন সাক্ষাৎ বিষ্ণু স্বরূপ জানিবেন। সর্ব্ব পাপ বিনাশন উক্ত প্রসাদান্ন কুকুরের মুখ হইতে যদি পতিত হয় তথাপি ব্রাহ্মণগণ ও তাহা অনায়াসে ভোজন করিতে পারেন।

বিষ্ণুপুরানে—

জগন্নাথস্য নৈবেদ্যং নাস্তি সংস্পৃষ্ট দূষণং।
সকৃৎভক্ষণমাত্রেণ পাপেভ্যো মুচ্যতে পুমান্॥

অতিপাতক পাপানি মহাপাপানি যানি চ।
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি জগন্নাথান্নভক্ষণাৎ ॥

জগন্নাথকে নিবেদিত অন্নের সংস্পৃষ্ট-দোষ নাই, ইহা ভক্ষণ মাত্রেই মনুষ্যের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। অতি পাতক মহাপাতকাদি সমস্ত পাপ জগন্নাথের অন্ন ভক্ষণ করিলে নাশ প্রাপ্ত হয়।

অন্যান্য পুরাণেও মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, সে সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন বিধায় করিলাম না। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব বৌদ্ধাবতার নহে। বুদ্ধদেবের জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতে জগন্নাথাদি মূর্ত্তিত্রয় স্থাপিত হইয়াছে এবং সেই সময় হইতেই অন্ন মহাপ্রসাদে জাতি ও স্পৃষ্ট দোষ নাই।

রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগের রাজা এবং জগন্নাথাদি মূর্ত্তিত্রয় সত্যযুগেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এসম্বন্ধে প্রতিভার পাঠক বর্গ কয়েক মাস পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন, সুতরাং সে সমস্ত বিষয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুনরুল্লেখ করিলাম না। কিন্তু দুই একটী বিষয়ে পাঠক বর্গের একটু সন্দেহ হইতে পারে বিবেচনা করিয়া আমরা এস্থলে তাহার সামান্য অলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

প্রথমতঃ ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগের রাজা এবং কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা দ্বাপর যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সুতরাং সে সময় কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্তে সহজে উপনীত হইতে হয় যে রামকৃষ্ণ প্রভৃতি নাম কেবল নরদেহধারী কৃষ্ণ বলরামের নাম নহে, কৃষ্ণাবতারে পূর্ব্বে ও ইহা ভগবানের নামান্তর মাত্র ছিল। মহাভারতাদি গ্রন্থে কৃষ্ণাবতার পূর্ব্বে ত্রেতাযুগের তারক মন্ত্রে কৃষ্ণ শব্দ দৃষ্ট হয়। আধ্যাত্মিক অর্থ দেখিতে গেলে এই শব্দ সকলের অর্থ ভগবান ভিন্ন আর কিছু নহে কিম্বা দারুরূপী মূর্ত্তিত্রয়ে পূর্ণব্রহ্মের অবির্ভাব। কৃষ্ণ পূর্ণাবতার সেই হেতু কৃষ্ণাবতার পরে দারুত্রয়ের নাম কৃষ্ণ, বলরাম ও সুভদ্রা হইয়া থাকিবে এই অনুমান অসঙ্গত না হইতেও পারে। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণলীলার সহায় বলিয়া ত্রিমূর্ত্তির মধ্যে এক মূর্ত্তির নাম বলরাম হইয়া থাকিবে কিন্তু রুক্মিণীকে ত্যাগ করিয়া সুভদ্রার মূর্ত্তি কেন পূজা হইয়া থাকে? ভাইভগ্নীর উপাসনা হিন্দু শাস্ত্রে নাই সুতরাং এক মূর্ত্তির নাম সুভদ্রা

কেন হইল এসম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। কিন্তু সন্দেহের কোন কারণ নাই, পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যের উনবিংশ :অধ্যায়টী পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে সুভদ্রা শব্দ শ্রীদেবী অর্থাৎ লক্ষ্মীর পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুভদ্রা অর্থ যদি লক্ষ্মী হয় তাহা হইলে আর কোন গোল হইতে পারে না। কৃষ্ণাবতারে রুক্মিণীই লক্ষ্মী। যদি কৃষ্ণাবতারের পরে জগন্নাথাদি মূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠিত হইত তাহা হইলে এক মূর্ত্তির নাম রুক্মিণী হইবারই অনেক সম্ভাবনা ছিল। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ও বহুপূর্ব্বের জগনাথাদি মূর্ত্তিত্রয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং জগন্নাথ যে বৌদ্ধাবতার নহে ইহা সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বসু
পুরী।

অভিনব শাসন প্রণালী।

(NEW REFORMS).

মাননীয় ভারত সচীব মিঃ মণ্টেগু মহোদয় এবং আমাদের প্রধান শাসনকর্ত্তা লর্ড চেমস্ ফোর্ড উভয়ে একযোগে যে অভিনব শাসন প্রণালী (New reforms) সাধারণের অবগতির জন্ম প্রচার করিয়াছেন তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

১। বিলাতের পার্লামেণ্ট এবং ইণ্ডিয়া আফিসের কর্ত্তা ভারত সচিবের আধিপত্য ভারত সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ভারত সচিবের বেতন ইংলণ্ডের আয় ব্যয় ভুক্ত করা হইয়াছে। ভারত শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্ম হাউস অফ কমন্সকে একটী কমিটী স্থাপন করিতে অনুরোধ করা হইবে।

২। ভারতের শান্তি এবং সুশৃঙ্খলা অব্যাহত রাখিবার জন্ম ভারত গভর্ণমেণ্ট দায়ী রহিলেন। ভারতে সুবিচার জন্য একটী প্রিভি কাউন্সেল স্থাপিত করিতে হইবে।

৩। বড়লাট বাহাদুরের কার্য্য নির্ব্বাহক সভায় (executive council) ভারতবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে। বড়লাট বাহাদুরের বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভার স্থলে একটী মন্ত্রণা সভা (council of state) এবং আর একটী ব্যবস্থাপক সমিতি Legislative Assemhly নামক দুইটী সভা গঠিত হইবে। মন্ত্রণা সভার সভাপতি বড়লাট বাহাদুর থাকিবেন। তাঁহার ইচ্ছা মতে একজন সহকারী সভাপতি এবং ৫০ জন সভ্য থাকিবে। উক্ত ৫০ জন মধ্যে ২১ জন নির্ব্বাচিত এবং ২৯ জন লাট সাহেব কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন। ব্যবস্থাপক সভায় ১০০ জন সভ্য নিযুক্ত হইবেন। ইহার মধ্যে ৬৬ জন অর্থাৎ দুই তৃতীয় অংশ জন সাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইবে এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয় অংশ অর্থাৎ ৩৪ জন বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক মনোনীত হইবে। ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি বড়লাট বাহাদুর কর্ত্তৃক মনোনীত হইবেন মন্ত্রণা সভার সভ্যগণ ব্যবস্থাপক সমিতির সভ্যরূপে মনোনীত হইতে পারিবেন। প্রত্যেক সভ্যের কার্য্যকাল ৫ বৎসর। মন্ত্রণা সভার সভ্যগণের পারদর্শীতা সম্বন্ধে বড়লাট বাহাদুর বিধি নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। উভয় মন্ত্রণা সভা এবং ব্যবস্থাপক সমিতি ভঙ্গ করিবার ক্ষমতা বড়লাট বাহাদুরের হস্তে ন্যস্ত রহিল।

৪। ভারত শাসন সম্বন্ধে কোন বিধান বিধিবদ্ধ করিতে হইলে একটী পাণ্ডুলিপি সর্ব্ব প্রথমে ব্যবস্থাপক সমিতি কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া পরে মন্ত্রণা সভার অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে। উভয় বড়লাট বাহাদুর এবং সম্রাট কোন আইনের বিরুদ্ধে অভিমত দেওয়ার ক্ষমতা থাকিবে। উক্ত উভয় সভার সভ্যগণের সর্ব্ব বিষয়ে পরিপূরক প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

৫। প্রাদেশিক বিভাগ। প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একটী বড় আকারের ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হইবে। (১) এই সভাতে সাধারণের দ্বারা নির্ব্বাচিত সভ্য থাকিবে। (২) শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক নিযুক্ত সরকারী এবং বেসরকারী সভ্য থাকিবে। এই প্রাদেশিক সভা গঠিত করিবার জন্য প্রধান শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক কতকগুলি বিধান নির্দ্ধারিত হইবে। উহাতে ভারত সচিবের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৬। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা (Governor) উক্ত ব্যবস্থাপকসভার সভাপতি থাকিবেন এবং একজন সহকারী সভাপতি নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা

তাঁহার থাকিবে। এই সভার নির্দ্ধারণগুলি, আয় ব্যয়ের বজেট ব্যতীত সাধারণ প্রস্তাবের ন্যায় গৃহীত হইবে। উক্ত ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের সর্ব্ববিষয়ে পরিপূরক প্রশ্ন (Interpellation) করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

৭। প্রত্যেক প্রাদেশিক শাসন বিভাগের জন্য একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা (Executive council) সংস্থাপিত হইবে। ইহাতে ২জন সদস্য থাকিবে একজন ইংরেজ অপর একজন ভারতবাসী। শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক ইহারা মনোনীত হইবেন।

৮। উক্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় কোন আইন বিধিবদ্ধ করিবার অগ্রে তাহার পাণ্ডুলিপি সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য গেজেটে মুদ্রিত করিতে হইবে। উক্ত ব্যবস্থাপক সভায় কেবল প্রাদেশিক আইন সকল বিধিবদ্ধ হইবে।

৯। উক্ত ব্যবস্থাপক সভার শতকরা ৪০ হইতে ৫০ জন সভ্য লইয়া একটী প্রধান কমিটী (Grand committee) সংস্থাপিত হইবে। আইনের পাণ্ডুলিপি তথায় বিবেচিত হইয়া উহা ব্যবস্থাপক সভায় অর্পিত হইবে। এবং তথায় তর্ক বিতর্কের পরে উহা অনুমোদিত হইবে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল আইন বিধিবদ্ধ হইবে তাহাতে বড়লাট বাহাদুরের এবং শাসনকর্ত্তার (Governor) অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। রাজস্ব বিভাগ। ভারতবর্ষীয় এবং প্রাদেশিক রাজস্ব সম্পূর্ণরূপে পৃথক রাখিতে হইবে। প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে ভারতবর্ষীয় শাসন বিভাগ সাহায্য পাইবেন। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের ক্ষমতা থাকিবে তাহারা টেক্স নির্দ্ধারণ এবং আবশ্যক হইলে কর্জ্জ করিতে পারিবেন।

১১। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিবৎসর আয় ব্যয়ের বজেট উপস্থিত করিতে হইবে। এই বজেট মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা উক্ত ব্যবস্থাপক সভার থাকিবে।

১২। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন (Local self Government) জেলার বোর্ড এবং মিউনিসিপালিটী সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাঁহাদিগের রাজস্ব সম্বন্ধে আয় ব্যয় করিতে পারিবেন।

১৩। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০ বর্ষ পরে অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সভার ১ম অধিবেশনের ১০ বর্ষ পরে ভারতবর্ষ এবং তদধীন প্রদেশ সকলের শাসন এবং সংরক্ষণ সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিবার জন্য একটী (commission) সমিতি সংস্থাপিত করিতে হইবে। ইহাতে বিলাতের পার্লামেণ্টের অনুমোদন আবশ্যক করে তাহার পর ১২বৎসর পরে পুনর্ব্বার ঐরূপ কমিসন স্থাপিত করিতে হইবে।

১৪। ভারতীয় করদ বা স্বাধীন রাজন্যবর্গের দ্বারা একটী সভা সংগঠিত করিতে হইবে।

১৫। ভারতবর্ষের কর্ম্মচারী নিযুক্ত সম্বন্ধে কোন প্রকার জাতিগত পার্থক্য থাকিবে না সমস্তই উঠাইয়া দেওয়া হইবে। রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত সম্বন্ধে বিলাতে যে প্রকার বিধান আছে সেইরূপ বিধান অনুসারে ভারতবর্ষের কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হইবে।

১৬। ভারতবর্ষীয় সিভিল সার্ভিস সম্বন্ধে উচ্চপদের জন্য শতকরা ৩৩ জন ভারতবাসীকে নিযুক্ত করিতে হইবে অর্থাৎ শতকরা এক তৃতীয় ভারতবর্ষীয়গণ হইবে। প্রতি বৎসর দেড় সংখ্যা প্রতিশতে বৃদ্ধি হইবে।

উপরোক্ত নিয়মাবলী দ্বারা ভারতের স্বায়ত্ব শাসন কার্য্য কতদূর উন্নত হইবেক তাহা কার্য্যে পরিণত না করিলে আমরা বলিতে পারি না। তবে শনৈঃ শনৈঃ ভারতবাসিগণ শাসনকার্য্য অভিজ্ঞতা লাভ করিবেন তৎপ্রতি কোনও সন্দেহ নাই।

সম্পাদক।

আবেগ।

মায়া মোহ সমাচ্ছন্ন—হিংসা-দ্বেষ বিজড়িত—অজ্ঞান তমসাবৃত সংসারী জীবের পরিণাম কি শোচনীয়—কি ভয়াবহ—কি বিপদসঙ্কুল! আমরা বুঝি না আমাদের পরিণামের পথে হরি নাম ভিন্ন উপায় নাই; আমরা ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করি না আমাদের নিদানের বিধান দাতা কে; আজন্ম সুখের ক্রোড়ে লালিত পালিত বর্দ্ধিত, নিরন্তর পার্থিব প্রেমে উন্মত্ত, অহরহ নিরবচ্ছিন্ন ভোগ-সুখ বা আনন্দ উল্লাসের জন্য লালায়িত যিনি, আর চির দুঃখনিপীড়িত, অন্নাভাবে অবসন্ন, রোগে শোকে জর্জ্জরিত যিনি, আমাদের অজ্ঞান কুহেলি আঁধারে নিস্তেজ নিষ্প্রভ দৃষ্টির ক্ষীণ শক্তির নিকট এই উভয়ের পার্থক্য অনেক প্রভেদ বহুতর। কিন্তু যাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মিষিত, পাপের আপাত প্রলোভন হইতে যিনি বিনির্ম্মুক্ত তাঁহার নিকট উভয়ের পার্থক্য বড় কম। অজ্ঞানের মসীমলিনতালিপ্ত চিত্তে পার্থিব সুখ, আর জ্ঞানানন্দে বিভোর মানব পুঙ্গবের অন্তরে অপার্থিব সুখ। জ্ঞানী যিনি, তিনি কখনও পার্থিব চিন্তার অধীন নহেন; পার্থিব সুখ, দুঃখ, আনন্দ, নিরানন্দ, শোক, তাপ তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিতে পারে না। চিত্ত তাঁহাদের নির্ম্মল প্রশস্ত ও প্রশান্ত; তিনি বোঝেন—ভবসাগরের পর পারের নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্পদ! আর বিষয়মদে উন্মত্ত, কামানলে অসুদগ্ধ, স্বার্থপরতার ক্রীতদাস আমরা কি বুঝি ভাই!। বুঝি—মিথ্যা প্রবঞ্চনা, শঠতা চাতুরী, বাগ্‌বিন্যাসের বিপুল আয়োজন, বিষয় রাসরের বিষম ব্যবসাদারী! ঐ যে উপাধান-হেলায়িত-বিশাল-বপু বাবু বসিয়া টাকা ক্রান্তির জটিল চিন্তায় নিমগ্ন, তাঁহার সহিত কি জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার শবৎ প্রেমবিভোর হরিপাদপদ্মচিন্তা নিরত নরদেবের তুলনা হইতে পারে? এক দিকে অমানিশার সূচিভেদ্য অন্ধকার অন্য দিকে শ্রৈণী প্রেমের পারজ আলোক, এক দিকে পরিণামের পথ রুদ্ধ, অন্য দিকে সপ্তস্বর্গের সুবিশাল দ্বার

নিচয় চিরনির্ম্মুক্ত! ফলতঃ নিরাবিল প্রেমের মহিমা মূঢ় আমরা যত দিন না বুঝিব ততদিন আমাদের পরিণাম যে বিপদ সঙ্কুল তাহা বুঝিবার জন্য সংসার বিরাগী বিষ্ণু পদ সেবী বৈষ্ণবের পদাঙ্কানুসরণ একান্ত কর্ত্তব্য নতুবা নিস্তারের উপায় নাই, ভবপারের ভরসা নাই, অকালে অকূলে দুর্ল্ভ মানবজীবন বৃথায় পর্য্যবসিত হইবে।

হরিনামে জীব তরে, হরিনামে পাপ হরে, হরিনামে আনন্দ দান করে; হরিনামের সেরা নাম আর নাই ইহা আমরা মুখে বলিতে বড়ই পটু কিন্তু কার্য্যকালে কি দেখিতে পাই? দেখিতে পাই দিনান্তে ভ্রমেও একবার প্রাণ ভরিয়া হরিনাম উচ্চারণ করি না; কেবল ভক্তির ভাণ করিয়া, বিষকুম্ভ পয়োমুখ ভক্ত সাজিয়া যখন হা হুতাশে অবসন্ন হইয়া পড়ি তখনই অভিলষিতকে প্রাপ্তির আশায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে দুই একবার পাপমুখে হরিনাম উচ্চারিত হয় নচেৎ নহে! বলি ইহাই কি আমাদের হরিভক্তি! না এইরূপেই ভক্তিমার্গের পথিক হওয়া যায়! আমরা যতক্ষণ সুখসাগরে ভাসমান থাকি ততক্ষণ হরিকে মনে পড়ে না বা হরিনাম উচ্চারণ করিতে চেষ্টা করি না সত্যবটে সাধু মহাত্মাগণ বলিয়া থাকেন—

সুখমে বাজ পঁড়ু দুঃখকো বলিহারি যাই।
এই সে দুঃখ আওয়ে যো ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম সোঁয়াই॥

সাধুগণের এই যে সুখকে উপেক্ষা ও দুঃখকে আবাহন ইহা কি তোমার আমার ন্যায় সংকীর্ণের পক্ষে সহজ সাধ্য! সুখে যিনি অবিমুগ্ধ—দুঃখে যিনি অবিচলিত তাঁহারই সুধার আধার হৃদয় ভাণ্ডার হইতে দুঃখকে আকুল আহ্বান শোভা পায় তোমার আমার ন্যায় নরকের কীট সুখকে উপেক্ষা ও দুঃখকে সাগ্রহে আলিঙ্গন করিতে চাহিবে কেমন করিয়া? আমাদের সংকীর্ণ হৃদয়ে যে দুঃখ ঘড়ি ঘড়ি হরিনাম স্মরণ করাইয়া দেয় সে দুঃখ চাহিবার ঐকান্তিকী ইচ্ছা নাই সুতরাং হরির কৃপাও আমাদের উপর তথৈবচঃ।

ভবপারের কর্ণধার হরিকে পাইতে চাহিলে তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকা চাই কিন্তু ডাকিব কেমন করিয়া তাহাত জানি না—ডাকিবার মত ডাক যে হৃদয় কন্দর হইতে বহির্গত হয় না; কত দিন ডাকিয়াছি উপরে উপরে ভাসা ভাসা, সে ডাক শুনিয়া কি বৈকুণ্ঠপতির আসন টলিতে পারে। যে ডাকে প্রেমা

নাই—যে ডাকে ভক্তিভাব নাই—যে ডাকে লোমাঞ্চ নাই সে ডাক সেখানে পৌঁছিতে পারে না সুতরাং আমাদের ডাকা অলীকত্বে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে।

বৈষ্ণব জগতে ভক্তির ভাণ তিষ্ঠিতে পারে না—সেখানে সোণা রূপা নুড়ি মিছরির দর এক নহে; যার যেমন ওজন তার তেমন দর। সেখানে ভেজাল জিনিসের আদর নাই—দরও নাই। যখন ভেজালকে জ্বালাইয়া পোড়াইয়া বাছিয়া গুছিয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া আসলে পরিণত করিতে পারিবে তখনই তাহার অভিব্যক্তি—তখনই তাহার অপূর্ণ অংশ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে। সংসারী জীব আমরা, আমাদের মানবত্বের বিকাশ যদি ঈপ্সিত হয় তবে ভাই! মনের ময়লা ছুটাও, বিদ্বেষ বিনাশ কর, অহঙ্কার দূর করিয়া দেও, অভিমানে ইন্ধন যোগাইওনা! তুমি বড় বলিয়া দর্প করিওনা তুমি ছোট বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিওনা ভগবানের রাজ্যে প্রেমের রাজ্যে—ভক্তিমার্গে—বিশ্বাসের মানদণ্ডে সব এক গো সব এক! তুমি আমি, রাম শ্যাম সকলেই সেই পরাৎপর পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের জীব সুতরাং তাঁহার নিকট সকলের অধিকারই সমান। সেখানে জাতির বিচার নাই কিন্তু কর্ম্মের বিচার পূর্ণরূপে প্রতিভাত। ভক্তি মার্গ বড়ই সরল—খুবই প্রশস্ত। সে মার্গে আঁকা বাঁকা নাই—সে পথের পথিককে মোড় ঘুরিতে হয় না—পথ চিনিবার জন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিতে হয় না। গুরু নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া এক মন এক প্রাণে চলিতে আরম্ভ করিলে, চক্ষু বুজিয়া সেখানে সেই অভিলষিত স্থানে পৌঁছিতে পারা যায়! কিন্তু পথের সম্বল কিছু লওয়া চাই সে সম্বল, হরিনাম! হরিনাম!! হরিনাম!!! জন্মের সময় হুলুধ্বনি দিয়া আবাহন মৃত্যুর সময় ব্রহ্ম নামে জীবদেহের বিসর্জ্জন! এই নিয়মই যখন পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে তখন মধ্যভাগটার অসদ্ব্যবহার না করিয়া যাহাতে তাহার সদ্ব্যবহার হয় সেই জন্যই বলি এস ভাই! মহাজনগণের সুরে সুর মিলাইয়া বলি :—

অবিদ্যা মলেতে রয়েছে মলিন
চিত্ত দরপণ হায়।
যাঁর শক্তিবলে হইয়া মার্জ্জিত
সেই মল দূরে যায়॥

জন্ম মৃত্যুময় এ ভব-কান্তারে
দুঃখ দাবানল জ্বলে।
নিভে যায় সেই মহা দাবানল
যেই নাম ধারা বলে॥
সংসারী জীবের সর্ব্ব শ্রেয়ঃরূপ
কুমুদ প্রফুল্ল হয়।
যেই চন্দ্রিকায় সে চন্দ্রিকা ঝরে
হলে নাম চন্দ্রোদয়॥
পরাবিদ্যারূপা কুলবধূ যিনি
তাঁহার জীবন ধন।
যাঁহার প্রকাশে আনন্দ অম্বুধি
বৃদ্ধি পায় প্রতিক্ষণ॥
প্রতি পদে পদে পূর্ণামৃত ধারা
বহিয়া যে নাম হ'তে।
সবার আত্মার করে তৃপ্তিদান
সন্তোষিয়া বিধিমতে॥
শ্রীকৃষ্ণনামের হেন সংকীর্ত্তন
যাঁহার তুলনা নাই।
পরম মঙ্গল স্বরূপ যাঁহার
এস তাঁর নাম গাই॥

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরীবর্ম্মা।

সহকারী সম্পাদক
রাজসাহী বৈষ্ণব-সমিতি।

জয়োল্লাস ।

(বঙ্গমাতা ও পুত্র)

পুত্র। মাতঃ! করি প্রণিপাত কর আশীর্ব্বাদ
মোরে, যাইতেছি মহারণে, পারি যেন
হ'তে পূর্ণকাম, জিনি ঘোর অরিদলে
পরাইতে জয়মাল্য মাতার গলায়।
অথবা ত্যজিয়া দেহ স্বদেশ কারণ,
লভিবারে শান্তিময় অমর আশ্রয় ॥

মাতা। কি বলিলি, কি বলিলি বাছা? যাবি তুই
কোন্ মহারণে, য়ুরোপের ঘোরাহবে?
না হবে কখনো। দুর্দ্ধর্ষ দানব মাঝে
কেন গিয়া ত্যজিবি পরাণ? নহে তারা
মানুষ কখনো। নরের শোণিতে যারা
ভাসাইছে দেশ, দীনের কুটীর যারা
ক'রে অগ্নিসাৎ, শুনিতেছ জয়োল্লাস।
যাহাদের তাড়নায় নরনারী সব
হারাতেছে প্রাণ, স্বধূম দীপ্তাস্ত্রে যারা
মহাচল করে উৎপাটিত, তারা কি
মানব! দয়ালেশ আছে কিরে তাদের হৃদয়ে!
তুই যদি যাস্ বাছা সে ঘোর-সমরে,
চির জনমের মত মজাইবি মোরে,
জ্বালাবিরে শোকানলে বৃদ্ধার পরাণ ॥

পুত্র। সে কি মাতঃ! কেন হও বিধুরা এমন
কেন কর অশ্রু বিসর্জ্জন শুভকাজে

রাজার মঙ্গল তরে, স্বদেশের তরে
যায় যদি প্রাণ, ক্ষতি কিবা তায়! তবু
চিরদিন ঘোষিবে জগতে জননীর
মোর; স্বার্থত্যাগ পুত্রদানে দেশহিতে।
মাতঃ! কেন হও এবে অধীরা এমন!
কতদিন শুনিয়াছি তবমুখে—"বীর
প্রসবিনী এ ভারত ভূমি'। ভারতের
প্রতি রেণুকণা, বীরবপু সমুদ্ভূত।
বীরবংশধর মোরা ক্ষত্রিয়-কায়স্থ
চিত্রগুপ্ত মহাবংশ প্রসিদ্ধ ভারতে।
রাজ অনুগ্রহে যদি পেয়েছি সুযোগ,
রহিব না কাপুরুষ সম; দেখাইব
কি করিয়া বীরদর্পে ত্যজিত পরাণ,
ভারতের দ্বিজবংশ কায়স্থ-সমরে।
বুঝিবে সকলে, দুরধর্ষ মৃগেন্দ্র শাবক,
নাহি করে দম্ভী রণে পুচ্ছ প্রদর্শন।

মাতা। জানি সব; নহে অবিদিত কিছু মোর,
কিন্তু কোন্ প্রাণে পাঠাইব তোরে সেথা
ধৈরয না মানে চিত, মনে হয় সদা
রণে তোর, কালপূর্ণ হবে সুনিশ্চিত;
সে দুর্দ্ধর্ষ জার্ম্মাণের সনে বাঙ্গালীর
যুদ্ধে জয় মেষের কুঞ্জর জয় প্রায়।

পুত্র। বাঙ্গালী কি নহে শূর? বীর রক্তধারা
পূর্ব্ব পুরুষের বিন্দুমাত্র নাহি কিবা
বাঙ্গালী হৃদয়ে? নহে কি এ বঙ্গভূমি
মাতৃভূমি সীতারাম রাজা প্রতাপের?
ভাব মাতা, কি প্রকার শৌর্য্যবান্ ছিল
সীতারাম, প্রবল প্রতাপ; ঘোর চমূ নাশি

বারংবার মোগলের, স্থাপিল যে
বাহুবলে সুবিস্তীর্ণ রাজ্য বাঙ্গালায় ॥

মাতা। সত্য বটে! কিন্তু কোথা সেই শক্তি এবে
পালিত কেশরী যথা হয় শক্তিহারা
কুঞ্জর বধিতে, নিবিড় নীরদ জালে
ঢাকে যথা তেজঃ, অংশুমালা চন্দ্রমার
তোমরাও সেইরূপ, সেইরূপ থাকি
বীর্য্য, কান্তি, শৌর্য্য ফেলিয়াছে হারাইয়া।
তবে কি করিবে তুমি সম্রাটের হিতে
স্বল্পপ্রাণ ভিক্ষাজীবী বাঙ্গালী সন্তান?

পুত্র। আর কিছু না পারি করিতে, তুচ্ছপ্রাণ,
বলি দিব মাতৃনামে, অরাতি সংগ্রামে;
সন্তোষিব রাজারূপী দৈবত মহান্
দেখাইব বঙ্গপুত্র নহে আর মেষ
বুঝাইব, শিখাইব ভ্রাতৃগণে দিতে
প্রাণ অকাতরে, দেশহিতে, বীরগর্ব্বে।

মাতা। ভীষণ সঙ্কল্প তব! মরিবে আতঙ্কে
কেন হলরে বিকার সহসা এমন
তুই মোর নয়নের মণি, তোরে ছাড়ি
থাকিব কেমনে? আঁধার অবনী মম
তোমা বিনা! ত্যজ বাছা প্রতিজ্ঞা দারুণ।

পুত্র। হয়ো না মা! ব্যকুলা এমন! কৃপা যদি
থাকে তব আসিব ফিরিয়া। নাহি ফিরি
অচিরে হইবে দেখা, সেঃ অমর পুরে,
শান্তি যেথা চির-বিরাজিত।

মাতা। ধন্য, ধন্য বাপ তুমি!
কিন্তু প্রবোধ না মানে মন! মায়া পাশে
আবদ্ধ মানব॥

পুত্র। অনিত্য সংসার মাগো! পদ্মপত্রে জল
সম করে টলমল। মনে কর মাগো
স্নেহের কুসুম তব, দিয়াছ অঞ্জলি
শ্যামাপদে, স্বদেশের মঙ্গল কারণ।
দাও সাজাইয়া মোরে যথা আর্য্যনারী
দিত সাজাইয়া পুত্র, অরাতি সংগ্রামে।

মাতা। আয়! বাছা আয়! জুড়াই পরাণ মোর
ধরি কোলে তোমা হেন ধনে, জনমের
তরে বুঝি হারালাম আর বাছা কোলে মম॥

পুত্র। করি প্রণিপাত পদে আশীষ বরষ মাতঃ
মতি যেন থাকে মম শ্রীগোবিন্দ পদে।
রক্ষিবেন তিনি বিপদ সাগরে মম

মাতা। করি আশীর্ব্বাদ, ধর বিজয়-পতাকা,
শিক্ষা দাও দেশে দেশে বৎস মাতৃভক্তি
রাজভক্তি, ত্যজিতে নশ্বর প্রাণ হেন
স্বর্গাদপি গরীয়সী মাতৃভূমি তরে।

শ্রীভূষণচন্দ্র বসুবর্ম্মা—
যশোহর।

দশ লক্ষ টাকা দান।

এক জন প্রচ্ছন্ন নামা ইয়োরোপীয় দাতা বঙ্গদেশীয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে দশ লক্ষ টাকা শিক্ষার্থে দান করিবার সময় প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি তাহার নাম প্রকাশ করিতেছেন না কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য কি মহৎ তাহা শ্রবণ করুন:—

An annonymous European donor has made a magnificent offer to place at the disposal of the Government of Bengal the

sum of ten lakhs of rupees for the advancement of Education in Bengal and particularly in Calcutta for the benefit of all Classes of the Community Europeans, Anglo-Indians, and Indians.

"Bengalee Saturday 29th June 1918"

অর্থাৎ জনৈক বেনামী ইংরেজ দশ লক্ষ টাকা শিক্ষা বিস্তার কল্পে বঙ্গ দেশস্থ শাসন কর্ত্তার হস্তে ন্যাস্ত করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য অতি মহান। ... ইংরেজ ফিরিঙ্গী এবং ভারতবর্ষীয় গণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করাই তাহার ইচ্ছা। তবে অধিক পরিমাণের টাকা ইংরেজ দিগের জন্য তন্নিম্নে ফিরিঙ্গী দিগের জন্য এবং অতি অল্প পরিমাণের টাকা ভারতবর্ষীয় গণের জন্য দেওয়া হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় গণের জন্য যে ব্যয় হইবে তাহা প্রধাণতঃ নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি দিগের বালক-বালিকা গণের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবে এবং তাহা কলিকাতার নিকট বর্ত্তী স্থানে। ইহা ব্যতীত শিল্পবিদ্যা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রগণ ও শিবপুর কলেজের ছাত্রগণের মধ্যেও এই অর্থ ব্যয়িত হইতে পারিবে।

আমাদের দেশের ও কয়েক জন খ্যাত নামা ব্যক্তি শিক্ষা বিষয়ে দান করিয়াছেন তন্মধ্যে ৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের টোল শিক্ষা বিস্তার জন্য লক্ষাধিক টাকা দিয়াছিলেন।

তাঁহার ব্রাহ্মণ-হৃদয় ছিল; ব্রাহ্মণের উপকারই তাঁহার প্রধানতম লক্ষ্য ছিল। এই দান হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ-কুমার গত কয়েক বৎসর মধ্যে শিক্ষা-প্রাপ্ত হইয়াছিল তাঁহারা কায়স্থাদি জাতীয় সামাজিক উন্নতি সাধনের বৈরী ইহা বোধ হয় অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ফলে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সর্ব্বসাধারণের শিক্ষার পথ মুক্ত দেখিয়া এবং তাহা হইতে ব্রাহ্মণ প্রাধান্যের ব্যাঘাত সম্ভাবনা হইয়াছে ভাবিয়াই তিনি এই সাম্প্রদায়িক দান করিয়াছিলেন।

প্রাতঃস্মরণীয় স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের দান অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হৃদয়তা প্রকাশ করিলেও তাহা ... দান হয় নাই। বঙ্গের কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী ... তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের ধারণা নির্দ্দোষ নহে তথাচ কায়...

হইতে তাঁহাদের ক্ষত্রভাবের উন্মেষ জন্য বিশিষ্ট উপকার পাইবে প্রত্যাশা করিয়াছিল কিন্তু সেরূপ কিছু হয় নাই ফলতঃ তাহাদের দান কল্পনা কালে ক্ষত্রিয়ত্বের বিকাশ ও বিস্তার সম্বন্ধে বোধ হয় তাহাদের কোন চিন্তা জাগ্রত ছিল ; কায়স্থজাতি যে আব্রাহ্মণ সকলকে ব্যাপিয়া আছে এবং জলস্পর্শ দোষ, খাদ্যস্পর্শ দোষ ও দেবস্পর্শ দোষ প্রথাদ্বারা যে তাহাদের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতির বি: ঘটিতেছে এ কথা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাঁহারা জাতীয়তা প্রসার জন্য মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু যে রোগ বশতঃ জাতীয়তা প্রস্ফুটিত হইতে পারিতেছে না, টিউবার কিউলেসিদের ন্যায় যাহাতে জাতীয়তার মূলক্ষয় করিতেছে তাহার সম্যক অনুসন্ধানপূর্ব্বক ঔষধ নির্ব্বাচন তাঁহাদের চিন্তাধীন হয় নাই। সুতরাং তাঁহাদের দানদ্বারা জাতীয় জীবন আশানুরূপ স্বাস্থ্যলাভ করিবে না। আর একজন দাতার বিষয়ও আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি। ইনি হইয়াছেন ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত চৌদ্দরশী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী। ইনি সাহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; যাহাকে অবনমিত জাতি (depressed class) বলে ইনি সেই class বা শ্রেণীর লোক। কায়স্থেরা যেরূপ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন ইহারাও সেইরূপ বৈশ্যত্বের দাবী করেন ; কায়স্থেরা যেমন দেবস্পর্শ দোষ খাদ্যস্পর্শ দোষ প্রথাদ্বারা ঘৃণিত ; ইহারা তাহায় আর এক ডিক্রি নীচে জলস্পর্শ দোষ প্রথা দ্বারা অবমাণিত। কায়স্থের যেমন দেবস্পর্শ দোষে ও খাদ্যস্পর্শ দোষে কোন অপমান বোধ নাই। তাঁহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী যেমন কথার কথা কোন সুচিন্তিত মূল্যবান অধিকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে নহে। সাহা মহাশয়দের ও উপরোক্ত হীনতা-ব্যঞ্জক স্পর্শ দোষ ও খাদ্যস্পর্শ দোষের অতিরিক্ত জলস্পর্শ দোষ নামক অতি হীন প্রথায় কোন অপমান বোধ নাই এবং তাহাদেরও বৈশ্য- ত্বের দাবী, কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীর ন্যায় ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। কায়স্থদে যেমন প্রবীন দাতা দানকালে তাঁহারা যে ক্ষত্রবংশোদ্ভব ছিলেন বা আছেন তাহারা সম্পূর্ণই বিস্মৃত ছিলেন, এই সাহাবংশীয় রমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ে: তদপেক্ষা অধিক আত্মবিস্মৃতি দেখা যায়। যদিও তাঁহার দান স্যার পালিত স্যার ঘোষ মহাশয়ের দানের তুলনায় খুব উচ্চ নহে, তথাচ তাহার অবস্থানুসারে [illegible] হয় না। তিনি ইংরাজ [illegible] সভার প:

নির্ম্মাণ জন্য এককালীন ২৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন এবং শুনা গিয়াছে আর কিছু টাকা লাগিলে তিনিই দিবেন। এতদ্ব্যতীত তিনি উক্ত সভার টোলে মাসিক ৫০৲ টাকা দিতেছেন। ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ তাঁহার দানের ফল। কিন্তু ইহার কোন কাজেই তাহার বৈশ্য-হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না। গীতার সময় হইতেই বৈশ্যকে পাপবংশ বলা হইয়া আসিতেছে।

মাং হি পার্থব্যপাশ্রিত্যযেঽপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথাশূদ্রা, স্তেঽপিযান্তিপরাং গতিম্।

গীতা ৯ম অধ্যায় ৩২ শ্লোক।

এতাদৃশ শিক্ষায় এই জাতির হৃদয় এত নিস্তেজ করিয়া রাখিয়াছে যে কায়স্থজাতির স্মৃতি লোপের ন্যায় ইহাদের আত্মবিস্মৃতি এত অধিক হইয়াছে যে তাহার প্রতিবিধান জন্য আদৌ কোন চেষ্টা নাই। দৃষ্টান্তস্থলে বলিতেছি বরিশালে রমেশ বাবু যে দান করিলেন তাহাতে কি তিনি এমন যুক্তি করিতে পারিতেন না যে ধর্ম্মসভার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আচরণীয় জাতির ব্রাহ্মণ ও বর্ণ ব্রাহ্মণের তুল্য অধিকার থাকিবে, ব্রাহ্মণ ভোজন কালে তাঁহারা একত্রে পানাহার করিবেন। সভার দেবতা প্রকাশ সময় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তুল্য ভাবে যোগ দিবে ইত্যাদি। সেইরূপ কলেজ স্থাপনের দান কালে তিনি এ যুক্তি করিয়া লইতে পারিতেন যে কলেজের ছাত্রগণকে সাহাজাতীয় ছাত্র ও ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈশ্য ছাত্র তুল্যভাবে বাস করিবে কেহ কাহার স্পর্শ দোষাবহ মনে করিবে না ইহা ত কিছুই তিনি করিলেন না। ফলে ব্রাহ্মণেতর দাতা মহোদয়েরা স্বল্প জাতীয় উন্নতিকালে কিছুই করিতেছেন না। সুতরাং তাহাদের জাতি গুলির অবস্থা হেয়ই থাকিয়া যাইতেছে। (ক)

শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা

(ক) মেঘমালা যখন জলবর্ষণ করেন, তখন কি তাহারা উর্ব্বরা জমিতে কম জল বর্ষণ করিয়া ঊষর জমিতে বেশী জল ঢালিয়া দেন না? সকলের প্রতি সমভাবে জলদান করেন।

সম্পাদক।

সমালোচনা।

দারুব্রহ্ম।—অর্থাৎ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ইতিহাস। এই ইতিহাস খানী পরম শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ বসু মহাশয়ের প্রণীত। ইনি পুরী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের হেডক্লার্ক বর্ত্তমানে স্বাস্থ্যের জন্য পুরীর নিকট ভুবনেশ্বরে বাস করিতেছেন। ৭৩ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ মূল্য।৵ আনা মাত্র। তাঁহার লিখিত পুনর্জ্জন্ম, অষ্টাঙ্গ যোগ, জন্মান্তর বাদ প্রমাণ পূর্ণ ধর্ম্মোপন্যাস 'অমিয়া' আর্য্যকায়স্থ প্রতিভায় সমলোচনা করিয়াছি। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব আমাদের পরম উপাস্য দেবতা এবং শ্রীক্ষেত্রে হিন্দুদিগের পরম তীর্থ স্থান এই দারুব্রহ্ম গ্রন্থখানী আমরা সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহার মূল্য যৎ সামান্য কিন্তু ইহাতে যে মহারত্ন নিহিত আছে তাহা অমূল্য। আরও দুইটী সমালোচনা স্বাস্থ্যমন্দির-পত্রিকা গ্রীষ্মখণ্ড এবং চক্রশালার ইতিহাস স্থানাভাবে দেওয়া গেল না। সম্পাদক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কয়েক জন বদান্য গ্রাহকের সাহায্যে আমরা "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" অতি কষ্টে প্রকাশ করিতেছি। এত কাঁদাকাটীর পরও প্রায় অর্দ্ধেক ভিঃপিঃ ফেরত আসিতেছে। গ্রাহক মহোদয়গণের ভিঃপিঃ ফেরত দেওয়া একটী রোগ বিশেষ। এই ব্যাধি হইতে যাহাতে প্রতিভা নিরাময় হইতে পারে তজ্জন্য উহার বৃদ্ধ সম্পাদক নির্ব্বন্ধাতি সহকারে গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। কায়স্থ সমাজের মঙ্গলার্থে পোষ্টেজ সহিত বার্ষিক ২৲ টাকা দান সকলেই দিতে পারেন। এই ভিক্ষা প্রার্থী হইয়া যখন প্রতিভা সম্বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র তাঁহাদের দ্বারস্থ হয় তখন আশা করি গ্রাহক মহোদয়গণ অতিথিকে নিরাশ করিবেন না। পাশ্চাত্য যুদ্ধাবসানে কাগজের

মূল্য পূর্ব্বের ন্যায় হইলে আবার প্রতিভার মূল্য ১৷৹ টাকাই হইবে। আর অধিক কিছু বলিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।

২। সমগ্র রুষের অধিপতি সম্রাট জার নিকোলাসকে সাইবেরীয়া অন্তর্গত ইউরাল প্রদেশে একটারীণ বার্গ নগরে পশুর ন্যায় অতি নির্দ্দয়রূপে গুলি করিয়া নিহত করা হইয়াছে। তাহার এইরূপ মৃত্যুতে সমগ্র ইউরোপ শোক প্রকাশ করিতেছেন।

৩। সমর-সংবাদ।—পাশ্চাত্য যুদ্ধ বর্ত্তমানে আর তেমন বল বিক্রমে সহিত চলিতেছে না। জার্ম্মাণী ক্রমেই হীনবল হইয়া হটিতেছে। এবং সবান্ধব ইংরাজপক্ষের বিজয় আশা ক্রমশঃই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে।

৪। কলিকাতা নগরে ইনফ্লুয়েঞ্জা অর্থাৎ ডেঙ্গু জ্বরের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান জুলাই মাসের ১৫ দিনের মধ্যেই সহর তোলপাড় করিয়াছে। দলে দলে লোক শয্যাগত। প্রায় বাটীতেই রোগীর পরিচর্য্যা করিবার লোকাভাব। আদালত, আফিস, ব্যাঙ্কের অধিকাংশ কর্ম্মচারী শয্যাগত। সাধারণতঃ এই জ্বর মারাত্মক নহে এবং ৩ দিনে পরে জ্বর ছাড়িয়া যায়। কিন্তু শরীরকে এতাধিক দুর্ব্বল করিয়া ফেলে যে জ্বর ছাড়িয়া গেলেও ২০।২৫ দিনের মধ্যে দেহ সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয় না। দেহকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম না দিলে এই রোগ মুক্ত হওয়া যায় না, ইহাই এই রোগের প্রধান ঔষধ। এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক। পল্লীগ্রামে এই রোগ প্রবেশ না করে তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

৫। এইবার শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রা উপলক্ষে ৩ জন যাত্রী রথের চক্রের নিম্নে নিপতিত হইয়াছিল। একজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় অপর দুইজনকে বিপজ্জনক অবস্থায় হাঁসপাতালে রাখা হইয়াছে। রথ টানিবার সময় একটী সাঁকর নিকট আসিলে নির্দ্দিষ্ট পথ অতিক্রম করিয়া রথ বাহিরের দিকে চলিয়া যায়। পুরীর ম্যাজিষ্টেট সাহেব রথের সঙ্গে ছিলেন কিন্তু রথ থামাইতে পারেন নাই।

৬। ফরিদপুর কলেজ।—শ্রীভগবানের ইচ্ছায় এবং মাননীয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয়ের অক্লান্ত যত্নে ও উদ্যোগে বিগত ১০ই জুলাই হইতে ফরিদপুর কলেজ খোলা হইয়াছে। মধ্য পরীক্ষা জন্য ২টী

শ্রেণী স্থাপিত হইয়া ১ম বর্ষের শ্রেণীতে প্রায় ২৩১ জন ছাত্র এবং ২য় বর্ষের শ্রেণীতে প্রায় ৬০ জন ছাত্র ভর্ত্তি হইয়াছে ফরিদপুর কলেজে যে সকল ছাত্র ভর্ত্তি হইতেছে, অনেকেই তাঁহাদের মধ্যে দরিদ্র এই ৩০০ ছাত্রের জন্য কেবলমাত্র ১০টী বিনাবেতনে ছাত্রবৃত্তি (free student ship) গ্রহণ করিবেন শুনা যাইতেছে। এতাধিক ছাত্রের মধ্যে বিনাবেতনে ১০ জন ছাত্র লওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে। যে প্রকার বালকদিগের অবস্থা আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি তাহাতে অন্ততঃ ৩০টী ছাত্র বিনা বেতনে লওয়া উচিত ছিল। বর্ত্তমানে প্রিন্সিপালের সহিত ৫ জন অধ্যাপক কার্য্য করিতেছেন। আমরা আশা করি সমবেত যত্নে ও সাহায্যে উচ্চশিক্ষার জন্য এই বিদ্যালয়টী দৈনন্দিন উন্নতির পথে আরোহন করিবে। যদি বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ অবৈতনিক ছাত্রবৃত্তি (Free ship) দশটির বেশী দিতে না পারেন তবে তাহারা দয়া করিয়া সাধারণের সাহায্য দ্বারা একটী ফণ্ড স্থাপন করিবেন যাহা হইতে দরিদ্র ছাত্রগণ উক্ত কলেজে অধ্যয়ন করিতে সাহায্য পাইতে পারে।

৭। অবনমিত জাতি ও জলচল।—যে মহাত্মার প্রযত্নে ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ স্থাপিত হইয়াছে বর্ত্তমান আষাঢ় সংখ্যা আর্য্য কায়স্থ প্রতিভায় দশলক্ষ টাকা দানশীর্ষক প্রবন্ধে তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এই প্রবন্ধের লেখক বরিশাল নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকারবর্ম্মা মহাশয়। বঙ্গদেশে শিক্ষা বিস্তার কল্পে কয়েক জন বদান্য মহাত্মা গণের দানের বিষয় পরিকীর্ত্তন করিয়া লিখিতেছেন :—

"আর এক জন দাতার বিবর ও আমরা এস্থলে উল্লেখ করিতে পারি, ইনি হইয়াছেন ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত চৌদ্দরসি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র রায়চৌধুরী-ইনি সাহা বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যাহাকে অবনমিত জাতি (depressed class) বলে ইনিসেই class বা শ্রেণীর লোক। কায়স্থেরা যেরূপ ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন ইহারাও সেরূপ বৈশ্যত্বের দাবী করেন কায়স্থেরা যেমন দেবস্পর্শ দোষ, খাদ্য স্পর্শ দোষ, প্রথাদ্বারা ঘৃণিত ইহারা তাহার আর এক ডিক্রি নিচে জল স্পর্শ দোষ প্রথা দ্বারাও অবমানিত ; কায়স্থেরা যেমন দেবস্পর্শ দোষে ও খাদ্য স্পর্শ দোষে কোন অপমান বোধ নাই

তাহাদের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী যেমন কথার কথা কোন সুচিন্তিত মূল্যবান অধিকার প্রাপ্তির উদ্দেশে নহে। সাহামহাশয় দিগের উপরোক্ত হীনতা ব্যঞ্জক দেবস্পর্শ দোষ ও খাদ্য স্পর্শ দোষে অতিরিক্ত জল স্পর্শ দোষ নামক অতিহীন প্রথায় কোন অপমান:বোধ করেন না এবং তাহাদের ও বৈশ্যত্বের দাবী কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বের দাবীর ন্যায় ফাকা আওয়াজ মাত্র। কায়স্থদের যেমন দুই জন প্রধান দাতা দানকালে তাহারা যে ক্ষত্র বংশোদ্ভব ছিলেন তাহা সম্পূর্ণই বিস্মিত ছিলেন। এই সাহা বংশীয় রমেশচন্দ্র চোধুরী মহাশয়ের তদপেক্ষা অধিক আত্ম-বিস্মৃতি দেখা যায়। যদিও তাঁহার দান ন্যায় পালিত ওন্যায় ঘোষের দানের তুলনায় অতি উচ্চ নহে তথাচ তাহার অবস্থানুসারে তাহার দান নিন্দনীয় বলা যায় না। তিনি বরিশাল হিন্দুরক্ষিণী সভার গৃহ নির্ম্মাণ জন্য এক কালীন পঁচিশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন শুনা গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি উক্ত সভার টোলে মাসিক ৫০৲ টাকা দিতেছেন, ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ তাহার দানের ফল। কিন্তু ইহারা কোন কাজেই তাহার বৈশ্য হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় না ইত্যাদি।

৮। উক্ত প্রবন্ধে মধুসূদন বাবু লিখিতেছেন যে রমেশ বাবু ইচ্ছা করিলে বরিশাল-হিন্দুধর্ম্ম রক্ষিণী সভার গৃহ নির্ম্মাণ কালে সাহা জাতীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিত দিগের এবং ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজের সংস্থাপন সময় সাহা জাতীয় ছাত্রবৃন্দের জলস্পর্শ দোষ থাকিবে না এই প্রকার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন কিন্তু রমেশ বাবু অথবা তাহার পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী মহাশয় এইরূপ কোন চেষ্টা বা উত্তম প্রকাশ করেন নাই। বয়হন গঞ্জের প্রসিদ্ধ ধনী বদান্য প্রবর শ্রীযুক্ত রাসমোহন সাহা এবং শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল সাহা স্বজাতির জলস্পর্শ দোষ খণ্ডনের জন্য কিছু কিছু চেষ্টা করিতেছেন অন্ততঃ তাহার বয়হান গঞ্জ বাজারে সাহা বৈশ্যজাতির জলস্পর্শ দোষ প্রতীয়মান হয় না। আমরা আশা করি যে সকল সাহা মহাশয় দিগের নাম অন্য প্রতিভায় পত্ররাজি সুরঞ্জিত করিতেছে তাহারা অগৌণে স্বীয় জাতির উন্নতি কল্পে সভা সমিতির অনুষ্ঠান করতঃ অন্ততঃ সাহা জাতির জলস্পর্শ দোষ নিবারণ করিতে প্রাণ পণে চেষ্টা

—রি'বন

৯। সাহা বৈশ্য জাতির আদি বিবরণ বঙ্গ দেশস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈশ্য জাতি সকলেই অবগত আছেন। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বৈশ্য জাতির সাহা উপাধি, ক্ষত্রিয় কায়স্থের লালা উপাধির ন্যায় সম্মানিত। সাহা জাতি যে বাস্তবিক বৈশ্য তৎপ্রতি কাহারও সন্দেহ নাই। তাহারা গুণ কর্ম্ম বিভাগেও উচ্চস্থান অধিকার করিতেছে এমত স্থলে তাহারা যে দ্বিজ দিগের অধিকার পাইবেন না একথা কেহই সাহস করিয়া বলিতে পারিবেন না। স্বদেশীয় হুজুগের সময় যে সকল অবনমিত জাতি গুলি বঙ্গদেশে আছে তাহাদের উন্নতি কামনা ব্রাহ্মণ দলপতিদের হৃদয়ে অবির্ভূত হইয়াছিল। আমাদের এই ফরিদপুর জেলায় স্বদেশী নেতা দিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় অন্যতম। আমার মনে হয় একটী স্বদেশী সভায় যখন নমঃশূদ্র দিগের জল চল সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে ব্রাহ্মণ বৈশ্য এবং কায়স্থ গণের সাহার্য্য পাইলে আমি তাহাদিগকে জল চল করিয়া লইতে পারি। আপনারা যদি সকলেই স্বীকার হন তবে এই ফরিদপুর সহরে ২। ৪টী নমঃশূদ্র চাকর নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা জল চলের সমস্যা মীমংসা করিতে পারি। আপনারা যদি সকলেই তাহাদের আনীত জল পানকরিতে স্বীকার করেন তবে আমিও করিতে পারি ইত্যাদি। কিন্তু আজ সে হুজুক নাই। বঙ্গ বিভাগ রদ হইয়াছে। আমরা সকলেই নমঃশূদ্র দিগের জল চলের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। অবনমিত জাতি এবং জল চলের অনেক কথাই বলিলাম আশাকরি বৈশ্য সাহা মহোদয়গণ তাহাদের স্বজাতি সম্বন্ধে কর্ত্তব্য কার্য্যে অগ্রসর হইবেন।

সম্পাদক

ওঁশ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নঃ

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১১শ খণ্ড। শ্রাবণ ১৩২৫ সাল। ৪র্থ সংখ্যা

পুরীধামে গৌরাঙ্গ স্মৃতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত শেষ)

সার্ব্বভৌমের মঠ দর্শন করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী রাধাকান্ত মঠ দেখিতে গেলাম। এই মঠে মহাপ্রভু একাদিক্রমে ১২ বৎসর গাম্ভিরা লীলা করেন। এই মঠ রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশিমিশ্রের কাম-ভবন। এই স্থানে প্রভু-ভক্তগণ সঙ্গে যে লীলা প্রকট করেন তাহা বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য লোকের বুঝিবার শক্তি নাই। এইস্থানে একটি সামান্য কক্ষের মধ্যে প্রভুর কমণ্ডলু কাষ্ঠপাদুকা পরিধেয় কন্থা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। কন্থা একটী ছোট বাক্‌সের মধ্যে আবদ্ধ এবং একদিকে কাঁচ দ্বারা বেষ্টিত তাহার মধ্যে দিয়া উহা দর্শন হয়। শুনিলাম উহা বড়ছিল, কিন্তু ভক্তগণ একটু একটু করিয়া ছিঁড়িয়া লওয়াতে অতি অল্পই রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ওটুকুও যাহাতে কেহ না লয় এই জন্য বাক্সের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। বাক্সটী হস্তে লইয়া একবার বক্ষে ধারণ করিলাম পাদুকা দুই খণ্ড মস্তকে ধারণ করিলাম। আহা! কন্থায় কতই প্রেমাশ্রু পতিত হইয়াছিল তাঁহার জীবন চরিত পাঠে জানিতে পারা যায়

প্রভুর চক্ষু হইতে পিচিকারীর ন্যায় অশ্রু বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী লোকদিগকে আর্দ্র করিয়া দিত তাঁহার পরিধেয় এই কন্থা খণ্ডটীও যে চক্ষের জলে আর্দ্র হইয়া যাইত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সেই কন্থা অঙ্গ স্পর্শ করিলাম। কি সৌভাগ্য এক জন ভক্ত বলিয়াছিলেন প্রভুর এই কন্থা স্পর্শ করিলে ৭ দিন পর্য্যন্ত ভাবাবেশ থাকে সে জন্য অল্পক্ষণ পর্য্যন্ত কন্থার বাক্সটী সর্ব্বাঙ্গে লাগাইতে লাগিলাম। একজন ব্রাহ্মকে এই কন্থা দেখাইয়াছিলাম তিনি উহা স্পর্শ মাত্রেই চক্ষের জলে ভাসিতে লাগিলেন। ভিতরে প্রেম না থাকিলে প্রেমাশ্রু পতিত হয় না!

এই কক্ষের মধ্যে প্রভু রামরায়, স্বরূপ, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণকে লইয়া কখন রাধাভাবে কখন বা শ্রীকৃষ্ণভাবে মোহিত হইয়া থাকিতেন এবং শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণ বিরহে যে যে প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়া ছিলেন সেই সমস্ত নিজে আচরণ করিয়া ভক্তগণকে দেখাইয়া ছিলেন। বৈষ্ণবগণ মধুর ভাবে ভজন করিয়া থাকেন। এই ভজন প্রাকৃত লোকের পক্ষে বোধগম্য হওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যাবতার গ্রহণ করিয়া নিজে আচরণ করিয়া মধুর ভাবের ভজন শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। মধুর ভাবের ভজনটীতে শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য এই চতুর্ব্বিধ ভাবও বর্ত্তমানে আছে সুতরাং এই ভজনটী যে সম্পূর্ণ তাহাতে আর তিল মাত্রাও সন্দেহ নাই কিন্তু লোকে ইহাকে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এই উচ্চাঙ্গের ধর্ম্ম প্রাকৃত মানুষ সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া লোকের নিকট অতি হেয় করিয়া ফেলিয়াছে তাই মধুর ভজনের নাম শুনিলেই শিক্ষিত ব্যক্তি শিহরিয়া উঠেন। শিহরিয়া উঠিবার সম্যক কারণও আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। মধুর ভজনের নাম শুনিলেই লোকের মনে কামের লীলাখেলার কথা উদিত হয় সুতরাং ভয় হইবার কথাই বটে। অনধিকারী ব্যক্তির দ্বারা এই ভজনটী অতি কুৎসিত ভাব ধারণ করিয়াছে কিন্তু এই মধুর ভজনই প্রেমের ধর্ম্ম। কাম আর প্রেম ইহা দুই পৃথক বস্তু কাম ও প্রেম সম্বন্ধে "চৈতন্য-চরিতামৃত"কার শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন তাহা এইস্থানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম মহাবল॥
অতএব কাম প্রেম অনেক অন্তর;
কাম অন্ধকার প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।

ইত্যাদি—

প্রবন্ধ বৃদ্ধিভয়ে অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। এ সম্বন্ধে যাঁহারা অধিক পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা উক্ত গ্রন্থের আদিলীলার ৪র্থ পরিচ্ছেদ পাঠ করিলেই সম্যক বুঝিতে পারিবেন।

যখন তিনি পুরীধামে বাস করিতেন সেই সময় প্রতি বৎসর রথের পূর্ব্বে নবদ্বীপের ভক্তগণ পুরীতে আগমন করিয়া তাঁহাকে পুরীতে দর্শন করিয়া যাইতেন। এই সঙ্গে ভক্তগণ প্রভুর সেবার জন্য নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য আহরণ করিতেন তন্মধ্যে 'রাঘবের ঝালী' প্রসিদ্ধ। এখনও রথের পূর্ব্বে কলিকাতাস্থ বৈষ্ণবমণ্ডলী 'রাঘবের ঝালী' আনয়ন করিয়া থাকেন এবং সেই সমস্ত দ্রব্য এই রাধাকান্ত মঠে প্রভুর সেবার জন্য দিয়া থাকেন।

রাধাকান্ত মঠ দর্শন করিয়া উহার অতি নিকটে অবস্থিত সিদ্ধবকুল দর্শন করিতে গেলাম। এই স্থানে সাধকপ্রবর ব্রহ্মহরিদাস নামসাধনে রত থাকিতেন তাঁহার নাম-সাধনের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলাম না। কি নাম-সাধনই তিনি আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে আছে:—

নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন।
এই তিনে কৃষ্ণ প্রাপ্তি শোন সনাতন॥

গৌরাঙ্গের ভক্তগণের মধ্যে কেবল হরিদাসই নামে রুচির একমাত্র উদাহরণ স্থল। কোন বিষয়ে সম্পূর্ণ রুচি না থাকিলে সেই বিষয় লইয়া দিনরাত্র

অতিবাহিত করা যায় না। কেবল হরিদাসই দিনরাত্র নাম-সাধন লইয়া মগ্ন থাকিতেন।

এইস্থানে হরিদাস ও সিদ্ধবকুল সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত লিখিতে ইচ্ছা হইতেছে, কিন্তু ভয় হইতেছে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই জ্ঞাত আছেন তাহা বিস্তারিত লিখিয়া পাঠকদিগের বিরক্তির কারণ না হই। ভরসা এই যে গৌরাঙ্গ প্রভু ও তাঁহার ভক্তগণের মধুর লীলাকথা কখনও পুরাতন হয় না এবং ভক্তগণের নিকট বিরক্তিজনকও হয় না।

হরিদাস এইস্থানে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে মালাজপ করিতেন। এবং মহাপ্রভু প্রতিদিন সমুদ্র স্নানের সময় তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতেন। এই স্থান হইতে সমুদ্রও অতি নিকটে। সম্প্রতি একটী বকুল বৃক্ষ এই স্থানে দেখা যায়। বৃক্ষটী যে বহুকালের পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই। আর ৪০০ বৎসরই বা কয়টা দিন। এই বৃক্ষের বয়স আমার অনুমানে ৪০০ বৎসর হইবারই সম্ভাবনা। এই বৃক্ষটি সম্বন্ধে যে প্রবাদটি এখানে প্রচলিত তাহা লিখিলাম কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক বিবরণ কোন পুস্তকে দেখি নাই অন্ততঃ আমি যে সকল বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠ করিয়াছি তাহাতে নাই। যদি কোন গ্রন্থে উহার বিবরণ থাকে দেখিতে পারিলে পড়িতে ইচ্ছা আছে।

বৃক্ষটি শুধু বল্কলের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে। ভিতরে একটুও শাঁস নাই। বল্কলও বেশ মোটা এবং ভিতরে ফাঁপা সুতরাং এ প্রকার বৃক্ষ সচরাচর দেখা যায় না। তবে আমি দক্ষিণ দেশ ভ্রমণকালে বিষ্ণুকাঞ্চির মন্দিরের ভিতর একটী পুষ্করিণীর তীরে ঠিক এই প্রকার একটী বৃক্ষ দেখিয়া আসিয়াছি এই বৃক্ষ এবং সেই বৃক্ষে বিশেষ পার্থক্য নাই তবে ইহা বকুল বৃক্ষ কিন্তু সেটা পোলাং বৃক্ষ। সেই বৃক্ষটীও তথায় পূজিত হইয়া থাকে। এবং যাত্রীগণ ভক্তিভরে প্রণামাদিও করিয়া থাকে। সঙ্গের পাণ্ডা হিন্দি কিংবা ইংরাজী ভাষা জানিত না সুতরাং কাঞ্চির বৃক্ষের ইতিহাস লইতে পারি নাই।

প্রবাদ এই যে হরিদাস রৌদ্রে বসিয়া মালা জপ করিতেন। একদিন মহাপ্রভু ইহা দেখিয়া হরিদাসকে বলেন, তুমি রৌদ্রে জপ কর ইহাতে অবশ্যই তোমার কষ্ট হয় এই কথা বলিয়া তাঁহার হস্তস্থিত দাতনকাষ্ঠ তথায়

রোপন করেন। এই কাষ্ঠ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া একটী সুন্দর মহাতেজ-শালী বৃক্ষে পরিণত হয় এবং ইহার গুড়ি অত্যন্ত মোটা হয় কারণ পুরীর কোন রাজার রাজত্বকালে জগন্নাথের রথের চাকা ভঙ্গ হওয়াতে রাজা এই বকুল বৃক্ষ ছেদন করিয়া উহার গুড়িদ্বারা চাকা প্রস্তুত করিবার আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু যে দিন এই আদেশ হয় সেই রাত্রেই উহার মধ্যস্থান হইতে বৃক্ষটী ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ভিতরে সমস্ত কাষ্ঠ তিরোহিত হইয়া কেবলমাত্র বল্কল অবশিষ্ট থাকে। এখনও সেই ভগ্নাবস্থাতেই বৃক্ষটি অবস্থান করিতেছে।

এই বৃক্ষ মূলে উপবেশন করিয়া হরিদাস মালা জপ করিতেন এবং প্রতিদিন মহাপ্রভু তাঁহাকে এইস্থানে মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিতেন একদিন গোবিন্দমহাপ্রসাদ লইয়া যাইয়া দেখিলেন হরিদাস শয়ন করিয়া আছেন এবং অতি ধীরে ধীরে মালা জপ করিতেছেন। গোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন হরিদাস তোমার কি হইয়াছে। উঠ মহাপ্রসাদ গ্রহণ কর। হরিদাস বলিলেন আমার শরীর সুস্থ নাই এবং সংখ্যামালাও শেষ হয় নাই সুতরাং কিপ্রকারে প্রসাদ গ্রহণ করি। কিন্তু মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করিতে নাই সেই জন্য নিজেই প্রসাদ গ্রহণ করিয়া জিহ্বায় স্পর্শ করিলেন। হরিদাসের অসুস্থ সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। হরিদাস তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন প্রভু মন ভাল নাই কারণ সংখ্যামালা জপ হইতেছে না। প্রভু বলিলেন তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ এক্ষণে সংখ্যা কম করিয়া দাও। হরিদাস উত্তর করিলেন প্রভু তুমি শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই সুতরাং আমার প্রতি কৃপা করিয়া সেই লীলাটা আমাকে আর দেখাইও না। আমি অস্পৃশ্য পামর আমাকে যেবের দুর্ল্লভ বৈকুণ্ঠে লইয়াছ এবং যেভাবে নাচাইয়াছ সেই ভাবেই নাচিয়াছি এক্ষণে আমার বাসনা এই যে তোমার অগ্রে তোমার কমলচরণ হৃদয়ে ধরিয়া তোমার ঐ চাঁদবদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে তোমার ঐ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে ২ যেন আমি দেহ পিঞ্জর হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারি; আমাকে এই আশীর্ব্বাদ কর। মহাপ্রভু এই কথা শুনিয়া অবশ্যই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং সমুদ্র স্নানে গমন করিলেন। পরদিন প্রাতে ভক্তবৃন্দ সঙ্গে করিয়া তিনি হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার কুশলবার্ত্তা

জিজ্ঞাসা করিলেন ; হরিদাস বলিলেন ঠাকুর যেমন রাখিয়াছ তেমনি আছি। ইহার পর প্রভু ভক্তবৃন্দ লইয়া হরিদাসের আঙ্গিনায় কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। এই কীর্ত্তনের সময়ে তিনি হরিদাসের গুণের কথা সমস্ত ব্যাখ্যা করিলেন এবং সমস্ত ভক্তবৃন্দ তাঁহার চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন।

তদপর হরিদাস—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বলে বার বার।
প্রভুমুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করি উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ॥

হরিদাসের মৃত দেহ ক্রোড়ে ধারণ করিয়া প্রভু অনেকক্ষণ কীর্ত্তন ও নর্ত্তন করিলেন। তদপর দেহটী সযত্নে বিমানে তুলিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রে গমন করিলেন। এই দলের সর্ব্ব প্রথমে তিনি নিজে নৃত্য করিয়াছিলেন। সমুদ্রে স্নান করাইয়া তথায় বালির মধ্যে মৃতদেহটী নিজে প্রোথিত করিলেন। সেই প্রোথিত দেহটী অদ্যও বালুকা গহ্বরে নিমজ্জিত রহিয়াছে। প্রতিবৎসর ভাদ্রমাসের চতুর্দ্দশীতে সেই স্থানে উৎসব হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে অনেক বৈষ্ণবমণ্ডলী সমাধিস্থানে আগমন করিয়া কীর্ত্তনাদি দ্বারা অতি সমারোহের সহিত উৎসব সম্পাদন করিয়া থাকেন।

হরিদাসের মৃত্যুদিনে এখনও সিদ্ধবকুল তলায় প্রাতে সংকীর্ত্তন হয় এবং তথা হইতে সমুদ্র স্নানের পর সমাধিস্থানে উপস্থিত হইয়া কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে। সিদ্ধবকুল তলায় আমি কীর্ত্তনান্তে নিজেও আনন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।

ক্রমশঃ

শ্রীরতিকান্ত মজুমদার—

বঙ্গীয় কায়স্থ সভা

(সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ)

পূর্ব্বানুবৃত্তি ৪র্থ প্রবন্ধ

বারেন্দ্র উত্তর রাঢ়ীয় ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের সর্ব্বাংশে উপনয়ন সংস্কার অচিরেই প্রসারলাভ করিবে আমরা এমন আশা করিতে পারি। কিন্তু বঙ্গজ সমাজে উপনয়ন-সংস্কার অতি ধীরে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ইহার এক বিশেষ কারণ এইযে আমরা আপন ঘরে কে কাহার চাইতে কত বড় অদ্যাপি সেই ভাবনা, সেই গর্ব্বই আমাদের চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে। আমরা দেশের চক্ষে পৃথিবীর চক্ষে যে দিন দিন হেয় হইয়া পড়িতেছি, আমাদের পূর্ব্বমান গৌরবের কি ভয়াবহ অপচয় ঘটিয়াছে তৎপ্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই। আমরা আত্মবিস্মৃত। আমরা কেহ ভাবিতেছি, সকল কায়স্থই যদি যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিল, তবে সকলেই সমান হইয়া গেল, তবে কুলীনের সম্মান থাকিল কৈ? আবার কেহ ভাবিতেছি কুলীনেরা উপবীত গ্রহণ না করিতে কি আমাদের তাহা করা উচিত? আপনারা এই প্রকার কুসংস্কার ও অসার বিতর্ক ত্যাগ করিয়া যাহাতে সমগ্র কায়স্থজাতি বেদবিহিত আচার অবলম্বন করিয়া সমুজ্জল হইতে পারে তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হউন। যেমন কুলীন ও শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ সকলেরই উপনয়নে সমান অধিকার, তেমন কুলীন ও মৌলিক কায়স্থদেরও উপনয়ন সংস্কারে একই অধিকার। দেখিতেছেন সকল ব্রাহ্মণেরই যজ্ঞোপবীত আছে, কিন্তু তাহাতে কুলীন শ্রোত্রীয়, আচার্য্য অগ্রদানী সকলে সমান হইয়া যায় নাই।

আমি আমার বঙ্গজ সমাজের কুলীনদিগকে বলিতেছি, আপনারা মৌলিকদিগকেও অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিবেন না। আপনারা সমগ্র জাতির উন্নতি সাধনে তৎপর হউন, তাহাতে আপনাদের সম্মান আরও বৃদ্ধি পাইবে। তবে মৌলিকদিগকেও বলি, আপনারা নিজেদের বর্ণগত অধিকার লাভে কাহারও মুখাপেক্ষী হইবেন না। রাঢ়ের শূরনরপতিবংশ, বিক্রমপুরের সেনরাজবংশ

চন্দ্রদ্বীপের দেবনৃপতিবংশ—যাঁহারা এ দেশে শিক্ষাবিস্তার ও সমাজপুষ্টির জন্য কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ও স্বজাতীয় কায়স্থদিগকে আনয়ন করিয়াছেন, যাঁহারা কৌলিন্য মর্য্যাদা দান করিয়াছেন, আর যাহারা সমাজপতীত্ব করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই মৌলিকের বংশনাম ধারণ করিতেন। গৌড়ের পালরাজবংশকেও মৌলিকেরাই স্বশ্রেণী বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারেন। বিক্রমপুরের চাঁদকেদার রায়, ভূষণার মুকুন্দরাম রায় ও ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য মৌলিকদিগেরই গৌরবস্থল।

আর ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে আমাদের বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজে যেমন বসুঘোষাদি বংশ কুলীন, উত্তর রাঢ়ীয় সমাজে তদ্রূপ সিংহ ও ঘোষ বংশ এবং বারেন্দ্র সমাজে দাস, নন্দী ও চাকী বংশ কুলীন। তাঁহাদের কুলগ্রন্থেও উক্ত আছে যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কান্তকুব্জাদি প্রদেশ হইতেই আনীত হইয়াছে। আমরা বঙ্গজ সমাজের কুলগ্রন্থেও দেখিতে পাই আদিশূরের রাজত্বকালে কান্তকুব্জ হইতে দশরথাদি পঞ্চ কায়স্থ ব্যতীত দেবদত্ত নাগ, চন্দ্রচূড় দাস, জয়ধর সেন, চক্রধর পালিত প্রমুখ ২২ জন কায়স্থ বঙ্গে আগমন করেন এবং রাজা আদিশূর এই ২৭ জনকেই ২৭ খানা গ্রাম দান করেন। (ক) আপনারা যদি কুলগ্রন্থ মানেন তবে অবশ্য স্বীকার করিবেন যে তৎকালে বসুঘোষাদি কায়স্থ হইতে এই নাগ দাস সেনাদি কায়স্থগণ মর্য্যাদায় খাট ছিলেন না। প্রাচীন আচার্য্যচূড়ামণির গ্রন্থ হইতে বঙ্গজ ঘটককারিকায় প্রাথমিক কায়স্থ সমাজের যে পরিচয় উদ্ধৃত হইয়াছে তাহারও উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাহা হইতে জানা যায় কায়স্থগণ প্রথমে রাঢ়দেশে বাস করিতেন, এবং ক্রমে রাঢ়ভূমিতে তাহাদের—হরিপুর, বটগ্রাম, কর্ণসুবর্ণ, বর্দ্ধমান, গোপগ্রাম, কঙ্কগ্রাম, মধুগ্রাম, ও মঙ্গলকোট—এই আটটী কুলস্থান প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আচার্য্যচূড়ামণি এই অষ্ট স্থানের কায়স্থদের সগোত্র বংশনাম

(ক) স্থাপয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ আদিশূরো নৃপেশ্বর॥
সপ্তবিংশতি নামানি গ্রামান সমৃদ্ধানি চ।
বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্য আদিশূরো নৃপোত্তমঃ॥
দ্বিজবাচস্পতির কারিকা।

যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন তৎপ্রতি লক্ষ্য করিলেও বুঝা যায় যে তৎ কালে অন্য কায়স্থ হইতে বসু ঘোষাদি বংশের কোন বিশেষত্ব ছিল না। (খ)

পরে বল্লালের রাজত্বকালে কতিপয় গুণবান্ কায়স্থ রাজসম্মান লাভ করেন তদবধি তাঁহারা কুলীন বলিয়া গণ্য হইয়াছেন এবং অপর কায়স্থগণ মৌলিক সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতেই কুলীন ও মৌলিকের মধ্যে কটা আকাশ

(খ) পুরা তে পশ্চিমরাঢ়ে মহাত্যাগিমহাকুলাঃ ॥
ততো বল্লালসেনেন তথা বঙ্গে নিবাসিতাঃ ॥

আচার্য্যচূড়ামণি ॥

হরিপালো বটুঃ জ্যোতি বর্দ্ধমানো মধুস্থলঃ।
কঙ্কগ্রামো চ [illegible] [illegible]ানাং স্থানাষ্টকং ॥

আচার্য্যচূড়ামণি।

হরিপুরে—বাৎস্যগোত্রীয় সিংহ, কাশ্যপ দাস, শাণ্ডিল্য ঘোষ, ভরদ্বাজ পালিত, শাণ্ডিল্য বিষ্ণু, সৌপায়ন নাগ, পরাশর নাথ ও মদ্‌গুল্য দায় (দাম)

গোণগ্রামে—শাণ্ডিল্য আঢ্য, মদ্‌গুল্য দাস, মদ্‌গুল্য নন্দী, মদ্‌গুল্য দেব, আলম্বায়ন সেন, মদ্‌গুল্য কর, কাশ্যপ চন্দ্র ও বৈয়াঘ্রপদ্য বিষ্ণু।

বটগ্রামে—বিশ্বামিত্র মিত্র, মদ্‌গুল্য রক্ষিত, কাশ্যপ দায়, কাশ্যপ দত্ত সৌকালীন ঘোষ, আত্রেয়ঋষি শূর, যামদগ্ন্য ধর ও শাণ্ডিল্যদেব।

মঙ্গলকোটে—শাণ্ডিল্য দায়, গৌতম দেব, শাণ্ডিল্য দত্ত, ভরদ্বাজ কর, কাশ্যপ চন্দ্র, ভরদ্বাজ পালিত, বাৎস্য ভদ্র, গৌতম বসু।

বর্দ্ধমানে—কাশ্যপ দত্ত, কাশ্যপ দেব, গৌতম দাস, কাশ্যপ চন্দ্র, শাণ্ডিল্য ভদ্র, আলম্বায়ন কর, আলম্বায়ন পাল, লৌহিত্য সোম।

মধুগ্রামে—কাশ্যপ গুহ, কাশ্যপ নন্দন, শাণ্ডিল্য সিংহ, বাৎস্য দায়, সৌকালীন দত্ত, আত্রেয় দাস, অগ্নিবাৎস্য দত্ত ও গৌতম রুদ্র।

কঙ্কগ্রামে—সৌকালীন সেন, বাসুকী সেন, ভরদ্বাজ সিংহ, মদ্‌গুল্য দত্ত, গৌতম বসু, সৌকালীন ঘোষ, বিশ্বামিত্র মিত্র ও কাশ্যপ গুহ।

কর্ণপুরে—শাণ্ডিল্য দেব, বাৎস্য ঘোষ, আলম্বায়ন সেন, ঘৃতকৌশিক সিংহ, ভদ্র, দত্ত, কুণ্ড, পাল, দেব, রাহা ও গুহ।

আচার্য্যচূড়ামণি।

পাতাল ব্যবধান আসিতে পারে না। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে বল্লালের সভায় ২৭ জন ব্রাহ্মণ কৌলীন্যলাভ করেন, অপর ব্রাহ্মণগণ শ্রোত্রিয় আখ্যাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু তাহাতে শ্রোত্রিয়গণ ব্রাহ্মণত্বের হিসাবে খাট হন নাই। তদ্রূপ মৌলিক কায়স্থগণও কায়স্থের বর্ণগৌরবে হীন হন নাই।

ভারতগবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা বা ভারতীয় লিপিমালা নামক গ্রন্থাবলীর নবম খণ্ডে পাটনা, শোনপুর ও জব্বলপুর হইতে আবিষ্কৃত কতকগুলি শাসনলিপির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে দশম ও একাদশ শতাব্দীতে ত্রিকলিঙ্গাধিপতি জন্মেজয়, যযাতি প্রভৃতি রাজগণের অধীনে নাগ, দত্ত, ঘোষ, আদিত্য, অর্ণব প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত বাঙ্গালী কায়স্থগণ সান্ধিবিগ্রহিক মহাক্ষপটলিক প্রভৃতি উচ্চ রাজকীয় পদে নিযুক্ত ছিলেন। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলা হইতে কতকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাহা হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ঘোষ, পালিত, সেন, দত্ত, গুপ্ত, আদিত্য কুণ্ড প্রভৃতি পদ্ধতিযুক্ত কায়স্থগণ পূর্ব্ববঙ্গের সমুদয় শাসন বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বেও যে বঙ্গদেশে বর্ত্তমান মৌলিক কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশিষ্ট সমাজিক মর্য্যাদা ও প্রতিপত্তি সম্ভোগ করিতেন এই সকল তাম্রশাসন তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। আমি প্রসঙ্গক্রমে বাঙ্গলার মৌলিক কায়স্থের অতীত গৌরবের উল্লেখ করিলাম। স্বজাতির পূর্ব্ব গৌরব ও বিভবের ইতিহাস পাঠ করিলে কুলীন মৌলিক সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে কেহ কাহারও অশ্রদ্ধার পাত্র নহেন। বর্ণগত অধিকার লাভে সকলেরই সমান দাবী এবং সকলেরই সমান আগ্রহ আবশ্যক।

অতি প্রাচীনকালে যজ্ঞসূত্রদ্বারা আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে প্রভেদ রক্ষিত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্য্যদিগের মধ্যে সেই প্রভেদ আজও অনেকাংশে বর্ত্তমান আছে। বিদেশীয় লোকেরা যে সকল ভারতবাসীর যজ্ঞোপবীত আছে তাহাদিগকে আর্য্য, আর যাহাদের যজ্ঞোপবীত নাই তাহাদিগকে অনার্য্য মনে করেন। আপনারা অবগত আছেন সুপ্রসিদ্ধ রিজলি সাহেব বাঙ্গালী কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টও কায়স্থদের শূদ্রবৎ সংস্কার দর্শনে তাহাদিগকে শূদ্রই অবধারণ করিয়াছেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত শ্যামাচরণ সরকার বিদ্যাভূষণ তদীয় ব্যবস্থা দর্পণ নামক আইন গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে ... নীয় যুক্তি প্রমাণের আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন আমি তৎপ্রতি

আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি। তিনি লিখিয়াছেন :—

"There is, therefore, a preponderance of authority to evince that the Kayasthas, whether of Bengal or of any other country were Kshatriyas, but since several centuries past, the Kayasthas (at least those of Bengal) have been degenerated and degraded to Sudradom not only by using after their proper names, the surname *'dasa'* peculiar to the Sudras and giving up their own which is Varma, but principally by omitting to perform the regenerating Ceremony upanayana hallowed by the Gayatri"

সরকার মহাশয়ের মতে বাঙ্গালার কায়স্থগণ নিঃসন্দেহ ক্ষত্রিয় হইলেও নামান্তে নিজেদের বর্ম্ম উপাধি ব্যবহার না করিয়া শূদ্রোচিত দাস উপনাম ব্যবহারহেতু এবং গায়ত্রী সংযুক্ত উপনয়ন সংস্কার পরিত্যাগ হেতু কতিপয় শতাব্দ যাবৎ তাহারা শূদ্রত্বে পতিত হইয়াছে। বিচারপতি কিল্ড, ও ম্যাক্‌ডোনাল্ড সমীপে এক মোকদ্দমায় কায়স্থের বর্ণ সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে তাঁহারা সরকার মহাশয়ের উক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সহিত একমত হইয়া কায়স্থকে শূদ্রধর্ম্মী নির্দ্দেশ করিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। তদবধি আরও কোন কোন মোকদ্দমায় বঙ্গীয় কায়স্থগণ শূদ্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। (গ)

এই কলঙ্ক ক্ষালন করিতে আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক আমাদের অবিলম্বে ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার অবলম্বন করা আবশ্যক। আর ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থদের সহিত মিলিত হইয়া একজাতি গঠনের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে হইলেও আমাদের অগ্রে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের সহিত আমাদের সমধর্ম্মী ও সমআচারবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক।

দেখুন অধঃপতন কতদূর হইয়াছে। মাতৃদেবতাকে দাসী বলিয়া, পিতৃ-পিতামহকে দাস বলিয়া মন্ত্র পাঠ না করিলে আমাদের ক্রিয়া শুদ্ধ হয় না। ব্রাহ্মণদের নিকট আমরা এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছি। অনার্য্যতা এতদপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে আমরা ক্ষত্রিয়াচার ভ্রষ্ট হইয়াছি সঙ্গে সঙ্গে

(গ) ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এলাহাবাদ হাইকোর্ট কলিকাতা হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।

আমাদের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান ও বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করি স্বামী-বিবেকানন্দের জননী, আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের জননী যদি দাসী হন তবে দেবী কে? ইহারা যদি শূদ্র হন তবে ব্রাহ্মণত্বের দাবী কে করিতে পারে?

ক্রমশঃ

শ্রীশ্রীনাথ রায়বর্ম্মা।

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি।

অক্লান্তকর্ম্মী কর্ণধার মাননীয় সারদাচরণ মিত্রের অভাব কায়স্থ সভাকে অনেক দিন অনুভব করিতে হইবে। বৎসর বৎসর যাঁহারা গত ১৬ বৎসরের কায়স্থ সভার সভাপতি হইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কাহার কোন স্মরণ যোগ্য বিশিষ্ট কার্য্য বোধ হয় কোন কায়স্থ উল্লেখ করিতে পারেন না। কিন্তু সারদাচরণ তাঁহার ক্ষমতা ও পরিশ্রম গুণে কায়স্থ সভার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন; এক্ষণ তাঁহার অভাবে তাহার বিশেষত্ব সমধিক অনুভূত হইতেছে।

২। সংপ্রতি কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির গঠন এরূপ কেন হইল? ইহা কি তাঁহার অভাবের একটি ফল? ১৩২১ সনের শ্রাবণ পর্য্যন্ত সংশোধিত নিয়মাবলী অনুসারে (২৮ নিয়ম অ) প্রত্যেক শ্রেণী হইতে ১৫ জন করিয়া সভ্য গ্রহণে উহা গঠিত হইবার কথা। সমিতিতে বারেন্দ্র, উত্তর রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ইহারা প্রত্যেক শ্রেণীর ১৫ জন সভ্যই গৃহীত হইয়াছেন কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ীয় হইয়াছেন ২৪ জন।

৩। বঙ্গের প্রায় ১৩ লক্ষ কায়স্থের মধ্যে বঙ্গজ অর্দ্ধেক দক্ষিণ রাঢ়ীয় সিকি অবশিষ্ট সিকি উত্তর রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র। এমত অবস্থায় ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় ২৪জন হইল! কার্য্য নির্ব্বাহক সভার মধ্যে কি একটী দল (clique) সৃষ্ট হইল? এই সমিতির সংখ্যায় কুলীন অকুলীনের অনুপাত ও বোধ হয় যথোচিত হয় নাই। বরিশাল একটি কায়স্থ প্রধান জিলা; সংখ্যায়ও প্রধান্ সম্মানে ও প্রধান।

'চন্দ্রদ্বীপঃ শীর্ষস্থানং।'

ইহার মাত্র একটি লোক শ্রীহরেন্দ্রকুমার রায়ঘোষ এই সমিতিতে স্থান পাইয়াছেন। শ্রীযুক্ত সারদাচরণ ঘোষ বরিশাল বাসী হইলেও ময়মনসিংহেই থাকেন। ইঁহাদের যে কেহ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার কার্য্যে যোগ দিবেন ইহা আমরা মনে করিতে পারি না।

৪। কলিকাতায় দক্ষিণ রাঢ়ীয়ের বাস। তাঁহাদের সংখ্যা ১৫ জন থাকিলেও উপস্থিত কালে তাঁহারা অধিক সংখ্যায় উপস্থিত হইতে পারেন। বোধ হয় এইরূপই হইয়া আসিতেছে। নৈকট্য বশতঃ দক্ষিণ রাঢ়ীয় ভ্রাতৃগণ বঙ্গজ অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক উপস্থিত হইলে বিশেষ কিছু দোষের কথা নহে। কিন্তু ইহাও সত্য যে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুল গ্রন্থ দ্বারা সমাজে কায়স্থের শূদ্রত্ব যত বদ্ধমূল হইয়াছে শূদ্রভাব তাহাদের ওষ্ঠেপৃষ্ঠে ও ললাটে যত দৃঢ় সংলগ্ন আছে অন্য কোন শ্রেণীর মধ্যে তেমন নহি। সত্য বটে তাঁহাদের অনেকে উপবীতী হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ে ক্ষত্রধর্ম্ম আশামুক্লন প্রভৃতি বিস্তারিত হইতে পারে নাই। আজ যে হাইকোর্টের বিচারে কায়স্থের শূদ্রত্ব আরোপিত হইয়াছে দক্ষিণ রাঢ়ীয় দিগের কুল পদ্ধতি ও কুলগ্রন্থ তজ্জন্য প্রধানতঃ দায়ী। এমত অবস্থায় কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির মধ্যে তাঁহাদের অযথা সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা আতঙ্কিত হইতেছি।

৫। কায়স্থ সভার অস্তিত্ব কেবল সাবিত্রী গ্রহণ চেষ্টাদ্বারা রক্ষিত হইতেছে। কিন্তু সাবিত্রী গ্রহণ মূল্য শূন্য হইয়া আমাদিগকে পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা ও হিনতর করিয়া তুলিয়াছে। ফতেসিংহ বা কাঁদি অঞ্চলে কায়স্থের শব সদ্গোপেরা বহন করিয়া আনিয়া গঙ্গাতীরে দাহের সহায়তা করিত। ব্রাহ্মণগণের পরামর্শে সদ্গোপেরা আর কায়স্থ শব ঘাড়ে লয় না। হিলোড়ায় উপবীতী কায়স্থেরা ব্রাহ্মণ পাইতেছেন না। নিজেদের প্রচার সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষের বাসস্থান ইশিবপুরে কায়স্থের দ্বাদশাহ অশৌচ পালনের চেষ্টা দেখিয়া পুরোহিতেরা কার্য্য বন্ধ করিয়াছেন, আমি অনেক উপবীতী ইশিবপুর নিবাসী কায়স্থের মুখে শুনিলাম এজন্যে তথায় কায়স্থেরা টোল করিয়া কায়স্থকে পূজা পদ্ধতি শিক্ষা দিতেছেন। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষের ন্যায় অলঙ্কৃত শূদ্রের গ্রামে এতাদৃশ ক্ষত্রিয়ভাবের অঙ্কুর হইয়া থাকিলে আশার কথা বটে। কিন্তু দক্ষিণ রাঢ়ীপ্রধান

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি হইতে এতাদৃশ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়দের সহায়তা হইবে কি? (ক)

৬। তবে এ কথা সত্য যে বঙ্গজ কায়স্থেরা অধিকাংশে কায়স্থান্দোলনের স্পন্দন অনুভূত করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ বরিশাল জিলার কুলীনেরা উপবীত গ্রহণের বিরোধী। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে এরূপ দুই এক জন কুলীনের নাম থাকিলে কি হইবে? পূর্ণমাত্রায় ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই এক্ষণ আমাদের কর্ত্তব্য।

৭। কিন্তু এ কথা বলিব কাহাকে? সে নিত্যকর্ম্মী সারদাচরণ নাই? কুমার শশিশেখর রায় কি আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন?

শ্রীমধুসূদন সরকার বর্ম্মা

আমার পুত্র

এসংসারে দেখিতেছি সকলেই কন্যাদায়। আমার কিন্তু বিষম পুত্রদায় উপস্থিত হইয়াছে। কন্যাদায়গ্রস্ত কাহারও কাহারও কন্যা পিতার অবস্থা দর্শনে কেরোসিন তেলে দগ্ধীভূতা হইয়া পিতাকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিতেছে দেখিলাম এই প্রকার ক্রমাগত কয়েকটী মেয়ে জীবন উৎসর্গ করেন। আমার কিন্তু

(ক) কাশী ক্ষেত্রের ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে অত্রস্থ সদোপগণ উপনীত কায়স্থের পৌরহিত্য বহন স্বীকার করিয়া লইতেছেন না ইহাতে সাবিত্রী মূল্যশূন্য হইল কি প্রকারে আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ফরিদপুর প্রচার সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় যে এক জন অলঙ্কৃত পুত্র এবং তাঁহার বাটী ইদিলপুরে ব্রাহ্মণদিগের অত্যাচারে উপনীত কায়স্থকে পূজা পদ্ধতি শিক্ষা দিবার উদ্দেশে সংস্কৃত টোল সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা আমরা কিছু মাত্র জানি না। লেখক মহাশয় এই সংবাদ কোথা হইতে পাইলেন?

সম্পাদক

হইতেছে এই প্রকারে আমারও পুত্র কয়েকটী বা জীবন উৎসর্গ করিয়া আমাকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ফেলে। আমি একজন সদ্বংশজাত কায়স্থ অর্থাৎ কুলীন। বিষয় সম্পত্তিও এক প্রকার মন্দ নাই অর্থাৎ চাকুরি না করিলেও মোটা ভাত কাপড়ের অভাব হয় না। মা ষষ্ঠীর কৃপায় আমার ৬টী পুত্র সন্তান জন্মিয়াছে। এক এক করিয়া যখন পুত্রগুলি জন্মিতে লাগিল তখন পাড়ার লোক আমাকে কতই বাহবা দিয়াছিল কেহ বলিতে লাগিলেন আমি বড় ভাগ্যবান্ কেহ বলিতে লাগিলেন এই সমস্ত পুত্রের বিবাহ দিয়া আমি টাকার আণ্ডীল হইয়া যাইব। আমিও মনে করিয়াছিলাম সত্য সত্যই আমি বড়ই ভাগ্যবান্ কারণ কন্যা একটীও জন্মে নাই সুতরাং কেবলই আমার ঘরে টাকার আমদানী হইবে খরচ কিছুমাত্র নাই, মনে মনে কতই কল্পনা করিতে লাগিলাম যে নগদ টাকা ত লইবই কিন্তু বিবাহের খরচটাও কন্যার পিতার স্কন্ধে চাপাইব তাহা হইলেই ষোল আনাই Bengal Bank এ গচ্ছিত করিতে পারিব। আমার সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল হইলেও আমি চাকুরী করিয়া থাকি এবং তাহাতে যে আয় হয় তাহাদ্বারা ছেলেদের শিক্ষা কার্য্য সুন্দর রূপে দিতে পারিতাম কিন্তু তাহা না দিয়াই আমার কপাল পুড়িয়াছে আমার মনের কল্পনায় ছাই পড়িয়াছে। বড় পুত্রটি দেখিতে না দেখিতে B A পাশ করিয়া ফেলিল এবং MA ও পড়িতে আরম্ভ করিল। কোথা হইতে এক জন কন্যাদায়গ্রস্ত আসিয়া বোয়াল মাছে যে প্রকার ছোট ছোট মাছগুলিকে গিলিয়া ফেলে সেই প্রকারে ছেলেটাকে গ্রাস করিল। তাহার অনায়াসে বিবাহ হইল বটে কিন্তু ভালরকম চাকুরী জুটিল না। তবে কোন প্রকারে জীবন যাত্রাটা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে তাহার ভাল রকম কর্ম্ম না হওয়ায় আমি উচ্চ শিক্ষার প্রতি বীতরাগ হইয়া পড়িলাম এবং অন্যান্য ছেলেগুলিকে প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়াইয়াই Universityর শিক্ষা বন্ধ করিয়া দিলাম এবং যাহাতে তাহারা কিছু করিয়া খাইতে পারে এমত কার্য্যকরী শিক্ষা দিলাম। এখন দেখিতেছি আমি মহাভ্রম করিয়াছি ৫টী ছেলের বিবাহ লইয়া মহাবিপদে পড়িয়াছি। কেহই আমার পুত্রদিগকে কন্যাদান করিতে চায় না। পাড়ার অন্য একটী দরিদ্র কায়স্থ অনেক কষ্টে তাহার পুত্রটীকে Matriculation পাশ করার তদপর ছেলেটী নিজের চেষ্টায় অনুষ্ঠানে শিক্ষকতা করিয়া একণে BA পড়িতেছে। সেই ছেলের বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া ডাকঘরের পিয়ন রোজ রোজ ডজন ডজন পত্র লইয়া আসিতেছে আর আমি বেচারা সাধ্য সাধনা

করিয়াও একটী মেয়ে পাই না। যদিও ২। ১টী নিতান্ত গরীবের মেয়ে পাওয়া যায় কিন্তু আজকালকার এই বাজারে এমন মূর্খ কে আছে যে ঘরের পয়সা খরচ করিয়া পরের কন্যাদায় উদ্ধার করিয়া দেয়। একজন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের একটী কন্যার সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া নিজেই তথায় একদিন গেলাম ভদ্রলোকেটী আনন্দ সহকারে সম্মত হইয়া গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার গৃহিণীকে এই সংবাদ দিলেন গৃহিণী মহাশয়া খুব ছোট করিয়া কথা বলিলেও আমি বাহির বাটী হইতে তাঁহার সমস্ত কথা বেশ শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন তাহা হইবে না আমি শুনিয়াছি সেই ছেলে টীমোটে একটা পাশ করিয়া এখন সুতার মিস্ত্রীর কাজ শিখিতেছে এবং তাহার অন্যান্য ভাই কেহ দরজির কাজ কেহ বা বস্ত্রবয়ন শিক্ষা করিতেছে, অমন বংশে আমি মেয়ে দিব না অন্ততঃ ২টী পাশ না করিলে আমি অন্যান্য মেয়েদের নিকট কি প্রকারে মুখ দেখাব তুমি বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখ বিবাহের সময় যখন সমস্ত মেয়েরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে জামাই কটা পাশ তখন আমি মাথাহেট করিয়া থাকিতে পারিব না। আমার এই সমস্ত অলঙ্কার যাহা আছে সমস্ত লও কিছু বর্জ্জ কর না হয় জমিজমা বন্ধক রাখ কিন্তু পাশ করা জামাই আনিতেই হইবে।।'

আমি বাহিরবাটী হইতে কথাগুলি শুনিয়া আর তথায় অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন দেখিলাম না। ভদ্রলোকটী ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই তথা হইতে চম্পট দিলাম। কিছুদিন পরে শুনিলাম একটী IA পাশ করা ছেলের সহিত নগদ দুই হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কন্যাটীকে বিবাহ দিয়াছে। ছেলেটীর ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা আছে কারণ এক্ষণে কোন রেলওয়ের সিগ্ন্যালের পদে নিযুক্ত হইয়াছে পরে ষ্টেসন মাষ্টার হইতে পারিলে বেশ দুপয়সা উপরও পাইবে।

এখন সম্পাদক মহাশয় আমি আপনাদের শরণ লইলাম। আমি এই যে বিপদে পড়িয়াছি ইহাতে আপনারা দায়ী কারণ আপনারা সদাসর্ব্বদাই কাগজে আন্দোলন করেন যে ছেলেদিগকে কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদান কর। আপনাদের উপদেশমত আমি ছেলেদিগকে তদ্রূপ শিক্ষা দিয়া এক্ষণে ঘোর বিপদে পড়িয়াছি আমার একজন পরিচিত বন্ধু অনেক কষ্টে তাহার একটী ছেলেকে এমেরিকা পাঠাইয়া Tannery কার্য্য শিক্ষা দিয়াছেন এক্ষণে ঐ ছেলেটীর বিবাহ বন্ধ হইয়াছে। মুচির কার্য্য করে তাহার আবার বিবাহ! ছেলেটী প্রায়শ্চিত্য পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল তবুও না। এক্ষণে ব্রাহ্ম সমাজ কিম্বা খ্রীষ্ট সমাজ ভিন্ন তাহার গতি দেখিতেছিনা।

পাঠক পাঠিকাগ'কে আমার সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া আপনাদিগকে সাবধান করিয়া দিতেছি। আপনাদের পুত্রদিগকে ঘটী বাটী বাঁধা দিয়া যে প্রকারেই হউক উচ্চশিক্ষা দিবেন নচেৎ আপনাদের বংশের পিণ্ডদান বন্ধ হইবে। আর কন্যা জন্মিলে কিম্বা যদি পারেন তবে গোপনে তাহার জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিবেন কন্যাকে শিক্ষা দিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হিন্দু সমাজে এমন আহাম্মক একজনও নাই যিনি পুত্রের বিবাহের সময় তাহার পুত্রবধূর শিক্ষার বিষয় অনুসন্ধান করিবেন। দেখিতে তত সুন্দরী না হইলেও চলিবে যদি যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায়। আজ কাল এক শ্রেণীর কাজিল লোক পুত্রের বিবাহে অর্থ ও যৌতুক গ্রহণের প্রতিপক্ষতা করিতেছে দেখিয়া আপনারা ভীত হইবেন না। উহারা মুখে ঐ প্রকার বলে বটে কিন্তু নিজের পুত্রের বিবাহের সময় টাকা লইতে ছাড়ে না। আর পুত্রের বিবাহ টাকা ও যৌতুক না লইবেনই বা কেন। একই মাতা-পিতার সন্তান পুত্র হইলে তাহার শিক্ষার জন্য যথা-সর্ব্বস্ব খরচ করিতে প্রস্তুত কিন্তু কন্যার শিক্ষার জন্য এক পয়সাও ব্যয় করিবে না আবার তাহার বিবাহের সময়েও কিছু দিবে না এ প্রকার যুক্তির কোন মূল্য আছে কিনা জানি না। আমার বিশ্বাস যাহাদের অনেকগুলি কন্যা জন্মিয়াছে তাহারাই ঐ প্রকার আন্দোলন করিয়া থাকে। আমার কন্যা নাই সুতরাং কেন আমি ঐ সমস্ত ভুয়ো অন্দোলনে যোগদান করি? (ক)

শ্রীমদনমোহন দেববর্ম্মা—

(ক) আমরা আজ কাল কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকি। কন্যার পিতাকে বিষম বরপণ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য আজ বহুকাল নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতেছি লেখক মহাশয়ের বাকি ৬টী পুত্র কন্যা নাই। তিনি লিখিতেছেন ইহাদিগের বিবাহে যে টাকা লইবেন তদ্বারা তিনি ভাগ্যবন্ত হইবেন। এবং বিবাহে উপার্জ্জিত সমস্ত টাকাই ব্যাঙ্কে জমা দিবেন। মেয়ে নাই তজ্জন্য বিবাহে কপর্দ্দক [illegible] করিবেন না তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মা। হিন্দুধর্ম্মে বিবাহে শুল্ক গ্রহণ করা বিষম পাপ। আর্য্যদিগের প্রাচীন সমাজে কন্যার বিবাহে

সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মসভা।

বিগত ১৮ই শ্রাবণ শনিবার অপরাহ্ণ ৬॥০ ঘটিকার সময় কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিউট হলে ভারতীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আলোচনা জন্য একটী সভার অধিবেশন হয়। দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর উহার সভাপতি ছিলেন। কলিকাতার কয়েক জন গণ্যমান্য মহাত্মা সভায় উপস্থিত ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় ব্যারিষ্টার, উকিল, এটর্ণী ইত্যাদি কয়েক জন বক্তার নাম ছিল। কলিকাতারসঙ্গীত সমাজের কায়স্থ মহাত্মাগণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

২। দ্বারবঙ্গাধিপ মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া ইংরাজিতে একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ আমরা নিম্নে দিলাম। উক্ত বক্তৃতা দিবার অগ্রে সরনাথ মঠের প্রভু শ্রীশঙ্করাচার্য্য ত্রিবিক্রম একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর বলিলেন :—

"প্রত্যেক হিন্দুর পক্ষে সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করা কর্ত্তব্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। প্রাচীন কালে এবং বর্ত্তমান সময়ে এই ধর্ম্মই আমাদের গৌরব

কন্যার পিতার শুল্ক গ্রহণ করিতেন কিন্তু বরের পিতা কখনই কোন প্রকার শুল্ক গ্রহণ করিতেন না। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলেই তৎকালে বিবাহের বিবরণ জানিতে পারিবেন। বিবাহ ৮ প্রকার ছিল। মনু লিখিতেছেন :—

ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্লীয়াচ্ছুল্কমণ্বপি।
গৃহ্লন্ শুল্কংহি লোভেন স্যান্নরোঽপত্যবিক্রয়ী ॥৫১

এই শ্লোকের ভাবার্থ এই যে বিবাহে অর্থ গ্রহণ করিয়া যিনি কন্যা এবং পুত্রকে বিবাহ দিবেন তিনি অপত্য বিক্রয়ী হইবেন। গোবধ ও অপত্য বিক্রয় উভয়ই সমান উপপাতক মনুর এই প্রকার বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া লেখক মহাশয় বিষম পাপের অনুষ্ঠান করিতেছেন তিনি ক্ষত্রিয়বর্ম্মা হইয়াও কায়স্থ সমাজের কৃপার পাত্র।

সম্পাদক

এবং ভারতীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ইহার মূল এবং রক্ষাকর্ত্তা। স্মরণাতীত কালে বৈদিক যুগের প্রারম্ভে যখন আর্য্যগণ উত্তর মেরুদেশে বাস করিতেছিলেন সেই সময় বোধ হয় এই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই প্রাচীন সময় হইতে এপর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ উক্ত ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগের আত্মত্যাগ জ্ঞানান্বেষণে গভীর গবেষনার ফলে এই চাতুর্ব্বর্ণ হিন্দুসমাজ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি বর্ত্তমান সময়ে এই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটী ষড়যন্ত্র সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রাহ্মণ সমাজকে অধঃপতিত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মাদ্রাজে ব্রাহ্মণেতর জাতিগণ দ্বারা স্বায়ত্ব শাসনের বিরুদ্ধে একটী সমিতি সংস্থাপিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ আধিপত্য বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে এই প্রকার আলোচনা করা হইতেছে। সংবাদ পত্রের অধিনায়কগণ এই আলোচনায় সক্রিয় যোগদান করিতেছেন, ভারতের নানাস্থানে এই প্রকার আলোচনা হইতেছে ইহাকে আমরা ব্রাহ্মণ বিপ্লব আখ্যা দিতে পারি। কিন্তু যাহারা এই বিপ্লবে যোগদান করিতেছেন তাহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের নেতা এবং মস্তক স্বরূপ ব্রাহ্মণ সমাজ নষ্ট হইলে হিন্দুনামধেয় এই মহতী জাতি কি প্রকারে তিষ্ঠিতে পারে।

৩। চাতুর্ব্বর্ণ বিভাগ এবং তৎসঙ্গে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উন্নতিই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য। অনেকেই স্বীকার করিবেন যে বর্ত্তমানে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাহাদের প্রাচীন উন্নত স্থান হইতে নিম্নে পতিত হইয়াছেন এবং তজ্জন্য গুণকর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণকে উন্নত করাই এই সভার অন্যতম উদ্দেশ্য।

৪। "এই প্রসঙ্গে হিন্দু সমাজস্থিত অবনমিত জাতি (Depressed Classes) সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। গত বর্ষের প্রারম্ভে এই মহানগরে সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহাতেও এই জাতির উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমরা তখনও বলিয়াছিলাম এবং এখনও বলিতেছি যে ব্রাহ্মণ দিগের নিকট ক্ষত্রিয় বৈশ্য দ্বিজাতি গণের ন্যায় তাহারাও আমাদের সমাজের অঙ্গ তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং সমৃদ্ধি উন্নতি বিধান করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য। অস্পৃশ্য (untouchable) শব্দকে অনেকেই ব্রাহ্মণের অত্যাচার মূলক বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন কিন্তু যাহারা এই প্রকার দোষারোপ করিয়া থাকেন তাহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে হিন্দুজাতির মধ্যে কতকগুলি

আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ না রাখিলে উহার জাতিত্ব রক্ষা হয় না। আহারাদির সময় এই সকল জাতি অস্পৃশ্য হইলেও তাহারা অন্য সকল সময়ে অস্পৃশ্য নহে। ষ্টীমার, রেল, ট্রামকারে গমনাগমন সময়ে এই সকল জাতি অনায়াসেই আমাদের সহিত একত্রে উপবেশন করিতেছে। এমতাবস্থায় এই অবনমিত জাতি গুলি যে আমাদের হিন্দু সমাজের একটী অঙ্গ তৎপ্রতি সন্দেহ নাই। তাহাদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার উন্নতির সঙ্গে যাহাতে তাহাদের আচার ব্যবহার পবিত্র এবং সত্য সমন্বিত হয় তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক এই জাতি গুলির মধ্যে পরস্পর বিশেষ ঈর্ষাদ্বেষ চলিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার একতা নাই। এই একতা সংস্থাপিত করিতে হইবে। এই সকল বিষয়ে লক্ষ করিয়া তাহাদের উন্নতি বিধান করা কর্ত্তব্য। আগামী শীতকালে আমি পুনর্ব্বার এখানে আসিয়া আপনাদের সহিত এক যোগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তৎকালে এই অবনমিত জাতি (depressed classes) সম্বন্ধে পুনর্ব্বার আলোচনা করিয়া তাহাদিগের জাতীয় হিত সাধন কল্পে বিশেষ চেষ্টা করিব।

"বক্তৃতা উপসংহার কালে দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর হিন্দুজাতির রাজনৈতিক সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন রাজনৈতিক বিভাগে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। অর্থাৎ কেবল মুসলমান দিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত মুসলমান প্রতিনিধিগণ মুসলমান জাতির সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে উন্নতির বিধান করিতে পারেন। কিন্তু সেই প্রকার কোন অধিকার বিশাল হিন্দুজাতিকে দেওয়া হয় নাই। সমগ্র ভারত বর্ষে ৫ম ভাগের এক ভাগ মুসলমান এবং অবশিষ্ট ৪ ভাগই হিন্দু। রাজনৈতিক বিভাগে মুসলমানগণ যে প্রকার অধিকার পাইয়াছেন তাহা আমরা হিন্দুজাতি কেন পাইব না। যাহাতে আমরা উক্ত অধিকার পাইতে পারি তদ্বিষয় চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

"বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান সময়ে প্রচার আবশ্যক। এই প্রকার কার্য্যের জন্য বাগ্মী জ্ঞানী এবং কার্য্যক্ষম প্রচারকের আবশ্যক। আমার নিবেদন আপনারা সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পতাকা হস্তে ধারণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ প্রচার কার্য্যে দেশের মধ্যে বিচরণ করুন। সম্মুখে অতি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র প্রসারিত

যে সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইবে তাহাও অতি বিস্তীর্ণ ফলতঃ ভ্রাতৃগণ ! সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিতে যে কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তির প্রয়োজন তাহা হৃদয়ে ধারণ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পণ করতঃ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হউন । শুভমস্তুসর্ব্বজগতাং ।

সম্পাদক

বাঙ্গালীর শক্তিবৃদ্ধির উপায়।

(আয়ুর্ব্বেদোক্ত শাস্ত্রানুসারে লিখিত)

যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে শারীরিক বলবীর্য্য এবং মানসিক অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয় বঙ্গদেশবাসিগণ বর্ত্তমান সময়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেছেন না। সেই জন্য পরের দাসত্ব ঋণদান দ্বারা সুদের ব্যবসা এবং সাধারণ দোকানদারী প্রভৃতি সহজ সাধ্য কার্য্য গুলি তাহাদিগের জীবন ব্রত হইয়াছে। এই জন্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোক দূরস্থ দেশ দেশান্তরে গমন করিয়া নূতন নূতন ব্যবসা বাণিজ্যের সৃষ্টি করিয়া যেরূপভাবে নিজের ও দেশের অর্থাভাব দূর করিতেছে এবং যে রূপভাবে প্রতিবাসিদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণে পারগ হইতেছে বাঙ্গালী আজকাল তাহা মনে করিতেও মূর্চ্ছিত হয়। ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান ত দূরের কথা অসভ্য কাফ্রি, আরব ও কাবুল যেরূপ শৌর্য্য-বীর্য্য অধ্যবসায়ের পরিচয় দেয় বাঙ্গালী তাহাও পারিয়া উঠিতেছে না।

বাঙ্গালীর এই দুর্ব্বলতা বাঙ্গালীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা অনুভব না করিতেছেন এমন নহে। অনুভব করিতেছেন বলিয়াই বাঙ্গালী সংস্কারকগণ আজ বাঙ্গালীকে জগতের অন্য দশজনের সমান করিয়া গড়িয়া লইতে ব্যগ্র। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা কলম হাতে লইয়া কেহ বা সভাসমিতিতে গলাবাজী করিয়া বাঙ্গালীকে অধ্যবসায়ী কর্ম্মী হইতে উপদেশ দিতেছেন। জগতের অন্যান্য দেশের অধি-

বাসীদের মত অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিতে এবং কুরীতি কদাচার ত্যাগ করিতে বলিতেছেন।

আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই সংস্কারকগণের উপদেশাত্মক বক্তৃতার উৎসাহ বাক্যে উৎসাহিত হইয়া অনেকে কার্য্য করিতে অগ্রসর হয় বটে কিন্তু অচিরেই সেই উৎসাহ নিভিয়া যায়। কাহারও বা বক্তৃতা শুনিয়া গৃহে পৌছিতে যে সময় লাগে তাহারই মধ্যে মনের গতির পরিবর্ত্তন ঘটে।

বাঙ্গালীর উৎসাহ অচিরেই কেন বিলুপ্ত হয় বাঙ্গালীর সংস্কারকগণের তাহার প্রতি মনোনিবেশ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে রোগ ঠিক করিয়া উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে না পারিলে রোগের প্রতিকার করা যায় না সংস্কারকগণের এই কথা মনে রাখা উচিত। কথায় তোপে কেল্লা ফতে করা যায় না।

স্নায়ুবলের উপর মানুষের বলবীর্য্য, অধ্যবসায়ও কর্ম্মতৎপরতাশক্তি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। বাঙ্গালী নানা কারণে স্নায়ুদুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। বাঙ্গালীকে কর্ম্মদক্ষ শক্তিমান জাতি করিতে হইলে তাহাদের স্নায়ুবল বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। এই দেহতত্ত্ব বুঝিয়া বাকসর্ব্বস্ব বাঙ্গালীকে স্নায়ুবলে বলীয়ান্ করিতে কেবল বক্তা এবং লেখক পারিয়া উঠিবেন না এই জন্য দেহতত্ত্বে অভিজ্ঞ নাড়ী নক্ষত্র বুঝা সুচিকিৎসকগণের পরামর্শ ও ব্যাবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

শীত প্রধান দেশের লোকেরা স্নায়ুর বল অক্ষুণ্ন রাখার জন্য মদ্য মাংস খায় কিন্তু গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে তদ্বৎ মদ্য মাংস আহার স্বাস্থ্য সুখকর হয় না। এই জন্যই আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য মহর্ষিগণ এই দেশের লোকের স্নায়ু বল বৃদ্ধি করিতে মোদক ও মকরধ্বজ প্রভৃতি রসায়ন ও বাজীকরণ দ্রব্য সকলের বহুল প্রচলন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ব কালের লোকেরা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন এবং এই সকল মোদকাদি ব্যবহার করিতেন বলিয়াই কর্ম্মবীর বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন এবং অশীতিবর্ষ বয়ক্রমেও সম্মুখ যুদ্ধে বিক্রম দেখাইতেন। কাশী, কাঞ্চি, পাঞ্জাব, রাজ পুতনাও মহারাষ্ট্রের অধিবাসীরা এখন পর্য্যন্ত মহর্ষিগণের উপদেশ বিস্মৃত হয় নাই। অদ্যাপি সেই সকল দেশের লোকেরা মোদকাদি নিত্য ব্যবহার্য্য রূপে সেবন করে। এই জন্য তাহাদের বলবীর্য্যও অধ্যবসায় শক্তি বাঙ্গলাদেশের মত হীনাবস্থা প্রাপ্ত

হয় নাই। খোট্টা মারওয়ারি ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতিতে যে রূপ শক্তির পরিচয় দেয় বাঙ্গালী দাসত্ব ব্যতীত অন্যত্র তদ্রূপ শক্তির পরিচয় দিতে পারে না। বঙ্গদেশ পূর্ব্বাচার্য্যগণের বিহিত ব্রহ্মচর্য্য ও মোদকাদি সেবন প্রায় ত্যাগ করিয়াছে। পক্ষান্তরে স্নায়ুর বল বৃদ্ধির জন্য নূতন কোন পন্থাও অবলম্বন করে নাই সুতরাংই বাঙ্গালীর কর্ম্মতৎপরতা ও অধ্যবসায় শক্তি দিন দিন লাঘব হইতেছে। স্বদেশের মঙ্গলকামী সংস্কারকগণের এই অধঃপতনের গতি পরিবর্ত্তন করিতে হইলে লোকের স্নায়ুর বল বৃদ্ধির উপায় করিতে হইবে। ধনী নির্ধন দেশের সকলে অতি অল্প মূল্যে কিংবা নাম মাত্র মূল্যে যাহাতে স্নায়ুর বল বৃদ্ধিকারক ঐ দ্রব্য সমূহ পাইতে পারে তাহার উপায় করিতে হইবে এবং ব্রহ্মচর্য্যের প্রচলন করিতে হইবে। মানুষের স্নায়ু দুর্ব্বলতা ঘটিলে যখন তাহারা শারীরিক ও মানসিক তেজঃ ভ্রষ্ট হইয়া চিত্তের প্রসন্নতা, ভগবদ্ভক্তি, কর্ম্মতৎপরতা ও অধ্যবসায় প্রভৃতি অতীব প্রয়োজনীয় গুণ সকল হইতে বঞ্চিত হয় তখন তাহার প্রতীকারের জন্য শাস্ত্র বিহিত বলবীর্য্য বৃদ্ধিকর সাত্ত্বিক রসায়ন দ্রব্য সকল সেবন করিতে এবং সাধ্যানুসারে শুক্র রক্ষা করিতে শাস্ত্রে ও উপদেশ রহিয়াছে। আজ যেমন বঙ্গদেশের ভদ্রলোকেরা অতিশয় মানসিক পরিশ্রম ও বিবিধ প্রকারে শরীরের বলক্ষয় করিয়া তৎ প্রতীকারার্থে তেজঃবৃদ্ধি ও শরীর রক্ষার দিকেও মনোযোগ না লইয়া শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন বহু পূর্ব্বে ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, বশিষ্ঠ ও গৌতম প্রভৃতি ভারতের সহস্র সহস্র ঋষি বঙ্গদেশের ন্যায় গ্রামে বাস করিয়া এবং আমাদের ন্যায় কুপথ্য সেবন করিয়া শরীরের দিকে যথোচিত লক্ষ্য না রাখিয়া প্রাচীন কালে তেজঃ বীর্য্যহীন ও বিপন্ন হইয়াছিলেন। তখন তাহাদের বিগত তেজঃ পুনঃ প্রাপ্তির জন্য সুরপতি ইন্দ্র তাহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদোক্ত রসায়ন সমূহের উপদেশ দিয়া ছিলেন যথাঃ—

তানিন্দ্রং সহস্রদৃগমরগুরুবরোঽব্রবীৎ স্বাগতং ব্রহ্মবিদাং জ্ঞানতপোধনানাং ব্রহ্মর্ষিণামস্তি ননুবো গ্লানিরপ্রভবত্বং চৈশ্বর্য্যং বৈবর্ণ্যঞ্চ গ্রাম্যবাসকৃতম্ অসুখমসুখানুবন্ধ ইত্যাদি।

চরকচিকিৎসিতস্থানম্ ১ম অধ্যায় ৩৪ শ্লোক।

অর্থাৎ—সুরপতি ইন্দ্র এই সকল মহর্ষিদিগকে বলিলেন হে মহর্ষিগণ! ব্রহ্মর্ষিগণ আপনাদের মঙ্গল ত। গ্রামে বাস করিয়া আপনাদের ঐশ্বর্য্য বর্ণ

ইত্যাদি রক্ষিত হইতেছে কিনা মহর্ষিগণ ইন্দ্রের নিকট উপদেশ লাভ করিয়া পরে তেজবৃদ্ধি রসায়ন সেবন করেন। তৎসম্বন্ধে চরকের উক্তি আছে যে পূর্ব্বের বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অঙ্গিরা, যমদগ্নি, ভরদ্বাজ, ভৃগু ও তদ্বিধ অন্যান্য ঋষিগণ প্রযত্নভাবে এই রসায়ন সেবন করিয়া গ্রাম্য ব্যাধি জরা ও ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন এবং তৎপ্রসাদে মহাবল সম্পন্ন হইয়া ইচ্ছানুরূপ তপশ্চর্য্যা করিতে পারিয়াছিলেন ইত্যাদি। এই স্থানে সংস্কৃত শ্লোক দিলাম না কিন্তু সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ চরক চিকিৎসিত স্থানের ১ম অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোক পাঠ করিবেন। রসায়ন ব্যবহার করাতে কাশ্যপাদি ঋষিগণের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই এরূপ কথাও চরকে আছে।

স্নায়ুর দুর্ব্বলতা ঘটিলে শাস্ত্রোক্ত বাজীকরণ দ্রব্য সকল ব্যবহার করিতেও ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রে এই বাজীকরণের কিরূপ ব্যবস্থা আছে তাহা একবার দেখুন,

বাজীকরণমন্বিচ্ছেৎ পুরুষো নিত্যমাত্মবান।
তদায়ত্তৌ হি ধর্ম্মার্থৌ প্রীতিশ্চ যশ এবচ ॥

চরকসংহিতা, চিকিৎসিতস্থানম্, ২য় অঃ ২য়শ্লোকঃ

অনুবাদ—যশস্বী ব্যক্তিরা নিত্য বাজীকরণ ইচ্ছা করিবেন। কারণ ধর্ম্ম অর্থ আর প্রীতি ও যশঃ এই সকল বাজীকরণায়ত্ত।

বাহুল্যভয়ে শাস্ত্রোক্তির উল্লেখ এই স্থানেই শেষ করিলাম। ধীমান পাঠকবর্গ বুঝিয়া দেখুন, আমাদের মহর্ষিগণও রসায়ন ও বাজীকরণ সেবন করিয়াই তাঁহাদের দুর্ব্বলতাজনিত পতন হইতে উদ্ধার পাইয়া পুনর্ব্বার কর্ম্ম-বীরত্ব ও ধর্ম্মবীরত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের ও ব্যক্তিগত স্নায়ুদুর্ব্বলতা হইতে বাঙ্গালীর ব্যষ্টিগত যে দুর্ব্বলতার সৃষ্টি হইয়াছে ইহা দূর করিয়া বাঙ্গালীর শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে মহর্ষিগণের প্রদর্শিত ঐ পথেরই আশ্রয় লইতে হইবে। অর্থাৎ রসায়ন ও বাজীকরণ দ্রব্য সকল সেবন করিয়া শুক্রবৃদ্ধি তেজঃবৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনের দ্বারা সেই শুক্রের অনর্থক ব্যয় নিবারণ করিতে হইবে।

এইরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া আমাদের দেশের নব্য সম্প্রদায়

ঐ যে য়ুরোপের আদর্শে কেবল সভা-সমিতি এবং বক্তৃতা দ্বারা বাঙ্গালীর শক্তি বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসপর হইয়াছেন তাহা ভস্মরাশিতে বারিসিঞ্চন করার মত ফলোপধায়ক হইবে না। কারণ স্নায়ুদুর্ব্বলতা দ্বারা নিস্তেজ (প্যারালাইজ্‌ড) দেহকে 'উঠ উঠ' 'জাগ জাগ' কহিয়া কেহই উঠাইতে পারে না। মনের ব্যাধি উপদেশে দূরীভূত করা যায় কিন্তু শারীরিক ব্যাধি মুখের কথায় সারে না। বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা কি মনের না শরীরের তাহাই সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়া লইয়া পরে প্রতিকারের ব্যবস্থা করিলেই শুভ ফল হইবে। বক্তৃতা শুনিয়া উপদেশ শুনিয়া আমরাত তাহা বুঝি, আমাদের ত তাহাতে সহানুভূতি ঘটে এবং আমরা ত উৎসাহী হইয়া অনুসরণার্থ সঙ্কল্পবানও হই, তবে আমার সঙ্কল্প দূরীভূত হয় কেন? ইহা দ্বারাই বুঝা উচিত, সেই সঙ্কল্পকে স্থায়ী করিয়া রাখিতে পারে এমন শক্তিরই অভাব। এখন দেখিতে হইবে কিসে মানুষের সঙ্কল্পকে অক্ষুণ্ণ ও জীবিত রাখে। দেহতত্ত্ববিদ্ চিকিৎসকেরা জানেন স্নায়ুশক্তির উপরই ঐ কার্য্য নির্ভর করে। স্নায়ুতে বলের অভাব হইলে সঙ্কল্প স্থির থাকে না। সুতরাং বাঙ্গালীর সঙ্কল্প স্থির না থাকা রোগের জন্য তাঁহাদের স্নায়ুর বল বৃদ্ধি করার রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ খুবই সুলভে দিয়া উহা তাঁহাদের মধ্যে বহুল প্রচলন করিতে হইবে। অল্প হউক আর বেশীই হউক স্নায়ু- দুর্ব্বলতা না রহিয়াছে এমন বাঙ্গালী কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুখের বিষয় স্নায়ুদুর্ব্বলতার দরুণেই যে দেশের সর্ব্বনাশ হইতেছে, অনেক যুবক ও বালকের দৃষ্টি সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। অনেকে শুক্রধারণ ও ব্রহ্মচর্য্য কিরূপে ব্যবস্থা করিলে তাহা বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অনুকূল হইবে জানিতে চাহিয়া চিঠি লিখিয়াছেন। আমি তাঁহাদের চিঠির পৃথক উত্তর দেওয়ার পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-পত্রিকায় আমার ব্যবস্থা জানাইয়াছি। শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং।

ভাবসাগর উপাধিক—
কবিরাজ—শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ দেববর্ম্মা।
৬ঠা শ্রাবণ, ১৩২৫।

রামপাল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৩য় প্রবন্ধ)

রামপাল মিত্র ও সামন্তরাজগণের সুবিশাল বাহিনী লইয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়াই রাষ্ট্রকূটবীর শিবরাজকে প্রথমতঃ দুর্লঙ্ঘ্য ভাগীরথী পার হইয়া অতি দ্রুতবেগে বরেন্দ্রীতে উপস্থিত হইয়া প্রত্যেক গ্রামবাসীকে দেবব্রাহ্মণের ভূমিরক্ষ সম্বন্ধে অভয় দান করিতে আদেশ দিলেন; তৎপরে নৌসেতু প্রস্তুত করিয়া বিপুল বাহিনী সহ গঙ্গা পার হইলেন। তাঁহার বীর পুত্র রাজ্যপাল চতুরঙ্গব্যূহ রচনা করিয়া তুমুল সংগ্রামার্থে প্রস্তুত হইলেন। অপর দিকে কৈবর্ত্তপতি ভীম সবিক্রমে অসংখ্য সৈন্য সামন্ত সহ যুদ্ধার্থ উপস্থিত—ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। বারেন্দ্রভূমে ঐরূপ ভীষণ যুদ্ধ বোধ হয় আর কখনও হয় নাই। রামচরিতকার সেই তুমুল সংগ্রামের যথাযথ বর্ণনা করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

ভীম তাহার রাজধানী সুদৃঢ় করিবার জন্য যে 'ডমর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই ডমর ধ্বংস করিয়া রামপালের বিপুল সৈন্য রাজধানী আক্রমণ করিয়া কৈবর্ত্তপতিকে বন্দী করিল। কিন্তু ভীমের প্রিয়সুহৃদ্ হরি সেই বিক্ষিপ্ত কৈবর্ত্ত সৈন্য একত্র করিয়া আবার আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে রাজ্যপাল একবার মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সংজ্ঞা লাভ করিয়াই কৈবর্ত্ত সেনাপতিকে বধ করেন। ভীম আত্মহত্যা করেন। রামচরিতে আছে রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া রাবণ বধান্তে সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, রামপালও সেইরূপ ভীমরূপী রাবণ বধান্তে জনকভূমি (Father land) অর্থাৎ পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া জগতে যশস্বী হইয়াছিলেন। কৈবর্ত্ত রাজ্যের আত্মীয়স্বজন ও সামন্তরাজবংশীয়গণ আসাম ও কুচবিহারে আশ্রয় লয়। অদ্যাপি রাজবংশীয়গণের মধ্যে সেই রামভীতি প্রচলিত! রামভীতি প্রবাদের নায়ক পরশুরাম নহেন—গৌড়াধিপ রামপাল বারেন্দ্রীর দক্ষিণ সীমা সিরাজগঞ্জ হইতে উত্তর সীমা ধুবড়ী পর্য্যন্ত যে ভীমের জাঙ্গাল বর্ত্তমান তাহা মধ্যম পাণ্ডব ভীমের নহে, কৈবর্ত্তপতি ভীমের। মহাস্থান

গড় ছাড়াইয়া কিছু উত্তরে দুর্গ প্রকারের ন্যায় ভীমের জাঙ্গাল বর্ত্তমান। রামপাল দেবরক্ষিতের কবল হইতে মাগধাধিকার অতি সহজেই করিয়াছিলেন কিন্তু দিব্য ও ভীমের হস্ত হইতে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করা তাঁহার পক্ষে তত সহজ সাধ্য হয় নাই। বরেন্দ্রের প্রতি ঘরে দিব্য ও ভীম সুপরিচিত, দিব্যের জাঙ্গাল, ভীমের জাঙ্গাল, ভীমের ডাইঙ্গ এক্ষণও কৈবর্ত্ত নায়ক দিব্বোক ও ভীমের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। কৈবর্ত্ত রাজবংশীয়গণ উত্তর বঙ্গ ও আসামের আজও তাহাদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে, প্রায় আটশত বর্ষের নৈসর্গিক বিপ্লবে দিব্বোক ও ভীমের রাজধানীর 'ডমর' সুদৃঢ় ও বিশাল দুর্গ প্রকার ক্রমশঃ বিধ্বস্ত হইলেও এখনও সেই ধ্বংসাবশেষ কীর্ত্তি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণেরও বিস্ময়োৎপাদন করিতেছে। রামপাল বহু আয়াসে ও বহু অর্থব্যয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া কৈবর্ত্ত রাজধানীর কিছু দূরে গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যভাগে 'রামাবতী' রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কৈবর্ত্ত প্রভাব ধ্বংস করিবার জন্য রামপাল যে সমবেত কায়স্থ শক্তির প্রয়োগ করিয়াছিলেন, পূর্ব্ব প্রবন্ধে তাহা লিখিয়াছি। এক্ষণে ঐ সমস্ত দেশের উল্লেখ করিব। 'পীঠী' মগধেরই সন্নিহিত, গড় কটকের পার্শ্বেই 'পীঠন' নামে প্রাচীন নগরী বিদ্যমান ছিল। পীঠী পতি ভীম যশার নাম হইতেই 'যশপুর' রাজ্যের নামকরণ হইয়াছে। 'কোটাটবী' কটক সরকারের অন্তর্গত কোটদেশ দণ্ডভুক্তি মেদিনী জেলার দক্ষিণাংশ। 'বালবলভী' দেবগ্রামের সন্নিকট যে ভূভাগকে ভাগীরথী ও ইছামতী নদী বেষ্টন করিয়া আছে। 'অপরমন্দার' বর্ত্তমান গড় মন্দারণ। 'কুজবটী' বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল বর্ত্তমান নাম কুজবড়া। তৈলকম্পী মানভূম জেলার তেলকুপী। 'উচ্চাল' বর্ত্তমান বীরভূম জেলার 'উঝিয়াল' পরগণা। 'ঢেক্করীয়' বর্দ্ধমান জেলার সেনভূম। 'কযঙ্গল' বর্ত্তমান নাম কাঁকজোল 'সঙ্কটগ্রাম' এটি বর্ত্তমান পূর্ণিয়া ও মালদহ জেলার মধ্যবর্ত্তী স্থান। 'নিদ্রাবলী' বর্ত্তমান রাজসাহী বিজয় নগরের দেড় মাইল দক্ষিণে নিদ্রালী নামক স্থান। কৌশম্বী রাজসাহী জেলার কুশম্বী, পদুবন্ধা বর্ত্তমান পাবনা। রাম পক্ষে উক্ত দেশসমূহের রাজন্যবর্গ যোগদান করেন।

যাহা হউক রামাবতীর বর্ত্তমান স্মৃতি নিদর্শন পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি এক্ষণে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সেই অতীত কীর্ত্তির মহাশ্মশান 'রামপুর' 'বোয়ালিয়া'র 'কাঁটাবনই' এক সময়ে প্রাচ্য ভারতের গৌরবস্পর্দ্ধী রাজধানী 'রামাবতী' নামে

পরিচিত ছিল। 'করতোয়ামাহাত্ম্যে' পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুর ও মহাস্থান নামে বিখ্যাত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি কৈবর্ত্তপতি দিব্যবা দিব্বোক হয় মহীপালকে পরাজয় করিয়া বরেন্দ্রী অধিকার করেন এবং দিব্বোকের অনুজ রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রীর রাজা হইয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গে (পূর্ব্ববঙ্গে) বর্ম্মবংশীয় ভূপালগণ আধিপত্য করিতেন, তৎপূর্ব্বে যখন বঙ্গে চন্দ্রবংশ রাজত্ব করিতেন তখন বর্ম্মবংশ হিমালয় প্রদেশে দেরাদুন জেলার সিংহপুর বাসী ছিলেন। হিমালয়ের এই সিংহপুররাজা কাশ্মীরের অশ্বঘোষ বংশীয় কায়স্থ রাজন্যবর্গ কর্তৃক অধিকৃত হইলে বর্ম্মবংশ তথায় বহুকাল সামন্ত নৃপতিরূপেই আধিপত্য করেন। বেলাব- তাম্র- লেখ হইতে জানা যায় যে এই বংশের বজ্র বর্ম্মার পুত্র বীরবর জাত বর্ম্মা (তাঁহার শ্বশুর চেদিপতি কর্ণদেবের সাহায্যেই) সার্ব্বভৌম শ্রীকে বিস্তার করেন। বঙ্গরাজ জাতবর্ম্মা গৌড়াধিপ পাল রাজগণের পক্ষে ও কৈবর্ত্ত সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া যে কৈবর্ত্তপতি দিব্যের ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া ছিলেন তাহাও উক্ত তাম্রলেখে উক্ত হইয়াছে। যাদববীর জাতবর্ম্মা যে দিব্যকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন তাহা রামপালের প্রসঙ্গেই লিখিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১০৫৭ অব্দে গৌড়েশ্বর রামপালের রাজ্যাভিষেক হয়। সুতরাং তৎপূর্ব্বেই জাতবর্ম্মা বিক্রমপুর জয় করিয়া ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবং বিক্রমপুর সিংহাসন হইতেই পরে রামপাল পক্ষে দিব্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা ১০২২ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর সিংহাসন অধিকার করেন। ঐতিহাসিক সম্রাট প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় এই মত প্রকাশ করেন। সামন্ত রাজরূপে যে সমস্ত নরপাল গৌড়াধিপকে যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিলেন বঙ্গেশ্বর জাতবর্ম্মাও তাঁহাদিগের অন্যতম বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। জাতবর্ম্মার দুই পুত্র হরি বর্ম্মা ও শ্যামল বর্ম্মা। বর্ম্মরাজগণের সহিত রাঢ় দেশের কোনও সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয় না, জ্যেষ্ঠের অভাবে বিক্রমপুরেই ৯৯৪ শকে বা ১০৭১ খৃষ্টাব্দে শ্যামল বর্ম্মা রাজা হইয়া ছিলেন। শ্যামলের মাতামহ কর্ণদেব কর্ণবতী সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বেদবিৎ বৈদিক ব্রাহ্মণের কর্ণাবতীই আদিস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা।

গাঁয় মানেনা মোড়ল

"গাঁয় মানেনা মোড়ল" এই প্রচলিত কথাটি প্রত্যেকেই জানেন। যেখানে অনর্থক মোড়লী করিবার অভিপ্রায়ে হাম্ পদ্ম রায় সাজিয়া লোকে পরামর্শ প্রদান করিতে যায় অথবা কর্তৃত্ব পরিচালন করিতে যায় জন সাধারণ তাহাকে গ্রাহ্য করে না তদ্রূপ হইলেই উপযুক্ত প্রবাদ বচনটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ মোড়লের সংখ্যা দুর্ভাগ্যক্রমে নিতান্ত অল্প নহে। অদ্য জনৈক মোড়ল যে সম্প্রতি অদ্ভুত মোড়লী করিয়াছেন তাহাই পাঠকবর্গকে উপহার দিতে আসিয়াছি। বহু দিনের কথা স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু যাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন। "মধুসূদনের পৃষ্ঠদেশ আমার বেত্রাঘাতের যোগ্য নহে" ইনি সেই "মধুসূদন" যৌবনের উদ্দামতা বার্দ্ধক্যে হ্রাস প্রাপ্ত না হইয়া পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে মাত্র শুনিতে পাই ইনি কায়স্থ কুলে জন্মলাভ করিয়াছেন। কিন্তু দেখিতে পাই সর্ব্বদাই কায়স্থ জাতিকে অনুন্নত জাতি বিষয়ের সম পর্য্যায়ে অবনমিত করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত। শুনিতে পাই মধুসূদন বাবু নমঃশূদ্রাদি জাতিকে সমুন্নত করিবার নিমিত্ত আত্ম নিয়োগ করিয়াছেন। সময় নাই অসময় নাই নিম্ন বর্ণের পক্ষ হইয়া উচ্চ বর্ণকে আক্রমণ করিতে তাহার বিরতি নাই। অনুন্নত জাতিকে উচ্চ জাতির প্রতিকূলে উত্তেজিত করাই তাহার যেন একমাত্র জীবনের কাজ। আবার ইহাও শ্রবণ করি তাহার কথায় কেহই বড় কাণ দেয় না—তাহার পরামর্শ লইয়া অনুন্নত জাতীয় কোন ব্যক্তিই কোন কার্য্য করে না। অথচ তাঁহার হাম পদ্মরায় সাজিবার প্রবৃত্তির ও হ্রাস নাই! তাহার প্রকৃতি কি অপরূপ! কায়স্থ জাতির কোন কুলাঙ্গার নীচবর্ণের কোন ব্যক্তির গৃহে অন্নাহার করিলে তিনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া ঘোষণা করেন এইত প্রকৃত কায়স্থত্ব! কায়স্থকে নিম্ন বর্ণের কোন ব্যক্তি পূর্ব্ব সম্মান প্রদান না করিয়া অপমান করিলে তাহা তাহার অসাধারণ বুদ্ধিতে অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হয় না। কিছুদিন হইল, একজন কায়স্থ প্রচারককে খেওয়া নৌকায় নমঃশূদ্রেরা বাঁধিয়া লইয়া

যাইতে চাহিল না প্রচারককে নৌকা বাহিতে আদেশ করিল। প্রচারক অস্বীকৃত হইলে, তিরস্কারের সহিত তাহাকে নৌকা হইতে নামাইয়া দিল। কথা প্রসঙ্গে বর্ত্তমান লেখক মধুসূদন বাবুকে এই বৃত্তান্ত বলিলে তিনি বলিলেন—উহা খুব উপযুক্ত কার্য্য হইয়াছে। অনুন্নত জাতিকে উন্নত করিবার চেষ্টা প্রশংসনীয় সত্য পরন্তু উচ্চজাতিকে অবনত করিবার প্রয়াসী যে তাহাকে লোকে [illegible] ? উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে শত্রুভাব বিস্তারের প্রযত্ন করিলে [illegible] ? এখনও উশৃঙ্খল প্রকৃতি পরিহার পূর্ব্বক বয়সোচিত [illegible] অবলম্বন করা সরকার মহাশয়ের কর্ত্তব্য। বাল্যকালেই [illegible] সমুন্নত করিবার প্রবৃত্তি তাহার জাগ্রত হইয়া থাকে; [illegible] প্রক্ষালন না করিয়া সুপথ আশ্রয় করাই সমীচীন। যা, তা [illegible] নিম্নজাতির উন্নতি সম্ভব হইবে না হইতে পারে না। উচ্চ-বর্ণের [illegible] নিম্নবর্ণের সমুন্নতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তাহাদিগকে চটাইয়া [illegible] অসম্ভব। কিছুদিন হইল ১৩২৫ সনের আষাঢ় সংখ্যা নব্যভারতে 'পুণ্যশ্লোক রমেশচন্দ্র রায় চৌধুরীর দান' নাম দিয়া মধুবাবু এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে আপত্তিকর কথা আছে বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা। (ক) রমেশবাবু ফরিদপুর বাইসরশীর সাহাজাতীয় জমিদার।

(ক) লেখক মহাশয় লিখিয়াছেন বর্ত্তমান প্রবন্ধের অবতারণা এ কোন্ প্রবন্ধ ? প্রতিভার বিগত আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয় দশলক্ষ টাকা দান শীর্ষক একটী প্রবন্ধে লিখিয়াছেন। আমাদের বোধ হয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় উক্ত প্রবন্ধের উল্লেখ এইস্থানে করিতেছেন। কোন লেখককে ব্যক্তিগত ভাবে আমরা দোষারোপ করিতে ইচ্ছা করি না তবে তিনি যাহা লেখেন সেই সম্বন্ধেই আমাদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। উক্ত দশ লক্ষ টাকা দান শীর্ষক প্রবন্ধে মধুসূদন বাবু লিখিয়াছেন কায়স্থেরা যেমন দেবস্পর্শ দোষে ও খাদ্য স্পর্শ দোষে কোন অপমান বোধ করেন না, ক্ষাত্রত্বের দাবী যেমন কথার কথা কোনও সুচিন্তিত মূল্যবান অধিকার প্রাপ্তির উদ্দেশ্য নহে, সাহামহাশয় দিগের ও উপরোক্ত হীনতা ব্যঞ্জক দেবস্পর্শ দোষ ও খাদ্যস্পর্শ দোষের অতিরিক্ত জলস্পর্শ দোষ নামক অতিহীন প্রথায় কোন অপমান বোধ নাই এবং তাহাদের বৈশ্যত্বের দাবী বাক্যব্যয় ক্ষাত্রত্বের

তিনি কয় বৎসর ফরিদপুর ও বরিশালে জনহিতকর কার্য্যে যেরূপ অকাতরে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন ; তাহা অতীব প্রশংসাজনক ও উন্নত প্রকৃতির পরিচায়ক তাঁহার দানশীলতা তাঁহাকে হিন্দুসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে।

দাবীর ন্যায় ফাঁকা আওয়াজ মাত্র ইত্যাদি।” শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বন্ধুবর মধুসূদন সরকার মহাশয়কে এই প্রবন্ধে মন্দ বলিবার সময় তাঁহার ঐ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত ছিল আমরা শিখা সূত্র ধারণ করিয়াছি কিন্তু খাদ্যস্পর্শ এবং দেবস্পর্শ দোষে আজিও আমরা কলঙ্কিত। ভারত ইতিহাসে দেখিতে পাই ব্রাহ্মণ ঋষিগণ পরম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়ের অন্নগ্রহণ করিয়াছেন। অঙ্গির সংহিতায় লিখিত আছে :—

অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়স্মৃতম্।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং ধ্রুবম্॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃত এবং ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধবৎ বৈশ্যের অন্ন অন্নবৎ কিন্তু শূদ্রের অন্ন রুধিরবৎ। মহাভারতের বনপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা পাঠ করিয়া থাকি যে পাণ্ডবগণ যৎকালে দ্বাদশ বর্ষ বনবাসে গমন করেন তখন যুধিষ্ঠিরের স্তবে সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া যে তাম্রনির্ম্মিতা একটী ভোজনস্থালী তাহাকে প্রদান করেন সেই পাত্রদ্বারা দ্রৌপদী সর্ব্বপ্রকার অন্ন পরিবেশন করিলে উহা অক্ষয় হইবে এই বর প্রদান করেন। ফলতঃ এখনও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতে ক্ষত্রিয়ের অন্ন ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করিয়া থাকেন। এইক্ষণ কায়স্থের অন্ন দুষণীয় হইল কেন? ব্রাহ্মণের কথা দূরস্থাং নিম্নজাতিগুলিও আমাদের অন্ন গ্রহণ করে না। সকলজাতির সম্মুখে আমরা দোল দুর্গোৎসব ইত্যাদি ভারতের পূজাপার্ব্বণ সমস্তই ব্রাহ্মণ দ্বারা করিতেছি। আমরা দেবতা স্পর্শ করিলেও দোষ হয় এই দেবস্পর্শ দোষ খাদ্যস্পর্শ দোষ যাহা মধুসূদন বাবু স্পষ্টাক্ষরে দেখাইতেছেন প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহার কি উত্তর দিয়াছেন? কায়স্থ এবং বৈশ্যজাতির উক্ত ত্রিবিধ দোষ তিরোহিত করা সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। আমরা সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে যদি দেল, দোল, দুর্গোৎসব ইত্যাদি নিজে করিতে পারিতাম তাহা হইলে ঐ সকল দোষ অনেকটা তিরোহিত হইত। সম্পাদক।

তাঁহার কার্য্যকে প্রশংসা করিয়া যদি মধুবাবু প্রবন্ধ লিখিতেন অযাচিত সদুপদেশ দানে উচ্চনিম্নবর্ণের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করিতে না চাহিতেন; তবে আমরা আনন্দিত হইতাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মধুবাবুর প্রকৃতি অদ্ভুত! তিনি রাঁধিতে জানেন পর্য্যন্ত কোন ব্যঞ্জনই বিষাক্ত না করিয়া ছাড়েন না! নব্যভারতের উল্লিখিত প্রবন্ধে মধুবাবু একস্থানে লিখিতেছেন—রায় মহাশয়ের প্রশংসনীয় দানটী আপাতঃ দৃষ্টিতে কায়স্থদানের ন্যায়ই বোধ হইতেছে! সর্ব্ব-সাধারণের উপকারই যেন তাঁহার লক্ষ্য কিন্তু রাজেন্দ্র কলেজ কমিটী ও বরিশাল হিন্দুধর্ম্মরক্ষিণী সভা কি তাঁহাকে বা তাহার সম্প্রদায়কে কায়স্থের অধিকার দিবেন? হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয় কতকগুলি জাতীয় লোককে বেদশিক্ষা করিতে দেয় না। সকল বিদ্যালয়েই আচরণীয় জাতির ছাত্রবৃন্দকে এক ছাত্রাবাসে পান ভোজন ও বাস করিতে দেয় না। এই অবস্থাকে আরও বদ্ধমূল করার জন্যই কি রায়চৌধুরী মহাশয়ের রাজেন্দ্র-কলেজ প্রতিষ্ঠার্থ দান হইয়াছে? কলেজ কমিটীর সহিত এ বিষয়ে কি যুক্তি হইয়াছে? কোন যুক্তি না হইয়া থাকিলে ও এক্ষণে কোন যুক্তি করা যায় কিনা তাহা কি চৌধুরী মহাশয় ভাবিয়া দেখি-বেন। সেইরূপ বরিশাল ধর্ম্মরক্ষণী সভার ব্যাসাসনে বসিয়া সাহাজাতীয় বর্ণব্রাহ্মণেরা কি সকল শ্রেণির হিন্দুর কর্ণে শাস্ত্রোপদেশ দিতে পারিবেন? এই ধর্ম্মরক্ষণীর সভা যখন দেবদেবীর পূজার অনুষ্ঠান করিবেন তাহাতে কি কায়স্থযাজী ব্রাহ্মণের ন্যায় সাহাজাতীয় ব্রাহ্মণেরা অবাধে যোগদিতে পারিবেন? ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় আচরণীয় ও অনাচরণীয় ব্রাহ্মণেরা কি এক পংক্তিতে ভোজন করিবেন? ইত্যাদি।" বিস্ময়ের বিষয়দাতা চৌধুরী মহাশয়ের মনে যাহা উদয় হয় নাই সাহাজাতির অযাচিত সুহৃদ মধুবাবুর উদার হৃদয়ে তাহা উদিত হইয়া নব্যভারতের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। মধুবাবু যাহা চাহেন, হিন্দুসমাজের অবস্থা বর্ত্তমানেও সেরূপ হয় নাই কখনও হইবে কি না জানি না জাতিভেদ প্রথা রহিত হওয়া কতটা সম্ভব তাহাও বলিতে পারি না। সকল শ্রেণীর হিন্দু একত্র পান ভোজন করিলে হিন্দুত্ব বজায় থাকিবে কি না তাহা বুঝি না। যে সাহা নমঃশূদ্রাদি জাতির জন্য তিনি প্রাণপণ আরম্ভ করিয়াছেন উচ্চ:শ্রেণীর বিশেষতঃ কায়স্থজাতির সহিত পান ভোজন করাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন; সেই সাহা নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিও আপনাদিগের

অপেক্ষা নীচবর্ণের সহিত পান ভোজন করিতে সম্মত নহেন। ইহা সকলেই জানেন। যদি কোন কলেজে আচরণীয় ও [illegible] ... দুইটী বিভাগ থাকে তাহা হইলে যাহা নমঃশূদ্র প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উন্নত অনাচরণীয় জাতিগুলি কি মুচি, ভুইমালী, প্রভৃতি অনুন্নত জাতিগুলির সহিত একত্র পান ভোজন করিতে সম্মতি দান করিবে? ইহা যখন সম্ভব নহে তদ্রূপ উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর সহিত যাহা নমঃশূদ্রাদি জাতির [illegible] পান ভোজনের [illegible] সামাজিক বর্তমান অবস্থা চাহিতে পারে [illegible] এক পংক্তিতে কায়স্থযাজী ও [illegible] ব্রাহ্মণেরা [illegible] পারিবেন, এরূপ প্রস্তাব উত্থাপনের যোগ্য হইতে পারে না। চৌধুরী মহাশয় যদি সরকার মহাশয়ের ন্যায় বুদ্ধিমান হইতেন, তিনি [illegible] সভার সহিত সরকার মহাশয়ের কথিত মত যুক্তি আবদার চাহিতেন; তবে উভয় উক্ত দান প্রত্যাখ্যাত হইত। [illegible] ও [illegible] ব্রাহ্মণেরা এখন পর্যন্তও এতটা অধঃপাতে যায় নাই যে আত্ম-সম্মান বর্জন করিয়া চৌধুরী মহাশয়ের অশাস্ত্রীয় অন্যায় আবদার মানিয়া লইয়া কলেজ ও ধর্ম্মরক্ষিণী সভার জন্য তাঁহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করিবে। চৌধুরী মহাশয় ধন্য [illegible] তিনি ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া দান করেন নাই সার্বজনীন হিতসাধনই তাঁহার দানের লক্ষ্য। মধুবাবুর পরামর্শে তিনি কখনই শ্রদ্ধা করিয়া তাঁহার হৃদয়ের উচ্চতাকে ম্লান করিতে পারেন না। মধুবাবু বোধ হয় ভুলিয়া যান [illegible] ভেদ প্রথা এ দেশে নূতন আমদানী নহে। সকল বর্ণের লোক একত্র হইয়া কোন ব্যাপার এদেশে হয় না এমনও নহে। যেখানে সকল বর্ণের [illegible] একত্র হয় সেখানে উচ্চবর্ণের শ্রেষ্ঠত্বে কেহ ক্ষুব্ধ হয় না—জাতিভেদের [illegible] মানুসারে যার যে অধিকার সে তাহাই [illegible] করিয়া সুখী হয়—তাহাতে বিদ্বেষ বিষের জন্ম হয় না। [illegible] লোকের কার্য্যই [illegible] সম্প্রদায়ের মধ্যে হলাহলের বিস্তার করিয়া সমাজের [illegible] করে। [illegible] যে উচ্চপ্রকৃতির দ্যোতক নহে তাহা সুনিশ্চিত, তবে তাহাদের বাহাদুরীর [illegible] মধুবাবু আর একটী [illegible] বিষয় বলিয়াই উপসংহার করিব। তিনি অন্যত্র লেখেন নমঃশূদ্র ও কৈবর্ত্ত জাতি [illegible] জাতির [illegible] যাহারা বিবেচনা [illegible]

তাহাদের নিকট হইতেও এইরূপ দান গ্রহণ করিয়া তাহাদের দায়াদ (উত্তরাধিকারী বা জাতি) কায়স্থ জাতির সহ তাহাদের সমতুল্যতা সম্পাদন হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার প্রধানতম উপায় (খ) কেমন পাঠকগণ শুনিলেন ত? কায়স্থ জাতি নমঃশূদ্র ও কৈবর্ত্ত জাতির দায়াদ! নমঃশূদ্রাদি জাতির কায়স্থ জাতির সমতুল্যতা লাভ করানই সরকার মহাশয়ের প্রাণের কামনা। এই সব উক্তির উপর পুষ্পবর্ষণ করা ও লেখকের উত্তপ্ত মস্তিষ্কে মধ্যম নারায়ণ ব্যবস্থা করা কি সমীচীন নহে? কায়স্থ জাতিতে যে এমন রত্ন জন্মিতে পারে, আপনারা ইতিপূর্ব্বে তাহা কি কল্পনা করিতে পারিয়াছেন? ইহার মতের মূল্য যাহাই হউক, শুধু সাধারণকে সতর্ক করিবার জন্যই প্রতিবাদ প্রয়োজন। আশাকরি সকলেই ইহাকে চিনিয়া রাখিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

(খ) মধুবাবু এরূপ উক্তি কোথায় করিয়াছেন লেখক মহাশয় তাহা লেখেন নাই শাস্তক কোন্ জাতি আমরা জানি না। সম্পাদক।

শূদ্রের যাজন।

শূদ্রান্নং শূদ্রসম্পর্কঃ শূদ্রেণৈব সহাসনম্।
শূদ্রাজ্জ্ঞানাগমশ্চাপি জ্বলন্তমপি পাতয়েৎ॥৩২

পরাশর। ১২ অঃ

অর্থাৎ শূদ্রের অন্ন, শূদ্রের পক্কান্ন (ক) শূদ্রের সহিত সহবাস শূদ্র হইতে জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিলে অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির পতন অনিবার্য্য। মনু বলিয়াছেন:—

যোহন্যত্র ধর্ম্মমাচষ্টে যশ্চৈবাদি যাতিব্রতম্।
সোহসংবৃতং নাম তমঃ সহ তেনৈব মজ্জতি ৮১॥

৪ অঃ।

(ক) কেহ কেহ শূদ্রের সহিত সম্পর্ক অর্থ করিয়া থাকেন। এস্থলে সম্পর্ক শব্দের অর্থ সংসর্গ মিলন ইত্যাদি। সম্পাদক।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শূদ্রকে ধর্ম্ম উপদেশ দেন কিম্বা ব্রতের উপদেশ করেন তাহারও পতন অনিবার্য্য। এমতস্থলে শূদ্রের নিকট ধর্ম্ম উপদেশ গ্রহণ কিম্বা শূদ্রকে ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান উভয় কার্য্যই অত্যন্ত গর্হিত। এইক্ষণে আমরা জিজ্ঞাসা করি এই শূদ্র কোন্ জাতি ? বিশ্বেশ্বর কৃত শূদ্র ধর্ম্ম নিরূপণে বলা হইয়াছে। "অতোন শূদ্রস্য বৈদিক পৌরাণ মন্ত্র পাঠঃ। অর্থাৎ বৈদিক কি পৌরাণিক কোন মন্ত্রে শূদ্রের অধিকার নাই।

রঘুনন্দন তদীয় স্মৃতি শাস্ত্রে বলিয়াছেনঃ—
বিবাহ মাত্রং সংস্কারং শূদ্রোঽপিলভতাং সদা। অর্থাৎ বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন সংস্কারে শূদ্রের কোন অধিকার নাই। এমতাবস্থায় দেখা যাইতেছে ভারতের পার্ব্বতীয় আদিম জাতিগুলি অর্থাৎ কোল, ভিল, সাঁওতাল ইত্যাদি জাতিগুলি শূদ্র নামে অভিহিত। এমন কি বঙ্গের নমঃশূদ্র জাতিগুলি ও শূদ্রপদ বাচ্য নহে কারণ তাহাদিগের মধ্যে দশবিধ সংস্কার বর্ত্তমান রহিয়াছে।

২। বর্ত্তমান সময়ে এই শূদ্রজাতি সম্বন্ধে একটী গোলমাল চলিতেছে কারণ মনু বলিতেছেনঃ—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রোনাস্তিতু পঞ্চমঃ ॥৪॥ ১০ম অঃ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য ইহারাই দ্বিজাতি অর্থাৎ আর্য্য যজ্ঞোপবীত ইহাদিগের চিহ্ন। চতুর্থবর্ণ শূদ্র যাহাদিগের যজ্ঞোপবীত নাই। এই শূদ্রের যাজন সম্বন্ধে আমরা মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্ব দশম অধ্যায় হইতে নিম্ন লিখিত উপাখ্যানটী কীর্ত্তন করিতেছি তাহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে পুরাকালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইহাদিগকে যাজন দীক্ষা এবং ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করিলে ব্রাহ্মণগণ দুষিত হন না। কিন্তু শূদ্রকে উপদেশ প্রদান করা অত্যন্ত গর্হিত।

৩। পূর্ব্বে হিমালয় সন্নিহিত ভগবান ব্রহ্মার আশ্রম সন্নিধানে সিদ্ধচারণ সেবিত পুষ্পোদ্যান সমালঙ্কৃত বিবিধ তরু লতায় সমাকীর্ণ এক পবিত্র আশ্রম ছিল।

ঐ আশ্রমে তীব্র তেজঃ সম্পন্ন বান প্রস্থাশ্রমী সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বী বালখিল্য মুনিগণ অবস্থান করিতেন। (খ)

একদা জনৈক ধার্ম্মিক দয়াবান শূদ্র ঐ আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ভগবন্! আমি শূদ্রবংশ সম্ভূত আমাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মে দীক্ষা দেন। উক্ত মুনিগণের কুলপতি কহিলেন বৎস শূদ্রজাতির সন্ন্যাস ধর্ম্মে অধিকার নাই। তোমার যদি ধর্ম্ম বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে তুমি এই আশ্রমে অবস্থান করিয়া আমাদের শুশ্রূষা কর পরিণামে তোমার মঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। শূদ্র ইহাতে মর্ম্মাহত হইয়াও ঐ আশ্রমে বাস করিতে লাগিল। কিয়দ্দিবস পরে একজন ব্রাহ্মণ মহর্ষি ঐআশ্রমে উপস্থিত হইলে শূদ্র তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিল।

৪। মহর্ষি শূদ্রের ভক্তি দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহার সহিত ঐ আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। একদা উক্ত শূদ্র সেই মহর্ষিকে কহিলেন ভগবন্! আমি পিতৃকার্য্য করিব আপনাকে ঐকার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। মহর্ষি কোন প্রকার বিবেচনা না করিয়া তথাস্তু বলিলে ঐ শূদ্র মহর্ষিকে পাদোদক প্রদান পূর্ব্বক ঔষধি, দর্ভ, পবিত্র ও আসন আনয়ন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের আসন দক্ষিণ দিকে পশ্চিম শীর্ষ করিয়া সংস্থাপন করিল। তখন ব্রাহ্মণের আসন সংস্থাপন অশাস্ত্রীয় হইয়াছে দেখিয়া শূদ্রকে কহিলেন হে তপোধন! তুমি পূর্ব্ব শীর্ষ করিয়া ব্রাহ্মণের আসন সংস্থাপন করতঃ স্বয়ং উত্তরাস্য উপবেশন কর। তদনুসারে শূদ্র উত্তরাস্যে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষির আদেশ অনুসারে যথাস্থানে দর্ভ ও অর্ঘ্যাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিল। অনন্তর শূদ্র তাপস উক্ত আশ্রমে দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করতঃ স্বীয়পুণ্য বলে রাজ বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং উক্ত মহর্ষি যথাকালে দেহত্যাগ করিয়া পুরোহিত কুলে উৎপন্ন হইলেন।

৫। এইরূপে পরজন্মে সেইশূদ্র ও ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাহাদিগের বয়ক্রমের সহিত বিদ্যানুরাগ বৃদ্ধি হইতে লাগিল,

(খ) বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ ক্ষুদ্রাকৃতি ব্রহ্মার শরীরস্থ লোম হইতে ষষ্ঠী সংখ্য বালখিল্য প্রাদুর্ভূত হন

সম্পাদক।

ব্রাহ্মণ ক্রমে ক্রমে বড়াঙ্গ বেদকল্প জ্যোতিশ ও সাঙ্খ্যশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। পক্ষান্তরে রাজার মৃত্যু হইলে রাজকুমার যিনি পূর্ব্বজন্মে শূদ্র ছিলেন তিনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পরম সুখে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণ তাহারই পৌরোহিত্য পদে অভিষিক্ত হইয়া পুণ্যাহ বাচন এবং অন্যান্য ধর্ম্ম কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার সময় উক্ত মহারাজা তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেই ভূপতি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতেন। রাজা এই প্রকারে বারংবার হাস্য করিলে পুরোহিত মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ আপনি কি নিমিত্ত আমাকে দেখিবা মাত্র হাস্য করেন। নরপতি কহিলেন ব্রাহ্মণ! আমি জাতিস্মর পূর্ব্বজন্মে শূদ্র ছিলাম তপোবলে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আপনি পূর্ব্বজন্মে মহর্ষি ছিলেন এবং আমরা উভয়ে এক আশ্রমে বাস করিতাম। আপনি একদিবস আমার বিশেষ অনুরোধে আমার পিতৃলোকের শ্রাদ্ধে পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন এবং সেইপাপে আপনি মুনি না হইয়া পুরোহিত হইয়াছেন ইহাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।

৬। এই প্রবন্ধ হইতে দেখা যাইতেছে যে শূদ্রের যাজন করিয়া মহর্ষির অধঃপতন হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পৌরোহিত্য করিতে পারেন তাহাতে কোন দোষ হয় না। কিন্তু শূদ্রের পৌরোহিত্য করিলে ব্রাহ্মণের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

সম্পাদক।

কবিতাগুচ্ছ

কামিনী-কাঞ্চন।

—•—

কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন,
মা কালীর আদাক্ষর কামিনী-কাঞ্চন।
জানি কামিনীর ধর্ম্ম, বুঝি কামিনীর মর্ম্ম,
কালীমার পদতলে শিবের শয়ন।
কেন বল কামিনীকে করিতে বর্জ্জন।১

কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন,
কাশীর অক্ষর আদি কামিনী-কাঞ্চন।
অন্নপূর্ণা করি সঙ্গে, বিশ্বনাথ মহারঙ্গে,
অহোরাত্র গৌরী পিঠে আনন্দে মগন।
কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন।২

কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন,
কামাখ্যার আদ্যক্ষর কামিনী কাঞ্চন।
মহাপিঠে শিবজায়া, কামরূপী মহামায়া,
কামামৃত করিছেন নিয়ত বর্ষণ।
কেমনে কামিনী-কাঞ্চন করিবে বর্জ্জন।৩

কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন,
কাত্যায়নীর আগুক্ষর কামিনী-কাঞ্চন।
সুরধুনী শিরে ধরি সতীদেহ স্কন্ধে করি
সদাশিব করিছেন সর্ব্বদা ভ্রমণ।
কে বলে কামিনী কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন।৪

কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন,
কায়ার প্রথম অক্ষর কামিনী-কাঞ্চন,
কায়াতেই জীবোৎপত্তি কায়াতেই অবস্থিতি,
কায়া ভিন্ন জীবাত্মার না হয় রক্ষণ।
কেমনে কামিনী-কাঞ্চন করিব বর্জ্জন।৫

কে বলে কামিনী কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন,
কালাচাঁদের আগুক্ষর কামিনী-কাঞ্চন।
জানিয়া কামিনী তত্ত্ব রাধা প্রেমে হ'য়ে মত্ত
মান ভাঙ্গিলেন কৃষ্ণ ধরি শ্রীচরণ।
কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন।৬

কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন,
কালের প্রথম অক্ষর কামিনী-কাঞ্চন।
মহাকাল মৃত্যুঞ্জয় করেন জীবের লয়,
বিষ্ণু করিলেন লক্ষ্মী হৃদয়ে ধারণ।
কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন।৭

কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন,
কাব্যের প্রথম অক্ষর কামিনী-কাঞ্চন।
বাল্মিকী কালিদাস ভবভূতি কৃত্তিবাস,
মধু ঢালিলেন শেষে শ্রীমধুসূদন।
কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন।৮

কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন,
কাননের আদ্যক্ষর কামিনী-কাঞ্চন।
রামরূপে রঘুপতি বনে দিলা সীতা সতী,
অভিষেকে স্বর্ণসীতা করিলা গঠন।
কেমনে কামিনী-কাঞ্চন করিবে বর্জ্জন।৯

কে বলে কামিনী কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন।
শ্রীকৃষ্ণের আদ্যক্ষর কামিনী-কাঞ্চন।
যাঁহার বংশীধ্বনি শুনি, গোপিগণ উন্মাদিনী
সেই পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ ভুবন মোহন।
কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন।১০

কে বলে কামিনী-কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন,
কায়স্থের আদ্যক্ষর কামিনী-কাঞ্চন।
ব্রহ্মকায় সমুদ্ভূত চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত
ব্রহ্মার আদেশে তাঁরে যমপুরে গমন
কে বলে কামিনী কাঞ্চন করিতে বর্জ্জন।১১

শ্রীতারাপদ বসুবর্ম্মা।

তুমি আসিলেন আর।

পতিত পাবন হরি, আসিলে না দয়াকরি
হায়রে উদ্ধার তরে আসিলেনা আর।

ধ্রুব ও প্রহ্লাদ জন্য, করেছ এ ধরা ধন্য
ভক্তের মহিমা প্রভো করিতে প্রচার।

অজ্ঞান আঁধার নাশি, বুদ্ধরূপে ভবে আসি
সহিয়াছ কত ক্লেশ সংখ্যা নাহি তার।
সে যে বহুদিন গত আসিলে না আর॥

(২)

যুগে যুগে অবতার, এসেছিলে আরবার
দয়ার সাগর রূপে পুত্র কৌশল্যার।
শুনিয়াছি অপরূপ, ছিল যে পাষাণ স্তূপ
ও পদ পরশে সেও মুক্ত পাপভার
দিব্য জ্যোতিঃ দিব্যধাম, ফল সাধনার॥

(৩)

কতদিন পরে আর, অবতীর্ণ আরবার
পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণরূপে পুত্র যশোদার।

ধর্ম্ম সংস্থাপন জন্য করিতে কৃতার্থ মন্য
আসিবে জগতে পুনঃ করিতে প্রচার
কত রবি কত শশি, কালের সাগরে মিশি
ডুবিয়াছে উঠিয়াছে অগণিত বার।
কালস্রোত কত গেছে কত ব্যভিচার।
ধর্ম্মে কত গ্লানি তবু আসিলে না আর

(৪)

মহাপ্রভু রূপে তুমি উজলি বাঙ্গলা ভূমি
ভাসায়েছ এ ভারত প্রেমের বন্যায়
নাহি ছিল ভেদজ্ঞান, কি মহান্ গরীয়ান
দস্যু ও লভিত শান্তি তব পদছায় ।
সেও বহুদিন হয়, আর তব অভ্যুদয়
হবে নাকি দয়াময় এ পাপ ধরায় ।
আর কি ডুবিবে বিশ্ব প্রেম-বরষায় ?
অবতীর্ণ নাহি হলে, না আসিলে আর
কে মুছাবে ব্যথিতের তপ্ত অশ্রুধার ?
কে আর দয়ার্দ্র প্রাণে, পাপিরে অভয় দানে
দেখাইবে এজগতে করুণা অপার ।
বড় আশা ছিল মনে, তব পদ পরশনে
জুড়াইব দগ্ধ হিয়া দগ্ধ মন প্রাণ,
দেখিয়ে ও চাঁদ মুখ, ঘুচে যাবে মহাদুঃখ
জীবন সফল হবে পাইয়া নির্ব্বাণ ।
কিন্তু হায় কোথা তুমি আসিলে না আর
অপূর্ণ রহিয়া গেল বাসনা আমার ॥
শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুদেববর্ম্মা ।

জন্মাষ্টমী ।

(ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় হইতে অনূদিত)
অবতার উপক্রমে, সুখের মথুরাভূমে,
ধরিলা অপূর্ব্ব রূপ প্রকৃতিসুন্দরী ।
প্রাবিটের অবসানে, মথুরাবাসীর প্রাণে
ভাতিল শরত ধরি অপূর্ব্ব মাধরী ॥

নীলিম গগণতল, তারাগণ সমুজ্জল,
উজ্জল সুধাংশুরশ্মি ছাইল গগণ।
বিমল সরসী জল, প্রফুল্লিত শতদল
বহিল প্রশান্তভাবে স্রোতস্বতীগণ॥

সৌরভে করি আকুল, ফুটিল কাননে ফুল,
ঝংকারিল শাখাদল ভ্রমর গুঞ্জনে।
ডালে বসি বিহঙ্গম, বর্ষিস্বর অনুপম,
পুরিল কানন বন মধুর নিঃস্বনে॥

কুসুম স্তবক বনে, প্রফুল্ল বল্লরী সনে,
রঞ্জিল শ্যামল পত্র বিচিত্র শোভায়।
ধীরে ধীরে সমীরণ, সুসৌরভে পুরি বন,
প্রমোদিত প্রাণ ল'য়ে দূরবনে ধায়॥

মহানন্দে যোগিগণ, যোগধ্যানে নিমগণ,
জ্বালিল যজ্ঞীয়কুণ্ডে ধূপহুতাশন।
আনন্দে বিভোর ঋষি, প্রতীক্ষা করিছে বসি,
হেরিবে চরমচক্ষে বিষ্ণুর চরণ।

নির্জ্জন গুহায় বসি, চিন্তিছে কলুষদ্বেষী,
কবে হবে আর্য্যভূমে বিষ্ণু অবতার।
নাশি কংশশিশুপালে, নরক অসুর দলে,
করিবেন ধর্ম্মরাজ্য অহিংসা বিস্তার॥ (ক)

অতীত দশম মাস, দেবকী হৃদয়ে ত্রাস,
কেমনে কংসের হস্তে রক্ষিবে নন্দন।
বসুদেব চিন্তান্বিত, আতঙ্কে ত্রাসিত চিত
নাহিজানে হিতাহিত কর্ত্তব্য সাধন॥

(ক) এইক্ষণে পাশ্চাত্য য়ুরোপের এইরূপ অবস্থা।

গভীর রজনী অতি, কৃষ্ণাষ্টমী-পুণ্য-তিথি,
জ্বলিছে গগণ-পথে সপ্তর্ষি মণ্ডল।

প্রফুল্লিত ভাদ্রমাস, মেঘাচ্ছন্ন মহাকাশ,
অবিশ্রান্ত বরষণে ভাসিছে ভূতল॥

ঘন মেঘে অন্ধকার, রাজ পথ মথুরার,
অন্ধকার কারাগার দুরান্ত প্রান্তর।
আঁধারে যমুনা জল, বহিতেছে কলকল,
উরধে উঠিছে উর্ম্মী ভীষণ আকার॥
ভীমরবে প্রভঞ্জন, আলোড়িয়া মেঘগণ,
আলোড়িয়া বারিধারা যমুনা জীবন।
মিশিয়া জীমুত মন্দ্রে, ধাইছে গগণ কেন্দ্রে,
ভাতিছে বিজলী রঙ্গে দীপিয়া গগণ॥

কারাগারে ক্ষুদ্রদীপ, জ্বলিতেছে টিপ্ টিপ্,
উপবিষ্ট বসুদেব দেবকী সুন্দরী।
গর্ভ জন্ম যাতনায়, দেবকী মুমূর্ষু প্রায়,
শুশ্রূষা করিবে হায় নাহি সহচরী॥

রোহিণী আশ্রয় করি, সর্ব্বলোক ত্রাতা হরি,
ভূমিষ্ঠ হইলা সেই রুদ্ধ কারাগারে।
মহানন্দে দেবগণ, হরি প্রেমে মুগ্ধ মন,
আবরিলা কারাগার প্রসূন আসারে॥

গন্ধর্ব্ব কিন্নর রঙ্গে, সুললিত স্বরসঙ্গে,
গাহিল শ্রীহরি-গীত অমর ভবনে।
সিদ্ধ চারণ- গণ স্তবিলা পরম ধন,
নাচিলা অপ্সরাগণ বিদ্যাধরি সনে॥

নেহারি অদ্ভুত সুত, ত্রাসিত দেবকী চিত,
চতুর্ভুজ পীতাম্বর নীরদ বরণ।

কিরীট মস্তক পরে, শোভিছে পঙ্কজ করে,
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম আয়ুধ উত্তম ॥

শ্রীবৎস অঙ্কিত হৃদে, ধ্বজ-বজ্রাঙ্কুশ পদে,
নবীন নীরদ কান্তি অধর রসাল।
মস্তকে কুঞ্চিত কেশ, অপূর্ব্ব মণ্ডন বেশ
আকর্ণ বিশ্রান্ত ভুরু নয়ন বিশাল ॥

নেহারি অদ্ভুত মুখ, পাশরিলা সর্ব্ব দুঃখ,
ভাবিলা দম্পতি ইনি বিষ্ণু অবতার।
বিনম্র মস্তকে বসু, আরাধিলা দেবশিশু,
বলিতে লাগিলা ধীরে করি নমস্কার ॥

তুমি ভগবন্! শমন দমন,
তুমি বিষ্ণু অবতার।
আসিলে ধরার, অতুল্য প্রভার,
ধরি অদ্ভুত আকার ॥

চতুর্ভুজাকার, কান্তি নীলিমার,
নাহি মানবে সম্ভব।
জন্ম মাত্র বেশ, সুবিশাল কেশ,
দেহে অপূর্ব্ব বিভব ॥

মণ্ডনে সজ্জিত, পীত পরিহিত,
কিরীট মস্তোকপর।
শ্রীবৎস লাঞ্ছিত, ধ্বজ-বজ্রাঙ্কিত,
নব-ঘন-কলেবর ॥

সাধিলে তোমার, যুগ অবতার,
রাখি ধর্ম্মের জীবন।
ভবরুদ্ধ মাতা, বিষাদে তাপিতা,
কেবল তোমারি কারণ ॥

দেবকী সুন্দরী, জঠরেতে ধরি,
তোমায় অপূর্ব্ব কায়া।
যুগ যুগান্তর, সহিল অপার,
বিষম বিপদ মায়া॥
পিতৃরূপে আমি, তব অনুগামী,
বদ্ধ কমল চরণে।
অসুর তাড়না, ভীষণ যন্ত্রণা,
সহি তোমারি কারণে॥
সংহারিয়া মায়া, ধর নর কায়া,
ত্রাসিত দেবকী সতী।
হেরি চারিধার, গদা ভয়ঙ্কর,
ঘোর চিন্তান্বিত মতি॥
নিশীথ রজনী, সুষুপ্ত ধরণী,
রুদ্ধ মোরা কারাগারে।
প্রহরির দল, চকিতে চঞ্চল,
সদা চতুর্দ্দিকে ফিরে॥
ঘোর অন্ধকার, বর্ষে নীরধার,
অবিশ্রান্ত মেঘদল।
মথিয়া গগণ, স্বনিছে পবন,
যমুনা উছলে জল॥
রুদ্ধ কারাগার, লৌহময় দ্বার,
শৃঙ্খলিত বাতায়ন।
প্রবেশ গমন, না হয় কখন,
নাহি পশে সমীরণ॥
কংস দুরাচার, তব সমাচার,
পাইলে আনন্দে মাতি।
আছাড়িয়া শিলায়, বধিবে তোমায়,
নিবিবে কুলের বাতি॥
ইতি জন্মাষ্টমী স্তোত্র।

সমালোচনা।

১। স্বাস্থ্যমন্দির পত্রিকা (গ্রীষ্ম ১৩২৫ বঙ্গাব্দ) প্রসিদ্ধ নাড়ীজ্ঞানী কবিরাজ বন্ধুবর মৃত মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর মহাশয়ের পুত্র কবিরাজ হেমেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্যসাগর কবিভূষণ মহাশয় কর্তৃক প্রণীত। এই পত্রিকা খানীর প্রথম সংখ্যা আমরা পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। ভারতবর্ষে সংবৎসর কাল ৬ ঋতুদ্বারা বিভক্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার ঋতু বৈচিত্র অন্যকোনও দেশে নাই কাল মাহাত্ম্যে এই ঋতুর সহিত দেহের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে কোন্ ঋতু কি ভাবে পালনীয় তাহা অবগত হওয়া প্রয়োজন। প্রাচীন কালে আর্য্যগণ ঋতু পালন করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা ও পরমায়ু বৃদ্ধি করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সেই প্রকারে ঋতু পালন করা কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা খানীকে ঋতু পত্রিকা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গ্রীষ্ম ঋতু সংখ্যা বাহির হইল। এবং অচিরকাল মধ্যেই বর্ষা পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। পত্রিকা ক্ষেত্রে ঋতু পত্রিকা একটী নুতন শক্তি। মহর্ষিগণ বলিয়াছেন :—

"ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তম্॥"

অর্থাৎ স্বাস্থ্যই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ লাভের প্রধান উপায়। এই পত্রিকা খানীতে গুরুশিষ্যের কথোপ কথনচ্ছলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র হইতে কতকগুলি উপদেশ সংকলিত হইয়াছে। যথা গ্রীষ্মকালে শীতল মধুর ও স্নিগ্ধ অন্নপান হিতকর মদ্য প্রভৃতি উগ্রপানীয় শীতকালের উপযোগী। এই প্রকার উপদেশ গুলি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পত্রিকা খানী নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করিলে দেশের উন্নতি সাধিত হইবে। আমরা কায়স্থ মহোদয়গণকে উক্ত পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে অনুরোধ করি।

২। চক্রশালার ইতিবৃত্ত শ্রীযুক্ত রজনীকুমার বিশ্বাস দেববর্ম্মা মহাশয় প্রণীত, গ্রাম চক্রশালা পোঃ অলিরহাট চট্টগ্রাম ঠিকানায় প্রাপ্তব্য মূল্য ৷৵ আনা মাত্র। বিগত বৈশাখ সংখ্যা প্রতিভার ৬পৃষ্ঠা প্রকৃতিদেবীর রম্যনিকেতন চট্টগ্রাম শীর্ষক প্রবন্ধটী গ্রান্থকর্ত্তা শ্রীযুক্ত রজনীকুমার বিশ্বাসবর্ম্মা মহাশয়ের রচনার নমুনা দেখান হইয়াছে। চক্রশালা চট্টগ্রামের অন্যতম নাম। ক্ষুদ্র গ্রন্থখানী ৬টী অধ্যায়ে সমাপ্ত। চট্টলের ভূমি বিভাগ, চক্রশালার পরিচয়, উহার আদিম

অধিবাসী এবং বর্ত্তমান অধিবাসী ইত্যাদি বিষয় প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থখানী ঐতিহাসিক তত্ত্বে পরিপূর্ণ সকলকেই পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৩। পাইক পাড়ার মজুমদার বংশাবলীর বিবরণ। শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দেবমজুমদার মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ।৹ আনা মাত্র। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জ মহকুমার প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে উক্ত পাইকপাড়া গ্রাম অবস্থিত। মহারাজ বল্লাল সেনের রাজধানী রামপালের নিকট-বর্ত্তী পাইকপাড়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কথিত আছে উক্ত মহারাজের পাইকগণ ঐগ্রামে বাস করিত বলিয়া উহার নাম পাইকপাড়া হইয়াছে উক্ত গ্রামে সাধারণতঃ হিন্দু ও মুসলমান ব্যক্তিগণ বাস করিয়া থাকেন। হিন্দুজাতি মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ শূদ্র ইত্যাদি বহুজাতি বাস করেন। কায়স্থগণ মধ্যে মজুমদার বংশই প্রধান। এইবংশ বিবরণ গ্রন্থকর্ত্তা বিশদরূপে তাহার পুস্তকে উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা মহাশয় তৎপ্রণীত "বিশ্বকোষ" অভিধানে সুবর্ণ গ্রামের সেনবংশীয় শেষ নৃপতি দনোজা মাধবকে চন্দ্রদ্বীপধিপতি কায়স্থ সমাজ সংস্থাপন কারী দনুজমর্দ্দন দেবের সহিত অভিন্ন ব্যক্তি মনে করায় বিষম ভ্রমে নিপতিত হইয়াছেন। তদ্দৃষ্টে জাতিতত্ত্ব প্রণেতা শ্রীযুক্তগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার ও অন্যান্য কতিপয় লেখক সত্যমিথ্যা বিচার না করিয়া ঐ পথের অনুসরণ করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তা এই ভ্রম নিরাকরণ মানসে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। আমরা প্রত্যেক কায়স্থকেই এই গ্রন্থখানী আদ্যো-পান্ত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

সম্পাদক।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আমরা অতীব দুঃখের সহিত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে কলি-কাতার প্রসিদ্ধ নাড়ীজ্ঞানী কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ দেবভাবসাগর বিগত ২৪শে শ্রাবণ শুক্রবার তাহার বাটী ভাবসাগর কুটীর ৭৮নং রাজা রাজবল্লভষ্ট্রীটে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাহার কৃতিপুত্র শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনারায়ণ দেববর্ম্মা সাহিত্যসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক তাহার ত্রয়োদশসাহ শ্রাদ্ধ বিগত ৪ঠা ভাদ্র বুধবার সম্পন্ন হইল।

গিয়াছে।ভাবসার মহাশয়ের মৃত্যুতে কায়স্থ সমাজ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহা সহজে পূরণ হইবার নহে। শ্রীভগবান্ সমীপে তাহার সদ্গতি প্রার্থনা করিতেছি।

২। শ্রাবণ মাসের প্রতিভা বহুবিলম্বে মুদ্রিত হইল। এখানে অনবরত বৃষ্টি হইতেছে ফরিদপুর সহর জলে প্লাবিত। সহর রাস্তার উপর দিয়া জল স্রোতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। জল প্লাবনে প্রেসের কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, এদিকে কাগজের মূল্য ক্রমেই বৃদ্ধি হইতেছে। ১২ পাউণ্ড যাহা ৬৮৹ প্রতিরিম খরিদ করিয়াছি এইক্ষণ তাহা ৭॥৹ টাকা। অপর দিকে গ্রাহক মহোদয় গণের ভিঃ পিঃ ফেরত দেওয়ায় আমরা অতিশয় আর্থিক কষ্ট ভোগ করিতেছি। গ্রাহক মহাশয় দিগের নিকটআমাদের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা তাহারা ভিঃ পিঃ প্রাপ্ত মাত্রেই যেন গ্রহণ করেন

৩। পাশ্চাত্য যুদ্ধ সম্বন্ধে জানা যাইতেছে যে মিত্রশক্তি ক্রমশঃ জার্ম্মাণ সৈন্যকে পরাস্থ করিয়া হটাইয়া লইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক খণ্ডযুদ্ধেই জার্ম্মাণ সৈন্য হটিয়া যাইতেছে। যে সকল গ্রাম দখল করিতে জার্ম্মাণ পক্ষ জলের মত অসংখ্য সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ ব্যয় করিয়াছিল সেই সমস্ত স্থান অনায়াসে ইংরাজ ও ফরাসী আমেরিকান সৈন্য সাহায্যে পুনরায় দখল করিয়া লইতেছে। এইরূপ ভাবে পরাজিত হইয়া শীঘ্রই যুদ্ধের অবসান হইবে এবং জার্ম্মাণ গর্ব্বচূর্ণ হইয়া যাইবে। এই সুযোগেই অব্যাহত রাখিবার জন্য ভারতবর্ষীয়গণের যথা শক্তি অর্থ এবং সৈন্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

৪। আমরা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম যে ভারতের প্রকৃত হিতৈষী মহামতি গান্ধি কঠিন পীড়ায় শয্যাগত হইয়াছেন। সংবাদ সত্য হইলে আমাদের পক্ষে নিতান্ত দুঃখের সংবাদ সন্দেহ নাই। নূতন শাসন সংস্কার সম্বন্ধে তিনি যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার চরম পন্থী কি মধ্যপন্থী নেতাগণের মনঃপুত হয় নাই। তিনি বলেন শাসন সংস্কার প্রস্তাবের বহু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন প্রয়োজন হইলেও উহা অত্যন্ত সাধুভাবে ও সাধু উদ্দেশ্যে উপস্থিত করা হইয়াছে। ভারতের Homerule স্বায়ত্ব শাসনের প্রধান সোপান বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

৫। আগামী ৩০শে ৩১শে আগষ্ট এবং ১লা সেপ্টেম্বর বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির একটী বিশেষ অধিবেশন হইবে। নূতন শাসন প্রনালী সম্বন্ধে বিবেচনা করাই এই অধিবেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক বিভাগে মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাহার দলস্থ নেতাগণ মধ্যপন্থী moderate নামে বিখ্যাত। এই মধ্যপন্থীগণ উক্তবিশেষ অধিবেশনে যোগদান করিবেন না। জাতীয় মহাসমিতিতে এইরূপ দলাদলি বড়ই দুঃখের কথা। ইহার পর দিল্লীতে যে আগামী বড়দিনের বন্দোপলক্ষে জাতীয় সমিতির অধিবেশন হইবে তাহাতে এই দলাদলি বোধহয় থাকিয়া যাইবে। বোম্বাইতে যে বিশেষ অধিবেশন হইতেছে তাহাতে হাসেনইমাম সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১১শ খণ্ড { ভাদ্র ১৩২৫ সাল। } ৫ম সংখ্যা

ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়।

ওঁ যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তংহ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষু বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥

"কায়স্থ"কে কেহ কেহ "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়" বলিয়াছেন। অর্দ্ধ আর্যাবর্ত্তের সম্রাট্ বল্লালসেন প্রমুখ সেনবংশীয় নরপতিগণ "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়" এই নাম হইতে কেহ কেহ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইবর্ণের নুর-নারীর সহযোগে উৎপন্ন বংশধরকে "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়" বংশ বলিতে চাহিয়াছেন। আমরা তাই আজ এই "ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়" শব্দ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

বঙ্গের বিখ্যাত শব্দকোষ "বিশ্বকোষের" ঊনবিংশতম খণ্ডে 'বৈদিক' প্রবন্ধের শ্রদ্ধেয় লেখক মহাশয় ৪৬২ পৃষ্ঠায় "রাজগৃহমাহাত্ম্য" হইতে শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন,—বায়ুপুরাণীয় রাজগৃহমাহাত্ম্যে বর্ণিত হইয়াছে,—

"বসু নামা পুরাদেবি বভূব নৃপসত্তমঃ।
ব্রহ্মযোনির্মহাসত্ত্বস্ত্রৈলোক্যে খ্যাতপৌরুষঃ ॥২৩॥
যেনেষ্টং বাজিমেধেন সম্যগ্ রাজগৃহেবনে।
তেনানীতা গুণাদগ্রা দাক্ষিণাত্যা দ্বিজোত্তমাঃ ॥২৪॥ ইত্যাদি—

এবং ইহার অনুবাদে লিখিতেছেন,—"বসু নামে পুরাকালে একজন রাজা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণবংশীয় ও মহাবীর; তাঁহার পৌরুষ ত্রিভুবনে বিখ্যাত, রাজগৃহবনে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইত্যাদি"

এই অনুবাদের পর উক্ত প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত লেখক মহাশয় আলোচনা মুখে লিখিতেছেন, "এখন জিজ্ঞাসা, উক্ত ব্রাহ্মণবংশীয় বসুরাজ কে? ভারতে ও পুরাণে জরাসন্ধের পিতামহ গিরিব্রজ প্রতিষ্ঠাতা যে বসুরাজের উল্লেখ আছে, তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ নহেন। এরূপ স্থলে ব্রাহ্মণ বসুরাজ যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রবন্ধ লেখক "উক্ত ব্রাহ্মণবংশীয় বসুরাজ কে?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন,—পুরাণ প্রথিত শুঙ্গবংশীয় পুষ্প (বা পুষ্য) মিত্রের প্রপৌত্র বসুমিত্রই রাজগৃহমাহাত্ম্যের বসুরাজ। এই সিদ্ধান্ত করিয়া উপসংহার স্থলে লিখিয়াছেন,—"শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ প্রসঙ্গে আমরা দেখাইয়াছি যে শুঙ্গ ও কাণ্বায়নগণ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ছিলেন। (ক) তাই শুঙ্গবসুরাজ রাজগৃহমাহাত্ম্যে "ব্রহ্মযোনি" বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। (খ)

'বিশ্বকোষের' 'বৈদিক' প্রস্তাব সংকলনকর্ত্তার মত এই যে ১ম 'রাজগৃহমাহাত্ম্যের' 'ব্রহ্মযোনি' শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণবংশীয় ২য় যেহেতু গিরিব্রজ প্রতিষ্ঠাতা বসুরাজ পুরাণ ও মহাভারতে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত সুতরাং এই বসুরাজ নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র ব্যক্তি, ৩য় ইনি পুরাণ প্রথিত শুঙ্গবংশ স্থাপয়িতা মহারাজ পুষ্পমিত্রে

(ক) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, ২য় ভাগ ৪র্থ অংশ ১৮ ও ৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান প্রস্তাবের লেখক এই গ্রন্থখানি দেখিবার সুবিধা পান নাই। লেখক।

(খ) বিশ্বকোষ ধৃত "বায়ুপুরাণীয় রাজগৃহমাহাত্ম্য" আমরা দেখি নাই। আমাদের নিকট বঙ্গবাসী সংস্করণ পুরাণ আছে, তাহাতে এই মাহাত্ম্য আমরা পাই নাই। লেখক।

প্রপৌত্র বসুমিত্র এবং ৪র্থ যেহেতু শুঙ্গবংশীয় রাজগণ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাই শুঙ্গবসুরাজ রাজগৃহমাহাত্ম্যে 'ব্রহ্ম যনি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

এই প্রস্তাবলেখক মহোদয়ের মত প্রকৃত হইলে 'ব্রহ্মযোনি' রাজগণকে ব্রাহ্মণবংশীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয় এবং 'ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়' শব্দের অর্থ ও ব্রাহ্মণ-বংশীয় অথবা ব্রাহ্মণসংশ্রবে উৎপন্ন ক্ষত্রিয় বলিয়া মনে হয়। আমরা কিন্তু বর্ত্তমান প্রস্তাবে সপ্রমাণ করিব যে 'ব্রহ্মযোনি বসুরাজ ব্রাহ্মণ নহেন, প্রকৃত ক্ষত্রিয় এবং তাঁহার সহিত শুঙ্গবংশীয় বসুমিত্রের কোনই সম্বন্ধ নাই। আর শুঙ্গবংশীয় রাজগণ যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশীয়, তাহার পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই প্রবন্ধান্তরে "কায়স্থ-প্রতিভা"র পাঠকগণকে দিয়াছি; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরালোচনার আবশ্যকতা নাই। কাণ্ববংশীয় (মোটে চারিজন মাত্র) নৃপতিগণ যে ব্রাহ্মণবংশীয় তাহা আমরা উল্লিখিত প্রবন্ধেই বলিয়াছি। বৌদ্ধজৈনবিপ্লব-মথিত মৌর্যকালের অবসানের পরে রাজবিদ্রোহী কণ্বগোত্রীয় মন্ত্রী বাসুদেব ব্রাহ্মণ স্বীয় প্রভু শেষ শুঙ্গরাজকে বিনাশ করিয়া সিংহাসন অপহরণ করিয়াছিলেন তাঁহার বংশই পুরাণে কণ্ববংশ অথবা শুঙ্গভৃত্যবংশ বলিয়া পরিচিত। এখনও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে এই প্রভুহত্যাকারী কাণ্ববসুদেবের বংশ ব্যতীত আর কোনও ব্রাহ্মণবংশ পৌরাণিককালে রাজত্ব করেন নাই। কলিযুগের সম্বন্ধেই এই;—সত্য ত্রেতা দ্বাপরের কোন ব্রাহ্মণই শাস্ত্রানুমোদিত বৃত্তি ত্যাগ করিয়া বংশানুক্রমে রাজ্যশাসন করেন নাই। তবে পরশুরাম অথবা দ্রোণাচার্য্যের মত ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী কোন কোন ব্রাহ্মণ অত্যল্পকালের জন্য রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন,—কিন্তু কেহই বংশানুক্রমে রাজত্ব করেন নাই। কণ্ববংশ শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন কিনা, বলিতে পারি না। তাঁহারা শাকদ্বীপী হন, হউন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তির কারণ নাই।

এখন আমরা "ব্রহ্মযোনি বসুরাজের" প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিতেছি। বাল্মিকীর রামায়ণ বালকাণ্ড, দ্বাত্রিংশ সর্গে, এই 'ব্রহ্মযোনি' রাজবংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীরাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র যখন আপন আশ্রম হইতে মিথিলাদেশে যাইতেছিলেন, তাহারা পথিমধ্যে শোণানদী সমীপে উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র ঐ দেশের শোভা ও সমৃদ্ধি দর্শনে কৌতূহলা-

স্থিত চিত্তে মহর্ষির নিকট উঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিয়াছিলেন।

"ব্রহ্মযোনির্মহানাসীৎ কুশোনাম মহাতপাঃ।
অক্লিষ্টব্রতধর্ম্মজ্ঞঃ সজ্জনপ্রতিপূজকঃ ॥১॥
স মহাত্মা কুলীনায়াং যুক্তায়াং সুমহাবলান্।
বৈদর্ভ্যাং জনয়ামাস চতুরঃ সদৃশান্ সুতান্ ॥২॥
কুশাম্বং কুশনাভঞ্চ অমূর্ত্তরজসং বসুম্।
দীপ্তিযুক্তান্ মহোৎসাহান্ ক্ষত্রধর্ম্মচিকীর্ষয়া ॥৩॥
তানুবাচ কুশঃ পুত্রান্ ধর্ম্মিষ্ঠান্ সত্যবাদিনঃ।
ক্রিয়তাং পালনং পুত্রা ধর্ম্মং প্রাপ্স্যথ পুষ্কলম্ ॥৪॥
কুশস্যবচনং শ্রুত্বা চত্বারোলোকসত্তমাঃ ॥
নিবেশঞ্চক্রিরে সর্ব্বে পুরাণাং নৃবরাস্তদা ॥৫॥
কুশাম্বস্তু মহাতেজা কৌশাম্বীমকরোৎ পুরীম্।
কুশনাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্ ॥৬॥
অমূর্ত্তরজসো নাম ধর্ম্মারণ্যং মহামতিঃ।
চক্রে পুরবরং রাজা বসুর্নাম গিরিব্রজম্ ॥৭॥

রামায়ণ বালকাণ্ড, দ্বাত্রিংশ সর্গ (বঙ্গবাসী সংস্করণ)

অনুবাদ। সুব্রতানুষ্ঠায়ী মহাতপস্বী মহাত্মা, সজ্জন পূজক কুশ নামক জনৈক সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মতনয় ছিলেন। তিনি সদৃশী কুলীনা পত্নী বৈদর্ভীতে কুশাম্ব; কুশনাভ, অমূর্ত্তরজস ও বসু নামক আত্মতুল্য মহাবল সম্পন্ন চারিটি পুত্র উৎপাদন করেন। সেই দিপ্তিশালী সত্যবাদী মহোৎ সাহস্পন্ন ধর্মিষ্ঠ পুত্র দিগকে ক্ষাত্র-ধর্ম্মের বৃদ্ধি করণাভিলাসে কুশ কহিলেন, পুত্রগণ তোমরা প্রজা পালন কর, তাহাতে তোমাদিগের বিপুল ধর্ম্ম হইবে। তৎকালে সেই চারিজন লোকসত্তম নরপালেরা কুশের কথা শুনিয়া সকলেই নগর সংস্থাপন করিলেন; মহাতেজস্বী কুশাম্ব কৌশাম্বী-নাম্নী নগরী সন্নিবেশ করিলেন; ধর্ম্মাত্মা কুশনাভ মহোদয় নামক নগর নির্ম্মাণ করিলেন; মহামতি অমূর্ত্তরজস ধর্ম্মারণ্য নামক নগর সন্নিবেশ করিলেন, এবং বসু রাজা গিরিব্রজ নামে উত্তমপুর নির্ম্মাণ করিলেন।

বঙ্গবাসীর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদ।

ইহার পর গিরিব্রজের বর্ণনামুখে বিশ্বামিত্র বলিলেন সেই মহাত্মা বসু কর্ত্তৃক গিরিব্রজ নগর রচিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার অপর নাম "বসুমতী"। রাম! ঐ যে চতুর্দ্দিকে পাঁচটি পর্ব্বত দেখা যাইতেছে। এই শোনানদী এ পাঁচটি প্রধান পর্ব্বতের মধ্যদেশ দিয়া রমণীয় মালার ন্যায় শোভমানা হইয়া মগধ দেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, এজন্য ইহার আর একটী নাম মাগধী। রাম এই মাগধী নদী মহাত্মা বসুর নগরের পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং ইহার উভয় পার্শ্বে শস্যশালী উত্তম উত্তম ক্ষেত্র সকল মালার ন্যায় শোভমান রহিয়াছে, বিশ্বামিত্র ঋষির এই বর্ণনা দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারা যাইতেছে যে এই গিরিব্রজই পুরাণ প্রসিদ্ধ রাজগৃহ অথবা গিরিব্রজ সুতরাং রাজর্ষি কুশতনয় এই ব্রহ্মযোনি বসু রাজাই যে গিরিব্রজের প্রতিষ্ঠা তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। বিশ্বকোশ ধৃত রাজগৃহ মাহাত্ম্যের উল্লিখিত বসুরাজের রাজধানী যে গিরিব্রজে ছিল, তাহাই বোধ হয়। ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র বর্ম্মা ভারতীভূষণ

স্বর্গীয় কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর।

(জন্ম ১২৬৩, মৃত্যু ১৩২৫)

বিক্রমপুরান্তর্গত হারাদিয়া গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ তহবিলদার (ক) বংশে মহেন্দ্র-নারায়ণের জন্ম হয়। ইনি উক্ত গ্রামের সম্ভ্রান্ত, ন্যায়পরায়ণ তালুকদার স্বর্গীয়

(ক) বাংলার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর ঢাকা বিভাগস্থ নৌসেনার তহবিলদার বা কোষাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের তহবিলদার এই আখ্যা হয়। তহবিলদারগণ পুর্ব্বে নবাব সরকার হইতে জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত কাকালিয়া গ্রামে বাস করিতেন। কালচক্রে ঐ গ্রাম পদ্মানদীতে ভাঙ্গিয়া গেলে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ তাঁহাদের এই দুর্দ্দশার কথা অবগত হইয়া তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ড দান করেন এবং এই দান হেতু উক্ত ভূখণ্ডের হারাদিয়া এই নাম রাখা হয়। হারাদিয়া অর্থাৎ হারাণ সম্পত্তি পুনরায় দান করা হইয়াছে। ১২৭৫ সালে এই হারাদিয়া গ্রাম পদ্মায় ভাঙ্গিয়া যায় এবং তহবিলদারগণ সরিয়া

ধর্ম্মনারায়ণ দেব ভুইবিলদারের এক মাত্র পুত্র ছিলেন। মহেন্দ্রনারায়ণ প্রথমে জৌহরজঙ্গ গ্রামের বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে তিনি মেধাবী, তেজস্বী ও বুদ্ধিমান বলিয়া শিক্ষকদিগের নিকট প্রশংসার পাত্র ছিলেন। তৎকালে তদীয় পিস্তাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাছার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিসনার পদে নিযুক্ত ছিলেন। মহেন্দ্রনারায়ণ তাঁহার নিকট থাকিয়া কিছুকাল তত্রত্য স্কুলে অধ্যয়ন করেন ও পরে কলিকাতা হিন্দু-স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হন। রায়বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ তাঁহার একজন সহপাঠী ছিলেন। হিন্দুস্কুলে অধ্যয়নের সময়েও মহেন্দ্রনারায়ণের অনেক গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। তৎপর তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হন। বাল্য-কাল হইতেই সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া চট্টগ্রাম কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক পণ্ডিত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট প্রথম সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। পরে বিক্রমপুর নিবাসী ভারত বিজয়ী নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ও মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্করত্নের নিকট ন্যায় ও অলঙ্কার শাস্ত্র শিক্ষা করেন। সংস্কৃত শিক্ষা সমাপনান্তে মহেন্দ্রনারায়ণ আয়ুর্ব্বেদ পাঠে অভিলাষী হন এবং বিক্রমপুরের মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ কালীশঙ্কর কবিরত্ন মহাশয়ের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে অত্যাশ্চর্য্য ব্যুৎপত্তি দেখিয়া তদীয় আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য একস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন :—"আমি বহু ছাত্রের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য আমার ছাত্র সংখ্যা অগণিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না কিন্তু শ্রীমহেন্দ্রনারায়ণের মত প্রতিভাবান ছাত্র একটীও দেখি নাই।" এই আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য সন্তুষ্ট হইয়া মহেন্দ্রনারায়ণকে ভাবসাগর উপাধিতে ভূষিত করেন। মহেন্দ্রনারায়ণ এই স্থানেই আয়ুর্ব্বেদ পাঠ সমাপ্ত করেন নাই। তিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র পাঠ করিয়া নাড়ীজ্ঞানের একটী ক্ষীণ আলোক দেখিতে পান এবং এইলুপ্ত নাড়ীজ্ঞান পুনরুদ্ধার করিতে প্রয়াসী হন। সেই সময়ে নাড়ীজ্ঞানী কোন কবিরাজ জীবিত ছিলেন না কাজেই নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা তাঁহারপক্ষে

গিয়া যে স্থানে বাস করেন তাহার নাম খালিয়াপরগা রাখা হইয়াছিল। খালি-য়াপরগা ও যাবনিক শব্দ। অর্থাৎ পল্লায় পরগণা খাইয়া ফেলিয়াছে।
লেখক।

একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। তথাপি তাঁহার অমানুষিক প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের কিছুমাত্র হ্রাস হইল না। বরং সাধারণের অজ্ঞাত এই নাড়ী ধরিয়া রোগ বলা বিদ্যাটী শিখিবার জন্ত হৃদয়ে একটা প্রবল আকাঙ্খা জাগিল। এই সময় দৈবানুগ্রহে তাঁহার সহিত দুইজন মহাপুরুষের সাক্ষাত লাভ হয়। উক্ত মহাপুরুষ দ্বয়ের একজন ক্ষেপা রামচন্দ্র ও অপর জন তদীয় সহচর রামদয়াল পরমহংস। উঁহারা ভাবসাগরের আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সযত্নে নড়ীজ্ঞান শিক্ষা দেন। অতঃপর দৈবানুগ্রহে সফল মনোরথ হইয়া ভাবসাগর মহাশয় নাড়ীজ্ঞানে অদ্বিতীয় ক্ষমতা লাভের পর লোকহিতকর চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি সর্ব্ব প্রথম লৌহজঙ্গ গ্রামের জমিদার বন্ধুগণের সহায়তায় লৌহজঙ্গ আয়ুর্বেদীয় 'আয়ুর্বেদীয় ঔষধালয়' নামে এক ঔষধালয় স্থাপন করেন। অদ্যাপি বিক্রমপুরের বহু লোক ঐ ঔষধালয় দ্বারা বিশেষ উপকৃত হইতেছে।

এই সময় মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর বিক্রমপুর নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভাবসাগরের অসাধারণ প্রতিভা একখানি ক্ষুদ্র গ্রামের মধ্যে লুকাইত থাকিবার নয়। এই সময় ভাবসাগরের অন্যতম বন্ধু ঢাকার নবাব খাঁজে মহম্মদ ইউসফজান্ বাহাদুর তাঁহাকে নবাববাড়ীর গৃহ চিকিৎসক রূপে নিযুক্ত করিয়া ঢাকায় লইয়া যান। ঢাকায় কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া ভাবসাগর মহাশয় রাজধানী কলিকাতা নগরীতে প্রত্যাগমন করিয়া চিকিৎসা কার্য্য করিতে থাকেন। ভাবসাগর মহাশয় একদিন ভারত-রবি শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া কয়েকটী আশ্চর্য্য কথা বলার পর স্বামীজী বলিয়াছিলেন "ভাবসাগরের মত অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ইউরোপ খণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার গুণরাশি আজ পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারত গুণের আদর জানে না।" ভাবসাগর মহাশয় জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। বৈদ্যজাতীয় বিদ্বেষ বহ্নি তাঁহাকে প্রভূত মাত্রায় সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি জীবনের ৩১ বৎসর কাল চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিস্তর রোগীকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া অসামান্ত যশঃ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান ভারতে নাড়ীজ্ঞানে ইনি একটা কীর্ত্তি স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বহুক্ষেত্রে সুস্থ ব্যক্তির নাড়ী ধরিয়া তাঁহার মৃত্যু

তারিখ বলিয়া দিয়া সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ভারত সম্রাট ৫ম জর্জ্জ বাহাদুরের কলিকাতা গমন সময়ে ইনি সম্রাটের রাজশ্রীর ধন্যবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যে ইনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। ইহার রচিত 'সুরেন্দ্র-স্বর্ণময়ী' নামক নাট্য গ্রন্থ বহু শিক্ষিত ব্যক্তির প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণে ইনি প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইনি বহুছাত্রের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য ছিলেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব কবিরত্ন জ্যোতির্ব্বিশারদ তাঁহার একজন প্রিয়তম ছাত্র। ভাবসাগর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র কবিরাজ শ্রীমান হেমেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্যসাগর কবিভূষণ। ইহাকে তিনি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ও নাড়ীজ্ঞান সম্যকরূপে শিক্ষা দিয়া যান। মৃত্যুদিবস বেলা সাড়েবার ঘটিকার সময় ভাবসাগর মহাশয় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বলেন যে আর তিন ঘণ্টা মাত্র তিনি জীবিত থাকিবেন। সমবেত ডাক্তারগণ বলেন যে মৃত্যুর কোনই আশঙ্কা নাই অবস্থা এখন বেশ ভাল দেখা যাইতেছে। তাহাতে ভাবসাগর ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় নিজনাড়ী পরীক্ষা করিয়া "বলেন আর এক ঘণ্টাকাল আমার গিলিবার শক্তি থাকিবে এবং তৎপরে দুইঘণ্টা পর অনুমান সাড়েতিন ঘটিকার সময় আমার মৃত্যুনিশ্চিত।" মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ভাবসাগর মহাশয় তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়া তিনটী আদেশ করিয়া যান? প্রথম আদেশ আমার শ্রাদ্ধকার্য্য ত্রয়োদশ দিনে করিবে। দ্বিতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ সকল নিজের তত্ত্বাবধানে যথাশাস্ত্র প্রস্তুত করিবে। তৃতীয় রোগী ধনী হউক বা দরিদ্র হউক তাহাকে নিরাময় করিতে যথাসাধ্য যত্ন লইবে। তৎপরে ভাবসাগর মহাশয় পুত্রকে একাকী ডাকিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে কতিপয় উপদেশ প্রদান করেন। অনন্তর ঠিক নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৈকাল সাড়েতিন ঘটিকায় ভাবসাগর মহাশয়ের আত্মা পরলোক গমন করেন। বঙ্গাব্দ ১২৭৩ সালের ২২শে ভাদ্র তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৩২৫ সালের ২৪শে শ্রাবণ সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। ভাবসাগর মহাশয়ের কয়েকটী বিশেষ গুণ ছিল। সুবক্তা ধর্ম্মভীরু ও উদার ছিলেন এবং মুখের উপর উচিৎ কথা বলিতে কদাপি পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহার হৃদয় দয়া ও সরলতার আধার ছিল। ওঁ শান্তি।

কবিরাজ—শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্যসাগর

প্রতিশোধ ।

(উপন্যাস)

মৃত্যুকালে জগদীশপ্রসাদ বসু জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া বলিলেন, বাবা, নরেন, আমি ত চল্লুম ! নীরদ রইল। তুমি দেখ'। নীরদটা মানুষ হতে পারলনা ! ভগবানের কৃপায় তুমি মানুষের মত হয়েছ, একটা ভাই, তুমি তার ভার নিও। বিষয় সম্পত্তিও রেখে যাচ্ছি কিছু। দেখ যেন নীরদ কষ্ট না পায়। এইরূপে কনিষ্ঠ পুত্রের ভার জ্যেষ্ঠের হস্তে অর্পণ করিয়া জগদীশপ্রসাদ নিশ্চিন্ত চিত্তে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। জগদীশ বাবু একজন সবজজ ছিলেন। তাঁহার দুটি পুত্র, জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ। কনিষ্ঠ নীরদকুমার। নরেন্দ্রনাথ নিজগুণে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইয়া ছিলেন। পিতার উপযুক্ত পুত্র, পিতার মুখোজ্জ্বল করিয়া ছিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ নীরদকুমার বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাচর্চা অপেক্ষা, অধিক ক্রীড়ানুরক্ত ছিলেন। নীরদ নরেন্দ্র অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট। সে পিতা মাতার প্রৌঢ় বয়সের সন্তান সে জন্যে তাহাদের অত্যন্ত আদুরে ছেলে না নীরদকে কাহারও কিছু বলিবার যো ছিল না। একজন্যে শিক্ষক মহাশয়ও সাহস করিয়া শাসন করিতে সক্ষম হইতেন না। জগদীশ বাবু ভাবিতেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপনিই লেখা পড়ায় ঝোঁক হইবে। কিন্তু নীরদের তাহা হইল না! বয়োবৃদ্ধির সহিত দিন দিন তাহার দুষ্টমির বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যদি বা জগদীশ বাবু এজন্য নীরদকে কোন দিন র্ভৎসনা করিতেন তাহাতে গৃহিণী বড় রাগ করিতেন। এরূপে মাতার নিকট প্রশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া নীরদকুমারের বিদ্যানুরাগ একেবারেই শিথিল হইয়া পড়িল। তাহার পর দুইবার এণ্ট্রান্স ফেল করিয়া মা সরস্বতীর নিকট হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। পুস্তকের কঠিন প্রশ্ন সকলের চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, নীরদকুমার অতিসহজে তাস, পাশা, ঘোড়দৌড়, ও ফুটবলের পার্টী জমকাইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন।

নীরদের এই সমস্ত দোষ থাকিলেও তাঁহার কয়েকটি মহৎগুণ ছিল। তাহার অন্তঃকরণ অতি সরল এবং স্বভাব চরিত্র অতি নির্ম্মল ছিল। তাহার সাহস, শক্তি, এবং হৃদয়ে দয়া মায়াও অপরিসীম ছিল। পরের বিপদে সে যেরূপ প্রাণপণ করিতে পারিত সেরূপ অন্যে পারিত না। এজন্য সকলেই নীরদের পক্ষপাতী ছিল। একবার তাহাদের বাটীর একজন ভৃত্যের ভয়ানক কলেরা হইয়াছিল। বাটীর সকলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইল। কিন্তু নীরদকুমার কাহারও নিষেধ গ্রাহ্য না শুনিয়া স্বহস্তে তাহার শুশ্রূষা করিয়া তাহাকে ঔষধ পথ্য সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়া তুলিলেন। লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। বাটীর ভৃত্যগণও নরেন্দ্র অপেক্ষা নীরদের অধিক বশীভূত ছিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয় দশজনে যাহাতে মান্য করে নীরদের অদৃষ্ট তাহা ঘটিল না। নীরদ এইরূপ আমোদ প্রমোদ লইয়া দিন কাটাইত। সংসারের কোন চিন্তারই ধারধারিত না সে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া কোথাও কার্য্যের চেষ্টাও করিত না। কিন্তু তা বলিয়া তাহার বিবাহের কোন ব্যাঘাত ঘটিল না। একটি সুন্দরী ও সুলক্ষণা কন্যা দেখিয়া জগদীশ বাবু নীরদের বিবাহ দিয়া বংশ রক্ষার পন্থা সুদৃঢ় করিয়া তুলিলেন।

নীরদের বিবাহের কিছুদিন পরে নীরদের মাতার মৃত্যু হইল। মাতৃ বিয়োগে নীরদকুমারের মনে হইতে লাগিল বুঝি তাঁহার বুকের একখানা হাড় খসিয়া পড়িল। তিনি মাতা ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না তাঁহার যত আব্দার যত উৎপাত ছিল মাতার উপরে। জননী বিহনে নীরদকুমার পৃথিবী শূন্য দেখিতে লাগিল। কিন্তু তখনও পিতা বর্ত্তমান, তাই সংসারের চিন্তায় তাহার মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়া তুলিতে পারে নাই। পত্নী বিয়োগে জগদীশ বাবুর মন সংসারে প্রতি উদাসীন হইল। তিনি পেন্সন লইয়া বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা শেষ দশায় যে কটাদিন জীবিত থাকিবেন, নির্জ্জনে ধর্ম্মালোচনা করিবেন। নীরদ এবং নীরদের স্ত্রী কমলাকে লইয়া তিনি দেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী তাহার সঙ্গে কার্য্যস্থলেই থাকিতেন কিছুদিন পরে জগদীশ বাবু পরলোক গমন করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পিতার মৃত্যুতে নীরদ প্রমাদ গণিল এতদিন তিনি সংসারের বাহিরে অবস্থান

করিতে ছিলেন। আজ যেন সংসারের করাল ছায়া বিভিষিকা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। এতদিন হাসিয়া খেলিয়া জীবনের দিনগুলা বেশ এক প্রকার সুখে সচ্ছন্দে কাটাইয়া দিতে ছিলেন। সংসারের কোন চিন্তাই তাঁহার ছিল না। কিন্তু এখন আর কাহার উপর সকল ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন? কি করিবেন কি হইবে। কিরূপেই বা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে ইহা ভাবিয়া তিনি বড়ই চিন্তিত হইলেন। শুধু তিনি একা নহেন পিতা তাঁহার মস্তকের উপর একটা গুরুভার চাপাইয়া দিয়া গিয়াছেন। ভারের উপর ভার আবার কয়েক মাস হইল তাঁহার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। তিনি একা হইলে তাঁহার কোন চিন্তাই থাকিত না কিন্তু তাঁহার স্ত্রী পুত্রের জন্যই তিনি অধিকতর চিন্তিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথও যে এ চিন্তা করেন তাহা নহে। পিতার অবর্ত্তমানে এখন সংসারের সকল ভারই তাঁহার স্কন্ধে অর্পিত হইয়াছে। নীরদ একেছেলে মানুষ তাহাতে মূর্খ ও বোকা বলিয়াই তিনি সকলের কাছে পরিগণিত। নরেন্দ্রনাথ ভাবিতে লাগিলেন এখন কি করি?

এ ম্যালেরিয়া পূর্ণ পল্লীগ্রামে স্ত্রী পুত্র লইয়া বাস করিতে তাঁহার স্ত্রী আদৌ চাহেন না। কিন্তু নীরদের স্ত্রী নেহাত ছেলেমানুষ তাহাকে একাই বা কিরূপে ফেলিয়া যান? পিতা বর্ত্তমানে নরেন্দ্রনাথের কোন চিন্তাই ছিল না। কিন্তু এখন লোকেই বা তাঁহাকে বলিবে কি? পিতার পীড়ার সময় নরেন্দ্রনাথ তিন মাসের অবকাশ লইয়া আসিয়াছিলেন সে অবকাশ কাল প্রায় ফুরাইয়া আসিল। এখনকার যাহা হউক একটা ব্যবস্থা করিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে কার্য্যস্থলে যাইতে হইবে। সাত পাঁচ চিন্তা করিয়া একদিন তিনি নীরদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন নীরদ! কি করা যায় বল দেখি? নীরদ বিনীত ভাবে বলিলেন আমি কি বলব দাদা! যাহা ভাল বোঝেন আপনি তাই করুন।

নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন তোরা এখানে থাকতে পারবি। না আমার সঙ্গে সব যাবি?

নীরদকুমার বলিলেন আপুনি যা বলবেন তাই করব।

জগদীশ বাবু মৃত্যুকালে নীরদকে উপদেশ দিয়া গিয়াছিলেন নীরদ যেন কোন দিন দাদার অবাধ্য না হন। দাদার অনভিমতে যেন তিনি কোন কার্য্য

না করেন নীরদকুমারও তাই দাদার উপর সম্পূর্ণরূপে আত্ম নির্ভর করিলেন। নরেন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন বাড়ীতে চাবি দিয়ে গেলে ঘরদোর সব মাটী হয়ে যাবে। তোরা থাকলে পরে সব বজায় থাকে। তবে না হয় তাই দিন কতক থাক যদি একান্ত না থাকতে পারিস্ আমার কাছে যা'স্। তোদের যা খরচ পত্র হবে আমাকে লিখিস আমি মাসে মাসে পাঠিয়ে দেব। আর বিষয় টিসয় গুলোও একটু দেখিস শুনিস যা পাস।

আচ্ছা বলিয়া নীরদকুমার চলিয়া গেলেন। নীরদের একটা ব্যবস্থা করিয়া নরেন্দ্রনাথও কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেন কিন্তু নরেন্দ্রনাথের এব্যবস্থায় নরেন্দ্রনাথের স্ত্রী মনোরমার আদৌ পছন্দ হইল না। তিনি স্বামীকে বুঝাইয়া দিলেন নীরদটা নেহাত আহাম্মক। তাহার হাতে বিষয় সম্পত্তি পড়িলে দুই দিনেই সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিবে। নরেন্দ্রনাথকে চির দিনই বিদেশে থাকিতে হইবে তিনি আর চাকুরি ছাড়িয়া বিষয় আসয় দেখিবার নিমিত্ত বসিয়া থাকিতে পারিবেন না তদপেক্ষা এখানকার বাড়ী ও সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় একখানী বাড়ী ক্রয় করা হউক। কলিকাতায় একখানা বাড়ী থাকা নিতান্ত প্রয়োজন এরপর ছেলেগুলি বড় হইলে কলেজে পড়িবার নিমিত্ত তাহাদের কলিকাতায় থাকিতে হইবে। তদ্ভিন্ন অসুখ বিসুখ কত কি আছে কলিকাতায় একখানা বাড়ী থাকিলে কত উপকারে লাগিবে। নরেন্দ্রনাথ মনোরমার কথা শুনিয়া তাহাই সৎযুক্তি বলিয়া মনে করিলেন এবং সেইরূপ বন্দোবস্তই করিতে লাগিলেন। জগদীশ বাবু পুরাতন গোমস্তা, নসীরাম আসিয়া নির্জ্জনে নীরদকে বলিল ছোট বাবু! বড় বাবু এসব কি রকম ব্যবস্থা করেছেন? পৈতৃক বাড়ী তালুক বিক্রী করিতেছেন। পৈতৃক ক্রীয়াকলাপ সব নষ্ট হইবে। আপনি কোন কথা বলিতেছেন না কেন? পৈতৃক ওর অংশ উনি বিক্রী করে দেন, আপনার অংশ আপনি ছাড়বেন না।

নীরদ বলিলেন, দাদা বুদ্ধিমান যা দাদার চেয়ে আমি বেশি বুঝি না। তিনি করেছেন ভালর জন্যই করেছেন।

বাড়ীখানী শুদ্ধ বিক্রয় হইয়া যাইতেছে শুনিয়া কমলার মনেও ভারি কষ্ট হইল। সেও নীরদকে বলিল, দেখ পৈতৃক ভীটা বেচিতে নাই। বাড়ীখানী শুদ্ধ বিক্রি করে দিয়ে ভাল কাজ করছ না।

তাহাকেও নীরদ ঐ উত্তর দিলেন দাদা ভাল বুঝেছেন তাই দিচ্ছেন। দাদা যা করেছেন তা অবশ্য ভালর জন্যই কচ্ছেন।

তাঁহার পিতা যে তাঁহাকে দাদার অবাধ্য হইতে বারবার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বারবার নীরদকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন সংসারের একতার তুল্য গুণ নাই। নীরদ যেন কখনও দাদার সঙ্গে বিরোধ করিয়া তাঁহার সঙ্গে ভিন্ন না হয়। যেন কখনও দাদার অবাধ্য না হয়। কাল পিতার মৃত্যু হইয়াছে আজ নীরদ কিরূপে সে পিতৃ আদেশ অমান্য করিয়া চলিবেন? কি প্রকারে তাহার বিরুদ্ধ কার্য্য করিবেন? নীরদকুমার বিনা বাক্য ব্যয়ে দলীলে সহি করিয়া দিলেন। নরেন্দ্রনাথ পত্নীর উপদেশ মত বাড়ী ও বিষয় বিক্রয় করিয়া কলিকাতায় একখানি ত্রিশহাজার টাকা দিয়া বাড়ী ক্রয় করিলেন। পুরাতন ভৃত্যবর্গকে জবাব দিয়া মনের আনন্দে নূতন বাটীতে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যাত্রার দিন বাটীর পুরাতন ভৃত্য কানাই আসিয়া অশ্রু নয়নে নীরদকে বলিল ছোট বাবু এতদিন পরে আমাদের এ বাড়ী থেকে অন্ন উঠল! আমি অপনাদের বহুদিনের পুরাতন চাকর বুকে করে আপনাকে মানুষ করেছি। আপনাদের ছেড়ে যেতে আমার বড়ই প্রাণ কেমন করছে। হায় কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গেই সব ছারখার হয়ে গেল।

নীরদকুমার মুখ ফিরাইয়া রইলেন কোন কথা কহিলেন না। কথা কহিবার শক্তি তাঁহার ছিল না অশ্রু আসিয়া কণ্ঠরুদ্ধ করিয়া ছিল। ওঃ দেশের মমতা মানুষের এত হয়! নীরদ পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারেন নাই। আজি দেশ ত্যাগ করিয়া যাইতে যেন তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই গৃহের সঙ্গে তাঁহার পিতামাতার স্মৃতি বিজড়িত এই দেশের সঙ্গে তাঁহার আশৈশবের সম্বন্ধ জন্মের মত আজি সকলই বিচ্ছিন্ন হইতে চলিল। এক দিবস কলিকাতায় থাকিবার পরে মনোরমা পুত্রকন্যা লইয়া স্বামীর সহিত বিদেশ গমন করিলেন। নীরদকুমার স্ত্রী পুত্র লইয়া আপাততঃ কলিকাতার বাটীতেই বাস করিতে লাগিলেন।

৩য় অধ্যায়।

কিছুদিন পরে মনোরমা দেবী দেখিলেন তিনি ত চিরদিনই বিদেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইবেন কলিকাতার নূতন বাড়ীখানা খালি নীরদ

একাই ভোগ করিতে থাকিল। ইহা তাঁহার প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি মনে মনে বুদ্ধি স্থির করিয়া একদিন স্বামীকে বলিলেন নীরদ ত পড়েও না, কোন কাজ কর্ম্মও করে না। কলিকাতায় থাকিবার তার ত কোন প্রয়োজন নাই। না হক কেবল তার জন্ম বাড়ীখানা আবদ্ধ হয়ে রয়েছে তার চেয়ে তাদের এইখানে নিয়ে বাড়ীখানা ভাড়াদিলে মাসে ৫০। ৬০। টাকা করিয়া আয় বৃদ্ধি হয়। আর তা ছাড়া সেইত তাদের খরচের জন্ম মাসে মাসে ২০। ২৫ টাকা করে দিতে হয় এক সঙ্গে থাকলে ততটা গায়ে লাগে না। তুমি একা রোজগারি একটু বুঝে সুঝে খরচ না করলে চলবে কেন? পাঁচটা ছেলেমেয়ে হয়েছে।

তাই বলি এখন থেকে তোমার একটু বুঝে চলা উচিৎ, কূটবুদ্ধি মতী স্ত্রীর উপদেশ পূর্ণ কথা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এবং বাটী ভাড়া দিয়া স্ত্রী পুত্র লইয়া তাঁহার নিকটে চলিয়া আসিবার জন্ম তৎপর দিনেই নীরদকে পত্র লিখিলেন। নীরদও দাদার পত্র পাইয়া যতশীঘ্র সম্ভব দাদার আদেশ মত সকল কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। নীরদ আসিবার কিছুদিন পরে মনোরমা দেখি-লেন ছোট বৌটা ত খালি অতখানি গতর লইয়া কেবল বসিয়া বসিয়া তাঁহাদের অন্নধ্বংস করিতেছে। তদপেক্ষা যদি সে রন্ধনের ভারটা লয় তাহা হলে তাঁহার কিছু সাহায্য হয়। তাঁহার মনে এই চিন্তা উদয় হইল বটে, কিন্তু তিনি মুখ ফুটিয়া কমলাকে এবিষয়ে কিছু বলিতে পারিলেন না। যদি বলিতেন কমলা অবশ্যই আনন্দের সহিত তাঁহার কথা মত কার্য্য করিত। কিন্তু সে প্রকার সৎসাহস তাঁহার মনে ছিল না। কূটবুদ্ধিমতী কৌশলে পাচক ব্রাহ্মণের সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে বিদায় করিয়াছিলেন। তাহার পর কমলার নিকট আসিয়া বলিলেন আসল বদমায়েস বামুনকে মাহিনা দিয়ে রাখায় চেয়ে নিজেরা রেঁধে খাওয়া ভাল। আমার যে মাথার অসুখ আগুণ টা ত সয় না তাই ত? যাই—কি করি চারটি ভাত চাপিয়ে দিই গিয়ে ছেলেদের এক মুঠো খাওয়াতে হবে ত।

কমলা বলিল সেকি দিদি! তুমি কেন রাঁধতে যাবে আমি রয়েছি, আমি যাচ্ছি রান্না করি গিয়ে বলিয়া কমলা রন্ধন শালায় প্রবেশ করিল। মনো-রমা আহার করিয়া যাইবার সময় কমলাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন।

যে কটা দিন ভাল বামুন পাওয়া না যায় তুমিই যা হোক করে তবে চালিয়ে নাও ভাল বামুন পেলেই রেখে দিচ্ছি! আর কাজই বা কি এমন শক্ত? দুবেলা দুটী রান্না বৈত নয়! কলকাতায় ত তুমি রাঁধতে? আমার যদি শরীর থাকত আমি একাই সব করে নিতুম এখন। তাঁহার শরীরে যে অসুকটা কি তাহা সাধারণ লোকের বোধ গম্য নহে। যাই হউক কমলার অদৃষ্টে আর ভাল বামুন মিলিল না। দুইবেলার রন্ধন বৈকালে জলখাবার তৈরি প্রভৃতি সমস্তই কমলাকে একা করিতে হইত। মাথার অসুখ বলিয়া মনোরমা আগুণ তাতে আদৌ আসিতে পারিতেন না গৃহকার্য্যে কমলার বিরক্তি ছিল না বরং পূর্ব্বে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে লজ্জিত হইত। এখন একটা কার্য্য পাইয়া সে অক্লান্ত পরিশ্রমে অতি যত্ন সহকারে সকল কার্য্য করে। তাহার শক্তির অতীত কার্য্য সে আনন্দের সহিত করিয়া থাকে। প্রাণপণে সকলকে যত্ন করে। বড় যায়ের মনঃস্তুষ্টি সাধনের প্রয়াস পাইত। কিন্তু হায়! এজগতে যাহার অর্থ নাই, তাহার সুনাম সুযশ কোথায়? তাহার সুখ স্বস্তিই কোথায় বা কোথায়? অর্থহীন মানবের সংসারে জীবন ধারণ করাই বৃথা! কমলা, দিবানিশি অক্লান্ত পরিশ্রমে সংসারে খাটিয়া যাইত, এমন কি নিজের শরীরের দিকেও সে লক্ষ রাখিত না। কিন্তু এত করিয়াও সে মনোরমার মনঃস্তুষ্টি সাধনে সক্ষম হইল না। ক্রমশঃ মনোরমা নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কারণে অকারণে সামান্ত খুঁটিনাটি লইয়া মনোরমা কমলাকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কমলা কি করিবে নীরবে সমস্তই সহ্য করিয়া যাইত। শৈশব হইতেই সন্তান পিতামাতার প্রকৃতি লাভ করে। এবং তাঁহাদের অনুকরণে কার্য্য করিতে তাহারাও শিক্ষা করে। মনোরমা কমলাকে এই প্রকার করিতেন দেখিয়া তাঁহার পুত্র কন্যাগণও তদ্রূপ করিত। কমলার ঐকান্তিক যত্নেও তাহারা সন্তুষ্ট হইত না। কথায় কথায় কমলার শিশু পুত্রটির সহিত কলহ করিত। তাহাকে নানা প্রকার কটুকথা বলিত। আবার তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মাতার নিকটে গিয়া বলিত মা কাকিমা বড় মাছখানা, দুধের সরটুকু চুরি করে রেখে দেয়। সব নিজের ছেলেকে খাওয়ায়, আমাদের দেয় না। শুনিয়া মনোরমার ক্রোধের সীমা থাকিত না। একথা কমলারও আগোচর থাকিত না। শুনিয়া কমলা হায় ঘৃণায় একেবারে মরমে মরিয়া যাইত। ছি, ছি, শেষকিনা চোর অপবাদ

পর্য্যন্ত তাহার অদৃষ্টে ছিল! সে প্রাণপণ যত্নে মনোরমার পুত্র কন্যাদিগকে ভাল জিনিষ গুলি খাওয়ায়। আর তাঁদেরই মুখে কিনা এই কথা? ধন্য কুশিক্ষার ফল!

ক্রমশঃ

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

পালপুখুর রোড, হুগলি।

গীতাশাস্ত্রের অদ্বৈতবাদ।

(আলোচনা)

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমোনমস্তেঽস্তু সহস্র কৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমোনমস্তে॥

জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই দুই দ্রব্যের রহস্য-উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা হইতেই সংসারের নিখিল দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে দার্শনিক আলোচনা যে কত প্রাচীন তাহা কে নির্ণয় করিবে? সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই বুঝি ভারতের ঋষিগণ দুস্তর জগদ্রহস্যের সমাধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। তাই আমরা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বেতরোপনিষদ্ খুলিয়াই দেখিতে পাই,—

ওঁম্॥ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি॥—
কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃ স্ম জাতা
জীবাম কেন কচ সংপ্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ, কেন সুখেতরেষু।
বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্॥ ১॥

কালঃস্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভূতানি যোনি পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং নত্বাত্মভাবা—
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখ হেতোঃ ॥ ২ ॥
অর্থাৎ ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বলিতেছেন—

"কারণ ব্রহ্ম কি? আমরা কোথা হইতে জাত হইলাম? কেমন করিয়া জীবিত রহিয়াছি? শেষেই বা কোথায় আশ্রয় পাইব? কাহার ব্যবস্থায় জন্যই বা আমরা সুখদুঃখ ভোগ করি?"

এইসকল প্রশ্নের উত্তরে পুনশ্চ তাঁহারাই চিন্তা করিতেছেন—"জগতের কারণ কি কাল? অথবা স্বভাব? অথবা নিয়তি? অথবা যদৃচ্ছা? অথবা পঞ্চ-ভূত? অথবা প্রকৃতি? অথবা পুরুষ? ইহা ভাবিবার বিষয় বটে। অথবা এই সকল কারণের সমবায়ই সৃষ্টির কারণ? অথবা তাহা বা কেমন করিয়া হয়? আত্মাও সুখদুঃখ ভোগ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র নহেন।"

আমরা আদার ব্যাপারী—এসব জাহাজী খবরে আমাদের অধিকার নাই। নিখিল উপনিষচ্ছাস্ত্রের সারস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া আমরা জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় বস্তুর আলোচনা করিব।

গীতার পুঁথি লইয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিবার প্রাক্‌কালেই, পূর্ব্বরঙ্গ অথবা প্রস্তাবনাতেই বলিতে হয়, গীতাশাস্ত্র কোন্ বাদ অথবা তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা কিরূপে প্রদান করিতে পারি? সত্য কথা বলিতে গেলে গীতাশাস্ত্র সম্বন্ধেও "নাসৌমুনি র্যস্যমতং ন ভিন্নম্" অবাধে বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে সম্প্রদায়ের আশ্রয় ভিন্ন শাস্ত্রের ব্যাখ্যা চলে না,—যদি কেহ এরূপ অলোকসাধারণী প্রতিভা ও পন্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করেন যে তিনি কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ছায়ার আশ্রয় না লইয়া স্বাধীন ভাবে নির্ম্মুক্ত গগন-চন্দ্রাতপতলে বসিয়া গীতার লোকমনোমোহিনী ব্যাখ্যা রচনা করিতে পারেন, তবে তিনি স্বয়ংই আর একটি অভিনব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া উঠিবেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার মতাবলম্বিগণের নিকট গীতা বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্যই ভগবান্ মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল; শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের নিকট

উহা বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ এবং শ্রীমধ্বানুযায়িগণের নিকট উহাতে বিশুদ্ধ দ্বৈতবাদ প্রচারের অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। হিন্দুমাত্রেই,—তিনি যে সম্প্রদায়েই হউন্ না কেন, বলিবেন গীতা তাঁহার নিজের সম্প্রদায়ের নিজস্বগ্রন্থ। বৌদ্ধ জৈনাদি সম্প্রদায়ের কোন ভাষ্য টীকাদি আছে কিনা জানি না; তবে তাঁহারাও অনায়াসে উহাকে তাঁহাদের মত প্রচারক শাস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারেন। এরূপ অবস্থায়, আমরা কোন্ বিশেষ মতের ভেব (ভেক বেশ) ধারণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিব?

আমাদের ইচ্ছা যে আমরা সাম্প্রদায়িক সমর কোলাহলের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া শঙ্কর-রামানুজ-মধ্ব-মধুসূদন-শ্রীধর-হনুমান্-বিশ্বনাথ-নীলকণ্ঠ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের ব্যাখ্যায় কাঁসর ঘণ্টা নাশুনিয়া শ্রীভগবানের পাঞ্চজন্যের সুব্যক্ত নিনাদ শ্রবণ করিতে চেষ্টা করিব। শ্রীভগবান্ আমাদের সহায় হউন।

গীতার মতে জীব 'জ্ঞাতা' এবং প্রকৃতি 'জ্ঞেয়'। পুরুষ বা জীব এবং পুরুষোত্তম অথবা ব্রহ্ম 'জ্ঞেয়' জগতের উপদান কারণ প্রকৃতি, নিমিত্ত কারণ ভগবান্ এবং ফলভাগী জীব—এই তিন মহাতত্ত্বই গীতার মতে অনাদি। ভগবান্ বলিতেছেন,—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চচেন্দ্রিয় গোচরাঃ॥ ৬॥
ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎক্ষেত্রং সমাসেন সবিকার মুদাহৃতম্॥ ৭॥
জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃত মশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরংব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে॥ ১৩॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৪॥
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয় বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥ ১৫॥
ইত্যাদি—

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্॥ ২০॥

কার্য্য কারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২১॥
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুংক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্ যোনি জন্মসু॥ ২২॥
উপদ্রষ্টানুমন্তাচ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষোপরঃ॥ ২৩॥
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভি জায়তে॥ ২৪॥
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীর স্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে॥ ৩২॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অনুবাদ।—পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, শ্রোত্রাদি একাদশ ইন্দ্রিয়গণ; শ্রোত্রাদি পঞ্চইন্দ্রিয়ের বিষয়, ইচ্ছাদ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত, চেতনা ও ধারণা শক্তি এই সমস্ত বিকারযুক্ত পদার্থ সংক্ষেপে ক্ষেত্রনামে অভিহিত হইয়াছে॥ ৬। ৭॥ যাহা জ্ঞেয় তাহা বলিতেছি, যাহাকে অবগত হইলে অমৃত ভোগ হয়, সেই জন্মরহিত ও সগুণ পদার্থের অতীত ব্রহ্ম, তিনি প্রমাণের অতীত, অথচ সত্তাশূন্য নহেন। ১৩। সর্ব্বত্র যাঁহার হস্তপদ, সর্ব্বত্র যাহার নেত্র মস্তক ও মুখ সর্ব্বত্র যাহার শ্রবণেন্দ্রিয় সমস্ত জগতে তিনি ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন॥ ১৪॥ সমস্ত ইন্দ্রিয় বিহীন অথচ সমস্ত ইন্দ্রিয় শক্তির পরিচালক, নির্লিপ্ত অথচ সর্ব্বভূতাধার নির্গুণ অথচ সত্ত্বাদি গুণ ভোক্তা॥১৫॥ ইত্যাদি। প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়ই অনাদি জানিবে, বিকার ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতে উদ্ভব (উদ্ভূত) জানিবে॥ ২০॥ প্রকৃতি কার্য্য কারণ কর্তৃত্বের হেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন॥ ২১॥ যেহেতু পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত, সেই কারণে প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত গুণ সকল ভোগ করিয়া থাকেন, ঐ পুরুষের গুণের সহিত সংযোগই উত্তম ও অধম দেহ প্রাপ্তির হেতু॥ ২২॥ এই দেহে পুরুষ স্বতন্ত্র, কারণ তিনি উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা এবং মহেশ্বর, এবং পরমাত্মা বলিয়াও কথিত হইয়াছেন॥ ২৩॥ যিনি এইরূপ স্বভাবসম্পন্ন পুরুষকে এবং গুণযুক্তা প্রকৃতিকে জানেন, তিনি কোনও অবস্থাতেই জন্মাশ্রয়

প্রাপ্ত হন না। ২৪॥ হে কুন্তীনন্দন, এই পরমাত্মা অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া অধিকারী। শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়াও কোন কার্য্য করেন না ও লিপ্ত হন না ৩২॥

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বর্ম্মা গীতাভূষণের অনুবাদ।

গীতা—'ক্ষেত্র' শব্দে সৃষ্টির উপাদানভূতা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি এবং প্রকৃতির ভোক্তা পুরুষ অথবা জীবাত্মাকে গ্রহণ করিয়া 'জ্ঞেয়' শব্দে ব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন। গীতোক্ত এই 'পরমাত্মা' অথবা 'পুরুষোত্তম' সংজ্ঞক ব্রহ্ম একাধারে সগুণ ও নির্গুণ উভয় উপাধি বিশিষ্ট। এ গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৪॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৫॥

অর্থাৎ—"পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহং জ্ঞান, আমার এই প্রকৃতি অষ্টপ্রকারে বিভক্ত॥ ৪॥ হে মহাবাহো এই অষ্টধা নিকৃষ্ট প্রকৃতি। কিন্তু ইহা ব্যতীত জীবগণের প্রাণ ধারণের কারণভূত জীবাত্মা আমার শ্রেষ্ঠ প্রকৃতি জানিবে। যাহার শক্তি প্রভাবে এইজগৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে॥ ৫॥ শ্রীযুক্ত গীতাভূষণ মহাশয়ের অনুবাদ।

শ্রীমতী গীতার উক্তি হইতে আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, তিনি ত্রিবিধ অনাদি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন। প্রথম 'অনাদি' অপরা প্রকৃতি, ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট বিভাগে বিভক্ত পরিণামিণী জড়া প্রকৃতি, দ্বিতীয় 'অনাদি' পুরুষ অথবা জীবাত্মা; আর তৃতীয় 'অনাদি' এই উভয়ের অধিষ্ঠানভূত অথচ ইহাদের হইতে পৃথক্ পরমাত্মা পরমপুরুষ অথবা ব্রহ্ম।

ক্রমশঃ

শ্রীঅখিলচন্দ্র বর্ম্মা ভারতীভূষণ।

রামপাল।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত ৪র্থ প্রবন্ধ)

হরিবর্ম্মার বেজনীসার তাম্রলিপিতে তদীয় পিতার প্রসঙ্গে তিনি "মহারাজাধিরাজ জাতবর্ম্মা পদানুধ্যাত" এইরূপ উক্তি করিয়াছেন, সুতরাং জাতবর্ম্মা যে মহারাজাধিরাজরূপে বিক্রমপুরে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে তদীয় পৌত্র ভোজবর্ম্মার বেলাবতাম্রলেখ পাঠে বুঝা যায় যে তিনি 'গাঙ্গেয়ইব শান্তেনো' অর্থাৎ ভীষ্মের ন্যায় রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন নাই। কারণ 'দুহন্ বৈণ্য পৃথুশ্রিয়ং' অর্থাৎ বেণপুত্র পৃথু যেমন স্বায়ম্ভুব মনুকে গোবৎসরূপে স্থাপিত করিয়া পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন, তিনিও (জাতবর্ম্মা) প্রিয়পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আধিপত্য করিয়াছিলেন। স্বজাতি প্রীতিই তাঁহাকে রামপাল পক্ষে নিয়োজিত করিয়াছিল।

৯৯৪ শকে (১০৭২ খ্রীঃ অঃ) শ্যামল বর্ম্মার রাজ্যাভিষেক হয়। সুতরাং ১০৫৫ খ্রীঃ অঃ হইতে ১০৫৭ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত যে সময়ে রামপালের সহিত কৈবর্ত্ত-দিগের যুদ্ধ হয় তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হরিবর্ম্মাই বিক্রমপুর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং জাতবর্ম্মা তাঁহার সময়েই এই যুদ্ধে যোগদান করেন।

বেজনীসার তাম্রলিপি হরিবর্ম্মার ৪২ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হয়। ৯৯৪ শক হইতে ৪২ বাদ দিলেও অন্যূন ৯৫২ শকে (১০৩০ খৃঃ অঃ) হরিবর্ম্মার রাজ্যাভিষেক কাল।

কোন কোন ঐতিহাসিক ১০২২ খৃঃ অঃ হইতে ১০৩০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত পৃথকভাবে, জাতবর্ম্মার রাজত্বকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বোধ হয় তাহার পরেই তিনি প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র হরিবর্ম্মাকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই নামে রাজ্যশাসন করিতেন।

ভোজবর্ম্মার বেলাবতাম্রলেখে যেমন জাতবর্ম্মার প্রসঙ্গে 'নিন্দন্নিব্য ভুজশ্রিয়ং'

অর্থাৎ কৈবর্ত্তনায়ক দিব্যোর ভুজশ্রীর নিন্দা বা পরাভব করার কথা আছে. উহার ৩য় ৪র্থ ও ৫ম শ্লোকে কৌশলে হরিবর্ম্মার কথাও তেমনি স্থান পাইয়াছে। পিতা পুত্র উভয়েই গৌড়েশ্বর রামপালের পক্ষাবলম্বন করিয়া কৈবর্ত্তপতি ভীম হত হওয়ার পর, কৈবর্ত্ত সেনানায়ক দিব্যকেও পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

কৈবর্ত্তপতি ভীম রণক্ষেত্রে বন্দী হইয়া অবশেষেআত্মহত্যা করিলেও তদীয় খুল্লতাত ও সেনানায়ক দিব্য রাজ্যাশা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ভোজবর্ম্মার তাম্রলেখের শ্লোক রচয়িতা রাজকবি পুরুষোত্তম রাজপ্রশস্তির শেষ শ্লোকে লিখিয়াছেন :—

"হাধিক্ কষ্টমবীরমদ্যভুবনং ভূয়োপি কিং রক্ষসামুৎপাতোয়মুপস্থিতোস্ত কুশলী শঙ্কা স্বলঙ্কাধিপঃ ॥

হা ধিক্! কি কষ্ট! ভুবন অদ্য বীরশূন্য। তথাপি কি রাক্ষসগণের উৎপাত উপস্থিত? কুশলী হউন, শঙ্কা কি? ভুবন অলঙ্কাধিপ অর্থাৎ রাজ-কবি বলিতেছেন যে পৃথিবীতে রাবণরূপী ভীম আর নাই তবুও কৈবর্ত্ত রাক্ষস-গণের উৎপাত কেন? কিন্তু কুশলী হউন, শঙ্কা নাই। কারণ লঙ্কাধিপ রাবণরূপী ভীম না থাকায় কৈবর্ত্ত রাক্ষসগণ কিছুই করিতে পারিবে না, সুতরাং শঙ্কা নাই। ইহাতে কৈবর্ত্তপতি ভীমের মৃত্যুর পর যে কৈবর্ত্তসেনায় বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া দিব্যোর নায়কত্বে তথায় জাতবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল এবং সেইস্থানে রামপাল ও জাতবর্ম্মা কৈবর্ত্তদিব্যোর সহিত সমস্ত কৈবর্ত্তসেনার ধ্বংশ সাধন করিয়াছিলেন তাহাই বিবৃত হইয়াছে। এই যুদ্ধে যে স্থানে তাঁহারা কুশলী হইয়াছিলেন সেই স্থানেই অদ্যাবধি "রামপাল" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। গৌড়াধিপ রামপালের সম্মানার্থেই বর্ম্মরাজগণ এই স্থানের নামাকরণ করিয়াছিলেন "রামপাল"।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা।

দাহাপাড়ার রাজবংশীয় কায়স্থ বিবরণ।

(৭ম প্রবন্ধ শেষ)

তদনন্তর রাজা সূর্য্যনারায়ণ রায় কাননগো মহাশয় পরলোকে গমন করিলে আমার পিতামহ চন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গাধিকারী নাবালক থাকা সময়ে গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়াতে সরকারী মাসিক বেতন ১৪০০ টাকা সময় মত গ্রহণ করা হইত না! কিছুকাল এইরূপ গোলমালে অতিবাহিত হইলে আমাদের মাসিক বেতন বন্ধ হইয়া যায়। ১২৬৯ সালে আমার পিতা রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায় বঙ্গধিকারী মহাশয় উক্ত মাসিক বেতন কোনমতে লাভ করিতে না পারিয়া ঐ সনে বিলাতের পালামেণ্টের বরাবর ১ খণ্ড দরখাস্ত প্রেরণ করিয়াছিলেন যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা দরখাস্ত প্রেরিত হইলে দরখাস্তকারীর পক্ষে ন্যায্য বিচার হইবে। তাহার পর আমি উক্ত বেতন পাইবার জন্য বিগত ১৮৮৪ সালে বঙ্গের ছোটলাঠ স্যার রিভারসটমসন সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে তিনি ১২৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে আমাকে সবরেজেষ্টারের পদে নিযুক্ত করিবার আদেশ দেন। তাহার পর কয়েক বৎসর আমি সবরেজেষ্টারের কার্য্য করিয়া ছিলাম। তদনন্তর আমি জেলা মুর্শিদাবাদের অধীন জঙ্গীপুরে ১৯০৮ সনে জেলা বীরভূমের অধীন দুবরাজপুর সবরেজেষ্টারী আফিসে বদলী হইয়া যাই। যে সকল আফিসে আমি কার্য্য করিয়াছি সেই সকল আফিসের আয় বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় নাই। এই সময়ে নীলচুক্তিপত্র যাহা প্রজাগণ নীলকর সাহেবের বরাবর দিত তাহার ষ্টাম্প ও ফি আমার অভিমত অনুসারে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

২। উপসংহারে আমি বহুদিন প্রাণপণে কার্য্য করিয়াছিলাম কিন্তু আমার শেষ জীবনে গভর্ণমেণ্ট হইতে পেনসেন কিম্বা আমার পুত্রের জন্যও একটী ভাল উপায় সংস্থাপন করিতে পারি নাই। আমাদের বংশের বৃত্তান্ত এইরূপে আমার

অধনে শেষ হইয়া গেল, ভবিষ্যতে কোন উচ্চ আশা এইরূপ আর নাই। নিম্নে বঙ্গাধিকারী মহাশয় গণের বংশ তরু প্রদত্ত হইল। ইতি

কুমার প্রতাপনারায়ণ রায়।

দাহাপাড়ার বঙ্গাধিকারী মহাশয়গণের বংশতরু।

অমোঘনাথ মিত্র

- ভগবান চন্দ্র মিত্র
  - হরিনারায়ণ রায়
    - শিবনারায়ণ রায়
      - দর্পনারায়ণ রায়
        - লক্ষ্মীনারায়ণ রায়
          - সূর্য্যনারায়ণ রায়
            - চন্দ্রনারায়ণ রায়
              - ব্রজেন্দ্রনারায়ণ রায়
                - প্রতাপনারায়ণ রায়
                  - দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ রায়
- বঙ্গবিনোদ মিত্র (১৫৪৭ খৃঃ জন্ম)
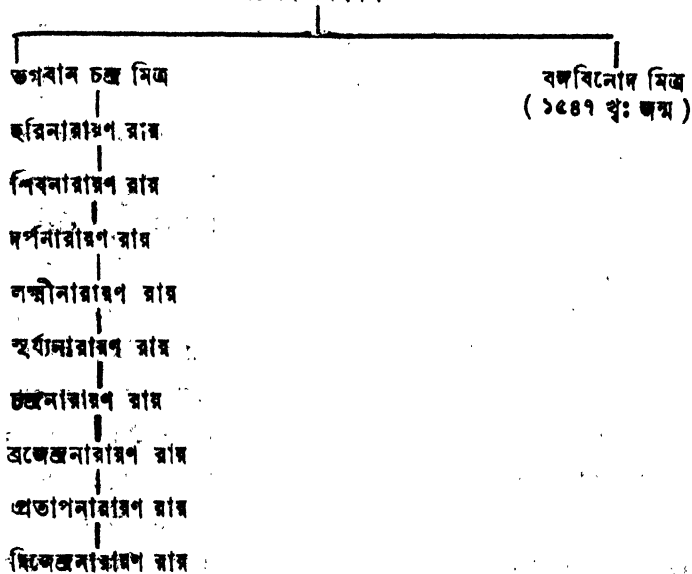
সমাপ্ত

ভারতচন্দ্র বসু ।

প্রায় পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর অতীত হইল ভারতচন্দ্র বসু মহাশয় আমার পিতার সাক্ষাৎ পিসাত ভাই লোকান্তরে গমন করিয়াছেন। আমার বাটী হইতে প্রায় ১ ক্রোশ ব্যবধান স্বরূপকাঠী গ্রামে তাঁহার বাস ছিল। তাঁহার কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিতেন, তিনি বাড়ীতে থাকিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে শাস্ত্রালোচনা এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতেন।

২। তাঁহার জীবনের বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বিষয় এই যে তিনি নিজে তাঁহার বাটীর দুর্গোৎব পূজার তন্ত্রধারকের কার্য্য করিতেন পূজক ব্রাহ্মণ তাঁহার উচ্চারিত মন্ত্র শ্রবণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ মত কার্য্য করিতেন। তৎকালে কায়স্থসমাজে যজ্ঞোপবীত গ্রহণ প্রথা না থাকায় তিনি দেবতাস্পর্শ করিতেন না। পূজক ব্রাহ্মণ স্পর্শাদি কার্য্য করিয়া যথারীতি অর্চ্চনা করিতেন। তখন ভারতচন্দ্রের জীবনে যে প্রকৃত কায়স্থ ভাবভক্তি ছিল তাহা বর্ত্তমান উপবীতী কায়স্থ সমাজে দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ সমাজের প্রতি কায়স্থের যে ভক্তি ছিল এবং ব্রাহ্মণ সমাজও কায়স্থ সমাজের যে সম্মান প্রদর্শন করিতেন তাহা বর্ত্তমানে নাই। তিনি ব্রাহ্মণদের সহিত একাসনে বসিয়া যে পূজার্চ্চনাদি করিতেন তাহাতে কোন ব্রাহ্মণ আপত্তি করিত না এবং পূজা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও কাহার মনে কোন দ্বেষ উপস্থিত হইত না।

৩। আমরা পূর্ব্বে "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"য় বলিয়াছি বঙ্গের এই প্রধানতম জাতীয় উৎসব অর্থাৎ এই দুর্গোৎসবে বেদোক্ত আপ্রীদেবতার যজ্ঞের প্রকারন্তর মাত্র। যাহারা দশমহাবিদ্যাকে ভূ তত্ত্বের ক্রমবিকাশ প্রণালীর অন্তর্গত মনে করেন যথা কবিবর হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ভাবুক কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর আমরা তাহাদিগকে অনুসরণ করি না। আমরা এই সকল দেবতার অর্চ্চনা

আপ্রী অর্থাৎ অগ্নিদেবতার অর্চ্চনা বা যজ্ঞ বলিয়া মনে করি। পূর্ব্বে আপ্রী যজ্ঞে পশুবধ হইত এই অর্চ্চনা গুলিতেও তাহাই হইয়া থাকে। তৎকালে দেবার্চ্চনায় বা যজ্ঞে পশুবধ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধিকার চর্চ্চার মধ্যে পরিগণিত হইত। এবং মাংসাহার হিন্দুজীবনের স্বাস্থ্যকর অবস্থার পরিচায়ক ছিল।

৪। আপ্রী যজ্ঞ কেন, সকল যজ্ঞেই প্রধানতঃ ৪ জন ঋত্বিক থাকিতেন, (১) ব্রহ্মা (২) হোতা (৩) উদ্গাতা (৪) অধ্বর্য্যু। আমাদের অর্চ্চনাগুলি বৈদিক যুগের প্রকারন্তর হইলেও আমরা ৪ জন ঋত্বিকের স্থানে ২ জন ঋত্বিক দ্বারাই কার্য্য করাইয়া থাকি। যথা ব্রহ্মা ও অধ্বর্য্যু। আমাদের ভারতচন্দ্র এই ব্রহ্মার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। হোতার কার্য্য স্বতন্ত্রভাবে এইক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় না। "ইহা গচ্ছ ইহা গচ্ছ" ইত্যাদি আহ্বানসূচক বাক্য হোতার কার্য্যের অন্তর্গত হইলেও উহা ব্রহ্মা বা তন্ত্রধারের আদেশানুসারে অধ্বর্য্যু বা পূজকই করিয়া থাকেন। বাদ্যসহকারে যে বাগমন্ত্রগুলি দেবীর সম্মুখে উচ্চারিত হয় তাহাই প্রাচীন উদ্গাতার কার্য্যের ভগ্নাবশেষ মাত্র। এ কার্য্যও অধ্বর্য্যুর স্কন্ধে পড়িয়াছে এমন কি অনেক স্থানে অধ্বর্য্যু বা পূজকই সর্ব্বময় কর্ত্তা।

৫। ভারতচন্দ্র যে দেবালয়ে ব্রহ্মার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন তথায় ২ জন ঋত্বিক থাকিত আমি কায়স্থ-পত্রিকার পূর্ব্বে বলিয়াছি লাহোর সমগ্র কায়স্থ মহাসম্মিলনের সভাপতি মহাশয় পূর্ণমাত্রায় ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুষ্ঠান জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, গতবর্ষের চট্টগ্রামের বঙ্গীয় কায়স্থসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বাহাদুর মহাশয়ও পূজা শ্রাদ্ধ পার্ব্বণাদি নিজে করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। প্রচারক সরলচন্দ্র ঘোষ অগ্নিহোত্রী এবং শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রচার উপলক্ষে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের বাগাড়ম্বর ও কম নহে অথচ কায়স্থের ক্ষত্রজীবনের প্রকৃত বিকাশের কোন পন্থা বা শিক্ষা দিতেছেন এমন কোন নিদর্শন পাইতেছি না। তাহারা অনুসন্ধান করিলে অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে কায়স্থ সমাজে অনেক ভারতচন্দ্র ও মদনমোহন সরকার ছিলেন, তাহার আবিষ্কার করিতে পারিবেন। ক্ষত্র ও বৈশ্যজীবন পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করাই আমাদের নিয়তি। এ কথা বর্ত্তমান কায়স্থ সমাজ বুঝেন না কেন

বলিতে পারি না। দেবস্পর্শ দোষ ও খাদ্যস্পর্শ দোষ কায়স্থ-ক্ষত্রিয় সমাজ হইতে তিরোহিত না হইলে প্রকৃত ক্ষত্রিয় কায়স্থগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন না ইতি।

শ্রীমধুসূদন সরকার দেববর্ম্মা।

কলিকাতায় মুসলমান গণের হাঙ্গামা।

কলিকাতা বাসী মুসলমান ভ্রাতৃগণ বিগত ৮। ৯। ১০ সেপ্টেম্বর রবি, সোম এবং মঙ্গলবারে কলিকাতা নগরে একটী বৃহৎ মুসলমান সভার আয়োজন করেন। এবং উক্ত উদ্দেশে প্রায় ৭ হাজার লোকের অধিবেশন হইতে পারে এইরূপ একটী বৃহৎ পাণ্ডাল হ্যালিডে ষ্ট্রীটে প্রস্তুত করা হয়। ভারত বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নিমন্ত্রিত প্রতিনিধিগণ উলামা এবং মোলানা দিগকে নিমন্ত্রণ করা হয়। চিৎপুর এবং জাকেরিয়া ষ্ট্রীটস্থ কয়েকটী বড় বড় বাটী ইহাদের বাসের জন্ম নির্দ্ধারিত হয়। প্রায় ১৫০ জন শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতৃগণ সমবেত হইয়া অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছিল। বিগত ৩রা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার আমাদের শাসন কর্ত্তা মহোদয় এই সভার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েকজন প্রধান ব্যক্তিকে এই সভা সম্বন্ধে অভিমত লইবার জন্ম আহ্বান করেন। তাহাদের মধ্যে অনেকেই এই সভা স্থগিত রাখিবার জন্ম শাসন কর্ত্তাকে পরামর্শ দেন। তদনুসারে কলিকাতার পুলিশ কমিসনার সাহেব জামসুর পত্রিকার সহকারী সম্পাদক মোলানা ফজলাররহমান ও মৌলবী হবি এবং মৌলবী আব্দুল রাউফ ১৯১৮ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর হইতে ১ বর্ষের মধ্যে কলিকাতা নগর এবং তন্নিকট বর্ত্তী স্থানে কোন প্রকার বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। এই প্রকার নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করেন।

২। মুসলমান ভ্রাতৃগণ বলেন যে তাহাদের প্রস্তাবিত সভার উদ্দেশ্য বঙ্গের শাসন কর্ত্তার নিকট স্পষ্ট ভাষা মতে প্রকাশ করা হয় নাই। উক্ত সভায় মুসলমান

সম্প্রদায় নিম্নলিখিত ৩টী বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন বলিয়া স্থির হয়। (১) মুসলমান ধর্ম্মের উপর ইংরেজ সংবাদ পত্রে অযথা আক্রমণ(২)অভিনব শাসন সংস্কার সম্বন্ধে বিবেচনা। (৩) আবদ্ধ মুসলমান নেতাগণের মুক্তি প্রার্থনা। বিগত ৯ই সেপ্টেম্বর সোমবার অপরাহ্ণে লাটসাহেবের বাটীতে মুসলমান দিগের একটী সভা হয়। এ সভায় লাটসাহেব একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

৩। ১০ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। মুসলমান দিগের সভার নিষেধ আজ্ঞা প্রচার হওয়ার পর দলে দলে মুসলমানগণ লাঠি ছোরা হস্তে করিয়া তাহাদের সভার স্থানে সমবেত হওয়ার চেষ্টা করায় পুলিশ তাহাদিগকে নিবারণ করিলে উহারা ভয়ানক উত্তেজিত ভাবে মাড়োয়ারী দিগকে আক্রমণ এবং তাহাদের প্রতি বল প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। ইহারা প্রায় সকলেই অশিক্ষিত নিম্ন-শ্রেণীর মুসলমান। তাহারা বলে যে মাড়োয়ারীগণ অন্যায় পূর্ব্বক কাপড়ের দর বৃদ্ধি করিয়াছে। চিৎপুর রাস্তাস্থিত নাখোদা মসজিদের চতুর্দ্দিকে অনেক মুসলমান সমবেত হইয়াছিল।

১১ই সেপ্টেম্বর বুধবার ক্যানিং ষ্ট্রীট, চিৎপুররোড, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট এবং হ্যারিসন রোড ইত্যাদি স্থানে মুসলমানগণ ভয়ানক অত্যাচার করে। লোকের প্রতি অন্যায় বল প্রকাশ, দোকান লুণ্ঠন এবং দোকানের জিনিষ সকল রাস্তার উপর আনিয়া অগ্নি প্রদান ইত্যাদি ভয়ানক অত্যাচার নিবারণ জন্য দুর্গ হইতে সশস্ত্র গোরাসৈন্য পুলিশের সাহায্য জন্য নিযুক্ত করা হয়। এবং হ্যারিসন রোড ও ক্যানিং ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে একটী বৃহৎ কামান স্থাপন করা হয়।

৪। এইসকল কর্ত্তৃপক্ষগণের আয়োজনে মুসলমানগণের অত্যাচার কতক নিবারিত হয়। কিন্তু কলিকাতা যে যে স্থানে মুসলমানগণ সমবেত অবস্থায় অত্যাচার করে অনবরত দিনরাত্র কড়া পাহারায় ও সেই সকল অত্যাচার স্থগিত হয় না। এইসকল অত্যাচারে কয়েকজন মাড়োয়ারী খুন হয়। গুণ্ডার-দল মুসলমানদের সহিত একত্র হইয়া ভয়ানক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। পুলিশ এইসকল লোক গ্রেপ্তার করিবার জন্য ধাবমান হইলে তাহারা ভবানীপুর শিয়ালদহ ইত্যাদি স্থানে পলায়ন করে। চলন্ত ট্রামকার আক্রমণ করিয়া ইহারা জিজ্ঞাসা করে মাড়োয়ারী কোন শালা ইহার মধ্যে আছে কিনা। নানাস্থানে

উক্ত ট্রামকার অবরুদ্ধ করিয়া যাত্রীদের প্রতি বল প্রকাশ করিয়া টাকাকড়ি যাহা থাকে তাহা জোর করিয়া লয়। ছোরার আঘাতে কতিপয় ব্যক্তি প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। পুলিশের গুলিতে মেছুয়া বাজারে ৩টী মুসলমান একস্থানে প্রাণ ত্যাগ করায় হাঙ্গামাকারীগণ তাহাদের মধ্যে একটী মৃতদেহ কাঁধে করিয়া কলিকাতার বড় বড় রাস্তায় মৃতদেহ দেখাইয়া স্বজাতী বর্গকে উত্তেজিত করে। ৯। ১০। ১১। ১২। এবং ১৩ এই ৫ দিন ভয়ানক অত্যাচার হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে পুলিশের চেষ্টায় অনেকটা অত্যাচার নিবারিত হয়। পুলিশ অনেক লোক গ্রেপ্তার করিয়া বিচার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করে এবং অনেকেই কারাগারে প্রেরিত হয়। ৪।৫ দিনের মধ্যে ১২ সেপ্টেম্বর অপেক্ষাকৃত অত্যাচার কম ছিল।

৫। সংবাদ পত্র হইতে দেখা যাইতেছে যে সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজে মুসলমানগণের হাঙ্গামা হইয়াছিল কয়েকখানী দোকান লুন্ঠন এবং ব্যক্তির প্রতি বল প্রকাশ হইয়াছিল। ৪। ৫। দিনের মধ্যে পুলিশ কর্ত্তৃক উক্ত হাঙ্গামা দূরিভূত হয়। এবং শান্তি সংস্থাপিত হইয়াছে।

সম্পাদক।

লেফ্‌ন্যাণ্ট সতীন্দ্রচন্দ্র বসু আই, এম, এস।

সংক্ষিপ্ত জীবনী। (জন্ম ১৮৯৫, মৃত্যু ১৯১৮)

কত সৌরভময় পুষ্প অন্ধকারে আপনি প্রস্ফুটিত হইয়া ঝরিয়া যায়, কেহ লক্ষ্যও করে না, রত্নাকরের গভীর তলদেশে যে কত উজ্জ্বল রত্ন আছে তাহার কেহ সন্ধান পর্য্যন্ত জানে না, লোকালয়ে ত সেইরূপ মানবকুলের কত রত্ন লোক-চক্ষু হইতে দূরে আছে তাহা কেহ একবার ভ্রমক্রমেও অনুসন্ধান করেন না বা করিতে অবকাশ পান না।

স্বর্গীয় লেফ্‌ন্যাণ্ট সতীন্দ্রচন্দ্র বসু, আই, এম, এস, সেইরূপ ধরিত্রীর প্রশস্ত বক্ষেস্থান পাইয়া অকালে মুঞ্জরিত কোরকের ন্যায় ঝরিয়া পড়িয়াছেন! যৌবনে

প্রথমস্তরে পদক্ষেপ করিতে না করিতেই মহাকালের মহাদেশে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। যশোহরবাসী আজ যে কি রত্ন হারাইল তাহা কেহ জানিল না। কালের নির্ম্মম হস্তে তাঁহার যৌবনের নবদ্যোম সহসা ধ্বংস প্রাপ্ত হইল! যে উদ্যমে তিনি এযাবৎ জীবনের কর্ত্তব্যগুলি সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা ভারতঃ পক্ষে উল্লেখ যোগ্য!

যশোহরজেলাস্থ মাগুরা মহকুমার অধীনস্থ ধুলজুড়ী গ্রামে প্রকৃতির বিচিত্র লীলাময়ী ক্রোড়ে ইংরাজী ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম ৺হরিশ্চন্দ্র বসু, মাতা শ্রীমতী মনোমোহিনী দেবী। সতীন্দ্র হরিশ্চন্দ্রের চতুর্থ পুত্র। ইহারা পঞ্চভ্রাতা ও ভগ্নী একটী। জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, পাবনাজিলার পোলিশ সাব্ ইনেস্পেক্টর, মধ্যম শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র বসু, পুলিশের ডিপুটীসুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তৃতীয় শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র বসু গাযার সেসন জজ ও পঞ্চম শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র বসু, বিষয় সম্পত্তি পরিরক্ষনার্থ দেশেই অবস্থান করেন। তাহারা একান্নবর্ত্তী মানবকুলের আদর্শ স্বরূপ, পঞ্চভ্রাতা পঞ্চপাণ্ডবের ন্যায় বিধবা মাতাকে অবলম্বন করিয়া সংসারে পরমসুখে অবস্থান করিতেছিলেন, সহসা এই ঝটিকা প্রবাহে এই সুখের সংসারকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই।

শৈশবে পিতামাতার কোমল ক্রোড়ে বড় আনন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন স্বীয় গ্রামস্থ পাঠশালায় তিনি যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়া গ্রামপার্শ্বস্থ পলাশবাড়িয়া গ্রামের পাঠশালায়ও কিছুকাল পাঠাভ্যাস করিয়া মাগুরা ইংরাজী বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করেন। তৎপরে সতীন্দ্র অন্য তিন ভ্রাতার সহিত ফরিদপুর জিলায় গমন করেন। এবং তত্রস্থ সরকারী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৯২ খৃঃ অব্দে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পাশ করেন। এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া তৃতীয় ভ্রাতার সহিত কলিকাতায় আসেন এবং সিটিকলেজে প্রবেশ লাভ করিয়া সেইখান হইতেই ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় বিভাগে এফ, এ, পাশ করেন। শিশুকাল হইতেই ডাক্তারী পড়িবার ইচ্ছাধীন বলবতী থাকায় মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। মেডিকেল কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পাঠ কালীন, ঢাকাজিলাস্থ গুণিয়াগ্রাম নিবাসী ৺রসিকলাল ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী হেমমালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। রসিকলাল ঘোষ মহাশয় ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ে-

সনের ক্লার্ক এবং অমৃতবাজার পত্রিকার রিপোর্টার ছিলেন। ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে এল্, এম্ এস্ পাশ করিয়া তদীয় মধ্যম ভ্রাতা শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় যখন কৃষ্ণনগরে পুলিশ সবইন্‌স্পেক্‌টার সেইসময় সেইস্থানে প্র্যাক্‌টিস্ করিতে গমন করেন। এইসময় কলিকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়। প্র্যাক্‌টিসে বিশেষ সুবিধা না হওয়ায় পুনরায় কলিকাতায় আগমন করেন। এই চাকুরী লইয়া মধ্য প্রদেশস্থ বিলাশপুর নামকস্থানে গমন করেন। পরে সেই চাকুরীর নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে কলিকাতার মিউনিসিপাল কর্পোরেশনে হেল্‌থ্ ইনস্‌পেক্টরের পদ গ্রহণ করিয়া এই স্থানেই বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। বিশেষ দক্ষতার সহিত এইকাজ করিয়া ২৫০৲ টাকা বেতন লাভ করেন। তৎপরে ১৯১৭ খৃঃ অব্দে ভারতীয় সৈন্যের ডাক্তার হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণের মত জানিতে চাহেন, কিন্তু কেহই তাঁহার সে প্রস্তাবে মত দেন নাই। পরে কোনও মতে উঁহাদের মত গ্রহণ করিয়া ঐ চাকরীর জন্য আবেদন করেন ও সফল কাম হন।

তিনমাস কলিকাতায় থাকিয়া কোনও এক সৈনিক দলের ডাক্তার হইয়া গৌহাটী গমন করেন। সেখানে ৫ মাস থাকিয়া পুনরায় কলিকাতায় আসেন এবং এক সপ্তাহ পরেই সিভিলসার্জ্জনের পরীক্ষার জন্য রাওলপিণ্ডি গমন করেন সেখানে যাওয়া অবধি তাঁহার শরীর অসুস্থ হয় সেখানে তাঁহার কার্য্যক্ষমতা কার্য্যে পারদর্শিতা দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। এই পদে তিনি ৫৫৫৲ টকা বেতন প্রাপ্ত হন কিন্তু সেখানে প্রত্যহ মাংস আহার করিতে করিতে তাহার শরীর অসুস্থ হয়। শৈশবে মাংস প্রিয় থাকিলেও ইদানীং মাংসে সেরূপ স্পৃহা ছিল না। কিন্তু উপায় নাই, উক্ত স্থানে মাংসই একরূপ প্রধান খাদ্য। তথায় বাঙ্গালীর সংখ্যা অতি কম সুতরাং অন্য উপায় না থাকায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাংস আহার করিতে হইত। এইসব নানাকারণে শরীর ভাঙ্গিয়া যায়। ক্রমে প্রস্রাবের পীড়া (diabetes) দেখা দেয়। অল্প অল্প জ্বর হয় এবং অন্যান্য উপসর্গও দেখা দেয় মাথার বিকার জন্মে এবং ইহাতেই তাঁহাকে শয্যাশায়ী হইতে হয়। এক মাসের মধ্যে এরূপ অবস্থা হয় যে বিছানা হইতে উঠিতে অপারগ হন। এমন কি স্ত্রী পুত্রের নিকটে পত্রাদি লিখিতে অসমর্থ হন। এই সময় তাঁহার

মধ্যম পুত্র হাবিলদার শ্রীমান্ নির্ম্মলকুমার বসু তাঁহার নিকটে ছিলেন। তিনি পত্র লেখেন তাঁহার পিতার এরূপ অবস্থা যে তাঁহাকে এখন চেনা দুষ্কর। এবং মাতার নিকটও পত্র লেখেন। চারিমাস অনবরত রোগের দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া একটু সুস্থ হইলে কলিকাতায় আত্মীয় স্বজনের নিকট চলিয়া আইসেন। বন্ধু বান্ধব বিবর্জ্জিত হইয়া বিদেশে বাস করা যে কি কষ্ট তাহা একমাত্র ভুক্তভোগীই অবগত আছেন।

কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিন ভালই থাকেন, কিন্তু শরীরের দুর্ব্বলতা এখনও সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই। পরে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হন। এই সময় আবার পূর্ব্ব ব্যাধি সকল ধীরে ধীরে তাহাকে ছাইয়া ফেলিল। অবস্থা ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। মাথার বিকার বাড়িল। প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করেন। স্বয়ং ডাক্তার ছিলেন বলিয়া নিজের অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিতেন। ঔষধ মোটেই গ্রহণ করিতেন না। কাহাকেও দেখিতে পারিতেন না কেবল তাঁহার তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে দেখিলে যেন তিনি অনেকটা আরাম বোধ করিতেন। যে কয়েক দিন জীবিত ছিলেন। শুধু "দাদা, দাদা' করিয়াই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। সংসারে শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়কে যত মান্য ও ভক্তি করিতেন ও ইহার যতটা বাধ্য ছিলেন, তত আর কাহারও ছিলেন না। তাই শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শুধু "দাদা দাদা" করিয়াই জীবন কাটাইয়াছেন।

ইংরাজী ১৯১৮ সন ২৩শে আগষ্ট শুক্রবার ১১॥ টার সময় ইষ্টদেবতার নাম করিতে করিতে মহামায়ার সন্তান, রোগের অসহনীয় যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, রোগ-শোক-দুঃখ-দারিদ্র-পরিপূর্ণ নশ্বর পৃথিবী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কি এক মহাচিন্তায় বিভোর হইয়া স্ত্রী-পুত্র-বন্ধু-বান্ধব কাহারও দিকে দৃকপাত না করিয়া সুখশান্তিপূর্ণ অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। যশোহর-গগণের একটী উজ্জল তারকা অসময়ে কক্ষচ্যুত হইল, তাহা কেহ লক্ষ্য করিল না।

তাঁহার এই রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটী জনরব শুনা যায়। কেহ কেহ বলেন যে এ ঘটনা তাঁহারা ৺সতীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের মুখ হইতে শুনিয়াছেন তবে আমি শুনি নাই। যাহা হউক ঘটনাটি এই :—

রাওলপিণ্ডি অবস্থান কালীন, একদা অন্যান্য কর্ম্মচারীর সহিত 'তক্ষশীলার শিবমন্দির" দেখিতে গমন করেন। শিবমন্দিরটী বহু পুরাতন, সংস্কারাভাবে কালের নির্ম্মম হস্তের শেষ আঘাতের অপেক্ষায় এখনও দণ্ডায়মান। মধ্যে একটী শিবলিঙ্গ। পরিষ্কারক অভাবে মন্দিরাভ্যন্তর আবর্জ্জনায় পূর্ণ। তাঁহার অন্যান্য সঙ্গিগণ এদিক ওদিক ভ্রমণ করিতে থাকেন, কিন্তু তিনি পাদুকা খুলিয়া মন্দিরে প্রবেশ করেন। তাহাতে অনেকে তাহাকে পরিহাস করিয়া উঠেন। সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তিনি স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন কেহ যেন তাঁহাকে হিন্দিতে বলিতে লাগিল "তুমি এস, তোমাকে আমি বড় সুখে রাখিব" এই কথা শুনিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; মন্দিরের বাহিরে আসিলেন কেহ নাই। চারিদিক দেখিলেন কেহ কোথায় নাই। মন্দিরের পশ্চাৎ ভাগে গমন করিলেন—কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না তাঁহার সঙ্গিগণ দূরে কেহ বসিয়া আছেন, কেহ তত্রস্থ ছোট ছোট পাথরের নুড়ী কুড়াইতেছেন, কেহ পায়-চারি করিতেছেন। তাঁহার মনে একটু ভয় হইল মনে পূর্ব্বে যেরূপ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়াছিলেন, এখন তাহার বিপরীত হইল। তিনি একটু চঞ্চলভাবে এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে লাগিলেন, কিন্তু সেই কথাগুলি তখনও তাঁহার কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। এমন সময় তাঁহার বালকভৃত্য তাঁহাকে একটী ছোট নীলরংএর পাথর আনিয়া দিল। তিনি কোন কথা না বলিয়া পাথরটী পকেটে রাখিয়া দিলেন। তারপরে নিজ আবাসে ফিরিয়া আসিলেন; কিন্তু মন হইতে সে চিন্তা দূর হইল না।

সেইদিন হইতেই একটু একটু জ্বর হইতে লাগিল। দিন দিন কৃশ হইতে লাগিলেন। মনে প্রথমদিনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই গেলনা। গা ছম্‌ছম্ করিত একদিন পকেট হইতে সেই পাথরটী ফেলিয়া দিলেন, ভাবিলেন এইসব নষ্টের মূল। কিন্তু কিছুতেই মনে পূর্ব্বের সে স্ফূর্ত্তি পাইলেন না। এক-দিন অশ্বারোহণে কোন একস্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন,

এবং নাক ও মুখ দিয়া কিছু রক্ত উঠে। সেই অবধি ব্যাধি সহস্র মুখে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল।

তারপর কিঞ্চিত আরাম হইলে যখন কলিকাতায় আসিলেন তখনও তাঁহার মন হইতে সে সব স্মৃতি মুছিয়া যায় নাই। মস্তিকে দোষ জন্মিয়াছিল অতিরিক্ত কথা বলিতেন। সে কথার কোন বাঁধ ছিল না এক কথা বলিতে বলিতে অন্য কথা বলিয়া ফেলিতেন।

একদিন রাত্রে শুইয়া আছেন, সকলেই গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত তাঁহার চোকে-নিদ্রা নাই। একঘুম পরে তাঁহার স্ত্রী বলিলেন তুমি বুঝি ঘুমাও নাই তিনি উত্তর করেন, একটু ঘুমাইলেই চমকিয়া উঠিয়া দেখি যেন দুটীলোক ঐ দরজার নিকট দাঁড়াইয়া আছে আর আমার দিকে চাহিয়া আছে। তাঁহার স্ত্রী বলিয়া-ছিলেন তাহারা স্ত্রী না পুরুষ। তিনি বলিয়াছিলেন মুখ তো দেখিতে পাই না, তবে আর জানিব কি প্রকারে? কিন্তু আমার বড়ভয় করে। আজও তাহারা আসিয়াছিল। স্ত্রী অনেক সান্ত্বনা দিলেন।

ইহা কতদূরসত্য জানি না। তবে প্রলাপের সময়ও একথা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি দাদা, ঐ ঐ দূর দূর।

যাহা হউক তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা সকলেই মুহ্যমান। তাঁহার ন্যায় সচ্চরিত্র, অমায়িক লোক খুব কমই দৃষ্ট হয়। পরোপকারীতা, দয়া প্রভৃতি যে সকল সদ্গুণাবলী থাকিলে প্রকৃত মানবনামের যোগ্য হওয়া যায়, তাহার কোনটীরত তাঁহাতে অভাব ছিল না। যিনি তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিয়াছেন কেবলমাত্র তিনিই জ্ঞাত আছেন। তিনি উপবীতধারী কায়স্থ ছিলেন উপবীতী হয়ে গায়ত্রীর জপ ও অন্যান্য যাহা প্রত্যেক উপবীতধারীরই করা কর্ত্তব্য তাহা তিনি পালন করিতেন। সংসারের প্রতারণা, পরহিংসা প্রভৃতি অসৎবৃত্তি সকল তাঁহার নিকট হইতে বহুদূরে থাকিত। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে কিন্তু তিনি একরূপ নিষ্কলঙ্কই ছিলেন। ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী

শ্রীসত্যগোপাল বসু।

কবিতাগুচ্ছ

আবাহন।

—•—

ভক্তিভরে সমাদরে করি আবাহন,
দুর্গতি নাশিনি, দুর্গা মঙ্গল কারণ।
এস মাতঃ দয়াময়ি! সহ শক্তিগণ,
করপূত অভাগার অধম ভবন।
রহিয়াছি প্রতিক্ষায় ব্যাকুলিত মন,
কতদিনে নেহারিব ওরাঙ্গা চরণ।
যে ভাবে সংসারে আছি কহিব সকল,
ধোয়াইব পাদপদ্ম, দিয়ে আঁখি জল।
এস মাতঃ দয়া ক'রে দরিদ্র আলয়ে,
রয়েছি যে ভাবে হের একবার চেয়ে।
পাষাণ নন্দিনী তুমি, পাষাণ আকার,
প্রত্যক্ষ নহিলে দয়া হবে কি তোমার?
অশেষ দারিদ্র্যদীপ্ত উত্তপ্ত অনলে,
নেহারি পাষাণ মন গলে কিনা গলে?
দারিদ্র্য অনলে পূর্ণদীনের আলয়,
যেমন পাষাণ হ'ক গলিবে নিশ্চয়।
তাইবলি সম্বৎসরে করি আগমন,
অভাগার মনোসাধ করগো পূরণ।
দয়া করে দয়াময়ি! কর আগমন,
হেরিয়া আনন্দনীরে বহিবে নয়ন।
সে আনন্দ আশ্রুনীরে নিবিবে অনল,
উত্তাপ অভাবে দেহ হইবে শীতল।

ভক্তিভরে পুনঃ মাতঃ করি আবাহন,
আসিয়া দীনের বাঞ্ছা করহ পূরণ।
হৃদয় কমলে মাগো হও অধিষ্ঠান,
নেহারি স্বরূপ মূর্ত্তি জুড়াইব প্রাণ।
ধোয়াইব নেত্রজলে ওরাঙ্গা চরণ,
ভক্তিপুষ্পে মনোসাধে করিব অর্চ্চন।
এইত দীনের বাঞ্ছা বেশী কিছু নয়,
কর পূর্ণ অভিলাস হইয়ে সদয়॥

শ্রীনিবারণচন্দ্র দেব মজুমদারবর্ম্মা। বেতুকা।

শিক্ষক।

(অতীতে)

দারিদ্র্যের কণ্ঠহারে হইয়ে ভূষিত,
পৃথিবী মাঝারে সদা হয়েছ পূজিত।
মৃত্তিকা আসনে বসি বৃক্ষের তলায়,
সুখে কাটায়েছ কাল বাণীর সেবায়।
নৃপসুত, মন্ত্রীসুত, শ্রেষ্ঠীসুত আর।
আসিত তোমার গেহে ছাড়ি অহঙ্কার।
ক্রিয়াকাণ্ডে নিমন্ত্রণে লভিতে বিদায়,
তোমার সম্মান ছিল রাজার সভায়।
সদালাপী, শিষ্টাচারী, বিনয়ী, সরল,
মনুষ্য সমাজে ছিল দৃষ্টান্তের স্থল।
অধ্যয়ন অধ্যাপনা দুই কার্য্য সার।
জ্বালিতে ভাস্কর সম শিষ্যের মাঝার।
কালের কুটিলা গতি, তোমরা কোথায়?
তোমাদের বংশধর রসাতল যায়।

(বর্ত্তমানে)

দারিদ্র্যের ক্ষতব্রণে হইয়া ভূষিত,
মানব সমাজে আজি হতেছ লাঞ্ছিত।

কাষ্ঠের আসনে বসি হর্ম্ম্যের ভিতরে,
বিক্রয় করিছ এবে অমূল্য নিধিরে।
হাকিম, উকিল আর কেরাণী তনয়,
পাঁচ ঘণ্টা তোমাদেরে বলে 'মহাশয়'।
ক্রিয়া কাণ্ডে নিমন্ত্রণে কেবা তত্ত্ব লয়,
মজ্‌লিসে বৈঠকে সর্ব্বশেষে স্থান হয়।
মিষ্টভাষী, সদাচারী হইলে সরল,
সংসার হাসিয়া বলে 'গোবেচারী দল।'
কালের কুটিলা গতি, এই কথা সার,
বিত্তার মনুষ্য নহে, অর্থ আছে যার!

শ্রীবসন্তকুমার দাস।

পূজার আবাহন

(ক্ষত্র উদ্দীপনা)

এস হে কায়স্থগণ   এবে মিলে করিপণ
উপবীতী হব সবে মাতৃ আগমনে।
যদি হয় ব্যর্থপণ   বৃথা এ ক্ষত্র জীবন
অনর্থক বেঁচে থাকা কোন প্রয়োজনে॥ ১

আসিবে মা! দশভুজা   করিব মায়ের পূজা
উবপীতী হয়ে সবে ক্ষত্রিয় আচারে।
এপূজাতে জেনসার   ক্ষত্রিয়ের অধিকার
তবুকেন হও ভীত সমাজের ডরে॥ ২

আছে নিজ অধিকার পূজা কর অধিকার
প্রতিনিধি দাওকেন ব্রাহ্মণেরে সবে।
খেতে পারি নিজ হাতে ক্ষতি কি খাইলে তাতে
পরহাতে খেয়ে সুখ এতকি পাইবে ॥ ৩

থাকিলে স্বাধীনতাব হত না ব্রাহ্মণাভাব
হতকিহে আজ এত লাঞ্ছনা সহিতে।
পরমুখাপেক্ষী যারা চিরদুঃখী হয় তারা
বস্ত্রাভাবে হয় যথা উলঙ্গ থাকিতে ॥ ৪

আসিবে ভবানী যবে নূতন উদ্যমে সবে
প্রচার করিতে হবে দেশ দেশান্তরে।
মায়ের আসার আগে পৃথিবীর কোন ভাগে
কেহ যেন নাহি থাকে শূদ্রের আচারে ॥৫

সবাই করিলে পণ থাকে আর কতক্ষণ
শূদ্রাচার ক্ষত্রিয়ের প্রবল শোণিতে।
ইহা যদি নাহি পার কাজকি জীবনে আর
ক্ষত্রিয়ের নাম যাক ভারত হইতে ॥ ৬

বীর্য্যশ্রেষ্ঠ ক্ষত্রজাতি সেনামে ক'রে অখ্যাতি
শাস্ত্র মেনে তবুকর ঘৃণ্য শূদ্রাচার।
এ হেন সুবিধা পেয়ে কেন থাক শূদ্র হয়ে
অবিলম্বে শূদ্রাচার কর পরিহার ॥৭

আমাদের ব্যবহারে নমঃশূদ্র (ও) ঘৃণা করে
অমৃত ক্ষত্রিয় অন্ন না করে ভোজন।

দেখেও দেখেনা যারা　　চোখ নাই অন্ধ তারা
নমঃশূদ্রের ঘৃণা হেরে দহেনা জীবন ॥৮

এ সকল অপমান　　রাখিতে নাহিক স্থান
দেখে শুনে জ্ঞান নাহি হইবে যাহার।
সে সকল কুলাঙ্গারে　　উপযুক্ত শাস্তি করে
সমাজ হইতে সবে কর বহিষ্কার ॥৯

ডাকিছে ইংলণ্ডেশ্বর　　যাও ক্ষত্রিয় কুমার
দেখাও ক্ষত্রিয় বীর্য্য পাশ্চাত্য সমরে।
এমন সুযোগ আর　　হয় নাই কোনবার
এইবার পাইয়াছ জার্ম্মানের তরে ॥১০

বল-বীর্য্য দেখাইতে　　পার নাই কোনমতে
এবার দেখাও সবে ক্ষত্রিয়ের বল।
দেখুক অপর জাতি　　ভারতের ক্ষত্রজাতি
যুদ্ধ ব্যবসায় হয় ক্ষত্রিয় সবল ॥১১

জাগরে কায়স্থ ভাই　　অধিক সময় নাই
অভাগা দীনের এই শেষ নিবেদন।
প্রতিজ্ঞা করহে সবে　　অপৈতক নাহি রবে
হবে শিখা সূত্রান্বিত আনন্দিত মন ॥১২

শ্রীসুরেশচন্দ্র দাব
রাঙ্গছটা কাছারী, চট্টগ্রাম।

আবাহন।

১

এস মাগো এস এ বঙ্গ ভবনে,
দেশমাতা ধন্য তব আগমনে।
তোমার রাতুল পবিত্র চরণে,
লহমা তাপিত এসন্তানগণ॥

২

এস শক্তিরূপা এসগো জননী,
এস তুমি মাগো শান্তি বিধায়িনী,
এস শিবরাণী গণেশ-জননী;
তোমাবিনা হের আঁধার ভুবন॥

৩

উঠেছে শেফালি পুলকে ফুটিয়া,
সরসে কুমুদী আকুলা হাসিয়া,
প্রকৃতি সুন্দরী হরষে মাতিয়া
পরিয়াছে হের সোনালি বসন॥

৪

শারদ আকাশে ভাসে মধুরিমা,
বিমল জোছনা প্রকাশে মহিমা,
রূপের তুলনা কেমনে করিমা,
এধরণীমাঝে তুমি অতুলন॥

৫

এস আদ্যাশক্তি সিব-সোহাগিণী,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িণী,
ভক্তের হৃদয় কমল বাসিণী,
তুমি মা, অমেয়া সাধনার ধন॥

এস সবে ভাই, বরষের পরে,
জগতজননী এসেছেন ঘরে,
দাও পদযুগে ভকতির ভরে,
রক্ত জবাঞ্জলি মাখায়ে চন্দন ॥

শ্রীমুরারিমোহন কর। সারস্বতাশ্রম, চন্দননগর।

শঙ্করাচার্য্য।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য ২৬৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দে বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে, দাক্ষিণাত্যে, কেরলদেশান্তর্গত কাপটী গ্রামে, শ্রীশিব গুরু নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে সীতাদেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হন। এই সময়ে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। যদি এই মহাত্মার অভ্যুদয় না হইত তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

এই মহাপুরুষের প্রতিভা বাল্যকাল হইতেই প্রকাশিত হইয়াছিল। পঞ্চম বর্ষে তাঁহার উপনয়ন সংস্কার হয় এবং তাহার কয়েক বৎসর পরেই তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। এই অল্প বয়সে তাঁহার এত পাণ্ডিত্য লাভ হয় যে তিনি গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি ষোলখানি গ্রন্থের ষোলটী ভাষ্য প্রণয়ণ করেন। তিনি বদরিকাশ্রমে যোষী বা জ্যোতির্ম্মঠ, দ্বারকায় সারদামঠ এবং মহীসুরে শৃঙ্গ-বৈরী মঠ স্থাপিত করেন। পরিশেষে ২৬৫৫ যুধিষ্ঠিরাব্দে রাজদত্ত সাহায্য পুরীতে গোবর্দ্ধন মঠ স্থাপন করেন। এই সময়ে বিপ্রলাভ উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। গোবর্দ্ধন মঠ প্রথমে জগন্নাথ মন্দিরের অতি নিকটে ছিল এবং এই মঠের স্বামিদিগের হস্তেই জগন্নাথ মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত ছিল। বহু-কাল পরে মারহাট্টা রাজা রঘুজীর আধিপত্য সময়ে গোবর্দ্ধন মঠ স্থানান্তরিত হইয়া স্বর্গাদ্বারে সমুদ্র তীরে স্থাপিত হয়। সেই মঠই বর্ত্তমান গোবর্দ্ধন মঠ।

গোবর্দ্ধন মঠের ভিতর প্রবেশ করিলে দুইটী মন্দির পাওয়া যায়, তাহার একটীতে রাধাকৃষ্ণ এবং অপরটীতে শিবমূর্ত্তি আছেন। নিকটস্থ অন্য একটী গৃহে শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের একটী মূর্ত্তি আছে। পুরীধামে যতগুলি মঠ আছে তাহার মধ্যে এইটী বহুদিনের স্থাপিত এবং কীর্ত্তি প্রকাশক।

গোবর্দ্ধন মঠের 'গুরুপরম্পরা' নামক পুস্তকে দেখা যায় যে শ্রীস্বামী শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান স্বামী শ্রীমধুসূদন তীর্থস্বামী পর্য্যন্ত ১৪০ পুরুষ অতীত হইয়াছে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য শ্রীপদ্মপাদাচার্য্য নামক জনৈক পণ্ডিতকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়া এই মঠের সেবকরূপে সর্ব্বপ্রথমে অভিষিক্ত করেন। এই পদ্মপাদাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া জ্ঞানানন্দ স্বামী পর্য্যন্ত ১৯ পুরুষ মধ্যে উক্ত গোবর্দ্ধন মঠের স্বামীরা 'অরণ্য' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। জ্ঞানানন্দ শিষ্য না করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করায় কিছুকাল এই মঠের অধ্যক্ষের স্থান শূন্য ছিল। অনন্তর তীর্থ নামক এক জন স্বামী কাশীধাম হইতে আসিয়া এই মঠের অধিকারী হইয়াছিলেন সেই সময় হইতে গোবর্দ্ধন মঠের মোহন্তদের তীর্থ উপাধি হইয়াছে। এই মঠের পঞ্চম পুরুষ বামদেব স্বামী 'পঞ্চদশী' গ্রন্থের রচয়িতা, একাদশ পুরুষ শ্রীধর স্বামী গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহের ব্যাখ্যাকর্ত্তা ত্রিষষ্টিতম পুরুষ স্বামী রামচরণ তীর্থ 'সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার' রচয়িতা ছিলেন বলিয়া 'গুরুপরম্পরা' গ্রন্থে প্রকাশ। ইহার মধ্যে যে সময় গদীশূন্য ছিল তাহাও দুইপুরুষের কম হইবে না। সুতরাং এই গোবর্দ্ধন মঠ দুইসহস্র বৎসরের অধিক স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। বোধ হয় এইসমস্ত পুস্তক আধুনিক সময় নির্দ্ধারক পণ্ডিতগণের হস্তগত হয় নাই, যদি হইত তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া, অনুমান কে স্থাপন করিবার জন্য তাঁহারা শঙ্করাচার্য্যকে সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর লোক বলিতেন না।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য এই চতুর্ম্মঠ স্থাপনের পর দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন। তিনি কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বৈদিক ধর্ম্ম বিস্তার করেন এবং বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডন করেন। এই উপলক্ষে বৈষ্ণব চূড়ামণি গৃহস্থাশ্রমী কাশ্মীরবাসী মণ্ডন মিশ্রের সহিত তুমুল বিচার হয় এবং অবশেষে মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হন। মণ্ডন-মিশ্রের পত্নী পরম বিদুষী উভয় ভারতী এই বিচারে মধ্যস্থ ছিলেন। মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হইলে, উভয় ভারতী শঙ্করাচার্য্যের বিরুদ্ধে বিচার করিতে আরম্ভ করেন এবং রতিশাস্ত্রের প্রশ্নে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নিকট পরাজিত হন। এক্ষণে একটু চিন্তা করিয়া দেখুন তখন স্ত্রীশিক্ষা কতদূর উন্নত অবস্থায় ছিলেন। কতদূর জ্ঞানলাভ করিলে শঙ্করাচার্য্য এবং মণ্ডনমিশ্রের বিচারে মধ্যস্থ হওয়া যায়, তাহা পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই উভয় ভারতী স্বয়ং সরস্বতী অবতীর্ণা বলিয়া কাশ্মীরে পূজিতা হইতেন।

শঙ্করাচার্য্য উভয়ভারতীর প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্ত যোগবলে তাঁহার দেহ রাখিয়া কোন এক গৃহস্থ রাজার মৃতদেহে প্রবেশ করেন। কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে রাজার প্রধানা মহিষী বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার স্বামীর আচরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইয়াছে। ইহাতে মহিষীর মনে সন্দেহের উদয় হইল। মনুষ্য যোগবলে পরদেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে তাহা রাণী জানিতেন। কোন মহাত্মা তাঁহার স্বামীর মৃতদেহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকিবেন মনে করিয়া তিনি রাজ্যে যত মৃতদেহ আছে, সমস্ত রাজবাড়ীতে উপস্থিত করিবার জন্ত ঘোষণা করিলেন। এদিকে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বদেহ তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা রক্ষিত হইতেছিল। তিনি রাজদেহে প্রবেশ করিবার সময় তাঁহার শিষ্যদিগকে আদেশ করিয়াছিলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত তিনি রাজদেহেতে থাকেবেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বপ্রণীত মোহমুদ্গরের শ্লোক তাহারা তাঁহাকে শুনাইবে। এক্ষণে রাণীর লোক মৃতদেহের অনুসন্ধান আরম্ভ করাতে শঙ্করাচার্য্য বুঝতে পারিলেন যে শীঘ্রই তিনি ধরা পড়িবেন। তখন তিনি রাজদেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয়দেহে প্রবেশ করিলেন এবং রাজারও হঠাৎ মৃত্যু হইল। তারপর তিনি উভয়ভারতীর নিকট উপস্থিত হইয়া রতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তখন উভয়ভারতী বুঝিতে পারিলেন যে শঙ্করাচার্য্য শঙ্করের অবতার এবং শঙ্করাচার্য্য বুঝিলেন যে উভয়ভারতী সরস্বতীর অংশে অবতীর্ণা। সুতরাং তাঁহাদের বিচার এইখানেই শেষ হইয়া গেল।

কাশীতে অবস্থানকালে শঙ্করাচার্য্য অনৈক ব্রাহ্মণের শিষ্যের মৃত্যু গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে অমুকদিনে বজ্রাঘাতে তাহার মৃত্যু হইবে। শিষ্য তাহার গুরুর নিকট শঙ্করাচার্য্যের গণনা বৃত্তান্ত বলিলেন। গুরু বলিলেন যে তোমার ঐদিনে কখনই মৃত্যু হইবে না। শিষ্য গুরু যাহা যাহা বলিলেন তাহা সমস্তই শঙ্করাচার্য্যের নিকট প্রকাশ করিলেন। শঙ্করাচার্য্য পুনরায় গণনা করিয়া তাঁহার গণনা অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করিলেন এবং শিষ্যকে বলিলেন যদি আমার গণনা মিথ্যা হয় তাহা হইলে আমি তোমার গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব এবং যদি তোমার গুরুর গণনা ভ্রান্ত হয় তাহা হইলে তিনি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন। গুরু, ও তাহাতে সম্মত হইলেন।

শিষ্যের মৃত্যুরদিন উপস্থিত হইলে গুরু, তাঁহাকে সমাধিস্থ করিয়া মৃত্তিকার

নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। শঙ্করাচার্য্যের নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে বজ্রপাত হইল এবং শিষ্য যেখানে প্রোথিত করা হইয়াছিল সেই স্থানেই বজ্র পড়িল কিন্তু তিনি সমাধিস্থ থাকাতে বজ্রপাতে তাঁহার কোন অনিষ্ট হইল না। গুরু, পুনরায় তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করাইলেন। শঙ্করাচার্য্যের গণনা ঠিক হইলেও অসাধারণ উপায়ে শিষ্যের জীবন রক্ষা হওয়াতে তিনি সেই ঈশ্বরতুল্য ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। আহা! যে দেশের লোক এতদূর উন্নত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, উক্ত দিনে শিষ্যের মৃত্যু না হওয়াতে শঙ্করাচার্য্য সমস্ত গ্রন্থ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। পুস্তকগুলি যদিও গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিলেন কিন্তু তাঁহার মনে দারুণ কষ্ট হইতে লাগিল। গুরুজী সমস্ত বুঝিতে পারিয়া তাহাকে বলিলেন বইগুলি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া তোমার মনে বড় দুঃখ হইয়াছে। তুমি গঙ্গাদেবীর নিকট যাইয়া প্রার্থনা কর, তিনি তোমার সমস্ত পুস্তক প্রত্যার্পণ করিবেন। শঙ্করাচার্য্য তাহাই করিলেন এবং পুস্তকগুলি পুনরায় পাইলেন। তখন তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমার গুরুদেব সামান্য মনুষ্য নহেন, তিনি মনে করিলে আমাকে সমস্তই দান করিতে পারেন, সুতরাং আমার অপ্রাপ্য কিছুই নাই, আমি সামান্য বিষয়ের জন্য কেন ক্ষোভ করিতেছি এই ভাবিয়া পুস্তকগুলি পুনরায় গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণের যদি এত শক্তিই না থাকিবে তাহা হইলে কি তিনি শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় ঈশ্বরতুল্য মহাপুরুষের গুরু হইতে পারিতেন?

শঙ্করাচার্য্য শক্তিকে বিশ্বাস করিতেন না। পরে তাঁহার এই মত পরিবর্ত্তিত হয় একদা তিনি কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন এমন সময় পথিমধ্যে একজন বৃদ্ধা রমণী পড়িয়া আছে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধা অতি কাতরস্বরে তাহাকে পথ হইতে সরাইয়া রাখিতে বলিল। শঙ্করাচার্য্য বলিলেন— "আমার এখন এরূপ শক্তি নাই যে তোমাকে পথ হইতে সরাইয়া রাখি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা বলিল—"কেন তুমি ত শক্তি বিশ্বাস করনা।" বৃদ্ধা এই কথা বলিয়া ছদ্মবেশ পরিহার পূর্ব্বক শক্তিমূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইলেন। ইহাতে শঙ্করাচার্য্য বিস্ময় ও ভক্তিগদগদকণ্ঠে শক্তিদেবীর স্তব করিতে আরম্ভ করেন, পরে এই স্তবরাজি দ্বারা "আনন্দলহরী" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

শঙ্করাচার্য্যের ষোল বৎসর মাত্র আয়ু ছিল। যখন তিনি ভাষ্য রচনা আরম্ভ করেন সেই সময় তাঁহার ষোল বৎসর পূর্ণ হয়। বেদব্যাস সেই সময় উপস্থিত হইয়া তাঁহার আয়ু আরও ষোল বৎসর বৃদ্ধি করিয়া ৩২ বৎসর পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন এবং বলিয়া যান যে এখনও অনেক কার্য্য বাকী আছে। সুতরাং আর ষোল বৎসর না হইলে সে সকল কার্য্য শেষ হইবে না। তিনি ৩২ বৎসর বয়সে জীবনের সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন। শঙ্করাচার্য্য অনেকের নিকট শঙ্করের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন।

শঙ্করাচার্য্য 'জীবব্রহ্মৈক্য', 'তত্ত্বমসি', 'সোহহং' প্রভৃতি তত্ত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পুরীধামে সার্ব্বভৌমের সহিত বেদান্ত বিচারে শঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর মতই কলির জীবের পক্ষে মঙ্গলকর সেই জন্যই এ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা আমরা এখানে লিখিতে বাধ্য হইলাম। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ৭দিন পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌমের নিকট বেদান্ত শ্রবণ করিয়া কোন প্রশ্ন না করাতে সার্ব্বভৌম গৌরকে বলিলেন, "তুমি বেদান্ত বুঝিতে পারিতেছ কি না আমি জানিতে পারিলাম না।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। মূল ভাষ্য বুঝিতে পারিতেছি কিন্তু আপনার ব্যাখ্যা বুঝিতে পারিতেছি না।"

সার্ব্বভৌম আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—'সে কিরূপ?'

গৌর। 'বেদান্তের উদ্দেশ্য ব্রহ্ম নিরূপণ করা। সেই ব্রহ্ম অতি বৃহৎ বস্তু; তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা জীবের জ্ঞানাতীত। তবে সৃষ্টিরাজ্যে তিনি যতটুকু আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন আমরা তাঁহার কৃপায় তাহাই অত্যল্প মাত্র বুঝিতে পারি। কিন্তু যে অনন্ত শক্তি গুণযুক্ত অনাবৃত অবস্থায় সৃষ্ট্যাতীত হইয়া আছে তাহার নাম নিরাকার ব্রহ্ম, তাহার আমরা কি বুঝি?

সার্ব্বভৌম। 'সৃষ্টি ত মিথ্যা অবিদ্যা বা মায়া বিজৃম্ভিত। মায়া ছুটীয়া গেলে জীব ও ব্রহ্ম একই। তিনি ভিন্ন জগতে আর কিছু আছে?

গৌর। 'তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারই ইচ্ছায় এই সৃষ্টিলীলা এই হৃদয় নিহিত আত্মজ্ঞান, কে বলিল সৃষ্টি মিথ্যা বা কল্পিত জ্ঞানমূলক? সৃষ্টি কল্পনা নহে, তবে নশ্বর মাত্র।

সার্ব্বভৌম। তিনি ভিন্ন যদি জগতে আর কিছুই নাই, তবে বলদেখি সৃষ্টিজ্ঞান কল্পিত হয় কি না?

গৌর। 'কার কল্পনা? সকল কল্পনার অতীত যিনি তাহাকে কি মিথ্যা জ্ঞানের আকরভূমি বলিবেন?'

সার্ব্বভৌম। কখনই নয়।

গৌর। 'তাহা যদি না হয় তবে একটু চিন্তা করিয়া দেখুন দেখি এই কল্পনা জীব যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, সে ব্রহ্মার সহিত এক হওয়াও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিনা? আমরা তাহাকে এবং এই জীব সৃষ্টিরাজ্যে ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ।

সার্ব্বভৌম। 'আচ্ছা তাহাই না হয় হইল কিন্তু তাহাতেও ত প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। তুমি যাহাকে সৃষ্টিলীলা বলিতেছ। কে বলিল তাহা সত্য?

গৌর। 'আত্মজ্ঞানই তাহার সাক্ষী। নানা বৈচিত্রপূর্ণ এই ব্রহ্মলীলা আত্মতত্ত্বেই নিহিত। ব্রহ্ম আপনিই লীলারূপে বাহিরে, আত্মারূপে অন্তরে এবং ব্রহ্মরূপে সকলের মূলে। একের মধ্যে কি সুন্দর বৈচিত্রময় দ্বৈতভাব ও দ্বৈতের মধ্যে কি এক অনির্ব্বচনীয় সামঞ্জস্যভূত একত্ব। বলুন দেখি ইহাতে কার না প্রাণমন গলিয়া যায়? এ হেন ঐশ্বর্য্যময় পরিপূর্ণ ব্রহ্ম ভগবান্‌কে আপনি কোন্ সাহসে শুষ্ক নিরাকার নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিতে চান?

সার্ব্বভৌম তর্কে পরাস্ত হইয়া বলিলেন—'তাহা হইলে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য 'জীব ব্রহ্মৈক্যং' ইত্যাদি শিক্ষা কেন দিলেন?

গৌর। 'তাহার অন্য কারণ থাকিতে পারে। তিনিই অবশেষে বলিয়াছিলেন:—

সত্যপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বং।
সমুদ্রোহি তরঙ্গো ন সমুদ্র স্তারঙ্গঃ॥

হে নাথ! ভেদজ্ঞান অপগত হইলে যদিও সৃষ্টিতে ও তোমাতে প্রভেদ থাকে না তথাচ আমি তোমারই রচিত, তুমি কখনও আমার রচিত নও। সমুদ্রেরই তরঙ্গ হইয়া থাকে, তরঙ্গের সমুদ্র সম্ভবে না॥ এই শ্লোকটীর ভাবার্থ এই যে তরঙ্গোপম জীবাত্মা সমুদ্রোপম পরমাত্মার সহিত ঘনিষ্ঠ ঐক্য সূত্রে গ্রথিত হইলে সমুদ্র ব্যাপক এবং তরঙ্গ ব্যাপ্ত পরমাত্মা পূর্ণ এবং জীবাত্মা অপূর্ণ। এই যে দ্বৈতভাব ইহাও অপরিহার্য্য। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে অদ্বৈত-বাদের ভিতরের কথা ব্যক্ত করিলেই তাহা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ হইয়া পড়ে।

কাশীতে প্রকাশানন্দের সহিত বিচারে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন। মহাপ্রভুর দার্শনিক মত বেদান্তের বিরোধী নহে বস্তুতঃ ইহা বেদান্তের অন্যতম ব্যাখ্যা মাত্র। শঙ্করাচার্য্য এবং মহাপ্রভু উভয়েরই উদ্দেশ্য অহঙ্কার বা মায়া নিবৃত্তি করা—শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য জ্ঞান-মার্গ অবলম্বন করিয়া এবং মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া অহঙ্কার নিবৃত্তি করা। জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিলে অহং জ্ঞানের বৃদ্ধি করিয়া সোহং জ্ঞানে পরিণত করিতে হইবে। সুতরাং জ্ঞান দ্বারা অহংজ্ঞানের নিবৃত্তি করিতে হইবে। অপরদিকে আপনাকে তুচ্ছ ও হেয় জ্ঞান করিতে হইবে, তৃণ অপেক্ষা

নীচজ্ঞান করিতে হইবে সুতরাং ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিলে অহংজ্ঞানকে অতি সহজেই পরাভূত করা যাইতে পারে। মহাপ্রভু দীনতার ভাব অবলম্বন করিয়া প্রকাশানন্দকে পরাজয় করিয়াছিলেন। জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিলে সহজে তাহাকে পরাজয় করিতে পারিতেন না।

শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বসু।
হেডক্লার্ক ও একাউন্ট্যান্ট, ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড পুরী।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

আমরা সন্তপ্তহৃদয়ে অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে বিগত ২৩শে ভাদ্র বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ফরিদপুরস্থ ভাঙ্গা মহকুমার ১ম মুন্সেফ বাবু কিশোরী মোহন বসু এম, এ বিএল সহসা মস্তিষ্ক রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। মোকদ্দমা সংক্রান্ত বাদী, প্রতিবাদী, সাক্ষী ও উকিল মহোদয়গণ একবাক্যে তাহার ন্যায় বিচার এবং ভদ্রতার প্রশংসা করিত। বিগত ২৭শে ভাদ্র মঙ্গলবার একটী সাধারণসভা আহুত হইয়া সর্ব্বসাধারণ তাহার জন্য শোক প্রকাশ করিয়াছেন। আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে অনেকেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট তাহার আত্মার সদ্গতি প্রার্থনা করিতেছি।

২। বঙ্গদেশে সৈন্যসংগ্রহ।—ডাক্তার এস, কে, মল্লিক মহাশয় পাশ্চাত্য সমরের প্রারম্ভ হইতে এযাবৎ বঙ্গদেশ হইতে যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার একটী বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমে ২২৮ জন লোক দ্বারা ডবল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ডবল কোম্পানী ৪৮ দিনে সংগৃহীত হয়। অনন্তর সৈনিকবিভাগ হইতে ১২০ জন সৈন্যের প্রয়োজন হয় তাহাও অল্প-দিনের মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহার পর ১৭০০ পদাতিক সংগৃহীত হয়, তাহার পর প্রতি মাসে ১০৯ জন করিয়া দেওয়া হইতেছে। বিগত এপ্রিল মাস হইতে প্রতি মাসে ১৫০ জন করিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। এপ্রিল মাসে দিল্লী কনফারেন্সে সমগ্র ভারত হইতে ৫ লক্ষ সৈন্যের আবশ্যক হওয়ায় তন্মধ্যে ৯৯০ জন করিয়া সৈনিক বঙ্গদেশ হইতে সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। বড়ই দুঃখের বিষয় সৈন্যদলের প্রবেশের উৎসাহ যখন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল তখন সহসা সৈন্য সংগ্রহ স্থগিত করিবার আদেশ আইসে। এখন দেখা যাইতেছে সেনাবাসের গৃহ বর্দ্ধিত করিতে না পারিলে আর সৈন্য সংগ্রহ করা হইবে না।

৩। জলপ্লাবন।—এবার উত্তর বঙ্গে রাজসাহী জেলায় নওগাঁ নাটোর অনেক স্থানে জলপ্লাবনে লোকের বাড়ী ঘর, সঞ্চিত চাউল এবং গাভী ইত্যাদি

কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। লোকের বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। এইক্ষণ গবর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্য প্রদত্ত হইতেছে।

৩।* বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা।—ঢাকার সান্নিধ্য মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত সিঙ্গর গ্রামের মহিম প্রামাণিকের কন্যা বস্ত্রাভাবে আত্মহত্যা করিয়াছে বস্ত্রের মূল্য যেরূপ শনৈঃ শনৈঃ বৃদ্ধি হইতেছে তাহাকে কর্ত্তৃপক্ষগণ দ্বারা একটা সুবন্দোবস্ত করা আবশ্যক।

শক্তিপূজার ছাগ আদি পশু বলিদান।—দুর্গাপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া নানাবিধ শক্তিপূজার অনুষ্ঠান সময় সমাগত হইয়াছে। আমরা কখনও বলিদানের পক্ষ সমর্থন করি না। এই বলিদানের আশুপাস্ত মানব সমাজের অহিতকর মনুসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত আছে :—

যজ্ঞার্থং পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
যজ্ঞোঽস্য ভূতৈ সর্ব্বস্য তস্মাদ্ যজ্ঞে বধোঽবধঃ ॥

অর্থাৎ—বিধাতা যজ্ঞের জন্য পশুজাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সমুদয় বিশ্বের হিতের জন্যই যজ্ঞ বিহিত, অতএব যজ্ঞে যে পশুবধ তাহা অবধ অর্থাৎ বধ জন্য পাপ হয় না। আমরা দেখিতে পাই প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ যজ্ঞকালে সর্ব্বদাই পশুবধ করিতেন। তাহার উদ্দেশ্য হনন করা নহে। যজ্ঞের বিভব বৃদ্ধি করা প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে দেবদেবীর অর্চ্চনায় যে ছাগাদি বধ হয় তাহা আহারের জন্য, হোমের জন্য নহে যদি বলিদানকে যজ্ঞাঙ্গভূত করিতে হয় তবে ছাগমহিষাদির সমস্ত—দেহটা মাংস, অস্থি, চর্ম্ম ইত্যাদি অগ্নিতে হবন করিয়া হোম করিতে হয় ইহাতে কত শত মন ঘৃতের আবশ্যক তাহা পাঠকগণ হিসাব করিয়া দেখিবেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রাচীনকালে এই সকল যজ্ঞ হোমাদি সম্পন্ন হইত। এই সকল ছাগশিশুর দেহ ঘৃতের দ্বারা হবন করিতে প্রায় ১৩।১৪ ঘণ্টা সময় আবশ্যক সেই হোমাগ্নি হইতে উত্থিত ধূমরাশি আকাশে মেঘমালা সৃজন করিয়া ধরিত্রীকে শস্যশালিনী এবং সৌভাগ্যবতী করা হইত। যৎকালে আমাদের পূর্ব্বের ন্যায় যজ্ঞ হোম করিবার অর্থ সামর্থ নাই তখন বলিদান একেবারেই পরিত্যাগ করা আবশ্যক। বিশেষতঃ সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই পশুদের কাতর ক্রন্দন এবং খড়্গাদি বলির উপাদান দর্শনে তাঁহাদিগের অন্তরে কম্পন ও সময় সময় অশ্রুমোচন অবলোকনে মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। পশুপক্ষ্যাদির কথা দূরে থাকুক তরুগুল্মলতাগণও আমাদের ন্যায় আহার বিহার নিদ্রা মৈথুনাদি করিয়া থাকে। সর্ব্বজীবে দয়ার ন্যায় ধর্ম্ম এ জগতে আর কি আর কি আছে। আমরা আশা করি প্রতিভার পাঠক ও পাঠিকাগণ পূজাদিতে পশুহত্যা দর্শন ও যোগদান করিবেন না। বলিদান সম্বন্ধে পূজক, অনুমন্তা, তন্ত্রধারক, দর্শক এবং ভোক্তা সকলেই মহাপাপে লিপ্ত হন।

সম্পাদক

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা

১১শ খণ্ড { আশ্বিন ১৩২৫ সাল। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

গীতাশাস্ত্রের অদ্বৈতবাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

উল্লিখিত গীতাবাক্য হইতে আমরা দেখিতেছি,

প্রকৃতি—

(১) অপরা প্রকৃতি ক্ষিতি, অপ, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত বা আদি প্রকৃতি; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ও ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, হস্ত, পদ, পায়ু এবং উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় অথবা তন্মাত্র, এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব।

সপ্তম অধ্যায়ের ৪র্থ এবং ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোক

(২) পরা প্রকৃতি—জীবাত্মা—ইচ্ছাদ্বেষ সুখ দুঃখ শরীর (সংঘাত) আনাত্মিকামনোবৃত্তি (চেতনা)।

৭মঅধ্যায়ের ৫ম এবং ১৩শ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক।

এক্ষণে এই পরা ও অপরা প্রকৃতির একত্র নাম ক্ষেত্র। ৭ম শ্লোক, ১৩শঃ গীতার

এই পরা ও অপরা প্রকৃতির লক্ষণের সহিত অন্যান্য বৈদিক দর্শনের কিরূপ ঐক্য অথবা অনৈক্য আছে তাহা দেখা যাউক। প্রথমতঃ সর্ব্বদর্শন শিরোমণি আদি বিদ্বান্ ভগবানের অবতার শ্রীকপিলকৃত সাংখ্যই দেখুন। তিনি বলিতেছেন—

সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ, প্রকৃতের্ম্মহান্ মহতোঽহঙ্কারো অহঙ্কারাৎ পঞ্চতন্মাত্রাণ্যুভয়মিন্দ্রিয়ং, তন্মাত্রেভ্যঃ স্থূলভূতানি, পুরুষ ইতি পঞ্চবিংশতিগণঃ॥ ৬১॥ প্রথম অধ্যায়॥

অর্থাৎ (১) সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি; (২) উহা হইতে মহত্তত্ত্ব; (৩) মহৎ তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার; (৪)—(১৯) অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ একাদশ ইন্দ্রিয়=(জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫+ কর্ম্মেন্দ্রিয় ৫+মনঃ) (২০)—(২৪) তন্মাত্র হইতে পঞ্চস্থূলভূত পৃথিবী, জল, বায়ু তেজঃ এবং আকাশ; এই ২৪ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব (গীতার অপরা প্রকৃতি) এবং পুরুষ (গীতার পরা প্রকৃতি এই পঞ্চবিংশতিগণ।

বেদান্তাদি দর্শন সাংখ্যোরই সমুদয় সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছেন বলিলে চলে। বৈশেষিক দর্শন ৬ এবং ন্যায় ১৬ পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন বটে কিন্তু উহা কেবল নামান্তর মাত্র। কোনও এক প্রাচীন কবি বলিয়াছেন,—

একস্মিন্নপি দৃশ্যন্তে প্রবিষ্টানীতরাণি চ।
পূর্ব্বস্মিন্ বা পরস্মিন্ বা তত্ত্বে তত্ত্বানি সর্ব্বশঃ॥
ইতি নানা প্রসংখ্যানং তত্ত্বানামৃষিভিঃ কৃতম্।
সর্ব্বং ন্যায্যং যুক্তিমত্বাদ্ বিদুষাং কিমশোভনম্?॥

অর্থাৎ এক তত্ত্বের অন্তর্নিবিষ্ট ভাবে অন্য তত্ত্বের উল্লেখ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তত্ত্বের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; ঐ সকল সংখ্যাই যুক্তিযুক্ত অতএব ন্যায্য, বিদ্বানবর্গের বুদ্ধিবৈভব বশতঃ সকলই সুশোভন হইয়া থাকে।

জীবাত্মা অথবা পুরুষের (গীতার পরা প্রকৃতির) লক্ষণ সম্বন্ধে মহর্ষি অক্ষপাদ গৌতম বলিতেছেন,—

ইচ্ছাদ্বেষ প্রযত্ন সুখ দুঃখ জ্ঞানান্যাত্মনো লিঙ্গমিতি॥ ১০॥

ন্যায়দর্শন ১ম অধ্যায়॥

মহর্ষি কণাদের উক্তি—

প্রাণাপান নিমেষোন্মেষ মনোগতীন্দ্রিয়ান্তর বিকারাঃ সুখদুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি ॥ ৪ ॥

বৈশেষিক দর্শন ৩য় অধ্যায়।

ইহার সহিত গীতার উক্তি—

পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি ॥ ৯ ॥ ৫ম অধ্যায়ে

ইচ্ছাদ্বেষঃ সুখং, দুঃখং, সংঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ ॥ ৭, ১৩শ অধ্যায়ে

একেবারে এক বলিয়াই বোধ হয়।

শ্রীগীতার মতে জীবাত্মা অবিদ্যা অথবা অবিবেক বশতঃ প্রকৃতি জনিত সুখদুঃখাদির মোহে আবদ্ধ থাকে, পরে বিবেক সহায়ে (১) আপনাকে প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র এবং (২) পরমাত্মার মহিমা এই উভয় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেই তার মুক্তি হয়। সুতরাং (১) মোক্ষপ্রার্থী, (২) বন্ধের কারণ এবং (৩)মোক্ষদাতা এই ত্রিবিধ তত্ত্বের জ্ঞানকে গীতা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞেয় বলিয়াছেন। জীব এবং ব্রহ্ম একেবারে অভেদ এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ মিথ্যা মায়াবাদ কথিত এরূপ অদ্বৈতবাদ—গীতায় উপদিষ্ট হয় নাই। জগৎ প্রকৃতিরই কার্য্যাবস্থা এবং যেহেতু প্রকৃতি অনাদি ও নিত্য—সুতরাং জগৎ ও সত্যাহিসাবে সত্য এবং নিত্য, প্রলয়ে কেবল পরিবর্ত্তন হয় মাত্র একান্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না, জীব ও অনাদি এবং নিত্য—অবিবেক বশতঃ সে বদ্ধ হয় এবং বিবেক উপস্থিত হইলেই তার মুক্তি হয়। সাংখ্যের এই শিক্ষা গীতা সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তদুপরি পরমাত্মা পরমপুরুষের মহাতত্ত্বকে যাহা সাংখ্যে বীজাকারে ছিল, ভক্তিবারি সেচনে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করিয়া গীতাশাস্ত্র সংসারের ত্রিতাপদগ্ধ জীবের আশ্রয়ভূত শাখাপ্রশাখা পল্লবপুষ্প ফলচ্ছায়া সমন্বিত সুবিশাল মহান্ মহীরুহে পরিণত করিয়াছেন। কঠিন দার্শনিক তত্ত্বে গীতারস সেচন দ্বারা সুকোমল এবং সুমধুর করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকল নরনারীর সুখসেব্য করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীশঙ্করের শিষ্যবৃন্দ প্রচারিত মায়াবাদ অথবা বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ সৌগত শূন্যবাদের ন্যায় বলবান প্রতিপক্ষ পরাজয়ের অমোঘ অস্ত্র বটে, যুক্তিতর্কের গুণ ও কঠিন

পদার্থের স্বরূপভেদ করিতেও সমর্থ নহে বটে, কিন্তু তাহাতে সাধারণ মানুষ পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের বিশিষ্টাদ্বৈত শ্রীমধ্বের শুদ্ধাদ্বৈত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের—অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্ব ও প্রতিপক্ষের আক্রমণ ভয়ে ভীত শজারুর শরীরের ন্যায় এত কলহ কণ্টকে আচ্ছন্ন যে সংসার তারভীরু শ্রান্ত এবং ক্লান্ত মানব শান্তির আগ্রহে তাহাদের কাহাকেও আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হন না। সম্প্রদায় গুরুগণ অপেক্ষা তাঁহাদের শিষ্যসংঘের কোন্দল-কণ্ডূতি আবার সহস্রগুণে অধিক—সুতরাং টীকা ও টিপ্পনী দ্বারা তত্ত্বের অন্তঃটিপনী এবং চূর্ণিকাদ্বারা তাহার অস্থিপঞ্জর চূর্ণিকৃত করিতেই তাঁহারা অঘটন ঘটন পটীয়সী পটুতা প্রদর্শনে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাই, এসকল কটুকষায় কলহ কচকচি পরিত্যাগ করিয়া একবার পরম স্নেহময়ী, অমৃত পরিপূর্ণ পয়োধরা সদা সন্তান সুমঙ্গল সাধিকা শ্রুতির শরণাপন্ন হইতে সাধ হইতেছে। দেখি তথায় গীতোক্ত সুবৃহৎ দ্বৈতবাদের সন্ধান পাওয়া যায় কিনা।

সর্ব্বজনশ্রুত শ্বেতাশ্বতরীয় শ্রুতি—

১। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা
বজাহ্যেকা ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা
অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপোহ্যকর্ত্তা
ত্রয়ং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥৯॥১ম অধ্যায়"

২। "অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ
অজোহ্যেকো জুষমাণো হনুশেতে,
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥৫॥ ৪র্থ অধ্যায়।

৩। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্ব—
ত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥৬ ৪র্থ অধ্যায় এবং ঋগ্বেদ,
দ্বিতীয় অষ্টক, তৃতীয় অধ্যায়, ১৭শ বর্গ ॥

৪। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত
মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥ ৮ তৃতীয় অধ্যায়।"

এবং যজুর্ব্বেদ, ৩১ অধ্যায়।

১। অথবা ঈশানীশৌ (ঈশ+অনীশৌ) জ্ঞাজ্ঞৌ (জ্ঞ+অজ্ঞৌ) অজৌ দ্বৌ হি; একা অজা ভোক্তৃভোগ্যার্থযুক্তা; অনন্তঃ আত্মাচ বিশ্বরূপঃ হি অকর্ত্তা; যদা এতৎ ত্রয়ম ব্রহ্মম্ বিন্দতে ॥ ৯ ॥ ১ম অধ্যায় ॥

২। একঃ হি অজঃ স্বরূপঃ বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং একাং অজাং জুষমানঃ অনুশেতে; অন্য অজঃ ভুক্তভোগাং এনাম্ জহাতি ॥ ৫ ॥ ৪র্থ অধ্যায়।

৩। দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে, তয়োঃ অন্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি; অন্যঃ অনশ্নন্ অভিচাকশীতি ॥ ৬ ॥ ৪র্থ অধ্যায়।

৪। অহং এতং মহান্তং পুরুষং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ বেদ, তং এব বিদিত্বা মৃত্যুং অত্যেতি; অয়নায় অন্যঃ পন্থা ন বিদ্যতে ॥ ৮ ॥ তৃতীয় অধ্যায়।

মর্ম্মার্থ ॥ ১ ॥ সর্ব্বশক্তি সম্পন্ন এবং অল্পশক্তি সম্পন্ন, সর্ব্বজ্ঞ এবং অল্পজ্ঞ (জীবাত্মা এবং পরমাত্মা) দুইটি অনাদি (অজ—জন্ম বা আদি রহিত) নিশ্চয়ই; আর একটি অনাদি (অজা—প্রকৃতি জন্ম বা আদি রহিতা) ভোক্তাজীবের ভোগ্য বিষয়াদি যুক্তা প্রকৃতি; সর্ব্বব্যাপক অনন্ত আত্মা বিশ্বরূপ প্রদান করেন, অথচ অকর্ত্তা। এই তিন ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্ব (ব্রাহ্মং হওয়া উচিত ব্রহ্মম অর্থ) যখন লাভ করা যায়, (তখনই মুক্ত হয়) ॥

২। একটি অজ (জীবাত্মা) সমান রূপধর্ম্মযুক্ত বহু প্রজা সৃষ্টিকারিণী সত্ত্বরজ-তমোগুণাত্মিকা একটি অজাকে (প্রকৃতিকে) ভোগ করিতে করিতে তাহার সহিত বাস করিতেছে; আর একটি অজ (পরমাত্মা) জীবাত্মা কর্ত্তৃক উপভুক্ত এই প্রকৃতিকে ত্যাগ করিতেছেন ॥

৩। দুইটি পক্ষী পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত এবং সখা (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) সমান অনাদি এক বৃক্ষে (প্রকৃতিতে) একত্র মিলিত হইয়া আছে। তাহাদের দুইজনের

মধ্যে একজন অর্থাৎ সেই বৃক্ষ ফল ভোজন করে এবং অপরজন খায় না, কেবল দর্শন করিয়া থাকে ॥

৪। আমি (মুক্ত পুরুষ) অবিদ্যারূপ অন্ধকার হইতে দূরবর্ত্তী আদিত্যো ন্যায় সর্ব্বপ্রকাশক পরমপুরুষকে এই যে জানিতেছি; ইঁহাকেই জানিলে সমস্ত জন্মজরামৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় তথায় গমনের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

অদ্য এইপর্য্যন্ত। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, বারান্তরে আরও পাঠক মহাশয় গণের সমীপস্থ হইব ইতি।

ওঁ তৎসৎ ॥

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়।

—•:[*]:•—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

পাঠকবর্গ দেখিলেন, বঙ্গবাসীর অনুবাদক মহাশয় 'ব্রহ্মযোনি' শব্দের অর্থ 'ব্রহ্মতনয়' করিয়াছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্ট কিছু বুঝা যায় না, অথচ ব্রাহ্মণ তনয়ও' অর্থ হইতে পারে কিন্তু সেরূপ সন্দেহের কোনই কারণ নাই। রামায়ণ বালকাণ্ড, একপঞ্চাশত্তম সর্গে মহারাজ জনকের পুরোহিত শতানন্দ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের বহুতর প্রশংসাবাদ পূর্ব্বক তাঁহার বংশবর্ণনা মুখে বলিতেছেন,—

"রাজাসীদেব ধর্ম্মাত্মা দীর্ঘকালমরিন্দম্।
ধর্ম্মজ্ঞঃ কৃতবিদ্যশ্চ প্রজানাং চ হিতে রতঃ ॥১৭॥
প্রজাপতিসুতস্ত্বাসীৎ কুশোনাম মহীপতিঃ।
কুশস্য পুত্রো বলবান্ কুশনাভঃ সুধার্ম্মিকঃ ॥১৮॥
কুশনাভ সুতস্ত্বাসীদ্ গাধিরিত্যেব বিশ্রুতঃ।
গাধেঃপুত্রো মহাতেজা বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ ॥১৯॥
(রামায়ণ, বঙ্গবাসী সংস্করণ, একপঞ্চাশত্তম সর্গ, বালকাণ্ড)

অনুবাদ। 'পূর্ব্বে এই ধর্ম্মাত্মা অরিন্দম বিশ্বামিত্র বহুকাল রাজত্ব করিয়াছেন। রাম ইহার পূর্ব্বপুরুষ ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতবিদ্য, প্রজাহিত নিরত প্রজাপতি নন্দন কুশ নামে রাজা ছিলেন; তাঁহার পুত্র বলবান্ সুধার্ম্মিক কুশনাভ; এবং তাঁহার পুত্র গাধিনামে বিখ্যাত হন। এই মহামুনি অতি তেজস্বী বিশ্বামিত্র সেই গাধির পুত্র। (ক)

রামায়ণের মতে সুতরাং এইরূপ বংশতালিকা প্রস্তুত করা যাইতে পারে,—
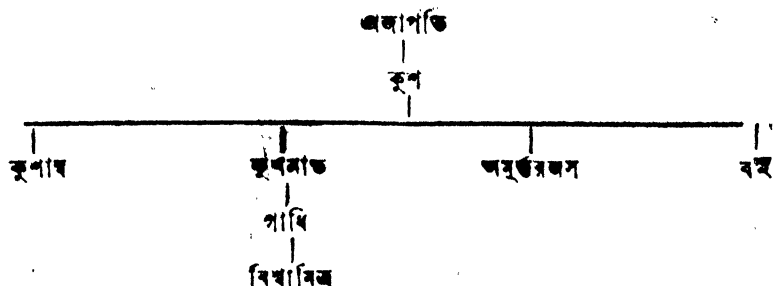
এই বংশ তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে গিরিব্রজ স্থাপয়িতা বসু বিশ্বামিত্রের পিতামহ সহোদর এবং বসুর পিতা অথবা বিশ্বামিত্রের প্রপিতামহ প্রজাপতির (ব্রহ্মার) পুত্র। এক্ষণে পুরাণ হইতে মিলাইয়া দেখিলেই বসুরাজের উৎপত্তির রহস্য বুঝিতে পারা যাইবে। প্রথমতঃ সর্ব্বজন প্রমাণ্য বায়ু পুরাণই লওয়া যাউক। বায়ু পুরাণের এক নবতিতম অধ্যায়ে সোম অথবা চন্দ্রবংশীয় রাজগণের বর্ণনা আছে। সংস্কৃতশ্লোক অধ্যাহার করিয়া মন্তব্যাদি প্রতিভাকে ব্যতিব্যস্ত করিতে চাহি না, মর্ম্মার্থ তুলিয়া দিতেছি। প্রজাপতি ব্রহ্মার মানব পুত্র অত্রি অত্রির পুত্র সোম, তাঁহার পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরুরবা; পুরুরবার আয়ু, অমাবসু প্রভৃতি ছয় পুত্র; তন্মধ্যে অমাবসুর পুত্র ভীম, তাঁহার পুত্র কাঞ্চনপ্রভ, তাঁহার পুত্র সুহোত্র, তাহার পুত্র জহ্নু, জহ্নুর পুত্র (সুহোত্র দ্বিতীয়) তাঁহার পুত্র অজক, তাঁহার পুত্র বলাকাশ্ব বলাকাশ্বের তিন পুত্র পর, নীল ও কুশ, কুশের চারিপুত্র কুশাম্ব, কুশনাভ, অমূর্ত্তরজস এবং বসু; কুশনাভের পুত্র গাধি, গাধির পুত্র বিখ্যাত বিশ্বামিত্র। এখানেও দেখা গেল যে বসুরাজ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতামহ সহোদর।

(ক) বঙ্গবাসীর অনুবাদ।

জরাসন্ধের পূর্ব্বপুরুষগণের সম্বন্ধে বায়ুপুরাণে এইরূপ পাওয়া যায়। পুরুরবা পুত্র আয়ুর পুত্র নহুষ এবং নহুষের পুত্র যযাতি। যযাতি শুক্রকন্যা দেবযানী এবং অসুররাজ বৃষপর্ব্বাদুহিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন শর্ম্মিষ্ঠা গর্ভে দ্রুহ্যু অনু ও পুরু নামে তিনটি পুত্র জন্মে। যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরুই পিতৃসাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। মহারাজার পুরু হইতে প্রসিদ্ধ নৃপতি কুরুপুরুষ অধস্তন। কুরুর তিন পুত্র সুধন্বা জহ্নু এবং পরিক্ষিত। সুধন্বার পুত্র সুহোত্র তাঁহার পুত্র চ্যবন এবং চ্যবনের কৃতক পুত্র উপরিচর বসু; বসুর বৃহদ্রথ প্রমুখ ছয়পুত্র। তন্মধ্যে বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র তাঁহার পুত্র ঋষভ ঋষভের পুত্র পুষ্পবান তাঁহার পুত্র সত্যহিত তাঁহার পুত্র সুধন্বা দ্বিতীয় সুধন্বার পুত্র উর্জ্জ উর্জ্জের পুত্র নভস এই নভসই দুইমাতার গর্ভ হইতে খণ্ডাকারে প্রসূত হইয়াছিলেন এবং পরে জরারাক্ষসী কর্ত্তৃক সন্ধিত অথবা যুক্ত হওয়ায় তাঁহার জরাসন্ধ উপাধি বিখ্যাত হইয়াছিল।

বায়ুপুরাণের মতে কুরুবংশীয় চ্যবনের কৃতকপুত্র উপরিচর বসু এবং তাঁহারই বংশে জরাসন্ধের জন্ম হয়। বসুরাজ জরাসন্ধের পিতামহ এবং বৃহদ্রথ ও জরাসন্ধের পিতা নহেন। বৃহদ্রথ জরাসন্ধ হইতে উর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষ হইতেছেন। বসু বৃহদ্রথের পিতা।

রামায়ণ এবং বায়ুপুরাণের মতের সমন্বয় করিতে গেলে আমাদের মনে হয় যে অমাবসু বংশীয় মহারাজ বল্যাকাশের তৃতীয় পুত্র কুশ হইতে বিশ্বামিত্র পিতামহ কুশনাভ এবং বসুরাজ জন্মগ্রহণ করেন এবং এই বসুর বংশেরই অধস্তন কোন বসুরাজাকে কুরুবংশীয় মহারাজ চ্যবন পুত্রত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যযাতির অত্যাশ্চর্য্য বিমান খানি ইন্দ্রের প্রসাদে লাভ করিয়া অবাধে আকাশে ভ্রমণ করিতে পারিতেন বলিয়াই তাঁহার নাম উপরিচর বসু হইয়াছিল এই বসুপুত্র বৃহদ্রথ মগধবংশের স্থাপয়িতা। গিরিব্রজ অথবা রাজগৃহপুর তিনিই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন অথবা রামায়ণের মতে কুশপুত্র বসুরাজই প্রথম (বসু) গিরিব্রজপুরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

রামায়ণের মতে কুশরাজ 'ব্রহ্মযোনি' (প্রথম শ্লোক ৩২ সর্গ এবং প্রজাপতি পুত্র (১৮ শ্লোক ৫১ সর্গ)—আর বায়ুপুরাণের মধ্যে তিনি চন্দ্রবংশীয়। প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র অত্রি, অত্রির পুত্র চন্দ্র সুতরাং চন্দ্রবংশ ও প্রজাপতিবংশ

এক বলিয়াই রামায়ণে সত্যরাজ কুশকে ব্রহ্মযোনি ও প্রজাপতি পুত্র বলা হইয়াছে আর প্রজাপতির বংশজাত বলিয়াই তাঁহাকে প্রজাপতির পুত্র বলায় কিছুমাত্রও দোষ হয় নাই। মহারাজ কুশ তাই প্রজাপতি অথবা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়। তবে একটী কূটপ্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। প্রজাপতির পুত্র অত্রিঋষি ব্রাহ্মণ,—তাঁহার পুত্র চন্দ্র; সুতরাং চন্দ্রবংশীয় রাজগণকে 'ব্রহ্মযোনি ও প্রজাপতি পুত্র বলায়েও তাঁহারা 'ব্রাহ্মণবংশীয় বলিয়া পরিগণিত কেন না হইবেন? তাই বিশ্বকোষের বৈদিক প্রস্তাব সংকলয়িতা পণ্ডিত মহাশয়ের পক্ষে ব্রহ্মযোনি কুশকে ব্রাহ্মণবংশীয় বলা ঠিকই হইয়াছে।

না,—এইরূপ প্রশ্ন শুনিতে আপাততঃ বেশ বটে কিন্তু মূলে ইহা একেবারে ভিত্তিহীন। এরূপ প্রশ্ন করা আর সাতকাণ্ড রামায়ণ পাঠ করিয়া সীতা কাহার ভার্য্যা জিজ্ঞাসা করা সমান কথা। যেহেতু ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষি অত্রি হইতে যেমন চন্দ্রবংশ তদ্রূপ মহর্ষি মরীচি হইতে সূর্য্যবংশের উদ্ভব হইয়াছে। তবে সূর্য্য ও চন্দ্রবংশ উভই ব্রাহ্মণবংশ? প্রকৃত কথা এই যে শ্রুতিতে স্পষ্টাক্ষরেই সূর্য্য এবং সোমকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে।

যথা বৃহদারণ্যকোপনিষদের চতুর্থ ব্রাহ্মণে।

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব তদেকং সন্ন ব্যভবৎ তচ্ছ্রেয়ো রূপমত্যসৃজত ক্ষত্রং যা ন্যেতানি দেবত্রা ক্ষত্রাণীন্দ্রো বরুণঃ সোমরুদ্রঃ পর্জ্জন্যো যমো মৃত্যুরীশান্ ইতি তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাসতে রাজসূয়ে ইত্যাদি ॥ ১১ ॥ অর্থাৎ ইন্দ্র বরুণ, সোম, রুদ্র, পর্জ্জন্য যম, মৃত্যু এবং ঈশান ইহারা সকলেই ক্ষত্রিয়। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য ঈশান শব্দে প্রজাপতি অর্থ করিয়াছেন ব্রহ্মা এবং মরীচ্যাদি ব্রহ্মপুত্রগণ সকলেই প্রজাপতি সুতরাং তাঁহারাও এবং সোম সূর্য্য যম প্রভৃতি দেবগণ সকলেই ক্ষত্রিয়। সোম ও সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ যে সকলেই ক্ষত্রিয় তাহাতে কি বিন্দুমাত্র ও সন্দেহ আছে বরং সোম ও সূর্য্য-বংশীয় ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের বংশ হইতে বহুতর সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ বংশের শাখা বহির্গত হইয়াছে। আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রতিভায় এই সর্ব্বজনমান্য ও বরেণ্য ক্ষাত্রোপেতা ব্রাহ্মণ বংশের ইতিহাস পরম্পরায় প্রকাশ করিয়াছি।

এক্ষণে সত্যনিষ্ঠ পাঠকমহাশয়গণ সুস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে সর্ব্বজন মান্য

বাল্মীকীয় রামায়ণ এবং বায়ুপুরাণ অনুসারে ব্রহ্মযোনি বসুরাজ ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন না প্রত্যুত তিনি চন্দ্রবংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন। তিনি যে গিরিব্রজ নগরের প্রতিষ্ঠাতা তাহা তাঁহার সহোদর ভ্রাতা কুশনাভের পৌত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্র স্বয়ং এবং জনকরাজ পুরোহিত শতানন্দের মুখে মহর্ষি বাল্মীকী এমন সুস্পষ্ট ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন যে তাহাতে কাহারও সন্দেহের লেশ থাকিতে পারে না। অতএব বিশ্বকোষের প্রস্তাব রচয়িতা মহাশয়ের (১) রাজগৃহ মহাত্মার লিখিত বসুরাজ ব্রাহ্মণ বংশীয়(২) তিনি গিরিব্রজ স্থাপয়িতা পুরাণ প্রথিত বসুরাজ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র ব্যক্তি এবং (৩) তিনি শুঙ্গবংশ স্থাপয়িতা পুষ্যমিত্র অথবা পুষ্পমিত্রের প্রপৌত্র বসুমিত্র, এই তিনটি সিদ্ধান্তই একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

আমরা দেখাইলাম ১ বসুরাজ চন্দ্রবংশীয় বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় এবং ২ রামায়ণের মতে তিনিই গিরিব্রজ নগরের স্থাপয়িতা। আর তিনি যে শুঙ্গবংশীয় বসুমিত্র হইতেই পারেন না। তাহা বলাই বাহুল্য যিনি রামচন্দ্রের গুরু বিশ্বামিত্রের পিতামহ সহোদর তিনি কিরূপে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দের নিকটবর্ত্তী কালের শুঙ্গবংশীয় নৃপতি হইতে পারেন? রাজগৃহ স্থাপয়িতা বসুরাজ শুঙ্গবংশীয় বসুমিত্র হইতে অনেক সহস্র বৎসরের প্রাচীন, কতসহস্র তাহা গনণা করা আমাদের চেষ্টারও অতীত।

শুঙ্গবংশ যে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণবংশ এইমতে আমরা সম্মতি দিতে পারি না। যেহেতু বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণু এবং ভাগবত পুরাণ ভিন্ন অন্য কোনও পুরাণে আমরা শুঙ্গবংশের ইতিহাস প্রাপ্ত হই নাই এবং পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণকাণ্ড ও পাঠ করিবার সুবিধা পাই নাই, সুতরাং শুঙ্গদিগকে ব্রাহ্মণ বলিবার অনুকূলে কি কি যুক্তি আছে। তাহা আমরা জানি না বলবত্তর প্রমাণ না পাইলে এসম্বন্ধে আমাদের পূর্ব্বমত অর্থাৎ শুঙ্গগণ ক্ষত্রিয় এবং সম্ভবতঃ বিশ্বামিত্র বংশীয় অথবা নাগবংশীয় ক্ষত্রিয় পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। শুঙ্গগণের বর্ণ যাহাই হউক তাহার সহিত অস্মকার বিষয়ের অর্থাৎ বসুরাজের বর্ণ নির্ণয়ের কোনই সম্বন্ধ নাই।

একাবস্থা আমরা যতদূর দেখিলাম তাহাতে সূর্য্যবংশী চন্দ্রবংশী এবং যম, (চিত্রগুপ্ত) বংশীয় ক্ষত্রিয়গণকেই ব্রহ্মযোনি অথবা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলা যায়, ব্রহ্মক্ষত্রিয়

এই শব্দের সহিত ব্রহ্মার সম্বন্ধ আছে কিন্তু ব্রাহ্মণজাতির বিন্দুমাত্রও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ব্রহ্মক্ষত্রিয় বংশীয় রাজগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রবংশীয়।*

রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণশাস্ত্রের বংশবিবরণ পাঠ করিয়া কোথাও ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উরু হইতে বৈশ্য এবং পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। সৃষ্টির আদিম কাল হইতে এপর্য্যন্ত (১) স্বায়ম্ভুব (২) স্বারোচিষ (৩) উত্তম (৪) তামস (৫) রৈবত এবং (৬) চাক্ষুষ এই ছয়জন মনুর রাজত্বকাল চলিয়া গিয়াছে এবং সম্প্রতি সপ্তম মনু বৈবস্বতের রাজত্ব চলিতেছে। মনু হইতেই মৈথুন ধর্ম্মানুসারে চারিবর্ণ মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে ইহাই সকল শাস্ত্রে পাওয়া যায়। আর প্রত্যেক মনুরই বর্ণ ক্ষত্রিয় তাহাও দেখা যায়। প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব ব্রহ্মার পুত্র, তাঁহার পত্নী শতরূপা। দ্বিতীয় স্বারোচিষ মনুর জন্ম বৃত্তান্ত এই যে কলিনামা কোন গন্ধর্ব্ব ও বরূথিনীনাম্নী অপ্সরা হইতে স্বারোচিষ জন্ম এবং তাঁহা হইতে এক বনদেবতার গর্ভে স্বারোচিষ মনু উৎপন্ন হন। তৃতীয় উত্তম মনু স্বায়ম্ভুব মনুর কনিষ্ঠ পুত্র উত্তানপাদ নৃপতির পুত্র উত্তম ধ্রুবের বৈমাত্রের সুরুচির পুত্র হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্থ তামস মনু স্বরাষ্ট্র নামক এক রাজার পুত্র। পঞ্চম রৈবতমনু স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিয়ব্রত রাজার বংশীয় দুর্গম নামক রাজার ঔরসে রেবতী নাম্নীরাণীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ষষ্ঠ চাক্ষুষ মনু রাজর্ষি অনমিত্রের পুত্র এবং সপ্তম মনু বৈবস্বৎ বিবস্বান অর্থাৎ সূর্য্যের পুত্র। এতদ্ভিন্ন ভবিষ্যৎ ৮ সাবর্ণিক ৯ দক্ষসাবর্ণ ১০ ব্রহ্মসাবর্ণ ১১ ধর্ম্মসাবর্ণ ১২ রুদ্রসাবর্ণ ১৩ রৌচ্য এবং ১৪ ভৌত্যমনু সকলেই ক্ষত্রিয় মহারাজ এবং ইহারাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। এরূপ অবস্থায় ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তের অন্তর্গত বিখ্যাত ব্রাহ্মণো হস্য মুখমাসীৎ ইত্যাদি মন্ত্রটি প্রকৃতই রূপকমাত্র এবং ব্রহ্মার মুখ, বাহু উরু এবং পদ হইতে কোনও মানুষই জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিয়াই মনে হয়। অভিজ্ঞ কোনও বিদ্বান্ ব্যক্তি সম্বন্ধে অনুশীলন ও আলোচনা করিবেন আশা করা যায়। ওঁ তৎসৎ

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

---

* প্রস্তাবের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমরা অন্যান্য পুরাণ হইতে প্রমাণ উদ্ধার করি নাই। মূলতঃ সকল পুরাণই বায়ুপুরাণের অনুবর্ত্তি।

প্রতিশোধ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ২য় প্রবন্ধ)

৪র্থ অধ্যায়

কমলা শ্বশুর-শাশুড়ীর আদরের বধূ হইয়াছিল। সংসারের কার্য্য তাহাকে কোনদিন করিতে হয় নাই। এত পরিশ্রম সে জীবনে কোনদিন করে নাই। এখন অত্যাধিক পরিশ্রমে অনিয়মে তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল। শরীরও ক্রমশঃ বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। অসুস্থ শরীর লইয়াই তাহাকে গৃহ-কার্য্য সকল করিতে হইত। কেহ দেখিবার ছিল না। নীরদকুমার সমস্ত লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু কি করিবেন উপায় নাই, বাল্যকালে যে সাঁতার কাটিয়া, ক্রীকেট খেলিয়া সময়ের অপব্যয় করিয়াছেন, এখন তাঁহারই প্রতিফল ভোগ করিতেছেন ভাবিয়া অনুতাপে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইত। হায়! ভবিষ্যত অন্ধ মানব! জানিয়াও জানে না যে চিরদিন কখনও সমান যায় না। জীবনে চিরদিন কখন বসন্তের বাতাস বহে না। বসন্তের পরে প্রখর গ্রীষ্ম অবশ্যই দেখা দিবে। ক্রমশঃ কমলার শরীর এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িল সে আর যথানিয়মে গৃহকার্য্য করিতে সক্ষম হইত না। গৃহকার্য্য করিতে মাঝে মাঝে ক্লান্ত হইয়া মাটীতে অঞ্চল বিছাইয়া শয়ন করিয়া পড়িত। ইহাতে তাহার সকল কার্য্য সমাধা করিতে বিলম্ব ঘটিয়া যাইত। মনোরমা ইহাতে অধিকতর বিরক্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার ছেলেরা স্কুলে যাইবার সময় কমলার রন্ধন শেষ হয় না তাহারা ভালরূপ খাইতে পায় না আবার স্কুল হইতে আসিয়া যথানিয়মে জলখাবার পায় না! একি অন্যায়! তাঁহার অন্ন ধ্বংস করিয়া কমলার এতটা কার্য্যে শিথিলতা করা যে কতটা গুরুতর অপরাধ মনোরমা তাহা ভাবিয়াই পান না। কমলার পীড়া মনোরমা বুঝিলেন না। তিনি মনে করিতেন একমাত্র নীরদের শিক্ষা কারণ কমলার অসুখ দেখিয়া ইদানীং নীরদ একটু আধটু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সংগ্রহ করিয়া মধ্যে

মধ্যে রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিয়া কমলাকে দিয়া যাইতেন। কিন্তু লুকাইয়া কি হইবে? তিনি মনোরমার দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারিতেন না। মনোরমা নীরদকে রন্ধনগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ভাবিতেন "নীরদ কিসের জন্য রান্নাঘরে যায়, নিশ্চয় সে কমলা কি করিতেছে দেখিতে আইসে, এবং তাহাকে কাজকর্ম করিতে নিষেধ করিয়া যায় নচেৎ কমলার কি একটা স্পর্দ্ধা বৃদ্ধি হইতে পারে?

একদিন রাত্রে কমলার জ্বর খুব বেশী হইল। মাথার যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিল দেখিয়া নীরদের মনে কষ্ট হইতে লাগিল কিন্তু কি করিবেন দাদার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া ডাক্তার আনিয়া কলেরার চিকিৎসা করাইতে পারেন না, আর চিকিৎসা করাইবার অর্থই বা তাহার কোথায়? কিন্তু দাদা একবার চাহিয়াও দেখেন না সংসারে কাহার কি হইতেছে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নীরদ বলিলেন 'কমলা' আর ত এমন ক'রে থাকা চলে না! বাড়ীর চাকরটার যে স্বাধীনতাটুকু আছে, আমার সেটুকুও নেই। আমি মনে করেছি কি যে চল, দিন কতক তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী রেখে আসি। আমিও কাজকর্ম্মের চেষ্টা করছি, একটা কোন কাজের ঠিক হলেই তোমাকে নিয়ে এসে কাছে রেখে দেব। তোমার এত কষ্ট আর আমি চোখে দেখতে পারি না।

কমলা বলিল—"আমার কষ্ট কিসের? আমি ত বেশ আছি। তবে দিনকতক অসুখটা করেছে তাই বা"

নীরদ বাধা দিয়া বলিলেন—"আমার কাছে লুকোচ্ছ কেন কমলা? আমি কি আর কিছু বুঝতে পাচ্ছি না? তোমার এই অসুখ শরীর, তার উপরে সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি; তার উপরে বৌদিদির ভর্ৎসনা অনুযোগ যদি এতে কষ্ট না হয় তবে আর কষ্ট কিসে?

কমলা বলিল—"ঘর সংসারের কাজ মেয়ে মানুষেই করে থাকে আর দিদি বড়ো যা দুকথা বলেন বলেই বা, আমি তাতে কিছু মনে করি না, তবে তুমি তার জন্য কেন মনে এত কষ্ট কর?

পত্নীর সহিষ্ণুতা দেখিয়া নীরদের অন্তর আরও অধিকতর ব্যথিত হইল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"তখন বুঝতে পারিনি কমলা, যদি

তখন তোমার কথা শুনতেম, দেশে বাড়ী বিক্রী করতে না দিতুম, তা হলে আজ এত কষ্ট হত না।" নসীরামও আমাকে নিষেধ করেছিল। বাবা যা রেখে গিয়েছিলেন তাতে আমাদের বেশ এক রকম চলে যেত। কেবল দাদার সঙ্গে পাছে বিরোধ হয়। সেইজন্যে আমি দাদার কথামত চলিলাম সইকরে দিয়েছিলুম।

কমলা বলিল" যা হয়েগেছে, হয়েগেছে, তারজন্যে দুঃখ করে আর কি হবে? ভগবানের কৃপায়আবার যখন উপার্জ্জন করতে পারবে, তখন আবার সবহবে" নীরদ বলিলেন "আমিও নিশ্চেষ্ট নেই কমলা। কিন্তু আমার ইচ্ছে যে কদিন কিছুনা একটা যোগাড় করতে পারি, সে কদিন তুমি তোমার বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাক" কমলা স্বীকৃত হইল না। বলিল দুঃখের সময় বাপের বাড়ী যেতে নেই। তাতে বাপ মা দুঃখিত হবেন। ভাইভাজেরা গ্রাহ্য করবে না। হয় ত তোমার নিন্দা করে কতজনে কতকথা বলবে। আমার প্রাণে তা সহ্য হবে না। তারচেয়ে এ বেশ আছি। তোমার সেবা করে তোমার মুখ দেখে, আমার যত-সুখ তত আমার স্বর্গে গেলেও হবে না" নীরদ আর কিছু বলিলেন না। ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া কেবল মাত্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সমস্তরাত্রি রোগযন্ত্রনায় ছটফট করিয়া প্রত্যূষে কমলার একটু নিদ্রাকর্ষণ হইল। কিন্তু তাহাও অধিকক্ষণ নহে। মনোরমার সাড়া পাইয়া চমকিত হইয়া কমলার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। সভয়ে বলিয়া উঠিল ঐ যা;—এতবেলা হয়ে গেছে? দিদি উঠেছেন, চা তৈরি হয়নি কতরাগ করবেন এখন, প্রত্যূষে উঠিয়া কমলা আগে চা প্রস্তুত করিয়া উপরে দিয়া আসিয়া তাহার পর গৃহের অন্য কার্য্যে ব্যাপৃত হয়। কমলা তাড়াতাড়ি উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া নীরদ বলিলেন কাল সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পারনি, যন্ত্রনায় ছটফট করেছ, একটু শুয়ে থাক। আমিই না হয় ওদের চাটা তৈরি করে দিয়ে আসছি, বলিয়া নীরদ উঠিয়া ষ্টোভে জল গরম করিয়া লইয়া চা প্রস্তুত করিয়া একখানি ট্রেতে চা পূর্ণ পেয়ালা গুলি বসাইয়া উপরে লইয়া গেলেন। নীরদকে চা আনিতে দেখিয়া বালক বালিকাগণ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, বলিল দেখ, মা দেখ, কাকাবাবু চা নিয়ে আসছে।

মনোরমা বিদ্রূপস্বরে বলিয়া উঠিলেন "কি কমলাদেবী খানসামা নিযুক্ত

করেছেন বুঝি ? তা বেশ হয়েছে ! বেকার পুরুষের চাকরি-টি জুটেছে ভাল।

নীরদের মুখ রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। তিনি কিছু না বলিয়া চায়ের ট্রে খানি টেবিলের উপর রাখিয়া সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেইদিন তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন আর নয়, ইহা অপেক্ষা মোটবহিয়া খাইতে হয়, সেও ভাল।

৫ম অধ্যায়।

কমলার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মনোরমা ইহা দেখিয়াও দেখিলেন না। কমলার চিকিৎসারও কোন ব্যবস্থা হইল না। নীরদকুমার গোপনে যে একটু আধটু হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আনিয়া দিতেন কমলার তাহাতে কোনও উপকার দর্শিল না। কমলা বাপের বাড়ীতেও যাইতে চাহেন না, কমলার জন্তে নীরদকুমার বড়ই চিন্তিত হইলেন। কি করিবেন ভাবিয়া তিনি কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। নরেন্দ্রনাথ সংসারের কিছুই চাহিয়া দেখিতেন না। তিনি মনোরমার উপর সকলভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। দুর্ব্বল শরীর লইয়া কমলাকে গৃহকার্য্যও করিতে হইত। কিন্তু দিন দিন তাহার অবস্থা এরূপ হইয়া পড়িল যে, সে আর গৃহকার্য্যে অসমর্থ হইয়া পড়িল। একদিন শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিতে তাহার অনেকটা বেলা হইয়া গেল। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া গৃহের অন্যান্য কার্য্য সমাধা করিল। তাহার পর ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া রন্ধন গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিয়া মনোরমা তথায় আসিয়া ক্রোধভরে তাহাকে ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া দিয়া তাহার হাত হইতে ভাত রাঁধাহাঁড়ী কাড়িয়া লইয়া বলিলেন "থাক বাছা, কিছু করতে হবে না। আমার সংসারের কাজ আমিই করে নোব এখন, এতবেলা হয়ে গেল, ছেলেগুলো দুটো খেয়ে কখন স্কুলে যাবে তারঠিক নেই ! ওঁকেও আজ না খেয়ে কাচারি যেতে হবে দেখতে পাচ্ছি। যার খেতে হয়, তার একটু মুখ চাইতে হয় ! যদি না পারবি বাপু তা স্পষ্ট বল্লেই'ত হয় ? অতছল চাতুরীর দরকার কি ? আর অত বাবুগিরি আমার কাছে চলবে না, পরের সংসারে থাকতে গেলেই একটু গতর খাটাতে হয়। স্বামীর ত ঐ মুরোদ ! এক পয়সা উপার্জ্জনের ক্ষমতা নেই। একজন বাই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জ্জন করে আনছে,

তাই সাতগুষ্টির পেট চলছে। আজ থেকে বলে দিচ্ছি নিজেদের খাবার জোগাড় দেখ। আমি আর চারকাল এমন করে সাতগুষ্টিকে বসিয়ে খাওয়াতে পার্ব্বনা ইত্যাদি ইত্যাদি যাহা মুখে আসিল তাহাই মনোরমা কমলাকে বলিতে লাগিলেন। কমলার দুর্ব্বল শরীর মনোরমার ধাক্কা খাইয়া, তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিয়াছিল। সে কাঁপিতে কাঁপিতে মাথায় হাতদিয়া রুকতলে বসিয়া পড়িয়া ছিল। মনোরমার কথার সে একটীও উত্তর দিল না। এরূপ কথা তাহাকে প্রায়ই শুনিতে হইত শুনিয়া, শুনিয়া তাহার প্রায় এক প্রকার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। নীরদ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে বসিয়া নিজের শিশু-পুত্রটিকে লইয়া খেলা দিতেছিলেন এবং ব্যাপারটা আগাগোড়া দেখিতে ও শুনিতে পাইতে ছিলেন। তিনিও অনেক দিন মনোরমার অনেক প্রকার কথা শুনিয়া নীরবে সহ্য করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজি তাঁহার সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া দাঁড়াইল। তিনি তাঁহার পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন "বৌদিদি তুমি ভারি নিষ্ঠুর! দেখছো পাচ্ছ, লোকটা ব্যারামে মারা যাচ্ছে তবুও তোমার একটু দয়া হয় না? আর যাব কোথা? সহসা জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে যেমন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, নীরদের কথা শুনিয়া মনোরমাও সেইরূপ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন বটে যার খাবে, তারই অপযশঃ করবে? আমি নিষ্ঠুর? তবে যাও না, কে দয়াবান্ আছে। দেখি কে দয়া করে খাওয়ায়?

মনোরমার কটুকথা শুনিয়া শুনিয়া নীরদেরও মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিলেন তুমি নড়তে চড়তে খাবার খোটা দাও, কিন্তু যা খাওয়াচ্ছ, তার দশগুণ খাটিয়ে নিচ্ছ।

মনোরমা চুপ করিবার পাত্রি নহেন। তিনি সুর সপ্তমে তুলিয়া বলিলেন "যদি অত দরদ, তবে নিয়ে যাও না! যদি খাওয়াতেই পারবে না, তবে বিয়ে করেছিলে কেন? কে তোমার সাতগুষ্টিকে চিরকাল বসিয়ে খাওয়াবে? আমি আর খাওয়াতে পারব না; আমার সংসারে থাকতেও হবে না, আমার খাটতেও হবে না। এখনি তোমার স্ত্রী পুত্র নিয়ে আমার বাড়ী থেকে চলে যাও।

নীরদেরও ক্রোধ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে ছিল। তিনি বলিলেন "যাব

আজই যাব আগে দাদা আসুন” নরেন্দ্রনাথ কোথায় গিয়েছিলেন এমন সময় তিনিও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বহির্বাটী হইতে চেঁচামেচি শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। বাটীতে আসিয়াই বিরক্ত স্বরে বলিলেন “কি হয়েছে কি ব্যাপার খানা কি? তোমাদের ঝগড়ার জ্বালায় যে আর বাড়ীতে তিষ্ঠান ভার। মনোরমা বলিলেন তোমার ভায়ের আর এখানে পোষাচ্ছে না। তাই আমার সঙ্গে ঝগড়া কচ্ছেন। কষ্ট হচ্ছে, চলে যাবেন। মনোরমার মন্ত্রৌষধি গুণে নরেন্দ্রনাথের কাণ ও মন পূর্ব্ব হইতেই ভারি হইয়া ছিল, এখন মনোরমার কথা শুনিয়া বিরক্তভরে বলিলেন ‘তা যাক কোন্ চুলোয় যাবে যাক। দুর হোক আমার বাড়ী থেকে দরকার নেই আমার রোজ রোজ এ খেচাখেঁচি আমার ভাল লাগে না” নীরদ আশা করিয়াছিলেন দাদা বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং একজন সুবিচারক, তিনি অবশ্য ন্যায় বিচারই করিবেন। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মুখে এরূপ কথা শুনিয়া তিনি বড়ই দুঃখিত হইলেন। বলিলেন দাদা শুনুন নরেন্দ্রনাথ বাধা দিয়া বলিলেন “যা, যা, ঢের শুনেছি! আর শুনতে চাই না খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করবার এইফল হতভাগা কোথাকার! যা, কোথায় যেতে চাস্, আমি আর তোর মুখ দর্শন করব না।

বিনা অপরাধে এরূপ তিরস্কৃত হইয়া নীরদের অত্যন্ত দুঃখ হইল। রাগও খুব হইল। বলিলেন “বেশ যাচ্ছি, কলকাতার বাড়ীর ভাড়াটে উঠে যেতে চিঠি লিখে দিন। আমি যেমন করে পারি আমার স্ত্রী পুত্রকে প্রতিপালন করব।

নীরদ যে নম্র না হইয়া নরেন্দ্রনাথের মুখের ওপর এরূপ উত্তর করিলেন, তাহাতে নরেন্দ্রনাথের ক্রোধ আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। বলিলেন কলকাতার বাড়ীতে তোর স্থান নেই। তোর যেখানে খুসি সেইখানে যা! কলকাতার বাড়ী কার? সেওত আমার?

নীরদকুমারও আজি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। তিনি পিতৃ উপদেশ বিস্মৃত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে বলিয়া উঠিলেন। “কলকাতার বাড়ীতে আমার অংশ আছে।” সে বাড়ী পৈতৃক বাড়ী ও বিষয় বিক্রী করে কেনা হয়েছে। সে বাড়ী আপনার উপার্জ্জনের টাকায় কেনেননি।

শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন,—“ওরে পাজি ছুচ!

যতবড় মুখ ততবড় কথা। খাচ্ছিস পচ্ছিস কার টাকায়? কার টাকায় প্রাণধারণ করে আছিস্? যদি ভাল চাস ত বের বাড়ী থেকে, নইলে এখনি জুতো মেরে বার করে দেব! বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ উপরে চলিয়া গেলেন নীরদও ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বলিল—"বেশ যাচ্ছি এখনি। ভগবান কীট-পতঙ্গের আহার যোগান আমারও যোগাবেন। কিন্তু আপনি জানবেন একদিন এর প্রতিশোধ নেব। তাহার পর কমলাকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন চলে এস এমন আশ্রয়ে থাকার চেয়ে রাস্তায় পড়ে মরা ভাল।

কমলা এতক্ষণ ভীত বিস্মৃত হইয়া সেইভাবেই গৃহতলে বসিয়াছিল নীরদের আহ্বান তাহার কর্ণে পৌঁছিল কি না সন্দেহ সে সেইরূপ নির্ব্বাকভাবে বসিয়াই রহিল। দেখিয়া নীরদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিলেন। তাহার পর তাহার ক্রোড়ে পুত্রকে দিয়া তাহাকে দ্বারের নিকটে দাঁড় করাইয়া বলিলেন "এইখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি এখুনই আসছি, আজ যে একটা হেস্ত নেস্ত হয়ে-গেল ভালই হল। বলিয়া তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। নিকটেই সেকড়ার দোকান ছিল তিনি নিজের হাতের একটী হীরক অঙ্গুরী বিক্রয় করিয়া কয়েকটী মাত্র টাকা লইয়া একমাত্র ভগবানের চরণ নির্ভর করিয়া নীরদকুমার সংসার-স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন দশটার ট্রেনে তিনি স্ত্রী পুত্র লইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে যাইতে যাইতে একবার কমলাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "তোমার গয়নাগুলো কোথায়?" কমলা বলিল এখানে বড় চোরের ভয় বলে দিদি তার লোহার সিন্দুকে তুলে রেখেছেন। শুনিয়া নীরদ ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিলেন তাহার পর বলিলেন যাক—যে রাস্তায় দাঁড়িয়েছে তার গয়না কখানা গেলেই বা কি ক্ষতি!

নীরদ চলিয়া যাইবার কিছুক্ষণ পর নরেন্দ্রনাথের মস্তিষ্ক কিছু শীতল হইলে তিনি স্নানার্থে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং মনোরমাকে রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন নীরদ কি সত্যি সত্যি বৌমাকে নিয়ে চলে গেল নাকি

মনোরমা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—যাবেন আর কোন চুলোয়? কোন ইয়ারের বাড়ী আড্ডা গাড়তে গেছেন। খানিক পরে গুড় গুড় করে ঢুকবেন এখন।

কথাটা কিন্তু নরেন্দ্রনাথের তেমন ভাল লাগিল না। তিনি চিন্তিতান্তকরণে স্নানার্থে গমন করিলেন। হায়! রমণীর স্বার্থপরতা ও ঈর্ষাবশে সংসার ছারখার হইয়া যায়। নারী গৃহে গৃহলক্ষ্মী মাতৃস্বরূপিণী যে নারীর প্রাণে স্বার্থ বা বিদ্বেষ নাই তথায় শান্তি ও শ্রীমূর্ত্তি হইয়া বিরাজ করেন।

নীরদকুমার কলিকাতায় আসিয়া সামান্য একখানি খোলার ঘর ভাড়া লইয়া তথায় স্ত্রী পুত্রকে রাখিলেন। নিজে দিবসের সমস্ত ভাগ এবং রাত্রিরও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কাজের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কত লোকের খোসামোদ কত উমেদারী কত লোকের সুপারিশ পত্র সংগ্রহ করিলেন কিন্তু কোথায়ও সেরূপ সুবিধা হইল না। নীরদের মত লোকের কাজ জোটা, আজ কালিকার বাজারে বড় সহজ কথা নয় তাহার মাথার উপর দিয়া অনেক ঝঞ্ঝা বহিয়া গেল সে সকল কথার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু উদ্যমশীল পুরুষের সহায় ভগবান। নীরদের এক বাল্যবন্ধুর পাটের কারবার ছিল। নীরদ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কার্য্য পাইবার আশায় সেই বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন বন্ধুবর পাটের ব্যবসায় করিয়া এখন একজন মস্ত ধনবান হইয়াছেন।

নীরদকে গ্রাহ্য করিবেন কি এমন কি চিনিতেই পারিবেন কিনা নীরদের তাহাই সন্দেহ হইতে লাগিল, অতি ভয়ে ভয়ে নীরদ তাঁহার সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিলেন বন্ধু হরেন্দ্রনাথ নীরদের মুখে সকল কথা শুনিয়া অতি সাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন,এবং স্বীয় কারবার মধ্যে একজন অংশী করিয়া লইলেন। নীরদ নিজ কার্য্যদক্ষতা ও ক্ষমতাগুণে অতি সত্বর উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন।

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

দুই বন্ধুর কথোপকথন।

সম্প্রতি একদিন রবিবারের সন্ধ্যায় বিডন উদ্যানে একখানা কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট ছিলাম। মন চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেনা বলিয়াই হউক অথবা কারণ ছিল বলিয়াই হউক কি যেন ভাবিতেছিল। আর সেই চিন্তা-স্রোতে আমাকে যেন কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। অকস্মাৎ পার্শ্বের আসনে দুইটী যুবকের উচ্চকণ্ঠে কথাবার্ত্তা শুনিয়া মন ভাবনাকে বিদায় দিয়া উহাদের কথোপকথনে মনযোগ দিল আমি হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম—মন নির্ব্যাধি হইলাম। যুবকদ্বয়ের একের নাম বিজয়ভূষণ ও অন্তের নাম সত্যাপ্রয় উভয়ই জাতিতে কায়স্থ। ‘উহারা কখন আসিয়াছেন, পূর্ব্বে কোন্ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে বলিতে পারি না। আমি যখন উহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়াছিলাম। তখন বিজয়ভূষণ বলিতেছিলেন—"ভাই সত্য, বর্ত্তমানে মণ্টেগু-স্কিম লইয়া সারা বঙ্গদেশ আন্দোলিত, নরম ও গরমদলে বিবাদ বিসম্বাদ ও মতভেদ পাকিয়া উঠিয়াছে। উভয় দলে কবির লড়াই চলিতেছে।’

সত্য। ইহা দেশের পক্ষে অকল্যাণকর সন্দেহ নাই। উভয় দল এক মত হইয়া ‘স্কিম’ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিলে ফল ভাল হইত।

বি। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কাজেই বাঙ্গালীর এই অনৈক্য দেখিতে পাই। এই একতার অভাবই উন্নতির এক প্রধান অন্তরায় বলিয়া জানিবে। কতগুলি লোক বুঝিয়া কতজনে না বুঝিয়া অনেক দেশহিতকর সমাজ হিতকর কাজের প্রতিকূলাচরণ করে। তা যদি না করিত তবে বাঙ্গালী সমাজ—বঙ্গদেশ এক অপূর্ব্ব শক্তিময়ী অবস্থা লাভ করিতে পারিত। বাঙ্গালীর আর এক বিশেষত্ব কথারম্ভের প্রথম উৎসাহ পদ্মার মত বিশাল। ক্রমশ যত দিন যায় উৎসাহ গঙ্গোত্রীর ক্ষীণধারার ন্যায় অবস্থা লাভ করে!

সত্য। তা এক রকম মিথ্যা বল নাই। বাঙ্গালী যখন যে কাজে হাত দেয়—প্রথমটা এত আড়ম্বর আস্ফালনপূর্ণ থাকে যে তখন মনে হয়,

প্রস্তাবিত শুভানুষ্ঠান অনতিবিলম্বে সম্পন্ন না হইয়াই পারে না! শেষে দেখা গিয়াছে, আড়ম্বর মলিনত্ব লাভ করিয়াছে—আস্ফালন মরিয়াছে—শুভানুষ্ঠান অঙ্কুরেই ভবলীলা শেষ করিয়াছে! দৃষ্টান্তের অভাব নাই—এই আমাদের বঙ্গীয় কায়স্থ সভার কথাই ভাবিয়া দেখনা কেন। বঙ্গের সম্ভ্রান্ত শক্তিশালী সুশিক্ষিত, কর্ত্তব্যজ্ঞানসম্পন্ন কায়স্থগণ সভার সভ্য। সভার জন্ম সময়ে যেরূপ আগ্রহ উৎসাহ, আড়ম্বর ও সভার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার বলবতী ইচ্ছা দেখা গিয়াছিল, কই সেরূপ ত আর দেখিতে পাই না। উৎসাহ জোয়ারে ভাটা পড়িয়াছে কর্ত্তব্যজ্ঞানে ঘুণ ধরিয়াছে! সভা আজও আছে—জড়পদার্থের ন্যায়।

বি। কায়স্থ সভার কার্য্যহীনতা ও অবসাদ দেখিয়া বস্তুতঃই দুঃখ হয়। কায়স্থ-সভার এক ক্ষত্রাচার গ্রহণ ব্যতীত অন্যান্য প্রস্তাবগুলির সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। আমার বিশ্বাস কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে কায়স্থ সমাজের এক বিশেষ কল্যাণকর পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতে পারিত। কায়স্থ সমাজে ঐ সব হিতকর নিয়ম প্রতিষ্ঠাপিত হইলে সমস্ত বঙ্গে অপরাপর জাতির মধ্যেও উহার প্রচলন হইয়া অচিরে বাঙ্গালীজাতিকে উন্নতিশীল করিবে। তা হইবার উপায় দেখি না—জড়তা আমাদিগকে ছাড়িয়াও ছাড়ে না। আমরা যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি, তাহাও মনের বলের অভাবে করিতে পারি না—দেশের দিকে দশের বৃথা অভিমতের দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া থাকি!

সত্য। কায়স্থের ক্ষত্রাচার গ্রহণ কি তুমি অবৈধ মনে কর?

বি। বৈধ অবৈধ বিচার করিতে আমি চাহি না—কায়স্থ যে শূদ্র নহে ক্ষত্রিয় তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু কথা এই যে ক্ষত্রাচার উপবীতাদি গ্রহণ না করিয়া কি কায়স্থগণ ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিতে পারেন না? যখন বহুদিন হয় উপবীতাদি পরিহার করা গিয়াছে, তখন উপবীত গ্রহণ না করাই কি ভাল নয়। আমার অভিপ্রায় কায়স্থেরা কার্য্যে ক্ষত্রিয়ত্ব প্রকট করুন।

সত্য। তোমার কথায় ভুল আছে মনে হয়। আমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয়, এরূপ ধারণা মনে বদ্ধমূল না হইলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য

হৃদয়-ক্ষেত্রে জাগিতে পারে না ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য জাত হইতে হইলে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বাহ্য আচার ব্যবহার ও চিহ্নাদি সম্যকরূপ পালন ও ধারণ করিতে হয়। তাহা না করিয়া দু একজনের ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব পরিস্ফুট হইলেও হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশই কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া পড়ে। কায়স্থের ক্ষত্রাচার গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে বিস্মৃত জাতীয় কর্ত্তব্য হৃদয় ক্ষেত্রে জাগরিত ও দৃঢ়ীকৃত করাই তাহার একমাত্র প্রধান লক্ষ্য সেই লক্ষ্য পূর্ণ হইলেই কায়স্থ জাতিরও বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের পরম কল্যাণ নচেৎ পতন হইতে পতন।

বি। কায়স্থের উপনয়নাদি পরিত্যক্ত ক্ষত্রাচার গ্রহণ যদি কায়স্থজাতির ও বঙ্গের হিন্দু সমাজের উত্থানের সোপান মনে করা হইয়া থাকে, সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব প্রযত্নে তাহা নিষ্পন্ন করাই কি মনুষ্যত্ব নয়? কায়স্থ সভার এ বিষয়ে চেষ্টার যথেষ্ট ত্রুটী দৃষ্ট হইতেছে। এতদার্থে সভা কতিপয় কর্ত্তব্যপরায়ণ সুবক্তাকে প্রচারক রূপে বাঙ্গালীর গ্রামে গ্রামে প্রেরণ করতঃ ক্ষত্রাচার গ্রহণের আবশ্যকতা প্রত্যেক কায়স্থ সন্তানকে বুঝাইয়া ক্ষত্রাচার গ্রহণে কি বাধ্য করিতে পারেন না? সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রস্তাবগুলিও উপকারিতা প্রচারিত এবং তাহা সিদ্ধির পথে উপনীত হইতে পারে।

সত্য। করিলে ত সকলই হইতে পারে সভার দু এক জন উৎসাহী সভ্য প্রচারার্থ যে সমধিক যত্ন প্রকাশ না করিতেছেন এমনও নহে—লোকে যে বুঝিতেছে না—তাহাও নয়। তবে কি জান অনেকেরই সৎসাহসের অভাব—অগ্রে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত; বিশেষ পল্লীগ্রামের লোকেরা সভার সংশ্লিষ্ট বড় বড় মহাশয়গণের নাম করে বলে যে তাঁহারা সংস্কৃত হইতেছেন না কেন? তাঁহারা অনেকে অনেকবার ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ প্রস্তাব উত্থাপন অনুমোদন ও সমর্থন করিয়াও বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাধিতে নারাজ কেন? বস্তুতঃ এ কথার উত্তর দেওয়া প্রচারক দিগের পক্ষে সুসাধ্য নহে। সুতরাং বুঝিতেই পারিতেছ যেখানে আদর্শ প্রাণহীন তথায় সজীবতার আশা করা যায় না—কাজ যেরূপ হওয়ার কথা সেইরূপই হইতেছে।

বি। বড়ই লজ্জার কথা।

সত্য। শুধু কি লজ্জার কথা কাঁদিবার কথা নয় কি? বড়লোক মহাশয়দের কথা কি! তাঁহারা সমাজের কি ধার ধারেন—সমাজ অধঃপাতে গেলেই বা কি—কলঙ্কে মলিন হলেই বা কি, তাদের কিছুতেই কিছু আসে যায় না। অগাধ সুখৈশ্বর্য্যের সাগরে তাঁহারা হাবুডুবু খান—স্তুতি পাঠকের স্তুতি শুণে নিজকে কৃতার্থ বোধ করেন। সমাজের কথা ভাবিবার তাদের সময়ও নাই আবশ্যকও নাই। তবে যে অনেক সৎকার্য্যের সংশ্রবে দেখা যায় সে কেবল নাম কিনিবার জন্য অথবা সময় কর্ত্তনের প্রয়োজনে। মনে হয় কায়স্থ সভায়ও বড়লোকেরা সেইভাবেই যোগদান করিয়া থাকেন। কায়স্থজাতির বর্ত্তমান সামাজিক দুর্দ্দশা দর্শন করিলে কোন সহৃদয় কায়স্থ নিষ্ক্রিয় থাকিয়া শৈথিল্য প্রকাশে জাতির শিরের দুঃসহ কলঙ্কভার বৃদ্ধি করিতে পারে। ভাবিয়া দেখ কায়স্থের স্থান কোথায় ছিল আজ ধীরে ধীরে কেমন নামিয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমান বঙ্গের সমাজ তত্ত্ব যাহারা রাখেন তাহারা কায়স্থের পূর্ব্বতন মান ও স্থান স্মরণ করিয়া আজিকার শোচনীয় অবস্থার সঙ্গে মিলাইয়া নিশ্চয়ই কাঁদিবেন আমার কথায় সমর্থন করিবেন।

বি। কায়স্থের সম্মান প্রতিপত্তি অনেকটা হ্রাস হয়েছে বৈকি? কায়স্থজাতি এক ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত জাতিরই সম্মান ভাজন ছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই কায়স্থকে আপনাদের চেয়ে অনেক বড় মনে করত। ব্রাহ্মণ ভিন্ন কায়স্থেতর সকল জাতিই কায়স্থ রন্ধিতান্ন শ্রদ্ধার সহিত দ্বিধা শূন্যমনে আহার করিত—আর আজ? পশ্চিম বঙ্গের ত কথাই নাই, সকল জাতিই প্রায় কায়স্থের সমতায় স্পর্দ্ধা প্রকাশ করে—কায়স্থের অন্ন জাতি নাশকর মনেকরে; কেহই বড় কায়স্থের অন্ন ভোজন করে না। এমন যে পূর্ব্ববঙ্গ যেখানে প্রাচীন সমাজ এখনও একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় নাই, সেখানেও কতিপয় জাতি কায়স্থের অন্ন আর গ্রহণ করিতে চাহে না—কতগুলি জাতীয় লোক আজও অন্নাহার করিলেও ভিতরে ভিতরে তাহাদেরও অন্নাহার পরিত্যাগের আন্দোলন চলিতেছে। ফলকথা, কায়স্থের প্রতি পূর্ব্ববৎ ভক্তির ভাব আর দেখা যায় না। (ক)

সত্য। এমন হইল কেন, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? গুণকর্ম্মের উৎকর্ষাপকর্ষের তারতম্যে জাতিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, ব্যক্তিগত জীবনেই কি জাতিগত জীবনেই

(ক) প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়ের অন্ন ব্রাহ্মণাদি সকলেই গ্রহণ করিতেন। সঃ

কি গুণকর্ম্মের সর্ব্বত্র প্রাধান্য। যে জাতি বা ব্যক্তি গুণকর্ম্মে যে পরিমাণে ভূষিত হইতে পারিবে, সেই পরিমাণেই সম্মান ও গৌরবের পাত্র হইবে। আবার গুণকর্ম্মের হীনতায় অগৌরব অসম্মান লাভ করিবে নিশ্চয়ই। বঙ্গের অন্যান্য জাতি অল্পাধিক পরিমাণে গুণকর্ম্মে বলিয়ান হইয়া উঠিতেছে—কায়স্থ ক্রমেই আত্মদর্শনের অভাবে গুণকর্ম্মে হীনতা প্রাপ্ত হইতেছে। অন্য জাতির সহিত কায়স্থের গুণকর্ম্মের পূর্ব্বে যতটা ব্যবধান ছিল, এখন ততটা নাই; কাযেই প্রকৃতির নিয়মে কায়স্থের পূর্ব্বস্থান পূঠমান বজায় থাকিবে কি করে? মুখের জোরে সম্মান রক্ষা হয় না।

বি। অন্য জাতির উন্নতিতে আমাদের ঈর্ষ্যান্বিত হওয়া কর্ত্তব্য নয়।

সত্য। তুমি আমার কথায় ঈর্ষার গন্ধ টের পেলে কোথায়? অন্যজাতির উন্নতিতে ঈর্ষ্যা হইবে কেন? তাদের উন্নতিতে কায়স্থের ক্ষতির কারণ কিছুই নাই; বরং কায়স্থের লাভ আছে। আমার অভিপ্রায় এই, অন্যান্য জাতি যে পরিমাণে উন্নত হইবে, কায়স্থ জাতিকেও নিরুদ্যম না থাকিয়া তাহার চেয়ে এত অধিক উন্নত হইতে হইবে, যে প্রাচীন সামাজিক স্থান বর্ত্তমান সময়েও অব্যাহত থাকে কায়স্থ সমাজের পূর্ব্বদীপ্তি মলিন না হয়।

বি। কায়স্থ সমাজে অনেক দোষ ঢুকিয়াছে সহজে সে দোষ নিরাকৃত হইবে কি?

সত্য। চেষ্টা না করিলেত কখনই কিছু হয় না আর এটা মনে রেখ, সহস্র বৎসরের অন্ধকার আলোকের গুণে এক সেকেণ্ডে অন্তর্হিত হইয়া যায়। আমার বিশ্বাস কায়স্থজাতির মধ্যে যত দোষই প্রবেশ করিয়া থাকুক না। এক ক্ষত্রাচার গ্রহণরূপ আলোজেলে দিলে সমস্ত অন্ধকার দূরিভূত হইয়া যাইবে। তখন বিমল আলোকে আত্মদর্শন ও আত্মোন্নতি। আবার পূর্ব্বগৌরবে কায়স্থজাতি বঙ্গগগনে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় শোভমান হইবে।

বি। বর্ত্তমানে শ্রেণীগত উন্নতির আন্দোলন স্থগিত রাখা উচিৎ, কারণ সমস্ত বঙ্গ হোমরুল আন্দোলনে ও মণ্টেগু স্কিম। বিশেষরূপে বিব্রত এ সময় শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণ চিন্তা মনে না আনাই প্রয়োজন।

সত্য। তুমি বুদ্ধিমানের মত কথা বলিতেছ না। হোমরুল আন্দোলন যেরূপ সমগ্র জাতির কল্যাণপ্রদ, শ্রেণীগত আন্দোলনও তেমনই শ্রেণীবিশেষের

হিতকর। শ্রেণীবিশেষের কল্যাণ সমগ্রজাতির কল্যাণের বিরোধী নহে। যদি তাহা বলিতে চাও ব্যক্তিগত উন্নতিকেও বদ্ধ করিয়া দিতে হয়। ব্যক্তিগত উন্নতি রোধ করিলে দেশের উন্নতি আপ্‌না আপ্‌নি অচল হইয়া পড়ে।

বি। ভাই সত্য, তোমার সহিত কথাবার্ত্তায় আজ আমার অনেক ভ্রম দূর হইল। আমি যত শীঘ্র পারি বাবাকে মত করাইয়া আত্মীয়গণ সহ ক্ষত্রাচার গ্রহণ করিব। এতদিন এ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলাম বলিয়া অনুতপ্ত হইতেছি।

সত্য। ভগবদ্‌ কৃপায় তোমার সুমতি আসিল এজন্য আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। জাতির শুভ হউক। চল এখন বাড়ী যাওয়া যাউক; রাত বড় কম হয় নাই।

যুবকদ্বয় আসন ত্যাগ করিলেন। আমিও আবাস অভিমুখে ছুটিলাম। রাস্তায় হাটিতে হাটিতে এসব কথা ভাবিতে লাগিলাম। বলিতেকি সেদিন রাত্রে আমার সুনিদ্রা হয় নাই। সময় সময় যুবকদ্বয়ের কথা কাণে বাজিতে ছিল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

মাংসাহার।

মাংসাহারের বিষময় ফল। সভ্যজগতে খাদ্যের জন্য পশুহত্যায় মানবসমাজের যে কত অবনতি ঘটিতেছে তাহা প্রকাশ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই প্রবন্ধের মূল মীমাংসা গুলি আমরা স্বাস্থ্য সমাচার হইতে সংগ্রহ করিলাম। পশুমাংস খাদ্যরূপে গ্রহণ করাই মানুষের পাশব আচরণের প্রধান কারণ, মানুষ স্নেহ পরায়ণ ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন হইলেও মাংসাহারের ন্যায় অস্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণের ফলে উহার অবনতি ঘটিতেছে। মানবের অন্তরের পশুভাব সমূহ সকল সময়েই নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। জাগ্রত হইলেই তাহার স্বরূপ প্রকাশ পায়। এইভাব হইতেই দুষ্কর্ম্ম ও নরহত্যাদি ইচ্ছার উদ্রেক হয়। পৃথিবীতে মাংসাহারী লোকগণকে অধিকতর দুষ্কর্ম্মান্বিত হইতে দেখা যায়। অন্যান্য

পশুমাংস ভক্ষণ করিলে নিকৃষ্ট পশুভাব সমূহের উদয় হইয়া থাকে এবং রক্তও দূষিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে আমরা জগতব্যাপী ভীষণযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিতেছি। মানব পশুহত্যার সমর্থন করিতেছে বলিয়া এই অশান্তি জগতকে গ্রাস করিতেছে। পশুহত্যা নিবারিত হইলে যুদ্ধের একটী প্রধান কারণও নিবারিত হইবে। আমরা মনে করি এই ভীষণ যুদ্ধের একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে যদি মাংসহার নিবারিত হইত তাহা হইলে বর্ত্তমান যুদ্ধের সঙ্ঘটন অসম্ভব হইত। পশুহত্যার সামর্থ্যনদ্বারা কিরূপে আমরা যুদ্ধ নিবারণ করিয়া শান্তির আশা করিতে পারি তাহা বলিতেছি। প্রাত্যহিক মাংসাহার দিয়া সৈন্যগণকে প্রতিহিংসা ও অত্যাচার পরায়ণ করিয়া দেওয়া হইতেছে সৈন্যগণকে মাংসাহার দিয়া তাহাদের রক্ত পিপাসা বর্দ্ধিত করা হইতেছে।

মাংসাহারের ফলে কিরূপ উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ইয়োরোপীয় রণক্ষেত্রস্থিত সৈন্যগণকে দেখিলেই বুঝা যাইবে। কর্ত্তৃপক্ষগণ সৈন্যগণকে রক্তপিপাসু ও রণউন্মত্ত রাখার জন্য যথেষ্ট মাংস সরবরাহ করিতেছেন। মাংসাহারের ফলে যুদ্ধরত জাতিগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ঘৃণাভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। জার্ম্মণী, ইংলণ্ড এবং যুদ্ধরত অন্যান্য জাতিগণের এইরূপ অবস্থা হইয়াছে। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীও ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মাংসাহারী দেশ বলিয়া গণ্য ছিল। আজ ইহারই ফলে সমস্ত ইয়োরোপ বিধ্বস্ত হইতেছে। ইয়োরোপ প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কিরূপ শাস্তিভোগ করিতেছে। প্রত্যহ অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটিতেছে। মাংসখাদ্য পরিত্যাগ করিলেই লোকের শরীর ও মন প্রাকৃতিক যথা নিয়মে গঠিত ও বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমরা আশা করি মানবসমাজ দৈনন্দিন পশুহত্যা ও মাংসহার পরিত্যাগ করিয়া চিরন্তন শান্তিসুখের অধিকারী হইবে।

সম্পাদক।

সুখ ও দুঃখ।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জনমণ্ডলী সুখ ও দুঃখের প্রশ্ন লইয়াই বিব্রত। রাত্রি দিবার তুল্য, স্ত্রী পুরুষের ন্যায়, উত্থান ও পতনের সদৃশ নিত্যসম্পর্ক সুখ ও দুঃখের মধ্যে মানুষ কেবল সুখের জন্যই লালায়িত। কিসে সুখ হইবে, হৃদয়ে আনন্দ জন্মিবে, মনে প্রীতি আসিবে জগৎবাসীর ইহাই ঐকান্তিক চেষ্টা। এই বিশ্বব্যাপী চেষ্টায় মানব যেন যোগরত তপস্বীর ন্যায় একান্ত অভিভূত বা সমাহিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে দুঃখ আছে বলিয়াই সুখের অস্তিত্ব। ক্ষুধার যন্ত্রণা বিদিত না থাকিলে আহারে সুখোপলব্ধি সম্ভবপর নহে। বিরহের দাবানলে দগ্ধীভূত না হইলে মিলনের সলিল প্রবাহের শীতলতানুভব আকাশ কুসুমের ন্যায় কেবলমাত্র কল্পনার বিষয়ীভূত হইয়া থাকিত সুতরাং দুঃখও আবশ্যক। দুঃখকে একবারে বাদ দিলে সুখের অনুভূতি আসিতেই পারে না সুতরাং সুখের রসাস্বাদ করিতে হইলে দুঃখের জল সেকও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যে দুঃখের বৃশ্চিকদংশনে জর্জ্জরিত হয় নাই পরদুঃখে তাহার হৃদয় দ্রব হইবে কেন? কুসুম শয্যায় নিদ্রাভ্যস্ত ব্যক্তি কঙ্কর নির্ম্মিত রাজপথে শায়িত ব্যক্তির দুঃখানুভবে সমর্থ কি? আদেশমাত্র যে ভাগ্যবান চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য পেয় সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত সেই ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্তের দুর্ব্বিসহ জঠর জ্বালা বুঝিবে কি প্রকারে? দুঃখ না পাইলে দুঃখীর বেদনার সম্যক উপলব্ধি হয় কি? সহিষ্ণুতা জন্মে কি? ঈশ্বরে নির্ভরতা আসে কি? এই জন্যই মহাত্মা বিদুর দরিদ্র্যদুঃখ চিরস্থায়ী রাখিতে ভগবান্ সমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ফলতঃ দুঃখের আপাত জ্বালাময় শিখা কালসহকারে সুখের স্নিগ্ধ অবলেহে পরিণত হয়। কিন্তু মানুষ স্বেচ্ছায় যেমন আগুনে হাত বাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা করে না তেমনই সে সহজে দুঃখের সম্মুখীন হইতেও ইচ্ছা করে না। মানবের সুখ ভোগের ইচ্ছাই স্বাভাবিক। কিন্তু এসংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ দেখা যায় না "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ" মানুষ এতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া কেবল সুখানুসরণেই প্রধাবিত। দুঃখের ছায়া দর্শনেও ভীত ও চকিত। সুতরাং যে সুখ লাভার্থ মানব আজীবন ব্যতিব্যস্ত সে সুখ কি? তাহা

প্রকৃতি কিরূপ? এবং তাহা প্রকৃতসুখ কিনা ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা সংক্ষেপে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। অনেকে আকাঙ্খিত বস্তুলাভই আপাত দৃষ্টিতে মনুষ্যের সুখ বলিয়া নির্দ্ধারিত করেন। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণ ভেদে মানবের রুচির বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে তজ্জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু এবং তদ্ধেতু তাহাদের সুখের নিদানীভূত সামগ্রীও বিভিন্ন প্রকারের। শরতের নির্ম্মল আকাশ তাহার জ্যোৎস্নাময়ী রজনী, অথবা বসন্তের মৃদুমন্দ মলয় মারুত তাহার সদ্য বিকশিত কুসুম স্তবক এবং শিশুর নিশ্মল মধুর হাসি এক শ্রেণীর মানবের সুখের নিদানীভূত; আবার প্রাবৃটের ঘোর ঘনঘটা, ঘূর্ণিত বায়ুর সন্ত্রাসিত আলোড়ন এবং যুবতীর অনুপম রূপরাশি অন্য শ্রেণীর জনগণের আনন্দের নিদানীভূত হইয়া থাকে। আবার অবশিষ্ট মানবশ্রেণী হয়ত কুসুমে কীট, অমৃতে হলাহল, সাধুর লাঞ্ছনা এবং ভক্তের যাতনা দেখিয়া অতিমাত্র প্রীতি অনুভব করিয়া থাকেন। এমতাবস্থায় আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ হইলেই যে সুখী হয় তাহাকে প্রকৃতসুখী বলি কি প্রকারে?

অনেকের ধারণা বাসনার চরিতার্থতা সম্পাদনই প্রকৃত সুখ। অর্থাৎ আহারের প্রবৃত্তি হইয়াছে সুতরাং চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্বারা ভুরিভোজন করিলেই সুখানুভব হইল। এইরূপ ভুরিভোজনদ্বারা এক দিকে পরিপাক শক্তির হীনতা সংসাধিত হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারায় শারীরিক অসুস্থতা সমুৎপন্ন হয় এবং তদ্দরুণ পরিনামে সুখের পরিবর্ত্তে বিষম দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। অন্যদিকে বাসনা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং ক্রমে তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। মানুষ এইরূপে অপূর্ণ বাসনার জ্বালাময়ী শিখায় দগ্ধীভূত হইতে থাকে। সুতরাং বাসনার চরিতার্থতা সম্পাদন অসম্ভব। যথায় তদ্দ্বারায় সুখ প্রাপ্তি না ঘটিয়া দুঃখ ভোগই হইয়া থাকে। অতএব উহাও প্রকৃত সুখ নহে।

কেহ কেহ বলেন ইন্দ্রিয় চরিতার্থতাই সুখের নিদান। কিন্তু ইন্দ্রিয় চরিতার্থতা সুখের বিষয়ীভূত নহে কারণ "শুক্রায়ত্ত বলং পুংসাম্" এবং শুক্রাভাবে পুরুষ হীনবল এবং তদ্ধেতু রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে ক্রমে অসময়ে মৃত্যুর সম্মুখীন হয়। এমন কি ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার পর মুহূর্ত্ত নিতান্ত ক্লেশদায়ক প্রতীয়মান হয়। তজ্জন্যই কোন চিন্তাশীল ইংরেজ সাহিত্যসেবী লিখিয়াছেন- "Seediment

after a debauch is a plain proof that it is a violation against nature আপাত সুখকর ইন্দ্রিয় সেবাও পরিণামে দুঃখের নিদানীভূত হইয়া থাকে। সুতরাং সে সুখও প্রকৃত সুখ নহে।

কেহ কেহ বলেন এ সংসারে অর্থই সুখের নিদান। ফলতঃ বিপন্নের উদ্ধার দরিদ্রের অন্ন সংস্থান, স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ, বিদ্যানুশীলন এবং জ্ঞানার্জ্জন সকলই সুখকর এবং তৎসমুদায় সর্ব্বথা অর্থ সাপেক্ষ তজ্জন্য অর্থই সুখের সাধন। মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন।

যস্যার্থস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থ স মহান্‌লোকে যস্যার্থঃ স চ পণ্ডিতঃ॥

গৃহীর পক্ষে অর্থ অত্যাবশ্যক হইলেও আমরা অর্থে অনেক অনর্থের সৃষ্টি করিয়া থাকি। অর্থশালীলোক অনেক সময়েই পরপীড়নে নিয়োজিত রহেন। তবে যাঁহারা অর্থ সঞ্চয় করিয়া মহানুভব ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহোদয়ের ন্যায় অর্থ বা মহাত্মা তারকনাথ পালিত মহোদয়ের ন্যায় সৎকার্য্যে সঞ্চিত অর্থ ব্যয়ের সুব্যবস্থা করেন তাঁহাদের কথা সতন্ত্র। ধনশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে এইরূপ মহানুভব ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত অল্প। অধিকাংশই পানাসক্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং অত্যাচারী হইয়া শারীরিক ও মানসিক দুঃখভারে প্রপীড়িত হইয়া পড়েন এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই দুঃখস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে অকালে জীবনলীলা শেষ করিতে বাধ্য হয়েন। অর্থের পরিণাম এইরূপ ভয়াবহ বলিয়া অর্থও প্রকৃত সুখের সাধনীভূত হইতে পারে না।

তবে স্বাস্থ্যই কি প্রকৃত সুখ? কিন্তু তাহাও প্রকৃত সুখ নহে কারণ এই শরীর নশ্বর পরিবর্ত্তনশীল তাহাতে ক্রমে জরা আসিয়া উপনীত হইবে। বার্দ্ধক্যের দারুণ প্রহারে শারীরিক সুস্থতা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। শত চেষ্টাতেও পরিবর্ত্তনশীল দেহের দুর্গতির গতি রোধ করিবার শক্তি মানুষের নাই। সুতরাং ক্ষনিকস্থায়ী স্বাস্থ্য সুখও প্রকৃতসুখ নহে।

তবে কি সৌন্দর্য্যই সুখের নিদান? না তাহাও নহে। অই যে রূপসী আপনার অনুপম রূপরাশি দর্পণে প্রতিবিম্বিত দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইতেছেন— সে আনন্দ তাহার কদিন থাকিবে? যৌবনের কয়েকটি দিন অতীত হইলেই শেষ রজনীর চন্দ্রমার ন্যায় ঐ রূপসী নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবেন সুতরাং সৌন্দর্য্যের

জন্য আনন্দোৎসব আর তখন থাকিবে না। সুতরাং ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্য সুখের নিদান হইতে পারে না।

স্বামী স্ত্রী পিতা মাতা পুত্র কন্যা প্রভৃতিতে পরিবেষ্টিত থাকাই কি তবে সুখ? না তাহাও নহে। মানবদেহ পরিবর্ত্তনশীল। এই আছে এই নাই ইহাই মানবের মানবত্ব। তাহারা অকালশুষ্ক কুসুমের ন্যায় কে কখন ঢলিয়া পড়িবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। ক্ষণিকস্থায়ী তাহাদের সংসর্গজনিত সুখও তজ্জন্য অল্পকাল স্থায়ী। অনন্ত অবিনশ্বর আত্মিকের পক্ষে এইরূপ অত্যাল্প কালের সুখকে প্রকৃত সুখ বলা যায় না। প্রকৃত সুখ—চিরস্থায়ী, শাশ্বত অবিনশ্বর। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সংসর্গ সুখও প্রকৃত সুখ নহে।

যে সংসারে পরিবর্ত্তন প্রবাহে স্বর্ণলঙ্কা শ্মশানে অভ্রভেদী হিমাদ্রিশির সৈকত বেলাভূমিতে, সুধাধবলিত মনোরম প্রাসাদ গলিত জীর্ণশীর্ণ পর্ণকুটীরে, শরতের নিরভ্র আকাশ কাল সহকারে প্রাবৃটে ঘন জলদমালায় সমাচ্ছন্ন হইতে দেখা যায়, এমন কি আজ যাহা পূর্ণ বিকশিত ও উদ্ভাসিত কাল তাহা সম্পূর্ণ বিশুষ্ক ও নিষ্প্রভ,—সে সংসারে উল্লিখিত সুখ পরম্পরা কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না সুতরাং তাহারা প্রকৃত সুখ নহে।

মানবের দেহ নশ্বর অর্থাৎ পরিবর্ত্তনশীল "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুব জন্ম মৃতস্য চ" সুতরাং নশ্বর শরীরে সুখকর দ্রব্য সম্ভার প্রকৃত সুখের নিদান নহে। কিন্তু মানবদেহের অভ্যন্তরস্থ চৈতন্য শক্তি অনাদি অনন্ত এবং অব্যয় তাহার বিনাশ নাই।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ।
নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥

যাহাতে অজর অমর চৈতন্য শক্তি বা জীবাত্মা সুখী হইতে পারেন তাহাই প্রকৃত সুখ। সে সুখ তুচ্ছ অর্থে, ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য্যে অথবা পরিবর্ত্তনশীল আত্মীয় স্বজনে পাওয়া যায় না। সে সুখ মানবের হৃদয়-ক্ষেত্রে সমাহিত রহিয়াছে। ভক্তিদ্বারা কর্ষণ করিলেই ভগবদপ্রীতির আনন্দোৎসব তথা হইতে উথলিয়া উঠে। চৈতন্য শক্তিকে সেই সুখতরঙ্গ ভাসাইয়া লইয়া শ্রীহরির চরণপ্রান্তে উপস্থাপিত করে। মানুষ তখন পরিত্রাণের পথ পাইয়া ধন্য হয়। মোক্ষফলের রসাস্বাদ করিয়া প্রকৃত সুখের অধিকারী হয় এবং তখন ভক্তিতে

স্নাত ও পূত হইয়া গদ্গদকণ্ঠে বলিয়া থাকে :—

"নাস্থাধর্ম্মে নবসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে।
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্॥
এতৎ প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেঽপি।
তৎপাদাম্ভোরুহযুগতা নিশ্চলাভক্তিরস্তু॥

দুঃখ সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষের ইচ্ছা থাকিল।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা

শিক্ষা।

শিক্ষা বৃত্তিসমূহের বিকাশ মাত্র। বৃত্তিসমূহের বিকাশ এবং সামঞ্জস্যই প্রকৃত শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষালাভ করিতে হইলে অনুশীলন আবশ্যক।

অনুশীলন দ্বারা যে বৃত্তিগুলি স্বতঃ স্ফুরণশীল তাহাদিগের যথোপযুক্ত দমন এবং যে গুলি অনুশীলন সাপেক্ষ তাহাদিগের স্ফুরণ এবং এই উভয়বিধ বৃত্তির সমতা আনয়ন করাই প্রকৃত শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রকৃত শিক্ষায় মানবকে দেবত্ব প্রদান করে।

জীবনের প্রথম ভাগই বীজবপনের উপযুক্ত সময়। এই সময় যেরূপ শিক্ষার বীজ উপ্ত হইবে, সারা জীবনটা তাহার ফল উপভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু কৃষকেরা যেরূপ তাহাদের ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়াই তাহার উপযুক্ত ফল লাভের আশায় একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকে না, এবং যাহাতে ফসলের কোন প্রকার ক্ষতি না হয়, পার্থিব কোন রিপু তাহার কোন অনিষ্ট সাধন করিতে না পারে তৎপ্রতি বিশেষ যত্ন করে, অথবা কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা দেখিলে তাহার প্রতিবিধানে সচেষ্ট হয় কিংবা উৎপন্ন ফসলে কোনরূপ আগাছা দেখা গেলে তাহারা তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিয়া স্বকীয় উৎপন্ন শস্য নিরুপদ্রব করিয়া থাকে, সেই প্রকার এই জীবন-ক্ষেত্র ও তাহাতে উপ্ত বীজ প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া যত্ন সহকারে তাহাদিগকে রক্ষা এবং পুষ্ট করিতে হইবে।

প্রকৃত শিক্ষার অভাবে উন্নতি অসম্ভব। শিক্ষার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মভাব মনুষ্য হৃদয়ে পরিস্ফুট হইয়া ক্রমবিস্তার প্রভাবে সমগ্র হৃদয় অধিকার করতঃ কায়া ও ছায়ার ন্যায় অগ্রসর হইতে থাকে। বৃত্তিসমূহের সমত্ব এবং ধর্ম্মভাবের বিকাশই শিক্ষা জীবনের প্রথম স্তর। মনুষ্য যখন এই প্রথম স্তরে উপনীত হয় তখন তাহারা প্রকৃত মানব নামের উপযুক্ত।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে এই প্রথম স্তরের শেষসীমা হইতেই ধর্ম্মভাব ক্রমশঃ প্রবল হইতে থাকে। প্রবলের নিকট দুর্ব্বল চিরকালই মস্তক অবনত করে ইহা স্বাভাবিক। ধর্ম্মভাবোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, চন্দ্রোদয়ে তিমির যেমন অদৃশ্য হয়, সেই প্রকার নিকৃষ্টবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ হীনতেজ হইয়া দেহ আকাশকে পরিত্যাগ করিয়া যায়। ইহাই শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর।

উপরি উল্লিখিত শিক্ষার প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর মানব জীবনের কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। এই কর্ম্মযোগের প্রান্ত দেশ হইতেই জীবনের ভক্তিযোগের সূত্রপাত হয় তখন ঈশ্বরে ভক্তির পালা আরম্ভ হয়। এই সময়ে জীবনের বাহ্যাড়ম্বর থাকে না। নানারূপের কল্পনা, নানামূর্ত্তিতে দেবদেবীর অর্চ্চনা, নানাবিধ সাকার প্রতিকৃতিকে পরম ব্রহ্মের অংশ বিশেষ জ্ঞানে তাহার উপাসনা করা শিক্ষার দ্বিতীয় স্তর বা কর্ম্মযোগের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়।

ভালবাসা পাত্রভেদে বাৎসল্য, প্রণয়, ভক্তি এবং প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ভালবাসা স্বর্গীয় জিনিষ বা স্বর্গ! প্রকৃত ভালবাসা বা প্রেমের উদয় হইলে স্বর্গলাভ হয়। একজন ইংরাজ কবি গাহিয়াছেন,—তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন,—জগৎকে জলদগম্ভীর ভাষায় বলিয়াছেন—"ভালবাসাই স্বর্গ এবং স্বর্গই ভালবাসা Love is Heaven and Heaven is Love." অতএব প্রেমের উদয়কে শিক্ষার তৃতীয় স্তর বলা যাইতে পারে।

হৃদয়ে প্রেমের উদয় হইলে আর ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না। তখন অভেদ জ্ঞান। তখন ছোট বড় ধনী, নির্ধন, উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, অভেদ জ্ঞান তখন ঈশ্বরে ও মানবে একত্ব ভাব পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলন। এই মিলনই মুক্তি—নির্ব্বাণ মুক্তি।

আজকাল প্রেম কথাটী সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাতে স্বতঃ মনে হয় যে অধুনা সাহিত্য জগতে প্রেমে ভিন্নরূপ অর্থের সংযোজনা করা হইয়াছে। প্রেমের ভাব অন্যরূপ।

প্রেম ভালবাসার সর্ব্বোচ্চ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্তর। এই স্তরে পরমাত্মা নিরত বাস করিয়া থাকেন। এই স্তর জীবাত্মার পক্ষে দুরধিগম্য। ভক্তির উদ্রেক না হইলে জীবাত্মা এই স্তর লাভ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। প্রেমলাভ করা সহজসাধ্য নহে।

প্রেমলাভ করিতে হইলে প্রথমে সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা এবং তাঁহার উপদেশানুসারে অকপট অনুশীলন দ্বারা তাহার সম্যক্ স্ফূরণ এবং চরমোৎকর্ষ লাভ করা আবশ্যক। এই প্রেমসূত্রে ঈশ্বরকে একবার বন্ধন করিতে পারিলে আর ছুটিয়া পালাইবার ভয় থাকে না তখন তিনি হৃদয়-মন্দিরে প্রেমডোরে আবদ্ধ। এই সময়ই জীবাত্মা আর পরমাত্মার মিলন।

অতএব হে ভ্রান্তমন! এই সংসার-সাগরে ঝাঁপ দিয়া রিপুদলের প্রেরণায় নিমজ্জমান হইবার ভয়ে ভীত না হইয়া যাহাতে প্রকৃত শিক্ষার প্রভাবে হৃদয়-ক্ষেত্রে ভক্তিবীজ রোপন করতঃ ভক্তিবারি সিঞ্চন দ্বারা তাহার পোষণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা অবস্থায় প্রেমডোরে সেই ভবকাণ্ডারীকে আবদ্ধ করিতে পার তৎপ্রতি যত্নবান হও।

শ্রীললিতমোহন পাল

রাইপুর, মধ্যপ্রদেশ।

বঙ্গীয় কায়স্থ সভা।

(সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ)

পূর্ব্বানুবৃত্তি ৩য়

আপনারা অবগত আছেন যে স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় বেদান্ত ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে ধর্ম্মব্যাখ্যা

করিতেছিলেন তখন বঙ্গদেশের কোন সংবাদপত্র তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া, বেদে ও সন্ন্যাসে অনধিকারী বলিয়া নিন্দা করিতেছিল। স্বামিজী এই অভিযোগের যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহা অনেকে পাঠ করিয়াছেন তথাপি সেই মহামনীষীর অভ্রান্ত উত্তর আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিব। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"আমি সমাজ সংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে তাঁহারা বলিতেছেন আমি শূদ্র, আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তর এই, যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর তবে জানিও আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ—যমায় ধর্ম্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ—মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন, আর যাঁহার বংশধর বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। এই বাঙ্গালী সংস্কারকগণ জানিয়া রাখুন, আমার জাতি অন্যান্য নানা উপায়ে ভারতের সেবা ব্যতীত শত শত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্দ্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়, তবে ভারতের আধুনিক সভ্যতার আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙ্গালাদেশেই আমার জাতি হইতে তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠধর্ম্মপ্রচারক সকলের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার জাতি হইতেই আজকালকার ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে। উক্ত সম্পাদকের আমাদের ইতিহাস কতকটা জানা উচিত ছিল—তাঁহার জানা উচিত ছিল যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য তিনবর্ণেরই সন্ন্যাসী হইবার সমান অধিকার, ত্রৈবর্ণিকেরই বেদে সমান অধিকার।"

ইহা গভীর পরিতাপের বিষয় যে এই প্রজ্ঞাবান্ মহাপুরুষ অকালে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার ওজস্বী বাক্য আজ আমাদিগকে সঞ্জীবিত করুক; আমাদের সকল ঔদাস্য ও জড়তা অপনীত হউক, আমাদের সকল সংশয় ছিন্ন হউক।

আপনারা শুনিয়াছেন কায়স্থ বালকদিগকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিতেও একবার আপত্তি হইয়াছিল। কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়ে যে রিপোর্ট করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কায়স্থদের ক্ষত্রিয়বর্ণতার উল্লেখ করিয়াছেন, আর লিখিয়াছেন—"বৈদ্যগণ সংস্কৃত কলেজে পড়িবার অধিকার পাইলে কায়স্থগণ সে অধিকার কেন না পাইবে?" তাঁহার নিরপেক্ষ অভিমত তখন কায়স্থদের সম্মান

রক্ষা করিয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার না থাকার দরুণ আমরা পদে পদে কতপ্রকারে অপদস্থ হইতেছি তাহাই আপনারা চিন্তা করুন।

ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত দ্বাদশাহ অশৌচ পালন করিলে পাছে প্রত্যবায় হয়, পাছে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া পণ্ড হয়, এরূপ সংশয় কাহারও মনে উদিত হইতে পারে। ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারের সহিত ক্ষত্রিয়বৎ অশৌচ পালনের অধিকার স্বতঃই লব্ধ হয়। সুতরাং এই আশঙ্কা ভিত্তিহীন। ধর্ম্মশাস্ত্রেও অশৌচ সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ লক্ষিত হয়। কোন কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে রাজার অশৌচ নাই, আর রাজা যাহার অশৌচ না থাকা ইচ্ছা করিবেন তাহারই অশৌচ থাকিবে না, এতদ্ব্যতীত চিকিৎসক, শিল্পী, দাস দাসী ও নাপিতের সদ্যঃশৌচ হইবে। কেহ বলিয়াছেন জন্ম ও মরণে ব্রাহ্মণের দশদিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন ও শূদ্রের ৩০ দিন অশৌচ হইবে; কাহারও মতে ক্ষত্রিয়ের ১১ দিন, বৈশ্যের ১৫ দিন ও শূদ্রের ২০ দিন অশৌচ হইবে, আবার কাহারও মতে ক্ষত্রিয়ের ১৫ দিনে ও বৈশ্যের ২০ দিনে শুদ্ধি হইবে। আবার এই মতও দৃষ্ট হয় যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ৩ দিন, স্বকর্ম্মরত ক্ষত্রিয় ১০ দিন, তদ্রূপ বৈশ্য ১২ দিন ও তদ্রূপ শূদ্র ১৫ দিন অশৌচপালন করিবে। আর একটী বিশিষ্ট মত এই যে সর্ব্ববর্ণই ১০ দিনে শুদ্ধি লাভ করিবে। বস্তুতঃ উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অনেক স্থলেই এইরূপ রীতি দৃষ্ট হয়। তদ্দেশে শ্রাদ্ধকালে গরুড়পুরাণের প্রেতকল্প পাঠ করিবার রীতি আছে। তাহাতে উক্ত আছে যে চারিবর্ণই দশদিনে শুদ্ধ হইবে এবং দ্বাদশদিনে সপিণ্ডীকরণ করিবে, বিশেষতঃ কলিকালে সর্ব্ববর্ণেরই বারদিনেই সপিণ্ডীকরণ কর্ত্তব্য—এইরূপ অনুশাসন রহিয়াছে। (ক)

(ক) সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং সূতকে মৃতকেপিবা।
দশাহাচ্ছুদ্ধিরিত্যেষ কলৌ শাস্ত্রস্ত নিশ্চয়ঃ ॥
দ্বাদশাহে ত্রিপক্ষে বা ষণ্মাসে বৎসরেপিবা।
সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥
ময়া তু প্রোচ্যতে তার্ক্ষ্য শাস্ত্রধর্ম্মানুসারতঃ।
চতুর্ণামেব বর্ণানাং দ্বাদশাহে সপিণ্ডনম্ ॥

কিন্তু কেহ কি বলিতে পারেন যে আমাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াই শুদ্ধ হয়, আর ঐ সকল প্রদেশের লোকের ক্রিয়া পণ্ড হয়? বস্তুতঃ অশৌচকালের হ্রাস বা বৃদ্ধিতে শ্রাদ্ধ বিফল হয় না। আমরা প্রেতের উদ্দেশ্যে দশ দিনে দশটী পুরক পিণ্ড দিয়া থাকি। ইহা যদি মাতাপিতার আত্মা গ্রহণ করেন তবে ত্রয়োদশ দিনে প্রদত্ত জলপিণ্ড কেন না গ্রহণ করিবেন? অশৌচকালের বিচার আমাদের লৌকিক আচার মাত্র, প্রেতাত্মা সে বিচার করে না। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে, যতী ব্রহ্মচারীকে শ্রদ্ধার সহিত দান করিলে ও ভোজন করাইলে প্রেতাত্মা তৃপ্তি লাভ করেন, ইহাই শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধে পাত্রবিচারই বিশেষ আবশ্যক, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই এ বিষয়ে একমত। কিন্তু দেখিতেছি ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পাত্রাপাত্র বিচার—যাহা শ্রাদ্ধের সফলতার জন্য অপরিহার্য্য, তাহা পরিত্যাগ করিয়া কেবল অশৌচের কাল লইয়াই তর্ক করিয়া থাকেন।

আমি আশা করি আপনারা উপনয়ন সংস্কারের সহিত ক্ষত্রিয়োচিত দ্বাদশাহ-অশৌচপালন করিতে এবং বেদমন্ত্রে বিবাহ শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিতে ভীত বা কুণ্ঠিত হইবেন না। উপনয়ন সংস্কার গ্রহণে অনিবার্য্য কারণে অনেকের বিলম্ব ঘটিতে পারে, কিন্তু নামান্তে বর্ম্ম ও দেবী শব্দ ব্যবহার সকলেরই কর্ত্তব্য।

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কায়স্থ জাতি কেন এই সাম্প্রদায়িক আন্দোলন দ্বারা জাতিভেদ প্রথাকে দৃঢ় করিতেছেন। এ বিষয়ে আমার উত্তর এই যে আমি বর্ত্তমান প্রতিযোগিতার যুগে বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা দেশের কল্যাণকর বলিয়া মনে করি না। আমরা আমেরিকায় দেখিতে পাই চর্ম্মকারের সন্তানও কর্ম্ম ও প্রতিভাবলে সাধারণতন্ত্রের সভাপতির পদ লাভ করিতে পারেন, ইংলণ্ডে দেখিতে পাই একজন শ্রমজীবীর সন্তানও স্বীয় প্রতিভায় লর্ড হইতে পারেন এবং প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিতে পারেন। জগতের এই উদার নীতির প্রতি ভারতের হিন্দুদিগের চিত্তও ক্রমেই আকৃষ্ট হইতেছে। এখন কেহই সমাজে জাতিদোষে হেয় ও ঘৃণ্য হইয়া থাকিতে চাহে না। হিন্দু সমাজেও যদি এমন নিয়ম প্রবর্ত্তন সম্ভব হয় যে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র কর্ম্ম ও জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণসমাজ-

---

আনিত্যাৎ কালধর্ম্মাণাং পুংসাং চৈবায়ুষঃ ক্ষয়াৎ।
অস্থিরত্বাৎ শরীরস্য দ্বাদশাহে প্রশস্যতে॥
গরুড়পুরাণে প্রেতকল্পে, মৎস্য সংস্করণম্।

ভুক্ত হইতে পারে, আর বিভিন্নবর্ণের একত্র পান ভোজনে বাধা না থাকে, তবেই বর্ণভেদ জনিত অনিষ্ট নিবারিত হইবে। বর্ণভেদ মনুষ্যকৃত, ইহা ভগবৎ-কৃত নহে। আমরা শ্রুতিতে দেখিতে পাই প্রথমে এক ব্রাহ্মণবর্ণ ছিল, তাহাতে সুবিধা না হওয়ায় শ্রেষ্ঠব্যক্তিদিগকে লইয়া ক্ষত্রিয়বর্ণ গঠিত হয়, এবং তাহাতেও সুবিধা না হওয়ায় বৈশ্যবর্ণ এবং সর্ব্বশেষে শূদ্রবর্ণ গঠিত হয়। মহাভারতেও প্রমাণ দৃষ্ট হয় যে এক ব্রাহ্মণবর্ণ হইতেই গুণকর্ম্ম ফলে চারি বর্ণ গঠিত হইয়াছে। আর বৈদিক সাহিত্যে ইহাও দেখা যায় যে একই ব্যক্তির পুত্রগণ বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রাচীনকালে শূদ্রগণই ত্রৈবর্ণিকের পাচকতা করিতেন, এইরূপ প্রমাণও দৃষ্ট হয়। কিন্তু আজ সেই নিয়ম পুনঃ প্রবর্ত্তন কে করিবে? তথাপি আমরা ইচ্ছা করিলেই জাতিভেদ সহজেই উঠিয়া যাইবে না। ব্রাহ্মণগণ, যাঁহারা সমাজের মস্তকে আছেন তাঁহারা দেশের জন্য নিজ স্বার্থ ত্যাগ করিতে আজও প্রস্তুত হন নাই। এ অবস্থায় বরং প্রত্যেক জাতিরই আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা সঙ্গত। যদি দেশে কেবল ব্রাহ্মণ থাকে, এবং আর সকল জাতি রঘুনন্দনের অভিপ্রায় মতে শূদ্র হইয়া থাকে, তবেই কি জাতিভেদ তাড়াতাড়ি উঠিয়া যাইবে? বরং জাতিগুলির মধ্যে পরস্পর ব্যবধান যত কমিবে ততই মিলনের পথ সুগম হইবে। এই কারণে আমি সকল জাতিরই সংস্কার ও উন্নতি আবশ্যক মনে করি।

আপাততঃ বাঙ্গলার কায়স্থগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কায়স্থদের সহিত মিলিত হইয়া এক বৃহৎ সমাজ গঠন করুক, বৈশ্যোচিত ব্যবসায়ে লিপ্ত জাতি-সকল মিলিত হইয়া এক বৃহৎ বৈশ্য জাতি গঠন করুক, যতদিন জাতিভেদ থাকিবে ততদিন সকল জাতিই আত্মোৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করুক, কেহ পড়িয়া না থাকুক। তাহা হইলে এমন দিন আসিবে যখন গুণকর্ম্মবিচারে বর্ণ নির্ণীত হইবে, অথবা সময়োপযোগী অন্যরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

আমাদের দেশে কতিপয় সম্প্রদায়, ব্রাহ্মণ অচ্ছুৎ যাঁহারা সকল জাতির সংস্কার ও উন্নতির চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য এবং বিদেশাগত ব্যক্তিদিগের পক্ষে সমাজের দ্বার রুদ্ধ করার জন্য বর্ষ বর্ষে বিস্তর অর্থব্যয়ে এক ব্রাহ্মণ সভা সংগঠন করেন। আমি ১৩২০ সনে এলাহাবাদে ভারতবর্ষীয় কায়স্থসভায় যাহা বলিয়াছি এবার এখানেও তাহাই বলিতেছি তাঁহা-

দের এই চেষ্টা সফল হইবে না, দেশের লোক তাঁহাদের এই সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষবুদ্ধির সমর্থন করিবে না। বরং তাঁহারা যদি বাঙ্গালার রাঢ়ী- বারেন্দ্র বৈদিক ব্রাহ্মণদিগকে মিলত করিয়া ভারতের অন্য সকল প্রদেশের ব্রাহ্মণদের সহিত সমন্বয় সাধনের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেন, আমরা তাহাতে আহ্লাদিত হইতাম।

আজ সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে আমাদের বালকগণের সৈনিক বৃত্তি শিক্ষা করিয়া বিদেশে গমন করা আবশ্যক হইয়াছে। তাহার যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিলে তাহাদিগকে সাদরে সমাজে গ্রহণ করা আমাদের কর্ত্তব্য হইবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে ব্রাহ্মণসভা আজও বিদেশাগত ব্যক্তিদিগের সমাজে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প। আমরা আশা করি ব্রাহ্মণসভা বা অন্য কোন সাম্প্রদায়িক সভা বিদেশগমনের প্রতিকূলতা দ্বারা সৈন্যবলসংগ্রহের অন্তরায় হইবেন না।

যাহা হউক আমাদের কায়স্থবালকগণ যাহাতে বিদেশে যাইয়া বিবিধজ্ঞান অহরণ করিয়া আত্মোন্নতিও দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে তদ্বিষয়ে আমাদের অবহিত হওয়া উচিত। গত পনর বৎসর মধ্যে আমরা কায়স্থ বালকবালিকাগণের উপযুক্ত শিক্ষালাভের কোন ব্যবস্থা করিতে পারি নাই। কায়স্থসভার এই উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। উত্তর পশ্চিমের পরলোকগত মহাত্মা কালীপ্রসাদ এই জন্য সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অর্থেই এলাহাবাদ কায়স্থপাঠশালা নামক প্রথম শ্রেণীর কলেজ পরিচালিত হইতেছে। বাঙ্গালার কোন সম্পৎশালী কায়স্থ সজাতির হিতার্থে এইরূপ সর্ব্বত্যাগী হইবেন এমন আশা অদ্যাপিও করিতে পারি না। কিন্তু আমরা দরিদ্র বালকবালিকাগণের শিক্ষালাভের জন্য এবং প্রতিভাবান্ বালকদিগকে বিদেশে প্রেরণের জন্য বৎসর ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিতে পারি নাকি? এ বিষয়ে কি করা যাইতে পারে তাহা আপনারা চিন্তা করুন।

ভারতবর্ষে প্রত্যেক হিন্দু জাতিরই সাম্প্রদায়িকভাবে নিজ জাতির সুখ ও সম্পদ বৃদ্ধি চেষ্টা করার একটা প্রয়োজনীতা আছে। আমাদের সমাজের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, সাহা প্রভৃতি জাতির মধ্যে যে ব্যবধান রহিয়াছে, ইয়োরোপের ইংরেজ, জর্ম্মাণ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির মধ্যেও তত ব্যবধান নাই।

ইংরেজ বণিক তাহার কন্যাকে জর্ম্মণীর কাউন্টের নিকট বিবাহ দিতেছেন, ইংলণ্ডের অভিজাত যুবক মার্কিন ধনকুবেরের কন্যা বিবাহ করিতেছেন, মার্কিনের ক্রোড়পতি ফরাসীদেশের সুশিক্ষিতা রমণীর পাণিগ্রহণ করিতেছেন। এইরূপে এক দেশের নরনারী অন্য দেশের লোকের ধন সম্পদের অংশভাজন হইতেছেন। কিন্তু আমরা ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি এক গ্রামে বাস করিলেও একে অন্যের সম্পদে বিশেষ লাভবান হইতে পারি না কেহ কাহারও দায়াদ হইতে পারি না। আপনারা কায়স্থ, কায়স্থ সমাজেই আপনাদের পুত্রের বিবাহ করাইতে হইবে, কন্যা পাত্রস্থ করিতে হইবে। কায়স্থ জাতি বিদ্যা বুদ্ধি ও ধন সম্পদে উন্নত হইলেই আপনারা সহজে সুপাত্র ও সুপাত্রী সংগ্রহের এবং অন্য শত প্রকার সুখশান্তির আশা করিতে পারেন। প্রত্যেক জাতির সম্বন্ধেই এই কথা।

আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রায় সকল জাতিরই জাতিগত ব্যবসায় অদ্যাধিক অক্ষুণ্ণ আছে, কিন্তু কায়স্থের জাতিগত ব্যবসায় লুপ্ত হইয়াছে, অব্রাহ্মণ সকল জাতিই এখন কায়স্থের ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই আমাদের বালকবালিকাগণের সর্ব্বোত্তম শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আমাদের বালকগণ উচ্চশিক্ষা লাভ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, কেবল চাকুরী ও ওকালতীর জন্য লেখাপড়া শিখিলেই চলিবে না, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, চিকিৎসা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় শিক্ষা ও তদ্বারা অর্থাগমের উপায় করা এখন একান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কি প্রণালীতে কি করিলে আমাদের এ বিষয়ে সফল হইব তাহা আপনারা চিন্তা করুন।

আমাদের সমাজশরীরে পণপ্রথারূপ যে কীট প্রবেশ করিয়াছে তাহা বিনাশ করার জন্য আমাদের বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্যক। পণপ্রথার অপকারিতা সম্বন্ধে আপনারা সংবাদপত্রাদিতে বিস্তর আলোচনা দেখিতেছেন, কত মর্ম্মস্পর্শী কবিতা পাঠ করিয়াছেন ইহা অন্যায় কার্য্য আমরা সকলেই বলি, অথচ কার্য্যকালে অর্থলোভ সংবরণ করিতে পারি না। পক্ষান্তরে ইহাও দেখা গিয়াছে যে অনেক কৃতবিদ্য যুবক অর্থ ও অলঙ্কারাদির দাবী সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া বিবাহ করিয়াছেন, কেহ কেহ ভাবী শ্বশুর হইতে মাতাপিতা যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ফেরত দেওয়াইয়া বিবাহ করিয়াছেন। বাস্তবিক

আমাদের যুবক ও বালকগণ কৃতসঙ্কল্প হইলে এই পাপপ্রথা অচিরেই উঠিয়া যাইবে। আমি যুবক ও বালকগণকে বলি, আপনারাই আমাদের ভবিষ্যত আশা স্থল। আপনারা শপথ করুন, পণ লইয়া বিবাহ করিবেন না। আপনারা স্মরণ রাখিবেন আজ যে পণ লইয়া পরের কন্যা বিবাহ করিতেছেন তিনি তদ্বারা নিজের ভাবী কন্যাগণেরই দুর্দ্দশা বাড়াইতেছেন।

কায়স্থ যুবক ও বালকগণকে আমার আর একটী কথা বলিবার আছে। আপনারা জানেন আপনারা ক্ষত্রিয়; আজ সেই ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য্য প্রদর্শনের এক মহা সুযোগ আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছে। আজ গবর্ণমেণ্ট ও দেশনায়কগণ আপনাদিগকে বাঙ্গালী সৈন্যদলে যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছেন। আপনারা এই সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না। ইহা আনন্দের বিষয় যে দুইজন কায়স্থ নেতার অসীম উদ্যম ও চেষ্টার ফলেই বেঙ্গল আম্বুল্যান্স কোর ও বেঙ্গল রেজিমেণ্ট গঠিত হইয়াছে। ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ও ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিক এ জন্য আমাদের ধন্যবাদার্হ। এ যাবৎ যাহারা সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছেন তাহাদের এক তৃতীয়াংশ কায়স্থ। ইহা বাঙ্গলার বিভিন্ন জাতির সংখ্যানুপাতে যথেষ্ট হইলেও অতীতপরাক্রমগর্ব্বিত কায়স্থজাতির পক্ষে যথেষ্ট নহে। আমি এ জন্য আমার সজাতীয় যুবকগণকে বলিতেছি আপনারা আরও অধিক সংখ্যায় সৈন্যদলে যোগদান করিয়া এবং রণক্ষেত্রে অনন্য সাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও অকুতোভয়তা প্রদর্শন করিয়া আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্বের গৌরব রক্ষা করুন। লেফ্‌ন্যাণ্ট সুরেশচন্দ্র, সেনাপতি মোহনলাল, মহাবীর সীতারাম, রণশার্দ্দূল প্রতাপাদিত্য, আর্য্যাবর্ত্তবিজয়ী পালরাজগণ প্রমুখ সজাতীয় পূর্ব্বগণের অমর বীরত্ব আজ আপনাদিগকে বীরব্রতে উৎসাহিত করুক।

সর্ব্বশেষে আমি বঙ্গীয় কায়স্থের চারি সমাজের মিলন সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। রাঢ় বঙ্গ ও বারেন্দ্র—উত্তর রাঢ়ীয় দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র এই চারিটী সমাজ আছে তন্মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ প্রচলন করা আপনাদের এক প্রধান কর্ত্তব্য। এ যাবৎ এ বিষয়ে আপনারা আজ অবধি সফলতা লাভ করিয়াছেন শ্রদ্ধাস্পদ প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে বাঙ্গলার চারি সমাজ কায়স্থই মূলে এক শাখারই এক পূর্ব্ব

পুরুষগণের সম্মতি, কেবল দেশভেদে সমাজভেদ করিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন চারিসমাজের বিভিন্ন কুলপ্রথাই ঐক্য সাধনের প্রধান অন্তরায়। এই ধারণা ভিত্তিহীন না হইতে পারে। কিন্তু আপনারা ভুলিয়া যাইবেন না যে সমাজের সংস্কার সাধনের জন্যই আপনারা কায়স্থ সভা স্থাপন করিয়াছেন; সংস্কার সাধন করিতে হইলেই প্রচুর মানসিক বলের প্রয়োজন। আপনারা স্বজাতির কল্যাণের জন্য—ভাবী বংশধরগণের কল্যাণের জন্য যদি এই মিলন আবশ্যক বুঝিয়া থাকেন তবে সকল অন্তরায় দলন করিয়া বীরের ন্যায় অগ্রসর হউন। আমরা আপন ঘরে যদি এই ক্ষুদ্র মিলন সংসাধন করিতে না পারি তবে ভারতীয় কায়স্থের বিরাট মিলন কিরূপে আশা করিব।

আজ উপনয়ন সংস্কারের সহিত আমাদের সকল কুসংস্কার দূরীভূত হউক যাহা সত্য যাহা শুভ, তাহা গ্রহণের জন্য আমাদের হৃদয়-দ্বার উন্মুক্ত হউক হৃদয়ের সকল দৈন্য, সকল দ্বেষ অপসারিত হউক সমাজ ও দেশে আজ একতা বিস্তার উদার কায়স্থ জাতির মূলমন্ত্র হউক; অধ্যবসায় ও প্রতিজ্ঞাপালন যাহা পুরাতন ক্ষত্রিয় চরিত্রের প্রধান বিশেষত্ব ছিল তাহাই আমাদের চরিত্রের অলঙ্কার হউক। একতা হইতে শ্রেষ্ঠ সম্পদ, একতা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধন আর কিছু নাই। একতা ও সমতার যে শক্তি যে প্রীতি যে আনন্দ তাহাই আজ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হউক। আজ আপনারা পূর্ব্বপিতৃগণের সেই সুধা-সঙ্গীত স্মরণ করিয়া আবার প্রবুদ্ধ হউন—

সমানী ব আকূতিঃ সমানী হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনঃ যথা বঃ সুসহাসতি ॥

শ্রীশ্রীনাথ রায়বর্ম্মা।

শরতে শ্রীশক্তির সম্বর্দ্ধনা।

রাত্রিঃ শশাঙ্কোদিত সৌম্যবক্ত্রা
তারাগণোন্মীলিতচারুনেত্রা।
জ্যোৎস্নাংশুকপ্রাবরণাবিভাতি
নারীব শুক্লাম্বরসংবৃতাঙ্গী ॥১॥

প্রকীর্ণ হংসাকুলমেখলানাং
প্রবুদ্ধ পদ্মোৎপলমালিনীনাম্।
বাপ্যুত্তমানামধিকাদ্য লক্ষ্মী
র্বরাঙ্গনানামিব ভূষিতানাম্ ॥২॥

বাল্মীকেঃ।

কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা
সোন্মাদহংসরবনূপুরনাদরম্যা।
আপক্কশালিরুচিরা তনুগাত্রযষ্টিঃ
প্রাপ্তা শরন্নববধূরিব রূপ-রম্যা ॥৩॥

কাশৈর্মহী শিশিরদীধিতিনা রজন্যো
হংসৈর্জলানি সরিতাং কুমুদৈঃ সরাংসি।
সপ্তচ্ছদৈঃ কুসুমভারনতৈর্বনান্তাঃ
শুক্লীকৃতান্যুপবনানি চ মালতীভিঃ ॥৪॥ কালিদাসস্য

সমুদিত-শশধর-সুন্দর-বদনা,
বিকশিত তারারূপ সুচারু নয়না,
পরিধানে জ্যোৎস্নারূপ ধবল অম্বর,
নারীরূপে বিভাবরী শোভিছে সুন্দর ॥১॥

অগণ্য হংসকুলে মেখলা শালিনী,
বিকশিত কুবলয়-কমল-মালিনী,
সুচারু সরসীকুল শোভিছে, যেমন
রত্নভূষা-সুভূষিত বরাঙ্গনাগণ ॥২॥

আসিল শরদ্‌বালা, ত্রিজগৎ রূপে আলা,
নববধূ মত তার রূপ মনোহর।
কাশফুল শুভ্রবাস, পরিধানে সুপ্রকাশ,
বিকচ কমল যেন বদন সুন্দর

মদমত্ত হংসগণ, রব করে অনুক্ষণ,
চরণে নূপুর যেন বাজে সুশোভন।
চারিদিকে স্বর্ণপ্রায়, শস্যশালি শোভা পায়
রূপসীর অঙ্গছটা মানস-মোহন ॥৩॥

কাশকুসুমে দিকে দিকে হের ধবলবরণা ধরণী,
শুভ্র সুধাকর উজল কিরণে দিগন্ত প্লাবিতা রজনী,
কুমুদ কহ্লার শোভিত সরসী বিমল বিশদ বরণা,
হংস-ধবলিত-মরাল-পূরিত তটিনী ত্বরিত গমনা,
কুসুমশোভিত সপ্তচ্ছদ কত কত শত মঞ্জুমালতী,
বন উপবন ধরেছে কেমন শ্বেতবরণের আরতী ॥৪॥

অনুপমা সে সুষমা লয়ে আপনার,
শুদ্ধশুভ্রভূষাময়ী শরৎসুন্দরী,
সমাগত বঙ্গদেশে, প্রকৃতি বালার
কুসুমকোমল-করকিসলয় ধরি ॥৫॥

যে শোভা নেহারি নেত্রে বাল্মীকি আপনি
গাহিলা বন্দনাগীতি পূরিয়া হৃদয়,
যে শোভায় মত্ত হ'য়ে কবি শিরোমণি
কালিদাস হর্ষভরে গাহিলেন জয় ॥৬॥

সেই শুভ্র শোভারাশি অঞ্চলে পূরিয়া
হাস্যমুখে লাস্যলীলা-গমনে সুন্দরী,
এখনো এ বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়া
আসেন শারদ-লক্ষ্মী করুণা বিতরি ॥৭॥

চেয়ে দেখ, জলে, স্থলে, অনিলে, আকাশে,
শরতের শোভারাশি তেমনি সুন্দর,
ফুলে গন্ধ, ফলে রস, পরশ বাতাসে,
দিতেছেন সমভাবে এখনো ঈশ্বর ॥৮॥

বরষার ঝর ঝর বরষণ পরে
শরতের পরশনে সব নিরমল ;
আবার আনত তরু কুসুমের ভরে,
বিকসিত সরোবরে কুমুদ কমল ॥৯॥

বলিতেছ তুমি কোতে—বৃথা শোভারাশি,
বৃথা প্রশংসার বাণী অমূলক সব,—
বৃথা শুভ্র সুধামাখা চন্দ্রমার হাসি,
ওই শুন জগতের হাহাকার রব ! ॥১০॥

ওই শুন সমরের বিষম হুঙ্কার,
কালের প্রলয় লীলা সংহারের রোল,
ওই শুন মুমূর্ষুর ঘোর হাহাকার,
ব্যথিতের শোকপূর্ণ করুণ কল্লোল ! ॥১১॥

হের ওই নিয়তির নৃশংস শাসন,
অর্দ্ধ বসুন্ধরাপতি-রুষিয়ার জার,
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যাঁর কাঁপিত শমন,
কিবা নিদারুণ মৃত্যু ভাগ্যে ছিল তাঁর ॥১২॥

রণে মৃত্যু, রোগে মৃত্যু, মৃত্যু অনাহারে,
শোকে, তাপে, আশঙ্কায়, মৃত্যু অগণন,
মৃত্যু ! মৃত্যু ! ঘোর রব উঠেছে সংসারে !
নাচিছে মৃত্যুর মূর্ত্তি বিকট ভীষণ ! ॥১৩॥

শোভা ! শোভা দেখিবার এই কি সময় ?
শোভা দূরে থাক, আজি এ ঘোর ব্যসনে
ভু'লে গেছি ইষ্টমন্ত্র ! মনে নাহি হয়
একবার প্রাণভ'রে ডাকি নারায়ণে ॥১৪॥

ঠিক কথা, সত্য কথা, নাহিক সংশয়,
ভু'লে গেছি ইষ্টমন্ত্র, ভু'লে গেছি মায়,
কি যে মোহে ডু'বে আছি, মনে নাহি হয়
একবার প্রাণভ'রে উচ্চে ডাকি তাঁয় ॥১৫॥

সেই দেশ, শিরোপরে সেই হিমালয়,
সেইরূপ পদপ্রান্তে লুটিছে সাগর,
আকাশেতে চন্দ্র সূর্য্য হ'য়েছে উদয়,
সকলি সেরূপ আছে বিশ্বচরাচর ॥১৬

শুধু সেই ঋষি নাই, যার মন্ত্রবলে—
হৃদয়েতে বিশ্বশক্তি জাগিত তখন,
যে শক্তির প্রভাবেতে জলে কিংবা স্থলে
লভিত ভারতবাসী অমূল্যরতন ॥১৭

ঋষি নাই, তবু আছে মন্ত্রশক্তি তাঁর,
আছে শাস্ত্র, আছে শক্তি ব্রহ্মাণ্ডজননী,
তমোনিদ্রা পরিহরি শুধু একবার
বোধনে প্রবৃত্ত হও, দেখিবে অমনি ॥১৮॥

জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ হইবে হৃদয়,
কোটী সূর্য্য প্রভাময়ী বিশ্বশক্তীশ্বরী.
প্রসন্ন সহাস্যমুখে হইয়া উদয়
দিবেন অভীষ্ট ফল তব হাতে ধরি ॥১৯॥

এই সুসময়, হের প্রসন্ন আকাশ,
বিদূরিত তমোমেঘ বরষার পরে;
জলস্থল সুনির্ম্মল, নির্ম্মল বাতাস
শরতের শোভারাশি, জনমন হরে ॥২০॥

এই সুসময় তাঁর, ডাকো প্রাণভরে,
জীবনের মূলশক্তি কর উদ্বোধন ;
দূরে যাবে দুঃখক্লেশ জননীর বরে,
লুপ্ত শক্তি পাবে পুনঃ ফিরিয়া আপন ॥২১॥

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ ।

ব্রজলীলা ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ প্রেয়সী বর্গকে শ্রীরূপগোস্বামীপাদ এই রূপে বিভাগ করিয়াছেন যথা—
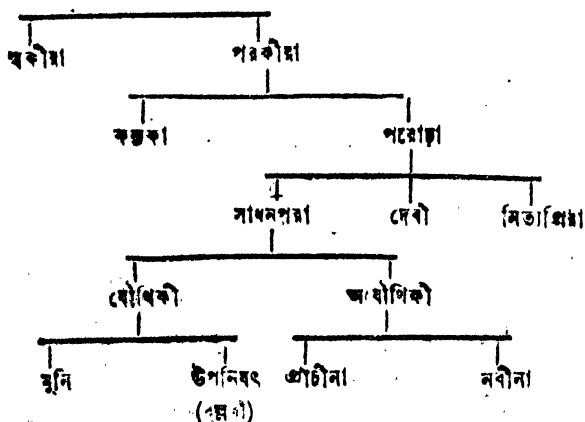
পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, শ্রীরাধা ও চন্দ্রাবলী এই দুইজন শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়া এক্ষণ তাঁহাদের গণ কথিত হইতেছে :—

তত্র শাস্ত্রে প্রসিদ্ধাস্তু রাধা চন্দ্রাবলী তথা ।
বিশাখা ললিতা শ্যামা পদ্মা শৈব্যা চ ভদ্রিকা ॥
তারা বিচিত্রা গোপালী ধনিষ্ঠা পালিকাদয়ঃ ।
চন্দ্রাবল্যেব সোমাভা গান্ধর্ব্বা রাধিকৈব সা ॥

অনুরাধাতু ললিতা নৈতাস্বেনোদিতাঃ পৃথক্ ।
লোকপ্রসিদ্ধ নামাস্তু খঞ্জনাক্ষী মনোরমা ॥
মঙ্গলা বিমলালীলা কৃষ্ণা সারী বিশারদা ।
তারাবলী চকোরাক্ষী শঙ্করী কুঙ্কুমাদয়ঃ ॥
ইত্যাদীনাস্তু শতশো যুথানি ব্রজসুভ্রুবাং ।
লক্ষসংখ্যাস্তু কথতা যুথে যুথে বরাঙ্গনাঃ ॥
সর্ব্বাযুথাধিপা এতা রাধাস্থা কুঙ্কুমস্থিমাঃ ।
বিশাখাং ললিতাং পদ্মাং শৈব্যাঞ্চ প্রোক্ত নীর্ত্তিতাঃ ॥
কিন্তু সৌভাগ্যা সৌরেখ্যা অষ্টৌ রাধাদয়া মতাঃ ।
যুথাধিপাস্বেকপো চত্বাং প্রধানা ললিতাদয়ঃ ॥
যেষ্টু রাধা দস্তাবস লোভাৎ সখ্য রুচিং দধুঃ ।

শাস্ত্রপ্রসিদ্ধা নিত্যপ্রেয়সীগণ মধ্যে রাধা, চন্দ্রাবলী, বিশাখা, ললিতা, শ্যামা, পদ্মা, শৈব্যা, ভদ্রা, তারা, চিত্রা, গোপালী, ধনিষ্ঠা এবং পালিকা ইত্যাদ্যা প্রধানা।

চন্দ্রাবলীর অন্য নাম সোমাভাঃ, রাধিকার নামান্তর গান্ধার্ব্বা, ললিতার অন্য নাম অনুরাধা এজন্য পৃথক করিয়া উল্লেখ করা হইল না।

অপর খঞ্জনাক্ষী মনোরমা, মঙ্গলা, বিমলা, লীলা, কৃষ্ণা, শারী, বিশারদা, তারাবলী, চকোরাক্ষী, শঙ্করী, কুঙ্কুমা আদিও লোক প্রসিদ্ধা।

এই ব্রজাঙ্গনাগণের প্রত্যেকের শত শত যুথ ও এক এক যুথে লক্ষ লক্ষ বরাঙ্গনা পরিগণিত হয়। বিশাখা, ললিতা, পদ্মা, এবং শৈব্যা এই চারিটী সখী ব্যতিরেকে রাধাদি কুঙ্কুমা পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই যুথেশ্বরী; কিন্তু সৌভাগ্যাধিক্য প্রযুক্ত রাধাদি অষ্ট যূথেশ্বরী প্রধানা বলিয়া সম্মত।

যদিও ললিতাদি সখীগণ যুথেশ্বরী যোগ্যা তথাপি তাহাদিগের রাধাদিভাবের প্রতি লালসা প্রযুক্ত সখ্যবিষয়ে রুচি হয়।

উপরোক্ত সংস্কৃতের ভাষা সরল সুতরাং বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

বিবিধপ্রসঙ্গ।

আশ্বিন মাসের প্রতিভা বহু বিলম্বে প্রচারিত হইল। পূজার বন্ধোপলক্ষে আমি পীড়িতাবস্থায় বাটীতে যাই, আমার অনুপস্থিতিকালে শ্রীযুক্ত অঘোরলাল দাস সহকারী সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইয়াছে ভ্রম প্রমাদ এবং বিলম্ব গ্রাহক মহোদয়গণ দয়া করিয়া ক্ষমা করিবেন। আমার শরীরের যে প্রকার অবস্থা তাহাতে আগামী বর্ষ অর্থাৎ ১৩২৭ সন হইতে "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" আমি যে চালাইতে পারি এরূপ বোধ হয় না। বিগত একাদশ বর্ষ আমি অন্ত কোন ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত প্রতিভা চালাইয়াছি, কিন্তু এইক্ষণ প্রতিভার আর্থিক অবস্থা শোচনীয়,যদি কোন মহাত্মা প্রতিভার ভার গ্রহণ করিতে চাহেন তবে সত্বর জানাইবেন।

২। গ্রাহকমহোদয়গণ আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ বিজয়ার নমস্কার এবং আলিঙ্গন গ্রহণ করিবেন, আশা করি তাঁহাদিগের অনুগ্রহ এই বৃদ্ধ সম্পাদকের প্রতি অক্ষুণ্ণ রহিবে, তাহার প্রার্থনা এই যে ভিঃ, পিঃ, গুলি বাহাবামাত্র গ্রহণ করেন।

৩। দৈনিক ২৫শে অক্টোবর তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত একটী আশ্চর্য্য ঘটনা মুদ্রিত হইয়াছে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের পুত্র মিঃ,পি, আর, দাস যিনি বর্ত্তমানে পাটনা আদালতে ব্যারেষ্টার আছেন এবং মিঃ, সুধীর রায়, যিনি কলকাতা হাইকোর্টের জনৈক ব্যারিষ্টার ইহারা উভয়ে লিখিতেছেন :—

অগ্ন কয়েক দিবস হইল আমারা কার্য্যব্যপদেশে বেহার প্রদেশান্তর্গত ডুমরাওন আতিথি শালায় বাস করিতেছিলাম দুই তিন দিবস হইল একদা প্রত্যুষে ৫ ঘটিকার সময় আমরা প্রাতঃভ্রমণ উদ্দেশে উক্ত ডাকবাংলা হইতে সদর রাস্তা দিয়া বেড়াইতেছিলাম, আমাদিগের প্রায় দুইশত হস্ত ব্যবধান একজন বৃদ্ধ লোক যাহার মস্তকে এবং শশ্রুরাজী শ্বেতবর্ণ কেশে আচ্ছাদিত অতি ধীর পদে আমাদিগের অগ্রে অগ্রে যাইতেছিল আমরা তাহার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র দেখিলাম যে সে ব্যক্তি বাতাসের উপর দিয়া শূন্যভরে যাইতেছে। আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইবা মাত্র সেই ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে উর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে এবং পরিশেষে দুই তিন শত ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া অন্তর্দ্ধ্যান হইয়া গেল

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভ

মাসিক পত্রিকা।

১১শ খণ্ড } কার্ত্তিক মাস ১৩২৫ সাল। { ৭ম সংখ্যা

রাসলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ব্রজাঙ্গনাগণ তিনশত ষাটপ্রকার পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় করিয়াছেন যথা :—

প্রথমং স্বীয়া পরকীয়া, ইতি দ্বিবিধাঃ কাত্যায়নিব্রতপরাণাং কন্যানাং মধ্যে যা গান্ধর্ব্বেণ বিবাহিতাঃ তাঃ স্বীয়াঃ। তদন্যা ধন্যাদয়ঃ কন্যা পরকীয়া এব। শ্রীরাধাদ্যাস্তু প্রৌঢ়াঃ পরকীয়া এব। কিন্তুতাঃ গোকুলে স্বীয়া অপি পিত্রাদি সম্বন্ধা পরকীয়া এব। দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাদ্যাঃ স্বীয়া এব। ততশ্চ মুগ্ধা মধ্যা প্রগল্‌ভা ইতি ত্রিবিধাঃ। মধ্যামান সময়ে ধীরা মধ্যা অধীরা মধ্যা, ধীরা ধীরা মধ্যা ইতি ত্রিবিধাঃ। বক্রোক্তি গবিত্র ভর্ৎসনকারিণী যা সা ধীরা মধ্যা পরুষ বাক্‌ কোপ্‌ প্রকাশিকা যা সা অধীরা মধ্যা। মিশ্রিত বাক্যা, যা সা ধীরা ধীরা মধ্যা শ্রীরাধা। তত্র প্রগল্‌ভাপি ধীর প্রগল্‌ভা অধীর প্রগল্‌ভা ধীরাধীর প্রগল্‌ভাচেতি ত্রিবিধা। তত্র নিজ রোষ গোপনপরা সুরতে উদাসীনা যা সা ধীর প্রগল্‌ভা পালিকা, চন্দ্রাবলী তত্রা চ। নিষ্ঠুর তর্জ্জনের কর্ণোৎপলেন পদ্মেন বা কৃষ্ণং তাড়য়তি সা অধীর প্রগল্‌ভা শ্যামলা। রোষ সঙ্গোপনং

কৃত্বা কিঞ্চিৎ তর্জ্জনং করোতি যা সা ধীরাধীর প্রগল্ভা মঙ্গলা। মুগ্ধাতি যৌবনে মৌন সা এ পরা এক বিধৈব। এবং ত্রিবিধা মধ্যা, প্রগল্ভা ত্রিবিধা মুগ্ধা একবিধা ইতি সপ্তধা। স্বীয়া পরকীয়া ভেদেন চতুর্দ্দশ বিধা। কন্যা চ মুগ্ধৈবৈকবিধা ইতি পঞ্চদশ বিধা নায়িকা ভবন্তি ইতি। অথাষ্টনায়িকা অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা। অভিসারয়তি কৃষ্ণং স্বয়ং বাভিসরতি যা সাভিসারিকা। কুঞ্জমন্দিরে শয্যাসনং মাল্য তাম্বুলাদিকং সজ্জা সমুৎসুকা করোতি যা সা বাসকসজ্জা। কৃষ্ণ বিলম্বে সতি তেন বিরহেণোৎকণ্ঠাতে যা সা বিরহোৎকণ্ঠিতা। যদি যাতোব কৃষ্ণস্তদা বিপ্রলব্ধা। প্রাতরাগতং অন্য কান্তা সম্ভোগচিহ্নযুক্তং কৃষ্ণং রোষেণ পশ্যতি যা সা খণ্ডিতা। মানান্তে পশ্চাৎ তাপং করোতি যা সা কলহান্তরিতা। কৃষ্ণস্য মথুরাগমনে সতি যা দুঃখার্ত্তা সা প্রোষিতভর্তৃকা সুরতান্তে বেশাদার্থং যা কৃষ্ণ স পয়তি সা স্বাধীন ভর্তৃকা। এবং পঞ্চদশানামষ্ট গুণিত যেন বিংশত্যুত্তর শতানি। পুনশ্চোত্তম মধ্যম কনিষ্ঠত্বেন ষষ্ঠ্যুত্তরানি ত্রীনি শতানি। নায়িকা ভেদানাং তাসাং ব্রজসুন্দরীণাং মধ্যে কশ্চিন্নত্য সিদ্ধা শ্রীরাধা চন্দ্রাবল্যাদয়ঃ কশ্চিৎ সাধনসিদ্ধাঃ। তত্র কশ্চিৎ মুনিপূর্ব্বাঃ কশ্চিৎ শ্রুতিপূর্ব্বাঃ কশ্চিৎ দেবা ইতি চেতব্যাঃ।

গোপাঙ্গনাগণ প্রথমতঃ স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে দ্বিবিধ। কাত্যায়নিব্রতপরা গোপকন্যাগণের মধ্যে যাহাদিগের গান্ধর্ব্ব বিধানে শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে তাঁহারাই স্বকীয়া। তদ্ভিন্ন ধন্যাদি গোপকন্যা সকল পরকীয়া। শ্রীরাধাদি প্রৌঢ়াগণ পরকীয়া। কতকগুলি গোকুলে স্বীয়া ও পিত্রাদি গুরুজনের ভয়ে পরকীয়া। দ্বারকাপুরে রুক্মিণ্যাদি মহিষী সকল স্বকীয়া। স্বকীয়া ও পরকীয়া প্রত্যেকেই মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভাভেদে ত্রিবিধ। মধ্যা মানসময়ে ধীরামধ্যা, অধীরা মধ্যা ও ধীরাধীরা মধ্যা এই ত্রিবিধ। যিনি সাপরাধ পতিকে উপহাসের সহিত বক্রোক্তি করেন তিনি ধীরা মধ্যা। যিনি রোষ প্রকাশ করিয়া নিষ্ঠুর বাক্যপ্রয়োগ করেন তিনি ধীরাধীরা মধ্যা। প্রগল্ভা ও ধীরা প্রগল্ভা, অধীর প্রগল্ভা এবং ধীরাধীরা প্রগল্ভাভেদে ত্রিবিধ। যিনি নিজ রোষ গোপন করেন এবং সুরত বিষয়ে উদাসীন হন তিনি ধীর প্রগল্ভা যথা পালিকা, চন্দ্রাবলী ভদ্রাচ।

যিনি নিষ্ঠুর তর্জ্জনদ্বারা কর্ণোৎপলদ্বারা ও পদ্মদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়নকরেন তিনি অধীর প্রগল্‌ভা যথা শ্যামলা। যিনি কোপ সঙ্গোপন করিয়া কিঞ্চিৎ তর্জ্জন করেন তিনি ধীরাধীরা প্রগল্‌ভা যথা মঙ্গলা। যিনি অত্যন্ত রোষে ও কেবল মৌনমাত্রপরায়ণা হয়েন তিনি মুগ্ধা। মুগ্ধা এক প্রকার তাহার ভেদ নাই। মধ্যা ত্রিবিধা, প্রগল্‌ভা ত্রিবিধা এবং মুগ্ধা একবিধা। এই সপ্তপ্রকার স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদে চতুর্দ্দশ প্রকার। কন্যা এক প্রকার, এই প্রকারে নায়িকা পঞ্চদশ প্রকার। ইহারা আবার অষ্ট প্রকার যথা অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিরহোৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা প্রোষিত ভর্ত্তৃকা এবং স্বাধীন ভর্ত্তৃকা। যিনি কৃষ্ণকে অভিসার করান কিম্বা নিজেই অভিসার করেন তিনি অভিসারিকা। যিনি কৃষ্ণের অভিলাসানুসারে কুঞ্জভবনে অবস্থান করিয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা এবং নিজের দেহ ও বাসগৃহ সজ্জিত করেন তিনি বাসকসজ্জা কৃষ্ণ বিলম্ব করিলে তাঁহার বিরহে যিনি উৎকণ্ঠিতা হন তিনি বিরহোৎকণ্ঠিতা। যদি কৃষ্ণ অন্য নায়িকার নিকট গমন করেন এবং কৃষ্ণকর্ত্তৃক বঞ্চিতা হন তিনি বিপ্রলব্ধা। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রাতঃকালে আগমন করিতে দেখেন ও অন্য কান্তা কর্ত্তৃক সম্ভোগ চিহ্নযুক্ত দর্শন করিয়া রুষ্ট হয়েন তিনি খণ্ডিতা। যিনি পাদানত কান্তকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎ অনুতাপ করেন তিনি কলহান্তরিতা। কৃষ্ণ মথুরা গমন করিলে যিনি দুঃখার্ত্তা হয়েন তিনি প্রোষিত ভর্ত্তৃকা সুরতান্তে বেশাদির জন্য যিনি কৃষ্ণকে আদেশ করেন তিনি স্বাধীন ভর্ত্তৃকা। নায়িকা এইরূপে একশত বিংশতি প্রকার।

পুনশ্চ উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠভেদে তিনশত ষাট প্রকার। উক্ত নায়িকা সকলের মধ্যে কতকগুলি নিত্যসিদ্ধা শ্রীরাধা চন্দ্রাবলী আদি। কতকগুলি সাধনসিদ্ধা ছিলেন। সাধনসিদ্ধার মধ্যে কতকগুলি মুনিপূর্ব্বা, কতকগুলি শ্রুতি পূর্ব্বা এবং কতকগুলি দেবী।

ঐ নায়িকাগণের স্বভাব যথা—

কশ্চিৎ প্রখরাঃ শ্যামলামঙ্গলাদয়ঃ কশ্চিন্মধ্যা শ্রীরাধিকা পালি প্রভৃতয়ঃ। কশ্চিন্মৃদ্বীতি খ্যাতাশ্চন্দ্রাবল্যাদয়ঃ। অথ স্বপক্ষঃ সুহৃৎপক্ষ, তটস্থপক্ষো বিপক্ষ ইতি ভেদ চতুষ্টয়ংস্যাৎ। তত্রাপি কশ্চিদ্বামাঃ কশ্চিদ্‌ দক্ষিণাশ্চ। শ্রীরাধায়া স্বপক্ষঃ ললিতা বিশাখাদি সুহৃদপক্ষঃ শ্যামলা যুথেশ্বরী, তটস্থপক্ষঃ ভদ্রা প্রতিপক্ষ

চন্দ্রাবলী। তত্র কশ্চিদ্ বামাঃ কশ্চিদ্দক্ষিণাঃ স্যুঃ শ্রীমতী রাধিকা বামা মধ্যা তারাবলি বসনা। ইন্দুরেখা বামা প্রখরা, অরুণবস্ত্রা। রঙ্গদেবী তুঙ্গবিদ্যা বামে, প্রখরে রক্তবস্ত্রেচ। সর্ব্বা এব গৌরবর্ণাঃ। চম্পকলতা বামা মধ্যা নীলবস্ত্রা। চিত্রা দক্ষিণা মৃদ্বী নীলবসনা। তুঙ্গবিদ্যা দক্ষিণা প্রখরা শুক্লবস্ত্রাচ। শ্যামলা বামা দক্ষিণ্যযুক্তা প্রখরা রক্তবস্ত্রা। ভদ্রা দক্ষিণা মৃদ্বী চিত্রবসনা। চন্দ্রাবলী দক্ষিণা মৃদ্বী নীলবস্ত্রা অন্যাঃ সখী পদ্মা দক্ষিণা প্রখরা; শৈব্যা দক্ষিণা মৃদ্বী। সর্ব্বাএব রক্তবস্ত্রাঃ।

উপরোক্ত সংস্কৃতের ভাষা সরল সুতরাং বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল না।

(ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

উপন্যাস

শ্রীমতী "আর্য্যকায়স্থ প্রতিভা"র পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় আদেশ দিয়াছেন,—গল্প লেখ, পাঠকেরা, বিশেষতঃ শ্রীমতী পাঠিকাগণ উপন্যাস পড়িতেই ভালবাসেন। তাই শীঘ্র একটি উপন্যাস লিখিয়া পাঠাইবে।"

প্রকৃতই বাঙ্গালাদেশের 'উপন্যাসের' বড় প্রভাব। আধুনা এদেশে 'উপন্যাসই,, বিকায়, আর সব অচল। সাহিত্যের বাজারে 'উপন্যাসই' লক্ষ্মীর বাস। তাই শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অধ্যাপক, মাষ্টার, ছাত্র, যুবক, বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী, সকলেই" উপন্যাস„ 'উপন্যাস' করিয়া অস্থির। টোলের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পর্য্যন্ত 'উপন্যাসের' উপদেবতার তাড়নায় অস্থির। অন্যে পরে কা কথা,—ধর্ম্মশাস্ত্র এবং বেদান্তের অধ্যাপক, নব্যন্যায়শাস্ত্রে প্রগাঢ়প্রতিষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ও 'উপন্যাস' লিখিবার লালসায় লালায়িত। প্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানী প্রবীণ শাস্ত্রী মহাশয় ত 'উপন্যাসের' কল্যাণেই অনেক শ্রীমান্ শ্রীমতীর নিকট পরিচিত! ৺বঙ্কিম বাবু ভাগ্যে 'উপন্যাস' লিখিয়া ছিলেন, তাই তিনি বঙ্গবঙ্গে বেদব্যাসাধিক সম্মান পাইতেছেন। সে দিন এক নূতন সরস্বতী 'বেদান্তপরিভাষার' অনুবাদে হাতে খড়ি লইয়া অবশেষে 'উপন্যাসে' আত্মদর্শন না আত্ম-

সমর্পণ করিয়াছেন। কেবল আমার বন্ধুবর বিত্তারত্নই বেদান্তে বদ্ধ রহিলেন। কিন্তু সে দৃষ্টান্ত দুলর্ভ, তাঁহার কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয়ের আজ্ঞা আমার শিরধার্য্য, সুতরাং আমাকে 'উপন্যাস' লিখিতে হইবে। কিন্তু প্রথমেই বিপদ্! 'উপন্যাস' শব্দের অর্থ কি? বৃদ্ধ অমরসিংহ লিখিয়াছেন,—"উপন্যাসস্তু বাঙ্মুখম্" শ্রীযুক্ত কোলব্রুক ইহার তরজমা করিলেন,The exordium কৈন হেমচন্দ্র অর্থ করিলেন "উদাহার উপোদ্‌ঘাত উপন্যাসশ্চ বাঙ্মুখম্" এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তর্ক করিতে গিয়া যুক্তির 'উপন্যাস' করেন। তবে উপায়? নব্যপাঠক বলিবেন "ওসব কিছু না, সব পুরাতন বাতিল কথা, নব্যবঙ্গের সাহিত্য জার (ক) ৺বঙ্কিম বাবু 'উপন্যাস' অর্থে Novel গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং তাহাই অবশ্যমেব গ্রহণীয়। তথাস্তু। (খ)

তথাস্তু হইলেও আমরা "সবুজপত্র„ ও "নারায়ণ" প্রভৃতির আদর্শে "বস্তুতন্ত্রের" Novel লিখিতে একেবারে অক্ষম। তাই আমরা ভারতীয় প্রাচীন কবিগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া "কান্তাসম্মিত শাস্ত্র (গ) কাব্যসাহিত্যের "কথা"

(ক) আমার এক নব্যবন্ধু বলেন, এই 'জার' শব্দটী সংস্কৃত নহে, ইংরাজী Czar অথবা Tsar যাহা বুঝায় তাহাই, অর্থাৎ মহারাজ চক্রবর্ত্তী।" লেখক

(খ) 'উপন্যাস' অর্থে 'বাক্যসন্দর্ভ' বুঝায় বটে, কিন্তু Novel অর্থে কেমন করিয়া প্রয়োগ হইল বলা যায় না। লেখক

(গ) কাব্যশাস্ত্রকে আমাদের দেশের সাহিত্যিকগণ 'কান্তাসম্মিতশাস্ত্র' বলিয়াছেন। 'শাস্ত্র' শব্দের অর্থ যাহা দ্বারা শাসন করা যায়। মনুষ্যসমাজকে বিপথ হইতে সুপথে পরিচালনা করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য শাস্ত্র প্রধানতঃ তিনপ্রকার কথা, (১) প্রভুসম্মিত, যে শাস্ত্র প্রভুর মত আদেশ দেন, যেমন বেদ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধি; অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত, নিত্যনিত্য সন্ধ্যার উপাসনা করিবে। ইহা আদেশ, ইহাতে কেন সন্ধ্যা করিবে তাহার কোন যুক্তি নাই, অথবা কোন ফললাভের প্রলোভন নাই! (২) মিত্র সম্মিত,—যে শাস্ত্র বন্ধুর মত যুক্তিদ্বারা অথবা ফললাভের প্রলোভন দিয়া ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্তি দেন, যেমন বেদ ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদির অর্থবাদমূলক উপদেশ এবং দৃষ্টান্ত মূলক প্রবৃত্তি স্বর্গকামোই অশ্বমেধেন যজেত, যদি স্বর্গ চাও, অশ্বমেধ কর, অথবা অমুকরাজা

নামক রচনারীতি বিশেষের অনুকরণ "ঐতিহাসিক কথা কাব্যমালা" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সকলে পুণ্যময়ী পৌরাণিকী কথা শুনিয়া আমদিগকে কৃতার্থ করুণ, ইহাই আমার প্রার্থনা। আশাকরি পাঠক পাঠিকাগণ উপক্রমেই পশ্চাৎ পদ হইবেন না; ভিতরে প্রবেশ করিলেই রস পাইবেন;—আমার গুণে নয়, তাঁহাদের নিজগুণে, নিবেদন ইতি।

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

অথবা ঋষি অমুক কার্য্য করিয়া এইরূপ সুফল অথবা কুফল পাইয়াছিলেন, তুমও তাহার দৃষ্টান্ত হইতে শুভকার্য্যে প্রবৃত্ত এবং অশুভকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হও। আর (৩) কান্তাসম্মিত, অর্থাৎ কান্তা, অতি প্রিয়তমা স্ত্রী, যেমন মধুর ভাষায় নানা গল্প গুজবের আবরণে, গৌণভাবে উপদেশ দ্বারা প্রিয়তমকে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত এবং সৎপথে প্রবৃত্ত করেন; যথা কাব্যশাস্ত্র দৃশ্যকাব্য নাটকাদি এবং শ্রব্যকাব্য। কাব্যরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলঙ্কারিক বলিয়াছেন,—

'কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে॥"

অর্থাৎ :—

অর্থলাভ, যশোলাভ, ব্যবহার জ্ঞান,
মোক্ষফল প্রাপ্তি হয়, নাশে অকল্যাণ;
এইসব আশা হৃদে রাখি কবিগণ
যতনেতে কাব্যশাস্ত্র করেন রচন।
প্রিয়তমা পত্নীমুখে উপদেশ প্রায়
এমন মধুরশাস্ত্র নাহিক ধরায়॥ „ লেখককৃত মর্ম্মানুবাদ।

তাই আমাদের দেশের কাব্যপাঠে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। রামায়ণ এবং মহাভারত তাই আমাদের দেশের মহাকাব্যের আদর্শ। কেবল সময় নষ্ট অথবা মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এদেশের কোনও মহাকবি কাব্য লেখেন নাই। কেবল শিল্পের জন্যই শিল্প, "Art for art sake" ইহা বিদেশীবুলি এবং বিষমিশ্রিত অন্নবৎ পরিত্যাজ্য।

ইংরাজী সাহিত্যে যে জাতীয় কাব্যকে Novel বলে আমাদের দেশে তাহাকেই "কথা" বলে। "কাদম্বরী" এবং "বাসবদত্তা" কথা গ্রন্থের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

ঐতিহাসিক কথা-কাব্য-মালা।

(পৌরাণিক গল্পমালা)

প্রথম স্তবক

সুপ্রভা

—•◆•—

মহাদেব ও মহাদেবীর নিত্য লীলানিকেতন, শত শত সমুচ্চ শ্বেতশৃঙ্গে সর্ব্বদা শোভিত, বিবিধ রত্ন এবং ওষধির আকর; গৌরী গিরিরাজ যাঁহার শিরোদেশে মহামূল্য ভূষণরূপে বিরাজিত; গভীর অরণ্যানী আবৃত ভগবতী কাত্যায়নীর নিবাস স্থান, সুপবিত্র নর্ম্মদানদীর জনক বিন্ধ্যপর্ব্বত যাঁহার কটিদেশে মরকতমণী[illegible]লার ন্যায় শোভিত, অপার অগাধ সুনীল জলধি যাঁহার চরণ চুম্বন করিতে [illegible]রিতে কলগানে দশদিক মুখরিত করিতেছে, ভগবতী বসুন্ধরার সাধের আদরিণী কন্যা ধনধান্যরত্নময়ী আমাদের দেশমাতৃকার শ্রীচরণে সর্ব্বাগ্রে প্রণত হইতেছি। কর্ম্মভূমি, জগদ্‌গৌরব শ্রীভারতবর্ষের অন্তর্গত পুণ্যক্ষেত্র ভারতখণ্ডকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া আমাদের কথা আরম্ভ করিতেছি। ভারতবর্ষের ভাগ্যবিধাতা শ্রীভগবান্ আমাদের সহায় হউন।

আর্য্যাবর্ত্তের অযোধ্যানগরীর কথা ভারতের কেনা জানেন? লৌকিক সংস্কৃত সাহিত্যের জন্মদাতা ভারতীয় মহাকাব্যের আদিকবি বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া শত শত কবি অযোধ্যার গুণগাথা গান করিয়া গিয়াছেন,—আজিও তাহার বিরাম নাই,—কখনও তাহার বিরাম হইবে না। অ—যোধ্যা যুদ্ধ করিয়া যে নগরী কেহ বিজয় করিতে পারে না,—তাই মহাকালের নিকটেও সেই নগরী আজি অযোধ্যাই রহিয়াছে।

"কাদম্বরী„ সংস্কৃত সাহিত্যস্থাপত্য শিল্পের তাজমহল। আমরা কোনও সংস্কৃত গ্রন্থকে বিশেষ অনুকরণ করি নাই, কেবল মূল আদর্শটি আশ্রয় করিবার চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। সফলতা সর্ব্বফলদাতা ভগবানের হস্তে। ভরসা করি, পাঠকগণ এই দীর্ঘ টিপ্পনীতে বিরক্ত হইবেন না। দেশের যেরূপ অবস্থা, এখন প্রাচীন কথা বলিতে গেলেই পদে পদে কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

অধুনা যে মনুর রাজত্ব অথবা মন্বন্তর চলিতেছে, সেই সূর্য্যপুত্র ভগবান্ বৈবস্বত মনু অযোধ্যানগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। শৈলরাজদুহিতা সরযূ সেই সেকাল হইতে আজিও তর তর কল কল কলনাদে দশদিক মুখর করিয়া অযোধ্যার চরণতল স্নিগ্ধ বহিয়া বহিয়া জাহ্নবী জলে ঝাপ দিয়া তাহার সহিত সখীপ্রেমে একাকার হইয়া যাইতেছে না। বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, রাজশেখর, মুরারী প্রভৃতি ঋষি, মুনি কবি যাহার যশোগান করিয়া ধন্য হইয়াছেন, রামপাদপদ্মরজসা পবিত্রীকৃত সেই মহাতীর্থ অযোধ্যার কথা আমি আর কি কহিব? (ক)

সে কথা কহিব না,—মনুপুত্র মহারাজ ইক্ষ্বাকু কুলের কাহিনীও আমি স্পর্শ করিব না—রামায়ণের গল্পও নূতন করিয়া বলিবার শক্তি আমার নাই। আমি সূর্য্যবংশের অপর ধারার কাহিনী বলিব?

মনু মহারাজের ইক্ষ্বাকু, নভগ, রিষ্ট, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, [illegible] ও ধৃষ্ট এই সাতজন পুত্র। এবং ইলা নামে এক কন্যা হইয়াছিল। ইলার ভাগ্য বড় অদ্ভুত। বড় চমৎকার! তিনি ঋষিগণের দয়ায় পুরুষত্ব লাভ করিয়াও দৈববশে পার্ব্বতীর অভিশাপে নারী হন; আবার দেবতার অনুগ্রহে কখনও পুরুষের কখনও নারীর অবস্থা পাইবেন বলিয়া বর পান। নারীরূপে তিনি চন্দ্রপুত্র বুধের গৃহিণী এবং চন্দ্রবংশীয় রাজকুলের আদিজননী। তাঁহার কথা সময়ান্তরে বলিতে চেষ্টা করিব।

মনু মহারাজের জীবদ্দশাতেই কুমার পৃষধ্র একদিন মৃগয়ায় গিয়া বনমধ্যে বন্য গো বলিয়া ভুলে এক ঋষির হোমধেনুকে মারিয়া ফেলেনএবং সেই পাপে তিনি শূদ্র হইয়া গেলেন। পরম পবিত্র মনুর পুত্র হইয়া যিনি আত্মদোষে গোঘাতক শূদ্র হইলেন,—তাঁহার দুর্দ্দশায় আমাদের দুঃখ হয় বটে কিন্তু কেমন

(ক) বর্ত্তমান কল্পের সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে (১) স্বায়ম্ভুব (২) স্বারোচিষ (৩) উত্তম (৪) তামস (৫) রৈবত এবং (৬) চাক্ষুষ এই ছয়জন মনুর সময় চলিয়া গিয়াছে বর্ত্তমান (৭) বৈবস্বত মনুর কাল চলিতেছে এবং ইহার পর ক্রমশঃ (৮) সাবর্ণিক (৯) দক্ষসাবর্ণ (১০) ব্রহ্মসাবর্ণ (১১) ধর্ম্মসাবর্ণ (১২) রুদ্রসাবর্ণ, (১৩) রৌচ্য এবং (১৪) ভৌত্য এই ৭ জন মনুর সময় আসিবে এক এক মনুর পরমায়ু ৭১ চতুর্যুগ (প্রায়) তাহার পর প্রলয়॥

করিয়া আমি সেই পাপিষ্ঠের পাপের কাহিনী আমার পরম পবিত্র পাঠক মহাশয় ও ততোধিক পবিত্রা পাঠিকা ঠাকুরাণীকে শুনাইব? সুতরাং পৃষধের কথা এইখানেই শেষ।

মনু মহারাজ জ্যেষ্ঠরাজকুমার ইক্ষ্বাকুকে উত্তর কোশল রাজ্যের অধীশ্বর করিয়া অপরাপর পুত্রকে ভারতবর্ষের অন্যান্য নানারাজ্যে পৃথক পৃথক রাজা করিয়া গেলেন। ইক্ষ্বাকুর বংশ লইয়াই রামায়ণ;—তাহা ত পুরাতন, সুতরাং আর কি বলিব?

তবে আপনাদের অনুমতি লইয়া মহারাজ ধৃষ্ট অথবা দৃষ্টের বংশের কথাই আরম্ভ করি।

মনোহারিণী নগরীরাণী শ্রীকল্যাণী নাম্নীরাজধানীতে মনুপুত্র মহারাজ ধৃষ্ট প্রবল প্রতাপে রাজ্য করিতেছেন। নগরের অদূরে উত্তরে শৈলরাজ হিমালয়ের শ্বেতশীর্ষ শোভা পাইতেছে, তাহার পার্শ্বদেশ দিয়া সুনীল সলিলা সুনীলা নদী কলহাস্যে দিক্ মুখরিত করিয়া কিশোরী বালিকার মত চঞ্চল গতিতে ছুটিতেছে। রাজধানীর সপ্ততল শ্বেতবর্ণ সৌধগুলি সেই সুনীলা নদীর স্বচ্ছসলিলে আপন আপন সুন্দরছবি দেখিতে দেখিতে যেন অতিশয় আনন্দভরে নাচিতেছে। সুমার্জ্জিত, পরিচ্ছন্ন, সলিল নিষিক্ত, সরল সুবিস্তৃত এবং ছায়াতরু বহুল রাজপথ গুলির উভয়পার্শ্বে সুচারু প্রস্তর পট্টবিমণ্ডিত সুগম একপদী (খ) বিন্যস্ত থাকায় পাদচারী নরনারীদিগের বড় সুবিধা হইয়াছে। রাজপথের ও শাখাপথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ সমান আকারের অট্টালিকা সমূহ নগরনিবাসী জনগণের সুখসমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। পথিপার্শ্বে দেশজাত সুন্দর সুন্দর নানাদ্রব্য পরিপূর্ণ বিপণি পরম্পরার পারিপাট্য ও সৌন্দর্য্য দেখিলে দর্শকের মনে একটা অদমনীয় আগ্রহ জাগিয়া উঠে। নানা আকারের নানাশ্রেণীর রথ, কর্ণিরথ (গ) শিবিকা ও শকট প্রভৃতি যানে রাজমার্গ সর্ব্বদাই সংরুদ্ধপ্রায়; তবে শান্তিরক্ষকগণের সুন্দর শাসন শৃঙ্খলার গুণে কাহারই কোনও প্রকার অসুবিধা অথবা বিপদ

(খ) একপদী—ফুটপাত। Footpath.

(গ) কর্ণিরথ মহিলাগণের ব্যবহার্য্য সুন্দর স্বর্ণরৌপ্যাদি ভূষিত নানাবিধ উজ্জ্বল বস্ত্র ও রত্নখচিত রথ। আজকালকার বহুমূল্য জাপানী রিক্‌শ কোথায় লাগে?

ঘটে না। সুনীলা নদীর বক্ষের উপর এক বিশাল সেতু রত্নময়ী একাবলী মুক্তা-মালার মত শোভা পাইতেছে এবং সলিল বক্ষে শত শত বিবিধ শ্রেণীর জল যান দিবারাত্রি গতায়াত করিতেছে। আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে সুনীল নভস্তলের নিম্নে উড্ডীয়মান বৃহদাকার রাজহংস যুথের মত ভাগ্যবান্ ধনশালী জনগণের বিমান অথবা আকাশযান সমূহ নানাদিকে ইচ্ছামত উড়িয়া যাইতেছে দেখিতে পাওয়াযায়।

নগরের বাহিরে নৃপতির নূতন উদ্যান (ঘ) এবং অমাত্য ও গণিকাগণের বৃক্ষ-বাটিকার (ঙ)শ্রেণী সারি সারি ছবির মত শোভা পাইতেছে। সুনীলানদীর শ্যামল শাদ্বল (চ) তীরের উপর সেই সকল হরিদ্বর্ণের উপবনবীথি ও তাহাদের মধ্যে কত কত দুর্লভ অথচ নয়নমনোহর বিবিধবর্ণেজ্জ্বল পত্র-পুষ্প-ফল শোভিত তরুলতা গুল্ম কে তাহার গণনা করিবে? অপরাহ্ণে যখন নানা বর্ণের বিচিত্র বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়া নগরের নরনারী বর্গ সেই সকল উপবনে ভ্রমণ, বায়ুসেবন ও গীতবাদ্য শ্রবণ করিতে দলে দলে যাতায়াত করিতে থাকেন, তখন তাঁহাদের স্বাস্থ্যসুখোজ্জ্বল প্রসন্ন বদন নিরীক্ষণ করিলে প্রকৃতই মোহিত হইতে হয়, মনে হয়, সেই বুঝি স্বর্গের সুবিখ্যাত নন্দন উদ্যানে দেবদেবীগণ বিরাজ করিতেছেন।

নগরে নানাপ্রকার বিদ্যালয়, আয়ুধশালা,ব্যায়ামশালা, দেবালয়, আতুরালয়, বিচারালয়, পানভোজনাগার, নাট্যশালা, নারীগণের পৃথক নাটকগৃহ, মানমন্দির, কৌতুকশালা, গীতগোষ্ঠী, কাব্যগোষ্ঠী, পানগোষ্ঠী (ছ) প্রভৃতি বিস্তর এক কথায়, এইনগরে সে কালের আর্য্য সভ্যতার কোন অনুষ্ঠানেরই অভাব নাই। মহারাজ ধ্রুব অমরাবতীর শচীসনাথ ইন্দ্রের ন্যায় সেই কল্যাণী নগরীতে কল্যাণী মহিষীর সহিত সর্ব্বসুখ সৌভাগ্য উপভোগ করিতেছেন।

ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তের মত যুবরাজ নাভাগ পিতার আজ্ঞাকারী সুসন্তান। তিনি

(ঘ) উদ্যান রাজনির্ম্মিত সাধারণের ব্যবহার্য্য বাগান যথা—কলিকাতার ইডেন বাগানের মত।

(ঙ) বৃক্ষ বটিকা অমাত্য অথবা গণিকগণের গৃহসন্নিহিত উপবন।

(চ) শাদ্বল দুর্ব্বাদলাদি তৃণমণ্ডিত ক্ষেত্র।

(ছ) গোষ্ঠী মিলনস্থান, আজকালকার Club

রূপে মদনের মত, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির মত,নীতিশাস্ত্রে ভার্গবশুক্রের মত, প্রতাপে কুলপুরুষ তপনের মত, শৌর্য্যে স্কন্দের মত এবং গাম্ভীর্য্যে মহার্ণবের মত। যৌবন তাঁহার নিকট ভূষণের স্বরূপ হইয়াছে। পিতার আজ্ঞায় তিনি চারিদিকে দিগ্বিজয় ঠিক ক্রীড়ার ন্যায়ই অবলীলাক্রমে সম্পন্নকরিয়া রাজ্যের সকল বীরেরই বরণীয় হইয়াছেন। দুর্দ্দম সেনাদল অবশ্যই তাহার সহিত ছিল, কিন্তু ঠিক পরিহিত পরিচ্ছদের মত—না লইলে নয় সেইজন্য এমন সর্ব্বগুণে গুণী যুবরাজ শ্রীশ্রীমান্ নাভাগ—কিন্তু এখনও অবিবাহিত। রাজারাণীর বড়সাধ শীঘ্রই পুত্রবধূর—এবং পৌত্রের মুখকমল দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করেন। এই সাধটি পূরিলেই তাঁহাদের সংসারের সকল সাধ সফল হয়।

কত দেশের কতরাজা নিজ নিজ কন্যার স্বয়ম্বরে মহারাজ ধৃষ্টের ভুবন মোহন পুত্র নাভাগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান, কিন্তু যুবরাজ কোথায় যান না নিমন্ত্রণ লইয়া দূত আসিলেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে গোপনে সেই স্বয়ংবরা কুমারীর ছবিখানি দেখেন দেখিয়াই একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলেন, "না।" এইরূপ একে একে আর্য্যাবর্ত্তের ও দক্ষিণাপথের কত রাজকন্যার চিত্র তিনি দেখিলেন, কিন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল না। তবে কি রাজকুমারের হৃদয়ে সেই অতনু দেবটির অধিকার নাই? কে জানে? পিতামাতা যুবরাজের এইপ্রকার ভাব দেখিয়া দুঃখিত, চিন্তিত এবং শঙ্কিত। হায় সকল সুখের অধীশ্বর হইয়াও মহারাজের হৃদয়ে বিষম বেদনা,—তবে কি পিতৃগণের জলপিণ্ড লোপ হইবে?

ঋগ্বেদী পুরোহিত মহাশয় খুব একটা ব্যয়সাধ্য যজ্ঞের পরামর্শ দিলেন, আথর্ব্বণ পুরোহিত শান্তিকর্ম্মের আয়োজন করিবার জন্য বলিলেন, দৈবজ্ঞ গ্রহযাগ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন—মহারাণী মহারাজ সকল পরামর্শেই সকল উপদেশেই সম্মত হইলেন। মহাআড়ম্বরে, নানাবিধ বৈদিক স্মার্ত্ত পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক যাগ, যজ্ঞ, শান্তি, পুষ্টি, গ্রহযাগ, পুরশ্চরণ, সঙ্কীর্ত্তনও স্বস্ত্যয়ন চলিতে লাগিল। (ক) শত শত সুপুষ্ট দেহ যাজ্ঞিক, ঋত্বিক্, এবং তান্ত্রিক

(ক) ঐতিহাসিক সত্যের ভক্তপাঠক কিন্তু জোরা ধরিবেন না,—এই আপনাদের নিকট অনুরোধ। তখন কি পুরাণ ছিল? দৈবজ্ঞ ছিল? সংকীর্ত্তন ছিল? তন্ত্র ছিল? এসব কূট প্রশ্ন করিলে আমি নিরুপায়। একটা কথা মনে রাখিবেন,

প্রভৃতি পুরোহিতবর্গের শঙ্খবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে মন্ত্র উচ্চারিত হইতে লাগিল, বাদ্যোদ্যমে দশদিক কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল, হোমধূমে গগণ আবৃত হইল,—বাদ্য, মন্ত্রে ও সঙ্কীর্ত্তনের স্বরে মানুষের কথা দূরে থাকুক দেবগণের কাণে তালা লাগিয়া গেল!—কিন্তু রাজপুত্রের মনের দুর্গ পূর্ব্ববৎ অটল, অচল—দুর্ভেদ্য হায়! আর উপায় কি?

মন্ত্র তন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে পুরোহিতগণের স্বরভঙ্গ হইয়া গেল। রাজ্যে আর অক্ষতকণ্ঠ সঙ্কীর্ত্তন গায়ক অথবা অক্ষতদেহ বাদ্যভাণ্ড আর মিলিবার উপায় রহিল না,—হোমের ঘৃতের বাজারে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল,—যজ্ঞ টজ্ঞ ক্রমশঃ সমস্ত থামিয়া গেল। আবার নগর পূর্ব্বের শান্ত সৌম্যবেশ ধারণ করিল। ভীষণ ভূকম্প ঝটিকোৎপাত এবং জলোচ্ছাস যেন একত্র হইয়া রাজভবন তথা রাজধানীকে গ্রাস করিয়াছিল,—এখন সকল গোলমাল থামিয়া গেলে লোক "আঃ" বলিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িল। লোকের খাওয়া দাওয়া, কাযকর্ম্ম, বাজার-হাট, নাচগান; খেলাধুলা আবার আগেকার মত স্বাভাবিক সুর তাল লয় চলিতে লাগিল। রাজারাণী পুত্রের বিবাহের আশা ছাড়িয়া দিলেন। যুবরাজ হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

ক্রমে বিশ্ববিখ্যাত বসন্তোৎসব আসিয়া উপস্থিত। যদিও অন্তঃপুরে রাজ-দম্পতীর মনে তেমন সুখ নাই,—তথাপি ঋতুরাজের উৎসব,—চিরাগত নিয়মরক্ষা করিতে হইবে ত। প্রাসাদের উপর তলের চূড়ায় ও দেবমন্দিরের শীর্ষে শীর্ষে বসন্তবর্ণের—কুসুমফুলের রংএর রেশমী পতাকা "পত পত" করিয়া উড়িতে লাগিল। নগরতোরণে দেবালয়ের গোপুরে (ঝ) এবং প্রাসাদের প্রাকারোপরিস্থ বিতর্দ্দি (ঞ) সমূহে নহবতের মধুর বাদ্য বাজিতে লাগিল। মাঠের

গাঁজের জেরা নাই। আর আমাদের এই গল্প ঐতিহাসিক, Historical নহে। ইতিহ History নহে।

(ঝ) গোপুর দেবালয়ের বহির্দ্বার। ইহা বহুতলে বিভক্ত এবং উচ্চতায় গগণস্পর্শী হইয়া থাকে দক্ষিণাপথের কাঞ্চী, তাঞ্জোর, মাদুরা প্রভৃতি স্থানের দেবালয়ের গোপুর গুলি অতি সুচারু কারুকার্য্যে ভূষিত এবং ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

(ঞ) বিতর্দ্দি প্রাচীরের উপর চতুস্তম্ভ ধৃত ছাদের নীচে সমচতুরস্র

রাখাল গ্রামের গাঁওয়ার এবং নগরের নাগরগণের প্রাণে বিদ্যুতের ঢেউ খেলিতে লাগিল। কি গ্রাম্য গোপী কি নগরের নাগরী সকলেরই মন বসন্তোৎসবের আহ্বানে চঞ্চল হইয়া উঠিল।

নৃপতির প্রাসাদ (ট) হইতে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত সকল গৃহ নূতন সজ্জায় সজ্জিত এবং নূতন বর্ণে চিত্রিত হইল। রাজপথের উভয় পার্শ্বের বিপণি ও হর্ম্ম্যশ্রেণী নূতন বর্ণে রঞ্জিত ও বিবিধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া যেন হাসিতে লাগিল বৃক্ষে বৃক্ষে, হর্ম্ম্যে হর্ম্ম্যে, গৃহে গৃহে, মন্দিরে মন্দিরে, বিবিধ বিচিত্র বর্ণের পতাকাবলীর এবং পত্র পুষ্পদামে অনুপম শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। তাহাদের শোভা দেখিলে মনে হয় যেন তাহারাও উৎসবের সুখানুভব করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। উদ্যান ও উপবনের তরুলতা স্বাভাবিক কৃত্রিম পুষ্পদামেও অলঙ্কৃত হইতে লাগিল, নদীর সেতু পুষ্পেপুষ্পে যেন পুষ্পময়ীমেখলার শোভাধারণ করিল। মৃদু-মধুর-বাদ্যে ললিত-তরল গানে এবং যুবক-যুবতীর কলহাস্যে দশদিক ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল। কোকিল ও পাপিয়া প্রভৃতি পাখী মানুষের নিকট 'হার' মানিয়া গেল। নদী হ্রদ ও তড়াগের পদ্মগুলি নাগর নাগরীর গৃহে গৃহে পুঞ্জীভূত হওয়ায় ভ্রমরগুলি সর্ব্বস্ব হারা পথিকের মত উদ্ভ্রান্ত ভাবে ইতঃস্ততঃ ছুটিতে লাগিল। ঋতুরাজ মধুর পরিচর্য্যার জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধু রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইল! নগরে আর কোনও কাজ নাই কেবল মধু উপভোগ! রূপে মধু, রসে মধু, কথায় মধু, গানে মধু অধরে মধু, পরশে মধু—কেবলই মধু কেবলই মধু।

নগরের প্রধান দেবালয়ে, লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহে, রতিমন্মথের পূজা চলিতেছে; বসন্তোৎসবের সুদৃশ্য ও বিচিত্র ধ্বজগুলি প্রতি গৃহের অঙ্গণে অঙ্গণে পুষ্পমাল্যে শোভিত হইয়া পূজিত হইতেছে; যুবক যুবতীগণ দল বাঁধিয়া নানাবিধ মধুর সুরে গীতবাদিত্রের দ্বারা বসন্তসখা পঞ্চশরের মহোৎসব সুসম্পন্ন করিতেছেন। রঙ্গতামাসা, নাচগান রসরসিকতা, ব্যাঙ্গ বিদ্রূপ ও হাসিকটাক্ষের প্রবল বন্যা বহিয়া যাইতেছে। সকলেরই অঙ্গে নূতন পীত ও গোলাপী রঙ্গের পরিচ্ছদ

বেদিকা প্রাচীরের উপর নিয়মিত ব্যবধানে শ্রেণীবদ্ধভাবে নির্ম্মিত হয়। আগরা এবং দিল্লীর অনেক মোগল হর্ম্ম্যে এইগুলি অনুকৃত হইয়াছে।

(ট) প্রাসাদ রাজার গৃহ অথবা দেবালয়।

রঙ্গে আবিরের পিচকারী মুখে গান অথবা হাসি এবং নয়নে আনন্দের জ্যোতি রোগ শোক বিষাদ যেন দেশছাড়া হইয়া কোথায় পলাইয়াছে।

নগরের সর্ব্বপ্রধান উদ্যানের নাম আনন্দকানন; তথায় আজ বসন্তোৎসবের আনন্দবাজার বসিয়াছে। পেশাদারী নাচ; গান, যাদু তামাসা সাপখেলান, বাঁদরের নাচ, ভালুক নাচ, পালোয়ানের খেলা দলে দলে বাগানের সর্ব্বত্র দর্শকগণের চিত্ত বিনোদন করিতেছে। সকলের উপর সেরা শোভা বাজারের দোকানে; সেখানে বসন্তসখা মনসিজ যে ইন্দ্রজাল, যে কুহক বিস্তার করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। নগরের ধনী, মানী, সভ্য নগরিকগণের গৃহিণীরা অথবা দুহিতারা আনন্দবাজারে দোকান খুলিয়াছেন। বসন্তউৎসবে আজি আর উচ্চ নীচ আদব কায়দার বাধা নাই, সকল রসিকাই সেই হাটে রূপের হাট বসাইয়াছেন। বেচিতেছেন নিজ নিজ কোমল করের কারুকার্য্য, ছবি, পুতুল, কৃত্রিমপুষ্প, সুকুমার সূচী শিল্প প্রভৃতি; ক্রেতা নগরের সম্ভ্রান্ত, ধণী নগরিক বর্গ। বরবর্ণিনী অঙ্গনাগণের অঙ্গের রূপে, অঙ্গরাগের পারিপাট্যে সুনীল নয়নের অঞ্জনে রত্নময় কঙ্কণের শিঞ্জনে কোমল বাহুর হেলনে বঙ্কিম গ্রীবার দোলনে নিশ্বাসের গন্ধে, হাস্যের তরঙ্গে বিভ্রুপের রঙ্গে কটাক্ষ্যের ভঙ্গে সেই আনন্দকাননে যেন মূর্ত্তিমতী বাসন্তীশ্রী বিকাশ করিতেছে। নগরের সুরূপ এবং সুবেশ যুবকমণ্ডলী কেহ অশ্বে, কেহ রথে কেহবাপদব্রজে দলে দলে আসিতে লাগিলেন। উদ্যানের বাহিরে সকলকে নিজ নিজ যান বাহন রাখিয়া পদব্রজে ভিতরে আসিতে হইতেছে, ভিতরে যান লইয়া কেহই আসিতেছেন না। অনূঢ়া অথচ বয়ঃস্থা কুমারীগণের বেশভূষার পারি পাট্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সুচতুর দোকানদার নিজের দোকানে জিনিসগুলিকে মাজিয়া ঘসিয়া যেমন মনভুলান সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখে, অনূঢ়া কুমারী যুবতিদিগের মা অথবা অন্য অন্য অভিভাবিকাগণও ঠিক সেইপ্রকার নয়নমোহন রূপে তাহাদিগকে সাজাইয়া মেলা মহোৎসবে লইয়া যাইবেন, যেন লোকের চক্ষুতে পড়ে। তবে ত তাহাদের রূপের ছটায় আকৃষ্ট হইয়া বরের দল ছুটিয়া আসিয়া উমেদারী আরম্ভ করিয়া দিবে।

বড় লোকের অবিবাহিতা মেয়েরা খুব ঘটার সাজগোজ করিয়া গণিকাদলে বেষ্টিত হইয়া মেয়ে হাতীর উপরে বসন্তোৎসবের মেলায় আসিয়াছেন ও আসিতেছেন। সে হাতীর সাজ সজ্জাও মোহিনী যুবতীর মত! তাহার আস্ত-

রূপ স্বর্ণমণ্ডিত, মুক্তাখচিত, ও ভূমিবিলম্বিত তাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণ্য রৌপ্য ঘটিকা সোনার শিকলে ঝুলিতেছে আর গতিভঙ্গে নানারঙ্গে টুন্‌ টুন্‌ বাজিতেছে। আস্তরণের উপরে মুক্তামালা সজ্জিত চাদোয়া ওয়ালা চিত্র বিচিত্র সুন্দর হাওদা বা কর্ণীরথ। চারিদিকে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রময় জালের ঠিক মাকড়সার জালের মত ঘেরা টোপে ঘেরা; সুতরাং উহা সুন্দরীর রূপের আবরণ, কিংবা তৎপ্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা বলা কঠিন। ফলকথা, তাহার ভিতর দিয়া দেখা এবং দেখান উভয় কার্য্যের কোনটারই কিছু হানি হয় না। হাওদার ভিতরে সুকোমল গদি নীচে এবং পার্শ্বে সুবিন্যস্ত, হাতী নড়াচরা করিলেও সুকুমারীর সুকোমল অঙ্গলতার বিন্দুমাত্র আঘাত লাগিবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ আসন-সন্নিবেশিত করেণু পৃষ্ঠেই সেকালে রাজকন্যা, মন্ত্রিকন্যা শ্রেষ্ঠিকন্যা প্রভৃতি ভাগ্যবান্‌ লোকের অবিবাহিতা কুমারীরা মেলা মহোৎসবের যাতায়াত করিতেন। আর তাঁহাদের সঙ্গে রক্ষিকা অথবা সখীস্বরূপে থাকিতেন অনেকগুলি মোহিনী নারী।

সমাজের নিয়ম কোনও দেশেই সকল সময়ে নিশ্চল একরূপ থাকে না। একসময়ে যাহা সদাচার, তাহাই অন্যসময়ে কদাচার বলিয়া পরিগণিত হয়। বিভিন্ন দেশের ত কথাই নাই। আজ আমরা দেখিতেছি যে য়ুরোপের অতি সম্ভ্রান্ত ঘরের ললনাগণ নৃত্যগীত করেন, প্রকাশ্যে পুরুষগণের সহিত মেলা মেশা করেন এবং প্রায়ই এক আধটু মধুর উত্তেজক পানীয় সেবা করিয়া থাকেন। আমাদের সমাজে তাহা এখন কদাচার বলিয়া গণ্য। কিন্তু ভারত খণ্ডের প্রাচীন সমাজে কুলললনাগণের নৃত্যগীত শিক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল, অনেকেই মৃদু ও স্বাদু আসব পান করিতেন, পুরুষের সহিত কথোপকথন করিতেন, অভিনয় করিতেন, আর রাজার অন্তঃপুরে এবং সম্ভ্রান্ত লোকের গৃহে বারনারীর খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। "অবরোধ" অথবা "অন্তঃপুর" শব্দে সংস্কৃত ভাষায় কেবল রাজারই "অন্দর" বুঝাইত; অপর কাহারও এই শব্দের উপর অধিকার ছিল না। বারনারীগণ দেবালয় এবং অন্তঃপুরের ভূষণস্বরূপ ছিলেন। সমাজে তাঁহাদের একটা স্থান ও মর্য্যাদা ছিল, এখনকার মত "ছি ছি" ছিল না। মোগল বাদশাহ দিগের সময় পর্য্যন্ত গণিকাগণের রাজ অবরোধে যাতায়াত ছিল

ঔরঙ্গজেব বাদশাহের সময়ই এইরূপ প্রথার আদর কমিয়া গিয়াছে। য়ুরোপেও মধ্যযুগে বারমুখ্যাগণের গৃহে বিদ্বদ্‌গোষ্ঠীর অধিবেশন চলিত। এ প্রথা যে ভাল ছিল, তাহা আমি বলিতেছি না(ঠ)অথবা এই প্রথার আবার প্রচলন হউক,এরূপ ইচ্ছাও আমার নাই। তবে, আমি পুরাতন গল্প বলিতেছি, তাই প্রাচীন রীতির উল্লেখ করিতেছি; এই মাত্র। পুরাতন সময়ের সকল আচারই নিশ্চয় ভাল অথবা নিশ্চয় মন্দ, এরূপ ধারণা আমার নাই। তবে পাছে সম্ভ্রান্ত কুলললনাদিগের গণিকাসাহচর্য্যের কথা পড়িয়া আমার পাঠকমহাশয় চমকিয়া উঠেন, তাই এই দীর্ঘ কৈফিয়ৎ দিলাম।

যাহা হউক, "আনন্দকানন" উদ্যানে বসন্তোৎসবের আনন্দ বাজারের আনন্দস্রোত অবিরাম গতিতে উদ্দামবেগে ছুটিতেছে; শত শত কুমারী যুবতী, রসিকা প্রৌঢ়া, সুরূপা গণিকা সুবেশ যুবক সেই আনন্দস্রোতে ডুবিয়া মজিয়া গিয়াছেন; সুস্নিগ্ধ মলয় বায়ুর সুরভি হিল্লোল মধুর গীত ও কলহাস্যধ্বনি বহিয়া বহিয়া যুবকযুবতীর হৃদয়ে এক প্রকার অতি মধুর মত্ততার সৃষ্টি করিয়াছে; সকলই আনন্দে মগ্ন, এমন সময়ে সহসা এক করুণ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। করুণ ক্রন্দনের সেই রোল ক্রমশঃ আর সকল শব্দ ছাপাইয়া উঠিল, সকলেই চমকিয়া উঠিল! প্রবল জলস্রোত হঠাৎ বাধা পাইলে যেরূপ হয়, জনসমুদায়ের হৃদয়গত আনন্দস্রোতও এই বাধাতে সেইরূপ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল! অস্পষ্ট হইতে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইলে শুনিতে পাওয়া গেল "সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! বাঁচাও বাঁচাও! হায়! হায়! "এইরূপ করুণ শব্দ শত শত নারীকণ্ঠ হইতে একেবারে উঠিতেছে! সকলে বলিতে লাগিল যে রাজার পশুগৃহ হইতে কেমন করিয়া একটা বৃহদাকার সিংহ বাহির হইয়া এই উদ্যানে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে এবং বহুদিবসের পিঞ্জরাবদ্ধ সেই পশুরাজ নূতন স্বাধীনতার আস্বাদে উন্মত্ত হইয়া আনন্দবিহ্বল নরনারীর দলের ভিতর দিয়া ছুটাছুটি করিতেছেন! তাঁহার ঘন ঘন হুঙ্কার, অগ্নিগোলকবৎ প্রদীপ্তচক্ষু, লোলরসনা, বিকট দংষ্ট্রাপরম্পরা এবং অত্যুৎকট লম্ফ ঝম্প সহকারে তাণ্ডব নৃত্য আনন্দমত্ত নরনারীকে একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া দিয়াছে! সকলেই চীৎকার করিতেছে এবং যে যেদিকে

(ঠ) এই প্রথা অতীব ঘৃণ্য ছিল, গণিকাদিগের সহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

সম্পাদক

পারিতেছে,সেইদিকে ছুটিতেছে, এদিকে পশুরাজ সেই জনতার মধ্যে কাহাকেও চপেটাঘাত, কাহাকেও দন্তাঘাত, কাহাকেও পুচ্ছাঘাত করিয়া ধরাশায়ী করিতে করিতে ছুটাছুটি করিতেছেন, যেন মহাপ্রলয়ে মহাকালীর বাহন শত শত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীববিনাশ করিতেছে !

উদ্যানের যেদিকে কৃত্রিম একটি নদীর উপর বিবিধ বর্ণচিত্রিত ধ্বজপতাকা-পুষ্পমাল্যে পরিশোভিত, রামধনুর মত শোভাকর একটি সেতু অর্দ্ধবৃত্তাকারে শোভা পাইতেছে, তাহারই নিকটে কুসুমাচ্ছাদিত লতামণ্ডপে আবৃত নব কিশলয় ও মঞ্জরীদাম মণ্ডিত একটি তরুতলে অতি মসৃণ স্ফটিকমণিময়ী বেষ্টন বেদীর উপর একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ষোড়শীবালা কয়েকজন সুন্দরী ও সুবেশা সখীর সহিত বসিয়া ভ্রমণের পরিশ্রম দূর করিতেছিলেন। সখীরা আজিকার মেলার আনন্দের গল্প করিতে ছিলেন, সকলেই সুকোমল হৃদয়ে আনন্দ, তাম্বুলরাগ রঞ্জিত অধর হাস্য, নীলনয়নে শ্রমখেদজনিত আলস্য লীলা ! দূরে আর আর তরু বৃক্ষচ্ছায়ায় কত নরনারী কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া কেহ বা দুর্ব্বাদলমণ্ডিত নবনীত কোমলশ্যাম পুষ্পশয্যায় দেহভার এলাইয়া দিয়া, রসের গল্প করিতেছিলেন এমন সময়ে সেই পশুরাজ সহসা ঐ কৃত্রিমসরিদ্বক্ষে সেতুর উপর দেখা দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের আগমনবার্ত্তা প্রচার সূচক এক অতি শ্রবণভৈরব ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন ! তাঁহাকে দেখিয়া এবং সেই সিংহনাদে সকলের প্রাণ ভয়ে উড়িয়া গেল। তখন তাঁহার মূর্ত্তি ভীষণ হইতেও ভীষণ তর হইয়াছে। মস্তকের কেশর, শরীরের রোমাবলীও মুখগহ্বর—সর্ব্বত্র হইতে টস্ টস্ করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। করাল দংষ্ট্রাসমূহ রক্তাক্ত ! লোহিতলোল লেলিহান রসনাগ্রে লক্ লক্ দুলিতেছে ! চক্ষুর অগ্নি দ্বিগুণ প্রদীপ্ত হইয়াছে ! নরশোণিতের আস্বাদে সে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে ! স্ফটিক বেদিকা মূলের তরুণীগণকে লক্ষ্য করিয়া সিংহ লম্ফে লম্ফে সেই দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিল,—সুন্দরী বালার সখীরা চীৎকার করিয়া যে যেদিকে পারিল সে সেই দিকে ছুটিল, কিন্তু ষোড়শী সিংহকে দেখিয়া ভয়ে জড়বৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। দূর হইতে দর্শকগণ সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইবেন কি সকলেই নিজ নিজ পৈতৃক প্রাণ লইয়া পলাইলেন, নারীগণ করুণক্রন্দনে গগণ বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ কোথা হইতে যুবরাজ নাভাগ নিষ্কোষিত অসিহস্তে সেই অসহায়া

কিশোরীর প্রাণরক্ষার জন্য ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই কিশোরী বুঝিলেন, ভগবান্ তাহার জীবন রক্ষার জন্য এই অজ্ঞাত বন্ধুকে পাঠাইয়াছেন, তাই বুঝি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছা গেলেন। তাঁহার লাবণ্যময়ী দেহ যষ্টি ছিন্নমূলা পুষ্পিতা ব্রততীর ন্যায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। রাজকুমার তরুণীর সেই কমনীয় অঙ্গ অচেতন দেহলতার সম্মুখে নগ্ন কৃপাণ করে দাঁড়াইয়া সিংহের আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পশুরাজ এতক্ষণে একজন প্রকৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর সাক্ষাৎ পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র,—পরেই অতিমাত্র ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত প্রায় হইয়া সহস্র বজ্রপাত শব্দের মত ঘোর হুঙ্কার শব্দে দিক্‌বিদিক্ কাঁপাইয়া সে যুবরাজের উপর লাফাইয়া পড়িল। পশুরাজ এবং যুবরাজ উভয়েই যুগপৎ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইলেন। পরে সকলে দেখিলেন যুবরাজের সুতীক্ষ্ণ তরবারী পশুরাজের হৃদয় সম্মুখে প্রবেশ করিয়া তাহার পৃষ্ঠদেশে বহির্গত হইয়াছে। এতই বেগে সিংহ কুমারকে আক্রমণ করিয়াছিল। আর কুমারও সিংহের দেহভারে এবং করপ্রহারে নিপীড়িত হইয়া ভূতলে পড়িয়া গিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে যুবরাজের পরম বন্ধু প্রধান অমাত্য পুত্র বীরবর বীরসিংহ তাহার দেহরক্ষক অস্ত্রধারী বীরপুরুষগণ ও উদ্যানের নরনারীগণ ছুটিয়া আসিলেন। বন্ধু বীরসিংহ যুবরাজের মূর্চ্ছিত দেহ অতি সত্বর লইয়া প্রাসাদে চলিয়া গেলেন। মেলায় আনন্দ বিষম বিষাদে পর্য্যবসিত হইল।

তরুণীর সখীগণ ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার মূর্চ্ছাভঙ্গের জন্য চেষ্টা করিতেছেন, এমন সময় নগরের সর্ব্বপ্রধান শ্রেষ্ঠ বসুবন্ধু কতিপয় সুহৃদ সহকারে ছুটিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তখন সকলেই বুঝিলেন, কুমারী আর কেহই নহেন,—তিনি জগদ্‌বিখ্যাত ধনী শ্রেষ্ঠিরাজ বসুবন্ধুর একমাত্র কন্যা, ভুবনবিদিতা সুন্দরী শ্রীমতী সুপ্রভা। ভগবান্ সুপ্রভাকে একাধারে অনুপম রূপলাবণ্য, গুণাবলী এবং ধনসম্পত্তির অধিকারিণী করিয়াছেন। যাহা-হউক, সুনিপুণ সখীগণের শুশ্রূষাগুণে শ্রীমতী সুপ্রভা শীঘ্রই তাঁহার নয়ন যুগল মেলিলেন, ঠিক যেন—নিশাশেষে স্বচ্ছ সরোবরে সুনীল কুবলয় দুটী বিকসিত হইল। মোহ অপগত হইলে রূপসীর বদনমণ্ডলে—আবার পূর্ব্বের সহজ কান্তি ফিরিয়া আসিল,—ধূম্ররাশি দূর হইলে অনল যেন নিজ তেজে আবার ফুটিয়া উঠিল। মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, কিন্তু এখনও তাহার বক্ষোবিন্যস্ত বিকশিত

শতদলমালা ঘন ঘন কাঁপিয়া কাঁপিয়া তাঁহার হৃদয়-কম্প সূচিত করিতে লাগিল। মৃতসিংহ শরীর পূর্ব্বেই লোকে সরাইয়াছে;-তবু সুন্দরী সুপ্রভা তাঁহার সেই বিকট মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিলেন, পিতা স্নেহবিগলিতস্বরে কত প্রবোধ দিলেন,—সখীরা কত বুঝাইলেন,—তবুও সুপ্রভা যেন কেমন কেমন,—যেন এখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন নাই। তাই কত যত্নে, কত আয়াসে, সখীগণের স্কন্ধে ভর করিয়া শিবিকায় উঠিলেন; করেণু অমনি ফিরিয়া গেল। পৃষ্ঠে সেই মহামূল্য নারীরত্ন বহিতে না পাইয়া সে অভাগী বুঝি আপনাকেই এই দুর্ঘটনার অপরাধিনী বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে বিষণ্ণমনে ধীরগতিতে চলিতে লাগিল। আর সুপ্রভা? তিনিও যেন হৃদয়-নিহিত কি এক মহামূল্য মণি হারাইয়া শূন্যমনে বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

রামপাল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৫ম প্রবন্ধ)

পালরাজবংশের আদিপুরুষ রাজা রাজভটের সময় (৬৫০ খৃঃ) হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। তাঁহারা শাকলসৌর বংশ ছিলেন, তজ্জন্য শিলালিপি ও তাম্রশাসন প্রভৃতিতে মিহির কুলজ বা "সূর্য্যবংশ সমুদ্ভব" বলিয়াই উক্ত হইয়াছেন। ভগবান্ সূর্য্যরূপধারী বিষ্ণু তাঁহাদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিলেন। ৭৯৫ খৃষ্টাব্দে গোপাল ইহলোক পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মপাল বঙ্গ হইতে গৌড়ের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন্। তদবধি পালরাজগণ গৌড়রাজধানীতে অভিষিক্ত হইতেন। ধর্ম্মপাল ৭৯৫ খৃঃ অঃ গৌড়ে আগমনের পর পূর্ব্ববঙ্গে (বঙ্গ) চন্দ্র ও বংশ সামন্ত রাজরূপে শাসন করেন। চন্দ্রবংশের পর বর্ম্মবংশ গৌড়ের পাল রাজগণের সামন্ত রাজরূপে পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করেন। সমুদ্র তীরবর্ত্তী বলিয়া তখন বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গকে সমতট বলিত।

রাম চরিতে আছে যে গৌড়েশ্বর রামপাল যে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন বর্ম্মবংশীয় সামন্তরাজ তাঁহাকে আপনার উৎকৃষ্ট হস্তী ও রথ উপহার দিয়া তুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন।

রামপাল জাতবর্ম্মার সহযোগে যখন দিব্যকে বিক্রমপুরের সেই পুণ্যক্ষেত্রে (রামপাল) পরাজয় করেন, মহাকবি সন্ধ্যাকর সেই সময়ের কথাই বলিতেছেন। সুধী পাঠক একবার রামচরিতের তৃতীয় পরিচ্ছেদের চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোক পাঠ করিলে দেখিবেন মহাকবি সন্ধ্যাকর বলিতেছেন:—

"স্বপরিত্রাণনিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্দেশীয়েণ
বরবারণেন চ নিজস্যন্দনদানেন বর্ম্মণারাধে॥"

সুতরাং রামপাল যে কায়স্থরাজ রামপালের কীর্ত্তি মন্দির, এবং কায়স্থ সেনরাজগণের প্রতিষ্ঠিত স্থান নহে, তাহা ভোজবর্ম্মার তাম্রলেখে রাজকবি পুরুষোত্তমের শেষ শ্লোক এবং গৌড়েশ্বর রামপালের সভাপণ্ডিত বঙ্গের কবিকুল বাল্মিকী মহাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীকৃতঃ রামচরিতের পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোক উভয়েই একবাক্যে সাক্ষ্যদান করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে সেনবংশের অভ্যুদয়ের বহুপূর্ব্বে (একাদশ শতাব্দীতে) বর্ম্মরাজগণ কর্ত্তৃক গৌড়াধিপ রামপালের স্মৃতি রক্ষার্থ "রামপাল" প্রতিষ্ঠিত। রাজা রামপাল রাষ্ট্রকুট রাজকন্যার, গর্ভজাত। পূর্ব্বে কামরূপ, পশ্চিমে মগধ, উত্তরে মিথিলা এবং দক্ষিণে কলিঙ্গ এই বিস্তীর্ণ জনপদের উপর অধিপত্য বিস্তার করিয়া রামপাল প্রিয়পুত্র রাজ্যপালের প্রতি রাজ্য শাসনভার ন্যস্ত করিয়া বন্ধুবান্ধবসহ পরমসুখে কালকর্ত্তন করিতেছিলেন এবং পুত্রের সুশাসনে গৌড়সাম্রাজ্যের যথেষ্ট সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া নিজে মঙ্গল গিরিতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ রাজ্যপালের মৃত্যু হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পালরাজগণ শিলালিপি ও তাম্রশাসনে "মিহিরস্য জাতবান্" অর্থাৎ মিহিরকুল সম্ভব। তাঁহাদিগের চিরপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী গুরুবর মিশ্র জমদগ্নি কুলোৎপন্ন (সৌর) ব্রাহ্মণ ছিলেন। পালরাজবংশ বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরক্ত হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদিগের মুদ্রায় অগ্নিযজ্ঞের বেদী ও সূর্য্যপূজার পোষক চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়। বেদেও সূর্য্যদেব বিষ্ণুরূপে স্তুত হইয়াছেন। ভারত প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকুট, হৈহয়, চেদি প্রভৃতি রাজবংশের সহিত পালরাজগণ যৌনসম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ

হইয়াছিলেন। ভোজ, শূর, দেব, চন্দ্র, বর্ম্ম, সেন রাজগণের ন্যায় পালরাজগণও আইন আকবরি প্রভৃতি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থে কায়স্থ বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছেন।

শাকল ভোজবংশের সহিত যেমন যাদবগণের যৌন সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রমন হয় নাই। ব্রাহ্মণ ভক্তির নিদর্শনরূপে ধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি সাঞি ওঝাকে গঙ্গাতীরবর্ত্তী ধামসার গ্রাম দান করেন। ব্রাহ্মণ দর্ভপাণি দেবপালের মন্ত্রী ছিলেন। পালরাজগণের অন্যতম এবং উত্তররাঢ়াধিপতি জয়পাল ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশে ব্রাহ্মণ নারায়ণ ভট্টকে সাহায্য করেন এবং পিতৃদেবের শ্রাদ্ধোপলক্ষে মহাপণ্ডিত উমাপতিকে মহাদান করিয়াছিলেন। নারায়ণ পালের ভাগলপুর লিপিতে তিনি উপেন্দ্রের ন্যায় চরিত মহাত্মো গজৎকে পবিত্র করিয়া ধর্ম্মদ্বেষীগণকে যুদ্ধে শাসন করিয়াছিলেন। বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। দেবপাল বেদার্থবিদ্ যাজ্ঞিক ভট্ট বিশ্বরাতের পৌত্র বীহেকরাত মিশ্রকে মেষিকা গ্রাম নিজ পিতামাতার পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য দান করেন, মুঙ্গেরলিপি হইতে জানিতে পারা যায়। রাজা শূরপাল তাঁহার মন্ত্রী কেদার মিশ্রের যজ্ঞস্থলে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতেন এবং বহুবার শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ নিজে শিবকে স্মরণ করিয়া মিথিলাবাসী পাশুপত আচার্য্য পরিষধকে কলশপোত নামক গ্রাম দান করেন। পুণ্যকীর্ত্তি গুরবমিশ্র দ্বারা গরুড়স্তম্ভ তিনিই স্থাপন করাইয়াছিলেন। ১ম মহীপাল বাণগড়ের নিকটে বিষুব সংক্রান্তির শুভদিনে পরাশর গোত্র ভট্টপুত্র কৃষ্ণাদিত্য শর্ম্মাকে কুরট পল্লিকা গ্রাম দান করেন। অদ্যাপি বাণগড়লিপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। মুসলমানগণের হস্ত হইতে বারানসীধাম উদ্ধারে মহীপাল সর্ব্বত্র গৌরব লাভ করিয়াছিলেন। ২য় ধর্ম্মপাল প্রতিদিন ভারত পুরাণ শ্রবণ ও ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া তবে জলগ্রহণ করিতেন। শ্রুতিস্মৃতি পুরাণ ও সচ্ছাস্ত্র কাব্যকুশল বিপ্রবর স্বর্ণরেখ এই ধর্ম্মপালের নিকট হইতেই বরেন্দ্রভূমে "করঞ্জ" নামক গ্রাম দান প্রাপ্ত হন্। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে অদ্যাপি স্বর্ণরেখের বংশধর মধ্যে করঞ্জ গাঞি চলিতেছে। রাজা নরপাল গয়াধামে জনার্দ্দনের মন্দির, বিষ্ণুপদ মন্দির, চত্বরে নরসিংহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে গয়াধামে এত বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত যে বেদ গায়ক ব্রাহ্মণগণের উদ্গীর্ণোগ্র

পাঠক্রমে' অপরের বাক্যালাপ শুনিতেও অসুবিধা হইত। কৃষ্ণ দ্বারিকা মন্দির লিপি ঐ সকল বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতেছে। এই সময়েই (১০২৫ খৃ) গৌড় বঙ্গের সর্ব্বত্র তান্ত্রিকমত ও তারা দেবীর উপাসনায় জনসাধারণ আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের জ্ঞানকাণ্ড ও হিন্দুধর্ম্মের কর্ম্মকাণ্ড লইয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিকমতের উদ্ভব হয়, তথাপি ৩য় বিগ্রহপালের আমলগাছি লিপি হইতে জানা যায় তিনি খণ্ডোক্ত দেবশর্ম্মাকে কোটিবর্ষ বিষয়ে ব্রাহ্মণী গ্রাম দান করেন। এবং গয়ার অক্ষয়বটে বিশ্বরূপ বটেশ ও প্রতিতামহেশ্বর নামক দুইটি লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ১২শ রাজ্যাঙ্কেই নালন্দা বিহারে বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয়।

গৌড়েশ্বর রামপালের রাজধানী "রামাবতী" নগরীতে তৎপ্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি মন্দির সহ দ্বাদশটি সূর্য্যমূর্ত্তি, স্কন্দ ও বিনায়কমূর্ত্তি, একাদশ রুদ্রের সমুচ্চ মন্দির এবং সশিষ্য বহু ব্রাহ্মণ স্থাপন প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহাকেও হিন্দুধর্ম্মের পোষকরূপে গ্রহণ করা যায়। তাঁহার দ্বারা ব্রহ্মদেবকুল হইতে স্কন্দপুর পর্য্যন্ত গঙ্গা ও করতোয়া নদীসঙ্গমে অপুনর্ভব নামক মহাতীর্থ এবং তাহার কিছুদূরে কালীকুতোত্থান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রামচরিতে আছে, তাঁহার রমাবতী সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম, মহাদ্রবিণ বেষ্টিত সাধু ও পুণ্যজনের প্রিয়াবাস, প্রতিষ্ঠিত হরিহরমূর্ত্তি শোভিত ও সুবৃহৎ শিবালয়ের জন্য সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। তাঁহার সুবিশাল দেবকীর্ত্তির মাহাত্ম্য ঘোষণা করিবার জন্যই পরবর্ত্তী কালে "করতোয়া মাহাত্ম্য" প্রণীত হয়। সকলেই জানেন পৌড্রবর্দ্ধন রাজধানীর কার্ত্তিকেয় মন্দিরের খ্যাতি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দী হইতেই সর্ব্বত্র পরিচিত ছিল, রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে সেই মন্দির ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল রামপালই তাহার সংস্কার বা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। মদনপাল নিজ তাম্রশাসনে "পরম সৌগত" বলিয়া পরিচিত হইলেও তাঁহার সমসাময়িক কবিবর সন্ধ্যাকর তাঁহাকে চণ্ডীচরণ সরোজপ্রসাদ সম্পন্ন বিগ্রহ "শ্রী ও দ্বিজপরিকর পরিপালনকৃতি" বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি কৌৎস গোত্রজ মহাভারত পাঠক বটেশ্বর শর্ম্মাকে ভূমিদান করেন। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ পাল গয়াধামে এক চতুর্ভুজা দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই গোবিন্দ পালের সহিত পালবংশের গৌরবরবি অস্তমিত হয়। পালরাজ বংশের আধিপত্য কালেই লোকরঞ্জন কীর্ত্তন গানের সূত্রপাত হয় এবং চৈতন্য দেবের যত্নে তাহার পরিপুষ্টি হইয়াছিল।

পাল রাজবংশের সহিত সমস্ত ভারতের সম্ভ্রান্ত রাজবংশের সম্বন্ধ হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদিগের সময়ে বৈরাগ্য ও মঙ্গলগীতি সমূহ ও পাল রাজগণের কুলদেবতা ভগবান্ সূর্য্যদেবের পাচালী ঐ সময়ে সমগ্র ভারতে গীত হইত এবং গৌড় বঙ্গের জনসাধারণ আত্মহারা হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। সূর্য্যদেবের পাচালীতে শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই লীলা সূর্য্যদেবে আরোপিত হইয়াছে। কোথাও সূর্য্যদেব গোপীদিগের সহিত বৃন্দাবন-লীলা করিতেছেন, আবার কোথাও গৌরীর সহিত তাঁহার নানা কেলীরঙ্গ হইতেছে। তাঁহাদিগের সময়ে অবলোকিতেশ্বর শিবরূপে এবং মহাতারা চণ্ডীরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই জন্য আদি শিবায়ন বা শিবের গাজন ও মঙ্গলচণ্ডী পুথি সমূহে বৌদ্ধ প্রভাবের ক্ষীণ রেখা পরিলক্ষিত হয়। অদ্যাপি গৌড়বঙ্গে সেই অতীত পালরাজগণের প্রবর্ত্তিত হিন্দুধর্ম্ম জনসাধারণ অনুসরণ করিতেছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা

কবিতাগুচ্ছ।

প্রার্থনা ॥ ১

বিশ্বনাথ! আছ তুমি অন্তরে বাহিরে,
অথাপি এ অভাজন না চিনে তোমারে।
অতি ক্ষুদ্র অণু কিবা হিমাদ্রি-শিখর,
সকলের মাঝে তুমি আছ নিরন্তর।
যোগিজন হৃদি আর পাপাত্মার দেহ,
সর্ব্বত্র বিরাজ তুমি সব তব গেহ।
মসীবিনিন্দিত বপু ঘৃণ্য-কদাকার,
তারো মাঝে আছ তুমি ওহে নির্ব্বিকার।

তোমারি পবিত্র হাসি লভি একবিন্দু,
শশধর বর্ষে সুধা হে অমৃত-সিন্ধু।
তোমারি নিশ্বাস বায়ু মলয় পবন,
তোমারি বিরাট দেহ এ বিশ্ব-ভবন।
তোমার মধুর স্বর বীণার ঝঙ্কার,
কোকিলার কুহু আর গভীর ওঙ্কার।
অশনির ভীমনাদ পবন-নিস্বন,
তোমার ভৈরব রব মেঘ গরজন।
সকলের মাঝে তুমি আছ নিরন্তর,
তথাপি না হেরি তব রূপ মনোহর!
খুলিদাও বদ্ধনেত্র দেখাও মাধুরী,
মরমে বাজুক দেব প্রেমের বাশরী
বিবেক, বৈরাগ্য, ভক্তি বিহীন এ দীনে,
হে দয়াল,দাও স্থান রাতুল চরণে।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন!

বালিকার বাসনা।

—০:০—

(১)

সুরম্য অরণ্যে যথা লতা বৃক্ষচয়,
দুরন্ত শিশির কালে মৃতকল্প হয়।
ফল পুষ্প পত্রহীন, নাহি রহে শোভা,
বিরূপ বিরস ;—কভু নহে মনোলোভা।
বসন্ত আগমে পুনঃ হয় পল্লবিত,
সুচারু দর্শন, ফল পুষ্প সমন্বিত।
বন-শোভা হেরি' আসে হর্ষে দ্বিজ যত,—
মধুর কূজন করে, তথা অবিরত।

মধুপানে রহে মত্ত যত মধুকর,
ফুলে ফুলে প্রজাপতি ফিরে নিরন্তর।
উপজে ভাবুক হৃদে সুবিমল সুখ,
হেরি প্রকৃতির শোভা দূরে রহে দুখ।
পুনশ্চ নিদাঘে তপ্ত হয় বসুমতী,
খাল বিল পুষ্করিণী নীর শূন্য অতি।

(২)

অবিকল এই ভাব বঙ্গের ভবনে।
মহাদুঃখে, ক্ষণ সুখ দেবী আগমনে।
আগে পিছে ভরা দুখ, মধ্যে কিছু সুখ;
মা'র তিরোধানে পুনঃ অনন্ত অসুখ।
রোগ শোক দুর্ভিক্ষেতে এ বঙ্গ সংসার,
হ'য়েছে শ্মশান;—নাহি দেবী-কৃপা আর!
তবু হৃদে ধরে আশা মায়ের সন্তান,
দুর্গা আসি, করিবেন মর্ত্ত্যে শান্তিদান।
বড় সাধে এই আশা করে ভক্তগণ,
দেবী আসি করিবেন দুর্গতি বারণ।
কবি কহে—'মা'র পূজা করে যেইজন
ত্রিতাপ তাহার নাহি লাগে কদাচন।"
হের মা! সন্তান তব বলবুদ্ধিহীন,
অন্ন বস্ত্র অর্থাভাবে তনু অতি ক্ষীণ।
অন্নের প্রয়াসী মোরা;—অন্নপূর্ণা তুমি,
ধনধান্যে করপূর্ণ এ ভারত ভূমি,
শক্তির সন্তান সবে হোক শক্তিমান,
ছাড়ি দলাদলি (ক) হোক একপ্রাণ।

(ক) দয়া ধর্ম্ম দান ধ্যান বাঙ্গালী সমস্তই ছাড়িতে পারে কেবল পারেনা দলাদলি। সম্পাদক।

ঈর্ষা-বহ্নি হৃদে যেন হয় নির্ব্বাপিত,
পর উপকারে লিপ্ত রহে সদা চিত।
হয় পৃষ্ঠে আনাগোনা, একি মার রঙ্গ!
হবে কি তাহার ফলে সত্য ছত্রভঙ্গ?
লীলাময়ী মার লীলা আমরা না জানি;
মন্দ হতে শুভ হয় এ প্রবাদও মানি।
কুপুত্র যদিবা হয়, কুমাতা কভু ত নয়,
এ বচন সর্ব্বসিদ্ধ, ধ্রুব সত্য হয়।
ক্ষম দোষ সন্তানের, দাও শান্তি সবে;
আদ্যাশক্তি তুমি মাতঃ! ভয় কিসে তবে?
শান্তি দিতে দলে বলে কর আগমন।
'পূর্ণিমা'কে রেখ পদে;—এই নিবেদন!

কুমারী—পূর্ণিমাসুন্দরী (খ)
ডিংসাইপাড়া, কোন্নগর।

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি বিরচিত চৈতন্যাষ্টক।

(৩)

প্রণয়ে গলিয়ে গিয়ে, মনুজ-আকার ল'য়ে
শিব ব্রহ্মা সদা পূজে যায়,
যেঁই নিজ আচরণে, আপন ভকত জনে,
সাধনের প্রণালী শিখায়,

(খ) পূর্ণিমাসুন্দরী, "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র লেখক শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মার কনিষ্ঠা কন্যা। তাঁহার বয়স নিতান্ত অল্প। এই কবিতাটী তাঁহার রচিত হইলেও, ইহার আদ্যোপান্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী উৎপলিনী সিংহ বিশেষভাবে সংশোধন ও স্থল বিশেষে পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন সম্পাদক

সেই দিব্য কান্তিমান, শ্রীচৈতন্য ভগবান,
দীনজনে করুণা করিয়া,
পুনঃ কোন সময়েতে পড়িবে নয়ন পথে,
নেহারিব পরাণ ভরিয়া ।১

অনন্ত ব্যাপার যাঁর, দেবে নারে বুঝিবার,
মুনি যাঁরে ভাবেন সর্ব্বদা,
বেদ উপনিষদেতে, রত যারা দিবারেতে,
তাহাদের যেজন উপাস্য,
সেবক জনের যিনি, প্রেম মাধুর্য্যের খনি,
পদ্মআঁখি গোপকুল যাঁরে,
প্রেমের নির্য্যাস ভাবি, তাহাতেই রহে ডুবি,
তাহা সহ বাধা একতারে,
সেই দিব্য কান্তিমান, শ্রীচৈতন্য ভগবান্,
দীনজনে করুণা করিয়া,
পুনঃ কোন সময়েতে, পড়িবে নয়নপথে
নেহারিব নয়ন ভরিয়া । ২

জগতে তুলনাহারী, স্বরূপ-ধারণ কারী,
অদ্বৈতের প্রণয়-ভাজন,
শ্রীবাস সহায় যাঁর, চিদানন্দ চমৎকার,
জন্মে যাঁরে করিলে দর্শন।
দীন উদ্ধারণ হরি, লভি যাঁর কৃপাবারি,
গজপতি আনন্দে মগন ।
সেই দিব্য কান্তিমান, শ্রীচৈতন্য ভগবান্,
দীনহীনে করুণা করিয়া,
পুনঃ কোন সময়েতে, পড়িবে নয়ন পথে,
নেহারিব পরাণ ভরিয়া । ৪

নিজে হয়ে রসাধার, রসে অভিরুচি যাঁর,
দেহ দিব্য সুঠাম কোমল,

যেই সতিশিরোমণি, যাঁহার বসন খানি,
রবি করে করে ঝলমল,
দেহকান্তি মনোলোভা, জিনিল হিরণ্য আভা,
তাহে নানামধুরে (ক) উজ্জ্বল।
সেই দিব্য কান্তিমান শ্রীচৈতন্য ভগবান্,
দীনহীনে করুণা করিয়া,
পুনঃ কোন সময়েতে, পড়িবে নয়ন পথে,
নেহারিব পরাণ ভরিয়া।৪
গাহিছেন উচ্চস্বরে, হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণহরে,
কৃষ্ণনামে রসনা বিহ্বলা,
নামসংখ্যা করিবারে, উজলিত দুই করে,
ধরেছেন যিনি নাম মালা;
বিশাল নয়নদ্বয়, আহা কিবা শোভাময়,
ভুজযুগে করে নানা খেলা।
সেই দিব্য কান্তিমান, শ্রীচৈতন্য ভগবান্,
দীনহীনে করুণা করিয়া,
পুনঃ কোন সময়েতে, মিলিবে নয়ন পথে,
নেহারিব পরাণ ভরিয়া। ৫
সাগর পুলিনে কত, হেরি উপবন শত,
বৃন্দারণ্য করিল স্মরণ,
প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে "কৃষ্ণ" "কৃষ্ণ" উচ্চারিয়ে,
ভক্তিরসে হইলা মগন,
সেই দিব্য কান্তিমান, শ্রীচৈতন্য ভগবান্,
দীনহীনে করুণা করিয়া,
পুনঃ কোন সময়েতে, পড়িবে নয়ন পথে,
নেহারিব পরাণ ভরিয়া ৬

(ক) চন্দন কুঙ্কুমাদি মধুর দ্রব্য। লেখক।

অধিরূঢ় রথোপরি, নীলাচল পতি হেরি, (খ)
প্রেমরসে বহিল উচ্ছ্বাস,
নর্ত্তনেবিবশ অঙ্গ, লয়ে নানা সাঙ্গোপাঙ্গ,
যেকরিল কীর্ত্তন বিলাস,
সেই দিব্য কান্তিমান, শ্রীচৈতন্য ভগবান্,
দীন হীনে করুণা করিয়া,
পুনঃ কোন সময়েতে, পড়িবে নয়ন পথে,
নেহারিব পরাণ ভরিয়া। ৭

নয়ন যুগল হ'তে, ঝরিতেছে অবনীতে,
জলধারা মুকুতামতন,
কদম্বকুসুমসম, রোমাঞ্চিত তনু রোম,
স্বেদ-অশ্রু পুলক মগন।
সেই কান্তিমান, শ্রীচৈতন্য ভগবান্,
দীনহীনে করুণা করিয়া,
পুনঃ কোন সময়েতে, মিলিবে নয়ন পথে,
নেহারিব পরাণ ভরিয়া ৮।

এই অষ্ট পদচয়, চৈতন্ত-স্মারক হয়,
রচিলেন শ্রীরূপ গোঁসাই,
নিরন্তর স্মরে যেঁই গৌর পদ লভে সেই,
ভক্তি ভরে গাও সবে তাই।

বৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীবসন্তকুমার দাস।

(খ) জগন্নাথ দেব।

মহাকবি কালিদাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

কবিকুল শ্রেষ্ঠ কালিদাসের জীবনী সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণ অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার মনোমুগ্ধকরী শকুন্তলা, তাঁহার অনুপমেয় মেঘদূত রঘুবংশ ও কুমার সম্ভব জগতে চিরকাল সম উজ্জলতার সহিত বিরাজ করিতেছে ও করিবে।

কালিদাসের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণন করিবার পূর্ব্বে তিনি কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাই আলোচনা করা আবশ্যক। কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। বিক্রমাদিত্য নামে নানা রাজা নানা সময়ে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। বিক্রমাদিত্য কোন রাজার নাম নহে উপাধি মাত্র। কালিদাস কোন্ বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন তাহা নিশ্চয় বলা যায় না কেহ কেহ কালিদাস এই নাম দেখিয়া তাহাকে বাঙ্গালী বা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ বলেন, উজ্জয়িনী প্রদেশে এই নামের লোক দেখা যায় না বিশেষতঃ কালীনামে কোন শক্তি পূজার প্রচলন প্রাচীন কালে ঐ প্রদেশে ছিল না, এতদ্ব্যতীত কালিদাস ভোজনামক রাজার সভাসদ্ ছিলেন এইরূপ জনশ্রুতি ছিল কিন্তু ভোজনামে নানা রাজা নানা সময়ে ছিলেন। মালব দেশাধিপতি ভোজদেব নিজে সুপণ্ডিত ও পণ্ডিতগণের আশ্রয় দাতা ছিলেন। অনেকে বলেন কালিদাস তাঁহারই সভাসদ্ ছিলেন। উৎকল দেশের এক খান পুস্তকে লেখা আছে যে সেই দেশে ভোজনামে একজন নরপতি ছিলেন তাঁহার সভায় কালিদাস বাস করিতেন। এইরূপে নানাদেশের লোক কালিদাসকে নিজের দেশের কবি বলিয়া পরিচয় দিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার আবির্ভূত হইবার সময় এতই অন্ধকারাবৃত যে তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া উল্লেখ করা যায়—

(১) তিনি চতুর্থ শতাব্দীর পরে ষষ্ঠশতাব্দীর মধ্যে কোন সময়ে আবির্ভূত হন।

(২) তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

(৩) বিক্রমাদিত্য নামে রাজার সভায় সদস্য ছিলেন।

(৪) ঐ রাজা সম্ভবতঃ মালব দেশের ভোজরাজা অথবা উজ্জয়িনী নগরীর হর্ষরাজা এই উভয় রাজার নাম উপাধি বিক্রমাদিত্য ছিল।

(৫) বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রধান নয় জন পণ্ডিত ছিলেন ইহাদিকে নবরত্ন বলা যাইত। এই নবরত্নের প্রধান রত্ন কালিদাস ছিলেন।

(৬) অমরকোষ প্রণেতা অমরসিংহ জ্যোতিষ শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত বরাহ মিহির ও ভবভূতি প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নবরত্নের এক একটী রত্ন ছিলেন।

(৭) কেহ কেহ বলেন শকুন্তলার বিদুষকের চরিত্রে তিনি নিজ চিত্র অঙ্কিত করিয়া ছিলেন কিন্তু একথার বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।

আমাদের দেশে কালিদাস সম্বন্ধে প্রবাদ। কথিত আছে যে, কোন দেশের রাজকন্যা তৎকালের প্রথানুসারে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যিনি পাণ্ডিত্যে তাঁহাকে পরাজয় করিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার পানিগ্রহণে অধিকারী হইবেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই রাজকুমারীর নাম "বিদ্যাবতী' ও ইনি গৌড়েশ্বরের একমাত্র কন্যা ছিলেন। ক্রমে ক্রমে দেশের সমস্ত মাননীয় পণ্ডিত গণ রাজকুমারীর নিকট পরাজিত ও লাঞ্ছিত হইতে লাগিলেন।

তখন তাঁহারা সকলে মিলিয়া যাহাতে এই সাহঙ্কারা উদ্ধতা প্রগল্‌ভা রাজ কুমারী পরাজিতা হন সে বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহারা একটা ঘোর মূর্খের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিয়া তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই সকল স্থির করিয়া তাঁহারা সকলে তাঁহাদের মনের মত একটি মূর্খ অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। বহুদেশে অনু সন্ধান করিতে করিতে তাঁহারা পথিমধ্যে দেখিলেন, এক গরিব ব্রাহ্মণ একটা গাছে বসিয়া ডাল কাটিতেছে। সে যে ডালে বসিয়াছিল, তাহারই গোড়া কাটিতে ছিল। কিন্তু সেই ডাল কাটা হইলে সে যে সেই ডালের সহিত নিম্নে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহা তাহার চৈতন্য ছিল না। পণ্ডিতগণ তাহার সহিত সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন।

ব্রাহ্মণ তাঁহাদের কথা ভাল বুঝিল না। সে এত মূর্খ ছিল যে নিজের কথাটাই স্পষ্ট উচ্চারণ করিতে পারিত না। পণ্ডিতগণ অনেক কষ্টে তাহাকে গাছ হইতে নামাইলেন এবং বহু চেষ্টায় তাঁহাদের মনের ভাব বুঝাইলেন। রাজকন্যা লাভ হইবে শুনিয়া গরিব ব্রাহ্মণ পুত্রের আনন্দ আর ধরে না হাসিয়াই আকুল। ব্রাহ্মণগণ তাহাকে যাহা যাহা করিতে বলিবেন সে ঠিক করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ তাহাকে বুঝাইলে, তোমাকে রাজ সভায় লইয়া যাইব। আমরা বলিব, তুমি আমাদের গুরু, তুমি একটি কথাও কহিবে না; আমরা প্রকাশ করিব যে তুমি মৌনী, কোনরূপে কোন কথা কহিও না। কেবল রাজকন্যার সহিত যখন আমাদের তর্কবিতর্ক আরম্ভ হইবে, তখন তুমি মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার দিয়া উঠিবে। দেখিও কোন মতে কথা কহিও না এবং কোনমতে হুঙ্কার দিতেও ভুলিও না। গরিব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বাক্যানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল। তখন ব্রাহ্মণগণ সেই মূর্খকে লইয়া রাজসভার দিকে যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য এই মূর্খই শেষে মহাকবি কালিদাস' হইয়াছিলেন।

পণ্ডিতগণ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া মূর্খ কালিদাসকে মহাপণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, আমাদের গুরুদেব মৌনী, কথা কহিবেন না, আমরা রাজকন্যার সহিত বিচার করিব আমাদের অথবা রাজ কন্যার কোন ভ্রমপ্রমাদ হইলে, ইনি হুঙ্কার করিয়া তাহা জ্ঞাপন করিবেন। সেইরূপ কার্য্যই হইল। রাজকুমারী নানাসাজে সজ্জিত হইয়া যথাসময়ে সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ক্রমে বিচার আরম্ভ হইল, কালিদাস মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার দিতে আরম্ভ করিলেন। বিদুষী রাজকন্যা ক্রমে কালিদাসের হুঙ্কারে এইরূপে ক্রমে রাজকন্যার বিশ্বাস জন্মিল যে, কালিদাস যথার্থই মহাপণ্ডিত; তত্রাচ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা করিলেন। যখন সমগ্র পণ্ডিত মণ্ডলী পরাজয় স্বীকার করিলেন, তখন রাজকুমারী গুরুর পরীক্ষার জন্য তাঁহাকে দুইটী অঙ্গুলী দেখাইলেন। মূর্খ কালীদাস ভাবিলেন যে, রাজকুমারী তাঁহার বিদ্যা টের পাইয়াছেন ও তাঁহাকে দণ্ড দিবার জন্য দুইটী অঙ্গুলী দেখাইয়া বলিতেছেন যে, তাঁহার দুই চোক গালিয়া দিবেন। তিনি প্রথমে এক অঙ্গুলী দেখাইয়া রাজকুমারীর মুখের উপর দুই অঙ্গুলী দেখাইলেন।

মনের ভাব এই যে যদি রাজকুমারী এক অঙ্গুলী দিয়া আমার চোক গালে, তবে আমি তাহার দুই চোকই দুই অঙ্গুলী দিয়া গালিয়া দিব। কিন্তু রাজকুমারী বুঝিলেন অন্যরূপ। মহানন্দে রাজকন্যা কালিদাসের গলায় বরমাল্য প্রদান করিলেন; তখন চারিদিকে মহা আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। রাজা বিস্মিত হইয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'ইহাকে কি পরীক্ষা করিলে আমাকে বল।' রাজকুমারী বলিলেন,—আমি ইহাকে বেদান্ত শাস্ত্রের প্রশ্ন করিয়াছিলাম, বিশ্বকাণ্ডের আম এক কি দুই? ইনি উত্তরে বলিলেন, এক কিন্তু দুইভাগে প্রকৃতি পুরুষে ব্যাপ্ত।

এইরূপে কালিদাসের সহিত রাজকুমারীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। পণ্ডিতগণের মনবাঞ্ছা পূর্ণ হইল বলিয়া তাহারা মহানন্দে দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। কালিদাসের বিদ্যাবুদ্ধি প্রকাশ হইয়া পড়িবে; এই ভাবিয়া রাজ দণ্ডের ভয়ে তাহারা যথাসম্ভব সত্বর বেগে সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া পালায়ন করিলেন।

এদিকে রাত্রিকালে রাজকুমারী কালিদাসের সহিত শয়নকক্ষে গমন করিলেন, তখন তাঁহার আর কালিদাসের বিদ্যাবুদ্ধ অবগত হইতে বিলম্ব হইল না। ঘোরমূর্খকে নিজ স্বামিত্বে বরণ করিয়াছেন দেখিয়া তিনি ক্রোধে, লজ্জায় ও দুঃখে একেবারে উন্মত্তা হইলেন, তাহার হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হয়; তিনি পাদঘাত করিয়া কালিদাসকে গৃহ হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন। কালিদাসের প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। কাহার না লাগিত? অতি পাষাণেরও লাগিত। কালিদাস ঘোরমূর্খ বটে, কিন্তু তাঁহার স্ত্রী যে মূর্খ বলিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন এবং এইজন্য তাঁহার প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভূত হইল। তিনি চক্ষের জল চক্ষে মুছিয়া রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিলেন; সে রাজ্যও পরিত্যাগ করিলেন। প্রথমে আত্মহত্যা করিয়া এই ঘোর লজ্জার অপনোদন করিবেন ভাবিয়া ছিলেন, কিন্তু পরে ভাবিলেন, "সরস্বতী বিদ্যার দেবতা, তাঁহাকে ডাকিয়া বিদ্যালাভ করিব। দেখি, তাহা হয় কিনা? মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া কালিদাস বিদ্যাদেবীর আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার অন্যকাজ ছিল না হৃদয়ে অন্য বাসনা, অন্য কামনা কিছুই ছিল না, তিনি একমনে "মা সরস্বতীর অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন

দিনের পর দিন কাটিয়া গেল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ গেল, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল কিন্তু বাগ্দেবীর দেখা নাই। কালিদাসও কিন্তু প্রতিজ্ঞা কিছুতেই ছাড়িবার নহেন "মা কই" 'মা কই' "বলিয়া তিনি বনে বনে উন্মত্তের ন্যায় ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয়ে বাগ্দেবীর পাদপদ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, তাঁহার মন এই ব্যাপারে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছে।

কালিদাসের বর লাভ—অবশেষে মায়ের দয়া হইল। বাগ্দেবী দর্শন দিলেন; এক বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ কন্যার বেশে কালিদাসের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। বলিলেন" বৎস! তুমি কাহার আরাধনা করিতেছ? কালিদাস কহিলেন "মা বীণাপাণির" আরাধনা করিতেছি বৃদ্ধা বলিলেন "তুমি কি চাও? কালিদাস উত্তর করিলেন "বিদ্যা। বিদ্যালাভ করিব বলিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেছি। বৃদ্ধা বলিলেন "বিনা শিক্ষায় কে কবে বিদ্যালাভ করে? চেষ্টা কর। শিক্ষা কর, তবেই বিদ্যালাভ ঘটিবে। "তিনি বলিলেন' দেখি, মা বিদ্যাদান করেন কিনা? "তবে তাই কর, বলিয়া বৃদ্ধা প্রস্থানে উদ্যত হইলেন; পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "তোমার ঔকান্তিকতা দেখিয়া আমি অতিশয় তুষ্ট হইয়াছি। বিদ্যালাভ করিবার উপায় তোমাকে বলিয়া দিতে পারি। এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া আইস। 'কালিদাস স্নানার্থ জলে অবতীর্ণ হইলে বাগ্দেবী বলিলেন' ডুব দেও ডুব দিয়া যাহা পাও উঠাও। কালিদাস ডুব দিয়া কিঞ্চিৎ কাদা তুলিলেন। বাগ্দেবী বলিলেন, কি তুলিয়াছ? কালিদাস উত্তর করিলেন "পাঁক।" বীণাপাণি বলিলেন, "আবার ডুব দিয়া দেখ।" কালিদাস তাহাই করিলেন। বাগ্দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি তুলিয়াছ? "উত্তর হইল 'পাঁক' বীণাপাণি বলিলেন "আবার ডুব দিয়া দেখ কালিদাস আবার ডুব দিলেন। তখন সরস্বতী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি তুলিয়াছ।" এবার কালিদাস বলিলেন 'পঙ্ক' বীণাপাণি বলিলেন "এবার আবার ডুব দেও দেখ কি পাও। কালিদাস ডুব দিয়া দুই হস্তে দুইটী প্রস্ফুটিত পদ্ম লইয়া উঠিলেন, উঠিয়া সরোবর তীরে এক চমৎকার দেবীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন; সেরূপ বর্ণনা হয় না। মা বীণাপাণি এবার নিজ জগন্মোহিনী রূপে কালিদাসের সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়াছেন, ইহা দেখিয়া কালিদাস বলিলেন—

পদ্মমিদং মম দক্ষিণহস্তে বামকরাণিচ
উৎপল মেকংত্রাহি কিমিচ্ছসি হর্ষ স্থানানং।

এইরূপ অতি মনোহর ছন্দে কালিদাস দেবীর স্তব করিলেন। দেবী লজ্জিতা হইলেন এবং যুগপৎপ্রীতও সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন! "বৎস! তোমার প্রতি আমি যে রূপ প্রীত হইয়াছি তদ্রূপ কুপিতও হইয়াছি। তোমার প্রতি সদয় হইয়া আমি তোমাকে সকল বিদ্যায় মহাপণ্ডিত করিলাম। আজ হইতে তুমি আমার বর পুত্র, আজ হইতে তুমি জগতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ কবি হইলে, কিন্তু তুমি প্রথমে আমার চরণ দর্শন না করিয়া বদন দর্শন ও বর্ণন করিয়াছ, একারণ তোমার মৃত্যু বার বনিতালয়ে হইবে। "বলা বাহুল্য যে, কালিদাসের মৃত্যু সেইরূপেই হইয়াছিল।

তাঁহার জীবনের গল্পাংশও যে কেবল লোকের মুখে মুখে আছে তাহা নহে এসম্বন্ধেও কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে। সারদা মঙ্গল, বেতালপঞ্চ বিংশতি, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা বা বত্রিশ সিংহাসন প্রভৃতি নানা গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধীয় নানা বিষয় উল্লিখিত আছে। এই সকল গল্পের অধিকাংশ মিথ্যা হইলেও গল্পগুলির কিছু মৌলিকতা আছে। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি মুখে মুখে এক পুরুষ হইতে অন্য পুরুষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছিল বোধ হয়, সেইসকল জনশ্রুতির উপর এই সকল গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমরা কালিদাস সম্বন্ধে দুইটি বিষয় লাভ করিয়াছি; একটি তাঁহার নাম, আরটি তাঁহার গ্রন্থ। তিনিও তাঁহার সুললিত অনুপমেয় কাব্যই আমাদের আলোচ্য। পাঠকগণ! এই কাব্যের অভ্যন্তরে মহাকবির প্রতিভা দেখিতে পাইবেন। এই কাব্যের উল্লিখিত গ্রন্থগুলি ভিন্ন আরও জ্যোতির্বিদাভরণ, শক্র পরাভব, যাত্রিক লগ্ন নিরূপণ প্রভৃতি নানা গ্রন্থ তাঁহারই রচিত বলিয়া বিদিত। কিন্তু এক্ষণে বিশেষ আলোচনার পর স্থির হইয়াছে যে এই সকল গ্রন্থ তাঁহার রচিত নহে। শকুন্তলা প্রভৃতি মহাগ্রন্থ যে লেখনী হইতে প্রসূত হয়, তাহা হইতে এসকল গ্রন্থ রচিত হইতে পারে না।

জগতে তিনজন প্রধান শ্রেণীর মহাকবি ও নাট্যকার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আর কাব্যও নাটক রচনায় কেহ পুর্ণমনস্কাম হইতে পারেন নাই, একথা বলিতে বিন্দুমাত্রও অত্যুক্তি দোষ ঘটে না। ভারতে কালিদাস, ইংলণ্ডে

সেক্ পিয়র এবং জার্ম্মণীতে গেটে। এদেশেও নিম্নলিখিত শ্লোকটী বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে—

"পুষ্পেষুজাতী নারীষুরম্ভা, পুরুষেষু বিষ্ণুর্ণদীষুগঙ্গা।
নৃপতিষুরামঃ কাব্যেষুমাঘঃ কবি কালিদাসঃ॥

মহাকবি কালিদাসের জীবন চরিত সম্বন্ধে যাহাকিছু বক্তব্য তাহা আমরা সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। ফলতঃ কালিদাস যে জগতের শ্রেষ্ঠকবি তাহা সকলেই একবাক্যে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

সম্পাদক

প্রতিশোধ।

(৩য় প্রবন্ধ)

৬ষ্ঠ অধ্যায়।

মানুষের চিরদিন কখন সমান যায় না। সুখের পর দুঃখ দুঃখের পর সুখ অনিবার্য্য। এসংসারে নিয়তই এইরূপ ঘটনা ঘটিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। নিয়তি চক্রের নিষ্পেষণে মানুষ নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে, অদৃষ্ট দেবী কখন কাহার প্রতি সুপ্রসন্ন হন, আবার কখন কাহার প্রতি বিমুখ হন তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। আজ যাহাকে দেখিয়া দরিদ্র অপদার্থ "বলিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লই, কাল হয়ত সে অদৃষ্ট দেবীর প্রসাদ লাভ করিয়া সংসার মধ্যে একজন গণ্য মান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে দেখি। আবার হয়ত' আজ যাহাকে ধনাঢ্য সম্ভ্রান্ত দেখিতে পাই, যাহার কণামাত্র অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে লোকে নিজকে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকে, কাল সে অদৃষ্ট দেবীর বিরাগ ভাজন হইয়া লোকসমাজে ঘৃর্ণিত অধম বলিয়া গণ্য হন। পরিবর্ত্তন শীল জগতে ইহাই বিধাতার নিয়ম। নরেন্দ্রনাথের অনেকগুলি পুত্রকন্যা, তন্মধ্যে তাঁহাকে পাঁচ ছয়টী কন্যার বিবাহ দিতে হইয়াছে। এই ভীষণ বরপণ সমাকীর্ণ বাঙ্গলাদেশে

উপর্য্যুপরি কন্যাগুলির বিবাহ দিতে এবং তাহাদের উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে নরেন্দ্রনাথ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মনরমার উপদেশানুযায়ী গোড়া হইতে "বুঝে চলিয়া" এবং বাটী ভাড়া দিয়াও তিনি কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তাঁহাকে ঋণজালে আবদ্ধ হইতে হইল। এমন কি তাঁহার কলিকাতার সাধের বাড়ীখানি পর্য্যন্ত বন্ধক পড়িল। সে দেনা আর তিনি কিছুতেই পরিশোধ করিতে পারিলেন না। একটীর পর একটী কন্যার বিবাহ তদুপরি তাহাদের প্রত্যেকেরই "বারমাসে তেরপর্ব্বণের" জন্য প্রভৃতি করিতে তাঁহার মাসিক বেতনের অর্দ্ধাংশ ব্যয় হইয়া যাইত। তাহার পর সংসার চালাইয়া তিনি ঋণের এক কপর্দ্দকও দিতে সক্ষম হইতেন না। ক্রমশঃ ঋণবৃদ্ধি হইতে লাগিল। নানা চিন্তায় তাঁহার মন ও শরীর নিতান্ত খারাপ হইয়া উঠিল। এমন কি সরকারী কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়িয়া তাঁহাকে কিছুদিনের অবকাশ গ্রহণ করিতে হইল। মনে করিলেন দিন কতক কোথাও চেঞ্জে গেলে শরীর সারিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না। তিনি ঐদিকে মধুপুর দেওঘর হইতে এলাহাবাদ এটোয়া পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিলেন কিন্তু স্বাস্থ্যসম্বন্ধে কোনও উপকার পাইলেন না। হায়! মনের বিকার ঔষধে বা বায়ু পরিবর্ত্তনে কি উপশম হইবে? কেবল কতকগুলা অর্থব্যয় হইয়া গেল মাত্র। এদিকে তাঁহার দেনা সুদে আসলে হাজার দশেক টাকা দাঁড়াইয়াছে মহাজন তাগাদার উপর তাগাদা করিতেছে। টাকা দিতে না পারিলে নালিশ করিবে বলিতেছে। লজ্জায় চিন্তায় নরেন্দ্রনাথ একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর কিনা দেনার দায়ে বাড়ীটুকু পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া যাইবে? কি ঘৃণা! কি লজ্জা, নরেন্দ্রনাথের মৃত্যু ইচ্ছা হইতে লাগিল। আর বাড়ী খানি গেলে ছেলেমেয়ে লইয়া দাঁড়াইবেনই বা কোথায়? নরেন্দ্রনাথ কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। তাঁহার এমন কেহ আত্মীয় নাই যে এবিপদে উদ্ধার করে। আজ বহুদিনে পরে তাঁহার প্রাণে একটা অনুতাপ দেখা দিল তিনি ভাবিলেন "আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে। ন্যায়বান ঈশ্বর ঠিক বিচারই করিয়াছেন। আমি সহোদর ভাইয়ের সহিত প্রবঞ্চনা করিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বে বঞ্চিত করিয়াছি. তাহার স্ত্রীর গায়ের গহনাগুলি পর্য্যন্ত দিই নাই। তাই ভগবানও আজি আমাকে সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত করিতেছেন।

নচেৎ এমন হইবে কেন? ক্ষুধার্ত্ত অভুক্ত ভাই, রুগ্না ভ্রাতৃবধূ আমি কাহারও মুখ চাহি নাই গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছি, তাই ভগবানও আমাকে গৃহশূন্য করিয়া দিতেছেন। কাল আমাকে স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া পথে দাড়াইতে হইবে। তালপাতার ছায়া চাকুরিটুকু পর্য্যন্ত বুঝি যায়! হায়! হায়! জগতে পাপের ফল হাতে হাতে ফলে! অনুতাপে তাঁহার হৃদয় শতধাচূর্ণ হইতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নরেন্দ্রনাথ তাঁহার এক ধনাঢ্য জামাতার নিকট এক সহস্র টাকা কর্জ্জস্বরূপ চাহিলেন। জামতা বাবাজী মনিঅর্ডার যোগে পঞ্চাশটি মাত্র টাকা পাঠাইয়া লিখিলেন "ইহার অধিক দিবার আমার সাধ্য নাই। আমার মাথার উপর আমার পিতা আছেন, তাঁহার অনভিমতে আমি কোন কার্য্য করিতে পারি না।

অপমানে, লজ্জায়, ঘৃণায় নরেন্দ্রনাথের যেন "মাথা কাটা যাইতে লাগিল। তিনি একবার মনে করিলেন, "টাকা কয়টা ফেরত দিই" কিন্তু ভাবিলেন এ অপমান নিজেই যাচিয়া ক্রয় করিয়াছেন, এখন আর উপায় কি? দেনায় তাঁহার মাথার চুল বিক্রয় হইয়াছিল। ঔষধের দোকানে দেনা, মুদীর দেনা, কাপড়ের দোকানে দেনা যেদিকে চাহিয়া দেখেন সেই দিকেই, দেনা দেনা! চিন্তায় তিনি যেন উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন তিনি একজন সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী কিরূপে তাঁহার মান সম্ভ্রম বজায় থাকিবে এই চিন্তাই তাঁহার অধিক প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহার পর এমন কোন সম্পত্তি নাই, যাহা বিক্রয় করিলে তিনি ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

নিদাঘের অপরাহ্ন। প্রখর রবি সারাটিদিন ধরিয়া ধরণীকে দগ্ধ করিয়া এইবার বিশ্রাম লাভাশায় পশ্চিমাকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। কলিকাতার পথে পথে মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ীগুলি জল ঢালিয়া ঢালিয়া পথের উত্তাপ বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছে। ক্রমশঃ সন্ধ্যারাণী গ্যাস ও ইলেক্ট্রিকের আলোক-মালা গলায় পরিয়া কলিকাতা সহরে দর্শন দিলেন। নরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য বায়ুসেবন ইচ্ছায় একাকী বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। রোগে ও চিন্তাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া প্রৌঢ় নরেন্দ্রনাথ একেবারে বার্দ্ধক্যের সীমায় আসিয়া পড়িয়া ছিলেন। হঠাৎ দেখিলে তাঁহাকে চেনা যাইত না। দুশ্চিন্তায়, তাহার নিদ্রা, সুখ স্বস্তি, সমস্তই তিরোহিত হইয়া ছিল। ভাবিতে ভাবিতে নরেন্দ্রনাথ অন্যমনস্কভাবে

নির্দ্দিষ্ট স্থান অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন "একি করিলাম ?" এতটা পথ পদব্রজে আসিয়া তাঁহার দুর্ব্বল শরীর কিছু ক্লান্ত হইয়াও পড়িয়াছে, পুনর্ব্বার এতটা রাস্তা চলিয়া বাটী যাওয়া তাঁহার পক্ষে বড় কষ্ট কর। তিনি মনে করিলেন "এইখানে একটু বিশ্রাম করি, তাহার পর এক খানা খালিগাড়ী পাইলে তাহা ভাড়া করিয়া বাড়ী যাইব। ফুটপাতের উপর একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর গাড়ী বারাণ্ডার নীচে ক্লান্তভাবে তিনি বসিয়া পড়িলেন। একে তাঁহার দুর্ব্বল শরীর তাহার উপর এতটা রাস্তা চলিয়া আসাতে তাঁহার একটু কষ্টও হইয়াছিল। হঠাৎ তাঁহার মাথাটা কেমন ঘুরিয়া আসিল। তিনি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সেইখানে পড়িয়া গেলেন। ঠিক এইসময়ে গৃহস্বামীর মোটর আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। পুনঃ পুনঃ বংশীরধ্বনীতেও যখন লোকটা নড়েচড়ে না, তখন ব্যাপার খানা কি জানিবার নিমিত্ত গাড়ী থামাইয়া চালক ভূমে অবতরণ করিল। গৃহস্বামী কারণ জিজ্ঞাসা করাতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "দেখুন না একটা লোক পথযুড়ে শুয়ে রয়েছে নড়েচড়েনা দেখি কেও"

"মাতাল নাকি ?" বলিয়া গৃহস্বামীও মোটর হইতে নামিয়া পড়িলেন। তিনি নরেন্দ্রনাথের নিকটবর্ত্তী হইয়া যেমন মস্তক অবনত করিয়া নরেন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিলেন। অমনি তিনি বিস্ময়ে চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "এ্যা কি সর্ব্বনাশ ! দাদা যে ! "তাহার পর নরেন্দ্রনাথের গাত্রস্পর্শ করিয়া দেখিলেন তিনি চৈতন্য রহিত হইয়া পতিত হইয়াছেন। ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "যাও শীগগীর এক জন ডাক্তার নিয়ে এস। রামসিংহ জলদি পানি লে আও ! বাবুলাল, পাঙ্খা, পাঙ্খা তখন মণিবের আদেশে ভৃত্যবর্গের মধ্যে হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। কেহ জল, কেহ পাঙ্খা, কেহ ডাক্তার লইয়া হাজির করিল। গৃহস্বামী সেই ধূলির উপরে বসিয়া অতিযত্নে নরেন্দ্রনাথের মস্তকটীয় অঙ্কে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "দাদা ! দাদা ! কি হয়েছে আপনার ? কেন আপনি এমন হয়ে গেছেন ?

বুঝি সে স্নেহ আহ্বান, মধুরধ্বনী অস্ফুট ভাবে নরেন্দ্রনাথের মর্ম্মস্পর্শ করিয়া

তাঁহার সন্তাপিত প্রাণ শীতল করিয়া দিয়া ছিল, ধীরে ধীরে তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইল তিনি জড়িত কণ্ঠে বলিলেন কে-রে নীরদ নাকি ?

নীরদ "বলিলেন "হাঁ দাদা আমি"।

ক্ষীণকণ্ঠে নীরদ "ভাই" বলিয়া নরেন্দ্রনাথ দুইবাহু ধীরে ধীরে প্রসারিত করিয়া দিলেন। উচ্ছ্বাসে নীরদ নরেন্দ্রনাথের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ডাকিলেন "দাদা'।

নরেন্দ্রনাথ দুইহস্তে নীরদ কুমারের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাঁহার মুখখানি বক্ষেচাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার নয়ন হইতে দুইবিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। নীরদের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। আজি কতবৎসর দুইভ্রাতা কেহ কাহারও সংবাদ লন নাই। বহুদিন পরে আজি হঠাৎ এইরূপ অদ্ভুত মিলনে দুইভ্রাতার হৃদয়েই ভ্রাতৃ প্রেম উছলিয়া উঠিল। নরেন্দ্রনাথ নিজকৃত অপরাধ জন্য লজ্জিত নীরদও অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথকে ধরাধরি করিয়া লইয়া গিয়া বৈঠকখানা গৃহে একখানি সোফার শয়ন করাইয়া দেওয়া হইল। ডাক্তার আসিয়া বলকারক ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গেলেন অবিলম্বে অনেক ভৃত্য ঔষধ লইয়া আসিল। ঔষধ ও গরম দুগ্ধ পান করিয়া নরেন্দ্রনাথ কিঞ্চিত সুস্থ হইলেন পুনরপি নীরদ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার কি অসুখ হইয়াছে দাদা ! কেন আপনি অমন হয়ে গেছেন ?"

তখন নরেন্দ্রনাথ নিজের সকল কথা বিবৃত করিলেন। আরও বলিলেন নীরদ ! ভাই, আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তিই হইয়াছে। আমি তোকে সর্ব্বস্বান্ত করেছিলুম, তাই ভগবান আজ আমাকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রেছেন দশহাজার টাকার জন্য বাড়ী খানিও যায়। কাল আমাকে ছেলে মেয়ের হাত ধরে রাস্তায় দাঁড়াতে হবে। যে বাড়ী তোকে ভোগ করতে দেই নি, সে বাড়ী ভগবান্ আমাকেও ভোগ করতে দিলেন না। আমার পাপের ফল আমি হাতে হাতে পেয়েছি।

নীরদকুমার দুঃখিত হইয়া বলিলেন তা এতদিন আমাকে কিছু জানাননি কেন দাদা ?

নরেন্দ্রনাথ লজ্জিত হইয়া বলিলেন "কোন মুখে জানাব ভাই, সে পথ ত

আমি রাখিনি। তুই কোথায় আছিস্ সে খোঁজ পর্য্যন্ত নিইনি। নীরদকুমার আর কোনও উত্তর করিলেন না। দাদার এত বিপদে আপদে তিনি যে একদিন কোনও সংবাদ লয়েন নাই, সামান্য একটা পারিবারিক বিবাদে ভ্রাতৃস্নেহ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন, ভাবিয়া তিনিও লজ্জিত হইলেন। কি অন্যায় কাজটাই করিয়া ফেলিয়াছেন! যেমনই হউক মার পেটের ভাইত বটে!

যাহার যাহার নিকটে নরেন্দ্রনাথের ঋণ, নীরদ তাঁহার নিকট হইতে সে সমস্ত জানিয়া লইলেন। তাহার পর নরেন্দ্রনাথকে তথায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া তিনি বাটী হইতে বহির্গত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথের মহাজনদিগকে সঙ্গে লইয়া, নরেন্দ্রনাথের নিকটে উপস্থিত হইলেন। এবং নরেন্দ্রনাথের নিকটে যে যাহা পাইত, নীরদকুমার তৎসমস্ত কড়ায় কণ্ডায় মিটাইয়া দিয়া নরেন্দ্রনাথকে ঋণমুক্ত করিয়া দিলেন। তাহার পর দাদার ছেলেদের জন্য একঝুড়ি মিষ্টান্ন লইয়া, দুই ভ্রাতায় মিলিয়া মোটরকারে করিয়া নরেন্দ্রনাথের বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নরেন্দ্রনাথ বাটী গিয়াই মনরমাকে সমস্ত কথা বলিলেন।

নীরদ ততক্ষণ ছেলেদিগকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়া তাহাদের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে ছিলেন। তাহার পর "বৌদিদি কোথায় গো?" বলিয়া মনরমার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। লজ্জায় মনরমা নীরদের সম্মুখে বাহির হইতে পারেন নাই। যে নীরদকে তিনি "বোকা নীরদ" বলিয়া ঘৃণা করিতেন। যে নীরদের স্ত্রীকে দাসীর মত খাটাইয়া লইয়া ছিলেন, যে নীরদকে তাহার পৈতৃক সম্পত্তির এক কপর্দ্দক হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। অবশেষে তাহাকে অসহায় অবস্থায় রুগ্ন স্ত্রী, ও শিশু পুত্রসহ গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই নীরদ হইতে আজি তাঁহার সর্ব্বস্ব রক্ষা হইল। নরেন্দ্রনাথের মান সম্ভ্রম, ঘরবাড়ী, আজি সেই নীরদ সমস্ত রক্ষা করিল। মনরমা আর কোন লজ্জায় নীরদকে মুখ দেখাইবেন? কিন্তু নীরদকুমার সে সমস্ত ঘটনা অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া মনরমাকে প্রণাম করিলেন।

নরেন্দ্রনাথ বলিলেন "নীরদ! তুই আমার কাছথেকে চলে যাবার সময় আমাকে বলে গিয়েছিলি, এক দিন এর প্রতিশোধ দিব। তা যথার্থই ভাই

তুই আজ তার প্রতিশোধ দিয়েছিস্। তোর দরয়ান যদি আমায় গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করে দিত, তাহলেও আমি এর চেয়ে বেশী লজ্জিত হতুম না। তোর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব। সে অবসরও তুই দিলি না। তুই যথার্থই দেবতা আর আমি নরকের প্রেত।

নীরদকুমার বাধা দিয়া বলিলেন ছি ছি! দাদা! অমন কথা বলবেন না। আমি যা দুপয়সা উপার্জ্জন করেছি আপনাদেরই আশীর্ব্বাদে। আপনারা আমাকে বাড়ী থেকে বার করে দিয়ে আমার ভালই করেছেন। যদি তা না দিতেন তবে আমি চিরদিন অমনি অলস একটা জড়পিণ্ডবৎ হয়ে থাকতুম। ইতি

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

মহাস্থবিরের মুক্তি চিন্তা।

(দর্শন শাস্ত্রের সার সংগ্রহ)

নিত্যানিত্য পদার্থ সম্যক্ বিচার দ্বারা নিত্য পদার্থ নিশ্চিত হইলে, অসার অনিত্য সংসারের যাবতীয় সঙ্কল্প ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই সঙ্কল্প ক্ষয়েরই নাম মোক্ষ। সঙ্কল্প এবং বিকল্প, মনেরই ধর্ম্ম। মন অতিশয় চঞ্চল। চঞ্চল মনকে একাগ্র করিতে সমর্থ না হইলে কদাচ মোক্ষ লাভ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। মায়াই বন্ধনের মূলীভূত কারণ। বিষয়াদিতে মনের যে একান্ত অনুরাগ বা আসক্তি তাহাকেই বন্ধন বলা যায়। আর, বিষয় বাসনা রহিত, বা বিষয়াদিতে বিরক্তির নামই মুক্তি। প্রকৃত পক্ষে চিত্তের একাগ্রতা হইলেই মানবের জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, এবং সেই জ্ঞান হইতেই ক্রমে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কি উপায়ে বদ্ধ জীবগণ মুক্ত হইতে পারে, এবং কি উপায়েই বা পরাৎপর পরমেশ্বরকে ধ্যান করা বা জানা যায়, সেই সকল বিষয়ের উপদেশ সদ্গুরুর নিকট হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফলতঃ, চঞ্চল মনকে একাগ্র করিতে না পারিলে কিছুতেই মোক্ষ লাভ ঘটে না।

মনের চঞ্চলতা বিদূরিত হইলে, অর্থাৎ মনের একাগ্রতা জন্মিলে, সেই মনকে জ্ঞানিগণ মৃত আখ্যা দিয়া থাকেন। সেই মৃত মনই, তপস্যার ফলে, মোক্ষ স্বরূপ হয়। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, মনই মনুষ্যের বন্ধন এবং মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে। যে হেতু মন বিষয়াদিতে আসক্ত হইলেই বন্ধনের হেতু হয়; এবং সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। মানবের

অন্তঃকরণে যে সময়ে দৃঢ়তর উদাসীন ভাবের আবির্ভাব হয় ও মন নিশ্চলাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই সময়েই মোক্ষের আবির্ভাব ঘটে। মোক্ষ লাভার্থ যত্ন করা মানব মাত্রেরই কর্ত্তব্য। মনোবিজ্ঞান দার্শপণ্ডিতগণ বিক্ষিপ্ত, গতায়াত, সুশ্লিষ্ট ও সুলীনক, মনের এই চতুর্ব্বিধ অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিয়া থাকেন। চিত্তের অবস্থা পাঁচটি; যথা ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং সমাধি। ক্ষিপ্তাবস্থা রজোগুণের কার্য্য। মূঢ় অবস্থা তমোগুণের কার্য্য। বিক্ষিপ্ত অবস্থা সত্ত্বগুণের কার্য্য। এই তিন প্রকার অবস্থাই মুক্তির বিরোধী। অবশিষ্ট দ্বিবিধ অবস্থায় চিত্ত নিশ্চল ও দৃঢ় হয়; সুতরাং তাহাই মুক্তির কারণ। বিক্ষিপ্ত ও গতায়াত এই দুইটী অবস্থা বিষয় গ্রাহী। এই হেতু এই দুই অবস্থা সংসারাশক্তির কারণ; এবংসুশ্লিষ্ট ও সুলীন, এই দুই অবস্থা বিষয় বিঘাতী, এজন্য বৈরাগ্য উপস্থিত করে।

এই মায়িক সংসারে আশক্তি ত্যাগ হইলেই বৈরাগ্য আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং সেই বৈরাগ্য, সাধন চতুষ্টয় দ্বারা পরিপক্কতা লাভ করিলেই মোক্ষ সংঘটন হয়। সংসারে আত্যন্তিক বিরক্তির নামই মুক্তি। সাংসারিক ভোগাভিলাষ সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ না হইলে নিবৃত্তি হয় না। ভোগাভিলাষ পূর্ণ হইলেই সাংসারিক সুখ ও দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া, সংসার কার্য্যে বৈরাগ্য অরুচি বা বিরক্তি জন্মিয়া থাকে। কিন্তু চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলেই সাংসারিক সুখ-দুঃখোপভোগের কারণ স্বরূপ ইন্দ্রিয়গণের বহির্ম্মুখতার নিবৃত্তি হইয়া যায়। এরূপ নিবৃত্তি হওয়ার নামই মুক্তি। ইন্দ্রিয়গণের বহির্ম্মুখতা নিমত্ত সংসারে যে প্রবৃত্তি তাহারই নাম বন্ধন। সেই বন্ধনের কারণটি কর্ম্মশব্দে উল্লিখিত হয়। কর্ম্ম কাহাকে কহে? ইহার উত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেনঃ—আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা এরূপ অহঙ্কার স্বরূপ যে বন্ধন, তাহার কারণ, এবং জন্ম মৃত্যুর কারণ, নিত্য নৈমিত্তিক যাগ, ব্রত তপস্যা দান ইত্যাদিতে যে ফলের অনুসন্ধান তাহারই নাম কর্ম্ম। কর্ম্মই বন্ধনের প্রতি কারণ। কর্ম্ম নানাপ্রকার এনিমিত্ত বন্ধনও নানা প্রকার বন্ধনে বন্দী হইয়া জীব আপনাকে অতিশয় ক্লিষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে, এবং সেই হেতু নানা কষ্ট ভোগ হয়। দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ দুঃখভোগ করাকেই "হেয়" শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন। সাংখ্যদর্শনে ত্রিবিধ দুঃখই "হেয়" বলিয়া বর্ণিত আছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের

নামই "হেয়।" উক্ত সাংখ্যদর্শনে আরও লিখিত আছে যে, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ দ্বারা যে অবিবেক জন্মে তাহাই হেয় হেতু। অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগ হইলে, যে অবিবেক, অর্থাৎ বিষয় জ্ঞান জন্মে, তাহাই ত্রিবিধ দুঃখের প্রতি কারণ।

সাংখ্যদর্শন বলেন দুঃখ ত্রয়ের অত্যন্ত নিবৃত্তিকে "হান" বলে। হান অর্থে মুক্তি বুঝায়। সেই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি, অথবা মুক্তির উপায় কি? ইহার উত্তরে সাংখ্যদর্শন বলিতেছেন বিবেক খ্যাতিই হানোপায়। অর্থাৎ, বিবেকই মুক্তির উপায়; যে হেতু প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে অবিবেক উপস্থিত হইয়া দুঃখ উৎপাদন করে, এবং প্রকৃতি পুরুষের বিয়োগে দুঃখের নিবৃত্তি হয়। প্রকৃতি পুরুষের বিয়োগ (বা পার্থক্য) বিবেকদ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে, সেই বিবেকেই হানোপায় বলে। অর্থাৎ বিবেক দ্বারাই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইয়া মুক্তিপদ প্রাপ্তি হয়। প্রকৃতি পুরুষের অবিবেককেই বন্ধনের হেতু এবং প্রকৃতি পুরুষের বিবেকই মোক্ষের কারণ। দেহাদির অভিমান বিদ্যমান থাকিতে মোক্ষ হইতে পারে না। কারণ, পুরুষগত প্রকৃতির অবিবেক রূপ কারণবশতঃই বুদ্ধি প্রভৃতির অবিবেক জন্মে। এই নিমিত্ত যাহাতে পুরুষের বিবেক উৎপন্ন হয়, এরূপ কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজন। সম্যক্ তত্ত্বদর্শন হইতে আচরণ নিবৃত্ত হয়। আচরণ নিবৃত্তি হইতে মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়। মিথ্যাজ্ঞান নাশ হইতে বিক্ষেপজনিত দুঃখের নিবৃত্ত হয়। মুমুক্ষুগণ বন্ধন বিমুক্তির নিমিত্ত প্রকৃতির সহিত পরম পুরুষকে অবগত হইবে।

যোগাঙ্গীভূত কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপাদির পরিক্ষয় হইলে, জ্ঞানের উদ্দীপ্তি হইয়া বিবেক জন্মে। বিবেকদ্বারা মোহপাশ অনেকবারে ছিন্ন হইয়া যায়। পাশ ছিন্ন হইলেই পরিমুক্ত হয়। কপট বৈরাগ্যদ্বারা পাশ ছিন্ন হয় না, এবং বাক্যের আড়ম্বর ও ফোটা তিলকেও হয় না, বহুপূজক হয় না। কেবল মাত্র সাধন দ্বারাই সম্পাদিত হইয়া থাকে। সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন ব্যক্তিই যোগাভ্যাসে নিরত হইলে, পাশ মুক্ত হইবার যোগ্য হয়। সেই পাশ অর্থাৎ বন্ধন এক প্রকার নহে। সংসারে নানা প্রকার পাশ বা বন্ধন আছে। তন্মধ্যে ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা জুগুপ্সা, কুল, শীল ও মান, এই অষ্ট প্রকার বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ়। এই অষ্টবিধ দৃঢ় বন্ধনকে শাস্ত্রে অষ্টপাশ বলে। যদি পারিয়া উঠি তাহা হইলে এই অষ্টপাশের বিষয় ভবিষ্যতে আলোচনা করা যাইবে। শরীর এক্ষণে বড়ই অসুস্থ।

বহরমপুর নিবাসী আসেচনক শ্রীমান অমরকান্ত চৌধুরী তাঁহাকে, এই প্রবন্ধ প্রসঙ্গে, বলিয়া রাখি যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির স্বকীয় ব্রহ্মভাবে যে অনবধানতা তাহা অপেক্ষা অনিষ্ট কর আর কিছুই নাই। কারণ, অনবধানতা হইতে মোহ মোহ, হইতে অহংবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি হইতে বন্ধন, এবং বন্ধন হইতেই অশেষ দুঃখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার "বিবেক চূড়ামণি" গ্রন্থে একথা বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, দেববর্ম্মা
বিদ্যাবিনোদ, কাব্যরত্নাকর।
কোন্নগর।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট হইতে ভিঃপিঃ গুলি বড় অন্যায় মতে ফেরত আসিতেছে। এ বিষয় পূর্ব্বে বহুবার জানান সত্বেও কোন প্রতিবিধান করিতে পারিলাম না। কার্ত্তিক সংখ্যা ৪০টী ভিঃপিঃ করা গেল। এই ভিঃপিঃ গুলি পাঠাইবার ১০।১২ দিন পূর্ব্বে গ্রাহক মহোদয়গণকে ভিঃপিঃর সংবাদ দেওয়া গেল। ভিঃপিঃ লইতে যাহাদের আপত্তি থাকিবে তাহারা ভিঃপিঃর সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রেই আমাদিগকে জানাইবেন। এমতাবস্থায় ভিঃপিঃ গুলি নিষ্কারণে ফেরত আসিবে না।

২। মিত্রসৈন্যের জয় —জার্ম্মান সম্রাট কাইজার সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া হল্যাণ্ডে প্রস্থান করিলে যে পাশ্চাত্য যুদ্ধ আজ ৪॥ বৎসর ইয়োরোপকে বিধ্বস্ত করিয়াছে তাহা বিগত ১১ই নবেম্বর সোমবার শেষ হইয়া সন্ধি সংস্থাপন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্নে ১১টা হইতে জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে সমস্ত যুদ্ধ বন্ধ হইয়াছে। আমাদের প্রিয় সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ ধর্ম্ম এবং ন্যায়ের বল রক্ষা করিবার জন্য যে সৈন্যবাহিনী চালিত করিয়াছিলেন তাহা এতদিনে জয়লাভ করিল। চিরদিনের জন্য পৃথিবীতে শান্তি পুন বিরাজমান থাকিবে। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই এই যুদ্ধাবসানে হর্ষপ্রকাশ করা হইতেছে। যুদ্ধের

ইয়োরোপে যে-সকল জিনিষ অগ্নিমূল্যে বিক্রয় হইতেছিল আমরা ভারতবাসীগণ আশা করি সেই সকল জিনিষ সুলভ মূল্য আমাদের হস্তগত হইবে।

৩। যুদ্ধের ফলে সর্ব্বপ্রকার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যে অতিশয় বৃদ্ধি হওয়াতে ভারতবর্ষের জন সাধারণ অতিশয় ক্লেশ পাইতেছেন। তাহার উপর অনাবৃষ্টির ফলে জলাভাবে পশ্চিম বাঙ্গলা সাঁওতাল পরগণা; ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার ক্ষেত্রের ধান্য শুকাইয়া যাইতেছে। আমাদের এই দেশেই সাধারণ চাউল প্রতিমণ ৫৲ টাকার কমে পাওয়া যাইতেছে না।

৪। ইনফ্লুয়েঞ্জা অর্থাৎ যুদ্ধজ্বরের নিদান।—ইয়োরোপের স্পেনের রাজধানী মেড্রিড নগরে জার্ম্মানদিগের একটী বৃহৎ পরীক্ষাগার ছিল। তথাকার বৈজ্ঞানিকগণ এমন কোন জীবাণু আবিষ্কার করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন যাহাতে ইনফ্লুয়েঞ্জা ও নিউমোনিয়া জীবাণু বিদ্যমান থাকে। এই জীবাণু আমেরিকার বন্দরে ছড়াইয়া দিবার জন্য ব্যবস্থা করা হয়। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইলে আমেরিকার জাহাজের মাঝিমাল্লাগণ উক্ত পীড়ায় আক্রান্ত হইলে তথা হইতে সৈন্য জাহাজ ইয়োরোপে আসিতে পারিত না। কিন্তু বিজ্ঞানবিদ্-গণের মধ্যে বিবাদ হওয়াতে উক্ত জীবাণুগণ মেড্রিড নগরে ছড়াইয়া পড়ে। এবং স্পেন হইতে ভীষণ যুদ্ধজ্বর সমস্ত ইয়োরোপে এবং তৎপরে ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িতেছে।

৫। গঙ্গার জলে স্বাস্থ্যহানী।—বঙ্গের সেনিটারী কমিশনার ডাঃ বেণ্টলী সাহেব গঙ্গার জল পরীক্ষা করিয়া তাহাতে বিষ্ঠার পোকা পাওয়ায় গঙ্গাতীরস্থ নগরবাসীকে সতর্ক করিয়াছেন। তিনি জানাইয়াছেন যে ভাগিরথীর জল মাঘ হইতে আষাঢ় পর্য্যন্ত অত্যন্ত দূষিত থাকে এবং সে জল পান করিলে কলেরা, টাইফয়েড, উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তিনি বলেন গঙ্গাতীরে বহু কল কারখানা আছে। সেই সকল কারখানার কুলীদিগের মল তরলীকৃত করিয়া নিত্য গঙ্গার বক্ষে ফেলিয়া দেওয়া হয়। বেণ্টলী সাহেব এই কলওয়ালাদিগকে নিজ ব্যয়ে কোন দূরবর্ত্তী জনপদবিহীন প্রান্তরে ঐ সকল মলমূত্রাদি প্রথিত করার প্রস্তাব করিয়াছেন। বঙ্গের শাসনকর্ত্তার ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মিত্র বাহাদুর গঙ্গাজলে কারখানার মল নিক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপন-

করিয়াছিলেন কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাহাতে কোন ফল হয় নাই। আমরা আশা করি আমাদের সহৃদয় শাসনকর্ত্তা মহোদয়— কারখানার মলমূত্রাদি গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত না হয় তদ্বিষয়ে কঠিন আজ্ঞা প্রচার করিবেন।

৬। উপনয়ন সংবাদ।—২৮শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার ফরিদপুরের প্রচার সমিতির সহায়ক সভ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দেববর্ম্মার বিশেষ চেষ্টায় বর্ণিগ্রামে শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দেববর্ম্মার ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া নিম্নলিখিত কায়স্থসন্তানগণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়া জাতীয় কলঙ্ক ক্ষালন করিয়াছেন, এবং কর্ত্তব্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন এই কেন্দ্রের আচার্য্য শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় তন্ত্রধার শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী ও অধ্বর্য্যু শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণ ছিলেন। গৃহস্বামী কেন্দ্রের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন।

উপবীতী কায়স্থগণের নাম ও সাকিন।

১। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা ২। খগেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা ৩। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেববর্ম্মা ৪। নিকুঞ্জবিহারী দেববর্ম্মা ৫। শ্রীশচন্দ্র দেববর্ম্মা ৬। যতীন্দ্রমোহন মজুমদার ৭। মহেন্দ্রনাথ মজুমদার ৮। অম্বিকাচরণ মজুমদার ৯। রাসবিহারী মজুমদার ১০। প্রকাশচন্দ্র ঘোষ ১১। শরৎচন্দ্র গুহ ১২। সতীশচন্দ্র গুহ ১৩। অশ্বিনীকুমার দেব ১৪। শশধর ভদ্র সর্ব্বসাকিন বর্ণি। ১৫। পঞ্চানন দত্ত সাং মাণিকদী।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা, কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতির সম্পাদক।

৭। বঙ্গের মহা পূজার সময় আমরা চারি সপ্তাহের জন্য কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছিলাম। মা জগদম্বার শারদীয়া পূজার পরে আমরা আমাদের গ্রাহক, পাঠক, সহযোগী শুভাকাঙ্ক্ষী গুরুজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতিকে যথা যোগ্য বিজয়ার সম্ভাষণ জানাইয়া পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তি ও অক্ষমতা জনিত ত্রুটী মার্জ্জনা করিয়া আমাদের প্রতি তাঁহারা যে স্নেহ চিরদিন দেখাইয়া আসিতেছেন তাহা হইতে বঞ্চিত না হই ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

৮। পরম কারুনিক জগদীশ্বরের কৃপায় পৃথিবীতে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। যে মহাসমরের ফলে সমস্ত ভূভাগে জলে স্থলে ও আকাশে অসংখ্য নরনারীর শোনিত প্লাতে প্রায় প্রতি গৃহে আর্ত্তনাদের রোল উঠিয়াছিল, যে ভীষণ সমরের

ফলে কত দেশ মহা শ্মশানে পরিণত হইয়াছিল এতদিন পরে সেই করাল কৃতান্ত রূপী মহাসমরের অবসান হইয়াছে। যাহা শুভ যাহা সকলের বাঞ্ছিত ভগবানের বিচারে সেই সুফল প্রাপ্ত হইয়া জগতের লোকের আনন্দের অবধি নাই গত সোমবার প্রাতে মিত্র শক্তির নিকট জার্ম্মনী নতজানু হইয়া তাঁহাদের নির্দ্ধারিত সর্ত্ত সমূহ সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়া যুদ্ধ বিরতি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে। যাহারা ন্যায় সত্য ও ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী জয়ে সন্দেহ করিয়া জর্ম্মানীর অদ্ভুত রণ কৌশলে ও যুদ্ধে মিত্রশক্তির ক্ষণিক পরাজয়ে শঙ্কান্বিত হইয়া আকুল হইয়াছিলেন তাহারা ন্যায় ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দেখিয়া পুলকিত হইয়া জগদীশ্বরের চরণে অসংখ্য প্রণাম করিতেছেন আর যাহারা ভগবানের আসনে সয়তানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মনে করিত যে ন্যায় ধর্ম্মের বল বাহুবলের নিকট পরাজিত হইবে এবং সেই উল্লাসে স্ফীত বক্ষে আস্ফালন করিত সেই সব কৃপা পাত্রদিগের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইয়াছে। বাহুবল গর্ব্বিত জর্ম্মান রাজ শত্রোর ও ন্যায় ধর্ম্মের চরণে রাজ মুকুট, উপহার দিয়া আত্মরক্ষার্থে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া নিতান্ত শোচনীয় ভাবে হলাণ্ডে পলায়ন করিয়াছেন। যে সমস্ত নরপতি জর্ম্মান রাজের প্রতাপে ভীত হইয়া অথবা প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া ধরিত্রী বক্ষ নর শোনিতে রঞ্জিত করিয়া ধরায় মৃত্যু দুর্ভিক্ষ ও হাহাকারের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ভগবানের ন্যায় শাসনে তাহাদের দুর্গতির অবধি নাই। অষ্ট্রীয়ার সম্রাট্, বুলগেরিয়ার রাজা ও গ্রীশের রাজা জর্ম্মান রাজের পূর্ব্বেই, সিংহাসনত্যাগ করিয়াছেন। প্রজার উপর অসংখ্য অত্যাচার করায় রুষিয়ার জার সিংহাসন ত্যাগ করার পরেও সবংশে হত হইয়াছেন। সম্প্রতি যে সংবাদ আসিয়াছে তাহা সত্য হইলে জর্ম্মনীর যুবরাজও নিহত হইয়াছেন। যে যুদ্ধের ফলে প্রজাপুঞ্জ অশেষ ক্লেশ ও অকথ্য অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়াছিল সে যুদ্ধের ফলে পাঁচ জন নরপতি রাজ্যাধিকার পরিত্যাগ করিয়া প্রতিফল প্রত্যক্ষ করিলেন। এখন জগতে শান্তি বিরাজিত হইবে এবং ন্যায় ও ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়া অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

আজ মাসাবধি প্রতিভার বৃদ্ধ সম্পাদক রক্তামাশা রোগে শয্যাগত রহিয়াছেন। তাঁহার আর্থিক, মানসিক ও শারীরিক অবস্থা শোচনীয়। অপরদিকে প্রেসের অবস্থাও ভাল নহে। কম্পোজিটারগণ জ্বরে ভুগিতেছে। ফরিদপুরে জ্বরের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। গ্রাহক মহাশয়গণ কৃপা করিয়া বর্ত্তমান সনের চাঁদার জন্য ভিঃপিগুলি ফেরত না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। সম্পাদক।

ওঁ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।

মাসিক পত্রিকা।

১ম খণ্ড } অগ্রহায়ণ মাস ১৩২৫ সাল। { ৮ম সংখ্যা

রাসলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সখী পঞ্চপ্রকার যথা :—

সখী, নিত্যসখী প্রাণসখী, প্রিয়সখী, পরম প্রেষ্ঠাসখী এবাং মধ্যে কচিৎ সমস্নেহা কচিদ সমস্নেহা। যা কৃষ্ণে স্নেহাধিকা সা সখী। বৃন্দা, কুন্দলতা, বিন্ধা, ধনিষ্ঠা, কুসুমিকা তথা কামদা নামাত্রেয়ী সখীভাব বিশেষ ভাক্। যা রাধিকায়াং স্নেহাধিকা সা নিত্যসখী। নিত্যসখ্যস্ত কস্তুরি, মনোজ্ঞা, মণিমুঞ্জরী, সিন্দুরা, চন্দনাবতী, কৌমুদী মদিরাদয়ঃ তত্র মুখ্যা যা সখী স্নেহাধিকা সা প্রাণসখী উক্তা, জীবিত সখ্যস্ত তুলসী কেলী, কন্দলী, কাদম্বরী, শশিমুখী, চন্দ্ররেখা, প্রিয়ম্বদা, মদোম্মত্তা, মধুমতী, বাসন্তী, কলভাষিণী, রত্নাবলী, মালতী, কর্পূর লতিকাদয়ঃ।

এতাবৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং প্রায়ঃস্বারূপ্যমাগতাঃ। মালতী, চন্দ্রলতিকা, গুণ-চূড়া, বরাঙ্গদা, মাধবী, চন্দ্রিকা, প্রেমমঞ্জরী, তনুমধ্যমা, কন্দর্পসুন্দরী-ত্যাদ্যাঃ কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ প্রিয় সখ্যঃ। তত্র মুখ্যা যা সা পরম প্রেষ্ঠ সখী ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চম্পকবল্লিকা। রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দুরেখিকা; যদ্যপ্যেতাঃ সমস্নেহা স্তথাপি শ্রীরাধায়াং পক্ষ-পাতং কুর্ব্বন্তি।

সখী,নিত্যসখী,প্রাণসখী, প্রিয়সখী ও পরম প্রেষ্ঠা সখী ইহাদিগের মধ্যে কেহ সমস্নেহা কেহ অসমস্নেহা যিনি কৃষ্ণে অধিক স্নেহ করেন তিনি সখী। বৃন্দা, কুন্দলতা, বিদ্যা, ধনিষ্ঠা, কুসুমিকা, কামদা এবং আত্রেয়ী ইঁহারা বিশেষ সখী যিনি রাধিকাতে অধিক স্নেহ করেন তিনি নিত্যসখী। কস্তুরি, মনোজ্ঞা, মণিমঞ্জরী, সিন্দুরা চন্দনাবতী, কৌমুদী ও মদীরা প্রভৃতি নিত্যসখী ইঁহাদের মধ্যে যিনি মুখ্যা ও অধিক স্নেহ করেন তিনি প্রাণসখী বলিয়া কথিত হয়েন। তুলসী, কেলী, কন্দলী, কাদম্বরী, শশিমুখী, চন্দ্ররেখা, প্রিয়ম্বদা, মদোন্মত্তা, মধুমতী, বাসন্তী, কলভাষিণী, রত্নাবলী, মালতী ও কর্পূরলতিকা প্রভৃতি প্রাণসখী, ইহারা প্রায়ই বৃন্দাবনেশ্বরীর তুল্যরূপা। মালতী,চন্দ্রলতিকা, গুণচূড়া, বরাঙ্গদা, মাধবী চন্দ্রিকা, প্রেমমঞ্জরী, তনুমধ্যমা, কন্দর্পসুন্দরী প্রভৃতি কোটি সংখ্যা মৃগনয়না প্রিয়সখী তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাহারা পরম প্রেষ্ঠা সখী। ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, তুঙ্গবিদ্যা ও ইন্দুরেখা এই অষ্টসখী যদিও সমস্নেহা তথাপি ইঁহারা শ্রীরাধার পক্ষপাত করেন।

শ্রীবৃন্দাবনলীলার মধ্যে উজ্জ্বল রস অর্থাৎ মধুর রসই প্রধান। উহা চতুঃষষ্টি প্রকার যথা:—

বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। বিপ্রলম্ভ ৪ প্রকার যথা—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম বৈচিত্ত্য ও প্রবাস।

তন্মধ্যে পূর্ব্বরাগ ৮ প্রকার—১ সাক্ষাৎ দর্শন ২ চিত্রপটে দর্শন

৩ স্বপ্নে দর্শন ৪ বন্দী (ভাট) মুখে শ্রবণ ৫ দূতী মুখে শ্রবণ ৬ সখী মুখে শ্রবণ ৭ গুণিজনার গানে শ্রবণ ৮ বংশিধ্বনি শ্রবণ।

মান ৮ প্রকার—৯ সখীমুখে শ্রবণ ১০ শুকমুখে শ্রবণ ১১মুরলী-ধ্বনি শ্রবণ ১২ বিপক্ষ গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শন ১৩ প্রিয়গাত্রে ভোগচিহ্ন দর্শন ১৪ গোত্রস্খলন ১৫ স্বপ্নে দর্শন ১৬ অন্যনায়িকার সঙ্গ দর্শন।

প্রেম বৈচিত্ত্য ৮ প্রকার—১৭ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ ১৮ নিজের প্রতি আক্ষেপ ১৯ সখীর প্রতি আক্ষেপ ২০ দূতীর প্রতি আক্ষেপ ২১ মুরলীর প্রতি আক্ষেপ ২২ বিধাতার প্রতি আক্ষেপ ২৩ কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ ২৪ গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ।

প্রবাস ৮ প্রকার—২৫ ভাবি ২৬ মথুরা গমন ২৭ দ্বারকা গমন ২৮ কালীয়দমন ২৯ গোচারণ ৩০ নন্দমোক্ষণ ৩১ কার্য্যানুরোধ ৩২ রাসে অন্তর্দ্ধান। ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা।

বিগত ১৯শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার শুভদিনে ফরিদপুর জিলান্তর্গত দোলকুণ্ডী নামক গ্রামে ভূতপূর্ব্ব একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গীয় রায় দুর্গাদাস ধর বাহাদুর মহাশয়ের ভবনে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুপ্রসিদ্ধ কায়স্থধর্ম্মপ্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মার উদ্যোগে ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের যথাবিধি পূজা ১০ম বার্ষিক উৎসব সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে স্থানীয় উপবীত কায়স্থ মহোদয়দিগের ও ধর্ম্ম প্রচারক মহাশয়ের অদম্য উৎসাহ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতা বিশেষ আদর্শজনক ও প্রশংসনীয়।

প্রচারক মহাশয় ঐ দিবস বর্ণিগ্রামে ত্রয়োদশাহের বিরাট শ্রাদ্ধকার্য্যের জন্য বাটীতে অনুপস্থিত থাকায়, তাঁহার পুরোহিত আর্য্যদত্ত[illegible]ড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত [illegible]শঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয় যথারীতি পূজার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

কায়স্থজাতির আদিপুরুষ পুরাণ প্রথিত ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা গৌরবঙ্গের প্রত্যেক কায়স্থ-পল্লীতে এমন কি প্রতি কায়স্থ গৃহে অনুষ্ঠিত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

কায়স্থ আদিপিতার পূজা বঙ্গদেশে কায়স্থ সন্তানের দ্বারা ফরিদপুর জেলাতেই সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সে আজ প্রায় ৩০।। বৎসর, পূর্ব্বের কথা; "আর্য্য-কায়স্থ-সমিতি"র ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, এবং "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, "কায়স্থপুরাণ" প্রণেতা, বঙ্গীয় কায়স্থকুলচন্দ্রমা প্রাতঃস্মরণীয় ৺ শশিভূষণ নন্দীবর্ম্মা মহোদয় তাঁহার সান্নিধ্য নওপাড়া নামক ক্ষুদ্র একখানি পল্লীতে নিজালয়ে কায়স্থজাতির বীজপুরুষ ভগবান্ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের পূজা শাস্ত্রানুযায়ী বিধিমতে মহাসমারোহের সহিত সম্পাদন করিয়া ছিলেন।

১। প্রচারক শ্রীমান্ মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয় স্বীয় কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে উদ্বোধিত হইয়া আজ ১০ম বর্ষ কাল যাবত নিজালয়ে উক্ত বার্ষিক পিতৃপূজার উৎসব যথারীতি সম্পাদন করিয়া ফরিদপুরবাসী কায়স্থগণের গৌরব চিরঅক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

২। কলিকাতা মহানগরীতে স্বজাতি হিত পরায়ণ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী (যিনি বর্ত্তমান সময়ে সন্ন্যাসাশ্রমী এবং শ্রীমদ্ভিরাম দাস স্বামী মহান্তজী নামে সুপরিচিত) মহাশয়ের রাজাবাগান অংশেনস্থিত ১নং ভবনে তদীয় পুত্র সখা শ্রীমান্ সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের প্রযত্নে কয়েক বর্ষকাল মহাসমারোহের সহিত পিতৃপূজার মহাযজ্ঞ সুসম্পাদিত হইয়াছিল।

৩। এলাহাবাদস্থ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত মন্দিরের পুরোহিত, কায়স্থাচার্য্য সুনামধন্য ধর্ম্মপ্রচারক স্বর্গীয় বামাপদ পালচৌধুরী দেববর্ম্মা মহাশয়ের অসীম উদ্যোগে 'কায়স্থসংহিতা' গ্রন্থ প্রকাশক স্বর্গীয় বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র মহোদয়ের পৌত্র ডাক্তার যনেন্দ্রনাথ মিত্রবর্ম্মা এম, বি, এল, আর, সি, পি, মহাশয়ের ২০ নং গ্রেষ্ট্রীটস্থিত ভবনে, ৪। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লক্ষ্ণৌ নগরে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবিহারী ঘোষবর্ম্মা ভক্তিভূষণ মহাশয়ের প্রযত্নে লালা সরযূপ্রসাদের অর্থানুকূল্যে, ৫। হুগলি জিলার বাতানল গ্রামস্থ উপনীত কায়স্থ মহোদয়-

দিগের ও শ্রীযুক্ত ভূপালচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের চেষ্টায় এবং তত্ত্বাবধানে, ৬। দিনাজপুরে স্বর্গীয় হরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ রায় দেববর্ম্মা মহোদয়ের ভবনে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত হিতেন্দ্রনারায়ণ রায়বর্ম্মা মহোদয়ের উদ্যোগে, ৭। ত্রিপুরা জিলান্তর্গত গোকর্ণ গ্রামে শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য কয়েক স্থানে কতিপয় স্বধর্ম্মনিষ্ঠ কায়স্থের দ্বারা কয়েক বৎসর যথারীতি চিত্রগুপ্তদেবের পূজা হইয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে আমরা নানাস্থান হইতে এই পিতৃপূজার সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আশা করিয়াছিলাম যে,—অচির কাল মধ্যেই এই পূজার বার্ষিক উৎসবটী বঙ্গদেশের প্রত্যেক কায়স্থের নিকট বৎসরের মধ্যে প্রধান একটী পর্ব্বদিন বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, এবং প্রতি কায়স্থ গৃহে গৃহে এই পূজার প্রসারতা লাভ করিবে। কিন্তু নিতান্ত লজ্জার বিষয় এই যে, এ বিষয়ে সকলকে নিরুদ্যম দেখিয়া সে আশা যেন ক্রমশই মন্দীভূতহইতেছে।

একমাত্র বঙ্গদেশ ভিন্ন, ভারতের আর সর্ব্বত্রই চিত্রগুপ্তদেবের পূজা প্রচলিত আছে। বিহারী কায়স্থগণ প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে শুক্লপক্ষে উত্তমা দ্বিতীয়া (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া) তিথিতে শুদ্ধচিত্ত হইয়া নিম্নলিখিত প্রণালীতে আদি পিতৃপুরুষ শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বিধিমতে পূজা করিয়া থাকেন; আরাধনা পদ্ধতি কতকটা সরস্বতীপূজা ও বিশ্বকর্ম্মাপূজারন্যায়।

সর্ব্বপ্রথমে সিদ্ধিদাতা গনেশের আরাধনা হয়। একটী আম্রপল্লবশোভিত জলপূর্ণ কলসীর উপর ঢাকনিতে (সরার) কিছু শর্করা (চিনিবাতাসা) রাখা হয়; একখানা পরিষ্কার পীঠে (পীড়িতে) শ্বেত ও রক্তচন্দন দ্বারা কিংবা দধি সিন্দুর ও চন্দনদ্বারা চিত্রগুপ্তদেবের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া, ঐ চিত্রিত পীড়ির সম্মুখে আসনের উপর দোয়াত, কলম, ছুরী হাতের লেখার নমুনা (অনেকেই পঞ্চদেবতার নাম লিখিয়া দেন, কেহ কেহ বা দুই একটা অঙ্ক কষিয়াও দেন) ইত্যাদি সুন্দররূপে সাজাইয়া দেওয়া হয়। আলোচাল, সুপকরম্ভা, নারিকেল, ইক্ষুগুড়, চিনি, বাতাসা ইক্ষু, ও নানাপ্রকার ফলাদি দ্বারা প্রস্তুত নৈবেদ্য ও গুড়েরদ্বারা প্রস্তুত নানাপ্রকারের মোদক (মোয়া) দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ক্ষীরপুলী, সন্দেশাদি মিষ্টান্ন এবং নানাপ্রকার সরবত ও পান সুপারী পূজাস্থানের দক্ষিণ ও বামভাগে সুসজ্জিতভাবে রাখা হয়। পূর্ণকুম্ভের সম্মুখে

একটি আম্রপল্লবযুক্ত জলঘট (তাম্র অথবা পিত্তলের অভাবে মৃণ্ময়ের) সংস্থাপন করিয়া, গৃহস্বামী অভুক্ত থাকিয়া স্নানান্তে নব যজ্ঞোপবিত ও শুভ্রবস্ত্র অথবা রংজীন পট্ট কিম্বা কৌষেয় বস্ত্র পরিহিত হইয়া, ধূপ, দীপ, গন্ধপুষ্প, দূর্ব্বা, ধৌত আতপতণ্ডুল, বিল্বপত্র ও তুলসীপত্রে পূজা করিয়া থাকেন। (স্থান বিশেষে পুরোহিত মহাশয় মন্ত্র বলিয়া দেন, অর্থাৎ তন্ত্র ধারকের কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন) পরিবারস্থ অন্যান্য পুরুষদিগকেও সেখানে উপস্থিত থাকিতে হয়। পূজান্তে উপস্থিত কায়স্থগণ গলদেশে উত্তরীয় বস্ত্র অথবা পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল ভাগ বেষ্টন করিয়া, ভক্তি গদগদ চিত্তে কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রার্থনা মন্ত্রে স্তব ও পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করতঃ ভবিষ্যপুরাণান্তর্গত পুলস্ত্য ভীষ্ম সংবাদ (শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের মাহাত্ম্য ও কায়স্থাখ্যান কথা) যথারীতি পাঠ করিয়া পূজার কার্য্য সম্পাদন করেন। উপরোক্ত পুরাণে উল্লিখিত আছে এই পৃথিবীতে সৌদাস নামে এক ভয়ানক দুরাচার সর্ব্বপাপে রত নৃপতি ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত-দেবের পূজা করিয়া স্বর্গলাভ করেন। পুলস্ত্য কহিলেন—

"কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষেচ দ্বিতীয়া চোত্তমাতিথিঃ।
তস্যাং কার্য্যঞ্চ কায়স্থৈশ্চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্॥
মহত্যা ভক্তি ভাবেন ধূপদীপাদ্যলঙ্কৃতম্।

পুলস্ত্য উবাচ।

"চিত্রগুপ্তস্য পূজায়া বিধানং কথয়াম্যহম্।
নৈবেদ্যৈ র্ঘৃতপক্কৈশ্চ যথা কালোদ্ভবৈঃ ফলৈঃ॥
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
নানাপ্রকারৈ র্নৈবেদ্যৈঃ পট্টবস্ত্রৈঃ সুশোভনৈঃ॥
ভেরীশঙ্খ মৃদঙ্গৈশ্চ পটহৈশ্চৈব ডিণ্ডিভিঃ॥
চিত্রগুপ্তস্য পূজায়াং শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিতঃ।
নবকুম্ভং সমানীয় পানীয় পরিপূরিতম্।
শর্করাপূরিতং কুম্ভাপাত্রং তস্যোপরিন্যসেৎ।
পূজান্তেচ প্রযত্নেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনে।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ তত্র কায়স্থানপি মন্ত্রবিৎ॥"

সনৎকুমার উবাচ

'কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষেতু দ্বিতীয়ায়াঞ্চ ভারত।
যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ॥
অতোযমদ্বিতীয়েতি সংজ্ঞালোকে বভূবহ।
তেনৈব ভগিনীহস্তে ভোক্তব্যং পুষ্টি বৰ্দ্ধনম্॥
নিত্যং যশস্যমায়ুষ্যং সর্ব্বকামার্থ সিদ্ধিদম্।
দানানি দাপয়েদ্যস্ত ভগিন্যৈচ বিশেষতঃ॥
কালেত্তত্রচ সংপূজ্য চিত্রগুপ্তঞ্চ লেখকম্।
চিত্রৈশ্চ চিত্রপুষ্পৈশ্চ রক্তচন্দন মিশ্রিতৈঃ।
নৈবেদ্যং দীয়তে তস্মৈ মোদকং গুড়মিশ্রিতম॥

পূজান্তে চিত্রগুপ্তের প্রণতিস্তোত্র—

"মসীভাজন সংযুক্তং সদা চরসি ভূতলে।
লেখনীচ্ছেদনী হস্ত চিত্রগুপ্ত নমোহস্ততে।
চিত্রগুপ্ত নমস্তভ্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিণে।
তেষাংত্বং পালকোনিত্যং মমঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে॥

তীর্থোক্ত প্রার্থনায়

'উৎপত্তৌপ্রলয়ে চৈব ত্যাগেদানেকৃতাকৃতে।
লেখকস্ত্বং সদাশ্রীমাং শ্চিত্রগুপ্ত নমোঽস্ততে॥
প্রিয়াসহ সমুৎপন্ন সমুদ্র মথনোদ্ভব।
চিত্রগুপ্ত মহাবাহো! মমাস্ত বরদোভব॥

পূজা ও পাঠ সমাপ্ত হইলে সমবেত স্বজাতি সকলে ভক্তিপ্লুতচিত্তে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক শান্তিজলে অভিসেচন ও নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিয়া, একটু আদা ও গুড় ভোজন করেন, তদনন্তর পূজার প্রসাদী (নিবেদিতদ্রব্য) গ্রহণ করিয়া থাকেন। এদিন জ্ঞাতি, কুটুম্ব ও অন্যান্য স্বজাতি বর্গ মিলিত হইয়া পংক্তিভোজন করিবার রীতি আছে।

সত্য যুগের এই সুপবিত্র দিনে কায়স্থ আদিপিতা ব্রহ্মের কায়া হইতে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য ভারতীয় সমগ্র কায়স্থ জাতির পক্ষে এই দিনটী অতিশয় পুণ্যজনক এবং প্রশস্ত। অহল্যা কামধেনুর নবম বৎসরের অবিষ্য

পুরাণান্তর্গত কার্ত্তিক শুক্লাদ্বিতীয়া ব্রতকথা সন্দর্ভে উল্লেখ আছে "চিত্রগুপ্ত বংশ্যানাং ব্রাহ্মণত্ব মাপস্ততে" অর্থাৎ ভগবান্ চিত্রগুপ্ত দেবেরবংশধরগণ এই দিনে ব্রাহ্মণের ন্যায় অধিকার ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন। কায়স্থাদিপুরুষ ভগবান্ চিত্রগুপ্ত দেবের পূজা ভুলিয়া আমাদের অতীত গৌরব কাহিনী বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত করিয়া আমরা কি ছিলাম,—আর আজ কি হইয়াছি। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যদি চিত্রগুপ্তর কায়স্থ একটী মহতী জাতিতে পরিণত হইতে আকেখা করেন, তবে এই পবিত্র স্মৃতিজনক পুণ্যাহ দিনে প্রতিগৃহে তাঁহার জন্মোৎসব ও যথা শক্তিপিতৃপূজার অনুষ্ঠান করুন। তিনি প্রসন্ন হইলে অচিরকাল মধ্যেই আমাদের সর্ব্ব অনর্থকর দেশও শ্রেণীগত পার্থক্য বিদূরীত হইবে, এবং আমরা সমগ্র ভারতবর্ষীয় কায়স্থ স্বজাতি এক বিরাট মহাজাতিতে পরিণতহইতে পারিব। ভবিষ্য পুরাণে ভীষ্মপুলস্ত্য সংবাদের উপসংহারে উল্লেখ আছে, চিত্রগুপ্ত বলি- তেছেন :—

যে চান্যে পূজয়িষ্যন্তি চিত্রগুপ্তং মহীতলে॥
কায়স্থাঃ পাপনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাং গতিম্।
তস্মাৎ ত্বমপি গাঙ্গেয়। পূজাংকুরু বিধানতঃ॥

অর্থাৎ—পৃথিবীতে যে সকল কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া পরম পদ লাভ করিবেন। অতএব হে ভীষ্ম তুমিও বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা কর। তদনুসারে ভীষ্ম কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে যম, যমুনা সহ সেই চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিলে ভগবান্ চিত্রগুপ্তদেব সন্তুষ্টচিত্তে ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিয়াছিলেন,—

চিত্রগুপ্তস্ত সন্তুষ্টো ভীষ্মায়চ বরং দদৌ।
মৎপ্রসাদান্মহাবাহো। মৃত্যুস্তে ন ভবিষ্যতি॥
স্মরিষ্যসি যদা মৃত্যুং তদা মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
ইতি তস্মৈ বরং দত্বা চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ॥

অর্থাৎ—চিত্রগুপ্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিলেন,—হে মহাবাহো। আমার প্রসাদে তোমার মৃত্যু হইবে না, তুমি যখন ইচ্ছা করিবে, তখন তোমার মৃত্যু হইবে। এই বর প্রদান করিয়া তিনি স্বর্গে গমন করিলেন।

পূজার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উক্ত পুরাণে উল্লেখ আছে :—

"অনেন বিধিনা যস্তু চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্ ।
করিষ্যতি মহাবুদ্ধে তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥
ইহৈব বিবিধান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা সর্ব্বান্‌মনোরথান্ ।
অক্ষয়ং বিষ্ণুলোকঞ্চ নরো যাতি ন সংশয়ঃ ॥
চিত্রগুপ্তকথাং দিব্যাং কায়স্থোৎপত্তিসংজ্ঞকাম্ ।
ভক্তিযুক্তেন মনসা যে শৃণ্বন্তি নরোত্তমাঃ ॥
দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি সর্ব্বব্যাধি বিবর্জ্জিতাঃ ।
সর্ব্বে বিষ্ণুপদং যান্তি যত্রযান্তি তপোধনাঃ ॥"

অর্থাৎ—"এই প্রকারে যাঁহারা পৃথিবীতে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে নানাবিধ সুখভোগ করিয়া পরলোকে অক্ষয় স্বর্গভোগ করিবেন। অতএব এই কায়স্থোৎপত্তি প্রকরণে যে কোন কায়স্থ চিত্রগুপ্তের কথা ভক্তিভাবে শ্রবণ করিবেন, তিনি সর্ব্বব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘায়ুঃ হইবেন এবং যেখানে তপস্বিগণ যাইয়া থাকেন, মরণান্তে সেই পরমানন্দময় বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন।"

শারদীয় মহাপূজা (দুর্গোৎসব) উপলক্ষে সমগ্র বঙ্গদেশে যেরূপ আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ধনী, মধ্যবিৎ, দরিদ্র, অপামর সর্ব্বসাধারণে এই উৎসব সময়ে নিজ নিজ পরিবারস্থ সকলকে এবং আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতি স্বজনদিগকে যেমন নববস্ত্রাদি প্রদান করিয়া থাকেন, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে ও মধ্য ভারতে এবং বেহার অঞ্চলের কায়স্থ (লালা) মহাশয়গণ কার্ত্তিকমাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত উৎসব জন্য ও তদ্রূপ করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বত্রই এরূপ মহামহোৎসব প্রচলিত আছে।

উপসংহারে বঙ্গীয় কায়স্থ মহোদয়গণের নিকট আমাদের বিনীত অনুরোধ,—আগামী বর্ষের ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিবসে তাঁহারা এই পবিত্র স্মৃতির অনুরূপ কার্য্য করিবার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী এবং যত্নবান থাকিবেন। সকলে মনে রাখিবেন এই বার্ষিক উৎসবটীকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারিলে শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবের বংশধর কায়স্থ-ক্ষত্রিয়গণের মুখ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর গৌরবে প্রদীপ্ত হইবে।

ওঁ চিত্রগুপ্ত নমস্তুভ্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিণে।
তেষাংম্বং পালকোবিভ্যাং নমঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে ॥”
ওঁ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাম্।
ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি, হরি ওঁ ॥

সম্পাদক।

শুক-জনক-সংবাদ।

(যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতে সংগৃহীত।)

অতি প্রাচীন কালে, কোন এক সময়ে, সুনির্ম্মল মনীষা ও অসাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন মহামতি শুকদেব সুমেরুর সন্নিহিত কোন এক নিভৃত স্থানে সমাসীন, তদীয় পিতৃদেবকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্ব্বক, বিনয় নম্রবচনে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “হে তাত! এই ভবসংসার কাহার, এবং ইহা কিরূপে ও কোন্ সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং কিরূপেই বা শান্তিলাভ করিবে; আর ইহার পরিণামই বা কি, কৃপা করিয়া আমাকে সবিস্তারে বলুন। পুত্রের তৃপ্ত্যর্থ মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব এবিষয়ে যথা যথ বর্ণন করিলে পর, “এসমস্তই আমার বিশেষভাবে জানা আছে” এই ভাবিয়া, পিতৃবাক্যে, শুকদেবের আদৌ-শ্রদ্ধা হইল না। মহামনা ব্যাসদেব স্বীয় পুত্রের মনোগত অভিপ্রায় সম্যক্ বিদিত হইয়া, সুধীরে কহিলেন; “বৎস! তোমাকে আমি অধিক আর কি কহিব? এ সকল গভীর তত্ত্ব আমার উত্তমরূপে জানা নাই। রাজর্ষি জনকই এবিষয়ের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ ও পারদর্শী। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই তুমি এবিষয় উৎকৃষ্টরূপ অবগত হইতে পারিবে সন্দেহ নাই।” পিতৃবাক্যে শুকদেব পরমজ্ঞানী রাজর্ষি জনকের রাজধানী (ক) বিদেহ (মিথিলা) নগরে গমনপূর্ব্বক, তদীয় আদেশ প্রতীক্ষায় রাজভবনের সিংহদ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। রাজর্ষি জনক দৌবারিক প্রমুখাৎ শুকদেব আগমন সংবাদ অবগত হইলেন, এবং তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার্থ অবজ্ঞা সহকারে, “থাকুক” এইমাত্র উক্তি

(ক). আধুনিক ত্রিহুত প্রদেশস্থ—“জনকপুর”। সম্পাদক।

করিয়াই মৌনাবলম্বন করিলেন। এই প্রকার অবস্থায় সপ্তদিবানিশা অতিবাহিত হইলে পর, জনক শুকদেবকে স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, সে স্থানেও সপ্তদিবস তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। বিবিধ-বিলাস-সুশোভিনী, নিরুপম রূপলাবণ্যশালিনী মহিলাগণ নানাবিধ ভোগ্য ও ভোজ্যদ্বারা তাঁহার পরিচর্য্যায় নিরত রহিল। কিন্তু সুধীর সমীরদ্বারা অবিচলিত অচল সদৃশ, তদ্বৎ সুখ বা সন্তাপ উপভোগ দ্বারা তাঁহার মন সুস্থির রহিল, কিছু মাত্রও বিচলিত হইল না। তিনি আত্মনিষ্ঠ সুখ মাত্র অবলম্বন পূর্ব্বক, পূর্ণসুধাকর সদৃশ প্রসন্ন বদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। ইত্যাকার কঠোর পরীক্ষার সহায়তায়, রাজর্ষি-জনক শুকদেবের স্বস্বভাব সর্ব্বথা বিদিত হইয়া, তাঁহাকে আপন সমীপে আনয়ন ও প্রণাম করিলেন। তৎপরে স্বাগত প্রশ্নান্তে সুমধুর বচনে কহিলেন— "আপনি সাংসারিক কর্ত্তব্য সমুদয় নিঃশেষে পরিজ্ঞাত ও সিদ্ধকাম হইয়াছেন। এক্ষণে আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন।"

শুকদেব কহিলেন "গুরো! এই সংসারাড়ম্বর কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছে, এবং কিরূপেই বা ইহার নিবৃত্তি হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।" পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মীকি শুককে এসম্বন্ধে যেরূপ কহিয়াছিলেন, রাজর্ষিজনক এক্ষণে অবিকল তাহাই কহিলেন। শুকদেব বলিলেন "আপনার এই সমুদয় উপদেশ বিবেক বলে ও পিতৃদেবের মুখে ইতঃপূর্ব্বেই আমি বিদিত হইয়াছি। হে বাগীশ! শাস্ত্রেও এবম্বিধ বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমার নিশ্চয় প্রতীতি এই যে, কেবলমাত্র স্বীয় মানসিক কল্পনা হইতেই, সংসারের উদ্ভব হইয়াছে, এবং ঐ অলীক কল্পনা ক্ষয়েই ইহার ক্ষয় হইয়া থাকে। হে অধিপতে! আমি বিচার বলে এই যে নির্ণয় করিয়াছি, ইহাই কি যথার্থ? নিশ্চিতরূপে উপদেশ করিয়া, আমার বিচলিত চিত্তকে সুস্থির করুন।"

জনক উত্তর করিলেন, "আপনি স্বয়ং এবং গুরুমুখে যাহা বিদিত হইয়াছেন, তাহার পর আর নিশ্চয় নাই। যিনি নিরবচ্ছিন্ন চিন্ময়, সেই একমাত্র পরমাত্মা ব্যতিরেকে, সংসারে আর কিছুই নাই। তিনিই স্বীয় সঙ্কল্পদ্বারা জীবরূপে সংসারী হন, এবং সঙ্কল্পের অবসানে মুক্তিলাভ করেন। আপনি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকৃষ্টরূপ অবগত হইয়া ঐশ্বর্য্যভোগে ও দৃশ্যপদার্থ মাত্রেই বীতরাগ হইয়াছেন, অতএব আপনিই যথার্থ মহাত্মা। আর, বাল্যকাল হইতেই আপনার ভোগ

বাসনাদির বিরাম হওয়াতে, আপনাকেই প্রকৃত পক্ষে মহাবীর বলা যাইতে পারে। আপনার জনক সর্ব্বজ্ঞানের আকর মহাজ্ঞানী ব্যাসদেব, সুদীর্ঘকাল তপশ্চরণ করিয়াও, এপ্রকার দিব্যজ্ঞান লাভে সমর্থ হন নাই। আমি আপনার পিতার শিষ্য। আপনি ভোগ লালসাদি বিসর্জ্জন করাতে, পিতা অপেক্ষাও প্রধান হইয়াছেন। সুতরাং আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইয়াছেন। হে ব্রহ্মণ! চিত্তের পূর্ণতা নিবন্ধন আপনার যাবতীয় প্রাপ্তব্য প্রাপ্তি, ও দৃশ্য পদার্থের প্রতি অনাস্থা বশতঃ মুক্তিলাভ হইয়াছে। অধুনা ভ্রম পরিত্যাগ করুন।"

পরমজ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ রাজর্ষি জনকের উপদেশ বাক্যে, শুদ্ধস্বরূপ পরমাত্মায় মনঃসমাধান পূর্ব্বক, লব্ধমোক্ষ শুকদেব মৌন ব্রতাবলম্বন করিলেন। তৎপরে শোক, শঙ্কা আবাস ও চেষ্টা বিসর্জ্জন এবং সংশয়চ্ছেদন পূর্ব্বক সমাধিসিদ্ধ মানসে পুণ্যগিরি সুমেরু শেখরে সমাগত হইলেন। সেই পরম মনোরম ও পবিত্রস্থানে, নিখিল সংশয় শূন্য পরমতত্ত্ব আশ্রয় পূর্ব্বক, সুদীর্ঘ দশ সহস্র বৎসর পর্য্যাবসানে, তৈলবিহীন প্রদীপের ন্যায়, ধীরে ধীরে, পরমাত্মায় শান্তিলাভ করিলেন। জলবিম্ব যেরূপ, জলে লয়প্রাপ্ত হয়, পুণ্যময় শুকদেব সেইরূপ বিশুদ্ধচিত্তে পরমাত্মার পরমপদে লীন হইলেন।

তাৎপর্য্য।—ভোগকে যে সময়ে রোগ বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তখনই জ্ঞাতব্য বিষয়ে মানবের বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছে বুঝিতে পারা যায়। বিষয়ে বীতরাগই প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষের লক্ষণ। ভোগ বাসনাই সংসারে আবদ্ধ হইবার কারণ, এবং বাসনার ক্ষয়ই প্রকৃত মোক্ষ। বৈরাগ্য জনিত তত্ত্বজ্ঞান প্রায়ই বহুকষ্টে ও আয়াসে লভ্য হইয়া থাকে। যিনি বিচার বলে, সম্যক্‌রূপে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকেই জ্ঞাতজ্ঞেয় বলা যায়। ভোগ বাসনা আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না। বিশিষ্ট হেতু ব্যতিরেকে, স্বভাবতঃ যাঁহার যশঃ পুণ্য এবং ঐশ্বর্য্যাদি সম্ভোগে অভিরুচি না হয়, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ জীবন্মুক্ত পুরুষ কহিয়া থাকেন। মরু প্রদেশে যেমন লতা বৃক্ষাদি জন্মে না। সেইরূপ, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হইলে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় না। তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলে, পরম রমণীয় বিষয় গুলিও জ্ঞানীপুরুষকে আর আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না।

প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞানের উদয় হইলে, যাহা জানিতে পারা যায়, তাহাই বস্তুর

স্বরূপ জ্ঞান। শরৎ ঋতুর পরম রমণীয় শোভা যেমন আকাশকে আশ্রয় করে, মুক্ত পুরুষের বুদ্ধি সেইরূপ অদ্বিতীয় চিন্ময় পুরুষকেই আশ্রয় করিয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, কবিরত্ন।

কায়স্থসভা ও উপনয়ন।

বঙ্গীয় কায়স্থজাতিকে উপনয়ন সংস্কারে পবিত্র করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা'র সৃষ্টি হইয়াছিল, এতদিন নেতৃগণ উপনয়ন বিস্তারের পক্ষপাতী থাকিলেও বর্ত্তমান বর্ষে দৃষ্ট হইতেছে কায়স্থসভার পরিচালক বর্গের অধিকাংশের সমীপেই উপনয়ন প্রসারের আবশ্যকতা অবহেলা লাভ করিতেছে, তাহার একমাত্র কারণ কায়স্থসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে উপবিতহীনের সংখ্যাধিক্য ইঁহারা উপনয়ন গ্রহণে অনিচ্ছুক বা শিথিলপ্রযত্ন। উপনয়নের কথা, হরিদ্বেষী হিরণ্যকশিপুর ন্যায় তাঁহাদের কর্ণের বিরক্তি উৎপাদন করে। ইঁহারা নিরুপবীত থাকিয়াই কায়স্থজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকর প্রস্তাবাবলী কার্য্যে পরিণতঃ করিবার আশাপোষণ করেন। অথচ কার্য্যতঃ কোনরূপ চেষ্টাই লক্ষিত হয় না। বর্ত্তমান বর্ষের মুখোপাধ্যায় সম্পাদকদ্বয় উপবীতী হইয়াও জানিনা কেন যেন উপবীত সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিতে বিরত। উপনয়ন সম্পর্কে আলোচনা করিতেও যেন স্পৃহাহীন। ইহা কায়স্থজাতির দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। আমি বর্ত্তমান সনের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়া অনিবার্য্য কারণে সভায় যোগদান করিতে না পারিয়া নিম্নে উদ্ধৃত পত্রখানি কায়স্থসভার সম্পাদকদ্বয় সমীপে প্রেরণ করি। উদ্দেশ্য পত্রখানা কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে উপস্থিত করিলে পত্রস্থ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় উহা সভায় উপস্থিত করা হয় নাই বা পত্রস্থ বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা সভায় আলোচিত হয় নাই। পত্রখানা পড়িলেই তাহা সকলের উপলব্ধি হইবে যে উহা সভায় উপস্থিত না করার হেতু কি?

সম্পাদক মহাশয়দ্বয়ের কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় ইহাতে কোন দোষ পর্শ করিয়াছে কিনা তাহা সাধারণের বিবেচ্য। আমার লিখিত পত্রখানিতে সর্ব্বপ্রথমে সম্পাদকদ্বয়ের

নিয়োগে আনন্দ প্রকাশ করা হইয়াছে। তৎপরে এইরূপ লিখিত আছে:—

"আগামী ২৯শে বৈশাখ বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত হইতে না পারায় সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। নিমন্ত্রণ পত্রে উক্ত অধিবেশনে আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে দৃষ্ট হইল, "গতবার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ" একটী বিষয়। প্রত্যেক বর্ষে বার্ষিক অধিবেশনান্তে প্রথম কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির অধিবেশনে এইরূপ একটী প্রস্তাব আলোচিত হয় এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা হয়। এবারও সেই মামলী কার্য্য হইবে। সত্যকথা স্পষ্টভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হইবে যে, কার্য্যতঃ নির্দ্ধারিত বিষয় সম্পন্ন হয় নাই। গতবর্ষে যাহা নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল, দুঃখের বিষয় তাহার অধিকাংশ প্রস্তাবই কার্য্যোপরিণতঃ হওয়া দূরে থাকুক একেবারে কোনরূপ প্রযত্নই লক্ষিত হয় নাই। উদাহরণ স্থলে একটী বিষয়েরই উল্লেখ করা যাউক, কলিকাতাবাসী কায়স্থ মহাত্মাগণের গৃহেগৃহে যাইয়া কায়স্থসভার উদ্দেশ্য প্রচার করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই অথচ কোন কাজই হয় নাই। নানাকারণে (অবশ্য আলস্য ও তাহার মধ্যে একটা) হিতৈষী ভারপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ সময় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশ্য আমি স্বীকার করি, প্রস্তাব উত্থাপন ও আলোচনা করা যত সহজ, কার্য্যে পরিণতঃ করা তত সহজ নহে; ঐকান্তিকতা না থাকিলে এসকল কার্য্য হয় না। গতবর্ষের ত্রুটি বিচ্যুতির আলোচনায় বিশেষ কোন ফল নাই, তবু উদাহরণ স্বরূপ উপযুক্ত বিষয়টী উল্লেখ করা হইল। ভরসা করি, বর্ত্তমান বর্ষের কর্ম্ম-গৌরব অতীতের কর্ম্মহীনতা জনিত কলঙ্ককে বিধৌত করিতে সক্ষম হইবে।

কায়স্থসভার প্রত্যেক সভ্যের মনে রাখিতে হইবে, যে সমস্ত প্রস্তাব বার্ষিক অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে; তাহার প্রায় প্রস্তাবই কার্য্যে পরিণতঃ হইতে একমাত্র ক্ষত্রিয়াচার উপনয়ন গ্রহণ প্রস্তাবের প্রতিনির্ভর করে। উপনয়ন বিস্তারের জন্য প্রযত্ন না করিয়া, মাননীয় সভ্যেরা উপবীতী না হইয়া যদি অন্য প্রস্তাব কার্য্যে পরিণতঃ করিতে চাহেন, তবে কতকগুলি প্রস্তাব একেবারেই তাঁহাদের যত্নকে ব্যর্থ করিয়াদিবে। ধরুন, আন্তর্গণিক বিবাহ। মত সাম্য না হইলে ঘৃণা দ্বেষ ত্যাগ করিতে না পারিলে মিলন হয় না। একজন নিরুপবীত বঙ্গজ ও দক্ষিণ রাঢ়ীয়ে যে অসদ্ভাব দেখা যায়, উপবীতী উভয় শ্রেণীর কায়স্থের সেরূপ দৃষ্ট হয়

না এবং আন্তরিকতা দেখা যায়; আশক্তির পরিচয় মিলে। কাজেই উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়া যত অনায়াস সাধ্য; উপবীত হীনদের পরস্পরের মধ্যে ততটা আশা করা যায় না। (ইহার প্রতিকূলে ২।১টা দৃষ্টান্ত দেখাইলেও তাহা নির্ব্বিবাদে গ্রাহ্য নহে।)

(২) উপবীতহীন হইয়া পশ্চিম দেশীয় (বঙ্গের বাহিরের) কায়স্থের সহিত মিলনের প্রস্তাব অর্থহীন; তাহা কথনও সম্ভব নহে। আচার ব্যবহারের সমতা ব্যতীত অন্তদেশীয় কায়স্থের সহিত ভোজ্যান্যতা ও যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারিবে না।

(৩) বেদবেদান্ত স্মৃতি প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতে হইলে শূদ্রাচারী থাকিয়া তাহা হইবে না। কাজেই উচ্চশিক্ষার পথ উপবীতহীনের পক্ষে চিররুদ্ধ।

(৪) উপবীতী না হইলে, রাজদ্বারে শূদ্রচিত বিচার লাভের ভাগ্য কায়স্থকে পরিত্যাগ করিবে না। তাহা কিছুদিন গত হইল হাইকোর্টের বিচার হইতে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

(৫) উপবীত গ্রহণ করতঃ সম্যকরূপে ক্ষত্রিয়ের আচার পালন না করিলে বঙ্গে ক্ষত্রিয়ের স্থান এবং ক্ষত্রোচিত গুণগ্রাম কায়স্থের আয়ত্ব হইবে না।

(৬) যে সমস্ত কায়স্থ ক্ষত্রিয়াচার পালন করিতেছেন, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির সংঘর্ষে তাঁহারা অত্যন্ত বিপন্ন। সমগ্র কায়স্থজাতি যতদিন না সংস্কৃত হইবেন, ততদিন তাঁহাদের নির্য্যাতন হ্রাস হইবে না। হয়ত তাঁহারা ক্ষত্রিয় সংস্কার গ্রহণ করিয়াও তাহা পরিহার করিতে বাধ্য হইবেন।

এইসব চিন্তা করিয়া কায়স্থসভার নেতৃবৃন্দেরও সহ কর্ম্মীগণের কর্ত্তব্য সর্ব্বাগ্রে সর্ব্ব প্রযত্নে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করতঃ সভার উদ্দেশ্যনিচয় কার্য্যে পরিণতঃ করিবার জন্য সহায়তা করেন।

কায়স্থজাতির একতা সাধন করিবার অমোঘ ঔষধ "উপনয়ন"। সমস্ত কায়স্থ উপবীতী হইলে কায়স্থসভার শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। তখনই কায়স্থসভা সমস্ত কায়স্থের প্রতিনিধি নামে উক্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিবে। কায়স্থ-সভার শক্তিবৃদ্ধি হইলেই পণ গ্রহণ প্রথা তাহার আদেশে রহিত হইতে পারিবে; নচেৎ শুধু বক্তৃতায় বা প্রবন্ধে পণ প্রথা রহিত হইবে না। সামাজিক ঘৃণা আবশ্যক হইবে। উহা সমাজের প্রতিনিধির আদেশ ভিন্ন হইতে পারে না।

উপসংহারে আমার অনুরোধ এবার যাহাতে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণ উপবীতী হইয়া সমস্ত বঙ্গের আদর্শ হন তদ্রূপ চেষ্টা যেন কায়স্থসভা অনুগ্রহ পূর্ব্বক করেন। ইতি"

এইক্ষণ বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন উক্ত পত্রখানি কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে কেন পঠিত হয় নাই। উপবীতাতঙ্ক গ্রস্থ কায়স্থগণের অতৃপ্তির ভয়েই উহা অপঠিতাবস্থায় সমাধি লাভ করিয়াছে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি এবার উপনয়নের কোন আলোচনা না করিয়া পণ প্রথা নিবারণের প্রস্তাব কার্য্যে পরিণতঃ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন; অতিউত্তম। কিন্তু বলিতে কি সে সম্বন্ধে কোনরূপ আন্দোলন বা উপায় অবলম্বনের চিহ্ন মাত্র দৃষ্ট হইতেছে না; বৎসরও প্রায় শেষ হইয়া আসিল পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি, কায়স্থসভা দলাদলির ঘূর্ণীবায়ুতে বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। একদল প্রচারক রাখিবার বিরোধী; অন্য দল কার্য্যাধ্যক্ষ ও সম্পাদক শরৎবাবুকে পদচ্যুত করিবার জন্য আগ্রহবান। আসল কার্য্যের দিকে কোনদিকেরই বড় আশক্তি দেখা যায় না! উভয় দলেরই যে মিলিয়া মিশিয়া সভার উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য-পরিচালন করা কর্ত্তব্য সেইরূপ দায়িত্বই যে তাঁহাদের শিরে ন্যস্ত; তাহা তাঁহারা বুঝিতেছেন না। পরস্পরের দোষোদ্ঘাটন করিবার প্রবৃত্তি যতপ্রবল, কার্য্য করিবার স্পৃহা যদি তাহার এক চতুর্থাংশ থকিত, কায়স্থজাতি ধন্য হইত। আমরা আশা করি ব্যক্তিগত বা দলগত জেদ পরিত্যাগ করিয়া কায়স্থ নেতাগণ জাতির প্রকৃত কল্যাণ কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

—"কায়স্থসভা ও উপনয়ন" সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই,—

প্রচার ভিন্ন উপনয়ন বিস্তৃত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব সমগ্র বঙ্গদেশে কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্যানুরূপ কার্য্য প্রচলন করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে উপযুক্ত শিক্ষিত এবং স্বধর্ম্ম পরায়ন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কয়েকজন প্রচারক রাখা আবশ্যক। সভার প্রারম্ভ হইতে এযাবৎ কাল এবিষয় আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিতেছি। কিন্তু বঙ্গীয়, কায়স্থসভা সেবিষয় কেন যে এত উদাসীন এবং বিরোধী তাহা বুঝিয়া

উঠা সুকঠিন। ইহার ভিতরে কি যে রহস্য আছে, তাহা আমরা বুঝিতেছি না। এখন আমাদের বোধ হইতেছে যে, বর্ত্তমান দলাদলির মূল কারণও সম্ভবত এইসকল বিষয় লইয়া সংঘটিত হইয়া থাকিবে। সভার কর্তৃপক্ষের নিকট আমরা জানিতে চাহি, এই প্রকার বিরোধের কারণ কি? প্রচারক নিয়োগ ভিন্ন সভ্য মহাশয়েরা প্রচার উদ্দেশ্যে স্বয়ং মফস্বলের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া এবং সহরের বাটীতে বাটীতে যাইয়া সভার প্রস্তাবাবলীর বিষয় প্রচার করিবেন। মফস্বলের কায়স্থদিগের সংস্কারকার্য্য দ্রুত গতিতে সম্পাদন করাইবেন, এই ধারণাটী যে কতদূর সমীচীন তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। এই ভ্রান্ত ধারণা লইয়া, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির মাসিক অধিবেশনে বাদানুবাদ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। নিতান্ত পরিতাপের বিষয়, এই উপলক্ষে কোন কোন কৃতবিদ্য ব্যক্তিও তৎস্থলে প্রচারক রাখার প্রতিকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এসম্বন্ধে বলিবার অনেক আছে, আগামী সংখ্যায় তদ্বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এই প্রকার মতাবলম্বী মহাশয়দিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি,—"সোমেশপুর কায়স্থ সম্মিলনীর" তত্ত্বাবধানে প্রচারক দ্বারা প্রচারের ফলে যশোহর ও নদীয়া জেলার নানাস্থানের কায়স্থ সংস্কার, এবং "ফরিদপুর কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতির" অর্থানুকূল্যে ফরিদপুর জেলায় সংস্কার কার্য্য কতদূর প্রসারতা লাভ করিয়াছে, তাহা কায়স্থ সভামাত্রেই বোধ হয় অবগত আছেন। এই সমিতির কর্ত্তব্য পরায়ণ প্রচারক পরম ভাগবত শ্রীমান্ মাখনলাল ধরবর্ম্মা প্রচার কার্য্যের জন্য একাধিক্রমে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম এবং তৎসঙ্গে নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়া স্বাস্থ্যভঙ্গতা হেতু কঠিন রোগাক্রান্ত হয়েন। তিনি প্রায় ছয়মাসকাল শয্যাগত অত্যন্ত কাতর অবস্থায় থাকা বশতঃ প্রচারের অভাবে ফরিদপুরের কায়স্থোপনয়ন সংস্কার মন্দীভূত হইয়া পড়ে। এইসময় প্রচারকের অভাব ফরিদপুরবাসী কায়স্থ মাত্রেই বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছেন। শ্রীভগবানের কৃপায় উক্ত শ্রীমান্ সুস্থতা লাভ করিয়া পুনরায় পূর্ণোদ্যমে প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, এবং ইতিমধ্যেই তাঁহার কৃতকার্য্যতার নিদর্শন পাইয়া আমরা অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত প্রচার সমিতির ভাণ্ডারে অর্থের অভাব বশতঃ সম্পাদক মহাশয় উক্ত প্রচারকের কয়েক মাসের

প্রাপ্য বেতন ও পাথেয় ব্যয় নির্ব্বাহার্থে কোনই সাহায্য করিতে পারিতেছেন না! আমরা আশাকরি স্বজাতি মহোদয়গণ এই প্রচার সমিতির কার্য্য ও স্থায়িত্ব বিষয়ে বিশেষ কৃপাদৃষ্টি করিবেন; নতুবা সমস্তই পণ্ডশ্রম হইবে। আর একজন উপযুক্ত সবক্তা প্রচারক শ্রীমান্ সরলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা অগ্নিহোত্রী মহাশয়ের প্রচারফলে যশোহর জিলার কায়স্থোপনয়ন যে প্রকার দ্রুতবেগে চলিতেছিল এবং 'বঙ্গীয় কায়স্থ-সভা'র বার্ষিক অধিবেশন তৎসঙ্গে উক্ত প্রচারকের শাস্ত্র সঙ্গত উত্তেজনাময়ী বক্তৃতা এবং প্রচার প্রভাবে, গতবর্ষে সমগ্র চট্টগ্রামের কায়স্থ সমাজের জাগ্রতাবস্থা আমরা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলাম; কিন্তু আজ অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, কায়স্থসভার পরিচালক মহাশয়দিগের কেহ কেহর অন্যায় ব্যবহারে উক্ত শ্রীমান্ কয়েক মাস যাবত অন্য পথাবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্ত্তমানসময়ে শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র দেববর্ম্মা মজুমদার মহাশয় অবৈতনিকভাবে সভার তত্ত্বাবধানে প্রচার করিতেছেন, ইহাও সুখের বিষয়। তিনি ইত্যগ্রে ময়মনসিংহে এবং ইতিমধ্যে কুমিল্লা প্রভৃতি নানাস্থানে প্রচার করিতেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে এযাবত কোন সংবাদ আমরা পাইতেছি না! শীঘ্রই পাইব বলিয়া আশা আছে; শ্রীশ চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও সভার একজন পুরাতন কর্ম্মিষ্ঠ প্রচারক বটেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সমগ্র বঙ্গদেশের জন্য মাত্র ২।১ জন প্রচারকের দ্বারা কায়স্থোপনয়ন বিস্তার হওয়া বহু সময় সাপেক্ষ এবং তাহাতে নানাপ্রকার অসুবিধার সম্ভাবনা। আমরা সভার নেতৃবৃন্দকে এবিষয়ে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি, বর্ত্তমান বর্ষের মাননীয় সভাপতি কুমার শ্রীযুক্ত রাধিকাভূষণ রায় বাহাদুর, মাননীয় মহারাজ শ্রীযুক্ত দিনাজপুরাধিপতি বাহাদুর, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু, কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দুনারায়ণ ঘোষরায় দেববর্ম্মা বাহাদুর এবং মাননীয় রায় শ্রীনাথ রায়বর্ম্মা বাহাদুর প্রভৃতি কায়স্থ সমাজের শীর্ষস্থানীয়, অন্যান্য যে সমস্ত মহাত্মা আছেন তাঁহাদিগের এবং "পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ-সভা"র "উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ হিতকরী সভা"র পরিচালক মহাশয়দিগের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

কেহ মনে করিবেন না যে, শুধু-পত্রিকার দ্বারাই প্রচারের কার্য্য সম্পাদিত

হইয়া থাকে, এবং হইবে। সে কল্পনা এখন ক্রমে ক্রমে, আকাশ কুসুমে পরিণত হইতে বসিয়াছে। কোনধর্ম্মই এ পর্য্যন্ত প্রচারকব্যতিরেকে কার্য্যোপরিণত হয় নাই।

উপসংহারে কায়স্থসভার নেতৃ সহোদরদিগের মধ্যে যাঁহারা আজ পর্য্যন্ত অনুপবীতাবস্থায় থাকিয়া, মনে অথবা মুখে, ক্ষত্রিয়ত্বের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের সানুনয় এই অনুরোধ,—অযথা অলীক সংশয়ে ইতঃস্তত না করিয়া, নিজ জাতির ও সমাজের কল্যাণার্থে তাঁহারা সৎসাহসে নির্ভর করত অচিরাৎ সংস্কার গ্রহণে, জাতীয় কলঙ্ক মোচন করিবেন। নচেৎ আর কতদিন তাঁহারা ঐ ভাবে থাকিয়া, সমাজের সর্ব্ব-বিষয় সংস্কার সাধন করিতে চাহেন?

"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি,—
তস্মাৎ শুভস্য শীঘ্রং।"

প্রতি-শুভকার্য্যেই অশেষ বাধাবিঘ্ন আছে, তাহা ভাবিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা মহত্বের কার্য্য নয়। কোনমতে আর কাল বিলম্ব না করিয়া, ভগবদ্বাক্য স্মরণ করত উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করুন, দেখিতে পাইবেন, অচিরকাল মধ্যেই আমাদের শুভ-উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইতেছে। গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেনঃ—

"যদ্যদাচরতিশ্রেষ্ঠঃ, তত্তদেবে তরোজনঃ।
সযৎ প্রমাণং কুরুতে, লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

(গীতা ৩ অঃ ২১)

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যে প্রকার আচরণ করেন, সাধারণেও সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে। তিনি যাহা সপ্রমাণ বলিয়া স্থির করেন, সাধারণ লোক সকল তাহারই অনুবর্ত্তী হয়। সমাজ যাঁহাদের মুখাপেক্ষী, তাঁহাদের পক্ষে সমাজকে নিরাশ করা কোনমতেই সঙ্গত নহে। 'সাধুকার্য্যে ঈশ্বর সহায়' ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেনঃ—

"পার্থনৈবেহনামুত্র, বিনাশ স্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ, দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥"

(গীতা ৬ অঃ ৪০)

অর্থাৎ হে পার্থ! ইহলোকে কি পরলোকে সুকৃতীবান্ লোকের বিনাশ হয় না। কারণ হে তাত! যে ব্যক্তি সতত শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন তাঁহার কোন দুর্গতি হয় না। যিনি মঙ্গল বীজ বপন করেন, তিনি কখনও অমঙ্গল ফল প্রাপ্ত হন না।

অতএব "আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যকে শিখায়" এই নীতি-বাক্যানুরূপ কার্য্য করিয়া ধন্য হইবেন।

অতঃপরঃ শান্তিরস্তু।

সম্পাদক।

দক্ষিণেশ্বর।

এই বয়সে অধিক স্থান দর্শন করা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, কোনদিন যে সেরূপ ভাগ্য ঘটিবে সে আশা সুদূর পরাহত! বিশ্বস্রষ্টার বিরাট প্রকৃতিরাজ্যে, দেখিবার, শিখিবার, জানিবার জিনিষ প্রচুর রহিয়াছে; তাঁহার কলানৈপুণ্য অনু-পরমানু হইতে অদ্রির চির ধবল তুষারাবৃত প্রস্তর খণ্ডে, মহাসিন্ধুর প্রশান্তবক্ষে, ঘনতমালতালী আচ্ছাদিত গহনে, চিরহাস্যময় শিশুর নির্ম্মল বিম্বাধরে, স্নেহময়ী জননীর স্নেহ পূর্ণবক্ষে, বিহঙ্গমাদির রঞ্জিত পক্ষ সমূহে, সুনীল তারকামণ্ডিত চন্দ্রাতপে, মায়ের রূপরাশি এরূপ সুচারুরূপে পরিস্ফুট যে, দর্শনমাত্রে দর্শকের মনে বিস্ময় ও আনন্দ যুগপৎ উপস্থিত হয়। প্রকৃতির লীলাকুঞ্জে দক্ষিণেশ্বর এক জলবুদ্বুদ প্রায়! তথাপি কেন জানি না, সে স্থান যে কত মধুর, কত শান্তিময়, কত সুখময়, তাহা যিনি দর্শন করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন; অন্যের সাধ্য নাই তাহা ধারনা করে। সে স্থানের মাহাত্ম্য ভাষায় পরিস্ফুট হয় না, লেখনী অগ্রে কি প্রকারে আসিবে।

ভারতে তীর্থস্থান অনেক আছে; দক্ষিণেশ্বর যদিও তীর্থস্থান নহে, আশ্রম মাত্র, তথাপি তীর্থস্থান বলিতে স্বতঃ মন ব্যাকুল হয়। অন্যে বলুন আর নাই বলুন, আমার পাগল মনতো বলিতে চায়। অন্যান্য তীর্থের ন্যায় এখানে যাত্রীর সংখ্যাধিক্য নাই, দৈনিক প্রায় শতাবধি হইবে। জাহ্নবীর পবিত্র তীরে ৺দক্ষিণেশ্বরের

চির শান্তিময়ী মূর্ত্তি বিরাজিত! দূর হইতে গঙ্গাতীরে অবস্থিত দক্ষিণেশ্বরের দ্বাদশ শিবমন্দির চিত্রার্পিতের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। সেস্থানে যাইবামাত্র রোগী তাহার রোগের বৃশ্চিক দংশনবৎ যন্ত্রণার হস্ত হইতে কিয়ৎক্ষণের জন্য নিষ্কৃতিলাভ করে, দুঃখী তাহার দুঃখ ভুলে, লোভী তাহার লোভের লালসাময় বদন হইতে রক্ষা পায়, পাপীর মনে ধর্ম্মের শুভ্রকৌমুদীর রেখাপাত শশধরের কলারাশির ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধিত হয়; আমার বোধ হয়, হিংস্রজন্তুও এখানে আসিলে হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া যায়। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে ইহা বড় আদরের চিরানন্দময় পবিত্র স্থান। কলিকাতা হইতে পাঁচমাইল দূরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সাধন পীঠ, রাণী রাসমণির অক্ষয় কীর্ত্তি ৺দক্ষিণেশ্বর, কালের নির্ম্মম হস্ত হইতে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া দৈবজয়শ্রীরশান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া, মস্তক উত্তোলন করত গৌরবের সহিত দণ্ডায়মান আছেন। হিমালয় দুহিতা কত শত দেশবিদেশ ধৌত করিয়া গৈরিক বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করত দক্ষিণেশ্বরের পাদদেশ তাঁহার পবিত্র বারিতে সিঞ্চিত করিয়া প্রকৃতির মহাগীতি গাহিতে গাহিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। এখানে জাহ্নবী বড়স্থির, বড়ধীর, বড়শান্ত! তাঁহার সমস্ত "অহং" এখানে যেন নিমিষের জন্য নিমীলিত হইয়াছে! দক্ষিণেশ্বরের বিটপীকুঞ্জে বসিয়া পাপিয়া যখন তাহার স্বভাবসিদ্ধ রাগিণী সপ্তমে কলকণ্ঠ তুলিয়া কলধ্বনি করে, তখন সে রাগিণী মূর্চ্ছনার পর মূর্চ্ছনা ও ঝঙ্কারের দ্বারা ভাগীরথীকে নির্ব্বাহক্ নিস্পন্দ করিয়া দিগন্ত হইতে দিগন্তে লইয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরের পুষ্প বীথীকার মধ্য হইতে কোয়েল যখন বালার্কের নবরাগরঞ্জিত অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিতে পায়, তখন স্বীয় নীড় ছাড়িয়া উর্দ্ধে বিচরণ করতঃ মহামায়ার প্রভাবে মোহিত হইয়া মায়ের মন্দিরের নিম্নস্থ আলিন্দের সুবিধানুরূপ যে কোন স্থানে আশ্রয় লইয়া, নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে যে প্রভাতী রাগিণী ঝঙ্কার করে, তাহার সুমিষ্ট স্বরলহরী বায়ু হিল্লোলে নৃত্য করিতে করিতে বুঝিবা মাতার রাজীবচরণেই পৌছিয়া থাকে। এই স্থানের প্রত্যেক কীট-পতঙ্গ যে কি মহা-প্রাণে মাতোয়ারা তাহা অবোধ বালক আমি কি বুঝিব।

এইস্থানে দক্ষিণেশ্বরী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, তজ্জন্যই বোধহয় এ স্থানের নাম দক্ষিণেশ্বর হইয়া থাকিবে। কালীমন্দিরের পার্শ্বেই অষ্টধাতুর দ্বারা বিনির্ম্মিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির। উষাকালে সূর্য্যদেব যখন তাঁহার নবরাগরঞ্জিত অর্ঘ লইয়া উভয় মন্দিরে প্রবেশ করিতে প্রয়াস পাইতে থাকেন, তখন মন্দিরের

শিখরদেশ বিচ্ছুরিত কিরণজাল আশ্রমের চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করে। গঙ্গাতীরে দ্বাদশটী শিবমন্দির। ঊর্দ্ধে নীল নভোমণ্ডল, নিম্নে ভাগীরথী, তত্তীরে শিবমন্দির, মাতৃমন্দির ও শ্বেতমর্ম্মরমণ্ডিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মন্দির। দর্শন মাত্রেই প্রতীয়মান হয় যেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মর্ত্ত্যেই বৈকুণ্ঠ ও কৈলাসের সৃষ্টি করিয়াছেন। গঙ্গাতীরবর্ত্তী হইয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলে পরমহংসদেবের শয়নাগার। তৎপরেই সেই পঞ্চবটী, যে পঞ্চবটী তলে বসিয়া সাধকচূড়ামণি সমস্ত মনপ্রাণে ভক্তবৃন্দের প্রবল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কামিনী কাঞ্চনের লোভরূপ মোহানল নির্ব্বাপিত জন্য 'মা, মা' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ভাবে বিহ্বল হইতেন, যে পঞ্চবটী মূলে বসিয়া সাধক-কুলশেখর ধ্যান করিতে করিতে, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারী বৈকুণ্ঠেশ্বরের অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া সমাধিস্থ হইতেন; যে পঞ্চবটী মূলে মুহূর্ত্তের জন্য উপবেশন করিতে পারিলে কায়স্থকুল-শিরোমণি ভক্তপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ দত্ত) রামচন্দ্র প্রভৃতি আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন, যে স্থানে বসিয়া পরমহংসদেব ধর্ম্মালোচনা ধ্যান ও ধারণা করিতেন, এই সেই চিরশান্তিময় পঞ্চবটী। পূর্ব্বের ন্যায় বৃক্ষ-শাখায় বিহগকুল এখনও নীড় বাঁধিয়া বাস করে, প্রভাতে এখনও সেই সুমধুর রাগিণী ঝঙ্কার করে। কিন্তু রাগিণীতে পূর্ব্বের ন্যায় সে ভাব, সে মাধুর্য্য, সে বিহ্বলতা আছে কি?

পঞ্চবটীর পার্শ্বেই একটী পর্ণাচ্ছাদিত কুটীরাভ্যন্তরে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত। তাহার কিয়দ্দূরেই 'হাঁসপুকুর,' ইহাকে পুষ্করিণী বলা যায় না, কারণ ইহা একটী ডোবার ন্যায় ক্ষুদ্রাকার। হাঁসপুকুরের এক পারে ইষ্টক নির্ম্মিত সোপান আছে। পরমহংসদেব এই পুষ্করিণীর জলে অবগাহন করিতেন। তাঁহার পালিত একদল রাজহংস এই পুকুরে বিচরণ করিত বলিয়াই ইহার নাম 'হাঁসপুকুর' হইয়াছে। অপরাহ্নে সুনীল গগণতলে পুকুরের নীলজলে যখন রাজহংসগুলি জলক্রিয়ায় মত্ত হইত, তখন পরমহংসদেব সোপানোপরি দণ্ডায়মান হইয়া কি যেন এক মধুর ভাবে বিভোর হইতেন। সূর্য্যকিরণে যখন রাজহংস-গুলির শুভ্র পক্ষ দীপ্তিতে ঝক্‌মক্‌ করিয়া উঠিত, তখন চূত বৃক্ষোপরি বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট বায়সকুল চক্ষু নিমিলিত করিয়া বিশ্বস্রষ্টার পক্ষপাতিত্বের দোষারোপ করিত কি?

এই হাঁসপুকুরের কিয়দ্দূরেই একটী শ্রীফল বৃক্ষ। ইহার মূল ইষ্টক দ্বারা সযত্নে বাঁধান। কথিত আছে একদা পূজার জন্য পুষ্প ও বিল্বপত্র আহরণ করিবার মানসে পরমহংসদেব পুষ্পচয়ন করিয়া এই বিল্বমূলে আসিয়া উপস্থিত হন; তখন বৃক্ষটী ছোট ছিল। পরমহংসদেব বিল্বপত্র গ্রহণ করিবার জন্য বামহস্তে একটী শাখা অবনত করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা পত্রচয়ন করিতে লাগিলেন, দৈবক্রমে একটী বিল্বদলের সহিত বল্কল উঠিয়া গেল, তাহাতে ভক্ত-প্রাণ পরমহংসদেবের ছুইচক্ষু অশ্রুধারায় পূর্ণ হইল; বৃক্ষস্থল বাষ্পবারিতে ভাসিয়া গেল। সেই হইতে তিনি আর এই বৃক্ষ হইতে কদাপিও বিল্বদল চয়ন করেন নাই, এবং সেই দিনই এই বৃক্ষের মূল বাঁধাইয়া দিলেন। এরূপ প্রাণ কয়জনের? শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের মন্দির ও কালীমন্দিরে যে কারুকার্য্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বাস্তবিকই নয়ন সুখ প্রদায়ক। সে কারুকার্য্য যে শিল্পী করিয়াছিল তাহার সে পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। যে পবিত্রভাব শীর্ষে ধারণ করিয়া মন্দিরদুইটী দাঁড়াইয়া আছে, তাহা আধুনিক হিন্দুসমাজকে ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিতে পুনরুদ্দীপিত করিবার অন্যতম উপায় মাত্র। দক্ষিণেশ্বরের চতুপার্শ্বে যে স্মৃতি এখনও বিজড়িত তাহা অতি দুর্লভ, সে স্থানে গমন করিলেই মনে হয়;—

'এযে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, এযে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা'।

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সমস্ত মনঃপ্রাণ অর্পণে এইস্থান নির্ম্মিত, যেন মানুষকে শিক্ষা দিতেছেন 'ধর্ম্মহি কেবলম্'। পাশাপাশি রাধাগোবিন্দ ও কালী মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তিনি আত্মবিরোধী অহংজ্ঞানী মানবকুলকে শিক্ষা দিতেছেন যে শাক্ত ও বৈষ্ণবে কোন পার্থক্য নাই। ভেদবুদ্ধি অজ্ঞানতার মূল। তাঁহার কোন ধর্ম্মের উপর বিদ্বেষভাব ছিল না। সকল ধর্ম্মকেই সমজ্ঞান করিতেন। আজ পরমহংসদেব নাই! কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আছে, তাঁহার উপদেশ আছে, আর আছে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি "আদর্শ চরিত্র"। ভাগীরথী এখনও সেই ভাবে কুলুকুলু নাদে ছুটিয়া চলিয়াছে, সবিতৃদেব এখনও সেই পঞ্চবটী আলোকিত করিয়া প্রতিদিন মহামায়াকে অর্ঘদানে ভূষিত করেন। এখনও সন্ধ্যায় সেই আরতি হয়, কিন্তু একজনের অভাবে দক্ষিণেশ্বর নীরব, নির্জীব। জাহ্নবীর এককূলে দক্ষিণেশ্বর অপর কূলে বেলুর মঠ, যেন প্রকৃতির ক্রোড়ে দুই বিন্ধ্যাচল। বেলুরমঠ ও পরমহংসদেবের চিহ্নিত স্থান। বর্ত্তমান যুগের

প্রতীপ্ত রবি শঙ্করাবতার স্বামী বিবেকানন্দ শেষের অধিকাংশ সময় এই মঠে অবস্থান করিতেন। এবং এই মঠেই তিনি মানবলীলা সংবরণ করেন। মঠ অট্টালিকার সম্মুখস্থ ময়দানের এক পার্শ্বে ভাগীরথীর তীরে স্বামিজীর সমাধি মন্দির, তন্মধ্যে মর্ম্মর প্রস্তরে বিনির্ম্মিত তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রতিবর্ষে ফাল্গুন মাসে বেলুরমঠে পরমহংসদেবের জন্মমহোৎসব সম্পাদিত হয়। উক্ত দিবস নানাস্থান হইতে সংখ্যাতীত লোকের সমাগমে বেলুরের মঠ, প্রাঙ্গন ও ময়দান, গঙ্গাতীর এবং গঙ্গাগর্ভ অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ কায়স্থ কুলাবতংশ পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ, পরমহংসদেবের ও স্বামিজীর আদর্শ স্মৃতি বক্ষে ধারণ করত কার্য্য-ব্যপদেশে নানাস্থান ঘুরিয়া অনেক সময় এই মঠে আসিয়া অবস্থান করেন। অসংখ্য হিন্দুযুবক রামকৃষ্ণের পদাঙ্কানুসরণে যুগাবতার স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বনে দেশের ও দরিদ্রের হিত-সাধন করিতেছেন। যে মহামন্ত্রে ইঁহারা দীক্ষিত, সেই মহামন্ত্র দেশের মূলমন্ত্র হইলে এই পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হইবে। সে মন্ত্র এখনও প্রত্যেক হিন্দু নর-নারীর হৃদয়ে বিদ্যমান, কিন্তু তাহা মার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক। "পুণ্যঞ্চ পরোপকারং পাপঞ্চপরপীড়নং" এই বোধই উক্ত মন্ত্রের উদ্দেশ্য; এবং ইহাই উন্নতির সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম সোপান।

হিন্দুর আপনার বলিবার আছে সমস্তই, কিন্তু তাহাতে সে তেজ নাই, সে মত্ততা নাই, সে অধীরতা নাই! আজ দক্ষিণেশ্বর যে মূর্ত্তিতে বিদ্যমান, সে মূর্ত্তি দেখিলে কোন্ হিন্দু সন্তানের প্রাণে দুঃখানল জ্বলিয়া না উঠে? হিন্দু হিন্দুর কীর্ত্তির যদি বজায় না রাখেন, হিন্দু হিন্দুর ব্যথায় ব্যথীত যদি না হন তবে আর এ পৃথিবীতে কে হইবে? দক্ষিণেশ্বর অনেকের নিকট দর্শনীয় না হইতে পারে, কিন্তু সকলের নিকটেই পূজনীয় ও আদরণীয়। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুসন্তান যে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রত্যহ পরমহংসদেবকে পূজা করিয়া থাকেন তাহা ব্যর্থ হইবার নহে হইবেও না॥

শ্রীসত্যগোপাল বসুবর্ম্মা। *

---

* লেখক শ্রীমান্ সত্যগোপাল বসুবর্ম্মার বয়ক্রম ২০ বর্ষ। ইনি "আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা"র সম্পাদক মহাশয়ের দৌহিত্র।

শ্রীবৃন্দাবন দর্শন।

"যত দেখি যত যাই, ফিরে ফিরে পুনঃ চাই,
নব নব ভাব যেন বিকশিত হয়রে,
বারে বারে মনে করি, একি সেই মধুপুরী!
যাহার বর্ণনে ব্যাস উন্মত্তের প্রায়রে।"

(১)

নিত্যধাম বৃন্দাবন শ্রীহরির পুরী,
গৌরবে গোলক সম বিশ্রুত ধরায়—
ভগবান হরি যথা নররূপ ধরি'
ভাসাইলা ত্রিভুবন প্রেমের বন্যায়।
বাসনা আমার সদা দেখিতে সে' ধাম,
ভাগ্যগুণে আজি আমি তাহে পূর্ণকাম!

(২)

দেখিলাম বৃন্দাবন পুণ্যময় ধাম
পবিত্রতা-পরিপূর্ণ, গ্রন্থ ভাগবতে
শুনিয়ে হ'তেম সুখী যে সুন্দর নাম,
লভিতাম স্বর্গসুখ এমর জগতে।
মরি! আজ পুণ্যফলে সিদ্ধকাম আমি,
বিরাজিত নেত্রে মম সেপবিত্র ভূমি!

(৩)

রেলপথে হাতরাস-এষ্টেসন দিয়া
আসিলাম পৌষমাসে মথুরা-নগরে—
আজো যমুনার যাম্য তীর সুশোভিয়া
স্বর্ণ-গরিমায় যাহা জনমন হরে।

অহো! আজি পূর্ণ হ'ল অন্তরের সাধ,
কাটিল মনের মলা, ঘুচিল বিষাদ।

(৪)

হেরিলাম 'কংস টীলা' উপরে যাহার
কংসাসুরে কৃষ্ণচন্দ্র বধিলা হেলায়—
মৃত্তিকা গঠিত উচ্চ স্তূপের আকার
লতা-গুল্ম-সমাবৃত, পর্ব্বতের প্রায়।
কত 'যুগ যুগান্তর' গিয়াছে চলিয়া,
অদ্যাপি কংসের স্মৃতি রয়েছে জাগিয়া।

(৫)

দেখিনু কংসের সেই ভীম কারাগার—
যথা দেবী দেবকীরে বসুদেব-সনে,
নিঠুর পাষাণ-প্রাণে, কংস দুরাচার,
রেখেছিল অবরোধি' পাষাণ-চাপনে,
ভগ্নদেহে স্তূপাকারে ভূমে নিপতিত*
মসীদে মহত্ব যেন হ'তেছে সুচিত।

(৬)

হেরিনু 'সূতিকা-সর' জাহ্নবী-সমান
সুপূজিত সর্ব্বলোকে, দেবক দুহিতা
দেবকী করিলা যাহে সূতিকার স্নান,
কৃষ্ণের জনম হেতু হইয়া হর্ষিতা।
প্রস্তর-গঠিত সর শোভার আধার
সিন্ধিয়ার যশোবার্ত্তা করিছে প্রচার। †

* মথুরা আক্রমণ কারী মুসলমান দিগের দ্বারা এই মসিদ নির্ম্মিত হয়। তাহারা কংসের কারাগারটিকে সমভূমি করিয়া, তলব্ধ প্রস্তরাদি দ্বারা ইহার নির্ম্মাণ সমাধা করেন। লেখক

† গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া মহারাজ, বিপুল অর্থব্যয়ে সরোবরটিকে প্রস্তর

(৭)

ভগ্ন এক গৃহে হেথা সেবকীর সনে
দেখিলাম কৃষ্ণচন্দ্রে কাঙ্গালের গতি,
কোথা বসুদেবে, কোথা কৃষ্ণ সঙ্গিগণে,
নানাস্থানে নানারূপ সুন্দর মূরতি।
অসংখ্য বিগ্রহ হেরি' অসংখ্য মন্দিরে,
দেখিনু বিস্ময়ে এক শিশু তপস্বীরে।

(৮)

মাত্র দুই পদাঙ্গুল' রাখি মৃত্তিকায়,
ঊর্দ্ধদেশে দুই বাহু করি' উত্তোলন,
নিমগ্ন নবীন যোগী যোগ সাধনায়
ইষ্টদেবে প্রাণমন করি সমর্পণ।
ধ্রুবের কঠোর তপ করি' দরশন
কুব্জানাথ দেখিবারে করিনু গমন।

(৯)

দেখিনু 'শ্রীকুব্জানাথ' মধুর মূরতি,
ভুবনমোহন রূপ, লাবণ্য-লীলায়
আলোকিত দশদিক, বামে কুব্জাসতী
দক্ষিণে রাধিকা রূপে নয়ন ভুলায়।
শ্রীকৃষ্ণের বামে সদা স্থিতি শ্রীরাধার
ব্যতিক্রম কিন্তু হেথা হেরিলাম তা'র!

(১০)

প্রণমি কুব্জানাথে পরিক্রম করি'
আসিনু 'বিশ্রামঘাটে' যমুনার তীরে—

সোপানাবলীর দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে যাত্রীদিগের সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের খ্যাতি প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে; ইহার প্রচলিত নাম 'পোত্তারাকুণ্ড'। লেখক

যথা যুদ্ধে কংসাসুরে বধি' রামহরি
করিলা বিশ্রাম শ্রান্ত বিবশ শরীরে।
প্রদোষে আরতি হেথা হেরি যমুনায়
প্রেমে তনু পুলকিত হইল আমার।

(১১)

তা'র পর মথুরার বামপাশে আসি'
দেখিনু যমুনা নীল নীরদ-অম্বরা,
যমুনা-পুলিন, মীন, কমঠের রাশি,
ললিত লহরী লীলা জন-মনোহরা।
হেরিনু 'পুতনা-ঘাট' যমুনার পার—
যথা ভস্মেপরিণত দেহ পুতনার।

(১২)

দেখিনু বিবিধ ঘাট কালিন্দীর তটে,
'রাম', 'সূর্য্য' 'গোবিন্দাদি' নানা নাম ধারী,
প্রস্তর-প্রাসাদ পুঞ্জ আঁকা যেন পটে,
মূর্ত্তিগর্ভ মনোহর মন্দিরের সারি।
নিরখি' পুলিন শোভা প্রফুল্লিত প্রাণ,
বৃন্দাবন দরশনে করিনু পয়াণ।

(১৩)

বণিযোগে ক্রোশত্রয় পথ অতিক্রমি'
প্রবেশিনু মধুপুরী বৃন্দার বিপিনে,
হেরিলাম পাপনেত্রে সুপবিত্র ভূমি,
জনম সফল মম হ'ল এতদিনে।
বানর বৈরাগী আর ব্রজমায়ীময়
বৃন্দাবন হেরে হ'ল প্রফুল্ল হৃদয়।

(১৪)

দেখিলাম পুরাতন 'গোবিন্দ মন্দির'
'জরাজীর্ণ, শোভাহীন সুবিশাল কায়—

দূর দিল্লী হ'তে যার হেরি' উচ্চশির
দিল্লীশ্বর আরাঙ্গীব চূর্ণিলা হেলায়,
কৈলাসে যোগীন্দ্র যেন শির করি নত
যোগাসনে বসি' ধ্যানে আছেন নিরত !

(১৫)

দেখিনু 'গোবিন্দ জিউ' নূতন মন্দিরে,
দক্ষিণে ললিতা বামে রসবতী রাই
রূপে আলোকিত ঘর, ত্রিভঙ্গ শরীরে
শোভে নানা বেশ ভূষা তুলনা যা'র নাই।
দিবসের প্রতিভাগে প্রতি নববেশে
সজ্জিত গোবিন্দ হেথা হ'ন লীলাবেশে।

(১৬)

যদুবংশ-অবতংস রাজপুতদল
ভক্তিযোগে শ্রীগোবিন্দে পূজে অনুক্ষণ,
সাগ্রহে সংগ্রহি' স্বাদু সামগ্রী সকল
পবিত্র বিধানে নিত্য করে সমর্পণ।
সেবায় গোবিন্দ তুষ্ট রাখিবার তরে
ভোগে নবনীত কত নিবেদন করে।

(১৭)

শুনিলাম গোবিন্দের দৈনিক সেবায়
জয়পুরপতি অতি সাধু ভক্তিমান
বৃন্দাবন হ'তে তাঁ'র যত হয় আয়
ত্রিভাগের ভাগ তার করেছেন দান।
অদ্যাপি গোবিন্দ তাই রাজার কল্যাণে
আনন্দে বিরাজমান আছেন এখানে।

(১৮)

প্রণমি' গোবিন্দদেবে শির নত করি'
আগুসরি' হেরিলাম 'মদনমোহন'—

যাঁর নামে অদ্যো ভাসে চয়নপ্রতরি,
করিত কুব্জা যাঁর চরণ পূজন।
সাধু সদাগর যাঁ'র মহিমা দেখিয়া
মন্দির, অতিথি শালা দিয়াছে গঠিয়া।

(১৯)

দেখিলাম 'গোপীনাথ' গোপীগণ গতি
বিরাজিত রাধা সহ মন্দির মাঝারে
ললিত ত্রিভঙ্গ ঠাম মনোহর অতি।
মিলে না তুলনা যাঁ'র এ মর সংসারে।
যে বেশে যেতেন বনে রাধিকার সাথ।
সে বেশে সজ্জিত হেথা র'ন গোপীনাথ।

(২০)

'শ্রীরাধারমণজিউ' হেরিলাম পরে—
লীলাময়ী পূর্ব্বমূর্ত্তি যাঁহার এখন
প্রচ্ছন্ন অপূর্ব্ব এই বিগ্রহ অন্তরে—
সেবিত গোপাল ভট্ট যাঁ'রে সর্ব্বক্ষণ।
শুনি' রাধারমণের মহত্ব প্রচুর,
চলিনু দেখিতে লালাবাবুর * ঠাকুর

---

* লালাবাবু, কান্দীর প্রথিতনামা কায়স্থ ভূস্বামী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর তিনি এক ধীবর পত্নীর "বেলা গেল, পারে যাব কখন;" এই কথা কয়েকটি শ্রবণ করিয়াই সংসারে বীতস্পৃহ হন এবং বিপুল ধন-সম্পদ ও বিষয় বিভব তৃণের ন্যায়, পরিত্যাগ করিয়া, বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক বৃন্দাবনে আগমন করেন। এখানে প্রথমে তিনি অযাচকবৃত্তি ও পরিশেষে 'মাধুকরী' (মধুকরবৃত্তি) অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতেন। ব্রজবাসীরা তাঁহাকে ভিক্ষা দিবার জন্য একপ্রকার রুটী প্রস্তুত করিয়াছিল। সেই রুটী 'লালাবাবুর রুটী' নামে এখনও বৃন্দাবনে প্রচলিত রহিয়াছে। লালাবাবুর প্রকৃত নাম কৃষ্ণচন্দ্র কিন্তু ব্রজবাসীরা তাঁহাকে লালাবাবু এবং সময়ে সময়ে 'বাঙ্গালা দেশের রাজা', বলিয়া সম্বোধন করিতেন। লেখক।

(২১)

দেখিলাম 'কৃষ্ণচন্দ্র' কাঙ্গালের নাথ,
আবরি' বরাঙ্গ দিব্য বসন ভূষণে
নববেশে রসবতী রাধিকার সাথ,
বিরাজিত সুরচিত মন্দির-ভবনে।
একতঙ্কা ভেট দিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র পায়,
'লালবাত্রী' রূপে গণ্য হইনু হেথায়।

(২২)

শুনিলাম লালাবাবু বৈষ্ণব প্রধান
চল্লিশ সহস্র মুদ্রা আয়ের বিষয়,
এই শ্রীমূর্ত্তির ত'রে করেছেন দান
শত তঙ্কা নিত্য হেথা ভোগে হয় ব্যয়।
পঞ্চশত লোক, লালাবাবুর কল্যাণে
কৃষ্ণের প্রসাদ নিত্য পায় এইস্থানে।

(২৩)

'হরাবাড়ী' নামে এক নিকুঞ্জ-ভবন
রহিলাম তা'হে লাল যাত্রীর সম্মানে,
লভিলাম উপহার—লোহিত বসন,
কৃষ্ণের প্রসাদ পূত প্রভূত প্রমাণে।
হইলাম নিমন্ত্রিত—হেরিতে উষায়
'মঙ্গল আরতি' লীলা দুর্লভ ধরায়।

(২৪)

কিন্তু সে স্বর্গীয় সুখ—আমি ভাগ্যহীন—
ঘটিল না ভাগ্যে মোর, শীতের পীড়নে
রহিলাম জড়সড়, উঠি পরদিন
প্রাতঃকৃত্য অন্তে পুনঃ চলিনু দর্শনে।
দেখি' কত লীলাস্থল লোচন-লোভন,
প্রেমানন্দ নীরে মগ্ন হ'ল প্রাণমন।

(২৫)

দেখিলাম 'কেশীঘাট' কালিন্দীর কূলে —
কেশীদৈত্যে কৃষ্ণ যথা করেন সংহার
যথা ভব-কর্ণধার গোপবধূ কূলে
কর্ণধার-রূপে নিত্য করিতেন পার।
কৃষ্ণের কাণ্ডারী-লীলা রাখিতে স্মরণে,
তীরে এক তরি বাধা রহে সর্ব্বক্ষণে।

(২৬)

শ্রীহরির খেয়াঘাট দর্শন করিয়া
দেখিনু নিকটে দিব্য ঘাট এক আর—
যথা কৃষ্ণ বক নামা অসুরে ধরিয়া
ভুজবলে অবহেলে করেন সংহার।
শুনি' কত কৃষ্ণ কথা সানন্দ অন্তরে
'বস্ত্র হরণের তরু' হেরিলাম পরে।

(২৭)

একদা কালিন্দী কূলে দুকূল ‡ রাখিয়া
স্নানানন্দে গোপীকুল হইলে বিহ্বল,
সখা সঙ্গে তথা কৃষ্ণ সহসা আসিয়া
গোপনে সংগ্রহি' সেই বসন সকল,
ধীরে অলক্ষিতে এই বৃক্ষে আরোহিয়া
করিলা কৌতুক কত গোপীগণে নিয়া।

(২৮)

এই তরু তলে নগ্না গোপিনীর-দল
আনত শরীরে, শিরে অঞ্জলি বাধিয়া
কাতরে করেন ভিক্ষা বসন সকল,
কৃষ্ণের আদেশে লাজে জলাঞ্জলি দিয়া।

‡ বস্ত্র, কাপড়াদি

লজ্জা ত্যজি' আজো তাই ব্রজাঙ্গনাগণ
উলঙ্গিনী হ'য়ে করে স্নান আচরণ।

(২৯)

তারপর 'কালীদহ' দরশন করি'
দেখিনু প্রাচীন কে'ল কদম্ব সুন্দর—
যা'র শাখা হ'তে জলে ঝাঁপ দিয়ে হরি
বধিলা কালিয় নাগে তীব্র বিষধর।
নাহি কালীদহ আর, নাম মাত্র সার
তটভূমি মধ্যে এবে লুপ্ত দেহ তা'র।

(৩০

দেখিলাম 'ব্রহ্মকুণ্ড' 'গোচরণ স্থান'
হরিহর-সম এক মূর্তি মনোহর
'গোপেশ্বর' নামধর; বৈষ্ণব প্রধান
হরিদাস ঠাকুরের সমাধি সুন্দর।
রূপের আশ্রম-বাটী' সুপবিত্র স্থান
নিরখি' আনন্দে হ'ল পরিপূর্ণ প্রাণ।

ক্রমশঃ

শ্রীঅঘোরনাথ বসু কবিশেখর।

বঙ্গবীর।

ধন্য, আজি বঙ্গমাতা তুমি
সন্তান ধাইছে সমরে,
অবসান তার চিরকালিমার
লাঞ্ছিত পেষিত সমাজে আবার
ভীষণ সমরে আপন রুধিরে
ধুইছে আজি কায়স্থ বীরে।

হও, আগুয়ান ক্ষত্রিয় সন্তান
তোমরা ঘৃণিত নও ;
জগতের মাঝে বীরের সাজে
বীর পদভরে মেদিনী মাঝে
শূদ্র না তোমরা রক্ত লেখায়
তাদের জানাইয়া দাও।

যাও, কালের স্রোত করগে রুদ্ধ
কর্ম্ম করিয়া সাধনা,—
সমাজ বন্ধন যাহা অকারণ
যাহার লাগিয়া এত নিষ্পেষণ
আপনি খুলিয়া পড়িবে ধরায়
সত্য আলোকে রবে না।

তোমরা কভু করিওনা দ্বেষ—
যে যা বলে সহিয়া লও,
উদার মতের যাহারা বিরোধী
কালের কঠোর শাসন বিধি
সাম্য সখ্য সব জগত নীতি
তাদের বুঝিতে দাও

কর্ম্মযোগ করগে প্রচার
কর্ম্মকে করিয়া বড়,
ক্ষত্র-হৃদয়ের উষ্ণ রুধির
নাচিবে আবার পুলকে অধীর
পুণ্য প্রবাহে তার মেদিনীর
ক্রমশঃ লাঘব কর।

সমাজের তরে ভাবিও না কভু
সমাজ আপনি ভাবিবে,

যাহা প্রয়োজন করিবে বরণ
বৃথা আড়ম্বর মিথ্যা প্রবঞ্চন
নীরবেতে তার ছিড়ি বুলাধার
নূতন করিয়া গড়িবে।

শ্রেষ্ঠত্বের বৃথা অভিমান হবে
অবসান কঠোর সত্য,
চিরদিন তার অব্যাহত গতি
স্তব্ধ হয়ে যায় অন্ধ নিয়তি
নত হয়ে যায় গুণীদের পায়
গুণ রয়ে যায় নিত্য।

ফিরিও না আর চলরে সবে
আপন কর্ম্ম মাঝে।
ঘুচাও কালিমা তিল্ তিল্ করি
অলস মরুক পিছনে পড়ি
খসিয়া পড়ুক শত জনমের
ঘৃণিত শৃঙ্খল লাজে।

শ্রীজ্যোতিশচন্দ্র বসু।
রামনগর।

প্রচার প্রসঙ্গ।

করিদপুর জিলান্তর্গত খালিয়া, আমগ্রাম, কালামৃধা, বাটীকামারী, মহেন্দ্রদী, রুদ্রকর প্রভৃতি গ্রাম রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের সমাজস্থান। তন্মধ্যে খালিয়া, আমগ্রাম ও কালামৃধা সমধিক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ। এই তিনটী গ্রামে কায়স্থও অনেক আছেন। অবস্থা হীনতার দরুণ এবং শিক্ষাদীক্ষার ব্যতিক্রমে তাঁহাদের

মধ্যে অনেকের আচারাদির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। কেহ কেহও বা উদর পোষণের নিমিত্ত কায়স্থজাতির ধর্ম্ম বিগর্হিত জঘন্য বৃত্তি পর্য্যন্ত অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ভাঙ্গার প্রসিদ্ধ উকিল স্বজাতি হিতপরায়ণ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা মহাশয় কোন সময়ে খালিয়ার ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, তৎকালে তিনি তত্রত্য কায়স্থদিগের মধ্যে কতকের এতাদৃশ শোচনীয় অধঃ-পতনাবস্থা দর্শনে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া ইহার সংশোধন জন্য উক্তস্থানের সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অবস্থাপন্ন অন্যতম জমীদার কায়স্থ দেববংশীয় ৺গোবিন্দচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সুযোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত মতিলাল মজুমদার মহাশয়কে কৃপাদৃষ্টি করিতে অনুরোধ করেন মজুমদার মহাশয়গণ কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও ইহার আশানুরূপ কোন প্রতীকার করিতে কৃতকার্য্য হয়েন নাই; এ বহুদিবস পূর্ব্বের কথা।

একদিবস অপরাহ্নে ভাঙ্গাতে আমার পরমসুহৃদ যোগেশ বাবুর বাসায় বসিয়া প্রচার বিষয়ে নানা কথা প্রসঙ্গে তিনি খালিয়া প্রভৃতি স্থানের দুরবস্থাদির বিষয় আমার নিকট উল্লেখ করেন। ব্রাহ্মণসমাজে কায়স্থজাতির এবম্প্রকার হতমান এবং অধঃপতনাদির বিষয় পূর্ব্বাপর অবগতে আমিও যৎপরনাস্তি মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। এইজন্য সর্ব্বাগ্রে ঐ সমস্ত স্থানের কায়স্থদিগের সংস্কার হওয়ার বিশেষ আবশ্যকতা অনুভব করিয়া, তৎকার্য্য সম্পাদন জন্য দৃঢ় সংকল্প করিলাম। খালিয়ার কায়স্থদিগের সংস্কার উদ্দেশ্যে ১৩২৩ সনের ২৫শে কার্ত্তিক সায়াহ্নে ভাঙ্গা হইতে নৌকাযোগে খালিয়াভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার গন্তব্য স্থানের মজুমদার ভবনে যখন আমি পৌঁছিলাম, তখন রাত্র প্রায় ১২ ঘটিকা। পরদিবস প্রভাতে মতিবাবুর খুল্লতাত অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত বাক্যালাপে পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলাম। সরল চিত্ত উক্ত জ্ঞানবৃদ্ধ মহাশয় তথায় আমার আগমনের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া অতিশয় উৎসাহান্বিত হইলেন এবং আত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মতিলাল মজুমদার মহাশয়ের যত্নে এবং তদীয় পিতৃব্যপুত্র শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র ও লোকনাথ মজুমদার মহাশয়দিগের বিশেষ উদ্যোগে ২৭শে কার্ত্তিক বেলা ২ঘটিকা হইতে অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা পর্য্যন্ত তাঁহাদের বহির্ব্বাটীস্থ বৈঠকখানা দালানের সুবৃহৎ হলে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভাস্থলে স্থানীয় এবং

বিভিন্নস্থানের অনেক কায়স্থ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগকে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা এবং অচিরাৎ উপনয়ন গ্রহণ করিবার কর্ত্তব্যতা ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার উদ্দেশ্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলে, সমবেত কায়স্থবৃন্দ অতি শীঘ্র উপনয়ন গ্রহণ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশেষ ব্যগ্রতা দর্শনে আমি অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উক্ত সভাস্থলেই উপনয়ন গ্রহণের দিন পর্য্যন্ত অবধারণ করিয়াছিলাম। উপস্থিত কায়স্থ মহোদয়গণ ঐ দিন উপনয়ন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের কৃপায় ১৮ই অগ্রহায়ণ তারিখে মজুমদার ভবনে এ দীন প্রচারকের ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মার তত্ত্বাবধানে এবং জমীদার শ্রীযুক্ত মতিলাল মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয়েরও তদীয় খুল্লতাত পুত্র শ্রীযুক্ত লোকনাথ বাবুর ব্যয়ে, শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার দেববর্ম্মা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ দাসবর্ম্মা প্রমুখ ৩৮ জন, এবং গঙ্গারামপুর, কাশিমপুর, মালিগ্রাম, বগাইল, মোচন্দ, রাবদী, পৈলানপট্টী, গাভা ইত্যাদি গ্রামনিবাসী সর্ব্বসমেত ৮৯ জন কায়স্থসন্তানের যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক সংস্কার কার্য্য সুসম্পাদিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত একটী কথা বলিতে হইতেছে,—কায়স্থদিগের মধ্যে "প্রতিজ্ঞায় কল্পতরু, সাহসে দুর্জ্জয়, কার্য্যকালে খুঁজে সবে নিজ নিজ পথ," এতাদৃশ ব্যক্তির সংখ্যাই অনেকস্থলে অধিক দেখা যায়। কাহাকে জিজ্ঞাসা করি, কে বলিয়া দিবে; এ অধঃপতিত জাতি আর কতদিনে কথানুরূপ কার্য্য করিতে শিখিবে? প্রেমময় শ্রীভগবান্ সমীপে অনন্যচিত্তে এখন এই প্রার্থনা করিতেছি, 'প্রভু করুণাময়! একবার কৃপাবলোকনে শক্তি ও সুমতি প্রদান করুন; যেন ইঁহারা কর্ত্তব্য পালন জন্য নিজ জীবন পর্য্যন্ত দান করিতে পারেন।'

খালিয়ার মজুমদার ভবনে ২৭শে কার্ত্তিক তারিখে সভাস্থলে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরকারী যে সমস্ত ব্যক্তি ছিলেন; উপনয়ন কার্য্য সময়ে দেখিলাম, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পলায়ন করিয়াছেন; কেহ কেহও বা মিথ্যা অসুখাদির ভাণ করিয়া পশ্চাৎপদ হইলেন। বিশেষ পরিতাপের বিষয় উক্ত সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ ঘোষ মহাশয় (ইনিই সর্ব্বাগ্রে প্রতিজ্ঞাপত্রে দস্তখৎ করেন) পর্য্যন্ত কেন্দ্রস্থল হইতে গাঢাকা দিলেন। বাগান বাড়ীর (ক) অধিকাংশ কায়স্থ খালিয়ার-

(ক) খালিয়া গ্রামখানি অতিসুবৃহৎ, তজ্জন্য পৃথক পৃথক নামে কয়েকটীস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা, বাগানবাড়ী, তালবাড়ী, দীঘীরপাড়, মজুমদারকান্দী ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ জমিদারদিগের কর্মচারী ; নিজ স্ববর্ণোচিত সদাচার গ্রহণ করিলে পাছে বা কর্মচ্যুত হইতে হয় ; এইরূপ নানাপ্রকার নিকৃষ্ট আশঙ্কায় ইতস্ততঃ করিয়া স্বধর্ম্ম পালনে সৎসাহসী না হইয়া, পরন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ মহাপাপে লিপ্ত হইলেন।

অতীতকালে এই প্রদেশের একমাত্র ভূম্যধিকারী উজানীর কায়স্থরাজা রায়-মুকুট, রাঘবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ ছিলেন। ইঁহারা মৈথিলী অসি জীবি (Military Class) ক্ষত্রিয়। বঙ্গে মসি জীবি (Civil Class) ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় চিত্রগুপ্তজ কায়স্থের প্রাধান্য ও প্রভাব দর্শনে বহু আয়াসে কায়স্থসমাজভুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গের শেষ বীর যশোহরাধিপতি মহারাজ 'প্রতাপাদিত্যের' নামের শেষ ভাগস্থ আদিত্যকে কায়স্থের সর্ব্বপ্রধান পদবী মনে করিয়া বঙ্গে নবাগত মৌর্জিষরের সেনাপতি নিজিন্দারাম, কায়স্থের কোন প্রধান সমাজিক সভায় জিজ্ঞাসিত হইয়া তদুত্তরে বলিয়াছিলেন 'হাম্‌ভি আদিত হ্যায়'; তদবধি ইঁহারা আদিত্য পদবীপ্রাপ্তে কামাদিত্যের বংশ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। ইঁহারা কৃষ্ণা-ত্রেয়গোত্রান্বিত। বঙ্গজ কায়স্থদিগের চন্দ্রদ্বীপ সমাজের সহিত এবং স্বজিলাস্থ উলপুরের সহিত ইঁহাদের নৈকট্য সম্বন্ধাদির জন্য ইঁহারা বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করেন ; কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের ও বিস্ময়ের বিষয়, ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিবার নাম শুনিবামাত্র বালকটী হইতে বৃদ্ধটীপর্য্যন্ত আতঙ্কে একেবারে শিহরিয়া উঠেন। দুঃখের বিষয় এতদ্দেশের নানকীর, হাতিযাড়া, মহাডাঙ্গা প্রভৃতি অনেক গ্রাম এই রাজা মহাশয়দিগের প্রতি চাহিয়া আছেন ; কিন্তু ইঁহারা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন! শুনা যায় মুসলমান রাজত্বের সময় উজানীর রাজা এই প্রদেশে বিশেষ সুপ্রসিদ্ধ এবং বহু পরগণার অধিপতি ছিলেন। হায়! বর্ত্তমানে তাহা কোথায়? বহু শরিকানি হইলে যাহা হয়, এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে ; পরিনামে দিন অবস্থার বিপর্য্যয়! রাজা গিরিশচন্দ্র রায় এই বংশের একজন প্রতিষ্ঠান্বিত ব্যক্তি ছিলেন, তদীয় পৌত্র কুমার সতীশচন্দ্র রায় ও প্রতিভাসম্পন্ন হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে রাজা শ্রীহিমাচন্দ্র, কাশীশচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, নেপালচন্দ্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, পুলীনচন্দ্র, সতীন্দ্রচন্দ্র, মহেন্দ্রচন্দ্র চন্দ্রমোহন রায় প্রভৃতি অনেকেই বর্ত্তমান আছেন ; কতদিনে যে এই রাজবংশীয়গণ লুপ্ত আচারের পুনঃ সংস্কার বিষয়ে মনোযোগী হইয়া কায়স্থজাতির ও সমাজের নিকট কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন তাহা আমরা বুঝিতেছি না।

বহুকাল যাবৎ খালিয়ার জমিদারী ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা উপভোগ করিতেছেন। বর্ত্তমানে ইঁহারা অনেক অংশীদার হইয়া পড়িয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত মতিলাল মজুমদার দেববর্ম্মা মহাশয় অন্যতম, এবং বর্ত্তমান সময় ইনিও একজন প্রধান সরিক মধ্যে পরিগণিত। এথায় বড় ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আফিস একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও ২।৩টী বাঙ্গালা পাঠশালা (তন্মধ্যে একটী বালিকা বিদ্যালয়) আছে। একখানি ৺কালীবাড়ী আছে, উক্তস্থানে ক্ষুদ্র একখানি টিনের গৃহ মধ্যে ইষ্টকে গঠিত বেদিকাপরি মায়ের পাষাণময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। অন্নপূর্ণার বাজার প্রত্যহ বেলা ৮ ঘটিকা হইতে ১০।১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মিলিয়া থাকে। খালিয়ার প্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় কালীকিঙ্কর রায় মহাশয় বহু অর্থব্যয়ে শ্রীশ্রী৺অন্নপূর্ণা দেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে অনেক কষ্টে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিয়া তদ্বারা যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করেন। এই কার্য্যের সুসম্পন্ন জন্য স্বর্গীয় মহাত্মার অজস্র অর্থব্যয় এবং যৎপরনাস্তি ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু নিতান্ত পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে, অত্যন্ত লজ্জার বিষয় এই যে, সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে একজন সাগ্নিক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ মিলিল না! অথচ অনেকস্থলেই ব্রাহ্মণত্বের অহংকার পূর্ণ সাড়েষোল আনা মাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

খালিয়া গ্রামের অতি নিকটবর্ত্তী কুমার নদী হইতে মধুমতী পর্য্যন্ত ষ্টীমার যাতায়াতের সহজ পথ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিলপথে সুদৃঢ় প্রশস্ত একটী খাল (Bheel Route canal) কাটান হইয়াছে। কুমার নদী ও উক্ত খালের সংযোগ স্থলে ফতেপুর নামক একটী বাণিজ্য স্থান। এই বন্দরেও প্রত্যহ ৯ ঘটিকা হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত বাজার বসে। সপ্তাহে দুইদিন অর্থাৎ শুক্র ও মঙ্গলবারে হাট মিলিয়া থাকে। ইহার সন্নিধা টেকের হাট, প্রতি বুধ ও শনিবারে মিলিয়া থাকে। ফতেপুর, মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ গামী ষ্টীমার লাইনের মধ্যবর্ত্তী একটী প্রধান ষ্টেশন। এখানে অনেক রকম মালের আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। এতদাঞ্চলের এমন-কি আমাদের ও দিকের পর্য্যন্ত কলিকাতা গামী যাত্রীকে ফতেপুর, (খালিয়া) ষ্টেসনে আসিয়া, মাদারীপুর হইতে গোপালগঞ্জগামী ষ্টীমার প্রাপ্তে ধরিতে হয়। (খ) ঐ ষ্টীমারযোগে জলিলপাড়,

(খ) আমাদের অঞ্চল হইতে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াতের জন্ত আরও

বৌলতলী, উলপুর, হরিদাসপুর প্রভৃতি কয়েকটী ষ্টেসন অতিক্রমে, মধুমতীর তীরবর্ত্তী গোপালগঞ্জ (ফরিদপুর জিলার অন্যতম সবডিভিসন) ষ্টেসনে ষ্টিমার পরিবর্ত্তন করত খোয়ালমারী হইতে খুলনাগামী ষ্টিমারে খুলনা যাইয়া রেলগাড়ীতে কলিকাতা পৌছিতে হয়। ফরিদপুর জজকোর্টের সর্ব্বপ্রধান প্রবীন উকিল সুপ্রসিদ্ধ দেশনায়ক ও বিখ্যাত বাগ্মী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার এম, এ বি, এল মহাশয়ের জন্মস্থান ও পৈত্রিক বাটী খালিয়ার সন্নিধ্য সেনদীয়া নামক গ্রামে অবস্থিত।

কয়েকটী পথ আছে। যথা :—মাদারীপুর ও নন্দলালপুর হইতে ষ্টীমার পথে গোয়ালন্দ হইয়া এবং ফরিদপুর হইতে রেলগাড়ীতে যাওয়া যায়। ১। আমাদের দোলকুণ্ডীর সান্নিধ্য শিকরাইল গ্রামের হাট, আড়িয়লখাঁ নামক নদীর তীরে অবস্থিত। এখান হইতে নৌকায় নদীপথে প্রায় ৯।১০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে মাদারীপুর। চরমুগরিয়া অথবা মাদারীপুরে, বরিশাল হইতে আগত ষ্টীমারে রাত্র ১০ ঘটিকার সময় আরোহন করিয়া আঙ্গারিয়া, পালং, ডোমসার, গঙ্গানগর, কোটাপাড়া, ভোজেশ্বর, নরিয়া, পদ্মাজংসন প্রভৃতি ষ্টেসন অতিক্রম করিয়া অতি প্রত্যুষে ৫ ঘটিকার সময় তারপাশা পৌছিয়া থাকে। তথা হইতে চাঁদপুর মেলে কিংবা নারায়ণগঞ্জ মেল অথবা ইণ্টার মেডিয়েট ষ্টীমারে পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ ষ্টেসন গোয়ালন্দে যাইতে হয়। তথা হইতে ট্রেণে ও ষ্টীমারে সর্ব্বত্রই যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা আছে। ২। আমাদের তথা হইতে পূর্ব্ব-উত্তর দিকে ৫।৬ মাইল দূরবর্ত্তী পাঁচ্চর গ্রাম, তথা হইতে নৌকাপথে অনুমান ৭।৮ মাইল দূরবর্ত্তী স্থলে (বড় পদ্মানদীর তীরে) নন্দলালপুর ষ্টেসন অবস্থিত। তথায় পৌঁছিয়া নারায়ণগঞ্জ হইতে গোয়ালন্দগামী ইণ্টার ষ্টীমারে গোয়ালন্দ যাওয়া যায়। ৩। আমাদের গ্রাম হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় ৮ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে ভাঙ্গা অবস্থিত। নৌকা পথেও ভাঙ্গাতে যাওয়া আইসার সুবিধা আছে। ভাঙ্গা হইতে ফরিদপুর পর্য্যন্ত ২১ মাইল বাঁধান সড়ক আছে, উক্ত রাস্তায় পদব্রজে ভিন্ন যাওয়ার সহজ কোন উপায় নাই। তন্নিমিত্ত অধিকাংশেই তথা হইতে নৌকাযোগে তালমা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ঘোড়গাড়ীতে অথবা পদব্রজে ফরিদপুর যাতায়াত করিয়া থাকেন। তালমা হইতে ফরিদপুর ঘোড়গাড়ীতে ১২ মাইল এবং পদব্রজে ৮ মাইল হইবে। ফরিদপুর হইতে রেলওয়ে ট্রেণে ও ষ্টীমারে যাতায়াতের সুবিধা আছে লেখক।

খালিয়াতে কায়স্থদিগের সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়া ফতেয়াবাদ সমাজের নানাস্থানে প্রচারের দ্বারা আশানুরূপ সুফল প্রাপ্ত হইয়াছি। ফতেয়াবাদস্থ অন্যতম সমাজ কাইচাল ও আলগী ভাঙ্গা হইতে ৪।৫ মাইলের মধ্যে অবস্থিত। উভয় স্থলই বিলের দ্বারা বেষ্টিত। ফতেয়াবাদের মধ্যে আয্য-দত্তপাড়া সমাজব্যতীত কায়স্থের আর যে সমস্ত সমাজ স্থান আছে, তাহা অধিকাংশই বিলাঞ্চলে অবস্থিত। যথা—প্রসিদ্ধ সমাজ উলপুর, মোচনা, সমাজ হাশিমপুর, আলগী, কাইচাল, খুভরা-হাটী, গহেরপুর, গুড়দিয়া ইত্যাদি। আনিনা'কি উদ্দেশ্যে এই সমাজের শ্রেষ্ঠ সামাজিক মহাত্মারা এইপ্রকার জলাভূমিতে বাসস্থান নির্ণয় করিয়াছেন। সম্ভবতঃ নদীর এবং দস্যুর অর্থাৎ মগ, বর্গী, চোর,ডাকাতপ্রভৃতির উৎপাত হইতে নিশ্চিন্ত থাকার উদ্দেশ্যই ইহার প্রধানতম্ কারণ। এ সমস্ত স্থান স্বাস্থ্যেরপক্ষে মন্দ নয়, এবং অনেক বিষয়েই এ সকল জায়গায় সুখ স্বচ্ছন্দতা আছে। এই বিল প্রদেশে ধান্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; মৎস্য যথেষ্ট মিলে, (গ) দুগ্ধও অনেকটা সুলভ বটে। পূর্ব্বে এ সকল স্থানে বারমাসই জলপথে গমনাগমনের সুবিধা ছিল,বিলের ধাপ (জলোপরি ভাসমান আবর্জ্জনা বিশেষ), পানা ও জলজদাম, দল, শৈবালাদি পচিয়া তাহা পঙ্কিল বোদমাটী হইয়া জলভাগের অধিকাংশ স্থান ক্রমে ডাঙ্গায় পরিণত হওয়ায় এখন বর্ষার কয়েক মাস ব্যতীত সে সুবিধা নাই।

কাঁইচালের জমীদার বসুবংশোদ্ভব, উপাধি মজুমদার। ইঁহারা এতদপ্রদেশে 'কাইচালের বাবু' নামে সুবিখ্যাত। এইবংশে স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসন্ন বসুমজুমদার মহাশয় অতিশয় নিরীহ (ধীর প্রকৃতির) লোক ছিলেন। বর্ত্তমান সময় তাঁহার জ্ঞাতী জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র বসু মজুমদার মহাশয়ের প্রকৃতি ও উক্ত স্বর্গীয় মহাত্মার অনুরূপ। ৺ঈশানচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ও এই বংশের একজন কীর্ত্তিমান ব্যক্তি ছিলেন। শ্যামাপ্রসন্ন বাবু নিজ সুকৃতী ও সৌজন্যতা প্রভাবে এই অঞ্চলের রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের সপ্তগ্রাম সমাজের অধিনায়কত্ব লাভ করিয়া

(গ) আমার মাতুলালয় মোচনাগ্রামে এবং মাতৃদেবীর মাতুলালয় চাঁওচাক্তে আমি বাল্যকালে যেপ্রকার অগণিত বড় বড় কৈ ও মাগুর মাছ দেখিয়াছি, তাহা ভাবিতে গেলে এখন আমাকে বিস্মিত হইতে হয়। ঐ প্রকার অসংখ্য মৎস্য কুত্রাপি দেখিতে পাই না।

বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, স্থানীয় অধিকাংশ ব্রাহ্মণ মহোদয় এই সুপ্রাচীন জমীদার বংশের প্রদত্ত বৃত্তি ও ব্রহ্মত্র ভোগী। দুঃখের কথা কি বলিব, এই সমাজের কায়স্থদিগের ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণের পর হইতে স্বর্গীয় বাবু মহাশয়ের জীবিতকালপর্য্যন্ত উক্ত ব্রাহ্মণমহাশয়গণ আচার্য্য ও পৌরহিত্যের কার্য্যাদি করিয়া বর্ত্তমান কাল মাহাত্ম্যে অনেকস্থলে যাহা হইয়া আসিতেছে, এস্থলেই বা তাহার ব্যতিক্রম কেন হইবে? ফলতঃ এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। স্বর্গীয় জমীদার মহাশয়ের শ্রাদ্ধীয় দিবস তাঁহার কুলগুরু কোড়কদী নিবাসী শ্রীযুক্ত চিন্তামনি ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটী ন্যায় বিরুদ্ধ নীতির অবতারণা করেন; ঐ ব্যবহার উপলক্ষ করিয়া পুরোহিতগণ ইঁহাদের পুরুষানুক্রমিক যাজনকার্য্য ত্যাগে, কর্ত্তব্যনিষ্ঠার এবং কৃতজ্ঞতার বিপরীত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন।

কাঁইচাল সমাজের সংস্কার কার্য্য সম্পাদন করিয়া, আলগী, পৈলানপট্টী, মহারাজপুর, মাঝারদিয়া, সদরদী, শিলাদরেরচর, ডাজারপার, খারুয়া, মালিগ্রাম, ভুজারপুর ব্রাহ্মন্দি, খাটরা, ভদ্রকান্দা, তারাইল প্রভৃতি ও অন্যান্য নানাগ্রামে প্রচারউদ্দেশ্যে পরিভ্রমন করত ভগবৎ কৃপায় বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। ভাজার এবং ভুজারপুর, চণ্ডীদাসদী, পশ্চিম-আলগী ও পশ্চিম কাঁইচাল, শেখরকান্দী, শিরখাড়, ভাবড়া, জগদীয়া, ব্রাহ্মন্দি, ভদ্রকান্দা, শিলাদরচর, শিরুয়াইল ইত্যাদি নানাস্থানের ক্ষেত্রই তাহার প্রকৃষ্টতর নিদর্শন। এই শুভ উদ্দেশ্যে যে সমস্ত মহাত্মা আমার উৎসাহিত ও সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য প্রদান করিয়াছেন, তন্মধ্যে যাঁহার নির্দ্দেশিত পথও পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আজ একাদশ বর্ষকাল সমাজ সেবারূপ প্রচার ব্রতেব্রতি হইয়াছি, সর্ব্ব প্রথমে কায়স্থজাতির প্রকৃত ভীষ্মদেব ফরিদপুর "আর্য্য-কায়স্থ-সমিতির" সভাপতি আমার পরম পূজনীয় জ্যেষ্ঠতাত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সরকার দেববর্ম্মা গীতাভূষণ মহাশয়ের শ্রীচরণে আমি বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ। তৎপরে 'সোমেশপুর কায়স্থ সম্মিলনী'র ও 'ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতি'র অনুগ্রাহকারক, পৃষ্টপোষক সম্পাদক মহোদয়দিগের এবং স্বজাতিবৎসল 'কায়স্থ কুলভাস্কর' শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দেববর্ম্মা, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা ও মদীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার গুহবর্ম্মা এবং আর একজন নীরবকর্ম্মীদয়ালু মহাত্মা আমার স্বগ্রামবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের নিকট আমি চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আছি। এই সমস্ত মনস্বী ব্যক্তিদিগের শক্তি

আমাকে অনেকস্থলেই অসীম শক্তি প্রদান করিয়াছে। ইঁহারা ব্যতীত নানাস্থানে আরও অনেক মহাত্মার নিকট প্রচার প্রসঙ্গে আমি অশেষ প্রকারে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া উপকৃত জন্য আন্তরীক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। (ক্রমশ)

শ্রীমাখনলাল ধরবর্ম্মা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আজকাল 'প্রতিভার' অনেক ভিঃপিঃ গ্রাহকগণ নির্ম্মমভাবে ফেরত দিতেছেন, ইহাতে আমাদের কি প্রকারক্ষতি হইতেছে, তাহা গ্রাহক মহোদয়গণ একটু মনোযোগের সহিত দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। ভিঃপিঃ গুলি ফেরৎ হইলে ডাকপিয়ন কভারের পৃষ্ঠে লিখিয়া দেয়, "মালিক গ্রহণ না করায় ফেরৎ"। কিজন্য গ্রাহক মহোদয়গণ ফেরত দিতেছেন, সে সংবাদ আমাদের সংগ্রহ করিতে বহু বিলম্ব এবং পত্র বিনিময় করিতে হয়। অতএব আমাদের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা ফেরৎদাতা গ্রাহক মহোদয়গণ কি জন্য ভিঃপিঃ ফেরৎ দিলেন, উহার কারণ উক্ত ভিঃপিঃর উপর অনুগ্রহ করিয়া লিখিয়া দিবেন। যদি অর্থাভাব জন্য ফেরত হয়, তবে দয়া করিয়া লিখিয়া দিবেন,—"অর্থাভাবে ফেরৎ, অমুক মাসের সংখ্যা ভিঃপিঃ করিবেন।"

২। পাশ্চাত্য মহাসমর চির অবসান করিয়া জার্ম্মাণ সম্রাট কাইজার এবং তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র তাহাদের রাজমুকুট ও সিংহাসন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করত হল্যাণ্ড দেশে প্রস্থান করিয়াছেন। যিনি যুদ্ধের মূলকারণ এবং নেতা তাহার পলায়নই যুদ্ধের যবনিকা পতন হইয়াছে। নূতন বর্ষের প্রারম্ভে প্যারিস নগরে সন্ধি সংস্থাপনের জন্য পাশ্চাত্য শক্তি সমূহের একটী মহতী সভার অধিবেশন হইবে। পৃথিবীতে আর কখনও এই প্রকার লোক বিধ্বংসী যুদ্ধ না হয়, এইরূপ ভাবে পাশ্চাত্য শক্তি সমূহ সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। আমরা আশা করি তাঁহাদের চেষ্টা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। এই যুদ্ধের অবসান জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য নানাস্থানে আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীভগবান সমীপে আমরা আমাদের রাজরাজেশ্বর সম্রাট জর্জ্জের চিরশান্তি ও দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

৩। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ১৫ই কার্ত্তিক শুক্রবার বরিশাল সদরের সান্নিধ্য কাশীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের পত্নীর আদ্যকৃত্য তদীয় পুত্র শ্রীমান্ শশীকুমার ঘোষবর্ম্মা মহাশয় সামুজ ত্রয়োদশাহে সম্পাদন করিয়াছেন। বরিশাল জেলায় ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ এই প্রথম, সুতরাং তথাকার ব্রাহ্মণ সমাজ যে এই শ্রাদ্ধের আয়োজন সংবাদে বিচলিত না হইয়াছিলেন এমন নহে, কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ঘোষ মহাশয়দিগের দৃঢ়তায় স্বীয় কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বৈদিক পুরোহিত বিরাট গীতাধ্যায়ী ও অগ্রদানী সকলেই আসিয়া নিজ নিজ কার্য্য করেন। স্বগ্রাম এবং গাভা, বানরীপাড়া প্রভৃতি স্থানের অন্যূন সাড়ে সাতশত স্বজাতি ও ৬০।৭০ জন ব্রাহ্মণ প্রীতির সহিত ভোজন করিয়া কৃতীকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। এই শ্রাদ্ধের ফলে বরিশালে অতি শীঘ্রই অনেকে উপনয়ন গ্রহণে সম্মত হইয়াছেন সুখের বিষয় ইতিমধ্যেই তথাকার কয়েক ক্ষেত্রের সংবাদ আমরা প্রাপ্ত হইয়া আশাতিরিক্ত আনন্দ অনুভব করিতেছি। পৌষ সংখ্যায় তদ্বিবরণ প্রকাশিত হইবে।

৪। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ১৯শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার ফরিদপুর জেলান্তর্গত বর্ণিগ্রাম নিবাসী স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার, সুরেন্দ্রলাল, রসিকলাল দেববর্ম্মা মহাশয়ত্রয় তাঁহাদের মাতৃদেবীর আদ্যকৃত্য ত্রয়োদশাহে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়াচারে সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে বঙ্গের প্রধান নৈয়ায়িক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, ধানুকার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ, আগমাচার্য্য এবং কোটালীপাড়ার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ন্যায়লঙ্কার, শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন, কাউলীবেড়ার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ও নওপাড়া, দৌলতপুর, সেহেলাপট্টী ইত্যাদি স্থানের ব্রাহ্মণগণ এবং সদরদী, চোমরদী, চাঁওচা, দিগনগর, বগাইল, দৌলতপুর, কুনিয়া,দোলকুণ্ডী, বাজুরদী, জাহান্দী, বালিকদী, শোলপুর, বাহাদুরপুর, রাইপাল, কেন্দুয়া, সেহেলীপট্টী,আলগী প্রভৃতি স্থানের ও স্বগ্রামস্থ স্বজাতি জ্ঞাতী, কুটুম্ব সমস্ত যোগ দান করত কৃতীকে উৎসাহিত করিয়াছেন। এ জন্য উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ আমাদের চির ধন্যবাদের পাত্র। শ্রাদ্ধের দিন হইতে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ,উপনীত অনুপনীত কায়স্থ, নবশায়ক, এবং মুসলমান প্রভৃতি নানাজাতিকে প্রচুর পরিমাণে

নানাবিধ পকান্ন ও মিষ্টান্ন পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল। কৃতীদিগের বিনীত ব্যবহারে সকলেই অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে যথাযোগ্য সম্মান সহকারে বিদায় করা হইয়াছে। শ্রাদ্ধের পরবর্ত্তী তৃতীয় দিবসে কাঙ্গালীদিগকে সুবন্দোবস্তের সহিত উত্তমরূপে ভূরি ভোজন করাইয়া, নববস্ত্র ও অর্থদান করেন। এই অঞ্চলেও ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ এই প্রথম। সুখের বিষয় শ্রাদ্ধের অব্যবহিত পরেই গত ২৮শে কার্ত্তিক উক্ত ভবনে একটী কেন্দ্র সংস্থাপনে সুরেন্দ্রবাবুর ব্যয়ে স্থানীয় কায়স্থগণের উপনয়ন সম্পাদন হইয়া গিয়াছে।

৫। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ২১শে কার্ত্তিক দিনাজপুর জেলান্তর্গত গোপালপুর নিবাসী ব্রজমোহন দাববর্ম্মার আদ্যকৃত্য ক্ষত্রিয়াচারে ত্রয়োদশাহে হইয়াছে।

৬। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—বিগত ১৪ই অগ্রহায়ণ বাইশরশী নিবাসী ৺রসিকলাল গুহবর্ম্মার আদ্যকৃত্য সমারোহের সহিত ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মন্দী নিবাসী পূজনীয় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার ও কাওলিবেড়ার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ পৌরহিত্যের কার্য্য করিয়াছেন। স্থানীয় দশজন ব্রাহ্মণ আনুসঙ্গিক অন্যান্য কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মন্দী, ভদ্রকান্দা, সতররশী, বাইসরশী, চান্দিরপ্রি, শ্যামপুর বিলক্ষরা, বড়গ্রাম প্রভৃতি নিকট বর্ত্তী গ্রাম সমূহ হইতে অনূন ২৫০ জন স্বজাতি এই কার্য্যে মহোৎসাহে যোগদান করিয়া, কৃতীকে উৎসাহিত করিয়াছেন। মৃতের ভ্রাতা অত্রার প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মার আদর আপ্যায়নে সকলেই প্রীত লাভ করিয়াছেন, তিনিও দরিদ্র দিগকে ভোজন করাইয়া কিছু কিছু দানেরদ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া ছিলেন। ভগবান্ তাঁহার মঙ্গল বিধান করুন। কায়স্থজাতির পরম হিতৈষী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয় ব্রাহ্মন্দী গ্রামে তাঁহার নিজ বাটীতে একজন বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ রাখিয়া এদেশের কায়স্থদিগের ত্রয়োদশাহের শ্রাদ্ধ কার্য্যে বৈদিকের অভাব মোচন করিয়াছেন; এজন্য কায়স্থ সমাজের নিকট তিনি চিরধন্যবাদার্হ।

৭। কায়স্থোপনয়ন।—ফরিদপুর জিলার মাদারিপুর সবডিভিসনের অন্তর্গত বিলাঞ্চলে আমগ্রাম বহু জনাকীর্ণ একখান সমৃদ্ধ শালিনী গ্রাম। এই গ্রাম পূর্ব্ববঙ্গের রাঢ়ীয়শ্রেণী ব্রাহ্মণ সমাজের অন্যতম একটী প্রসিদ্ধস্থান। এখানে

বহুসংখ্যক কুলীন ও বংশজ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ এবং বহুসংখ্যক বঙ্গজশ্রেণীয় কায়স্থের বাস। এথায় কায়স্থদিগের মধ্যে দাস, দত্ত, হাজরা, আদিত্য এই বংশ চতুষ্টয় অতি পুরাতন এবং সম্ভ্রান্ত। ইঁহারা ধনে মানে ও ক্রিয়াদির দ্বারা বঙ্গজ সমাজে সুপরিচিত। এতদ্ভিন্ন বসু, ঘোষ, মিত্র বংশীয় কুলীনও আছেন। বর্ত্তমানে দেবশিকদার বংশ এবং শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন পর্ব্বত মহাশয়ও সমাজে প্রতিষ্ঠান্বিত। ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতির কর্ম্মিষ্ঠ প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মা মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত ৫টী কেন্দ্র সম্পাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিগত ১২ইঅগ্রহায়ণ তারিখে, আমগ্রামনিবাসী স্বর্গীয় প্রাণনাথ দেব সিকদার মহাশয়ের আলয়ে, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত লালবিহারী দেববর্ম্মা সিকদারমহাশয়ের ব্যয়ে এবং প্রচারকমহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রাজইরনিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সান্যাল মহাশয়ের আচার্য্যত্বে, দৌলতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের তন্ত্রধারকত্বে এবং সিকদার মহাশয়ের কুল পুরোহিত স্থানীয় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরর সদস্যতায়, নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাশয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দেববর্ম্মা সিকদার, কাশীশ্বর দেববর্ম্মা সিকদার, বসন্তকুমার হাজরা, নকুলেশ্বর হাজরা, মতিলাল হাজরা, মনোমোহন দেব উকিল, সতীশচন্দ্র দেব উকিল, কৈলাসচন্দ্র বিশ্বাস। সর্ব্ব সাকিন আমগ্রাম। প্রিয়নাথ দত্তবর্ম্মা সাং কেন্দুয়া।

৮। কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ পেড়াগ্রাম সানেরপাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দিগের ভবনে একটী কেন্দ্র সংস্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত নীলকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও স্থানীয় সান্যাল বংশোদ্ভব বর্ত্তমানে রাটৈর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সান্যাল মহাশয়ের আচার্য্যত্বে এবং প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাশয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। এই কেন্দ্রের সমস্ত ব্যয়াদি গৃহস্বামী বহন করিয়াছেন, [illegible] আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ, [illegible]কুমার ঘোষ, ফুলচন্দ্র ঘোষ, অহিমচন্দ্র দাস, হরণকৃষ্ণ দাস, [illegible] দাস, ললিতমোহন দাস, অক্ষয়কুমার দাস, গোপালচন্দ্র দাস, [illegible] দাস, মনমোহন দাস, ক্ষীরদবিহারী দাস, নিবারণচন্দ্র পাল, নগেন্দ্রনাথ

দাস সর্ব্বসাকিন সানের পাড়। নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস সাং লক্ষণকাটী (বরিশাল)

কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ১৫ই অগ্রহায়ণ আমগ্রামে সুপ্রসিদ্ধ 'দাস' ভবনে একটী উপনয়ন কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়া সেহেলাপট্টী নিবাসী শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ইনি ফরিদপুর জেলার মিনাজদী নিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত ৺মাধব চন্দ্র সিদ্ধান্ত মহাশয়ের জামাতা) মহাশয়ের আচার্য্যত্বে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সান্ন্যাল মহাশয়ের তন্ত্রধারকত্বে এবং প্রচারক মহাশয়ের তত্বাবধানে নিম্নলিখিত একবিংশতি জন কায়স্থ সন্তান যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তে ক্ষত্রিয়াচারে উপনীত হইয়া সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। কেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয় গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাসবর্ম্মা মহাশয় বহন করিয়াছেন। এ জন্য আমরা উক্ত মহাত্মাকে এবং তাঁহার উপযুক্ত পুত্র পিতৃসেবা পরায়ণ শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সুশীল শ্রীমান্ সন্তোষরঞ্জন দাস ও অখিলচন্দ্র দেববর্ম্মা, মনমোহন দত্তবর্ম্মা, কেন্দ্রের কার্য্য জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন; শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করুন। নিবারন বাবুর বয়ক্রম প্রায় ৬৫ বৎসর হইবে। তিনি বহুদিবস যাবৎ বাতরোগে পক্ষাঘাত (এমন কি এক প্রকার বাক্‌-শক্তি হ্রাস প্রাপ্ত) অবস্থা হইয়াও বিশেষ কর্ত্তব্য বোধে, ব্রাত্য প্রয়শ্চিত্ত করনান্তর সাবিত্রী মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদানে আদর্শরূপে গণ্য হইয়াছেন। এই কেন্দ্রে প্রবীন শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দত্ত এবং অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র ঘোষ মহাশয় সংস্কার গ্রহণ করিয়া জাতির গৌরব রক্ষার জন্য ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। উপনীত ব্যক্তিগণের নাম. শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস (অবসর প্রাপ্ত পুলিশ সব-ইনেস্‌পেক্টর) পার্শ্বনাথ দাস, যোগেশচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ দাস, যাদবচন্দ্র দাস, নগেন্দ্রনাথ দাস, সুধীরচন্দ্র দাস, হীরালাল দাস, অতুলচন্দ্র দাস, সুরেন্দ্রনাথ দাস, ভারতচন্দ্র ঘোষ, প্যারীমোহন দত্ত, গোপালচন্দ্র দত্ত, মনোমোহন দত্ত, নিবারণচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ দত্ত, গঙ্গাধর দত্ত, কালাচাঁদ দত্ত, অখিলচন্দ্র দেব, কার্ত্তিকচন্দ্র দাস, হেরম্বনাথ দাস। সর্ব্বসাকিন আমগ্রাম।

প্রচারক মহাশয় লিখিতেছেন:—"এই কয়েকটী কেন্দ্র সম্পাদন করিতে যে সমস্ত ব্যক্তি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমার প্রচারের সহায়তা করিয়াছেন, তন্মধ্যে সানেরপাড় নিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস বর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত কুলচন্দ্র ঘোষবর্ম্মার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ জন্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

১০। কায়স্থোপনয়ন।—প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মার চেষ্টায় এবং শ্রীযুক্ত নবকুমার দেববর্ম্মা ও শ্রীযুক্ত হরকুমার দেববর্ম্মা তালুকদার মহাশয় দ্বয়ের উদ্যোগে বিগত ২০শে অগ্রহায়ন তারিখে ফরিদপুর জিলান্তর্গত সরমঙ্গল গ্রামে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের ভবনে উপনয়ন কেন্দ্র হইয়া শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সান্যাল মহাশয়ের আচার্য্যত্বে ও প্রচারক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দেব তালুকদার, দ্বারিকানাথ দাষ, কালীচরণ হোড়, শ্রীধর দেব, উমেশচন্দ্র দেবতালুকদার, পঞ্চানন দেব তালুকদার, গোপালচন্দ্র দত্ত, বিশ্বনাথ দাষ, জ্যোতিশ্চন্দ্র দাষ, নিশিকান্ত দাষ, অবিনাশচন্দ্র দাষ, মনোরঞ্জন দাষ, অমূল্যচন্দ্র দাষ নিরঞ্জন দত্ত, গিরিশচন্দ্র নন্দী সর্ব্বসাকিন সরমঙ্গল, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ঘোষ সাকিন শাখারপাড়। সরমঙ্গল গ্রাম ফতেপুর ও থালিয়ার নিকটবর্ত্তী এবং টেকেরহাটের অতি সান্নিধ্য স্থানে অবস্থিত। সংস্কার কার্য্যান্তে অপরাহ্নে স্বাধীন বহুসংখ্যক স্বজাতি সম্মিলিত ভাবে ঐ দিনের গৃহীতোপবীত মুণ্ডিত মস্তক, গৈরিকবস্ত্রে পরিশোভিত ব্রহ্মচারীগণ সমভিব্যাহারে কাঁসর ঘণ্টা, শঙ্খ ও নানাবিধ বাদ্যোদ্যম সহ অতি হর্ষ পুলকিত চিত্তে নিকটবর্ত্তী কুমার নদীকূলে গমন করত দণ্ড বিসর্জ্জন করিয়া, আহ্নিকক্রিয়া সম্পাদন অন্তে তথা হইতে সকলে ক্রমে ক্রমে গ্রাম্য ৺কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক স্তোত্রাদি পাঠ করত মাতার রাতুলচরণ উদ্দেশে প্রণতি পুরঃসর, মুহুর্মুহু "বন্দে চিত্রগুপ্তম" রবে গ্রাম প্রতিধ্বনিত করিয়া মহিলাদিগের মঙ্গলসূচক ধ্বনি এবং বাদ্যাদির বিমিশ্রিত আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়া কেন্দ্র স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সে দৃশ্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

১১। কায়স্থোপনয়ন।—বিগত ২০শে অহায়ণ সরমঙ্গল গ্রামে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ পালবর্ম্মা মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে, নিম্নলিখিত কায়স্থ মহোদয়গণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণ পাল, হারাণচন্দ্র দাষ, লোকনাথ পাল, বিরাজমোহন পাল।

সরমঙ্গল গ্রামের উল্লিখিত উভয় কেন্দ্রের উপবীতী মহোদয়গণের মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন

সম্পাদক

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা।

১১শ খণ্ড { পৌষ মাস ১৩২৫ সাল। } ৯ম সংখ্যা

পৌষ সমাগমে।

"পৌষমাস বাঙ্গালার বড়ই আনন্দের সময়। এইসময়ে কৃষকগণ শস্য-সম্ভার গৃহ জাত করে। তাহারা শীতের প্রকোপ অগ্রাহ্য করিয়া, জীবন পাত করত মা কমলার কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতিলক্ষ্মি" উদ্যোগীপুরুষ সিংহ সর্ব্বদাই লক্ষ্মীলাভ করেন। তিনি চির প্রসন্ন, সুতরাং সর্ব্ব লোক-পালিনী মা রমা তাঁহার সাধনায় তুষ্টা হন। তাই মা আমার রত্ন-কিরীটিনী হইয়া তাহাদিগের শস্যাদি পরিশোভিত গৃহ আলোকিত করিয়া থাকেন। মায়ের সেই ভুবন ভরারূপ দেখিয়া কৃষিজীবিগণের হৃদয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়; তাহারা ভাবে তাহাদিগের শ্রম সার্থক হইয়াছে, তাহারা মায়ের কৃপা-লাভ করিয়াছে। পৌষ সমাগমে কৃষিজীবিগণ মা কমলার কৃপালাভ করিতে সমর্থ হয় বলিয়া, পৌষমাস নিরন্ন কৃষিজীবিগণের পর্ণকুটীর শস্য-সম্ভারে ভূষিত করে বলিয়া তাহারা পৌষের প্রতিসমাদর করিবার জন্য, পৌষ পার্ব্বণের অনুষ্ঠান করে। বাঙ্গালীর বারমাসে তের পার্ব্বণ

আছে বটে, কিন্তু এমন সার্ব্বজনীন্ আনন্দ-পূর্ণ পার্ব্বণ আর দ্বিতীয় নাই। ধনী, নির্দ্ধন, ছোট, বড় সকলেই সমভাবে অন্যকোন পার্ব্বণের আয়োজন করেনা। এই জন্যই লোকে কথায় বলে "কাহারও সর্ব্বনাশ, কাহারও পৌষমাস"।

এই বৎসর কৃষিজীবিগণের পক্ষে বড়ই দুর্ব্বৎসর। আমাদের ভাগ্যদোষে এক পশলা বৃষ্টির অভাবে দরিদ্র কৃষকদিগের মুখের গ্রাস শস্য নষ্ট হইয়া গেল; তাহারা আশা করিয়াছিল যে, ষোলআনা ফসল পাইবে, কিন্তু অদৃষ্ট ক্রমে তাহা হইল না। মা কমলা তাহাদিগের প্রতি পূর্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন না। তাই কোথাও অর্দ্ধেক কোথাও বা তদূ্যন ফসল ফলিয়াছে। ইতিমধ্যেই ধান্য ও চাউলের বাজার গরম হইয়াছে। বর্ষা সমাগমে যে ধান্য চাউলের বাজার এতদাপেক্ষা আগুন হইবে, অনেকেই এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন।

শুধু ধান্য ও চাউল নহে, নিত্যাবশ্যকীয় সকল দ্রব্যই অস্বাভাবিক-রূপে মহার্ঘ হইয়াছে। ঝাঁটা, কুলা, হাঁড়ী, কলসী হইতে আরম্ভ করিয়া তৈল, ঘৃত ইত্যাদি সকল দ্রব্যই অগ্নিমূল্যে বিক্রীত হইতেছে। ব্যাপার এমনই হইয়াছে যে, লোকের দিন আর চলিতেছে না, সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা এক প্রকার বিষম সমস্যার বিষয় হইয়াছে। দরিদ্রদিগের কথা ছাড়িয়াদিলেও, কত মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবারও যে পর্য্যাপ্ত পরিমানে আহার পাইতেছেন না, কে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবে?"

তাহার উপর বস্ত্র ক্লেশের কথা আর কি জানাইব। দরিদ্র ব্যক্তিগণ কন্থা ও পুরাতন মশারি ইত্যাদি শতগ্রন্থিযুক্ত অতি জীর্ণবসনের দ্বারায় কোনমতে লজ্জা নিবারন করিতেছে। দারুণশীতে বস্ত্রাভাবে লোকে অমানুষিক কষ্ট পাইতেছে।

সর্ব্বোপরি মহাবিপদ সংক্রামক, করাল 'ইনফ্লুয়েঞ্জা' ব্যাধি। এই ভয়ঙ্কর রোগে ৩৪ মাসের মধ্যে কত সাধের পল্লীভূমিকে শ্মশানে

পরিনত করিয়া ফেলিল। ইহার করাল কবলে এপর্য্যন্ত সহরেরও মফস্বলের কতলোক যে নিপতিত হইল, কতসোণার সংসার যে ছারখার হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই। পল্লীবাসীগণ চিকিৎসাভাবে, বস্ত্রও পথ্যাভাবে দলে দলে ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছে। গ্রামে গ্রামে শস্য কাটিবার লোকাভাব। যাহারা রোগাক্রান্ত হইয়া কোনমতে অব্যাহতি পাইয়াছে তাহাদিগের শরীর এতই দুর্ব্বল যে, কোন কার্য্য করিবার শক্তি সামর্থ্য তাহাদিগের নাই।

এই সকল কারণে এই বৎসর পল্লীগ্রামে পৌষপার্ব্বন তেমন সুখের হইবে না। পৌষ পার্ব্বনের আনন্দের দিনে ঋণের জ্বালায় অন্নচিন্তায় আত্মীয় স্বজনের বিয়োগ বেদনায় অনেকের চক্ষে আনন্দের পরিবর্ত্তে দুঃখের ও শোকের অশ্রুধারা বহিবে। অনেকেই মনে মনে বলিবে, এবার যাহা হইল তাহারতো কোন উপায় নাই, সোণার-পৌষ, সাধের-পৌষ এই প্রকার ভয়ানক মূর্ত্তিতে তুমি আর কখন আমাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইও না। আজ যে আমরা প্রাণখুলিয়া আনন্দোৎসব করিতে পারিলাম না, ইহা তোমারও দুর্ভাগ্য আমাদেরও দুর্ভাগ্য।"

বিশ্বদূত

শ্রীধাম নবদ্বীপ দর্শনে।

শ্রীলবৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্য ভাগবত গ্রন্থের আদিখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিতেছেন,—

"নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতী প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥

সবে মাত্র অধ্যাপক কার গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে ॥
নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥"

গত বিজয়া দশমীর দিন আমরা দুইবন্ধু শ্রীধামনবদ্বীপ দর্শনে গমন করিয়াছিলাম। নবদ্বীপ দর্শন,—সে যে আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা। সেই- চির ঈপ্সিতভূমি দর্শনে গমন করিবার পথে আমার প্রাণের পরতে পরতে আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতে ছিল।

সেই বিদ্বজ্জন পরিশোভিত পুণ্যভূমি নবদ্বীপ—যে স্থানে প্রেমময় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর অদ্বৈতাচার্য্যের আকুল আহ্বানে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—যে স্থান তাঁহার শতশত লীলার সঙ্গিগণের আনন্দকোলাহলে নিয়ত মুখরিত হইত—এ যে সেই সমগ্র ভারতের সাধনার পীঠস্থান, হিন্দু মাত্রেরই মন যে সেস্থান দর্শন জন্য সতৃষ্ণ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

গোরাচাঁদের জন্মভূমি নদীয়া, সে যে বঙ্গের ব্রজভূমি—সেই "হরি প্রেমরস বাদর প্লাবিত" সুগঙ্গা নদীয়া ভূমিতে অবতরণ করিয়া আনন্দ আবেশে প্রাণ বিভোর হইল; প্রতিপদ বিক্ষেপে নূতন নূতন দর্শনাকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে উৎকণ্ঠান্বিত করিয়া তুলিতে ছিল।

ষ্টেসন হইতে মহাপ্রভুর মন্দির প্রায় তিনপোয়া রাস্তা হইবে। অংশমতে দুইআনা করিয়া শেয়ারে ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়। 'পোড়া মা' তলা পর্য্যন্ত গিয়া এই গাড়ী হইতে আমাদিগকে নামিতে হইল। দেবী 'পোড়া মা' বা 'বিদগ্ধ-জননী' মহাপ্রভুর পূর্ব্ব হইতেই শ্রীধামে অবস্থান করিতেছেন।

পোড়া মা সম্বন্ধে 'নদীয়া কাহিনী,' নামক গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে,—'নবদ্বীপে যে 'পোড়া-মাতা' দেবীর পীঠস্থান দৃষ্ট হয়, উহা পূর্ণানন্দ পরমহংস নামক জনৈক তেজস্বী ক্রিয়ান্বিত সন্ন্যাসীদ্বারা স্থাপিত। কথিত আছে, উক্ত সন্ন্যাসী নবদ্বীপের কোনও ব্রাহ্মণ কুমারের সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দীক্ষাদান করেন এবং দীক্ষাদানকালে ভ্রম বশতঃ স্বীয় সিদ্ধমন্ত্র উপদেশ দেন। সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ হওয়ায় সন্ন্যাসী বিশেষ দুঃখিত হইয়া উক্ত শিষ্যকে তাঁহার স্থাপিত ঘটে দক্ষিণা কালিকা দেবীর পূজা করিতে উপদেশ দিয়া চিরদিনের নিমিত্ত নবদ্বীপ

পরিত্যাগ করেন। ঐ ব্রাহ্মণ কুমার ও গ্রামস্থ অনেকেই ঐ ঘটে পূর্ব্ববৎ পূজা করিতে থাকেন। পরে যখন বাসুদেব সার্ব্বভৌম নবদ্বীপে ন্যায়দর্শনের চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন, তৎকালে গ্রামের প্রান্ত হইতে এই ঘট আনয়ন করিয়া গ্রামের মধ্যস্থানে এক বটবৃক্ষ মূলে স্থাপন করেন। তদবধি উক্ত দেবী গ্রাম্য দেবীরূপে পণ্ডিতমণ্ডলী ও সাধারণ কর্তৃক পূজিতা হইয়া আসিতেছেন। কিছুদিন পরে উক্ত বটবৃক্ষ অগ্নিদগ্ধ হইলে, ঐস্থান পোড়া বটতলা ও দেবী 'পোড়া মা' বা "বিদগ্ধ জননী" নামে খ্যাত হইয়াছেন।"

অনন্তর আমরা উভয়ে, বন্ধুর পূর্ব্ব পরিচিত বড়ালের ঘাটে একটী বাসায় গিয়া উঠিলাম। নিকট দিয়া স্বচ্ছতোয়া গঙ্গা ধীরে ধীরে প্রবাহিতা হইতেছেন। স্থান মাহাত্ম্যে মায়ের অপার্থিব অঙ্গ কান্তি যেন নূতন সুষমায় ভরিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই অপার্থিব স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য শতবার দেখিয়াও আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামান্তে অপরাহ্নে আমরা আমাদের দেবতার স্থানগুলি দর্শন করিতে গমন করিলাম। প্রভুর স্থানে আসিয়া প্রভুকে দেখিতে যাইতেছি, এই আনন্দে সমস্ত হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিতে লাগিল। মহাপ্রভুর মন্দিরের পথে যাইতে একটী বাড়িতে দেখিলাম লেখা রহিয়াছে, "একলা নিতাই—মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব দর্শন"। নিমাইর দাদা নিতাইকে তদ্দণ্ডেই দর্শন করিতে বড় সাধ হইল এবং মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব দর্শন দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া দুই-আনা ভেট প্রদানে দেবতার দর্শন পাইলাম। দেখিলাম কমললোচন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ একাকী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। অপর কোন শ্রীবিগ্রহ দেখিতে পাইলাম না।

পরে আমরা মহাপ্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এইস্থানে চারিআনা দিয়া ভেট করিতে হইল। মহাপ্রভুর পরম রমনীয় শ্রীমূর্ত্তির বর্ণনা করিতে আমরা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। মহাপ্রভুর সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথা শুনিলাম। শ্রীমূর্ত্তি হইতে আলোক চিত্র উঠাইতে অনেকেই প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—কিন্তু কেহই তৎসম্বন্ধে সফল প্রযত্ন হন নাই। সম্পূর্ণ মূর্ত্তি চিত্রে কখনও প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় নাই। কখনও বা "রাধাকৃষ্ণ" মূর্ত্তি উঠিতে দেখা গিয়াছে, কি অলৌকিক ঘটনা! পরে শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া কাগজে অঙ্কিত করিয়া লওয়া হয়, তাহাই বাজারে বিক্রীত হইতেছে।

এই শ্রীমূর্ত্তির কথা ভাবিতে গেলে অনেক কথাই মনোমধ্যে উদিত হয়। তন্মধ্য প্রিয়াজীর সেই বিষাদ প্রতিমাই সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়কে ব্যথিত করে। মহাপ্রভু সন্ন্যাস আশ্রয় করিলে, তিনি যে যৌবনেই যোগিনী সাজিয়াছিলেন! কঠোর হইতে কঠোরতরভাবে তিনি নিজের দুঃখের জীবন যাপন করিতেছিলেন। যতদিন শশ্রু মাতা জীবিতা ছিলেন ততদিন তিনি স্বীয় ঈপ্সিত কঠোর জীবন যাপন করিতে সাহস পান নাই। শচীদেবীর তিরোধানের পর, দেবী উত্তম বসনভূষণ পরিধান করা একেবারে পরিত্যাগ করিলেন এবং পূর্ণভাবে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন ও মনোমত্তভাবে শ্রীগৌরাঙ্গভজনা করিতে লাগিলেন।

স্বর্ণকমলিনী প্রিয়াজীর এই অতীব মর্ম্মস্পর্শী জীবনযাপনের কাহিনী শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর, দামোদর পণ্ডিতাদির শ্রীমুখাৎ শ্রবন করিয়া, যুগপৎ হর্ষ বিষাদে আক্রান্ত হইয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কুলিশ কঠোর কলির জীবের অন্তঃকরণ যে এইবার সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইবে, এই চিন্তাতেই অতি দয়াল প্রভু আমাদের অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চির আদরণীয় এতাদৃশ বিষাদ কাহিনী শ্রবণে না জানি প্রভু আমার কতই না ব্যথিত হইতেন। নানা কারণে প্রভু অধিক দিন এই কলুষিত জগতে অবস্থান করিতে পারেন নাই।

প্রভুর অপ্রকট কাহিনী দাবানলের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণী এই সংবাদ শ্রবণে জীবন্মৃতা হইলেন। ঠাকুর বংশীবদন কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে দেবীর নিকট অবস্থান করিতেছিলেন, এবং—

বিষ্ণুপ্রিয়া আর বংশী গৌরাঙ্গ বিহনে।
উন্মত্তের ন্যায় কান্দে সদা সর্ব্বক্ষণে॥
দুইজনে অন্নপানী করিয়া বর্জ্জন।
হা নাথ! গৌরাঙ্গ বলি ডাকে সর্ব্বক্ষণ॥ (বংশীশিক্ষা)

ভক্তগণেরও এইরূপ দশা হইল; কেহ কেহবা তাঁহার নিদারুণ বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ বিরহে যত ভক্তের মণ্ডলী।
কান্দিতে লাগিলা হঞা আকুলি ব্যাকুলি॥

—

(ক্রমশঃ)

এই সময় হইতে জননী আমাদের পাপীজনগণের কঠোর হৃদয় দ্রবীকরণ জন্য যেরূপ ভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিলেন, তাহা ভক্তগণের বক্ষে চিরতরে শেলসম বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

যে কষ্ট সহেন মাতা কি কহিমু আর।
অলৌকিক শক্তি বিনা ঐছে শক্তি কার। (অঃ প্রঃ

তাঁহার দাস দাসীদিগকে আজ্ঞা করত বাড়ীর দরজা চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিলেন। এমন কি ভক্তগণেরও প্রবেশ নিষিদ্ধ হইল। প্রাচীরে মই দিয়া পরিচারিকা এবং বিশিষ্ট ভক্তগণ গমনাগমন করিতেন।

তাঁর আজ্ঞা বিনা তানে নিষেধ দর্শন।
অত্যন্ত কঠোর ব্রত করিলা ধারণ॥
প্রত্যুষেতে স্নান করি কৃতাহ্নিক হঞা।
হরিনাম করি কিছু তণ্ডুল লইয়া॥
নাম প্রতি এক তণ্ডুল মৃৎপাত্রেতে রাখয়।
হেনমতে তৃতীয় প্রহর নাম লয়॥
জপান্তে সেই সংখ্যা তণ্ডুল মাত্র লঞা।
যত্নে পাক করে মুখ বস্ত্রেতে বান্ধিয়া॥
অলবন অনুপকরণ অন্ন লঞা।
মহাপ্রভুর ভোগ লাগায় কাকুতি করিয়া॥
বিবিধ বিলাপ করি দিয়া আচমনী।
মুষ্টিক প্রসাদ মাত্র ভুঞ্জেন আপনি॥
অবশেষে প্রসাদান্ন বিলায় ভক্তেরে।
ঐ ছন কঠোর ব্রত কে করিতে পারে॥ অঃ প্রঃ

'অনুরাগবল্লী' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না।

অতি কষ্টে প্রভুর বিরহে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখের দিনগুলি কাটিতেছিল। ভাগ্যবান ঈশান তিরোহিত হইয়াছেন। তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া ঠাকুর বংশীবদন দেবীর সেবায় নিযুক্ত আছেন। এইরূপ সময় প্রভু একদিন স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন,—

আমার আদেশ এই করহ শ্রবণ।
যে নিম্বতলায় মাতা দিলা মোরে স্তন ॥
সেই নিম্ববৃক্ষে মোর মূর্ত্তি নির্ম্মাইয়া।
সেবন করহ তাতে আনন্দিত হৈয়া ॥
সেই দারুমূর্ত্তি মধ্যে মোর হবে স্থিতি।
এ লাগি সেবাতে তার পাইবে পীরিতি ॥

(বং শিঃ)

প্রভুর এই স্বপ্নাদেশ উভয়ে একই সময়ে অবগত হইয়াছিলেন; যথ,—

প্রভুর এ কথা স্বপ্নে শ্রবণ করিয়া।
দুই ঘরে দুইজন উঠেন কান্দিয়া ॥

(বংশীশিক্ষা)

ইহাতে প্রভুর আদেশের দৃঢ়তা বুঝিয়া শ্রীল বংশীবদন রজনী প্রভাতে কামার ডাকাইয়া প্রভুর আঙ্গিনার সেই পুরাতন নিম্ববৃক্ষটী কাটাইলেন। অতঃপর উপযুক্ত একজন ভাস্কর আনয়ন করিলেন।

তবে ডাক দিয়া বংশী কহেন ভাস্করে।
গৌরাঙ্গের মূর্ত্তি এই কাষ্ঠে দাও ক'রে ॥
ভাস্কর কান্দিয়া কহে মোর শক্তি নাই।
বংশীকহে দিবে শক্তি ঠাকুর নিমাই ॥
তবেত ভাস্কর করি প্রভুরে প্রণাম।
নির্জ্জনে বসিয়া করে শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ।
এক পক্ষ মধ্যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া।
ঠাকুরে সংবাদ দিল ভাস্কর যাইয়া।
ঠাকুর আসিয়া শ্রীমূর্ত্তির পদ্মাসনে
লৌহ অস্ত্রে নিজ নাম করিলা লিখনে
তবে বস্ত্র সেবা আদি সারিয়া ভাস্কর
ঠাকুরে দেখায় ডাকি গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥
গৌরাঙ্গ দেখিয়া বংশী ভাবে মনে মনে
সেইত পরাণনাথে পাড় দরশনে ॥ বঃ শিং)

অতঃপর শ্রীমতী নিজে শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে আসিলেন এবং তিনিও তাহা প্রভুর অভিন্ন কলেবর বলিয়াই বুঝিলেন।

এইরূপ কথিত আছে যে, দেবী ইহার কিছুদিন পরে, প্রভুর উৎকট বিরহ আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার দারুমূর্ত্তিতে লীন হইয়াছিলেন

শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইলে দেবী তাঁহার ভ্রাতা যাদবাচার্য্যের উপর ইহার সেবার ভার অর্পণ করেন আর অদ্যাবধি তাঁহার বংশধরগণ প্রভুর সেবাকার্য্য করিয়া আসিতেছেন নবদ্বীপে ইঁহারা বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন; সুতরাং প্রভুর কৃপা ইঁহাদের উপর বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। এ সম্বন্ধে এস্থলে শ্রীল শিশির বাবুর একটী পরম উপাদেয় বন্দনা পদ উঠাইয়া দেওয়া গেল,—

প্রথমে বন্দিব আমি ঠাকুরাণীর ভাই
বিষ্ণুপ্রিয়ার ছোট ভাই যাদব গোসাঞি॥

বিবাহের পরদিন মিশ্র সনাতন
নিমায়ের হাতে কৈল যাদবে অর্পণ॥

সনাতন কহে নিমাঞি রাখিবা এ কথা
মোর এই পুত্রটীকে রাখিবা সর্ব্বথা॥

তথাস্তু বলিলা গোরা শ্বশুর কথায়
যাদবের গণে তাহে অন্নের দুঃখ নাই॥

মহিমা যাদব গণের কহিতে জানিনে
গৌরে বাটা দেয় প্রতি বর্ত্তি বাটা দিনে॥

শ্রীপাদ যাদবাচার্য্যের বংশতালিকা শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস বাবাজী তাঁহার "শ্রীশ্রীনবদ্বীপ দর্পণ" গ্রন্থে যাহা শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহের সেবাইত শ্রীযুক্ত প্যারীলাল গোস্বামিজীর নিকট অবগত হইয়া প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা হইতে এস্থলে উদ্ধৃত হইল;—
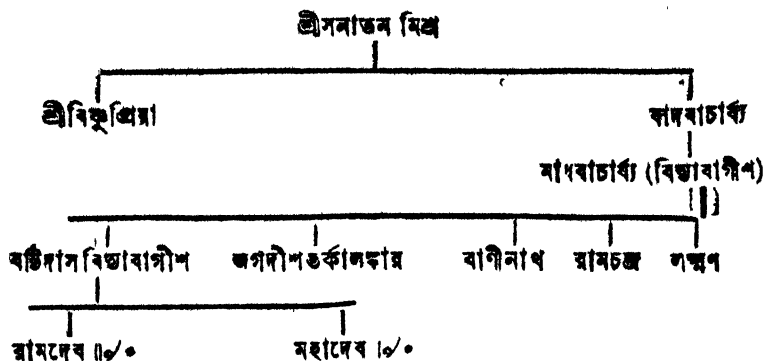
শ্রীল সনাতন মিশ্রের বংশতালিকা সম্বন্ধে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে নানামত দৃষ্ট হয়। এসম্বন্ধে বাবাজী শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস প্রাচীন গ্রন্থ প্রেমবিলাস হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছেন,—

"শ্রীহট্ট নিবাসী দুর্গাদাস মহামতি
সস্ত্রীক নদীয়া আসি করিলা বসতি ॥
তাঁহার দুইপুত্র অতি গুণধাম
জ্যেষ্ঠ-সনাতন কনিষ্ঠ পরাশর নাম ॥
পরাশর বিপ্র বড় কালী ভক্ত হয়।
কালিদাস বলি তাঁরে সকলে ডাকয় ॥"

(প্রেঃ বিঃ ২৪ বিঃ)

"সনাতনের পত্নীর নাম হয় মহামায়া
একমাত্র কন্যা প্রসবিলা বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
একমাত্র কন্যা আর না হৈল সন্তান।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রে তাঁরে কৈল দান ॥
কালিদাস মিশ্রপত্নী বিধুমুখী নাম
প্রসবিলা পুত্ররত্ন অতি গুণধাম ॥
একমাত্র পুত্র রাখিয়া কালিদাস
পৃথ্বি ছাড়ি স্বর্গ লোকে করিলেন বাস
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি।
অল্পবয়সয় কালে হইলেন রাঁড়ী ॥

গর্ভাষ্টমে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল।
নানাবিধ শাস্ত্র তিঁহো পড়িতে লাগিল॥
নানাবিধ শাস্ত্র পড়ি হইলা পণ্ডিত।
আচার্য্য উপাধিতে তিঁহো হইলা বিদিত॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অভিষেক সময়।
মাধবাচার্য্য গেলা শ্রীবাস আলয়॥
দেখিয়া গৌরাঙ্গরূপ হইলা উন্মত্ত।
সেই হৈতে হইলা তিঁহো চৈতন্যের ভক্ত॥"

(প্রেম বিলাস, ১৯ বিলাস)

এবং এতদনুসারে তিনি তাঁহার মন্তব্য লিখিতেছেন যে, প্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণন অনুসারে শ্রীশ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সহোদর ভ্রাতার কোন প্রসঙ্গ নাই। তাঁহার খুল্লতাত পুত্র শ্রীমাধবাচার্য্যের নাম পাওয়া গেল। এই মাধবাচার্য্য বিবাহ না করিয়াই শ্রীবৃন্দাবন গমন করিয়াছিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবাইত গোসাঞিগণ আপনাদিগকে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর সহোদর ভ্রাতার বংশধর বলিয়া এবং "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পরিবার" অর্থাৎ তদীয়া শিষ্যানুশিষ্য বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকেন; কিন্তু এতদসম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কোন "গুরুপ্রণালী" তালিকা অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। তাঁহাদের নিকট শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর কিম্বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্পর্কিত কোন প্রাচীন বস্তুও পাওয়া গেল না। আবার তাঁহাদের যে যে বংশ তালিকা আছে, তাহাতেও বিভিন্নমত পরিলক্ষিত হইতেছে। সেবাইত শ্রীপ্যারীলাল গোস্বামীর নিকট হইতে যে তালিকা পাইয়াছি, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর ভ্রাতার নাম শ্রীযাদবাচার্য্য, ইহার পুত্র শ্রীমাধবাচার্য্য। অপর সেবাইত শ্রীল শরচ্চন্দ্র গোস্বামীর নব্য প্রকাশিত "শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি পরিচয়" গ্রন্থে যে বংশাবলীর বিষয় বর্ণিত আছে, তদ্দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, "শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর ভ্রাতা মাধবাচার্য্য, ইহার পুত্র শ্রীযাদবাচার্য্য।" সেবাইত গোস্বামীগণের কোন্ বংশাবলী সত্য ও কোন্টি মিথ্যা, তাহা নির্ণয় করা কঠিন সাধ্যাপার।

ব্যাপার প্রকৃতই এইরূপ; আমরা এসম্বন্ধে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের সহিত আলোচনা করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত প্যারীলাল গোস্বামীর মতই

যে অনেকটা সত্য তাহা বলিয়াছিলাম। অনেটা সত্য বলিবার কারণ এই, যাদবাচার্য্যের পুত্র যে মাধবাচার্য্য এসম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ জন্মিয়াছে। যাদবাচার্য্যের খুল্লতাত ভ্রাতা মাধবাচার্য্য অতীব গৌরাঙ্গভক্ত যে হেতু গ্রন্থকার এবং বিখ্যাতবংশীয় ছিলেন। যাদবাচার্য্য তাঁহার পুত্রের নাম মাধবাচার্য্য যে কেন রাখিবেন, তাহার উত্তর ইহাদিগের নিকটই পাই নাই। শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন দাস তাঁহার 'নবদ্বীপদর্পণ' 'প্রেমবিলাস' হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে আছে,—

সনাতনের পত্নীর নাম হয় মহামায়া।
একমাত্র কন্যা প্রসবিলা, বিষ্ণুপ্রিয়া॥
একমাত্র কন্যা আর না হৈল সন্তান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে তাঁরে কৈল দান"॥

তাহা শ্রীযুক্ত রসিক গোস্বামী মহাশয়কে দেখাইলে তিনি শ্রীশ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের উপক্রমণিকার ১৪৫ পৃষ্ঠাতে উপর্য্যুক্ত অংশ যাহা উদ্ধৃত আছে তাহা দেখাইলেন।

"সনাতন পত্নীর নাম হয় মহামায়া।
এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া॥
আর এক পুত্র হৈল অতি গুণধাম।
শ্রীযাদবমিশ্র নাম তার হয় আখ্যান॥"

ব্রজমোহন বাবাজীর গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রেম বিলাসের পাঠ সম্বন্ধে তিনি বলিলেন কোন অসূয়া পরবশ ব্যক্তি কর্ত্তৃক উক্ত প্রাচীন গ্রন্থের পাঠ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং পদতরঙ্গিনী কার তাঁহার গ্রন্থে যে প্রেম বিলাসের পুঁথি বা গ্রন্থ দৃষ্টে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার পাঠই অবিকৃত আছে। (ক)

শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র গোস্বামী মহাশয়ের সহিত পরিচিত হইয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। তিনি নবদ্বীপের যশস্বী পণ্ডিতমণ্ডলীর অগ্রতম। আমরা তাঁহার সরল অথচ মধুর আলাপে বিশেষ প্রীত হইয়াছি। বিদায় কালে আমরা তাঁহার নিকট হইতে তৎপ্রণীত শ্রীগৌরাঙ্গ মূর্ত্তি পরিচয় গ্রন্থখানি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

(ক) এবিষয় আমাদের সন্দেহ আছে। সং

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে মুরারিগুপ্তের কড়চা একখানি অতি প্রামানিক গ্রন্থ। উহার মধ্যে আমরা একটী নূতন কথা পাইতেছি—

"প্রকাশরূপেন নিজ প্রিয়ায়াঃ সমীপমাসাদ্য নিজাংহি মূর্ত্তিম্।
বিধায় তস্যাংস্থিত এব কৃষ্ণ, সালক্ষ্মীরূপাঃ নিষেবতে প্রভুম॥"

কড়চা অনুসারে, শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাসের পাঁচবৎসর পরে জননীও জন্মভূমি দর্শন করিতে নবদ্বীপে আসেন, তখন স্বীয়গৃহে গমন করত দেবীর সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার বিরহ প্রশমিত করিলেন, এবং স্বীয় দারুমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

শরৎগোস্বামী মহাশয় তাঁহার উক্ত গ্রন্থে দেবীর সহিত প্রভুর এই আলাপ বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পত্নীর উত্তরে বলিতেছেন বিষ্ণুপ্রিয়ে তোমার মনোবাসনা আমি অবশ্যই পূর্ণ করিব। আমার সেই নটবর মোহন মূর্ত্তি স্থাপন করিবার জন্য তোমার একান্ত ইচ্ছা হইয়াছে দেখিতেছি। তুমি যদি সেই মূর্ত্তিরই অভিলাষিনী হইয়া থাক, তাহা হইলে প্রাঙ্গনের এই নিম্ববৃক্ষের দ্বারাই আমার স্বরূপমূর্ত্তি প্রস্তুত করাইয়া স্থাপিত করিতে হইবে। জানিও যে ঐ নিম্ববৃক্ষতলেই আমার জন্ম হইয়াছিল এবং ঐ বৃক্ষের উপর একটী দোলনায় মাতা আমাকে রক্ষা করিয়া ঝুলাইতেন। অতএব উহারদ্বারা আমার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে আমার অতিশয় আনন্দ হইবে।

মুরারিগুপ্তের নিকট প্রাচীন লীলা লেখকগণ প্রামানিক জ্ঞানে মাথা হেঁট করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় প্রভুর আবাল্য লীলা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এত আর কেহই জানিতেন না। এবং সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া তাঁহার দেবচরিত্র অধ্যয়নে আর কাহারও সৌভাগ্য পরিলক্ষিত হয় নাই; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস উক্ত শ্লোক পরিবর্ত্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে। ব্রজমোহন বাবাজী এতদ্ সম্বন্ধে অমৃত বাজার পত্রিকা আফিসে গিয়া অনুসন্ধান করায় শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহাকে লিখিয়া দেন যে, প্রাচীন পুথিতে যে রূপ ছিল, সেইরূপই ছাপান হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রক্ষেপ বা পরিহার করা হয় নাই। কিন্তু সেই প্রাচীন পুথি পূর্ব্ব হইতে যে অবিকৃত ছিল, তাহাইবা কে বলিতে পারে।

ব্রজমোহন দাস এসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ

বিগ্রহকে কেহ কেহ শ্রীশ্রীবংশীবদনের সেবিত ঠাকুর বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণ বেদীতে শ্রীবংশীবদনের নাম ও শকাব্দা অঙ্কিত রহিয়াছে। বিগত ১৩২৩ সালের পৌষ মাসের প্রথমে এই বিষয় লইয়া তর্ক উপস্থিত হইলে আমি শ্রীপাদপ্যারীলাল গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে এই বিষয় নিবেদন করি তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন শ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গরাগের সময় স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া আমাকে সঠিক উত্তর দিবেন। অনন্তর অঙ্গরাগ কার্য্য সম্পন্ন হইলে 'ধুলট" উৎসবের প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণ বেদীতে বিষ্ণুপ্রিয়া ঠাকুরাণীর নাম ও১৪৩৫ শকাব্দা অঙ্কিত রহিয়াছে। অতএব মুরারিগুপ্তের বর্ণিত "প্রকাশ রূপেন" শ্লোকের সহিত এই বিগ্রহ সংস্থাপনের সময়ের ঐক্য হইতেছে।"

এইসমস্ত লেখা পড়িয়া আমাদের চিত্ত বিভ্রম ঘটিতেছে। আমাদের চিরদিনের ধারণা আজ এই প্রকার অভিনব বাক্যে কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহা জানি না। বৈষ্ণব সাহিত্যের অক্লান্ত লেখক শ্রীল হরিদাস গোস্বামী তাঁহার সুচিন্তিত ও উপাদেয় শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া চরিত গ্রন্থে বংশী-শিক্ষার লিখিত মতই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন;—এবং অতীব মনোজ্ঞ ভাবেই তাহার উপসংহার করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যে কি অসাধারণ ভাবপ্রণোদিত, তাহা যাঁহার ধারণা আছে, তাঁহার কিছুতেই বিশ্বাস হইবে না যে, তিনি জননী ও জন্মভূমি দর্শন করিতে আসিয়া স্বীয় শয়ন মন্দিরে পুনঃ প্রবিষ্ট হইয়া প্রিয়াজীর সহিত বাক্যালাপ করিয়া ছিলেন। পরন্তু ইহাও যথার্থ যে, তিনি সন্ন্যাস জীবনে কখনও দেবীর নামোল্লেখ বা তৎপ্রসঙ্গ মাত্রেও উত্থাপিত করেন নাই। সন্ন্যাসের পর তিনি যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতভবনে ফিরিয়া আসেন, তখন শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়া শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ব্যতীত আর সকলকেই আনিতে বলিয়া ছিলেন। সন্ন্যাস জীবনে স্ত্রীলোকের নাম পর্য্যন্ত কর্ণে শ্রবণ করিতে নাই তিনি প্রতি কার্য্যের দ্বারা প্রতিপালন করিয়া গিয়াছেন

ক্রমশঃ

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা।

শ্রীবৃন্দাবন দর্শন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি অগ্রহায়ণ সংখ্যা ৩৮১ পৃষ্ঠা হইতে)

(৩১)

দেখিনু 'শেঠের বাড়ী' ইন্দ্রপুরী প্রায়—
যথায় তেত্রিশ কোটী দেবতা বিরাজে—
প্রাচীরে তোরণে, শিরে যথায় তথায়;
স্বর্ণময় তালতরু প্রাঙ্গণের মাঝে।
ত্রিপত্রে তাহার নয় ঘণ্টা বিলম্বিত
একদা আরতি কালে হয় নিনাদিত!

(৩২)

দেখিনু 'গোবিন্দ দেব' গোবিন্দ মহলে—
জয়পুরের রাজা প্রতিষ্ঠাতা যাঁর,
নিত্যবনে দুগ্ধ যাঁরে দিত গাভীদলে
রূপ-সনাতন (ক) যাঁর করেন উদ্ধার।
সাধু রূপ-সনাতন গৌরাঙ্গের দাস;
যাঁদের কৃপায় কৃষ্ণ জগতে প্রকাশ।

(ক) ইহারা হুইসহোদর গৌড়ীয় পাতসাহ সৈয়দ আলাউদ্দিন হসেন সাহের উজির ছিলেন এবং যথাক্রমে দেবীর খাস ও 'সাকর মল্লিখ' নামে অভিহিত হইতেন। কলিপাবনা অবতার শ্রীমৎ শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের অনুগ্রহে . ইহাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হয়। ইহারা রূপ ও সনাতন নাম লাভ করেন এবং উজীরী ছাড়িয়া এবং সমস্ত ধনসম্পদ ত্যাগ করিয়া প্রথমে রূপ ও তৎপরে সনাতন বৃন্দাবন বাসী হন। রূপ, ভক্তি রসামৃত 'হংসদূত' বিদগ্ধমাধব' ললিতমাধব' উদ্ধব সন্দেশ 'দানকেলী' এবং সনাতন 'হরিভক্তি বিলাস" বৃহদ্ভাগবতামৃত 'লীলাস্তব" প্রভৃতি বহুভক্তিগ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। ইহাদিগেরদ্বারা বৈষ্ণব ধর্ম্মের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। রূপসনাতন শ্রীবৃন্দাবন ধামের বিলুপ্ত প্রায় তীর্থ সমূহের উদ্ধার সাধন করিয়া বৈষ্ণব জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তিস্তম্ভের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন

(৩৩)

বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনের সমাজ
প্রকাণ্ড প্রসিদ্ধ অতি নিকটে তাহার
প্রাচীন তিন্তিড়ী-তরু করিছে বিরাজ
পবিত্রতাগুণে দেশে বিশ্রুতি যাহার।
এই তেঁতুলের তলে চির-শোভমান
চৈতন্য চরণ চিহ্ন আছে বর্ত্তমান।

(৩৪)

হেরিনু 'ললিতা কুণ্ড,' মধু 'নিধুবন'—
যথা হরি বনমালী বনমালা পরি'
করিতেন মুক্তকণ্ঠে মুরলী নিস্বন
আনন্দে কদম্ব বৃক্ষে আরোহণ করি'।
এই বনে রাজা হন রসবতী রাই,
কৌতুকে কোটাল-রূপ ধরেন কানাই!

(৩৫)

নিকটে 'নিকুঞ্জ বন' বেষ্টিত প্রাচীরে
কৃষ্ণ-প্রিয়তম ভূমি অতি রম্যস্থান—
যথা কৃষ্ণ ক্রীড়ামোদে ল'য়ে কিশোরীরে
বামভাগে অনুরাগে গাহিতেন গান।
'শয্যাকুঞ্জ' নামে, এই কাননের মাঝ
ক্ষুদ্র এক কুঞ্জ গৃহ করিছে বিরাজ।

(৩৬)

সুগঠিত এই দিব্য কুঞ্জের ভিতরে
'শ্রীরাধা মাধবরূপ সদা শোভা পায়,
সুকোমল শয্যা এক বেদীর উপরে
শ্রীহরি শয়ন নিত্য করেন যথায়।
সায়াহ্নে 'বাসর-সজ্জা দিলে এই স্থলে
প্রভাতে প্রমাণ তার পায় ভক্ত দলে

(৩৭)

সুরচিত শয্যা হয় বিমর্দ্দিত প্রায়,
স্থান ভ্রষ্ট হ'য়ে যায় কুসুমের হার,
সুবিন্যস্ত শিরোধান দূরে সরে যায়,
সর্ব্বমতে শয্যা যেন ধরে ভিন্নাকার !
দেখিলে প্রভাতে মনে হয় অনুমান—
নিশায় সেথায় কেহ আছিল শয়ান !

(৩৮)

নিশীথে নীরব নিত্য নিকুঞ্জ-নিলয়
জীবমাত্রে সেথা কভু তিষ্ঠিতে না পারে,
বানর, বিহঙ্গ আদি প্রাণি সমুদয়
নিশাগমে যায় চ'লে কাননের পারে !
কৃষ্ণের নিকুঞ্জ লীলা গুপ্ত অতিশয়
নিশাকালে তাই বনে কেহ নাহি রয় !

(৩৯)

দেখিনু অপূর্ব্ব এক বৃক্ষ এই বনে
প্রস্তর-কঠিন দেহ, অসিত বরণ,
শুনিনু ননীর হাত করি হৃষ্টমনে
লীলাচ্ছলে অঙ্গে তা'র করিলা স্থাপন।
কৃষ্ণের পরশে বুঝি তাই তরুবর
লভেছে স্বারূপ্যগতি কৃষ্ণ কলেবর !

(৪০)

পাণ্ডার নির্দেশে এই পাদপের তলে
মনোমত পুরী এক করিনু অঙ্কন
ধনরত্নে পরিপূর্ণ করি কুতূহলে,
লভিবারে জন্মান্তরে সুদৃশ্য ভবন।
অঙ্কন সমাপি' হ'য়ে পুলকিত মতি
চলিনু দেখিতে কুঞ্জবিহারী, মুরতি।

(৪১)

একাকী প্রকাণ্ড এক মন্দির-মাঝারে
বিরাজিত 'শ্রীবঙ্কবিহারী ব্রজেশ্বর'
বিশাল সুঠাম দেহ, ব্রজবাসী যাঁ'রে
সায়ংকালে আরতি দিয়ে পূজে নিরন্তর।
রাধা ছাড়ি' কৃষ্ণ কোথা একাকী না র'ন,
ভিন্নভাব হেথা তা'র কিন্তু প্রকটন!

(৪২)

শুনিনু শ্রীমতী নিত্য আসি, নিশাভাগে
কৃষ্ণসঙ্গে প্রেমরঙ্গে করেন বিহার;
তাই কৃষ্ণ কিশোরীর প্রেম-অনুরাগে
প্রাকৃত রাধিকা নাহি করেন স্বীকার!
উষায় বায়স রব করে না হেথায়,
পাছে গোপালের নিদ্রাভঙ্গ হয় তায়। (খ)

(৪৩)

হেরিনু সুরম্য এক মন্দির ভবনে
'রাধাকৃষ্ণ' ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠাতা যাঁ'র,
নিত্য নিশাযোগে হেথা ব্রজবাসিগণে
রাস লীলানন্দে ভুঞ্জে আনন্দ অপার।
রাসলীলা খেলা হেথা হেরি' একদিন
মনের মালিন্য মোর হইল বিলীন।

(খ) ব্রজবাসীরা অনেকবার ইহার বামে রাধামূর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন কিন্তু ইনি তাহা গ্রহণ করেন নাই, দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এক প্রহর বেলার পূর্ব্বে ইহার নিদ্রাভঙ্গ হয় না এবং মন্দিরদ্বারও উদ্ঘাটিত করা হয় না। বৃন্দাবনের বায়সদল সন্ধ্যার প্রাক্কালে মথুরায় গিয়া আশ্রয় লয় এবং এক প্রহর বেলা না হইলে বৃন্দাবনে পুনরাগমন করে না। শ্রীবঙ্কবিহারীর নিদ্রাভঙ্গের ভয়ই উহার কারণ!

(৪৪)

একা-যোগে বহুদূরে গিয়ে তা'র পর
দেখিনু 'গোবর্দ্ধন' ভাণ্ডীর কানন,
নিসর্গের লীলাভূমি, শোভার আকর,
কলরব মুখরিত মানস মোহন!
ময়ূর, ময়ূরী, মৃগ, শাখামৃগময়
বনভূমি হেরি' হর্ষে পূরিল হৃদয়।

(৪৫)

দেখিলাম 'বেলবন' বিল্ব বৃক্ষ হীন,
চির হরি তিমাময় সুষমা সদন,—
'চতুর্ভুজা রমা' যথা আছেন আসীন
পুণ্যালোকে সুপবিত্র করি' সেই বন।
সদা দৃশ্যমান দুই ভুজ কমলার
কৌশলে বসনে ঢাকা রহে দুই আর।

(৪৬)

হেরিলাম 'মান-সর' সম যা'র নাই
মাধুরীর পূর্ণ চির রুচির নিদান—
তটান্ত নিকুঞ্জে যা'র মানময়ী রাই,
দুর্ণিবার মানভরে ছিলেন শয়ন,
এইখানে মানভঙ্গ হইল রাধার
আজো বহু নিদর্শন বিদ্যমান তা'র।

(৪৭)

কালিন্দীর পূর্ব্বকূলে শোভে 'মহাবন'
'ভদ্র' 'লোহ' 'শ্রী' 'ভাণ্ডীর' শোভায় ভাণ্ডার।
পশ্চিমে 'বহুল' 'কাম্য' কুসুম-কানন'
'তাল' 'মধু' 'শ্রীখদির' সুন্দর আকার।
'উপবন' 'প্রতিবন' 'অধিবন' নামে,
বত্রিংশ বন আরো রহে ব্রজধামে।

(৪৮)

যমুনার বামকূলে দ্বীপভূমি প্রায়,
বিরাজে গোকুল গুণে অতুল ভুবনে—
'শ্রীগোকুলনাথ' মূর্ত্তি প্রকট যথায়,
বসুদেব মূর্ত্তি দেবী দেবকীর সনে।
শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের সামগ্রী সম্ভার
যতনে রক্ষিত এক গৃহে তথাকার।

(৪৯)

শোভে 'গোবর্দ্ধন দেব' গিরি গোবর্দ্ধনে
উলঙ্গ গোপাল বেশ মানস মোহন,
জানুপরি বসি' রত আছেন আসনে;
বল্লভ আচার্য্য যাঁ'র করেন স্থাপন।
'রংজী' নামা রহে হেথা শ্রীবিগ্রহ আর
ভক্ত সাধু লালাবাবু সংস্থাপক যাঁ'র।

(৫০)

বৃন্দাবনে সুদর্শন নন্দন কানন'—
শ্রীনন্দ-যশোদা রূপ বিরাজে যথায়'
যথায় কংশের ভয়ে শ্রীনন্দ-নন্দন
লুকায়িত কিছুকাল ছিলেন মায়ায়।
হেথা তাঁর পীতধড়া চূড়া শোভমান,
নন্দীর বেশালী আদি অদ্যাপি বর্ত্তমান।

(৫১)

'রাধা' 'শ্যাম' 'ললিতাদি নানা নামধর
বহুতর কুণ্ড হেথা রহে বিরাজিত,
শ্যামকুণ্ড তীরে এক গিরি মনোহর
পরম পবিত্র দিব্য গুহা সমন্বিত।
এই গুহা মাঝে বসি' সাধু কৃষ্ণদাস,
'চৈতন্য চরিতামৃত' করেন প্রকাশ।

(৫২)

শোভে গিরি বৃষভানু রমণীয় অতি—
পবিত্র বলিয়া যা'র খ্যাতি বৃন্দাবনে,
নিয়ে সানুদেশে যা'র অপূর্ব্ব মুরতি,
দর্শনে পাপের নাশ, মুক্তি পরশনে।
এই বৃষভানু—শিরে, বৃষভানু-পতি
রাধার জনক সুখে করিত বসতি।

(৫৩)

শুনিনু নূপুর ধ্বনি স্তম্ভ আঘাতিয়া,
সুস্পষ্ট মধুর অতি শ্রুতি-সুখকর!
দেখিনু গৃহের এক বাতায়ন দিয়া
হনুমান মূর্ত্তি এক অনিন্দ্য সুন্দর।
কৃষ্ণরূপী শ্রীরামের সেবার কারণে
বিরাজিত হনুমান বুঝি বৃন্দাবনে!

(৫৪)

বিস্তর বানর ব্রজে করে বিচরণ
হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাটে, বিটপীর তলে!
স্যর রাজা রাধাকান্ত ধার্ম্মিক সুজন,
নির্ভয় বানর দল যাঁর কৃপাবলে। (গ)
ব্রজবাসী বানরের সেবার কারণ
মাধোজি সিন্ধিয়া বহু দিয়াছেন ধন!

(৫৫)

কচ্ছপ-সঙ্কুল সর যমুনার জল,
ফেনস্থান কোনোদিকে নাহি যমুনার,

(গ) পূর্ব্বে বৃন্দাবনে বানর শীকার প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু 'শব্দ কল্পদ্রুম" নামা প্রসিদ্ধ কোষগ্রন্থের প্রণেতা কলিকাতা শোভাবাজারের কায়স্থ রাজবংশের শিরোমণি রাজা রাধাকান্ত দেব, গভর্ণমেণ্টে আবেদন করিয়া সেই প্রথা রহিত করিয়া দিয়াছেন।

যথা না ভ্রমণ করে কমঠের দল
খাজনোক্তে দলে দলে উন্মত্তের প্রায়।
বৃন্দাবনে আসি' যারা পাপকাজ করে
তারাই কচ্ছপ হ'য়ে সলিলে বিহরে!

(৫৬)

'দোবে' নামে অভিহিত ব্রজবাসিগণ
দু'হাজার ঘর হেতা নিবসতি করে;
কৃষ্ণের পূজায় সদারত সর্ব্বজন
বিরাজিত রাধাকৃষ্ণ সবাকার ঘরে।
রাধাকৃষ্ণার্চ্চন বিনা তাঁহারা কখন,
ভ্রমেও সলিল কণা করে না গ্রহণ!

(৫৭)

কৃষ্ণ কোলাহল ময় মধু বৃন্দাবন,
কৃষ্ণের প্রসঙ্গ সদা সবার বদনে,
চারিদিকে কৃষ্ণমূর্ত্তি, কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন
গায়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম অঙ্কিত বসনে!
হাট, ঘাট, মাট, বাট কৃষ্ণময় সব!
কৃষ্ণ বিনা যেন আর নাহি অনুভব!

(৫৮)

নিশার প্রহরী হাঁকে 'জয়রাধে' বলে',
নৌকার নাবিকগণ কৃষ্ণ 'সারি' গায়,
'রাধাকৃষ্ণ" বলি' ভিক্ষা চায় ভিক্ষুদলে
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' রবে গোপ গোষ্ঠপানে ধায়।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ ব্রজবাসিগণ
রাধাকৃষ্ণ রসে যেন সদা নিমগন

(৫৯)

'কিন্তু কোথা কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজের বিভব
কোথা সেই প্রেমময়ী রাধা বিনোদিনী।

কোথা সেই লীলা-খেলা মুরলীর রব
মধুর মঞ্জীর ধ্বনি শ্রবণ রঞ্জিনী !
অপ্রকট রাধাকৃষ্ণ, বাঁশরী নীরব,
রাধাকৃষ্ণ-সহ যেন অন্তর্হিত সব !

(৬০)

সেই গোবর্দ্ধন গিরি, সেই বনস্থান,
সেই নীল নীরময়ী যমুনা তটিনী,
সেই সব লীলাস্থল ত্রিদিব সমান,
মধুর ময়ূরী নৃত্য, কোকিলের ধ্বনি।
সেই সব বর্ত্তমান মধু বৃন্দাবনে
কৃষ্ণ বিনা কিন্তু সব শূণ্য নয়নে ! (খ)

(খ) 'বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং নগচ্ছতি' এবং
"কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্র নন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য সংকচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ এই শাস্ত্রবাক্য অনুসারে বুঝিতে পারা যায়, শ্রীনন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীবৃন্দাবন ধামে নিত্য বিরাজমান রহিয়াছেন এবং তাঁহার মধুর মুরলী নিনাদে অহরহঃ শ্রীবৃন্দাবন মুখরিত হইতেছে। কিন্তু আমি নেত্র শ্রোত্রহীন হত-ভাগ্য পামর কি প্রকারে, কোন্ সুকৃতির ফলে তাহা দেখিতে বা শুনিতে পাইব। কাজেই আমার নিকটে শ্রীরাধাকৃষ্ণ অপ্রকট, বাঁশরী নীরব এবং শ্রীবৃন্দাবন শূণ্যময়।

শ্রীঅঘোরনাথ বসু-কবিশেখর।

চিত্র রহস্য।

একদিবস আমরা আমাদের কোন বন্ধুর বৈঠক খানায় বসিয়া আছি। ঐ কক্ষের প্রাচীরগাত্রে কতকগুলি সুন্দর এবং সুরঞ্জিত চিত্রপটের দ্বারা পরিশো-

স্থিত। আমাদের কিয়দ্দূরে কয়েকজন যুবক সময়োপযোগী অন্য কোন কার্য্য উপস্থিত নাই দেখিয়া, উক্ত চিত্রপটগুলির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তন্মধ্যে একখানা চিত্রই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্যস্থল বলিয়া বোধ হইল। ঐ চিত্রখানিতে ভগবান্ মোহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়া দাঁড়ায়মান আছেন, পরমযোগী মহেশ্বর তদ্দর্শনে বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য হইয়া তদ পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রধাবিত; তাঁহার পরিহিত বসনাদি শ্লথ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি উন্মত্তবৎ হইয়া, পার্ব্বতীর সান্ত্বনা নিষেধ সত্ত্বেও নিতান্ত মোহিতের ন্যায় সেই মোহিনী মূর্ত্তি প্রাপ্তি কামনায় তাঁহারদিকে ধাবিত হইয়াছেন।

যুবকদের মধ্যে একজন ঐ চিত্রখানী দর্শন করিয়া বলিলেন, "আর্য্যপুরাণকারের এরূপচিত্র অঙ্কিত করিবার তাৎপর্য্য কি? যিনি মহাদেব, যিনি সমস্ত আর্য্যজাতির পরম উপাস্য দেবতা। কালিদাসের 'কুমার সম্ভবে' যাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়াছি, চিত্রের বর্ণীত ঘটনার ক্ষণকাল পূর্ব্বেই যিনি অম্লান বদনে জগতের গরলরাশি পান করিয়াছেন। পরক্ষণেই তাঁহার এরূপ ঘৃণিত কামুক মূর্ত্তি প্রকটিত করিবার উদ্দেশ্য কি?' তচ্ছ্রবণে আমি প্রথমতঃ চিত্রখানীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলাম; পরক্ষণেই সেই যুবকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলাম; তোমরা যেমন এইচিত্রে জীবন্ত কামের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছ, কিন্তু আমার চক্ষেতে তেমন কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না। কারণ কামুক ব্যক্তি সাধারণতঃ তাহার প্রবৃত্তি অনুযায়ী ঘৃণিত কার্য্যে আসক্ত থাকিলেও উহা যে নিতান্ত অপ্রকৰ্ষসে বিশ্বাস তাহারা কখন যায় না; প্রবৃত্তি ও আসক্তি বশতঃ তাহা হইতে সে সহজে বিরক্ত হইতে পারে না। পরন্তু ঐ রূপকার্য্য সে যতদূর সম্ভব গুপ্ত রাখিবার যথাসাধ্য চেষ্টাই করিয়া থাকে। বিশেষতঃ নিজ স্ত্রীর নিকট ঐ মতকার্য্য সে সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য একান্ত চেষ্টা পাইয়া থাকে। কিন্তু এখানে দেখিতেছি তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। নিকটে নিজ স্ত্রী পার্ব্বতী উপস্থিত; এমন কি তিনি পর্য্যন্ত তাঁহাকে একার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য একান্ত চেষ্টিত। পুরাণে দেখিতেছি এই সময় সমস্ত দেবাসুরগণও তথায় উপস্থিত; এ অবস্থায় দেবতার কথা দূরে থাকুক, যাহার একটু মনুষ্যত্ব আছে এমন মানবও ঐ রূপ ঘৃণা লজ্জা পরিশূন্য কার্য্যভিভূত হইতে পারে না।

আর্য্যপুরাণ কারেরা মহেশ্বরের যে পবিত্র চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহার কোনস্থলেইত কামগন্ধ নাই। কামের প্রভাব তাঁহার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাভূত। যাঁহার দৃষ্টিতে সাকার কামের অনঙ্গ প্রাপ্তি, তাঁহার প্রতি অনঙ্গের বিলোল হাস্য-রেখার আরোপিত হওয়া মানবের ভ্রান্তির সম্মোহন মাত্র। পুরাণকারদের কোনরূপ অপরাধ নাই; তাঁহারা মহেশ্বরকে কামারী রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন, সে বিষয় তোমাদের ভুলিয়া যাওয়াই প্রথমত অন্যায় হইয়াছে।

পাত্রপূর্ণ সুরশাল ইক্ষুরস হইতে প্রক্রিয়া বিশেষে যেমন পবিত্র শর্করা প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন উহা হইতে ঘৃণা উদ্রেককারী অপবিত্র ক্লেদরাশি বিচ্ছিন্ন করা আবশ্যক হয়। সেইরূপ জগতের সকল পদার্থেই পবিত্রের সহিত অপবিত্রের মহামিলন লক্ষিত হয়। মহাপুরুষগণ তদ্রূপ কোন বিষয় হইতে পবিত্রভাব গ্রহণ করেন এবং অপবিত্রভাব বিষবৎ দূরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন,যে কামকে তোমরা অতি ঘৃণিতভাবে বর্ণনা করিতেছ সেই কামই জগতের জীবস্রোত প্রবল রাখিবার প্রধান সাধন, আবার সেই কামই ভগবান প্রাপ্তির প্রধান সহায়। পক্ষান্তরে এই কাম কামনা হইতেই জগতের মহাঅনিষ্টের সৃষ্টি করে এবং এই কাম প্রভাবেই মানবের নরক ভোগ হইয়া থাকে।

যেমন ইক্ষুরস ক্লেদ পরিশূন্য হইলে ক্রমে শর্করায় পরিণত হয়, সেই প্রকার কাম হইতে ক্লেদ ছাঁকিয়া ফেলিলে উহা প্রেমে এবং সেই প্রেম হইতে উহা মহা-আবেশে পরিণত হয়। যেমন ইক্ষুরস হইতে গুড় এবং গুড় হইতে শর্করা উৎপন্ন হয়; সেইরূপ কাম হইতে আসক্তি, আসক্তি হইতে প্রেম এবং প্রেম হইতে মহাবেশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যখন প্রেম মহাবেশে পরিণত হয়, তখন আর তাহার নিকট পুত্র, কন্যা, স্ত্রী প্রভৃতির আশক্তির বিশেষত্ব থাকেনা। তখন বিশ্বময় প্রতি পদার্থে ভগবানের মাধুর্য্য লীলা অনুভূত হয়। তখন আর তাঁহার পারিবারিক বন্ধন বা আসক্তি থাকেনা। তাই ঐ দেখ,—

ভগবান্ বিশ্বনাথের স্ত্রীর প্রতি আর আসক্তি নাই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি লক্ষ্য নাই, নিকটস্থ সুরাসুরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই; তিনি কেবল মাত্র প্রেমময় শ্রীহরির মহাপ্রেমের ভিখারী। তিনি এইমাত্র জগদ্দ্রুহ বিশ্বের গরলরাশি পান করিয়াছেন সেই বিশ্বের গরল বা আশক্তির প্রভাব আর তাঁহার উপর কার্য্যকারী নহে।

এখন আর তাঁহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এখন আর তিনি মহেশ্বর নহেন। তাই তাঁহার সাযুজ্যলাভ বা পুরাণকারের হরিহর মুর্ত্তির কল্পনা।

শ্রীভগবানের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা এক মহাসাধনার ফল। মহাযোগী মহেশ্বর এসাধনায় সিদ্ধ। সেই জন্যই যখন দেবতা ও অসুরগণ মোহিনী হস্ত প্রদত্ত অমৃত পানাশায় একান্ত মোহিত হইয়াছেন; কিন্তু শঙ্করের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, পার্থিব সুধার জন্য ব্যস্ত নহেন। ভগবান্ ভক্তকে ফাঁকি দিতে অসমর্থ; সেই জন্য মহাযোগী শম্ভুর নিকট তিনি ধরা পড়িয়াছেন। এস্থলে অন্য সকলে ভগবান্‌কে মোহিনী মুর্ত্তিতে মাতৃরূপে দর্শন করিতেছেন; আর মহেশ্বর সেই অনন্তের সান্তত্বে না ভুলিয়া সেই অনন্তে মিশিবার জন্য প্রধাবিত। তাঁহার অমৃতের প্রতি আগ্রহ নাই, স্ত্রীর প্রতি আসক্তি নাই, কোন দেবতা ও অসুরের প্রতি দৃকপাত নাই; তিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভুলিয়া গিয়াছেন। সেই অনন্তের শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইবার জন্য তিনি একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য উন্মত্তবৎ প্রধাবিত হইয়াছেন।

এ কামের কার্য্য নহে, এ মহাবেশের অমৃত ফল। ইহাতে সংসার ভুলাইয়া দেয়, ইহাতে স্ত্রীপুত্রের প্রতি অসক্তি ছিন্ন করে, বিশ্বের কোন বন্ধন ইহাকে বাধা দিতে সমর্থ নহে। ঐ দেখ মহাদেবী পার্ব্বতীর শতচেষ্টা এখন বিফল হইয়া যাইতেছে। ইহার ফল শান্তের অনন্ত প্রাপ্তি। অজড়ে জড়ের পরিসমাপ্তি জড় অজড়ের মহামিলন এবং ইহাই পুরাণকারের হরিহর মুর্ত্তি কল্পনার প্রধান উপকরণ এবং ইহাই হরিহর মুর্ত্তির প্রকৃত ভাব্য।

শ্রীরতিনাথ মজুমদার।

পণ-পরিনাম।

দীনেশচন্দ্র রায় সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-বংশের সন্তান। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ রীতিমত জমিদারি বড়লোক ছিলেন। বাড়ীতে দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি বারমাসে তের-পার্ব্বণের ক্রিয়া ছিলই, তাহার উপর অতিথি পরায়ণতা এবং নাম ডাকের জন্য

এইবংশ চিরদিনের জন্ম সুবিখ্যাত ছিলেন। কালপ্রভাবে ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় তাহা লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীগণ জ্ঞাতিদের সঙ্গে বিষয় সম্পত্তি লইয়া নানাবিধ মোকর্দ্দমা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। বিষয় সম্পত্তিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়াকাণ্ড সমস্তেরও শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন থাকিবার মধ্যে আছে কেবলমাত্র রায়পুরের রায়দের কৃতকার্য্য সমূহের দেশবিশ্রুত সুনাম, আর আছে বহুদিনের জরাজীর্ণ সুবৃহৎ অট্টালিকা, জঙ্গলপূর্ণ বাগান ও ঘাটালা বাঁধান পঙ্কিলপূর্ণ পুষ্করিণী। কাজেই দীনেশচন্দ্রকে বাধ্যহইয়া পেটের দায়ে চাকরি করিতে হইত। মাসিক একশত টাকা বেতনে কোনও আফিসে তিনি ক্যাসিয়ারের কার্য্য করিতেন।

অবস্থার বিপর্য্যয় হইলেও দীনেশবাবু তাঁহার চিরাভ্যস্ত বনিয়াদিচাল্ কিছুতেই ছাড়িতে পারেন নাই। তিনি অত্যন্ত বিলাস পরায়ণ ছিলেন, সিমলা বা ফরাসডাঙ্গার মিহিধুতি নহিলে তিনি পরিধান করিতে পারিতেন না, দশ, বারটাকা মূল্যের বিনামা ভিন্ন তিনি ব্যবহার করিতেন না। এইজন্য তাঁহার উপার্জ্জনের অধিকাংশই খরচ হইয়া যাইত।

পল্লীগ্রামে 'ম্যালেরিয়া' এবং অন্য নানা অসুবিধা, এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পৈতৃক বাটীর দরজা তালাবদ্ধ করত কলিকাতায় একখানি বাসাভাড়া করিয়া তাহাতে সপরিবারে বাস করিতেন। বাস্তুভিটার দালানাদি আবদ্ধ থাকায়, আরশুলা (তেলাপোকা), চর্ম্মচটিকা (চামচিকা), ও ইন্দুরের আবাসভূমি হইয়াছিল কিন্তু তাঁহার কলিকাতার ভাড়াটীয়া বাসাখানি বেশ সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছাদের আলিন্দে এবং বৈঠকখানা গৃহের বহিঃপ্রকোষ্ঠেও সোপানে চীনদেশীয় প্রস্তুত এবং স্বদেশীয় মাটির টবে নানাবিধ ফুল পাতাবাহার ও ক্রোটনের গাছ, ঘরে ঘরে সুসজ্জিত সুন্দর সুন্দর চিত্রাবলিতে গৃহভিত্তি সুশোভিত ছিল। দীনেশবাবুর বেতনের এক তৃতীয়াংশ এইবাটী ভাড়ায় চলিয়া যাইত; তবে তাঁহার পরিবার অধিক নহে, তাই তাঁহার বিনাঋণে কোন প্রকারে সংসার চলিত। পত্নী বিনোদিনী এবং একমাত্র স্নেহের পুত্তলী কন্যা শোভনাও পিতার আমলের একজন প্রাচীনা বিধবা ভিন্ন তাঁহার আরকেহকে ভরণপোষণ করিতে হইত না।

আফিসের কার্য্যে দীনেশচন্দ্রের বেশ সুনাম ছিল। উক্ত আফিসের বড়সাহেব

অত্যন্ত দয়ালু এবং উদার চরিত্রের মনস্বী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দীনেশকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। বড়সাহেবের প্রিয়পাত্র বলিয়া আফিসের অন্যান্য কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিল। বাঙ্গালীর এই অসূয়া অভ্যাসটী অস্থি-মজ্জাগত। পরের ভাল একাতি কখনও দেখিতে পারে না। তাহা যদি পারিত, পরের সুখে যদি সুখানুভব পরের দুঃখে যদি দুঃখানুভব করিত, তাহা হইলে আজি বাঙ্গালীর এত দুর্দ্দশা হইত না। পরশ্রীকাতরতা এবং হিংসা পাপই অধঃপতনের মূল কারণ।

প্রত্যহ বেলা ১০ ঘটিকার সময় বেথুন কলেজের গাড়ী আসিয়া দীনেশবাবুর বাটীর দরজায় অপেক্ষা করিত। শোভনা পৃষ্ঠে বেণী লম্বিত করিয়া পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া রোজই কলেজে অধ্যয়ন করিতে যাইত। দীনেশবাবু স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন; তাই নিজের মেয়েকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন। শোভনা জননীর নিকট গৃহকার্য্য ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিত। পিতার নিকট হারমোনিয়ম ও পিয়ানো উত্তমরূপে বাজাইতে এবং গান করিতে শিখিয়াছিল।

দীনেশচন্দ্রের আর একটী ভুলধারণা ছিল যে, মেয়ে শিক্ষিতা হইলে বিবাহে অর্থব্যয় হইবে না। তিনি অলঙ্কার অপেক্ষা পোষাক পরিচ্ছদের অধিক প্রিয় ছিলেন, তাই শোভনাকে গহনার পরিবর্ত্তে নানাবিধ পরিচ্ছদে সজ্জিতা করিয়া রাখিতেন। শোভনার হস্তে দুইগাছি সরু সুবর্ণ বলয় এবং কর্ণে দুইটীদুল মাত্র ছিল, কিন্তু ইহাতেই তাহাকে সুন্দর দেখাইত। তাহার আনিতম্ব লম্বিত কৃষ্ণ কেশরাশি আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষুর্দ্বয়, সপ্তমী চন্দ্রবৎ ললাটদেশ, সুডৌল গঠন উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ পিতামাতার মনে সর্ব্বদাই আনন্দ প্রদান করিত। বাস্তবিক শোভনা গৌরাঙ্গী না হইলেও সুন্দরী ছিল। দীনেশবাবু মনে মনে ভাবিতেন, আমার একটী মাত্র মেয়ে, দেখিতে সুন্দরী এবং রীতিমত সুশিক্ষিতা ইহাতে আমার মেয়ের বিয়ের ভাবনা কি? তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বেশ নিশ্চিন্ত থাকিতেন, কিন্তু অদৃষ্ট অজ্ঞাতে নিষ্ঠুর হাসি হাসিত; দীনেশচন্দ্র তাহা কি করিয়া বুঝিবেন! শুধু দীনেশচন্দ্র কেন, এমন নির্ব্বোধ অনেকেই আছেন, যাঁহারা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করেন না, শেষে অনুশোচনায় দগ্ধ হন।

শোভনা যখন দ্বাদশ বৎসরে পদার্পণ করিল, তখন বিনোদিনী তাহার

বিবাহের জন্য বড় চিন্তিতা হইলেন। স্বামী সংসারের কোন বিষয়েই চাহি দেখেন না, কোন কথা বলিলেও তিনি সে কথা কাণে তুলেন না, আর্থি অবস্থাও সেরূপ সচ্ছল নহে; কন্যার বিবাহ হইবে কি প্রকারে? বিনোদিনী শোভনার বিবাহের কথা তুলিলেই দীনেশচন্দ্র হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন বলিতেন, "অতব্যস্ত হচ্ছ কেন, শোভনার বিয়ের জন্য ভাবনা কি? আর একটু বড় হোক, তখন দেখে শুনে বিয়ে দিব; তারজন্য এখন থেকে মাথা ঘামাবার দরকার কি?

দীনেশবাবু মাথা ঘামাইতে নারাজ হইলেও কিন্তু শীঘ্রই তাঁহাকে মাথা ঘামাইতে হইল। কারণ চতুর্দ্দিক হইতে বিদ্রূপবাণ বর্ষিত হইয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল গৃহে, পথে, ঘাটে, মাঠে, আফিসে সর্ব্বত্রই ঐ এক কথা। 'তাহার কন্যার বিবাহের কি হইতেছে জানিবার জন্য সকলেই ব্যস্ত! তাহাদের [illegible] চতুর্দ্দিক হইতে লোকে এই প্রশ্নই করিত, "কিহে! তোমার মেয়ের বিয়ের কি কর্লে? এত বড় আই বুড় মেয়ে ঘরে রেখে পেটে ভাত দিচ্ছ কি করে?' এই প্রকারে অযাচিত আত্মীয়গণ দীনেশবাবুকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। আবার কেহবা মাত্রা বাড়াইয়া শোভনার শিক্ষার বিষয় লইয়া শ্লেষ করিয়া বলিতেন, কিহে মেয়েকি তোমায় রোজগার ক'রে খাওয়াবে নাকি?' ইত্যাদি।

যে দেশের স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে "তাজ্জব ব্যাপারের" সৃষ্টি, সে দেশের লোকে যে মেয়ের বিদ্যাশিক্ষা লইয়া এরূপ নানা কথা বলিবে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে!

দীনেশবাবু ভাবিতেন, তাহার একমাত্র স্নেহের ধন শোভনার বিবাহের জন্য দেশের লোকের এত মাথাব্যথা কেন? এত ঠাট্টা এত ভর্ৎসনা এত তীব্রশ্লেষের তাহাদের কি প্রয়োজন?

চতুর্দ্দিক হইতে এইরূপে মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া দীনেশচন্দ্র শোভনার বিবাহের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইলেন এবং নানাস্থানে মনোমত পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পাত্রী দেখিবার পূর্ব্বেই অনেকস্থলে তিনি জিজ্ঞাসিত হইলেন, "ক" হাজার দিতে পার্বেন?

কি সর্ব্বনাশ! 'ক' হাজার! তাহারত শতটাকারও সংস্থান নাই! সম্বলের মধ্যে বেতনের মাসিক একশতটাকা, তাহাও পরবর্ত্তী মাস শেষ হইবার পূর্ব্বেই

যে সমস্ত ব্যয় করা যায়। তাহার শোভনা অনিন্দ্য সুন্দরী কিন্তু লোকে কোথায়ও তাকে ততসুন্দরী বলে না। কি আশ্চর্য্য! তাহারা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলে' হাঁ মেয়েটার গঠন মন্দনয় বটে, রংটা তত পরিষ্কার নয়, ইত্যাদি' শুনিয়া দীনেশবাবুর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। যাহার বদনমণ্ডলে তিনি বিশ্বের সৌন্দর্য্য-রাশি একত্রিভূত দেখেন, লোকে কিনা তাহাকে বলে কাল। তাহার উপর কন্যা তাহার সুশিক্ষিতা এবং বংশমর্য্যাদাও তাহার কম নহে। বংশাভিমানী দীনেশচন্দ্র বুঝিলেন না যে, এখন আর সে দিন নাই; এখন বংশমর্য্যাদা, শিক্ষায় কিম্বা শুধু রূপে গুণে কন্যার বিবাহ হয় না। এখন রূপ ও রূপা উভয়ই চাই, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যা হইলেও প্রচুর পরিমাণে আকাঙ্খিত অর্থ না পাইলে, এখন কোন ভদ্র-নামধারী ব্যক্তি পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃত হন না।

গৃহে গৃহিণীর ভর্ৎসনা, বাহিরে লোকের গঞ্জনা উভয়দিক হইতেই দিনেশচন্দ্রকে উন্মত্তবৎ করিয়া তুলিল। তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কন্যার বিবাহের জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। সকলেই যখন একবাক্যে বলিতেছিল, 'এখনকার বাজারে হাজার কয়েক টাকা খরচ না করিলে মেয়ের বিবাহ কিছুতেই হইবেনা, শুধু কন্যার রূপ আর তাহার বংশমর্য্যাদা লইয়া কেহ ধুইয়া জল খাইবেনা।' তখন তিনি ভীষণ প্রমাদ গণিলেন এবং বিষম সমস্যার মধ্যে নিপতিত হইলেন; এতদিন পরে তাঁহার বহুদিনের ভ্রম অন্তর্হিত হইল। কিন্তু যিনি কোনও দিন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কার্য্য করেন নাই তাঁহার অপরিনাম দর্শিতার ফল এখন হাতে হাতে ভোগ করিতে হইল। হায়! যে শোভনার জন্মদিনে তিনি জীবন সার্থকজ্ঞান করিয়াছিলেন, যে শোভনা তাঁহার আধারঘর আলোকিত করিয়াছিল মনে করিয়া যাহার নাম রাখিয়াছিলেন শোভনা; সেই কুমারী শোভনা আজি তাঁহার বিষম ভারস্বরূপ হইল। অর্থের সংস্থান তিনি কখনও করেন নাই, আজি অর্থ কোথায় পাইবেন তাঁহার নিকট যে কিছুই নাই।

দীনেশচন্দ্রের গৃহিণী বিনোদিনী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি বহুকষ্টে সংসারের খরচ কমাইয়া কয়েকশত টাকা জমাইয়া ছিলেন, এবং তাঁহার নিজের গায়ে দুচারখানি অলঙ্কার ছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে দীনেশবাবু অলঙ্কার পছন্দ করিতেন না; বিনোদিনীর গায়ে যে দুইচারখানি অলঙ্কার ছিল, তাহা বিবাহকালে

তাহার শিক্ষা দিয়াছিলেন। বিনোদিনী দেখিলেন স্বামী রিক্তহস্তে এবং টাকা টাকা' করিয়া অস্থির চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তখন তিনি শাখারির নিকট হইতে দুগাছি শাখা কিনিয়া উভয় হস্তে পরিলেন এবং গাত্র হইতে সমস্ত গহনা গুলি উন্মোচন করিয়া, উক্ত অলঙ্কার ও তাহার সঞ্চিত টাকা স্বামীর হস্তে দিয়া বলিলেন,—'স্বামিন্; এইটাকা আমি অপনার অজ্ঞাতসারে প্রতিমাসে সংসার খরচ হইতে উদ্বর্ত্তিত করিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলাম, এজন্য দাসী আপনার শ্রীচরণে চির অপরাধিনী এবং লজ্জিতা; কিন্তু আজ এই দুঃসময়ে আপনার শ্রীকর কমলে ইহা যে দিতে পারিলাম তজ্জন্যই আমি অত্যন্ত আনন্দিতা। এই টাকা এবং অলঙ্কারগুলি বিক্রি করে যে টাকা হয় তদ্বারা শোভনার বিয়ে দিন তা নইলে লোকের কাছে আর মুখ দেখাইতে পারি না গহনা আবার সুবিধামত করিয়া লইলেইতো হইবে, সম্প্রতি যে কোন প্রকারে ইহাদ্বারা এখনকার কর্ত্তব্য সম্পাদন করুন; নৈলে নাথ লোকের বিদ্রূপ ও নিন্দা আর সহ্য হয় না।' বলা বাহুল্য আত্মীয় বন্ধু এবং প্রতিবেশী প্রভৃতি কেহই তাহাদিগকে গঞ্জনা দিতে বিরত হইত না।

স্ত্রীর গায়ের গহনাগুলি লইতে দীনেশের অস্থিপঞ্জর যেন ভাঙ্গিয়া গেল, কিন্তু কি করিবেন উপায় নাই, মেয়ের বিবাহ'ত দিতে হইবে। বাঙ্গলার এই কন্যা-দায়ের বরপণের জন্য কত আনন্দময় গৃহহইতে যে চিরতরে সুখ শান্তি ও আনন্দ অন্তর্হিত হইয়াগিয়াছে এবং এখনও নিত্য হইতেছে, তাহা কেহ কি অনুভব করিতেছেন?

সম্ভবত নয়, কেননা তাহা হইলে কি দেশের এই দশা হয়। হায়; বাঙ্গলার ঘরে ঘরে এইরূপ নানাপ্রকারের শোচনীয় অবস্থা, তথাপি কাহারও সেদিকে দৃষ্টি নাই।

দীনেশ বাবু স্ত্রীর প্রদত্ত টাকা এবং গয়না লইয়াও কিছু করিতে পারিলেন না। সে কয়েকখানি অলঙ্কারের মূল্যইবা কত? অনেক স্থানে, অনেকের দ্বারে ঘুরিয়া অবশেষে তিনি ইহা ভালরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, অন্ততঃ ৪।৫ হাজার টাকা খরচ করিতে না পারিলে, কন্যা সৎপাত্রে অর্পণ করিতে পারিবেন না, আর বাপ হইয়া কোন প্রাণে যে সে একটা লোকের হাতে আদরিণী কন্যাকে সমর্পণ করিবেন। তাই তিনি আত্মহারা হইয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন

"যে রূপেই হউক টাকা সংগ্রহ করিয়া কন্যাকে সৎপাত্রে দিব। তাহার পর নিজের অদৃষ্টে যাহাই হউক। আমার একটা বৈ'ত আর মেয়ে নাই।

দেখিয়া শুনিয়া তিনি একটী পাত্রও মনোনীত করিলেন। পাত্রটী বি, এস্, সি, পাশ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছিল, দেখিতেও বেশ সুশ্রী। পাত্রের পিতা মহাশয় নগদ তিন হাজার টাকা এবং দেড় হাজার টাকার গহনা ভিন্ন কিছুতেই পুত্রের বিবাহ দিবেন না এই শেষ অভিমত ব্যক্ত করিলেন। উপসংহারে বলিলেন, দীনেশ বাবু ভদ্র লোক,—দীনেশ বাবুর কথায় তিনি আপ্যায়িত হইয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার সহিত কুটুম্বিতা করিতে ইনি আগ্রহান্বিত হইয়াছেন ; তাই এত অল্পে তিনি সম্মত হইলেন, নচেৎ—গ্রামের ঘোষেরা নগদ পাঁচটী হাজার টাকা দিতে চাহিয়াছিল তিনি তাহাতেও স্বীকৃত হন নাই।

দীনেশচন্দ্র দেখিলেন কোনও প্রকার পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে না পারিলে তাঁহার কন্যার ভাল ঘর বর হয় না। বরের মূল্য তিন হাজার, কন্যার গহনার জন্য দেড় হাজার, এবং বিবাহের খরচ, ও ফুলশয্যার তত্ত্ব প্রভৃতিও তাঁহার পাঁচ শত টাকার কমে কিছুতেই হইবে না। কাজেই তাঁহাকে যে রূপে হউক পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে।

বিনোদিনী শুনিয়া নিষেধ করিলেন, তিনি বলিলেন অত টাকা কোথায় পাবেন ? মেয়ে খেতেপরতে পায়, এম্নি দেখে, আমাদের অবস্থামত অল্পব্যয়ে একটী পাত্র দেখে শুনে দেন। "ঢের দেখেছি, খেতে পরতে পায় এমনি দেখে দিতে গেলেই চার পাঁচ হাজার টাকার কমে হয় না। কি করব বল, মেয়ের বিয়েত দিতে হইবে ; বাপ পিতামহের নাম ডুব্‌ব কি ?"

দীনেশ বাবু তাঁহার পৈতৃক ভদ্রাসনখানি বন্ধক দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, কিন্তু সেই পল্লী গ্রামের পুরাতন জরাজীর্ণ জঙ্গলপূর্ণ বাড়ী বন্ধক রাখিয়া আটশত টাকার অধিক কেহই দিতে চাহিল না। দীনেশচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা পক্ষে মাত্র আটশত টাকাতেই বাড়ীখানি বন্ধক রাখিলেন, নচেৎ তাঁহার মেয়ের বিবাহ হয় না। কিন্তু ইহাতেই বা কি হইবে ? বাড়ী বন্ধকের টাকা এবং বিনোদিনীর প্রদত্ত টাকায় ও গহনায় দুই হাজার মাত্র সংগ্রহ হইল। এখনও তিন হাজার টাকা চাই, তাহা সংগ্রহ হইলে তবে শোভনার বিবাহকার্য্য

শোধ করিতে পারেন না কিন্তু জানি না কি ভাবিয়া দীনেশ বাবু নিশ্চেষ্ট হইলেন না। কুপাপাত্র কারয়া শোভনার বিবাহের দিন পর্য্যন্ত স্থির করিয়া ফেলিলেন। স্বামীর কার্য্য দেখিয়া বিনোদিনী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন; কোন কথা বলিতে তাহার সাহস হইল না। কারণ ইদানীং তিনি কোন কথা বলিলেই, দীনেশ বাবু অত্যন্ত চটিয়া উঠিতেন; তাঁহার যে মস্তিষ্ক স্থির ছিল, এরূপ বোধ হইত না। নানাপ্রকার আশঙ্কায় বিহ্বলচিত্তা বিনোদিনী তাহার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইতে লাগিলেন।

অতঃপর শোভনার বিবাহের দিন যখন দীনেশ বাবু নির্জ্জনে তিন হাজার টাকার নোট এবং স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রাপূর্ণ একটী ছোট থলিয়া তুলিয়া রাখিবার জন্য তাহার হাতে দিলেন, তখন কি জানি কেন কি এক অজ্ঞাত বিপদাশঙ্কায় বিনোদিনীর হৃদয়টা ভয়ানক কাঁপিয়া উঠিল, তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না করুণস্বরে বলিলেন 'দেখুন, এত টাকা আজ কোথা হইতে পেলেন?' দীনেশ বাবু একটু চিন্তা করিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ শুষ্ক হাসির রেখা অঙ্কিত করতঃ কিছু অস্পষ্টভাবে বলিলেন,—"ও টাকাটা একজন বন্ধুর হ'তে পাওয়া গেছে।"

শোভনার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নগদ তিন হাজার টাকা এবং দেড় হাজার টাকার স্বর্ণালঙ্কার বৈবাহিকের পদপ্রান্তে কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক অর্পণ করিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র রায় মহাশয় বি, এস, সি পাশ করা জামতা লাভ করিলেন। তাহার পর ফুলশয্যার তত্বতে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে মিষ্টান্ন এবং নানাবিধ দ্রব্য-সম্ভার যথারীতি প্রেরণ করিতে কোনটীতেই ত্রুটী করেন নাই। হতভাগ্য দীনেশচন্দ্র একটী কন্যার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াও কিন্তু নব কুটুম্বের মনস্তুষ্টি সাধন করিতে সক্ষম হইলেন না।

জুতা জোড়াটা একটু খেলো হইয়াছে বলিয়া শোভনার শাশুড়ী ঠাকুরাণী প্রথম যাত্রাতেই নূতন বেয়াই মহাশয়কে 'অভদ্র' 'ছোট লোক', 'জোচ্চর' 'কাই কারবার জানে না'—ইত্যাদি নানাপ্রকারের অভিনব সুমিষ্ট আখ্যাথারা উচ্চকণ্ঠেই অভিনন্দন করিয়াছিলেন। দীনেশ বাবুর বাড়ীর প্রাচীনা দাসী তত্ব লইয়া গিয়াছিল, এই সকল মধুর সম্ভাষণ শ্রবণে সে অত্যন্ত দুঃখিত চিত্তে

[illegible] আদিয়া আবেগ ও বিমোহনার নিষ্ঠুর সকল কথা ব্যক্ত করিল। দীনেশ বাবু ইহা শুনিয়া কেবলমাত্র একটু হাসিলেন।

শোভনার বিবাহের কয়েক দিবস পরে দীনেশচন্দ্র যে অফিসে কার্য্য করেন, সেই অফিসে একটা মহা হুলস্থূলকাণ্ড পড়িল। [illegible] বড় সাহেব স্বয়ং হিসাবপত্র পরীক্ষা ও তদন্ত করিতেছিলেন; তিনি অবশেষে ক্যাস মিলাইতে গিয়ে দেখিলেন, তিন হাজার টাকার অমিল হইতেছে। ইহাতে সাহেব অত্যন্ত বিস্ময়াবিত হইলেন এবং বারংবার তন্ন তন্ন করিয়া কাগজপত্র ও হিসাবাদি দেখিতে লাগিলেন।

কিন্তু কিছুতেই ভুল পাইলেন না অথচ তহবিলে তিন সহস্র টাকা নাই। ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, ইহার কারণ কি? টাকা কোথায় গেল কি রহিল, এবং কি করিয়া এরূপ হইল? আফিসের কর্ম্মচারী দিগকে আহ্বান করিয়া প্রথমত অতি ধীরভাবে এসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া তাহার কোন সদুত্তর না পাওয়ায় ক্রমে রাগিয়া অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং তাহাদিগকে ভয়ানক তাড়না করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহ কিছুই বলিতে পারিল না। কর্ম্মচারীবৃন্দ ভাবি আসঙ্কায় অহরহ কম্পমান্ হইলেন, কার চাকরি যায়,—কার জেল হয়।

ধনাধার লোহার আলমারী, তাহা দুইটী তালা দ্বারায় আবদ্ধ করা হয়, উক্ত তালার চাবি ৪টীর মধ্যে ২টী বড়সাহেবের নিকট, অপর ২টী ক্যাসিয়ার দীনেশবাবুর নিকট থাকে। কন্যার বিবাহোপলক্ষে দীনেশচন্দ্র কয়েক দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করেন, সে সময় উক্তচাবী সাহেবকে দিয়া গিয়াছেন। সাহেব [illegible] কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট [illegible] দীনেশচন্দ্রকে ডাকিবার আদেশ দিলেন। প্রেরিত [illegible] প্রত্যাগত হইয়া সংবাদ জানাইল দীনেশবাবু বাটীতে নাই; কোথায় [illegible] বাটীর কেহ জ্ঞাত নহেন। সকলে দীনেশচন্দ্রকেই সন্দেহ করিতে লাগিলেন। [illegible] সময় পুলিশে সংবাদ দেওয়া হইল এবং বিশেষ তদন্ত চলিতে লাগিল। পুলিশ তদন্তেও সন্দেহ দৃঢ়তর হইল এবং বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। [illegible] দীনেশকে গ্রেপ্তার করিতে দেশে বিদেশে পুলিশ [illegible] অনুসন্ধান চলিতে লাগিল কিন্তু তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

[illegible] আজ বিরোধিনী নিতান্ত দুর্দ্দশায় নিপতিতা। যে বিরোধিনী একদিন [illegible] সমস্ত জগত সংসার [illegible] দেখিত [illegible]

[illegible] বেদনা কে বুঝিবে। [illegible] প্রদেশের অধিক [illegible] স্বামীর [illegible] অমঙ্গলাশঙ্কায় একান্ত বিকৃতচিত্তা হইলেন। অতি দুঃখে [illegible] একরূপ মৃত সদৃশাবস্থায় তাহার কষ্টের দিনগুলি কোনমতে কাটিতে লাগিল। দীনেশচন্দ্র পল্লীগ্রামকে জঙ্গলাদেশ, ম্যালেরিয়ার আকর, ইত্যাদি ধারণা করিয়া বাল্যবন্ধু ও আত্মীয় বান্ধব পূর্ণ যে পবিত্র জন্মভূমির মায়া বহুদিবস হইল স্বেচ্ছা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া সহরবাসী হইয়াছিলেন, সহরে আসিয়া অযাচিত-ভাবে অনেক আত্মীয় ও বন্ধু আসিয়া জুটিয়াছিল। কিন্তু আজ এই দুর্দ্দিনে বিলাসপূর্ণ সহরের কোন বন্ধু বান্ধবই তাহার সহায়হীনা নিরাশ্রয়া পত্নীর দুঃখে দুঃখার্ত্ত হইয়া একবার ফিরিয়াও তাকাইল না বিনোদিনীর শোচনীয় অবস্থায় [illegible] একটুও সহানুভূতি প্রকাশ করিল না বরঞ্চ তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার প্রাণারাধ্য স্বামীর বিরুদ্ধে নানাপ্রকার তীব্র সমালোচনা করিয়া মরম-বেদনার মাত্রা বৃদ্ধি করিতেছিল।

এই সমস্ত দুঃসংবাদ শোভনার শ্বশুরালয়ে পৌঁছিতে অধিক সময় লাগে নাই, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় বেয়াই মশাই এদিকে একবার ভ্রূক্ষেপও করিলেননা জামাতা সুবোধচন্দ্র দু একবার আসিয়া ছিলেন, একবারে কিছু টাকাও শশ্রূমাতাকে দিয়াছিলেন কিন্তু চিরদিনের আত্মমর্য্যাদা রক্ষাকারিণী তাহা কোনমতেই গ্রহণ করিতে পারেন নাই। দুঃসময়ে পড়িলেও তিনি এপর্য্যন্ত এই দুঃখের কাহিনী কাহাকেও জানান নাই অথবা কাহারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। শ্রীমান্ শ্রীসুবোধচন্দ্র মিত্র জামাতা বাবাজীকে পড়ার জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রুরকিতেই অধিক সময় থাকিতে হইত।

বিনোদিনীর পিতা অনেক দিবস হইল পরলোক গমন করিয়াছেন; ভাই ও ভগিনী নাই কেবল মাত্র স্নেহময়ী মাতা আছেন; তিনি দুঃখের দশায় নিপতিতা হইয়া বর্ত্তমানে ৺কাশী বাসিনী।

কন্যার বিবাহ, আফিসের টাকা অপহরণ, আকস্মাৎ সকলের অজ্ঞাতসারে দীনেশের অন্তর্দ্ধান এবং অর্থাভাবে মনস্তাপে ক্ষীণা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীর [illegible] দুরবস্থার সংবাদ নানাপ্রকারে অতিরঞ্জিত হইয়া রামপুরে দীনেশের আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের কর্ণে পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল; কারণ ইত্যগ্রেই বলিয়াছি [illegible] পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই দীনেশ জন্মভূমির সম্বন্ধ ভুলিয়াছিলেন ইদানীং

তিনিও রায়পুরের কোনই সংবাদ লইতেন না, রায়পুর বাসিগণও দীনেশের কোনরূপ সংবাদ লওয়া ততটা আবশ্যক মনে করেন নাই। কিন্তু যখন তাঁহারা এই সমস্ত বিষয় পরম্পরা অবগত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে দীনেশের জন্য ব্যাকুলান্বিত হইলেন, এবং কেহ কেহ দীনেশের প্রতি মমতা বশতঃ কর্ত্তব্য-জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিনোদিনীকে দেশে আনিবার জন্য দীনেশের কলিকাতার বাটীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ইহারা উক্ত শ্রীমতীকে দেশে নিয়ে যাবার জন্য অত্যন্ত প্রয়াসী হইলেন, কিন্তু লজ্জায় ও মনকষ্টে অভিভূত বিনোদিনী প্রথমে কোনমতেই দেশে যাইতে স্বীকৃত হন নাই, তাঁহাদিগের বিশেষরূপ ব্যগ্রতায় এবং নিজেও আর কোন উপায় না দেখায় একান্ত অনিচ্ছাসত্বে অবশেষে দেশে যাওয়াই কর্ত্তব্য মনে করিলেন। সহরের সেই ভাড়াকরা সুন্দর বাড়ীখানি, যে বাড়ী তাঁহার প্রাণের অধিক প্রিয়তম স্বামী বহুযত্নে সুসজ্জিত করিয়া লইয়াছিলেন এবং যে বাড়ীতে বহুদিবস যাবত স্বামী সঙ্গে একমাত্র স্নেহাধিকা বালিকা কন্যা শোভনাকে লইয়া কতই আনন্দের সহিত দিনপাত করিতেন, যে বাটীর সহিত তাঁহার স্বামীর অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে, আজ অবস্থার নিপীড়নে সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া যাবার বেলা বিনোদিনীর অন্তঃকরণ শতধায় বিচূর্ণ হইতে লাগিল। সে সময়ে অনেক দিনের অনেক সুখের ও দুঃখের কথা মনোমধ্যে উদিত হইয়া তিনি স্বামীবিরহে অত্যন্ত শোকাকুলা হইলেন। কি করিবেন সমস্তই কর্ম্মফল! তাই আজ নিরুপায়াবস্থায় অতিকষ্টের সহিত পুরাতন সেই বৃদ্ধ পরিচারিকাকে লইয়া আত্মীয়দিগের সাহায্যে ও সঙ্গে রায়পুর আসিতে হলাই।

দেশে আসিয়া সেই বহু দিবসের আবদ্ধ অবস্থায় পরিত্যক্ত অট্টালিকাতে অনেক দিনের পরে পুনরায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বামীকুলেরদ্বারা পরিসেবিত সেই পবিত্র ভূমিকে কৃতজ্ঞচিত্তে ভক্তিতে পুলকিত হইয়া বারম্বার সাষ্টাঙ্গে আভূমি প্রণিপাত করিতে লাগিলেন। দেশস্থ আত্মীয় বান্ধবগণ দীনেশের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ করিয়া স্নেহার্দ্রচিত্তে সকলেই অযাচিতভাবে অর্থাদি এবং সাধ্যানুরূপ সর্ব্বদা [illegible] নানাপ্রকার সাহায্যদ্বারা পরিচারিকাসহ বিনোদিনীর কোন প্রকার কষ্ট বা অসুবিধা না হয় তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। স্বামীর নিরুদ্দেশাবধি [illegible] বিনোদিনী অনেক দিনই নির্জ্জলা উপবাস এবং কোন

কোন্নগর একবার মাত্র আত্মপাপাচার কিম্বা অঙ্গীকার করিতে অভ্যাস করিতেছিলেন। অনেক সময়ই নির্জ্জনে তদ্গতচিত্তে তাঁহার চিরারাধ্য অভীষ্টদেব স্বামীর গভীর ধ্যানে তিনি নিমগ্ন থাকিতেন। সময়ের স্রোতে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হয়, কালস্রোতের আবর্ত্তনে অনেক বিষয়ই বিস্মৃতির অতলগর্ভে নিমজ্জিত হইয়া যায়, তখন আর তাহার কোন অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু কর্ম্ম ব্যতিত কর্ম্মের ক্ষয় বা শেষ হয় না।

মূল ঘটনার বহুদিবস পরে দীনেশচন্দ্রের কথাটাও তেমি অনেকেই বিস্মৃত হইয়া ছিলেন, তখন আর সে আন্দোলনটা কেহই মুখে শুনা যাইত না। এমি সময়ে দীনেশ যে আফিসে কাজ করিতেন ঐ আফিসের বড়সাহেব তাহার কুঠীর সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় একদিন বেলা সার্দ্ধ দুই ঘটিকায় সময় ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় একখানি দৈনিক সংবাদপত্র পাঠে মনোযোগী আছেন, তৎকালে অত্যন্ত মলিনবেশ, রুক্ষকেশ, শীর্ণদেহ, নগ্নপদ সমস্ত্র্প উন্মাদের প্রায় একব্যক্তি তাঁহার সম্মুখদ্বারে দেখাদিল। সাহেব কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক থাকিয়া উপস্থিত ব্যক্তির প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি নিপতিত হওয়ায় চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি ?" কি চাও ?, আগন্তুক সাশ্রুলোচনে করযোড়ে সাহেবকে বলিল "সাহেব ! আমার প্রতিপালক অন্নদাতা, স্নেহময় সাহেব। আমি চোর, আমি বিশ্বাস ঘাতক, আমি নিষ্ঠুর নরাধম পশু। আপনার টাকা চুরি করিয়া পলায়ন করতঃ এতদিন ছদ্মবেশে গা ঢাকা দিয়াছিলাম। আজ স্বেচ্ছায় ধরাদিতে আসিয়াছি আমাকে দণ্ড দিন, আমাকে জেল দিন।

দয়ালু সাহেব বলিলেন, "কে, দীনেশ বাবু! এত দিন কোথায় ছিলে? দীনেশচন্দ্র তখন কন্যার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের কথা, সমাজের কথা, টাকা অপহরণ করিবার কথা, নিজের অবস্থার কথা সমস্ত বিষয় বিস্তারিত আনুপূর্ব্বিক সংবাদ সাহেবের নিকট নিবেদন করিলেন, আরও বলিলেন, সাহেব! আমি ভদ্রবংশের ছেলে, কিন্তু ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আজ আমি চোর লোকসমাজের ঘৃণাস্পদ, অবিশ্বাসী এবং পলাতক আসামী। প্রথমে অজ্ঞাতে মুখটা লুকাইয়াছিলাম, কিন্তু ঐরূপ লুকাইয়া জীবনধারণ আমার পক্ষে এখন অসহনীয় হইয়াছে। আমার নিজের কুকার্য্যের কথা মনে পড়িয়া

আমাকে দিবানিশি দগ্ধ করিতেছে। এ কি যন্ত্রণা, তাহা আপনাকে বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। ইহার চেয়ে জেলে যাওয়াও আমার পক্ষে অধিক কষ্টকর হইবে না, তাই আজ আমি আপনার কাছে ধরা দিতে আসিয়াছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার যাহাতে দণ্ড ভোগ করিতে হয় তাহা করিয়া দিন। আমার পাপের কিছু শাস্তি হউক। সাহেব দীনেশচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি দীনেশচন্দ্রের সকল কথা মনোযোগ সহকারে শুনিলেন; শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "দীনেশ বাবু! তুমি আগে কেন একথা আমায় জানাও নাই? তুমি কাজ অত্যন্ত গর্হিত করিয়াছ সত্য; কিন্তু অত্র দেখিতেছি তজ্জন্য তুমি যথেষ্ট অনুতপ্ত ও শাস্তি ভোগ করিয়াছ। তুমি যেখানে ইচ্ছা যাও। আমি আর তোমার কোন শাস্তির জন্য চেষ্টা করিতে ইচ্ছুক নহি। আমি আজ তোমাকে মনে প্রাণে ক্ষমা করিলাম এবং জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনিও যেন তোমাকে ক্ষমা করেন।

হায়! বঙ্গদেশে এই বরপণের জন্য যে এই প্রকার কত গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, কত গৃহ হাহাকারে পূর্ণ হইয়াছে; কত গৃহ একেবারে উৎসন্ন গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। তথাপি এ দারুণ প্রথা দেশ হইতে দূরীভূত হইল না, বরং দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। জানি না কত দিনে এ রাক্ষসী প্রথার উচ্ছেদ হইবে। কন্যাদায়ে কত জনের বাস্তু ভিটাটী পর্য্যন্ত গিয়াছে এ ঘটনা বিরল নহে। বড় দুঃখের বিষয় তথাপিও দেশের লোকের এ বিষয়ে সুদৃষ্টি নাই। সহানুভূতিটুক সংবাদপত্রে মাসিকপত্র কিংবা বড়জোর নাটক নভেলের পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অলঙ্কৃত করে, তাহার অধিক কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

কায়স্থ কুলতিলক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দেববর্ম্মার কঠিন পীড়ার সংবাদে

মর্ম্মোচ্ছ্বাস।

মহাপুরুষ! অপেক্ষা করুন। এখনও আপনার মহাপ্রস্থানের সময় হয় নাই। কায়স্থের জাতীয় জীবনের উত্তরায়ণ গতির এখনও

বিলম্ব আছে। হতভাগ্য কায়স্থ জাতির ভবিষ্যৎ অদৃষ্টাকাশে শিবরাত্রির সলিতার মত একমাত্র আপনি এখনও নিজ জ্যোতিতে দীপ্তিমান রহিয়াছেন; আর সব কেহ বা নিবিয়াছে, কেহ বা ছিন্ন-মেঘ সম নষ্ট হইয়াছে, কেহ বা স্বার্থান্ধতা বশতঃ জ্যোতি ভ্রষ্ট হইয়া ম্লান হইয়া গিয়াছে। শ্রীভগবান আপনাকে ভীষ্ম দেবের মত ইচ্ছা-মৃত্যু বরদান করুন, আপনি সেই দেবব্রত ক্ষত্রিয়তিলকের মত আপনার ব্রত উদ্‌যাপন করুন; অস্তমিত ক্ষাত্রপ্রতিভা নবশক্তিতে সঞ্জীবিত হইয়া স্বার্থান্বেষী, জাতিবিদ্বেষীর সম্মিলিত বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত করিতে এখনও সমর্থ নহে। এখনও কায়স্থদিগের আত্মকলহের নিবৃত্তি হয় নাই। সম্বদ্ধ কায়স্থসন্তান দুষ্কর্ষ কলঙ্কের পঙ্কচ্ছেদনে এখনও অসমর্থ। কায়স্থের জাতীয় কলঙ্ক শূদ্রত্বাপবাদ মোচনার্থ কোন চেষ্টা করা দূরে থাক্ যাহাতে সেই কলঙ্ক আরও পরিস্ফুট হয়— আসল কাজ কিছু হউক না হউক যাহাতে নিজেদের দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী কর্তৃত্ব বজায় থাকে কায়স্থসভা তাহাই করিতে ব্যস্ত। স্বার্থ সংরক্ষণে মোহান্ধ, স্বকার্য্যে রত, পরধনে নেতৃত্ব, অনর্থক অর্থব্যয়, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশূন্য ইত্যাদি জাতীয় অবনতির ও গ্লানির যতগুলি উপাদান আবশ্যক সমস্তগুলিই সভাতে বর্ত্তমান, আর বিদেশীয় দরিদ্র, নিরীহ, উৎপীড়িত স্বজন পরিত্যক্ত, গুরুপুরোহিত-বর্জ্জিত উপবীতী স্বজাতি কাতর নয়নে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ঐ সভার দিকে তাকাইয়া দিন গণিতেছে। স্থানে স্থানে অত্যাচারের জ্বালায় কায়স্থসন্তান উপবীত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছেন। এ সকলের কারণ নির্ণয় ও প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে হইলেই সভা শবাকার ধারণ করেন; তহবিলে টাকা থাকে না. আর লম্ফঝম্ফ করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে সাধারণের অর্থের অপব্যয় করিতে সভার মৃত দেহে জীবনীশক্তির স্পন্দন দেখা যায়। অথচ কায়স্থের জাতীয় কলঙ্কের মোচন জন্যই সভার সৃষ্টি হইয়াছিল।

তাই বলিতেছিলাম এই জাতীয় জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে, হে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ! এখনও আপনার ব্রত অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। হে নিঃস্বার্থ কর্ম্মবীর! আপনার স্বার্থশূন্যতা, একনিষ্ঠা ও স্বজাতি কল্যাণে তন্মুমন ধন নিয়োগ এই স্বার্থান্ধ, মোহান্ধগণের চক্ষুরুন্মিলনে সমর্থ হউক—আপনার উদার মহান্ শান্ত শুদ্ধভাবে ইহারা অনুপ্রাণিত হউক—আপনার আদর্শে ইহারা ধন্য হউক—আপনার সাধনায় ইহারা মানুষ হউক—ইহাদের মনুষ্যত্ব ফিরিয়া আসুক—হে ভগবান!!

শ্রীসরলচন্দ্র অগ্নিহোত্রী

বর্ষয়স্থ ধর্ম্মপ্রচারক

ও

লেকচারার, বেঙ্গল, পবলিসিটি বোর্ড

(কলিকাতা)

ভারতীয় মহাসমিতির (CONGRESS) অধিবেশন

এই বৎসর দিল্লীতে উক্ত মহাসমিতির অধিবেশন হয়। বিগত ২৬শে ডিসেম্বর মোতাবেক [১১ই পৌষ] বৃহস্পতিবার প্রথম অধিবেশন। ২৭শে ডিসেম্বর শুক্রবার (১২ই পৌষ) কোন্ কোন্ বিষয় আন্দোলন হইবে তাহার জন্য একটী সমিতি হয়। ২৮শে ডিসেম্বর (১৩ই পৌষ) শনিবার ২য় অধিবেশন। ২৯শে ডিসেম্বর রবিবার (১৪ই পৌষ) তৃতীয় অধিবেশন। ৩০শে ডিসেম্বর সোমবার (১৫ই পৌষ) চতুর্থ অধিবেশন। ৩১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার (১৬ই পৌষ) শেষ অধিবেশন। ডাক্তার কিচিলুউর আমন্ত্রণে স্থির হইল যে, আগামী বর্ষের অধিবেশন অমৃত সহরে হইবে। গত

র্ষের বোম্বাই নগরের অধিবেশন অপেক্ষা এই বর্ষের দিল্লী নগরীর অধিবেশন বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এই বর্ষে প্রতিনিধিগণের সংখ্যা অধিক ছিল। হিন্দু, মুসলমান, জমিদার, প্রজা, মহাজন প্রভৃতি সকলপ্রকার সম্প্রদায়ই যোগদান করিয়াছিলেন। কোন কোনও রাজনৈতিক ভারতবর্ষীয়দিগকে মূক বলিয়া বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা এই সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা কোন কর্মেই মূক নহেন। নিজের সর্ত্ত সামর্থ্য জন্য তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন। কায়স্থ জাতির রাজনৈতিক নেতা স্যার রাসবিহারী ঘোষ ফরিদপুরের মাননীয় অম্বিকাচরণ মজুমদার, দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুর, ডাক্তার তেজ বাহাদুর সপ্রু ইহারা নিজে উপস্থিত হইতে না পারিয়া সহানুভূতিপত্র লিখিয়াছিলেন। মধ্যপন্থীদিগের প্রধান নেতা মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহোদয় এবং স্যার শঙ্করন্যোয়ার কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন।

২। প্রথমাধিবেশন অপরাহ্ন ১ ঘটিকার সময় কার্য্যারম্ভ হয়। মাননীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য এই অধিবেশনের সভাপতি স্বরূপে যখন মহাসমিতির সুবিস্তীর্ণ ধ্বজপতাকায় সুসজ্জিত পাণ্ডালে প্রবেশ করিলেন তখন প্রতিনিধিগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন। তদনন্তর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হাজী হাপিজ খাঁ একটী বক্তৃতা পাঠ করেন। তিনি বিশেষ জোরের সহিত বলেন যদি কর্ত্তৃপক্ষগণ স্বায়ত্বশাসন ভারতবর্ষীয়দিগকে দিতে চাহেন তবে সমস্ত বিভাগগুলি তাহাদিগের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের হস্তে দেওয়াই কর্ত্তব্য। মাননীয়া আনি বেসান্ত ও তদনন্তর সভাপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সকল নেতাগণই এক বাক্যে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে সভাপতিত্বে বরণ করেন। সকলের প্রার্থনানুসারে সভাপতি মহাশয় প্রথমতঃ প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল মুখে মুখে বক্তৃতা করেন। তৎপর সভাপতির লিখিত বক্তৃতা পঠিত হয়। পাশ্চাত্য

সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ যে প্রকার অর্থ ও সৈন্য দ্বারা আমাদের প্রিয় সম্রাটের সাহায্য করিয়াছিলেন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে তাঁহাদের যে ঐকান্তিক বাসনা তাহাও তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন।

৩। বিগত ২৭শে ডিসেম্বর কোন্ কোন্ বিষয় সম্মিত্তিতে আলোচিত হইবেক তাহার প্রস্তাবগুলি নির্দ্দিষ্ট করা হয়। ২৮শে ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় সর্ব্বপ্রথমে প্রতিনিধিগণ রাজভক্তি সম্বন্ধে প্রস্তাবটী পরিগৃহীত করেন। ২য় প্রস্তাব স্বায়ত্ব শাসন সম্বন্ধে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল প্রস্তাব করাহইয়াছে তাহাই সমর্থন করা হয়। ৩য় প্রস্তাব সম্রাটের অধীনে যে সকল কার্য্যের আমরা উপযুক্ত হইয়াছি তদ্বিষয় আলোচনা করা হয়। ৪র্থ প্রস্তাবে সেনা বিভাগের কমিশনে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রবেশাধিকার আলোচিত হয়। ৫ম প্রস্তাবে বিগত বর্ষের বম্বে সমিত্তিতে স্বায়ত্বশাসন সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তৎসম্বন্ধে নূতন কয়েকটী বিষয় আলোচিত হয় এই সময় মধ্যপন্থী এবং চরমপন্থী দিগের তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়। এই প্রস্তাবের তর্ক-বিতর্কেই সমিত্তির কার্য্য শেষ হইয়া যায়। সম্পাদক

সমালোচনা।

ব্রাহ্মণসমাজ—মাসিকপত্র পৌষসংখ্যা।—উক্ত সংখ্যার পরিশিষ্টে সংবাদস্তম্ভে ত্রিপুরা জিলান্তর্গত সাহাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর ন্যায়রত্ন মহাশয় বঙ্গী ব্রাহ্মণসমাজের সম্পাদকের নিকট যে একখানি পত্র লিখিয়াছেন তাহাই আমাদে আলোচ্য বিষয়। উক্ত পত্র এবং তাহার সমর্থক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র সেন নাজি কশবা মুনসেফী আদালত প্রমুখ ৩৫ নিবেদক কয়েক জনের নাম উল্লিখি

হইয়াছে তাহারা কি সকলেই বলিতে চাহেন যে বঙ্গীয় সমস্ত কায়স্থই শূদ্র, ক্ষত্রিয় নহে। উক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় বলিতেছেন—"আমি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থক বলিয়া ত্রিপুরা গাইডে পূজার পূর্ব্বে আমার নামে এক দুর্নাম প্রকাশিত হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে আমি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্ব সমর্থক নহি, বা তাহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিনা। ইত্যাদি আমাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ন্যায়রত্ন মহাশয় পাণ্ডববর্জ্জিত ত্রিপুরা দেশ হইতে সমাগত তত্রস্থ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য মহাশয় দিগের আচারাদি কি প্রকার তাহাও আমরা বিশেষ ভাবে জানিনা। ন্যায়রত্ন মহাশয় বলেন তত্রস্থ কায়স্থগণ শূদ্রের ন্যায় মাসাশৌচ প্রতিপালন করিয়া থাকেন। মাসাশৌচ প্রতি-পালন করিলেই যে শূদ্র হইয়া যাইবে ইহা কখনই হইতে পারে না। আচার ব্যবহারের বিভিন্নতায় জাতির নিত্যত্ব বিনষ্ট হয় না। কায়স্থ যে ক্ষত্রিয় জাতি তাহা সকলেই জানেন। আজ প্রায় ১২ বৎসর অতীত হইল অর্থাৎ বিগত ১২৫৩ সনের ২২শে আশ্বিন তারিখে ভাটপাড়া নিবাসী গৌড়দেশের গুরু হলধর তর্কচূড়ামণি প্রমুখ ৩৯ জন বঙ্গীয় প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণ বঙ্গীয় কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার পর এযাবৎ বহু কায়স্থ ক্ষত্রিয়ত্বজ্ঞাপক যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া ত্রয়োদশ দিনে শ্রাদ্ধাদি করিতেছেন তাহা কি ন্যায়রত্ন মহাশয় জানেন না। আজ সহসা ন্যায়রত্ন মহাশয় বঙ্গীয় কায়স্থকে শূদ্র বলিতে লজ্জা বোধ করিলেন না। তিনি এই ১২ বৎসর কোন দেশে ছিলেন? এবং ব্রাহ্মণসমাজের সম্পাদকদ্বয় কায়স্থের শূদ্রত্বজ্ঞাপক পত্র মুদ্রিত করিয়া ব্রাহ্মণসমাজ পত্রের গৌরব নষ্ট করিতেছেন। আমরা বৃহন্নারদীয় পুরাণে পাঠ করিয়া থাকি

"উপবীতী ক্ষত্রিয়শ্চ দ্বাদশাহেন শুদ্ধতি।
মাসেনানুপবীতশ্চ ক্ষত্রিয়ঃ শুদ্ধতে তথা॥"

অতএব নিরুপবীতী কায়স্থগণ মাসাশৌচ প্রতিপালন করিবেন ইহাই শাস্ত্রের বিধান। ফলতঃ অশৌচ সম্বন্ধে নানামুনির নানামত। তাহা দেখিয়া কোন জাতির উৎকর্ষ অপকর্ষ বিবেচিত হইতে পারে না। ন্যায়রত্ন মহাশয় যদি কায়স্থকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন এবং যাহা ত্রিপুরা গাইড নাম্নী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের দুর্নাম হইবে কেন? উক্ত পত্র খানি এবং তাহার সমর্থক কায়স্থগণের নাম বিশেষ শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার দত্ত মহাশয়ের নাম দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। উপসংহারে বঙ্গীয়

কায়স্থসমাজের পক্ষ হইতে আমরা উক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় এবং তাহার সমর্থকগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে বঙ্গদেশে বহুসংখ্যক কায়স্থ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া যে অভিমান করিতেছেন তাহারা সকলেই কি সত্যের অপলাপ করিতেছেন। ফলতঃ ক্ষত্রিয় এবং কায়স্থ একার্থবোধক ইহা বোধ হয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্ঞানগোচর অদ্যাপি হয় নাই তজ্জন্য নিম্নে শ্লোকটী উদ্ধৃত হইল।

ক্ষত্রশব্দেন কায়ং স্যাদিয়েত্তি স্থিতিবাচকঃ।
ততঃক্ষত্রিয় শব্দেন কায়স্থ ইতি বোধ্যতে॥ তত্ত্বাম্বুধি

সম্পাদক।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

১। আমরা সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের প্রিয় সম্রাটের সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র কুমার জন "Prince John" পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন। আজ সম্রাট্‌-পত্নীর পুত্রশোক স্মরণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ কুমারিকা হইতে হিমাচল তাঁহাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীভগবান তাঁহাদিগের হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন করুন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

২। কায়স্থের সম্মান। সমগ্র ভারতবর্ষীয় লোক বিশেষতঃ বঙ্গীয় কায়স্থ-সমাজ স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের নূতন সম্মান লাভে পরম আনন্দিত হইয়াছেন। উক্ত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ মহাত্মা ভারতসচিবের সহকারী (Under Secretary of State for India) পদে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং সত্বরই একজন লর্ড হইয়া বিলাতের হাউচ্ অব লর্ডের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। ভারতবর্ষীয়গণের পক্ষে এইরূপ অপূর্ব্ব সম্মান আমরা কল্পনাতেও কখন অনুভব করিতে পারি নাই। আমরা আশা করি এই পদে অভিষিক্ত হইয়া স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ভারতবর্ষের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারিবেন। পাশ্চাত্য যুদ্ধে সম্রাটের মঙ্গলার্থে ভারতবর্ষ যে অর্থ এবং শোণিত অকাতরে প্রদান করিয়াছেন তাহার প্রতিদান এইরূপে ক্রমে ক্রমে সংসাধিত হইলে আমরা আনন্দিত হইব।

৩। কায়স্থোপনয়ন। বরিশাল কাশীপুর হইতে শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :—"বিগত ২রা ও ৪ঠা পৌষ তারিখে তাঁহার বাটীতে দুইটী কেন্দ্র হইয়া পূজনীয় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনারায়ণ রায় ত্রিবেদী দেবযজ্বা মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ যথাশাস্ত্র ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্ত পূর্ব্বক উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ১। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার বসু, ২। অমৃতলাল বসু, ৩। যতীন্দ্রনাথ বসু, ৪। সুরেন্দ্রনাথ বসু, ৫। দেবেন্দ্রনাথ গুহ, ৬ জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুহ ৭ নিবারণচন্দ্র দত্ত, আরও অধিকাংশ কায়স্থসন্তান বড়দিনের বন্ধে উপনয়ন গ্রহণ করিবেন স্থির হইয়াছে।" সুখের বিষয় পরবর্ত্তী সংবাদ নিম্নে জানাইতেছি।

৪। কায়স্থোপনয়ন। উপরোক্ত ঘোষ মহাশয় লিখিতেছেন :—বিগত ১২ই পৌষ তারিখে আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাটীর কেন্দ্রে পূজ্যপাদ ত্রিবেদী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রায়শ্চিত্তান্তে উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ১। শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ (বয়স ৬৮ বর্ষ), ২। হরকুমার ঘোষ রায় (৬৩ বর্ষ), ৩। রামকানাই ঘোষ (৫৪ বর্ষ), ৪। লালমোহন ঘোষ, ৫। ললিতমোহন ঘোষ, ৬। স্বর্ণ-কুমার ঘোষ, ৭। বসন্তকুমার ঘোষ, ৮। যোগেশচন্দ্র ঘোষ রায়, ৯। সতীশ-চন্দ্র দত্ত সর্ব্বসাকিন কাশীপুর।

৫। কায়স্থোপনয়ন। বিগত ১৪ই পৌষ তারিখে বরিশাল কাশীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে একটী কেন্দ্র হইয়া উপরোক্ত শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনারায়ণ ত্রিবেদী দেবযজ্বা মহাশয়ের আচার্য্যত্বে যথাশাস্ত্রব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তান্তর নিম্নলিখিত কায়স্থ মহাশয়গণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ১। শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, ২। মতিলাল ঘোষ, ৩। যতীন্দ্রনাথ ঘোষ সর্ব্ব-সাকিন কাশীপুর, ৪। শ্রীপ্রকাশচন্দ্র বসু সাং খাপুরা, ৫। শ্রীনলিনীকান্ত ঘোষ দস্তিদার সাং গার্ভা। কায়স্থ আদি পিতা ভগবান শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেবের কৃপায় চন্দ্রদ্বীপ সমাজের জাগরণে সমস্ত বঙ্গজ কায়স্থের উত্থান অবশ্যম্ভাবী। উল্লিখিত ৪টী কেন্দ্রের সংবাদে আমাদের মনে অনেকটা আশার সঞ্চার হইয়াছে।

৬। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ। বিগত ১৪ই পৌষ শনিবার জেলা ফরিদপুরের অন্তর্গত নওপাড়া গ্রামে কায়স্থপুরাণ প্রণেতা ৺শশিভূষণ নন্দীবর্ম্মা মহাশয়ের বাটীতে তৎপ্রতিষ্ঠিত কুলীন সমাজইশিবপুরের গুহ দাস বংশীয় ৺বনমালী গুহ বর্ম্মা মহাশয়ের শ্রাদ্ধ তৎপুত্র শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ গুহ বর্ম্মা দ্বারা ত্রয়োদশাহে ক্ষত্রিয়াচারে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। কুলপুরোহিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মজুমদার বিত্তারত্ন ও শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ প্রায় বিংশতি জন স্থানীয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত উপস্থিত থাকিয়া এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। জান্দী, বাইশরশি, সতররশি, সদরদী, চুমরদী, বর্ণি, হাসামদীয়া প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের অনুমান ৩০০ শত স্বজাতি মহোৎসাহে এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। স্বজাতি গতপ্রাণ ভাঙ্গার উকিল শ্রীযোগেশচন্দ্র গুহবর্ম্মা মহাশয় শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন হইতে কার্য্যের সম্পূর্ণ ভার স্বয়ং গ্রহণ করতঃ সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এতদঞ্চলে কায়স্থগণের মধ্যে এই শ্রাদ্ধের পর হইতে ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছে।

৭। আমরা অতীব দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, প্রফেসার শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (যিনি শেষ জীবনে সোহং স্বামী নামে সর্ব্বসাধারণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন)। বিগত ২০শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার উক্ত মহাত্মা পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি যৌবনকালে অসীমন্ত শারীরিক বলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং ভীষণ হিংস্র ব্যাঘ্রাদি জন্তুর সহিত কুস্তি করিয়া একটী সারকাস পার্টি স্থাপিত করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে তিনি হিমালয় পর্ব্বতের মধ্যে নাইনিতালের সান্নিধ্য 'ভীমতাল' নামক স্থানে একটী সুন্দর কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া ভগবানের তপস্যায় কালযাপন করেন। উক্ত মহাপুরুষ পীড়িতদিগের শুশ্রূষা এবং দুরারোগ্য ক্ষয়রোগাদির প্রসমন জন্য স্বল্প মূল্যে ও বিনা মূল্যে ঔষধাদি বিতরণ করিতেন।

৮। ফরিদপুর কায়স্থ-ধর্ম্মপ্রচার সমিতির আয় ব্যয় হিসাব।

তৃতীয় বর্ষের ১৩২৪।১লা ফাল্গুন হইতে

১৩২৫ সনের ৩২শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত ষাণ্মাসিক।

উক্ত সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন ঃ—

জমা		খরচ	
গত বর্ষের (১৩২৪।৩০শে মাঘ তারিখের) তহবিল॰	৫৪৸৵৹	পোষ্টেজ	৵৫
		উপনয়ন কেন্দ্রের ব্যয় ১৩২৪ সনের ২৫শে ফাল্গুন তারিখে ৫নং কৃপানাথ লেনে ১৯ জন কায়স্থ উপনয়ন জন্য	২৮৴৹
রাসবিহারী দত্ত এণ্ড কোং ১৬নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট	৩৲	খাতাখরিদ	৶৫
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রলাল দাস বর্ম্মা সাং বলি	৪৲		
	৬১৸৶০		২৮৷১০
বাদ খরচা	২৮৷১০	আয় বিতং	
		হাং মাখনলাল ধর বর্ম্মা	১০৲
		হাং চাঁদা আদায়কারী মেম্বরগণ	৫৲
	৩৩॥৴১০		
		নগদ তহবিল জিঃ সম্পাদক	১৮॥৴১০
			৩৩॥৴১০

সম্পাদক নানারূপ বিপদপাতের জন্য এতদিন সমিতির কার্য্যে মনোযোগ দিতে পারেন নাই। ভগবানের কৃপায় বর্ত্তমানে তাহার মন ও শরীর অনেকটা সুস্থতা লাভ করিয়াছে। আশা করা যায়। সহৃদয় স্বজাতিবৃন্দ ও চাঁদা আদায়কারী মেম্বরগণ সমিতির প্রতি পূর্ব্ববৎ কৃপাদৃষ্টি করিলে সমিতি সজীবতা লাভে সমর্থ হইতে পারিবে এবং জাতির উপনয়ন বিস্তারে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে।

১। বিগত ১১ই জানুয়ারী মোতাবেক ২৭শে পৌষ হইতে শ্রীযুক্ত স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বিকানির প্রদেশের মহারাজা বাহাদুর এবং ভারতবর্ষীয় সচিব মিঃ মণ্টেগু সাহেব ভারতবর্ষের পক্ষ সমর্থন জন্য প্যারিস নগরীতে যে মহতী সভা সম্মিলিত হইবে তাহাতে যোগদান করিবেন। সিংহ মহাশয়ের সহিত আমাদের বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার সেক্রেটারী মিঃ গৌরলে সাহেব যাইতেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ হইয়াছে যে, উক্ত সিংহ মহাশয়

"লর্ড সিংহ" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া হাউচ্ অব লর্ডসে অর্থাৎ আভিজাত্যসভায় প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

১০। আয়ারল্যাণ্ড দ্বীপেররাজধানী ডবলিননগর তথায় সিনফিন নামক একটী সম্প্রদায় আছে; এই শব্দের অর্থ আমরা যাহাকে স্বদেশী বলি তাহাই বুঝাইবে এই স্বদেশী সম্প্রদায় বর্ত্তমানসময়ে একটী মহা সমিতির অধিবেশন করিয়াছেন এই সমিতির বাসনা এই যে তাহাদের রাজনৈতিক ক্রিয়া কলাপ এই সমিতি কর্তৃক নির্দ্ধারিত হইবে; এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য উক্ত সিনফিন সম্প্রদায় একটা ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। ইহার পরিণাম ফল কি হইবে তাহা আমরা কিছুই জানি না

১১। ত্রয়োদশাহে শ্রাদ্ধ :—মাননীয় শ্রীনাথ রায়বাহাদুরের মাতা গঙ্গামণি দেবী গত ২০শে পৌষ ময়মনসিংহ নগরে রায়বাহাদুরের আবাসভবনে ৭৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন; শতাধিক ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ব্রহ্মপুত্রতীরে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার শ্মশান স্থলে গমন করিয়াছিলেন, চতুর্থ দিবসে রায়বাহাদুর শ্মশান বন্ধুদিগকে এবং রাজাবাহাদুরের সদর কাছারীর ব্রাহ্মণ কায়স্থ আমলা, হিন্দু, মুসলমান পিয়াদা, বরকন্দাজ প্রভৃতি সকলকে পরিতোষ পূর্ব্বক ভোজন করাইয়াছিলেন; গত ২রা মাঘ বৃহস্পতিবার তিনি মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ ত্রয়োদশাহে সমারোহ সহকারে সুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিয়াছেন; বিক্রমপুর বাসাইল নিবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন বিদ্যানিধি, ধলছত্র নিবাসী শ্রীযুক্ত রামকিশোর বিদ্যারত্ন, গাসরা নিবাসী শ্রীযুক্ত যশোদাকুমার বিদ্যালঙ্কার, কোটালীপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু বেদজ্ঞ জ্যোতির্ভূষণ, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ কাব্যরত্ন, পাড়জোয়ার নিবাসী শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোন বিদ্যাবাগীশ এবং রায় বাহাদুরের পুরোহিত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন; মুক্তাগাছার জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু সুধেন্দু নারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র আচার্য্যচৌধুরী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী শ্রীযুক্ত কুমুদকিশোর আচার্য্য চৌধুরী প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত স্থানীয় শতাধিক ব্রাহ্মণ ও সহরের হাকীম, উকিল, মোক্তার আমলা, গণ্যমান্য কায়স্থ ও বৈদ্য প্রায় সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিয়াছেন। রায়বাহাদুর শ্রাদ্ধদিনে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় একসহস্র লোককে ভোজন করাইয়াছেন এবং শতাধিক কাঙ্গালীকে চাউল, সিকি দোয়ানি দান করিয়াছেন। শ্রাদ্ধের তৈজসপত্র ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের বিদায় তাহার যথোচিতই হইয়াছে।

সম্পাদক

[illegible]

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা।

১১শ খণ্ড { মাঘ মাস ১৩২৫ সাল। } ১০ম সংখ্যা

দৈব ও পুরুষকার।

(যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতে সংগৃহীত।)

মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব শ্রীরামচন্দ্রকে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে বিশেষভাবে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন যে, 'দৈব কিছুই নহে; দৈবনামে কোন পদার্থই নাই। দৈব শব্দটী অলস ও অপটু এবং অপদার্থ লোকের কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যদ্যপি দৈব-নামধেয় স্বকার্য্য সাধনে সমর্থ, এরূপ কোন পদার্থ বিদ্যমান রহিত, তাহা হইলে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি করিবার আবশ্যকতা থাকিত না। যে স্থলে সাধুসঙ্গ ও সৎশাস্ত্রের অনুশীলনপূর্ব্বক পুরুষকারের প্রয়োগ হইয়া থাকে, তথায় দৈবেরনাম মাত্র বা স্থিতি মাত্র পরিলক্ষিত হয় না। শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যেমন বালককে পরাভব করে, পুরুষকার সেইরূপ দৈবকে পরাজিত করিয়া থাকে। শোক ও দুঃখের সময়ে লোকে যেমন হায়! আমার কি কষ্ট! কি দুর্দৈব! বলিয়া রোদন করে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মবশে তেমনই হা অদৃষ্ট! এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহাকেই দৈব বলে। ফলতঃ পূর্ব্বজন্মকৃত স্বকর্ম্ম ব্যতিরেকে দৈব নামে আকারবিশিষ্ট কোনও পদার্থ নাই। পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম যখন পুরুষকারের

সহায় সমূলে বিনষ্ট হয়, তখন দৈব অপেক্ষা পুরুষার্থই বলশালী; ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।"

পরমজ্ঞানী বশিষ্ঠ দেব অপর এক স্থানে কহিয়াছেন, "দেখ, রাম! এক বৃন্তস্থ দুইটী ফলের মধ্যে যে ফলটী কীটাদি দ্বারা ক্ষত হয়, সেটী যেমন শুষ্ক হইয়া যায়, দৈব ও পৌরুষের মধ্যে অযত্ন দ্বারা সেই মত এক তরের বল হ্রাস হইয়া থাকে। সংসারে কালই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ এবং উহারই প্রভাবে সকল বস্তুর ক্ষয় হইয়া থাকে। রাজবংশীয় লোকাভাব হইলে, অমাত্যগণ 'মঙ্গল হস্তী' ছাড়িয়া দিয়া থাকে। ঐ হস্তী যদ্যপি কোন ভিক্ষুককে আনয়নপূর্ব্বক রাজসিংহাসনে স্থাপিত করে, উক্ত ভিক্ষুকের পূর্ব্বসুকৃতি থাকিলেও, মন্ত্রিগণের পুরুষার্থই এ বিষয়ের প্রধান কারণ স্বীকার করিতে হইবে। লোকে যেমন পৌরুষ প্রয়োগপূর্ব্বক, অন্নগ্রহণ ও দশনে চূর্ণ বিচূর্ণ করে, এক ব্যক্তি সেইরূপ অন্য ব্যক্তিকে পৌরুষ বলে, চূর্ণ করিয়া থাকে। যাহার পৌরুষ নাই, সে ব্যক্তি প্রস্তরখণ্ডবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া অতীব ক্লেশে কালাতিপাত করে। পৌরুষই সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; এবং দৈব সাক্ষাৎ অলক্ষ্মী। পৌরুষ সাক্ষাৎ মুক্তি এবং দৈব সাক্ষাৎ বন্ধন। পৌরুষ সাক্ষাৎ আলোক এবং দৈব সাক্ষাৎ অন্ধকার। পৌরুষ সাক্ষাৎ স্বর্গ আর দৈব সাক্ষাৎ নরক। যে ব্যক্তির পৌরুষ নাই, সে লোক তাহার অপেক্ষা উন্নতিশালী ব্যক্তিবৃন্দের উন্নতিকে দৈব মূলক বলিয়া জ্ঞান করে। কিন্তু ঐ উন্নতিশালী লোকেরা যে স্বকীয় পৌরুষ-সহায়ে ঐরূপ উন্নতি করিয়াছে, ইহা তাহারা জড়বুদ্ধিতে বুঝিতে পারে না। শক্তি ও উদ্যমসম্পন্ন পুরুষেরা যে যত্ন ও চেষ্টা করে, উদ্যমবিহীন ব্যক্তিরা তাহাকেই আপনাদের নিয়ন্তা দৈব বলিয়া জ্ঞান করে। যেখানে যত্ন বা উদ্যোগ নাই, সেই খানেই প্রাক্তন কর্ম্মের প্রাবল্য ও তন্নিবন্ধন পরাজয় পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পুরুষকার সহায়ে দৈবকে দূরীকৃত না করে, সে নরাকার পশু মাত্র। কেন না, তাহার আত্ম-সুখ-দুঃখ কোন চেষ্টা নাই। যাহারা দৈবকে সকল কার্য্যের বিধানকর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করে তাহারা ভ্রান্ত।"

মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব মুমুক্ষু প্রকরণেও রামচন্দ্রকে কহিয়াছেন,—"দেখ রাম! সৎশাস্ত্র ও সাধুসঙ্গ সহায়ে ক্রমশঃ নির্ম্মল বুদ্ধির উদয় হইলে নিখিল দোষের পরিহার হইয়া আত্মোন্নতি লাভ হয়। অজ্ঞানজনিত বিষম অবস্থার নিবৃত্তি

বেষ্টন যে অসীম আনন্দ সংঘটিত হয়, তাহারই নাম পরমার্থ এবং যাহার আলোচনায় অজ্ঞান দূরীকৃত হয়, তাহাই সৎশাস্ত্র। যেখানে উদ্যোগ বা যত্নের অভাব, সেই স্থানেই দৈবের আবির্ভাব ও প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। জ্ঞান সম্বেও পুরুষকারের পরিহার ও দৈবের সমাদর করাই নিন্দার বিষয়। পুরুষকার, ইহলোক ও পরলোক, উভয় লোকেরই হিতকারী এবং চরমে উহা পরমপদ মোক্ষপদ সাধন করিয়া থাকে।" বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন :—

"হে রাম! সকল দুঃখের মূল অসৎ দৈব পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি পরমপুরুষকারে কৃত যত্ন হও। প্রযত্ন সহকৃত স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে ঈদৃশ পুরুষার্থের ফল বিচার করাই পুরুষের লক্ষণ। পুরুষকার সহায়ে দৈবকে জয় করিতে অভিলাষী পুরুষের ইহলোক ও পরলোকে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। দৈবের পরতন্ত্র হইয়া পুরুষকার পরিহার করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও আত্মা পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞান মনঃ ও ইন্দ্রিয়গণের সঞ্চালন দ্বারা অবশ্যই অভীষ্ট ফল প্রাপ্তি হয়। বাল্যকাল হইতেই পুরুষকার অভ্যাস করিবে; কেন না, তদ্দ্বারা কার্য্য মাত্রেরই বাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে। দৈবের উপর নির্ভর করিলে সকল বিষয়ই পণ্ড হইয়া থাকে। বিষয়স্ফূর্ত্তির সমকালে শরীর ও মন উভয়েরই স্ফূর্ত্তি ও তদ্দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।"

পুনরপি—"পুরুষার্থ বলেই বৃহস্পতি দেবতাদিগের ও শুক্র দৈত্যসমূহের আচার্য্য হইয়াছেন। দীন, হীন, সামান্য ব্যক্তিও পরমপদার্থ পুরুষার্থের আশ্রয়ে ইন্দ্র তুল্য ঐশ্বর্য্য লাভ করে। আবার পৌরুষপ্রভাবে নহুষাদি মহাপুরুষগণও স্বর্গধাম হইতে রসাতলে পতিত হইয়াছেন। পৌরুষবলেই সাংসারিক অসার সুখ ও দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গের অভাবে প্রোক্ত পূর্ব্বপৌরুষ দোষ সমুৎপন্ন হয়। সৎশাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন ও সাধুসঙ্গাদি দ্বারা পুরুষার্থের সিদ্ধি হয়; দৈব কখনও সিদ্ধি হইতে পারে না। ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, পুরুষকার বিপদ হইতে সম্পদে উদ্ধার করে। বৎস রাম! আমি যেরূপ যত্ন ও শ্রম করিয়াছি, তদনুরূপ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি। দৈব হইতে আমার কিছুই হয় নাই। পৌরুষবলেই পুরুষের অভীষ্ট সিদ্ধি এবং বুদ্ধি বিক্রমের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

দুঃখের সময় নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ দৈবকে আশ্রয় করা, মনকে বৃথা আশ্বাস প্রদান করা মাত্র। দেখ, পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক দেশ দেশান্তরে গমন করিলে অভীষ্ট ফললাভ হইয়া থাকে। ভোজন না করিলে ভোক্তার গমন না করিলে গন্তার ও কথা না কহিলে বক্তার তৃপ্তি সাধন হয় না। এই প্রকারে পুরুষার্থসকল কার্য্যেরই হেতু জানিবে। ধীমান বিচক্ষণ ব্যক্তি পৌরুষ সহায়ে যেমন দুস্তর সঙ্কটে উদ্ধার পান, শুদ্ধ দৈব মাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক কোনরূপ চেষ্টা না করিলে অতি সামান্য বিপদেও সেইরূপ মুক্ত লাভ হয় না। যে ব্যক্তি যে প্রকার পুরুষকার প্রয়োগ করে, তাহার তদনুরূপ ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। নিরুদ্যম হইলে কিছুই সিদ্ধ হয় না।”

“বৎস রাম! কেহ কখনও দৈবকে দেখে নাই এবং দেখিবেও না। মৃত্যুর পর যাহা পরলোকে ভোগ করিতে হয়, তাদৃশ ঐহিক কর্ম্মফলকেই পণ্ডিতেরা দৈবনামে নির্দ্দেশ করেন। জড়, যৌবন ও বাল্যের ন্যায় দৈবকে দেখিতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতবর্গের মতে অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত যে কার্য্যতৎপরতা তাহাই পুরুষার্থ আর অনর্থ কার্য্যে যত্ন করা মত্ত চেষ্টা মাত্র।”

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যরত্নাকর।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা চিকিৎসাপদ্ধতি

সম্প্রতি এই মহামারী ভারতের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া সকলের মনেই মহা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে। কলিকাতার মিউনিসিপাল করপোরেসন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ হইতে নগরবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন এবং রোগাক্রান্তদিগের বাড়ী বাড়ী ডাক্তার পাঠাইয়া বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে ডাক্তারীমতে চিকিৎসা অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপ্রণালীই অনেক স্থলে অধিক কার্য্যকারী হইয়াছে। আরও সুখের বিষয় এই যে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাধীন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগীদগের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা নাই বলিলেই হয়। এই জন্য অনেকের

উপকার হইতে পারে বিধায় আয়ুর্ব্বেদমতে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের চিকিৎসাপদ্ধতিটী সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিলাম। আমার বিশ্বাস প্রায় কবিরাজগণ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের চিকিৎসা করিতে নিম্নোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে অধিকতর কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগের লক্ষণ ঃ—

শরীরে অত্যন্ত শ্লেষ্মা প্রকুপিত হইয়া জ্বর হয় এবং তৎসঙ্গে মাথার যন্ত্রণা, বুকে, পৃষ্ঠে ও গলদেশে বেদনা বর্ত্তমান থাকে। জ্বর এত প্রবল হয় যে কোন কোন ক্ষেত্রে ১০৭ ডিক্রী পর্য্যন্ত থার্ম্মোমিটারে উত্তাপ উঠিতে দেখা গিয়াছে। শ্লেষ্মার প্রকোপ এত অধিক থাকে যে অধিকাংশ রোগীর চোখ ও মুখ ফুলিয়া উঠে। বুকে শ্লেষা আক্রণ করে ও কাসি হয়। এই রোগে প্রায়শঃ কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। অনেকের স্বরভঙ্গ হইয়া যায় এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ হেতু সর্ব্বাঙ্গ টিপিতে ইচ্ছা করে।

সাধারণ চিকিৎসাপদ্ধতি।—অতি সাবধানতার সহিত এই রোগের চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য এবং বুকে যাহাতে অধিকতর শ্লেষ্মা জন্মিতে না পারে তদ্বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ রোগীকে একটী ভাল ঘরে পরিষ্কার ও উত্তম বিছানায় শোয়াইবে। রোগী ঘুমাইতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে ঘুমাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য, ঘুমের ব্যাঘাত করা উচিত নহে। রোগীকে বেশ গরম কাপড় আবৃত করিয়া রাখিবে এবং ঘরের জানালা এরূপ ভাবে খুলিয়া রাখিবে যেন বাহিরের শীতল বাতাস ঠিক সোজাভাবে আসিয়া রোগীর গায়ে না লাগে অথচ ঘরটীতে বায়ু পরিবর্ত্তন হইতে পারে। রোগীর বুকে, পৃষ্ঠদেশে ও কণ্ঠদেশে পুরাতন ঘৃত মালিশ করিয়া এক খণ্ড ফ্লানেল কাপড় গরম করিয়া সেক দেওয়া উত্তম। ইহাতে বুকে শ্লেষ্মা প্রবল হইতে পারে না। তুলসী পাতার রস ও আদার রসের সহিত মধু মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে রোগীকে অল্প মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। জ্বর থাকা সত্ত্বেও রোগীর আহার বন্ধ করিবেন। দুধ সাগু অথবা খইয়ের মণ্ড মিছরি সহ পথ্য করিতে দিবে। সামান্য পরিমাণ বচু, পিপুল, শুঠ, ও তেজপাতা জলে সিদ্ধ করিয়া পরে সেই জলে সাগু অথবা খইয়ের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে দিবে। আপন হইতে দাস্ত না হইলে "গ্লিসরিণ সাপো-

গ্লিসারিন অথবা এরণ্ড তৈলের সাহায্যে কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইবে। এ স্থলে কোষ্ঠ পরিষ্কারের জন্য রোগীকে এরণ্ড তৈলপ্রভৃতি খাওয়ান উচিত নহে। রাত্রে সন্ধ্যার পর এবং দিবসে প্রাতঃকালে এই দুই সময় মানবশরীরে শ্লেষ্মার প্রকোপ অধিক হয় বলিয়া এই সময় এই রোগের বৃদ্ধি হয়। এই রোগে শ্লেষ্মার আধিক্য খুবই অধিক এই জন্য পুরাতন ঘৃত মালিসান্তর সেক দিয়া পরে বুকে ও পৃষ্ঠদেশে উত্তমরূপ তুলা দ্বারা আবৃত রাখা উচিত। পিপাসা পাইলে গরম জল শীতল করিয়া পান করিতে দিবে। অত্যধিক পিপাসা থাকিলে আয়ুর্বেদমতে ষড়ঙ্গ পানীয় প্রস্তুত করিয়া পান করিতে দিবে। মস্তকের যন্ত্রণা অধিক হইলে ভিজা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা তালুদেশ ও কপাল মুছাইয়া দিবে। এই রোগে মৃত্যুঞ্জয় রস বালকের পক্ষে অর্দ্ধ বটীকা এবং পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এক বটীকা চারি ঘণ্টা অন্তর আদার রস, তুলসীপাতার রস ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে। যতক্ষণ না ঘাম হইয়া জ্বর ত্যাগ করে এই মত ব্যবস্থা করিবে ঘাম হইবার কালে গাত্র হইতে ঘাম মুছাইয়া পুনরায় গরম কাপড় আবৃত করিয়া দিবে। ঘর্ম্মসিক্ত বস্ত্র কদাচ গাত্রে রাখিবে না এবং রোগীকে সর্ব্বদা শোয়াইয়া রাখিবে। উঠিতে বা বেড়াইতে দেওয়া উচিত নহে। এই পদ্ধতি অনুসারে রোগীরা শীঘ্র রোগমুক্ত হইয়া থাকে। ইতি—

কবিরাজ শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্যসাগর কবিভূষণ।

ঐতিহাসিক কৃপণ।

বর্ত্তমান সময় হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডদেশের অন্তঃপাতী রিডিং নগরের নিকটবর্ত্তী এক ক্ষুদ্র জনপদে জন্ অ্যাকসন্ এবং জেমস্ অ্যাকসন্ নামে দুই সহোদর বাস করিত। উভয় ভ্রাতাই বড় শান্ত, শিষ্ট, বিনীত ও লোকপ্রিয় ছিল। তাহাদিগের পিতৃপরিত্যক্ত উপযুক্ত পরিমাণে অর্থ লাভ করিলেও, উক্ত উভয় ভ্রাতাই নিকৃষ্ট ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক আনন্দের সহিত স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। পৈতৃক ধনসম্পত্তিতে উভয়ে

পরমসুখে কালযাপন করিতে সমর্থ হইত। এই উভয় ভ্রাতার মধ্যে কেহই দার পরিগ্রহ করে নাই। দুই জনেই অবিবাহিত জীবন অতীব সুখকর জ্ঞান করিত। আশ্চার্য্যের বিষয়, এই যে, তাহাদিগের পৈতৃক ধন যথেষ্ট থাকিলেও, তাহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত নিঃস্ব বলিয়া পরিচয় প্রদান এবং সন্নিহিত কতিপয় গ্রাম ও নগর হইতে ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যে জীবন ধারণ করত কৃপণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিত। তাহারা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে একই স্থানে বাস করিয়া প্রতিবাসী ধনশালী ব্যক্তিবৃন্দের অনুগ্রহ প্রদত্ত ধনেই সন্তুষ্ট থাকিত। দুই ভ্রাতাই একটী অতীব ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরে বাস করিত এবং কস্মিন্ কালে কি নর, কি নারী কাহাকেও সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। প্রায় সকল সময়েই দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখা হইত। দুই ভ্রাতায় বড়ই সম্প্রীতি ছিল। উভয়ের দেহ সুস্থ ও সবল ছিল এবং কেহই তাহাদিগকে পীড়িতাবস্থায় দর্শন করে নাই। আশ্চার্য্যের বিষয় এই যে; উভয় ভ্রাতারই একই সময়ে মৃত্যু হইয়াছিল, অর্থাৎ ইংরাজী ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের এক দিবস, একই সময়ে ৯৩ বৎসর বয়সে জনের, এবং ৮৭ বৎসর বয়সে জেমসের ভিক্ষুকজীবনের লীলা সাঙ্গ হইয়াছিল। উভয় ভ্রাতাই তাহাদিগের সঞ্চিত সম্পত্তির তালিকা রাখিয়া গিয়াছিল। আস্‌বাবাদি ব্যতীত তাহাদের সেই চির অপরিস্কৃত ও আঁধার ঘর হইতে নগদ প্রায় দেড় লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ২২৫০০০০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছিল। (ইংরাজী পুস্তক হইতে সংগৃহীত)। ইতি—

শ্রীমতী তমালিনী দেবী (ক)

(ক) ইনি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা।

ভিক্ষুকের উদারতা।

আমাদের দেশের লোকের সাধারণতঃ এইরূপ ধারণা আছে যে, ধনবান্ ব্যতীত নির্দ্ধন ব্যক্তিদিগের হৃদয় উচ্চ বা উদার হয় না। কথাটা কতকাংশে সত্য হইলেও সর্ব্বত্র ও সর্ব্বথা এরূপ দেখা যায় না। বঙ্গদেশের অনেক বৈষ্ণব ভিক্ষুক মৃত্যুর পূর্ব্বে সাধারণ হিতকর কার্য্যে অনেক অর্থ দিয়া গিয়াছেন এরূপ

জানা যায়। তবে, ভিক্ষাজীবীর হৃদয় প্রশস্ত ও উদার না হইবার একমাত্র কারণ এই যে, তাহারা স্বয়ং নিঃস্ব। ধন কোথায় পাইবে? যে দান করিয়া কৃতার্থ হইবে। এখনও অনেক ভিক্ষুক দেখা যায় যে, সে ব্যক্তির ভিক্ষালব্ধ অর্থ হইতে সে অপর ভিক্ষুকে কিঞ্চিৎ দান করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। অদ্য একটী বিদেশীয় ভিক্ষুকের উদারতার বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

বহু বর্ষ অতীত হইল, ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী মুরফিলড্ (Morefield) নামক এক সুন্দর পল্লীনিবাসী জনৈক অতি নিঃস্ব ভিক্ষুক কোন এক বিশিষ্ট ধনবান্ ও উদারচেতা বণিকের নিকট হইতে প্রত্যহই একটী করিয়া পেনি (Penny—দাম ৴০) প্রাপ্ত হইত। উক্ত ধনশালী বণিক মহাশয় যে সময়ে সহরের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থানে গমন করিতেন, সেই সময়ে পথি মধ্যে কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে ঐ ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র ব্যক্তিকে দান করিয়া গমন করিতেন। এই ভাবে অনেক বৎসর অতিবাহিত হইলে দৈব দুর্ব্বিপাকে সহসা বণিকের ব্যবসায় রুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশে পতিত হইলেন। উত্তমর্ণগণের ঘোর নির্য্যাতনে তাঁহার বিষম বিপদ উপস্থিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে উক্ত ভিক্ষুকের দান প্রাপ্তিও রহিত হইয়া গেল।

বণিকের বিপদ যখন চরম সীমায় পদার্পণ করিল, সেই সময়ে এক দিবস উক্ত ভিক্ষুক বণিকের সদনে সমুপস্থিত হইয়া করযোড়ে ও বিনয় নম্র বচনে নিবেদন করিল—"প্রভো! অনেক কাল আপনার অর্থ গ্রহণ করিয়া ও আপনারই অন্নে জীবনধারণপূর্ব্বক আপনার নিকট কৃতজ্ঞ বা বিক্রীত আছি। এ দাসের প্রতি মহাশয়ের কৃপা অতুলনীয়। আপনি বিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্, জ্ঞানসম্পন্ন ও সদাশয় পুরুষ। আপনার গুণের শেষ নাই। আমি আপাততঃ মহাশয়কে ৫০০ পাঁচশত পাউণ্ড প্রদান করিতেছি, আবশ্যক হইলে আদেশ মাত্র আর ও ৫০০ পাঁচশত স্বর্ণমুদ্রা মহাশয়কে দিব। তাহাও এক্ষণে মজুদ রাখিয়াছি। এই স্বর্ণমুদ্রা মহাশয়কে প্রদান করিলাম, কৃপা করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক স্বচ্ছভাবে পুনরায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করুন।"

ভিক্ষুকের অর্থে প্রথমে সামান্যরূপ কারবার আরম্ভ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই বণিক পূর্ব্বের ন্যায় ধনশালী হইলেন এবং উদারচেতা ভিক্ষুকের সমস্ত অর্থ পরিশোধপূর্ব্বক তাহাকে অংশীদার করিবার প্রস্তাব করিলেন। এক্ষণে ভিক্ষুক

প্রাচীন ও দুর্ব্বল হইলেও ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। এ দেশে ভিক্ষুকদিগের মধ্যেও কখন কখন এইরূপ উদারচেতা দুই একটী দেবকল্প সাধু দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমতী উৎপলিনী দেবী,
কোন্নগর।

রামপাল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৬ষ্ঠ প্রবন্ধ, কার্ত্তিক সংখ্যা ৩১১ পৃষ্ঠা হইতে)

আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে বিক্রমপুরে বর্ম্মারাজগণের সহায়তায় গৌড়াধিপ মহারাজ রামপাল যে স্থলে কৈবর্ত্ত সেনানায়ক দিব্য ও তদীয় সেনার সংহার সাধন করিয়াছিলেন, বর্ম্মারাজগণ সেই বিজয়-কীর্ত্তি-স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্যই পঞ্চগৌড়াধিপ মহারাজ রামপালের নামানুসারে সেই স্থানের নামাকরণ করিয়াছিলেন—রামপালে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ যে প্রকাণ্ড সরোবর আছে তাহার নাম রামপালদীঘি। সরোবরের অনতিদূরে পরিখাবেষ্টিত বহুপুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান। কোনও উচ্ছৃঙ্খল গ্রন্থকার একবার লিখিয়াছিলেন 'এই দীঘি হইতে উক্ত স্থানের নাম রামপাল হইয়াছে।' যে ভগ্নপ্রাসাদের প্রবেশপথে প্রাচীন গজারী বৃক্ষটী বিদ্যমান থাকিয়া আদিশূরের মল্লকাষ্ঠরূপে পরিচয় প্রদান করিতেছে, কাহার কৌশলে যে সেই ভগ্নপ্রাসাদই বল্লালের রাজপ্রাসাদ বলিয়া পরিচয় দেয় তাহাই আমাদিগেরও চিন্তার বিষয়। সেই অতি প্রাচীন ভগ্নপ্রাসাদ আদিশূরের কি বল্লালের? যদি এই অমূলক জনপ্রবাদে বিশ্বাস করিতে হয় তবে সেই ভগ্নপ্রাসাদকেও আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত বা আদিশূরের প্রাসাদ বলিতেহইবে। কেবল গজারী বৃক্ষটী আদিশূরের বলিলে হইবে না। কুলশাস্ত্রের বিবরণও তাহাই সমর্থন করে। আবার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস তত্ত্ববিৎ কেহ বলেন 'গৌড়াধিপ' আদিশূর কোনকালে বিক্রমপুরে পদার্পণ করিয়াছেন কিনা,

তাহারই বিশ্বাসজনক প্রমাণাভাব।” কিন্তু আদিশূরের সূত্র ধরিয়াই এই সকল পণ্ডিতগণই প্রাচীন বিক্রমপুরকে বর্ত্তমান নদীয়া বা মুর্শিদাবাদ জেলায় একটী অনৈতিহাসিক গ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন। আমরা আজ পর্য্যন্ত আদিশূরের কাল নির্ণয় করিতে অসমর্থ, কিন্তু গৌড়াধিপ জয়ন্তকেই আদিশূর বানাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। গৌড়াধিপ জয়ন্ত কায়স্থ ছিলেন, কাশ্মীরাধিপতি জয়াপীড় বা জয়াদিত্য তাঁহার জামাতা রাজতরঙ্গিণীর ন্যায় প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু গৌড়াধিপ জয়ন্তই যে আদিশূর ও কায়স্থ শূরবংশীয় রাজন্য বর্গেরই অন্যতম তাহারও বিশ্বাসজনক প্রমাণাভাব।

কুলশাস্ত্র ও জনশ্রুতি অবলম্বন করিয়াই বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রস্তুত হইয়াছে সেই কুলশাস্ত্রেই আছে:—

“বঙ্গে কার্য্যবশাদাসন্ গৌড়াৎ কায়স্থজাতয়ঃ।
তে স্থিতা স্থানভেদেষু হীনাচারস্ততোঽভবন্॥
গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদা।
তত্যাজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥”

মিশ্রকারিকা—‘মহাবংশাবলী’

এ স্থলে ‘গৌড়াৎ’ শব্দ দ্বারায় মহাবংশাবলীর কায়স্থগণ গৌড় হইতেই ‘বঙ্গে’ আসিয়াছিলেন বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের আধিপত্য প্রাপ্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে একত্রে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়াই জনপ্রবাদ। কুলশাস্ত্রের কয়েখানিতে ‘কোলাঞ্চ’ হইতেই আগমনের কথা আছে, এই কোলাঞ্চ যে কান্যকুব্জ তাহা কে বলিবে? প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কোলাঞ্চকে দাক্ষিণাত্যের একটী দেশ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

কুলীন সৌকালীন ঘোষ, গৌতম বসু, বিশ্বামিত্র মিত্রবংশের আদি পুরুষগণ অশ্বারোহণে ও যোদ্ধৃবেশে বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, কাশ্যপ গুহবংশের আদি পুরুষ নরযানে ও মৌদগল্য দত্তবংশের আদি পুরুষ গুজপৃষ্ঠে আসিয়াছিলেন। তৎসহ সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রবর যেখানে বঙ্গে আগমন করেন, মিশ্র কারিকায় বচনে তাহা স্পষ্ট লিখিত আছে। কুলশাস্ত্র হইতেই আমরা এই সকল সংবাদ পাইয়াছি, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত কুলশাস্ত্রেই বঙ্গাগত কুলীন কায়স্থগণের

নাম লইয়া কোনও গোলযোগ নাই বটে, তবে কুলীন ব্রাহ্মণগণের নাম লইয়া বিভিন্ন কুলশাস্ত্রকারের বিভিন্ন মত, সুতরাং তাহাতে যথেষ্ট গোলযোগ আছে। বঙ্গাগত ব্রাহ্মণ পঞ্চকের নাম লইয়া এত গোল আছে যে এই জন্য অনেকে সমস্ত কুলশাস্ত্রগুলিকেই বিশ্বাস করিতে চাহেন না। কুলশাস্ত্রকার হরি মিশ্র বলেন, ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র বলেন, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, হর্ষ ও বেদগর্ভ আসিয়াছিলেন। আবার বারেন্দ্র কুলশাস্ত্র-কারগণ বলেন, তাহা নহে,—নারায়ণ, ধরাধর, সুষেণ, গৌতম ও পরাশর এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন। সুতরাং কে আসিয়াছিলেন তাহার নিশ্চয়তা নাই। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে মূলতঃ শূদ্র বলিয়া আখ্যা করা হইয়াছে আবার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কুলগ্রন্থে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে; সুতরাং উক্ত উভয় শ্রেণীর মধ্যে কে দ্বিজ আর কে শূদ্র আর কাহার কথা অবিশ্বাস্য তাহাও বলা যায় না। আবার অধিকাংশ কুলশাস্ত্রকার বঙ্গের সপ্তশতী ব্রাহ্মণদিগকেও মূলতঃ ব্রাহ্মণ বলিয়াই বিশ্বাস করেন নাই, উঁহাদিগকে তাঁহারা হীনশূদ্র জাতি বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সেই সাতশত হীনশূদ্র জাতীয় ব্যক্তির বংশধরগণ ব্রাহ্মণসমাজেই মিশিয়া গিয়াছে, নতুবা আজ ২।৪ ঘর ব্যতীত আর 'সপ্তশতী' দেখা যায় না। পাঁচ জনের তুলনায় সেই সাতশত জনের বংশধরদিগের সংখ্যা কত হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। অনেকে বলেন ইঁহারা পূর্ব্বোক্ত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণসমাজেরই কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছেন। যাহা হউক কুলশাস্ত্রে যেমন বঙ্গাগত কুলীন পঞ্চ কায়স্থের নাম ও পরিচয় সম্বন্ধে কোন গোলযোগ নাই, তেমন সর্ব্ববাদী সম্মত মত ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের সম্বন্ধে দেখা যায় না। তাঁহাদিগের নাম সম্বন্ধে যেমন নিশ্চয়তা নাই, সুবর্ণ সম্বন্ধেও তেমনি গোল। কেহ বলেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন, কেহ বলেন গৌড়ে (মগধে) আসিয়াছিলেন, কেহ বলেন রাঢ়ে আসিয়াছিলেন, কেহ বলেন বঙ্গে আসিয়াছিলেন। আগমনকাল লইয়াও ততোধিক গোলযোগ। কুলার্ণবের মতে ৮৫৪ শক, বাচস্পতিমিশ্রের মতে ও বারেন্দ্রকুল পাঞ্জিরমতে ৬৫৪ শক, ভট্টগ্রন্থ মতে ৯৯৪ শক, ক্ষিতীশবংশাবলীমতে ৯৯৯ শক সম্বন্ধ নির্ণয়মতে ৮৬৪ শক, গৌড়ে ব্রাহ্মণমতে ৯৫৬ শক, কায়স্থ কৌস্তুভমতে ৮১৪ শক ও দত্তবংশমালমতে

৮০৪ শক এবং রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের মতে ৮৮৬ শক। এখন কাহার কথায় বিশ্বাস করিব? অনেকেই বলেন মহারাজ আদিশূর ইঁহাদিগকে আনিয়াছিলেন, কেহ কেহ আদিত্যশূরের নামও করেন। আবার কোন কোন মহাজন বলেন ইতিহাসে আদিশূরের অস্তিত্ব অসম্ভব। কেহ বলেন আদিশূর একটা উপাধি; তন্মূলে কেহ একজন, কেহ দুইজন, কেহ বা তিন জন আদিশূরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে সচেষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের কৌলীন্য প্রতিষ্ঠাতা বল্লালও ত্রিবল্লালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা,

রংপুর

কায়স্থতত্ত্বে বিদ্যাসাগর।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল পদে নিয়োজিত হন। এই সময় হইতে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিরূপে এই বিদ্যামন্দিরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সংসাধিত হয়। তাহার আমূল বিবরণ আশা করি তাঁহার জীবনী পাঠকগণের অবিদিত নাই।

এই বিদ্যামন্দিরের সংশোধনকার্য্যে ব্রতী হইয়া তিনি দেখিলেন যে এখানে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈদ্য ব্যতীত অপর জাতির প্রবেশাধিকার নাই। তখন সেই প্রকৃত তেজস্বী ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পক্ষপাত মূলক প্রথার প্রতি সঘৃণ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক ইহার উচ্ছেদ সাধনার্থে এই বর্ব্বরতা ও বাধ্যবাধকতার বিরুদ্ধে Education council কে জানাইলেন, শিক্ষাসভা এ সম্বন্ধে তাহার মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইতে আদেশ করিলে তিনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে মার্চ্চ তারিখে লিখিলেন,—"যখন বৈদ্যেরা—যাহারা শূদ্র ব্যতীত আর কিছুই নহে—এই কলেজে অধ্যয়ন করিবার অনুমতি পাইল তখন কায়স্থেরা যে কেন অধ্যয়ন করিতে পাইবেন না তাহার কারণ আমি দেখিতে পাই না। অধিকন্তু যখন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের জামাতা ও হিন্দু স্কুলের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র অমৃতলাল

মিত্র এই কলেজে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইয়াছে তখন অপর কায়স্থেরা পাইবেনা কেন ? আমি জানি কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় এবং আন্দুলের রাজা রাজনারায়ন ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহারা সমগ্র বঙ্গের মধ্যে এক মহা সম্মানার্হ ও প্রাচীন জাতি। যদিও কলেজের অপরাপর অধ্যাপকগণের মত এই নব প্রবর্ত্তনের প্রতিকূলে রহিয়াছে তত্রাচ আমার একান্ত ইচ্ছা যেন কায়স্থ ছাত্রগণ এই বিদ্যামন্দিরে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়।" আমরা জানি কেবলমাত্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকবর্গ নহেন পরন্তু অপরাপর স্থানের অধ্যাপকগণও ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন উত্থাপিত করেন, তাঁহাদের আপত্তির কারণ এই যে যদ্যপি শূদ্রগণও সংস্কৃত পড়িবার অনুমতি পায় তাহা হইলে এই পবিত্র হিন্দুশাস্ত্র কলুষিত হইবার আর বাকী রহিল কি ? বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহাতে সুযুক্তিপূর্ণ তর্কের অবতারণা করিয়া তাঁহাদিগকে নিরস্ত করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র হইতেও নানাস্থান উদ্ধৃত করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে দেখাইয়াছিলেন। তিনি উক্ত পণ্ডিত মণ্ডলীকে আরও প্রশ্ন করিয়াছেন যে যদ্যপি কায়স্থগণকে শূদ্র বিবেচনায় সংস্কৃত অধ্যয়নের অনুমতি দেওয়া না হয় তাহা হইলে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরও ত শূদ্র, তাঁহাকে সংস্কৃত শাস্ত্রশিক্ষা ও আলোচনায় বাধা দেওয়া না হয় কেন ? আর শূদ্র দিগকে যদি সংস্কৃতভাষা শিক্ষা দিতে আপনাদিগের মধ্যে এতই বীতরাগ লক্ষিত হয় তাহা হইলে বিদেশীয় ম্লেচ্ছ (সাহেব) দিগকে বেতন লইয়া এই দেব ভাষা শিক্ষাদিতে আপনাদিগের মনোমধ্যে বিন্দুমাত্রও অনুতাপ পরিলক্ষিত হয় না কেন ? মোট কথা তিনি এই কার্য্য ফলবতী করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং কথিত আছে তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট এইভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে যদ্যপি তিনি এই কার্য্যে বিফলমনোরথ হন তাহা হইলে পদত্যাগ করিবেন। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাকে ততদূর অগ্রসর হইতে হয় নাই, কর্ত্তৃপক্ষ তাহার পরামর্শ মত কায়স্থ ছাত্রগণকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা জানি ইহার কিছু দিন পরে অন্যান্য নিম্নতর শ্রেণীর হিন্দুগণও প্রবেশের অনুমতি লাভ করিয়াছে। তবে তাহারা ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়নের অনুমতি প্রাপ্ত হয় নাই।

আমরা দেখিতেছি বঙ্গের প্রকৃত তেজস্বী ও উদার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর মহাশয় কায়স্থগণ সম্বন্ধে প্রকৃত মতই পোষণ করিতেন। এক্ষণকার শিশ্নোদর-পরায়ণ ক্ষুদ্রাশয় (ক) নীচ ব্রাহ্মণ সন্তানগণের ন্যায় তিনি স্বার্থপর ছিলেন না। ব্রাহ্মণগণ ভুলিয়া যান যে কায়স্থগণের ন্যায় এত বড় একটা প্রবল ক্ষত্রিয় জাতির সহায়তা পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহারা আজ জগতের সমক্ষে একবড় মহান ও গৌরবের আসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আজি তাঁহারা যে ক্ষুদ্র ঈর্ষ্যার বশবর্ত্তী হইয়া এই যুগপৎ বিশাল ও বলবান জাতির প্রতিকূলাচরণে নিয়োজিত হইয়াছেন তাহার ফলে তাঁহাদেরই যে উন্নতির ভিত্তি-মূল প্রকম্পিত হইয়া গৌরবের মহান মুকুট অপসারিত হইতে বসিয়াছে তাহা তাঁহারা একবার স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিয়া দেখিতে ভুলিয়া যাইতেছেন।

আজি কলিকাতায় অধিকাংশ শিক্ষা দীক্ষা হীন ব্রাহ্মণসন্তান গণেরই জ্ঞান-ভাণ্ডার অতীব সঙ্কীর্ণ। এই সমস্ত সঙ্কীর্ণচেতা বিপ্রবর্গের সহচর্য্যে আমাদিগের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নৈতিক কার্য্য প্রণালী নিয়ন্ত্রীত হইয়া কিরূপ শান্তিহীন ক্লেশকর ও পণ্ড হইয়া উঠিতেছে তাহা বলা অপেক্ষা সহজেই অনুমেয়। এই সমস্ত ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী ও প্রকৃত ব্রহ্মতেজ সম্পন্ন বলিয়া পরিচয় দিতে বা অহঙ্কার করিতে কুণ্ঠিত হন না। সুতরাং তাঁহারা যে আমা-দিগকে উপবীত গ্রহণ করিতে দেখিয়া 'গেল রাজ্য, গেল মান,' রক্তবাস দৃষ্টি সংক্ষুব্ধ মহিষের ন্যায় আমাদিগকে আক্রমণ করিয়া বসিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি তাঁহারা না বুঝেন আমাদিগের উদ্দেশ্য আর না আছে আমাদিগের আর্য্য শাস্ত্রে কিঞ্চিন্মাত্রও অভিজ্ঞতা। তাহাদের ধারণা বঙ্গে কেবল দুইটীমাত্র বর্ণ বিরাজমান রহিয়াছে। প্রথমতঃ নরদেবতা তাঁহারা স্বয়ং দ্বিতীয়তঃ হতভাগ্য চির ঘৃণিত শূদ্রগণ। অপর দুইটী বর্ণ কোন মায়াবীর কুহক যষ্ঠি সপর্শে অন্তর্হিত হইল তাহা তাঁহারা বলিয়া দিবেন কি? যে শাস্ত্রের গতি অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা আমাদিগের অবস্থান স্থান অনুসন্ধান করিয়া বিচার করিতে বসেন তাঁহারা তখন বিচার করিতে ভুলিয়া যান যে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ঠিক জায়গাটায় আপনাদিগের অবস্থান আছে কিনা। আমাদিগের পূর্ব্বস্মৃতি উদ্দীপ্ত করিতে

(ক) ব্রাহ্মণগণ যদ্যপি এ কথায় আস্থা স্থাপন করিতে অনিচ্ছুক হন তাহা হইলে তাহাদিগকে আমরা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীসমাজ পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

গিয়া আমরা যে মহান্ জাগরণের ফলে সুপ্ত জাতীতাকে জাগ্রত করিয়া একটি বিরাট আন্দোলন আনিয়াছি কে অস্বীকার করিবে যে ব্রাহ্মণদিগের জাতির উদ্বোধনের উপক্রমণিকা তাহা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উপকৃত জাতি যে আজ উপকার ভুলিয়া তাহাদিগের ব্যর্থ বিদ্বেষ মূলে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে বসিয়াছেন তাহার ফলে কি আমাদিগের জাতীয় অবনতি সৃষ্টি হইতেছে না। প্রধানতঃ এই ব্রাহ্মণ বিদ্বেষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ভারতের অন্নজলে পুষ্ট ভারত মিত্র ফিরিঙ্গি সম্পাদকবর্গ ভারত সন্তানগণের প্রতি যে হলাহল উদ্গীর্ণ করিতেছেন তাহা কে না জানেন। এখন দেশের এই দুর্দ্দিনে বা পরিবর্ত্তনের দিনে আমরা ঘরে ঘরে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়া আমাদিগের এই দুর্ব্বলতা জগতের সমক্ষে ফুটাইয়া তোলা একান্ত অনুচিত নহে কি?

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় যাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত ব্রাহ্মণের অন্তঃকরণ আজিও বিদ্যমান আছে, তাহারা কি তাহাদের অবলম্বনস্বরূপ এত বড় একটা বিশাল জাতির উন্নতিকল্পে আপনাদিগের চির-মঙ্গল-হস্ত সম্প্রসারিত করিয়া আমাদিগের উন্নতি করিতে গিয়া আপনাদিগের মলিন চিত্ত স্বজাতি বৃন্দের উন্নতি সাধন করিয়া এই মহৎকার্য্যের প্রতিষ্ঠান রূপ জগতের সমক্ষে এক নবীনাদর্শ স্থাপন করিবেন না?

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা
নালিকুল, হুগলী

পুরুষার্থের প্রভাব।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব তদীয় অতি প্রিয় ও উপযুক্ত শিষ্য শ্রীরামচন্দ্রকে পুরুষার্থ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ কহিয়াছেন,—হে রাম! সলিল ও তাহার তরঙ্গ আপাতঃদৃষ্টিতে বিভিন্ন পরিদৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক পৃথক পদার্থ নহে; পরন্তু, পরস্পর সমান। সেইরূপ সদেহমুক্তি ও বিদেহমুক্তি, এতদুভয়ের মধ্যে

কিছুমাত্রও প্রভেদ নাই। বিষয়ের পরাধীনতাই এই উভয়ের পার্থক্য প্রতীতির কারণ। হে সৌম্য! তুমি জানিতে চাহ কি জন্ম এই সংসার তোমার তৃণজ্ঞান হইতেছে এবং সর্ব্বজ্ঞ ব্যাসদেব কি নিমিত্তই বা বিদেহ মুক্ত না হইয়া তাঁহার পুত্র শুক দেবের বিদেহ মুক্তি হইল। এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমরা কল্পনা-বশতঃই এই জীবনমুক্ত ব্যাসদেবকে, সদেহের ন্যায় সম্মুখে দর্শন করিতেছি। কিন্তু এই মহাত্মার অন্তরাশয় আমাদিগের কিছুমাত্রও পরিজ্ঞাত নাই ফলতঃ কি গতিশীল, কি স্থির, সর্ব্বপ্রকার বায়ুই যেমন বায়ু বলিয়া পরিগণিত, সেইরূপ সদেহ মুক্ত ও বিদেহমুক্ত উভয়ই একই পদার্থ। এতদুভয়ের মধ্যে কোন অবস্থাই মায়ামমতার বশবর্ত্তী নহে।

বাশিষ্ঠদেব পুনরপি কহিয়াছেন—হে রাম! যাহাদ্বারা অজ্ঞানান্ধকার সমূলে বিনষ্ট হয়, তাদৃশ শ্রুতি মনোহর প্রকৃত উপদেশ তোমাকে প্রদান করিতেছি, স্থির চিত্তে শ্রবণ কর। ইহা সংসারে সম্যক্ প্রকারে পুরুষার্থ প্রয়োগে পারগ হইলে সকল অভিষ্টই সিদ্ধি হইয়া থাকে। এই যে সুশীতল শশাঙ্ক কিরণ হৃদয়ে আনন্দ সমুদ্ভূত করে ইহাও পুরুষার্থের ফল জানিবে। এইরূপে পুরুষার্থের ফল প্রত্যক্ষ। দৈবই ফল প্রদান করে, ইহা মূঢ়ের কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেননা পুরুষার্থ ব্যতিরেকে সিদ্ধিলাভ কখনই সম্ভবপর নহে। সত্যপথ অবলম্বন পূর্ব্বক, কায়মনোবাক্যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাকেই পৌরুষ কহে। হে রাম! তুমি নিশ্চয় জানিও পৌরুষ ব্যতীত অপর যাবতীয় কার্য্যই মত্ত চেষ্টা মাত্র। উহাতে সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা কিছুমাত্রও নাই। যত্ন ককিলে অবশ্যই তাহার ফলপ্রাপ্তি ঘটে। যত্ন না করিলে কোন কার্য্যই সফল হয় না। দেখ—দেবরাজ ইন্দ্র প্রথমে ইন্দ্র ছিলেন না, এবং ব্রহ্মাও প্রথমে ব্রহ্মা ছিলেন না। সৎপথে সমুচিত যত্ন সহ পুরুষকার প্রয়োগ করিয়াই তাঁহাদের তত্তৎ পদ বা ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়াছে। এইরূপে যে যেমন যত্ন ও পুরুষার্থ প্রয়োগ করে, তাহার সেইরূপ ফল বা সেইরূপ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। এই কারণ বসতঃ কেহ ব্রহ্ম পদ, কেহ পরমানন্দময় মোক্ষ পদ, কেহ পরমোৎকৃষ্ট বিষ্ণু পদ এবং কেহবা চন্দ্রার্দ্ধচূড়ামণি শৈব পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পুরুষকার দ্বিবিধ। প্রাক্তন পুরুষকার এবং ঐহিক পুরুষকার। তন্মধ্যে ঐহিক পুরুষকার দ্বারা প্রাক্তন দুষ্কৃতি খণ্ডিত হয় পুরুষের যত্ন প্রজ্ঞা চেষ্টা এবং

উৎসাহ দ্বারা সুমেরুও বিচূর্ণ হইয়া থাকে, সুতরাং পুরুষার্থ দ্বারা প্রাক্তন দুষ্কৃতির নিষ্কৃতি হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। শাস্ত্রানুসারে পুরুষার্থপ্রকাশই প্রকৃত পুরুষত্ব। ইহাতে অবশ্যই শুভ ফললাভ হইয়া থাকে। আর অশাস্ত্রীয় পৌরুষ কেবল অনর্থেরই হেতু মাত্র। কোন মানবে ব্যাধি প্রভৃতিতে সম্যক অভিভূত হইয়া অঙ্গুলীর অগ্রভাগে জলবিন্দুমাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পান করে। আবার কেহ পৌরুষ সহায়ে সসাগরা ও সভূধরা বসুন্ধরার আধিপত্য লাভকেও দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ করেনা। স্বয়ং পুরুষার্থের অসাধ্য কিছুই নাই।

বশিষ্ঠদেব পুনর্ব্বার বলিলেন—হে রাম! প্রভা যেমন নীল পীতাদি বর্ণ বিভেদের হেতু, শাস্ত্রানুসারিণী প্রবৃত্তিই সেইরূপ পুরুষার্থ সাধনের আদি কারণ। শাস্ত্রের বিধান লঙ্ঘন করিয়া নিজ অভিলাষানুযায়ী পুরুষার্থ সাধনে নিরত হইলে কদাচ সিদ্ধিলাভ হয় না। প্রত্যুত, প্রমত্ত চেষ্টার ন্যায়, মোহমাত্র সমুদ্ভাবন হয়। যে, যাহার বাসনায়, যথাবিধি যত্ন ও চেষ্টা করে, তাহার তাহা অবশ্যই সিদ্ধ হয়। অতএব স্বকর্ম্মই দৈব; এতদ্ভিন্ন আর কিছুই দৈব নাই। শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় এই দুই প্রকার পৌরুষ। তন্মধ্যে শাস্ত্রীয় পৌরুষে পরমার্থ সিদ্ধি ও অশাস্ত্রীয় পৌরুষে অনর্থ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সুতরাং শাস্ত্রীয় পৌরুষই প্রয়োগ করা বিধেয়। কল্যকার কার্য্য অদ্যই সমাধা করিব এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আলস্য পরিহার পূর্ব্বক কার্য্য করিলে অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ হয়। বলবান ও বলহীনে সংগ্রাম সংঘটিত হইলে, যেরূপ দুর্ব্বলেরই পরাজয় হয়, দৈব ও পৌরুষ, এতদুভয়ের মধ্যে সেইরূপ দৈবেরই পরাজয় হইয়া থাকে। শাস্ত্রীয় পৌরুষ প্রয়োগ দ্বারা কদাচিত অনর্থ সংঘটন হইলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বলবৎ অনর্থ যোগই এই নিষ্ফলতার কারণ। পরম-মঙ্গল-নিদান ঐহিক পুরুষার্থ দ্বারা প্রাক্তন অশুভ পৌরুষ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই অশুভময় প্রাক্তন পৌরুষের উপশম না হইলে, শ্রেয়লাভের কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই। শাস্ত্রকথিত লঙ্ঘনাদি দ্বারা যেরূপ অজীর্ণাদি ব্যাধির উপশম হয়, সেইরূপ ঐহিক পৌরুষ, প্রাক্তন পৌরুষকে বিনষ্ট করে।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বহুস্থলেই বশিষ্ঠদেব দৈবের প্রাধান্য আদৌ স্বীকার

না করিয়া পুরুষার্থেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এস্থলেও তিনি রামকে কহিয়াছেন,—দেখ রাম! উদ্যোগ বিহীন ব্যক্তি গর্দ্দভ অপেক্ষাও নিকৃষ্ট; এবং উদ্যোগই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। অধিক কি, এই উদ্যোগই স্বর্গলাভ ও সংসার বন্ধন মোচনের হেতু এবং যাবতীয় সম্পদের সেতু।' বাস্তবিক উদ্যোগবিহীন ব্যক্তি আর জড়পদার্থ উভয়ে একই বস্তু; কেবল নামভেদ মাত্র। মৃগেন্দ্র উদ্যোগ বলেই অবিচ্ছিত পিঞ্জর বন্ধন দূরীকরণ করে। হে রাঘব, আমরাও সেইরূপ পুরুষকার প্রভাবে, অনায়াসেই সংসার-বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হই। বলিতে কি উদ্যোগেই সাক্ষাৎ সিদ্ধি বা মূর্ত্তিমতী সমৃদ্ধি। দেখ যেখানে উদ্যোগ সেইস্থানেই জয় ও বিজয় নিত্য বিরাজমান; এবং সেইস্থানেই স্বাধীনতা ও স্বচ্ছন্দতা মূর্ত্তিমান। উন্নতির পর ক্রমোন্নতি, স্বর্গের পর স্বর্গ; অপবর্গের পর অপবর্গ, এবং সিদ্ধির পর সিদ্ধি। উদ্যোগের এই প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

বশিষ্ঠদেব পুনর্ব্বার কহিয়াছেন,—দেখ রাম! যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিহার পূর্ব্বক অলীক অনুমান মাত্র অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি আপনার দুইটী হস্তকেও সর্প ভাবিয়া পলায়ন করিতে পারে। অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে, এই প্রকার অবধারণ পূর্ব্বক, পুরুষাকার প্রয়োগে নিবৃত্ত হইয়া নিশ্চিন্ত থাকার ন্যায় মূঢ়তা আর নাই। সৌভাগ্যদেবী তাদৃশ অদৃষ্টদর্শী মূঢ়ের সহবাস বিষবৎ দূরে বিসর্জ্জন করেন। ফলতঃ অদৃষ্টবাদীর সুখ যেমন অদৃষ্ট, এমন আর কাহারই নহে। যে সকল ব্যক্তি পুরুষকার পরিহার পূর্ব্বক অক্ষম অদৃষ্ট বা শোকদুঃখ পরিপূর্ণ দৈবের মুখাপেক্ষী হয়, তাহাদিগের সেই মুখাপেক্ষাই সার হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ দেববর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, কাব্যরত্নাকর।
কোন্নগর।

কবিতাগুচ্ছ ।

গৌতমের মহত্ত্ব । ১

প্রাচীন কালের এক শুন উপাখ্যান,
জাবালী নন্দন নাম ছিল সত্য কাম । ১
জাবালার গোত্র বর্ণ কিছু নাহি জানি,
শাস্ত্রেতে উল্লেখ তার কিছুই করেনি । ২
সত্যকাম সত্যনিষ্ঠ সত্যগত প্রাণ,
পরিহাস ছলে কভু মিথ্যা নাহি কন ।৩
ব্রহ্মবিদ্যা লাভ লাগি বেদ অধ্যয়ন,
করিতে জাগিল হৃদে বাসনা যখন । ৪
গুরুগৃহে বাস হেতু জাবালী তনয়,
উপনীত হইলেন গৌতম আলয় । ৫
সসম্ভ্রমে সকাতরে গৌতম সকাশ,
প্রাণের কামনা তার করিলা প্রকাশ । ৬
শুনিয়া গৌতম ঋষি হৃদয়-উদার,
জিজ্ঞাসে পিতার নাম বর্ণ গোত্র তার । ৭
সত্যকাম বলে প্রভু ইহা নাহি জানি,
শুধাইয়া আসি যদি জানেন জননী । ৮
জননীর সন্নিধানে গেলা সত্যকাম,
জিজ্ঞাসিলা গোত্র বর্ণ জনকের নাম । ৯
প্রশ্ন শুনি জাবালীর বাক্য নাহি সরে,
তুষ্ণীভূতা হয়ে চিন্তে আপন অন্তরে । ১০
কার পুত্র সত্যকাম তাহা নাহি জানি,
যৌবনে ছিলাম আমি বহু বিলাসিনী । ১১

মাতা হয়ে তনয়েরে বলা নাহি যায়,
বিষম সমস্যা এবে কি করি উপায়।১২
ধৈর্য্যহারা সত্যকাম কহে বারংবার,
কিহেতু উত্তর মাতা দাওনা ইহার। ১৩
বিষণ্ণ বদনে মাতা করিলা উত্তর,
কি বলিব বাছা তাহা বড় লজ্জা কর।১৪
যৌবনে ছিলাম আমি বহু বিলাসিনী,
কাহার তনয় তুমি তাহা নাহি জানি।১৫
কোন্ গোত্র কোন্ বর্ণ বলিব কেমনে,
জাবালীর পুত্র তুমি ইহা রেখ মনে।১৬
মাতার উত্তর শুনি বিরস বদন,
ঋষি গৌতমের পাশে করিলা গমন।১৭
জনকের নাম গোত্র বর্ণ পরিচয়,
জানেনা জননী মম শুন মহাশয়।১৮
যৌবনে ছিলেন মাতা বহু বিলাসিনী,
জাবালীর পুত্র আমি এই মাত্র জানি। ১৯
ঋষি কহে উচ্চৈঃস্বরে পুলকে তখন,
"সত্যকাম বৎস! তুমি নিশ্চয় ব্রাহ্মণ।২০
জন্মগত কুৎসা কথা অকপট মনে,
যে জন বলিতে পারে অন্যের সদনে। ২১
এত সত্যনিষ্ঠা যার সে জন ব্রাহ্মণ,
স্নান করে এস করি শিষ্যত্বে গ্রহণ।২২
উপবীতী হয়ে হও বেদ পাঠে রত,
হে সৌম্য! জানিও মনে বর্ণগুণ গত।" ২৩
স্নান-করি উপবীতী হয়ে সত্যকাম,
হৃষ্ট প্রাণে গুরুগৃহে লভিলেন স্থান। ২৪
ন্যায়নিষ্ঠ গৌতমেরে যাই বলিহারি,
এহেন মহত্ত্ব ঋষি মানসমাধুরী।২৫

ক্ষুদ্র থাকে ক্ষুদ্র গণ্ডী করিয়া বেষ্টন,
মহতে হেরিয়ে সদা অসঙ্কীর্ণ মন।২৬
যেমন জ্ঞানার্থী হবে দিবে জ্ঞান তায়
গুণের করিতে পূজা সদা প্রাণ ধায়।২৭
অন্যের হীনতা ধরি নাহি করে ঘৃণা,
মরতে স্বরগ আনে কে ইহারা বিনা? ২৮

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

দৈন্য।২

ঐশ্বর্য্য হইতে নামিয়ে এনেছ
 ডাকিয়ে দৈন্যেরে করিতে বরণ,
করিয়াছ দীনহীন পথের কাঙ্গাল
 হে দয়াল, হে দীন-শরণ! ১
পদে দলি তুচ্ছ বিভব-জঞ্জাল
 ছিন্ন করি দেছ আশক্তি-বন্ধন,
আঁধার হইতে আনিলা আলোকে
 অনলে দহিয়া ভোগ-নিকেতন। ২
অনন্ত লালসায় স্বার্থ-আকিঞ্চন
 ক্ষুদ্র হৃদি সদা ছিলযে জুড়ি,
নিষ্ফল-বাসনা গরল সম
 শূন্য বক্ষে হায়! জ্বলিত পুড়ি। ৩
গৌরব-উন্নত ছিল যে শির
 বিশাল ধরাকে দেখিত সরা,
তুলি দিলা তায় নিজ হাতে ধরি
 শত দৈন্য, শত কলঙ্ক-পশরা। ৪
ধন-মান-মহত্ব-গরব-স্ফীত
 যে বক্ষে তব ছিলনা স্থান,

দিয়েছে দীনতা, চিনা'য়ে তোমায়
বহিছে সে মরু-বুকে ভকতি-বান। ৫
অন্তর ছিঁড়িয়ে শোণিত-ধারায়
বহিছে সদা প্রেম-অশ্রুধার,
মুছিগেছে ভোগ-আশক্তি-কালিমা
গাহিছে পরাণে বিভূতি তোমার। ৬
সর্ব্বস্ব হরিয়ে দেখা'য়েছ হরি।
সুষমা-পূরিত অলকা-মাধুরী,
নবীন আলোকে মধুর পুলকে
গাহিছে মরমে প্রেমের মাধুরী। ৭
কাচ বিনিময়ে লভিলো কাঞ্চন
কে ভয়ে দৈন্যেরে আর?
নশ্বর বৈভবে পদে-দলি প্রভু
দীন-হৃদি জুড়ি থাক অনিবার। ৮
ডাকিয়ে আনিনি, ডাকিতে জানিনা
এ হৃদয়-গৃহ দৈন্যের আঁধার,
অশ্রুজলে ধু'য়ে ভিক্ষা-ক্ষুদ দিব
হে দয়াল, হে সর্ব্বস্ব আমার। ৯

শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন।

অভাব। ৩

অই যে আসিয়ে দেবতা আমার
দাঁড়ায়ে হৃদয় দোরে,
জানিনে আমি যে, ভিতরে ডাকিয়ে
আনিব কেমন কোরে। ১
হৃদয়ে আমার নাহিক ভকতি
সেথা যে তামস নিশা,

দূর করি তায় দাওনা জাগায়ে
পবিত্র ভকতি তৃষা। ২

জানিনা যে আমি কিদিয়ে পূজিব
কেমন পূজার ধারা,
শিখায়ে তোমরা দাওনা আমি যে
আঁধারেতে দিশে হারা। ৩

গৃহেতে আমার এল যে দেবতা
আমি যে ভুলেছি তায়,
বলনা কেমনে ধূলাখেলা ছাড়ি
কোথায় রাখিব মায়। ৪

পূজিবার তরে পাইব কোথায়
জাহ্নবীর পূতবারি ?
শুধু যে দু ফোঁটা প্রাণ হ'তে আমি
অশ্রুজল দিতে পরি। ৫

পাইব কোথায় পূজিবার তরে
দুইটী পূজার ফুল ?
আর কিবা আছে জগতে আমার
এ ক্ষুদ্র হৃদয় তুল ? ৬

নৈবেদ্য কি দিয়ে কৃতার্থ হইব
তাহার অর্চ্চনা কালে,
দীন, হীন, ক্ষুদ্র, 'আমিত্ব' আমার
দিব কি চরণ তলে ? ৭

জানিনা যে আমি, পূজিবার কালে
কি মন্ত্র বলিতে হয়,
প্রাণভরে শুধু মা বলিয়ে ডাকি
এই মন্ত্র সমুদয়। ৮

যে দিকেতে চাই সে দিকেই দেখি
সহস্র অভাব মোর,
প্রাণ দিয়ে মায় পূজিতে পারিনা,
এই অভাব ঘোর॥ ৯

শ্রীমুরারিমোহন কর।
সারস্বত আশ্রম, চন্দননগর।

কভু নয় কভু নয়। ৪

কুসুম সৌরভ ধরে,
সেকি আপনার তরে?
গন্ধবহ গন্ধ লয়ে
ঘরে ঘরে ফিরে বয়ে
লক্ষ্য তার আত্ম সুখোদয়?
কভু নয় কভু নয়?১

শিখী নাচে মনোহর,
পাখী গায় সুখকর,—
অমিয়া ঢালিয়া প্রাণে,
ত্রিদিবের দিব্য তানে,
আপনার সুখ প্রত্যাশায়?
কভু নয়, কভু নয়।২

ফল পুষ্পে সাজি চারু,
লতিকা গুল্ম তরু
ধরায় সুষমাদানে,
শান্তি দেয় জীব প্রাণে,
বিভোর কি আত্ম ভাবনায়?
কভু নয় কভু নয়।৩

তৃষ্ণাতুরে বারি দিয়া,
ক্ষেত্রে নীর যোগাইয়া,
জীব-কুলে করে রক্ষা,
তটিনী প্রশস্ত-বক্ষা,
স্বার্থগন্ধ পোষে কি হৃদয় ?
কভু নয় কভু নয় ।৪

যে দিকে ফিরাই আঁখি,
স্বভাব এরূপ দেখি,
পর-লাগি আত্মদান,
চাহিছে সবারি প্রাণ,
অন্ত-বিধি মানবে নিশ্চয় ?
কভু নয়-কভু নয় ।৫

আত্ম-পর নর হবে,
আত্ম-সুখে ডুবে রবে,
দেশপানে তাকাবে না,
সমাজকে ভাবিবে না ;
স্বভাবের এই অভিপ্রায় ?
কভু নয় কভু নয় ? ৬

লয়ে অনুদার চিত,
কূপ মণ্ডুকের মত,
আত্ম প্রাধান্যের গর্ব্বে,
উপেক্ষা করিবে সর্ব্বে,
মনুষ্যত্ব ইহাকে কি কয় ?
কভু নয় কভু নয় ।৭

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা ।

একা। ৫

বিশ্ব-হাটে ঘুমিয়ে ছিনু,

[illegible]মন্তর্কর [illegible]

[illegible]হি জানা সবাই চেনা,

সবাই আপন রঙ্গে।

সবাই তারা চলে গেল,

হাটের কাজটি সেরে,

সাঁঝের বেলা চেয়ে দেখি,

একা আমি প'ড়ে !১

নীল সাগরের ঢেউ গণিনু

সারাদিনটি ব'সে,

যে ঊর্ম্মিটি চলে যায়,

কেউ না ফিরে আসে।

অনন্ত এ কাল-সাগরের,

অতল জলে যারা,

বিলীন হয়ে যায় একবার,

আরও না দেয় সাড়া !২

শাখী-শাখে পাখীর ডাকে,

বিশ্ব জেগে ছিল,

সন্ধ্যাবেলা সবাই তারা,

বাসায় ফিরে গেল।

মুগ্ধ হয়ে যে পাখিটী

বুকে থেকে যায়,

যাবার বেলা তাহার পানে

কেউ না ফিরে চায় !৩

সারাদিনটি খেলে শিশু

সবুজ ঘাসের পরে ৮

ভুলি তারা মায়ের মুখ
খেলাধূলা করে।
সাঁঝের আঁধার ঘুনুয়ে এলে
সবাই তারা হায়,
খেলা ছেড়ে উধাও হ'য়ে
মায়ের কোলে ধায়।৪
আমরা যত মায়ের ছেলে
খেলায় আত্মহারা,
মাকে ভুলি হাসি খেলি
কেউ না দেয় সাড়া।
জীবন-সন্ধ্যাকালে যবে
বিশ্ব আঁধার হবে,
সংসার খেলা ছেড়ে যাব
মায়ের কোলে সবে॥৫

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন।

রূপ-তৃষা। ৬

—•—

শুধু রূপ অগ্নি-শিখা তীব্র হুতাশন,
নির্ব্বোধ পতঙ্গ প্রায়,
শুধু রূপের তৃষ্ণায়,
ভ্রমান্ধ মানবমন, তুমি ধেওনা কখন।
জ্বলিয়া পুড়িয়া হায়;
কেমনে মরিবে তায়,
কোথা পাবে ওবিনা নন্দন-কানন,
মরুভূমে কোথা পুষ্প সৌরভ-সদন? ১

গুণ বিনা রূপ যেন কিরাত দুর্জ্জন,
সুখের আশায় যদি,
হয় তব তথা গতি,
বৃথা আশা বৃথা চেষ্টা বৃথা আকিঞ্চন।
ছলে বলে সুকৌশলে,
প্রতিপলে শরজালে,
অলক্ষ্যে তোমায় সদা করিবে দহন,
ফুলধনু করিবেক বিষ বরিষণ।২
সুখাকাশ হ'তে সে নক্ষত্র সদা খসে,—
যে জন অবোধ প্রায়,
রূপের সাগরে ধায়।
তাইতো নাগরী বেশে তিলোত্তমা হেসে হেসে,
কিবিতংসে কি সত্বরে,
সুন্দ উপসুন্দাসুরে,
নাশিলা কৌশলে, তাহা জীব হৃদাকাশে,
রবে চির জ্যোতিষ্মান শিক্ষা ব্যপদেশে।৩
বীর পঞ্চ পাণ্ডু পুত্র সংসার-আহবে—
যবে দ্রুপদ ভবনে,
ছদ্মবেশে সংগোপনে।
কীচক দুর্ম্মতি হায় বেণুর সুরবে,
প্রেমরাজ্যে রাজাসনে,
বসাইতে হৃষ্টমনে,
দ্রুপদ-বালায়ে চাহি মূঢ় মিষ্টালাপে
পরাণে মরিলা শেষে কি ভীষণ তাপে।৪
জীবশ্রেষ্ঠ তুমি নর সৃষ্টির রতন,
কিসের কারণে তবে,
দিবে প্রাণ এইভাবে,

ভুলিয়া রহিবে তব মোহান্ধ এমন—
সংসার-কাননে যিনি,
রূপের অনন্ত খনি,
করুণার সিন্ধু সেই দীনের শরণ;
সেরূপে মজিলে হয় সফল জীবন।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

ভিখারী।

অই যে চাতক দূরে সুস্বর নিস্বনে,
জলদের কাছে চাহে বারি ফুল্লমনে।
গুঞ্জরিয়া আসে অলি কুসুম কাননে,
চাহে মধু গুণ গুণে করুণ ক্রন্দনে।
চাহে বৃক্ষ বায়ুরস রবি-রশ্মিভাতি,
দুলিয়া দুলিয়া তাই করিছে প্রণতি।
ভিখারীর মত যত মনুজ নন্দন,
দাও দাও রবে করে বিদীর্ণ গগণ।
সাধক চাহিছে কৃপা জগৎপতির
বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত তবু ভিক্ষায় অস্থির।
তুচ্ছ নর এ সংসারে কৃষ্ণ বিশ্বপতি,
প্রেমের লাগিয়া কত করেছে মিনতি।
এ বিশ্ব কাঙ্গাল বেশে পুত্তলিকা প্রায়,
আছে সদা দীনভাবে ভিক্ষার আশায়।
আমিও ভিখারী এক এ কাঙ্গাল দেশে,
মিলিবে কি ভিক্ষা কিছু জীবন-প্রদোষে?

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

প্রেম-পরিণাম।৮

অই শুন পিকবধূ উন্মত্তের প্রায়
ললিত উচ্ছ্বাসে ডাকে বাসন্তী সন্ধ্যায়।
শূন্যপথে চেয়ে দেখ জলদের তরে,
নিশিদিন চাতকিনী ডেকে ডেকে মরে।
সরোবরে সুশোভিনী নলিনী সুন্দরী,
সহসা ঢাকিছে মুখ হেরি বিভাবরী।
অস্তমিত হলে ভানু কেনা দেখে তায়—
নিশির শিশির রূপে শোক অশ্রুধার?
কেনা দেখে কুমুদের বিষণ্ণ বদন—
অস্তাচলে নিশানাথ করিলে গমন?
অনলে পতঙ্গ দিয়া জীবন-আহুতি,
দেখায় প্রেমের খেলা প্রেম পরিণতি।
মূর্ত্তিমযী লক্ষ্মী সীতা সতীত্বের খনি,
যাঁহার পরশে ধন্যা ভারতজননী।—
অতি পুণ্যময়ী সেই রমণীরতন,
ত্যজিলা প্রেমের তরে অমূল্য জীবন।
তুচ্ছ নর তুচ্ছ নারী আপনি শ্রীহরি,—
কাঁদিয়া কাঁদিয়া ব্রজে বাজা'তো বাঁশরী।
জীয়ন্তে দাহিতে সদা জলন্ত চিতায়,
প্রেমের উল্কা যেন হায়রে ধরায়।
পার্থিব প্রেমেরে করি চিরবিসর্জ্জন,
লইলা সাধক তাই বিভুর শরণ।
মঙ্গল-নিদান সেই প্রেম প্রস্রবণ,
প্রেমিকের তপ্ত অশ্রু করে বিমোচন।
দগ্ধজীব লভি সেই মন্দাকিনী জল,
পায় শান্তি হয় তার পরাণ শীতল।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার বসুবর্ম্মা।

দারুব্রহ্ম শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব

("আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা" ১৩২৪ সনের পৌষ সংখ্যায় শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ বসু মহাশয়ের লিখিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রবন্ধের প্রতিবাদ)

উক্তি প্রত্যুক্তি অনেক স্থলে মন্দফল প্রসূতি, কিন্তু সত্য উদ্ভাবনই যদি উভয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে সেখানে মন্দফলের পরিবর্ত্তে উহাতে পরম শুভফলই প্রদান করিয়া থাকে। আমরা যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি তাহাতে আমাদের এই বাদ প্রতিবাদের উদ্দেশ্য কেবল সত্য উদ্ধার এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বীও পরম সাত্ত্বিক ও সত্যসন্ধ কাজেই আমি যে আবল তাবল বকিয়া শ্রদ্ধাস্পদ নৃসিংহ বাবুর সময় নষ্ট ও বিরক্ত করিতেছি তাহা বোধহয় তিনি নিজ-গুণে ক্ষমা করিয়া লইবেন।

প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু আমার উদ্ধৃত শ্লোকগুলির সন্তোষজনক প্রতি-বাদ না করিয়া ঐগুলি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। প্রক্ষিপ্ত বলা আজকাল অতি সহজ ব্যাপার। যেখানেই ঠেকিয়া যাইব সেখানে ঐ প্রথা অবলম্বন করা মন্দ নহে। আবার সত্যকথা বলিতে গেলে প্রক্ষিপ্ত ব্যাপার বড় মহার্ঘ নহে, কাজেই এ অবস্থায় আমরাও প্রক্ষিপ্ত বিচার করিতে গেলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না, আবার আমরা প্রতিদ্বন্দ্বী মহাশয়ের প্রথানুযায়ী প্রক্ষিপ্ত বিচার করিতে গেলে এ হেন সাগরবৎ স্কন্দপুরাণ খানি সন্দিগ্ধ হইয়া দাড়াইবে।

শ্রীযুক্ত নৃসিংহপ্রসাদ বাবু ইন্দ্রদ্যুম্নকে সত্যযুগের রাজা প্রমাণ করিবার জন্য উৎকল খণ্ড হইতে কয়েকটী শ্লোক ও মহাভারত বনপর্ব্ব হইতে একটী স্থল উদ্ধৃত করিয়াছেন। উৎকলখণ্ড হইতে উদ্ধৃত শ্লোক কয়েকটী যে প্রক্ষিপ্ত তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি কারণ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজকে সত্যযুগের রাজা বলিয়া আরম্ভ করিয়া পরে দ্বাপর যুগকে পূর্ব্বকাল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

"রাজানঃ পলায়মামুস্তাং পুরীঃ বহুশোনৃপ।
তত্রাসীৎ কাশীরাজাখ্যঃ পুরা দ্বাপরকে যুগে॥"

পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যম দ্বাদশ অধ্যায় ৪২ শ্লোক।

বোধ হয় আমাদের শ্রদ্ধেয় নৃসিংহ বাবু স্বীকার করিবেন যে এই দারুময়ী জগন্নাথ মূর্ত্তি স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে একাম্রকাননে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল, কেননা মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরুষোত্তমে আসিবার সময় একাম্রকানন হইয়া আইসেন এবং ঐ লিঙ্গমূর্ত্তি দর্শন করেন। আমাদের বোধ হয় একাম্রকাননের শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য বৃদ্ধির জন্য আশুতোষ কাশী পরিত্যাগ করিয়া তথায় আসিয়াছেন এইরূপ এক আখ্যান প্রচলিত হয়। পূর্ব্বে শৈব ও বৈষ্ণবের মধ্যে বৈরভাব প্রায় অনেক গ্রন্থেই দেখা যায়, সেইজন্য কোন বৈষ্ণব কর্ত্তৃক "কৃষ্ণ কর্ত্তৃক মহাদেবের" ঐ রূপ অপমানসূচক বিষয় উহার মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়া থাকিবে। কিন্তু কাশী প্রতিষ্ঠার পরে কলির প্রথমে যে একাম্র-কাননে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও তাহার পরে এই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দারুময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে সে বিষয় সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যের দ্বাদশ অধ্যায়টী মনোযোগ পূর্ব্বক পড়িলে এ বিষয়ে বোধ হয় কোন সন্দেহ থাকিবে না।

তাহার পর ইন্দ্রদ্যুম্নকে সত্যযুগের রাজা প্রমাণ করিবার জন্য শ্রদ্ধেয় নৃসিংহ বাবু মহাভারতের বনপর্ব্ব হইতে যে টুকু উদ্ধৃত সে একটী আষাঢ়ে গল্প। ইহার মূলকথা "ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া মার্কণ্ডেয়ের সমীপে উপস্থিত হইলেন তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না উভয়ে প্রাবারকর্ণ নামক এক উলুকের নিকট গেলেন, সে উলুকও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। তখন তিনজনে নাড়ীজঙ্ঘ নামক এক বকের নিকট গেলেন, সে বকও তাঁহাকে চিনিতে পারিল না তখন তাহারা এক কচ্ছপকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি প্রমাণ দেন সে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা সর্ব্বাপেক্ষা চিরজীবী, ইহা যদি প্রমাণ্য ইতিহাস বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে ঈষপের উপন্যাসকে উপন্যাস না বলিয়া, ইতিহাস বলাই যাইত। মহাভারতের এই অংশ যে প্রক্ষিপ্ত তাহা আমার বলিতে সাহস হউক আর না হউক আমাদের পরম পূজ্য বঙ্কিম বাবুই ঐ অংশে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গিয়াছেন, প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার ধ্রুবচরিত্র দ্রষ্টব্য।

ইন্দ্রদ্যুম্ন আদি সূর্য্যবংশীয় রাজা অথচ সত্যযুগে প্রাদুর্ভূত। এত বড় কীর্ত্তিশালী রাজা কিন্তু যে রামায়ণে সামান্য গুণশালী সূর্য্যবংশীয় রাজাদের কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে এত বড় কীর্ত্তিশালী সিদ্ধপুরুষ ইন্দ্রদ্যুম্নের উল্লেখ নাই কেন তাহা কি তিনি বলিতে পারেন, সূর্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত রাজার নাম সূর্য্যবংশ তালিকায় দেখিতে পাই, কিন্তু কই ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রসঙ্গ ত কোথায়ও নাই। ইহাতে কি শ্রদ্ধেয় নৃসিংহবাবুর বোধ হয় না যে ইন্দ্রদ্যুম্নকে সূর্য্যবংশ মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে

শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবু অগ্র ও পশ্চাতের শ্লোক বাদ দিয়া মধ্য হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

তয়োর্ম্মধ্যে স্থিতাং লক্ষ্মীং সুভদ্রাং ভদ্ররূপিণীম্। (ক)
বিকচাম্ভোজ বদনাং বরাজ্জা ভয়ধারিণীম্॥

এবং তাহার যে অর্থ করিয়াছেন তাহা আমাদের মতে নৃসিংহবাবুর পক্ষে এমন অসরল অর্থ ঠিক হয় নাই। কারণ তিনি বলিতেছেন—"এখানে সুভদ্রা এই শব্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের ভগিনীর কোন সম্বন্ধ নাই" আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি, যেন তিনি যে অধ্যায় হইতে ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই অধ্যায়েরই ১০ম ও ১১শ শ্লোক কি বলিতেছে, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করেন এবং বিবেচনা করেন যে এই সুভদ্রার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না?

সুভদ্রা চারুবদনা বরাজ্জাভয়ধারিণী॥১০
লক্ষ্মীং প্রাদুর্ভবেয়ং সর্ব্ব চৈতন্যরূপিণী।
ইয়ং কৃষ্ণাবতারেহি রোহিণীগর্ভসম্ভবা॥১১

এখন বলুন দেখি এই সুভদ্রাদেবীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ আছে কি না? এখন কি শ্রদ্ধেয় নৃসিংহবাবু বলিবেন ইন্দ্রদ্যুম্ন সত্যযুগে জগন্নাথমূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন। যখন মূর্ত্তিত্রয় উন্মোচন করিতেছেন, তখন বলিতেছেন

(ক) কোন গ্রন্থে এই শ্লোকের আবার এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

সর্ব্ব দেবারণীং পাপ সাগরোত্তার কারিণীম্।
বিকচাম্ভোজবদনাং বরাজ্জা ভয়ধারিণীম্॥

এই সুভদ্রাদেবী কৃষ্ণাবতারে রোহিণীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণাবতার দ্বাপরে হইয়াছে তাহা বোধ হয় তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে যদি বলেন এই পুরুষোত্তম খণ্ডের সমস্ত শ্লোকই প্রক্ষিপ্ত আর তাঁহার মনোমত দুই একটী শ্লোক কেবল প্রকৃত তাহা হইলে আমরা নাচার। আমরা আশাকরি অতঃপর নৃসিংহবাবু এই অধ্যায়টী সরলভাবে বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর এ অধমের বিরুদ্ধে এ বিষয়ের জন্য তাঁহার লেখনী ধারণ করার আবশ্যক হইবে না।

পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যের ঊনবিংশ অধ্যায়টী পাঠ করিলেই নিঃসন্দেহে উপলব্ধি হইবে যে শ্রীকৃষ্ণ বলদেব ও সুভদ্রাদেবী প্রভৃতির মূর্ত্তির অনুকরণে এই দারুময়ী মূর্ত্তিত্রয় স্থাপিত হইয়াছিল, কাজেই উহা দ্বাপর যুগের পরেই স্থাপিত হইয়াছে। তখন ঐ দারুময়ী মূর্ত্তিত্রয় বর্ত্তমান কালের ন্যায় হস্তপদহীন ছিল না। তখন শ্রীকৃষ্ণের হস্তে শঙ্খচক্র প্রভৃতি বলরামদেবের হস্তে হল, তাঁহার মস্তকোপরি নাগের চিহ্নস্বরূপ সর্পফণা বিস্তৃত ছিল এবং সুভদ্রাদেবীর হস্তে পদ্মাদি বিরাজিত ছিল। তাঁহাদের পদ্মপত্রের ন্যায় নয়ন এবং বদনে হাস্যরেখা শোভা পাইতেছিল, আমরা সেই শ্লোক কয়টী এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

নির্ব্বাহ স্বয়ং দেবঃ ক্রমাৎ পঞ্চদশে দিনে।
চতুর্মূর্ত্তিঃ স ভগবান যথা পূর্ব্বং ময়োদিতঃ ॥৭
তাদৃগাবির্ব্বভূবাসৌ যুষ্মাকং বর্ণিতঃ পুরা।
দিব্যসিংহাসন স্থো ভদ্রাবল সুদর্শনৈঃ ॥৮
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম লম্ববাহু জনার্দ্দনঃ
গদামুষলচক্রাব্জং ধারয়ণ সন্নগাকৃতিঃ ॥৯
ছত্রাকৃতি ফণাসপ্ত মুকুটোজ্জ্বল কুণ্ডলঃ।
সুভদ্রা চারুবদনা বরাব্জা ভয়ধারিণী ॥১০
লক্ষ্মী প্রাদুর্ব্বভূবেয়ং সর্ব্বচৈতন্যরূপিণী।
ইয়ং কৃষ্ণবতারেহি রোহিণীগর্ভসম্ভবা ॥

পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য ঊনবিংশ অধ্যায়।

এখন কি নৃসিংহবাবু বলিবেন এই শ্লোকগুলি প্রক্ষিপ্ত। তাহা যদি না

বলিতে পারেন, তবে কৃষ্ণাবতারের পরে যে এই দারুময়ী মূর্ত্তিত্রয় স্থাপিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবেন কি প্রকারে ?

শ্রীযুক্ত নৃসিংহ বাবুর সন্দেহ দূর করিবার জন্য আরও কয়েকটী শ্লোক আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। এই শ্লোক হইতেই তিনি বুঝিতে পারিবেন যে এই সুভদ্রাদেবী শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী এবং লক্ষ্মীর অংশ, লক্ষ্মীর অংশে উৎপন্ন হইলে যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ ভগিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারিবেন না এ যুক্তির ত মর্ম্মোদ্ধার করিতে সমর্থ নহি। নৃসিংহবাবু লক্ষ্মীনারায়ণের সম্বন্ধ আমাদের এই ক্ষুদ্র মানবের স্ত্রী পুরুষের সঙ্গে কি এক পর্য্যায়ে স্থাপিত করিতে চাহেন ? ছিঃ! মহাসাগরের সঙ্গে সামান্য গণ্ডুষ তুলনীয় নহে।

ন ভেদস্তস্তি কো বিপ্রাঃ কৃষ্ণস্য চ বলস্য চ।
একগর্ভ প্রসূত ত্বাদ্ব্যবহারোঽয়ম লৌকিকঃ ॥১৩
ভগিনী বলদেবস্য হ্যেষা পৌরাণিকী কথা ।
পুং রূপেণ স্ত্রীরূপেণ লক্ষ্মী সর্ব্বত্র তিষ্ঠতি ॥১৪
পুং নাম্না ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্রী নাম্না কমলালয়া।
দেবতির্য্যমনুষ্যাদৌ বিদ্যতে নৈতয়োঃ পরম্ ॥১৫

পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য উনবিংশ অধ্যায়।

অর্থাৎ—এই কৃষ্ণ ও বলরামে কোনই প্রভেদ নাই। উভয়ে এক গর্ভে উৎপত্তি বলিয়া লৌকিক ব্যবহারে সুভদ্রা বলদেবের ভগিনী এবং পুরাণাদিতে ভাই ভগিনী বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। পুরুষ ও স্ত্রীরূপে লক্ষ্মী সর্ব্বত্র বিরাজিতা পুরুষ বলিতে ভগবান্ বিষ্ণুকে এবং স্ত্রী বলিতে কমলালয়া লক্ষ্মীদেবীকেই বুঝিতে হইবে। কি দেবগণ, কি তির্য্যগ জাতি, কি মনুষ্য সকল প্রাণী মধ্যেই ঐ লক্ষ্মী-নারায়ণ ভিন্ন অন্য কিছুই বিদ্যমান নাই। এখন বোধ হয় নৃসিংহ বাবু বুঝিতে পারিবেন শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেবের মধ্যে রুক্মিণী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সুভদ্রা মূর্ত্তি কেন বিরাজিতা। আবার দেখুন উহার ১৭শ শ্লোকে কি বলিতেছে :—

তস্য শক্তি স্বরূপেয়ং ভগিনী স্ত্রী প্রবর্ত্তিকা।

অর্থাৎ—এই (সুভদ্রা) ভগিনী তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) শক্তি ও স্ত্রীরূপিণী কাজেই শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে রুক্মিণী মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে সুভদ্রা মূর্ত্তি থাকার কোন দোষ হয়

নাই। প্রশ্নের নৃসিংহ বাবু একটু চেষ্টা করিলেই ত ইহা দেখিতে পাইতেন। তাহা হইলে তাহার অগ্রপশ্চাৎ ছাটিয়া একটী শ্লোক তুলিয়া একচকচি করিবার প্রবৃত্তি বা আবশ্যক হইত না।

আমরা পুরাণাদিতে দেখিতে পাই ভগবানের অবতারের সহায় স্বরূপ লক্ষ্মীর অংশে অনেক স্ত্রীই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মহাভারতে দ্রৌপদীও লক্ষ্মীর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া উক্ত আছে।

"আর সূর্য্যের ন্যায় তেজশালিনী কমলমালিনী পাঞ্চালীকে শরীর সৌন্দর্য্যদ্বারা সুরপুরকে আক্রমণ করিয়া থাকিতে দেখিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে দর্শনমাত্র সহসা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ দেবরাজ তাঁহাকে বলিলেন—হে যুধিষ্ঠির! ইনি লক্ষ্মী, দ্রৌপদীরূপে তোমাদিগের নিমিত্ত মনুষ্যলোকে গমন করিয়াছিলেন।"

মহাভারত স্বর্গারোহণপর্ব্ব চতুর্থ অধ্যায়।

আমাদের শাস্ত্র ও পরবর্ত্তী গ্রন্থাদি পড়িয়া এই ধারণা হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভৃতি মূর্ত্তিত্রয় শ্রীকৃষ্ণ ও বলদেব ও সুভদ্রার মূর্ত্তির অনুকরণই স্থাপিত হয়, কাজেই ঐ স্থাপনের কাল দ্বাপরের পরে ভিন্ন সম্ভবপর নহে, বৌদ্ধবিপ্লবে মূর্ত্তিত্রয়ের অবয়ব অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা ঐ মূর্ত্তিত্রয়কে বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ এই তিন মণ্ডলে পরিণত করেন এবং বৌদ্ধ প্রভাবে তথায় অন্ন বিচার পর্য্যন্ত উঠিয়া যায়। বৌদ্ধদের ক্রমে যখন অবনতি ঘটল তখন নিরীশ্বর বৌদ্ধেরা ঐ ত্রিরত্ন পূজা করিত। এখনও শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব বৌদ্ধাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং প্রসাদ সম্বন্ধে অন্ন বিচারাহিত্যে লুপ্ত বৌদ্ধ প্রভাবের ক্ষীণ স্মৃতি এখনও রক্ষা করিতেছে। পরে শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুত্থানে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে বিদূরিত বা আর্য্যধর্ম্মের বিশাল অঙ্কে রূপান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিল তখন আবার এই এই মূর্ত্তিত্রয়ের রূপান্তর ঘটিল। এই রূপান্তরের প্রকৃত ব্যাখ্যা আমরা দিতে সমর্থ নহি, সে ভার অবশ্য জ্ঞানী পণ্ডিতদের উপর ন্যস্ত করা যাইতে পারে। আবার বিধর্ম্মীদের অত্যাচারেও এই রূপান্তরের কিছু কিছু কারণ হওয়াও অসম্ভব নহে।

যোগের শক্তি সম্বন্ধে আমাদের কোন দ্বিধা নাই। তবে আমাদের মতে যোগে শরীর অপেক্ষা আত্মারই উন্নতি অধিক হইয়া থাকে। বিশেষ শরীরের

উন্নতি অস্থায়ী আত্মার উন্নতি স্থায়ী। জড়ের যতই উন্নতি হউক তাহা মরণশীল।

জড় শরীর লইয়া স্বর্গে অবস্থান করা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। স্বর্গ জড় জগৎ নহে, সেইজন্যই স্বর্গকে অমরভবন বলে। যেখানে জড় সেইখানেই মরণ ও সেইখানেই ক্ষণস্থায়িত্ব। জড়ময় পৃথিবী সুখদুঃখ অনুভব করিতে হইলে জড় শরীর ধারণ করা আবশ্যক। জড়রহিত স্বর্গীয় সুখ অনুভব করিতে হইলে অজড় শরীর ধারণ আবশ্যক। জড়ে অজড়ের ভাতি প্রতিবিম্বিত হইলেই ইহজগতের খেলা আরম্ভ হয় এবং উহার অন্তর্ধানের সঙ্গেই সে খেলার পরিসমাপ্তি। ইহা হইলেই বোধ হয় সেই মহর্ষির স্ফটিক পাত্রে রক্তজবার প্রতিবিম্বের কল্পনা। জড় অংশ মরজগতে পড়িয়া থাকে, অজড়ের ভাতি অমরভবনে চলিয়া যায় কিন্তু কর্ম্মের চিহ্ন তাহাতে থাকিয়া যায়, সেই কর্ম্মচিহ্ন স্খালনের জন্য স্বর্গ বা নরকভোগ অথবা আবার ইহজগতের জড়ের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন। আবার যখন সেই কর্ম্মের অভাব অর্থাৎ সর্ব্বকর্ম্ম যখন ভগবানে অর্পিত হয় তখন তাহার আর কর্ম্মের কালিমা ধৌত করার জন্য কারণ বারির আবশ্যক হয় না। সেইজন্যই তাহার জড় বা অজড় জগতের খেলা থাকে না তখন তিনি সেই আনন্দময়ের আনন্দের অংশীভূত পরিণত হন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের কর্ম্মফলে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটিয়াছিল, তিনি মানব শরীরে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছিলেন। আবার তাঁহার স্বর্গবিচ্যুতির আভাসও আমরা পাইয়াছি। মানব শরীরে স্বর্গসুখ কথাটী কিরূপ? সৎকর্ম্মফলে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে কিন্তু তিনি মানবশরীরে স্বর্গসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। সেইজন্যই সুরনদীতে তাঁহার জড়শরীর পাতের কথা আছে।

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ, এস এস ত্রিলোকগামিনী গঙ্গাকে অবলোকন কর, * * সেই রাজর্ষি এইরূপ উক্ত হইয়া ধর্ম্ম ও সমস্ত সুরগণ সহ ঋষিগণ সংস্তুতাপাবনী পবিত্র সলিলা দেবনদী গঙ্গার নিকটে গমন করিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাহাতে অবগাহন করিয়া মানুষী মূর্ত্তি পরিত্যাগ করিলেন। পরিশেষে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই গঙ্গাজলে সমাপ্লুত দিব্যদেহ ও সন্তাপহীন হইয়া শোভা • পাইতে লাগিলেন।

মহাভারত, স্বর্গারোহণপর্ব্ব তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে দ্রষ্টব্য।

সেই জন্যই বলিতেছিলাম স্বর্গসুখ ভোগ করিতে হইলে এই জড়দেহ পরিত্যাগ আবশ্যক, সেইজন্যই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে জড়দেহ ত্যাগ করিয়া দিব্যদেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল। কেহই জড়দেহ ধারণ করিয়া অমরলোকে বাস কিম্বা অমরলোকে সুখভোগ করিতে সমর্থ নহে। যদি ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা স্বর্গে যাইয়া স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় জড়দেহ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। যোগবলে স্বর্গলাভও বোধ হয় এইরূপ। যোগবলে জড়দেহ নাশ করিয়া অজড় দেহে স্বর্গপ্রাপ্তির নামান্তর হইবে।

আমরা পূর্ব্বেই প্রমাণ করিয়াছি যে সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিনযুগে আর্য্যেরা প্রতিমাপূজক ছিলেন না, বৌদ্ধদেবের আবির্ভাব কাল পর্য্যন্ত আর্য্যেরা প্রতিমা-পূজক নহেন। বুদ্ধদেবকে প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয় নাই। তিনি যাগ যজ্ঞ এবং উহাতে অসংখ্য পশুহত্যার বিরুদ্ধেই উত্থিত হইয়াছিলেন। সেইজন্যই রামায়ণ বা মহাভারতের কাল পর্য্যন্ত প্রতিমাপূজার নিদর্শন পাওয়া যায় না, কিন্তু তখন যাগযজ্ঞের পূর্ণ প্রভাব ছিল। তখনকার তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্য স্নান ও দান আমরা অর্জ্জুনের বলদেবের ও জামদগ্ন্যের তীর্থযাত্রা কাহিনী পাঠ করিয়াছি কিন্তু উহাদের মধ্যে কাহাকেও কোন তীর্থে দেবপ্রতিমা পূজা কিংবা দর্শন করার কথা পাওয়া যায় না। তখন যদি এই ভারত প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীজগন্নাথমূর্ত্তির অস্তিত্ব থাকিত তাহা হইলে অবশ্যই তাহার উল্লেখ দেখা যাইত। তখন যদি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় ভারতের মধ্যে প্রধান তীর্থ বলিয়া গণ্য হইত তাহা হইলে তাঁহারা তথায় গমন করিয়া উহা দর্শন করিতে বিরত থাকিতেন না। কিন্তু উহার নাম পর্য্যন্তও ঐ সকল তীর্থ ভ্রমণ সময়ে আমরা দেখিতে পাই না, ইহাতে কি মনে হইতে পারে না যে, সে সময় প্রতিমাপূজা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এবং পুরুষোত্তম ক্ষেত্রও তীর্থস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হয় নাই। সর্ব্বপ্রথমে কুরুক্ষেত্র, গয়া, গঙ্গা, প্রভাস ও কাশী কাঞ্চি গোদাবরী ও সরস্বতী প্রভৃতি তীর্থস্থানে পরিণত হয়। তাহার পর ক্রমে অন্যান্য স্থানে তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। আর্য্যেরা ব্রহ্মর্ষি ও ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতেই ক্রমে ভারতের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হইয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের প্রথম তীর্থস্থলগুলি

উক্ত দুই প্রদেশ মধ্যে অবস্থিত পরে যখন অন্যান্য অংশে তাঁহারা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন ক্রমে সেই সকল স্থলেও তীর্থস্থল আবিষ্কৃত হইয়াছে। সত্যযুগে উৎকলে আর্য্যদের বনবাস হইয়াছে কিনা সেই বিষয়েই ভয়ানক সন্দেহ। ইন্দ্রদ্যুম্ন যে সময় পুরুষোত্তমে গমন করেন তখন ঐ স্থান বনভূমি।

শ্রীরতিনাথ মজুমদার

শৈলকুপা, যশোহর।

প্রেমাকাঙ্ক্ষিণীর অভিশাপ।

দেবগুরু বৃহস্পতির নন্দন-কচ, দেবপক্ষ হইতে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের নিকট মৃত সঞ্জীবনী-শক্তি লাভ করিবার জন্য উপনীত হইয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বীর পুত্র, স্বপরিচালিত দৈত্য জাতির চির-অরি-দেব-কুলের হিতৈষী জানিয়াও কচকে উপযুক্ত শিষ্যস্থানে প্রত্যাখ্যান না করিয়া সাদরে শিষ্য-শ্রেণীতে স্থান দান করিয়া দৈত্যগুরু প্রকৃত মহত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিয়া জগতের বরণীয় হইয়াছেন। কচ যথারীতি দিনের পর দিন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার্য্যকে সেবা করিয়া নানাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতেছেন। বৃহস্পতির ন্যায় সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদের অপত্যের শুক্রাচার্য্যের সমীপে শিক্ষার্থ গমনের উদ্দেশ্য আর কিছুই ছিল না; শুধু মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা আয়ত্ত করাই একমাত্র সঙ্কল্প ছিল। বৃহস্পতি অদ্বিতীয় মনীষা সম্পন্ন হইলেও মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা অনায়ত্ত থাকায় দৈত্য-গুরু অপেক্ষা আপনাকে লঘুতর মনে করিতেন। দৈত্য জাতির মৃত সৈন্যের পুনরুত্থানে দেবগণ জয়াশা একেবারে পরিত্যাগ করিতেই বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা লাভ করিবার জন্যই দেবগুরু বৃহস্পতি-পুত্র কচ বিপদ-সঙ্কুল দৈত্য-পুরীতে প্রেরিত হইয়াছেন। দেবারি দৈত্যগণ যখন অবগত হইল, বৃহস্পতি তনয়, বিদ্যাশিক্ষার জন্য দৈত্যগুরু শরণ লইয়াছেন—শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া যথাবিধি শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন; তখন তাহাদের হৃদয়ে যুগপৎ সন্দেহ ও প্রতিহিংসার উদয় হইল। তাহারা শত্রুজাতির প্রধান সহায় দেব-গুরুর হৃদয় সর্ব্বস্বকে ধরাবক্ষ হইতে তিরোহিত করিবার

মন্ত্রণা করিল। মন্ত্রণাকার্য্যে পরিণত হইল; কচ নিহত হইলেন। শুক্রাচার্য্যের একমাত্র কন্যা দেবযানী, যিনি পিতার আদরে গর্ব্বিণী ছিলেন; তিনি কচের অকাল মৃত্যুতে শোকাকুলা হইলেন—অধীরতা প্রকাশ করিয়া জনকের হৃদয়কে তরল করিয়া তুলিলেন। বাধ্য হইয়া শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে কচকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। সুযোগক্রমে পুনরায় দৈত্যেরা কচকে হত্যা করিল; দেবযানীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে এ যাত্রায়ও কচ পুনর্জ্জীবন লাভ করিলেন। শুক্রাচার্য্য ক্ষুব্ধ চিত্তে বলিলেন—দেবযানী তুমি পুনঃ পুনঃ কচের জীবন দিতেছ, পরন্তু দৈত্যদেশে নিরাপদে কখনই উঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। উঁহার স্বদেশে গমন করাই উত্তম।" পিতার বাক্যে দেবযানী কোন উত্তর করিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, দৈত্যেরা যতবার কচকে নিধন করিবে, ততবারই পিতার সাহায্যে পুনর্জ্জীবিত করিতে পারিবেন; চিন্তা কি? বিশেষ কচকে বিদায় দিয়া কেমন করিয়াই বা থাকিবেন? কচকে যে হৃদয়ের দেবতা করিয়া ফেলিয়াছেন। কচের রূপ, গুণ যে হৃদয় অধিকার করিয়াছে। কচই যে তাহার হৃদয় সর্ব্বস্ব। কাজেই পিতার পরামর্শ দেবযানীর হৃদয়-স্পর্শ করিল না! ভাল বলিয়া মনে হইল না। এদিকে দৈত্যগণ দেখিতে পাইল, তাহাদের চেষ্টা দেবযানী পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ করিয়া দিতেছে—কচকে নিহত করিয়াও কোন ফল হইতেছে না; কচ রাহুমুক্ত রবির ন্যায় পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবল মুক্ত হইয়া শোভা পাইতেছেন।

শুক্রাচার্য্য সুরা সেবা করিতেন—সুরাসেবীর পক্ষে মাংস ভোজন অতি প্রিয়। দৈত্যেরা স্থির করিল যখন শুক্র সুরাপানে প্রমত্ত হইবেন, তখনই কচকে নিহত করিয়া তাহার মাংস গুরুদেবের উদরস্থ করিতে হইবে। তদ্ব্যতীত আশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। দেবযানী শত চেষ্টা করিলেও আর জীবিত করিতে পারিবে না। বাস্তব পক্ষেই দৈত্যেরা তাহাই করিল—কচকে নিধন করিয়া সুরামত্ত দৈত্যগুরুকে তাহার মাংস ভোজন করাইল। দৈত্যগণ ভাবিল এইবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল—দেবগণের আশা-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইল। দেবযানী সর্ব্বদাই কচের অমঙ্গলাশঙ্কা করিতেন—চক্ষুর অন্তরালে গেলেই বিপদ গণিতেন। বহুক্ষণ কচকে না দেখিয়া দেবযানী অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন—নানাস্থানে খুঁজিয়া তাহার সন্ধান না পাইয়া উন্মত্ত প্রায় হইলেন। তাহার

প্রাণারামকে, হৃদয়ের প্রিয়তমকে; আজও দৈত্যেরা নিহত করিয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'কচ কচ' নাম করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কোথায়ও কোন সাড়া শব্দ পাইলেন না। অবশেষে জনকের শরণাপন্ন হইলেন—মর্ম্মভেদী রবে ক্রন্দন করিয়া বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন—পিতাকে অধীর করিয়া তুলিলেন। পিতা নানারূপ প্রবোধ দিলেও কিছুতেই শান্ত হইলেন না। কন্যাগত প্রাণ শুক্রাচার্য্য আর কি করিবেন তখন কচকে আহ্বান করিলেন—কচ তাহার মন্ত্র শক্তিসূচক আহ্বানে উদর মধ্য হইতে উত্তর করিলেন, "প্রভু আমি এইত আপনার উদরের মধ্যে আছি।" শুক্রাচার্য্য মহাবিপদে পতিত হইলেন। কচকে জীবন দান করিতে হইলে সঞ্জীবনী বিদ্যা তাহাকে শিক্ষা দিতে হয়—সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা প্রাপ্ত কচের সাহায্যে দেবগণ অজেয় হইয়া দৈত্যকুলের গৌরব বিলুপ্ত করিবে। ইহা কি কর্ত্তব্য? শুধু দৈত্যগৌরব নয়, আত্মগৌরবও বিনষ্ট হইবে—বৃহস্পতি সমকক্ষ হইয়া দাঁড়াইবে। অপর পক্ষে কন্যার আগ্রহাতিশয়ে বুদ্ধি স্থির রাখাও কঠিন—কচের জীবন দান না করিলে সেও জীবন পরিত্যাগ করিবে, ভয় প্রদর্শন করিতেছে। কন্যাগত প্রাণ শুক্রাচার্য্যের পক্ষে তাহাও কি সম্ভব? আত্মগৌরব, দৈত্যগৌরব বিলুপ্ত হয় হউক—কন্যার স্নেহগৌরবই অক্ষুণ্ণ থাকুক। দৈত্যগুরু কচকে জীবিত করিতেই সঙ্কল্প করিলেন। কচকে সঞ্জীবনী বিদ্যা দান করিলেন। কচ জীবন প্রাপ্ত হইয়া শুক্রাচার্য্যের দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন—তাহার মনোবাঞ্ছা এতদিনে পূর্ণ হইল—তিনি মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যার অভ্যস্ত হইলেন। শুক্রাচার্য্যও জীবন লাভ করিলেন—দেবযানীর হৃদয় প্রসন্ন হইল। মানব তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এত অজ্ঞ যে পর মুহূর্ত্তে কি যে ঘটিবে তাহা সে জানে না। যে আনন্দে আত্মহারা সে যদি জানিত পরক্ষণেই তাহাকে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইবে; তাহা হইলে তাহার আনন্দের উচ্ছ্বাস মন্দীভূত হইয়া যাইত। আবার যে বিপদসাগরে ডুবিয়া আছে—নয়নের জলে বক্ষঃস্থল সিক্ত করিতেছে; সে যদি জানিত পর মুহূর্ত্তেই আনন্দ তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে; তবে তাহার হৃদয়-বেদনা সহস্র গুণ হ্রাস প্রাপ্ত হইত। মানুষ অদৃষ্ট জানে না বলিয়াই আনন্দে নৃত্য করে—

বিপদে অবসন্ন হয়। দেবযানী কচের জীবন প্রাপ্তিতে আনন্দসাগরে ভাসিতেছে—সে জানে না, তাহার প্রাণে ক্ষণেকের জন্যও এরূপ চিন্তা উদিত হয় নাই; অচিরেই তাঁহার আনন্দ বিষাদ-কালিমায় আবৃত হইবে। তাহার কল্পিত আনন্দ কানন যে শীঘ্রই ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।" তাহার আশাতরু ক্রমে বর্দ্ধমান হইতেছিল—কত ফুলফলে তাহা সুশোভিত হইবে, ভাবিতেছিল; কিন্তু এ কি? অকস্মাৎ বজ্রপাতের মত তাহার আশা মহীরুহ যে নিরাশার আগুনে পুড়িয়া গেল।

কচের অভীষ্ট পূর্ণ হইয়াছে। আর বান্ধবহীন দৈত্যদেশে বিপদ মস্তকে লইয়া ক্ষণকালও তাঁহার তিষ্ঠিতে বাসনা নাই। দেবযানীর অপার স্নেহ যদিও তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জীবন দান দিয়া চিরঋণী করিয়া রাখিয়াছে; তাহা মনে উদয় হইলে সাহারার মরুভূমিতে এক ফোটা বিমল বারির লোভে কোন মূঢ় শস্যশ্যামল স্বদেশের আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া থাকিতে পারে? মনীষীবর স্বদেশে যাত্রা করিবার জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। গুরুদেবের নিকট স্বদেশ-গমনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন—গুরু প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। গুরু পাদ বন্দনান্তে গুরুর সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ করিয়া পরম করুণাময়ী জীবনদাত্রী দেবযানীর সমীপে উপনীত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। দেবযানী কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া কত কি ভাবিয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া কচকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"প্রিয় কচ, তুমি কি এত শীঘ্রই এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে? তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবার আমার কোন অধিকার নাই; বলিবারও অধিক কিছু নাই; আমার তোমার নিকট একমাত্র প্রার্থনা আছে, তাহা কি অপূর্ণ রাখিয়াই যাইবে? সৌম্য তোমার মূর্ত্তি হৃদয়ে আঁকিয়া রাখিয়াছি; প্রেমময় তুমি কি আমাকে পরিণয় করিয়া মনোসাধ মিটাইতে দিবে না? তোমাকে সহকার তরুরূপে দেবযানী মাধবী লতা আশ্রয় করিতে যাইতেছে তুমি কি আশ্রয় প্রার্থীকে বঞ্চিতা করিবে? প্রিয়তম, নীরব হইয়া রহিলে যে। আশার বাণী শুনাইয়া দেবযানীকে সুস্থকর।"

কচ বিনীতভাবে বিমর্ষ বদনে ভূমি পানে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন :—"দেবি! এরূপ অনুচিত বাক্য তোমার মুখে শোভা পায় না। তুমি গুরুকন্যা ভগ্নী সদৃশা পরিণয়ের যোগ্যা নহে—ভগ্নীর প্রাপ্য ভালবাসা পাইবারই অধিকারিণী

পুনঃ পুনঃ জীবন দান করিয়া মাতৃস্থানীয়া হইয়াছ। ওরূপ পাপকথা আর মুখেও আনিও না। উভয়ে যত কাল জীবিত থাকিব, যেন ভ্রাতা ভগ্নীর পবিত্র ভালবাসার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি। আর্য্যে, তুমি প্রসন্নমনে এ স্নেহরূপে বদ্ধ অপার করুণায় রক্ষিত জনকে বিদায় প্রদান কর। ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন।"

কচের বাক্যাবসানে দেবযানী গর্জ্জিয়া উঠিলেন। কচের ন্যায়ানুগত বাক্যাবলী তাহার নিকট অকৃতজ্ঞতাসূচক বোধ হইল। তিনি আশাতরু অকস্মাৎ উৎপাটিত হওয়ায় ক্রোধোন্মত্তা হইলেন। ক্রোধে কম্পিত স্বরে কচকে বলিলেন:—"যদি আমি তোমার পুনঃ পুনঃ জীবন দান করিয়া থাকি, যদি তোমার প্রকৃতি আমাকে তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী করিয়া থাকে; সরমহীনা হইয়া তোমার প্রণয়িণী হইতে চাহিলেও যদি তুমি অপমানিতা ও প্রত্যাখ্যাতা করিয়া থাক; আমার প্রেম যদি অকপট হয়; ভগবান করুন, এই মুহূর্ত্তেই দৈত্যগুরুর নিকট অধীত ও অভ্যস্ত বিদ্যা বিস্মৃত হও আর যেন কখনও তাহা মানসে উদিত না হয়।"

কচ অভিশপ্ত হইয়া ম্রিয়মান হইলেন—তাহার সমস্ত শ্রম এত দিনে পণ্ড হইয়া গেল। দেবপক্ষের আশা পূর্ণ হইয়াও হইল না—স্বদেশের হিত-সাধন ব্রত তিনি উদ্‌যাপন করিতে পারিলেন না। ব্যর্থ প্রেমিক[illegible] মনের আগুনে তাহার হৃদয় উপবন শ্মশান হইয়া গেল। কর্ত্তব্যপরায়ণ নীতি[illegible] জিতেন্দ্রিয় কচের অভিশপ্ত [illegible] কোন পুরুষ জাতির মুখ দেদীপ্যমান করিলেন। দেবযানী, [illegible] চরিতার্থতা সম্পাদন করিয়া কতকটা শান্তি আস্বা[illegible] বলিতে পারি না পরন্তু তাহার কার্য্য নারী জাতির ললাটে [illegible] পাত করিয়া দিয়া সুষমার অপচয় সাধন করিল। ইতি—

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা।

কান্যকুব্জ।

কান্যকুব্জ বা কনৌজের প্রাচীন নাম কুশনাভ। রামায়ণের আদি কাণ্ডে ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে,—দশরথাত্মজ মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণ যৎকালে অনন্ত পাবক তুল্য মুনি পুঙ্গব বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে মিথিলায় হরধনু ভঙ্গ করিতে গমন করিয়াছিলেন তৎকালে শোন নদের তীরবর্ত্তী এক সমৃদ্ধ বনশোভিত এক সুন্দর স্থানের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন। ইহাতে মহতপা ঋষি এই স্থানের বৃত্তান্ত এইরূপ বলিতে লাগিলেন,—পূর্ব্বকালে কুশ নামে একজন মহাধার্ম্মিক ও তপো নিরত রাজা এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। ইহার পুত্র কুশনাভ রাজা কুশনাভের ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে একশত কন্যা জন্মে। ক্রমে তাহারা যৌবনশালিনী হইয়া মোহন বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা ও সমুজ্জ্বল অঙ্গ কান্তিতে চতুর্দ্দিকে মোহিত করিয়া উদ্যান বিহারে প্রবৃত্ত হয়। পৃথিবীতে সে রূপের তুলনা মিলে না, সেই নবযুবতীদিগের রূপের ছটা মেঘের কোলে সৌদামিনীর ন্যায় বিজন উপবনে শোভা পাইতেছিল, কেবলমাত্র সমীরণ সেই অনুপম অপার্থিব রূপমাধুরী চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন।

"কন্যাগণ যৎকালে নৃত্য গীতাদিতে উল্লাসিতা রহিয়াছেন সেই সময়ে সর্ব্বাত্মা সমীরণ তাহাদিগকে বলিলেন,—"কন্যাগণ আমি তোমাদিগকে অভিলাষ করিতেছি, তোমাদিগকে বিবাহ করাই আমার অভিপ্রায়, তাহা হইলে তোমরা মনুষ্য সুলভ অকিঞ্চিৎকর জীবনের পরিবর্ত্তে অনন্তযৌবন লাভ করিয়া অনন্তকাল ধরিয়া আমার সহিত বিহার করিতে পারিবে।

বায়ুর কথায় সেই শত কন্যা হাস্য করিয়া কহিলেন,—হে দেব! আপনি সকল জীবের অন্তরে অবস্থান করেন আমরা আপনার প্রভাবও অবগত আছি, আমরা কুশনাভ রাজার কন্যা, আমরা ইচ্ছা করিলে আপনার প্রভাব নষ্ট করিয়া দিতে পারি। আমাদের সত্যবাদী পিতার অমতে কাম বশতঃ স্বয়ম্বরা হইবার বাসনা আমাদের আদৌ নাই। পিতাই আমাদের প্রভু ও পরম দেবতা। তিনি যাঁহার সহিত আমাদের বিবাহ দিবেন তিনিই আমাদের স্বামী হইবেন। অতএব আপনার আমাদিগের নিকট বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপিত করা অনুচিত হইয়াছে

পবনদেব এ কথা শুনিয়া বিষম চটিয়া গেলেন এবং তাহাদের শরীরে ঢুকিয়া তাঁহাদিগের মধ্যদেশ ভঙ্গ করিয়া কুব্জা করিয়া দিলেন।

কুমারিগণ এইরূপে বিকৃতাঙ্গী হইয়া পিতার অমল ধবল মর্ম্মর প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সজললোচনে সলজ্জভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা কুশনাভ সেই পরমাসুন্দরী কন্যাগুলিকে সেইভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—একি ব্যাপার! তোমাদিগের এইরূপ হইবার কারণ কি? কে ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া তোমাদিগকে এইরূপে ভগ্ন করিয়া দিয়াছে।

তখন শতকন্যা পিতার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন,—হে পিতঃ! সর্ব্বব্যাপি বায়ু ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া আমাদিগকে ধর্ষণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আমরা তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলাম—আমরা স্বাধীন নহি, আমাদের পিতা বর্ত্তমান, তিনি যাহার করে আমাদিগকে অর্পণ করিবেন আমরা তাহারই হইব। অতএব আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন। পাপাত্মা কিন্তু আমাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া আমাদিগকে এইরূপে বিকৃতাঙ্গী করিয়া দিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা।

নালিকুল, হুগলি।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

কায়স্থোপনয়ন।—বরিশাল জিলান্তর্গত কাশীপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিতেছেন:—আমাদের কাশীপুরে বিগত ১২ই মাঘ শ্রীযুক্ত সন্ন্যাসী হিরালাল শাস্ত্রী যোগেশ্বর মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উপনয়ন গ্রহণ করিয়াছেন। ১। শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গুহ, ২। কৈলাস-চন্দ্র গুহ, ৩। জ্যোতিশচন্দ্র গুহ, ৪। হিরালাল গুহ, ৫। হেমন্তলাল বসু। আমরা আশা করি বরিশাল ফৌজদারী আদালতের পেস্কার শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন

বসু মহাশয় সত্বর যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া তাহার শূদ্রত্ব গ্লানি পরিহার করিবেন ১জন প্রচারক সত্বর সেইস্থানে গেলে বিশেষ উপকার হইতে পারে।

২। কায়স্থোপনয়ন।—উক্ত তারকচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা মহাশয় লিখিতেছেন :— বিগত ১৩ই মাঘ গিরিশচন্দ্র গুহ মহাশয়ের বাটীর ক্ষেত্রে উক্ত যোগেশ্বর সন্ন্যাসী মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ উপনীত হইয়াছেন ১। শ্রীযুক্ত পুলিন-কৃষ্ণ ঘোষ ২। সুখরঞ্জন ঘোষ। ৩। অনন্তলাল বসু ৪। চন্দ্রকান্ত দাষ ৫। ভুবনমোহন দেব উক্ত তারকচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা গায়ত্রীর অর্থ জানিতে চাহিয়াছেন, উহার অর্থ অন্বয়াদি সহিত বিগত ১৩২৩ সনের শ্রাবণ সংখ্যা প্রতিভায় সবিশেষ লিখিয়াছি। তিনি যদি উহা জানিতে চাহেন তবে লিখিলে ঐ সংখ্যা পাঠাইয়া দিব। উপবীতী কায়স্থগণ ১৩ দিনে অশৌচান্ত হইবেন কিন্তু অনুপবীতী ক্ষত্রিয়-গণের মাসাশৌচ পালন করিতে হইবে ইহাই শাস্ত্রের বিধান।

৩। কায়স্থোপনয়ন। ফরিদপুর জেলান্তর্গত বাজিতপুর হইতে শ্রীযুক্ত মণিমোহন দাষ দেববর্ম্মা লিখিতেছেন :—বিগত ১৯শে মাঘ বাজিতপুর গ্রামের শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীর ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ পাঠক মহাশয়ের আচার্য্যত্বে নিম্নলিখিত কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়াচার গ্রহণ করিয়াছেন। ১। বিপিনবিহারী দত্ত, ২। রমেশচন্দ্র চৌধুরী, ৩। নগেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী ৪। দেবেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, ৫। উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, ৬। অশ্বিনীকুমার বসু, ৭। শরৎচন্দ্র পাল। ৮। প্রফুল্লকুমার পাল, ৯। জিতেন্দ্রনাথ বসু, ১০। নরেন্দ্রনাথ বসু।

৪। মাধবপুর কায়স্থ সম্মিলনীর প্রচারক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় লিখিতেছেন :—বিগত ২২শে মাঘ শ্রীপঞ্চমী পূজার দিনে যশোহর ত্রিলোচন পুরের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রগোপাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রগোপাল মিত্র ও অমরনাথ মিত্র, মনোমোহন সিংহ, কালীচরণ বসু, জ্যোতিশচন্দ্র মিত্র, সতীশচন্দ্র মিত্র, বিজয়কৃষ্ণ দত্ত, সৌরেশচন্দ্র বসু, যোগেন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ মিত্র। উক্ত ক্ষেত্রের ব্যয় উক্ত যোগেন্দ্রগোপাল ও রাজেন্দ্রগোপাল মিত্র মহোদয়গণ বহন করিয়াছেন।

৫। ফরিদপুর কায়স্থধর্ম্ম প্রচার সমিতির হিসাব ১লা ভাদ্র হইতে ৩০শে মাঘ পর্য্যন্ত ৫ম বর্ষের ষাণ্মাসিক

জমা	খরচ
বাবেক তহবিল ৩৩৷৴১০	পোষ্টেজ— ৷০
	চাঁদা আদায় ও
শ্রীযুক্ত হেরম্বনাথ বসু	স্থাকজন্ত যাতায়াত
সাং মোচনা— ১৲	খরচ— ১৷৵১০
শ্রীসুরেন্দ্রলাল দাষবর্ম্মা	মাহিয়ানা খাতে
সাং বর্ণি— ১৲	সাং মাখনলাল ধরবর্ম্মা
	২২৷০
রাসবিহারী দত্ত এণ্ড কোং	পাথেয় খাতে
১৬ নং মাণিকবসুরঘাট	সাং মাখনলাল ধরবর্ম্মা
১০৲	৮৷০
চন্দ্রকান্ত দেবসরকার	৩২৸৵১০
সাং-চন্দনচত্বর— ১৲	
কামিনীকুমার গুহ	
সাং পেয়ারপুর—১৲	
দেবেন্দ্রকুমার গুহরায়	
সাং রাইপাল হবিগঞ্জ ৫৲	আর বিতং
অশ্বিনীকুমার চৌধুরী	হাং চাঁদা আদায়কারী
হেডক্লার্ক জেনারেল	মেম্বরগণ— ৫৲
পোষ্ট আফিস— ১৲	জিঃ সম্পাদক ১৯৶০
রজনীকান্ত নন্দীবর্ম্মা	২৪৶০
সাং দিগনগর— ১৲	
খুচরা চাঁদা আদায় ২৷০	
২৩৷০	
৫৭৴১০	
বাদ খরচ— ৩২৸৵১০	
২৪৶০	

বিশেষ দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান ফাল্গুন মাস হইতে "ফরিদপুর কায়স্থ ধর্ম্ম প্রচার সমিতি" সমিতির ভূতপূর্ব্ব প্রচারক শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধরবর্ম্মাকে পুনরায় প্রচারকের পদে নিযুক্ত করিলেন। প্রচার সমিতির ভাণ্ডারে অর্থাভাব কতদিন যে তাহাকে রাখা সম্ভব হইবে জানি না। অনুগ্রাহক চাঁদা দাতাগণের দয়ার উপরই প্রচারকের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। ভরসা করি স্বজাতিবৃন্দ কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া সমিতিকে আনুকূল্য করিতে বিলম্ব করিবেন না।

৬। হাওড়া বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় লিখিতেছেন :—

আগামী গুড্‌ফ্রাইডের ছুটিতে, ১৩২৬ সালের ৬ই ও ৭ই বৈশাখ, হাওড়া-সহরে "বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের" দ্বাদশবার্ষিক অধিবেশন হইবে। সেই সঙ্গে সাহিত্য বিজ্ঞান শিল্প প্রত্নতত্ব প্রভৃতি বিষয়ক একটী প্রদর্শনী (Exhibition) হইবে। বাঙ্গালার সাহিত্যানুরাগী সুধী সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এই সম্মিলনে যোগদান করেন, সহায় হন—ইহাই প্রার্থনা। যাঁহারা সম্মিলনে পাঠের জন্য প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রথমে প্রবন্ধের বিষয়টি আমাদিগকে জানাইবেন, এবং ১৫ই চৈত্রের মধ্যে প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি আমাদিগকে পাঠাইয়া দিবেন। যাঁহারা প্রদর্শনীর জন্য দ্রষ্টব্য সামগ্রী পাঠাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও অনুগ্রহ করিয়া অবিরল সত্বর আমাদিগকে জানাইবেন এবং নির্দ্দিষ্ট দিবসের পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য-সামগ্রী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবেন। যাঁহারা প্রতিনিধিরূপে সম্মিলনের কার্য্যে যোগদান করিতে চাহেন, তাঁহারাও যত সত্বর সম্ভব, পত্র দ্বারা আপনাপন অভিমত জানাইবেন। বিদুষী মহিলাগণের জন্যও এই সম্মিলনে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইতেছে। সম্পাদক।

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা।

১১শ খণ্ড } ফাল্গুন মাস ১৩২৫ সাল। { ১১শ সংখ্যা

নাম মাহাত্ম্য।

(পৌরাণিক গল্প)

সে অনেক দিনের কথা। স্মরণাতীত কালে, মহাযোগী মহেশ্বরের কণ্ঠে এক ছড়া হাড়ের মালা ছিল। ভোলানাথ শ্মশানে-মশানে ঘুরিয়া মরার হাড় কুড়াইয়া এই সাধের মালাছড়াটী গাঁথিয়া আপন কণ্ঠে পরিয়াছিলেন! এ মালার শক্তি অনন্ত গুণ অপূর্ব্ব, প্রভাব অলৌকিক, ইহা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহারত্ন। ইহা মহা-বৈরাগ্যের জলন্ত চিহ্ন, অনন্ত দৈন্যের চরম নিদর্শন, বিষয়ত্যাগী শ্মশানবাসীর অপূর্ব্ব অলাভরণ।

এই অস্থিময় হাড়ের অসাধারণ গুণের কথা কার্ত্তিক গণেশের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা এ মালাছড়াটার শক্তি ভালরূপই জানিতেন। একদিন উভয় ভ্রাতা মিলিয়া এই হারের নিমিত্ত পিতা মহাদেবের নিকট বহু আব্দার জুড়িয়া দিলেন। দুইজনের কেহই সে মালাছড়াটী না লইয়া ছাড়িবেন না, এমনই তাঁহাদের আন্তরিক জেদ—এমনই তাঁহাদের দুর্জ্জয় আকাঙ্ক্ষা।

মহাদেব মহাপ্রমাদ গণিলেন। একগাছি মালা তিনি কাহাকে ফেলিবে কাহাকে দিবেন? উভয়ের আব্দার অত্যাচারে তাঁহার যোগের বড়ই ব্যাঘাত

হইতে লাগিল। অগত্যা তিনি বলিলেন তোমাদের দু'জনের মধ্যে অদ্যই পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবে, আমি এহার তাহাকেই প্রদান করিব, সূর্য্যাস্তের পর আসিলে কেহই ইহা পাইবে না।

কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর; আর গণেশের বাহন ইঁদুর। ইঁদুর ময়ূরের ন্যায় দ্রুতগমনে চির অশক্ত। তাই পিতৃবাক্য শুনিয়া কার্ত্তিকের প্রাণ বিজয় উল্লাসে নাচিয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে ময়ূর বাহনে ভূতীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। শিখীরাজ উধাও ছুটিল। আর গণেশ নৈরাশ্যের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া পিতৃপদ প্রান্তে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সহসা গণপতি ভগ্নহৃদয়ে প্রণয়ীর ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি "হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! বলিয়া মধুর ধ্বনিতে দশদিক পূর্ণ করিয়া খোল করতালে বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া হরি-সঙ্গীত করিতে লাগিলেন। অহো! কি মধুর—কি মনোমদ ঐ হরিধ্বনি!

গণেশের ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, এ জগতের কোন ভাবনা চিন্তা যেন নাই; তিনি বিশ্ব ভুলিয়া অবিরত গাইতেছেন,—"হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!" অহো! বেণু-বীণা-বিনিন্দিত সে স্বর-তরঙ্গে এ বিরাট বিশ্ব পরিপূর্ণ হইল যে! এমন ভাবে ভোলা প্রাণ খোলা সুর-সঙ্গীত এ জগতে বুঝি আর কেহ শুনেন নাই। কে জানে ঐ নামের ভিতর কি আছে? নামসুধাপানে বিশ্বপ্রাণী জুড়াইল যে!

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। গণপতির হরি-সঙ্গীতের আর বিরাম নাই; তিনি বাহ্যজ্ঞান হীন হইয়া মনে-প্রাণে অবিরত কেবলই হরিসঙ্গীত করিতেছেন। কার্ত্তিক পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তখনও গৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। সহসা হরিনামমুগ্ধ ভোলামহেশ্বর ছুটিয়া আসিয়া প্রেমভরে গণেশকে ক্রোড়ে ধারণপূর্ব্বক সেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মালাছড়াটী গলায় পরাইয়া দিয়া বলিলেন, বৎস! বহুক্ষণ তোমার বিশ্ব-তীর্থ পর্য্যটন শেষ হইয়াছে; তাই ভিখারীর সর্ব্বস্ব ধন এই মহাগুণশালী মহাশক্তির মহাসিদ্ধির মালা তোমাকেই প্রদান করিলাম! কারণ যেখানে হরিপ্রসঙ্গ—হরিসঙ্গীত হয়, পৃথিবীর যাবতীয় তীর্থ তথায় অবস্থান করিয়া থাকে। যথা—

"তত্রৈব গঙ্গাযমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচ্যুতো দারককথাপ্রসঙ্গ ॥"

হরি! হরি! হরি! হরিনামের কি অনন্ত শক্তি—কি অসাধারণ প্রভাব! নামের গুণে আজ কর্ম্মফল পরাভূত হইল—গণেশ ঘরে বসিয়া বিশ্বতীর্থ ভ্রমণের মহাফল লাভে ধন্য হইলেন।

অহো! এ মধুর হরিনামেই না একদিন গঙ্গা উজান বহিত, ভাবাবেশে পশুপক্ষী অশ্রুপাত করিত, পাষাণ গলিত, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সোনার অঙ্গ মাটিতে গড়াইত! যাঁহার নামের এত গুণ—এমন উন্মাদিনী শক্তি না জানি তিনি কেমন! পাপী-পাষণ্ড বলিয়া কি তাঁহার দর্শন মিলিবে না?

"ডাক্‌লে তাঁরে প্রেম'ভরে,
যেহে হরি পার করে।"

পাপী-তাপীর প্রতি যে তাঁহার অসাধারণ স্নেহ-মমতা। তিনি যে পতিতপাবন! তাঁহার এত দয়া বলিয়াই তিনি বিশ্বপ্রাণীর প্রাণের ঠাকুর—হৃদয়ের ধন—আরাধ্য দেবতা। বল সাধক, প্রেমভরে একবার "হরি-হরিবল!"

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন।

ভারতে সতীত্ব।

সতীত্ব অমূল্য ধন। রমণীর এমন মানব মুগ্ধকর ভূষণ, দেশের এমন গৌরবের ধন, সতীর এমন দেব লালামভূত অলঙ্কার বাস্তবিকই অমূল্য। প্রতীচ্য chastity আর ভারতের সতীত্ব সর্ব্বতোভাবে এক অর্থবোধক নহে। কেবল অযথা কামপ্রবৃত্তির সংযমকেই chastity বলে কিন্তু সতীর কার্য্য শুধু তাহাই নহে। সতী পতিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করিবে এবং পতির পিতা, মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী প্রভৃতিকে নিজ পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নী জ্ঞান করিবে এবং গৃহের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিবে কিন্তু পতি অপেক্ষা বরেণ্য তাহার নিকট কেহই হইবে না

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের সতী ও অন্যদেশের সতী এক সংজ্ঞাবাচক নহে। ভারতের সতীত্ব অন্যজাতির নিকট তেমন সহজ অর্থজ্ঞাপক নহে। অন্যদেশে যাহা সতীত্বজ্ঞাপক, ভারতে তাহা সম্পূর্ণ সতীত্বজ্ঞাপক নহে। স্বামীর প্রতি ভালবাসা ও প্রীতি থাকিলেই অন্য দেশে তিনি সতী আখ্যা প্রাপ্ত হন। স্বামীর প্রতি দেশ প্রচলিত কর্ত্তব্য পালন করিলেই সেই রমণী সতীশ্রেণী ভুক্ত হন। ভারতের সতীত্ব শুধু তাহা নহে। শুধু স্বামীর প্রতি প্রেম তাহার কার্য্য নহে। স্বামীর প্রতি শুধু ইহকালিক কর্ত্তব্য করিলেই ভারতে সম্পূর্ণ সতীর কর্ত্তব্য সাধিত হয় না। অন্য দেশের সতীর স্বামীর সঙ্গে সম্বন্ধ কেবল ইহকালের জন্য। স্বামীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর কর্ত্তব্য শেষ হয়। তিনি তখন ইচ্ছা করিলে অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারেন। তাহার উপর পূর্ব্ব স্বামীর প্রাপ্য প্রেম ও ভালবাসা অর্পিত হইতে পারে। তাহাতে তাঁহার সতীত্বের কোনরূপ অঙ্গহানি হয় না। তখন পূর্ব্ব স্বামীর স্মৃতি ও প্রেম কোথায় অন্তর্হিত হয়, কিন্তু হিন্দুস্ত্রীর স্বামী-প্রেম ও ভক্তি ইহকালে ও পরকালে সমভাবে প্রবাহিত। স্বামীর মৃত্যু হইলে সতীর স্বামী-ভক্তি ও স্বামীপ্রেম আরও পবিত্রতর হইয়া অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর অদৃশ্যস্রোতের ন্যায় লোকচক্ষুর অগোচরে আরও খরবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। হিন্দুস্ত্রীর বিলাস, বাসনা, সুখভোগ ইচ্ছা এমন কি সমস্ত পার্থিব সুখ কেবল স্বামীর প্রীতি সম্পাদনের জন্য। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এ সমস্তের বিলয় প্রাপ্তি ঘটে। স্বামীর পবিত্র চিতানলে তাঁহারা এ সমস্ত বিলাস বাসনা উৎসর্গ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন এ সমস্ত কার্য্যে ইহকালে যেমন স্বামীর প্রীতি উৎপাদন করিত পরকালেও তাঁহার সেইরূপ প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে। হিন্দু ভিন্ন অন্য জাতীয়া রমণীর বিলাস বাসনা নিজের জন্য; কিন্তু হিন্দুস্ত্রীর বিলাস বাসনা স্বামীর জন্য বলিয়াই তাঁহারা স্বামীর পরলোক গমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ সমস্ত বিলাস-রাগ উৎসর্গ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আর অন্যজাতীয়া স্ত্রীর বিলাস-রাগ নিজের জন্য বলিয়া তাঁহাদের স্বামীর অভাবেও ঐ সকল বিলাস বাসনার কোনরূপ বিলোপপ্রাপ্তি ঘটে না। সেইজন্যই অন্য জাতীয়া রমণীর পত্যন্তর গ্রহণ আবশ্যক, কিন্তু হিন্দুস্ত্রীর পত্যান্তর গ্রহণ অস্বাভাবিক অনাবশ্যক ও হিন্দুসতীর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। কারণ

তাঁহাদের সেই অপার্থিব স্বামীপ্রেম ও স্বামীভক্তি ও প্রীতি প্রভৃতি স্বামীর সঙ্গে সঙ্গেই উৎসর্গিত। উহা অন্য কোন পুরুষের প্রাপ্য নহে।

অন্য জাতীয়া রমণী রূপ ও গুণ দেখিয়া পতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ কোন রূপগুণসমন্বিত পুরুষকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া পরে তাহার অপেক্ষা অধিকতর রূপগুণসম্পন্ন পাত্র পাইলে শেষোক্ত ব্যক্তিকে পতিত্বে বরণ করা অস্বাভাবিক বা বিরল নহে। কিন্তু হিন্দুস্ত্রীর পক্ষে তাহা একান্ত নিষিদ্ধ। হিন্দুস্ত্রী যদি মনে মনেও কোন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করেন, তাহা হইলে পরে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ রূপগুণসমন্বিত পুরুষও তাঁহার পতিত্বের আশা করিতে পারেন না। হিন্দুস্ত্রী যদি কোন সামান্য মানবকেও মানসে পতিত্বে বরণ করেন, তবে আর ইন্দ্রের ন্যায় পুরুষও যদি তাহার আকাঙ্ক্ষা করেন, তাহা হইলেও তিনি বিচলিত হন না; কবি নল-দময়ন্তী উপাখ্যানে উহার সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। দময়ন্তী মহারাজ নলকে মানসে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বয়ম্বর সভায় নল অপেক্ষা কত কত রূপে, গুণে ও ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ রাজগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, এমন কি ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণও তাঁহার প্রেমভিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু সতীর চিত্ত তাহাতে চঞ্চল হয় নাই। সতী অশেষ বলশালী অমর সুরপতিকেও উপেক্ষা করিয়াছেন। সেই স্বর্গরাজ্য সেই নন্দন-কাননের অসীম সুষমা সেই সুরপুরের দেববাঞ্ছিত সুখ ও বিলাস ভোগবাসনা, সেই অতুল ঐশ্বর্য্য, সেই অমরত্ব, কিছুতেই হিন্দু সতীকে বিচলিত করিতে পারে নাই। মুহূর্ত্তের জন্য মহারাজ নল তাহার হৃদয়ের যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন সেখানে আর কাহারও স্থান হয় নাই। এমন কি নল নিজে অনুরোধ করিয়াও সতীর পত্যন্তর গ্রহণে সম্মত করিতে পারেন নাই। এ চিত্র অদ্ভুত! এ চিত্র বিস্ময়কর, এ চিত্র মানবমনোমুগ্ধকর, এ চিত্র সতীত্ব বিশ্লেষণের অতুলনীয় ভাষ্য বা টীকা। এ চিত্র পুরাতন গ্রীসে বা রোমে ছিল না। এ চিত্র আধুনিক উন্নতিশীল সুসভ্য ইউরোপে নাই। এ চিত্র ক্লিওপ্যাট্রার দেশে সম্ভবে না। এরূপ অতুলনীয় ফুল হিন্দুর উদ্যান ভিন্ন অন্য কোথায়ও ফুটে নাই। এরূপ অতুলনীয় পবিত্র সুবাস ভারতহিল্লোলে ভিন্ন অন্য কোথাও প্রবাহিত হয় নাই। এরূপ অতুলনীয় কৌস্তভমণি ভারতীয়

আর্য্যদের বক্ষ ভিন্ন অন্য কাহারও বক্ষে শোভা পায় নাই। সেইজন্যই হিন্দুকবি ভাববিহ্বল ভাবে গাহিয়াছেন :—

"কোথা হেন শতদল বুকে করি পরিমল,
থাকে পতি মুখচেয়ে মধুমাখা সরমে ;
বঙ্গকুলবালা বিনা মধু কোথা কুসুমে ;"

আর এক মনোমুগ্ধকর বিচিত্র চিত্র আমরা প্রদান করিতেছি। কাশীরাজের অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নামক তিন কন্যাকে মহাবীর ভীষ্ম বলপূর্ব্বক অপহরণ করেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত উঁহাদের বিবাহ দিতে উদ্যত হন। তখন সর্ব্বজ্যেষ্ঠা কাশীরাজকুমারী অম্বা, ভীষ্মদেবের নিকটে আগমন পূর্ব্বক বিনীতভাবে বলিলেন আমি পূর্ব্বে সৌভরাজ্যের অধিপতি শাল্যরাজকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছি এবং স্বয়ম্বর স্থলে আমি শাল্যকেই বরণ করিতাম, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ইহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করুন। মহাবীর ভীষ্ম সমস্ত রাজগণকে পরাস্ত করিয়া অম্বাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অপ্রতিহত তেজ কেহই সহ্য করিতে পারে নাই কিন্তু তিনি এখন বালিকা সতীর তেজে মোহিত ও পরাস্ত হইলেন, সতী-ধর্ম্মানুসারে তিনি অম্বাকে মানস-বরিত পতি সমীপে যাইতে অনুমতি দিতে বাধ্য হইলেন।

শাল্যের সহিত অম্বার বিবাহ হয় নাই, কেহই জানিত না যে তিনি শাল্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। সতীর কি অদ্ভুত কার্য্য ও অনুপম ত্যাগ স্বীকার। তিনি ভারতের সর্ব্বপ্রধান রাজা বিচিত্র বীর্য্যের অঙ্কশায়িনী হইতে যাইতেছিলেন ; কুলে, শীলে, মানে, ঐশ্বর্য্যে, রূপে, গুণে সর্ব্বতোভাবে তিনি শাল্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, কিন্তু সতী, পতি অপেক্ষা আর কাহাকেও অধিক গুণান্বিত দর্শন করেন না। কাজেই তিনি শাল্যকে বিচিত্র বীর্য্যের সহিত তুলনা করিবার আবশ্যক মনে করেন নাই। সতীই হিন্দুদিগের দেবতা জগতে তাঁহার সহিত তুলনীয় পদার্থ আর্য্যারা আর কিছু দেখিতে পান না। যাহা হউক শাল্যও অম্বাকে পতিত্বে গ্রহণ করেন নাই। সতী তাহাতেও বিচলিত হন নাই। তাহাতেও তাঁহার হৃদয় অন্য পুরুষের প্রেমাকাঙ্ক্ষী হয় নাই। সতী জানে

যে, সতীর ইচ্ছা কখন ব্যর্থ হয় না। সতীর পতি প্রাপ্তি বিষয়ে কেহই বাধা দিতে পারে না। ইহকালে না হউক পরকালে তিনি তাঁহার মানস পতি লাভ করিবেন। তজ্জন্য তিনি ইহকালে আর পতির বা পতিসেবার আকাঙ্ক্ষা রাখেন নাই। যাঁহার সমীপে ন্যায় বিচার হইবে, যাঁহার সদনে সতী নিজ মানস পতি প্রাপ্ত হইবে; সেই অনাঘ্রাত সুন্দর কুসুম সেই পদে অর্পিত হইল। এ চিত্র কি অদ্ভুত নহে? এ চিত্র কি মানব মনোমুগ্ধকর নহে? হিন্দুগৃহ ভিন্ন কি আর কোথাও এমন অপার্থিব পবিত্রতা সম্ভব? আর্য্যগৃহ ভিন্ন এমন নিঃস্বার্থ আত্ম-বিসর্জ্জন কি সম্ভবপর হয়! সেই জন্য বলিতেছিলাম ভারতসতীত্ব এক স্বতন্ত্র পদার্থ, এক আর্য্যজাতি ভিন্ন ইহার অর্থ কেহ বুঝে নাই। একমাত্র আর্য্যগৃহ ভিন্ন এরূপ দেবীর উদ্ভব আর কোথাও ঘটে নাই।

সাবিত্রী পিতার আদরের কন্যা আবাল্যাৎ সুখের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা। দুঃখ অভাব প্রভৃতির ছায়াও তাঁহাকে কোন দিন দর্শন করিতে হয় নাই। এ হেন রাজকুমারীর চিত্ত এক অপরিচিত তপস্বীর প্রেমে আসক্ত হইল এবং তিনি মানসে মনপ্রাণ তাহাকে অর্পণ করিলেন। তাহার পর যখন কত কত রূপগুণশালী রাজকুমারগণ তাঁহার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন তিনি তাঁহার পিতার নিকট অকপটচিত্তে বলিলেন, আমি এক তপস্বীকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি এখন আমার পক্ষে আর সকলেই পরপুরুষ; কাজেই আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে আমার অধিকার নাই। মহারাজ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, রাজ-কুমারীকে কত উপদেশ দিলেন, কিন্তু সতীর নিকট পিতা পরাস্ত হইলেন। শাস্ত্র, যুক্তি ও তর্কে পিতা বালিকা সতীকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। সতীর ইচ্ছা অপ্রতিহত ও কার্য্যকারী হইল। পরে দেবর্ষি নারদ সতীর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, বাছা! তুমি যাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, তিনি এক বৎসর মাত্র জীবিত থাকিবেন। বৎসরান্তে তাঁহার মৃত্যু সুনিশ্চয়; এখনও সতর্ক হও, বৈধব্য যন্ত্রণার ন্যায় কষ্টকর যন্ত্রণা নারীর আর নাই। ইচ্ছাপূর্ব্বক সেই দুঃখানলে ঝম্প প্রদান করিও না। এখনও মতি স্থির কর, এ কল্পনা পরিত্যাগ কর, পরিণামে মঙ্গল হইবে। কিন্তু আর্য্যসতী ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। হিন্দু অদৃষ্ট বাদী, তাই তিনি অম্লান বদনে বলিলেন, দেব! আমার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, আমি কায়মন বাক্যে কখনও ভ্রষ্টাচারিণী

হইতে পারিব না। আমার বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার কিন্তু যে দেবতাকে আমি হৃদয়ে গ্রহণ করিয়াছি, হৃদয়ের সেই স্থানে বসিবার আর কাহারও অধিকার নাই। দেব, সতীর স্বামী হইতে বঞ্চিত করা দেবতারও অসাধ্য। ইহকালে কয়েকদিনের জন্ম স্বামীবিরহ ঘটিতে পারে কিন্তু অনন্তকাল সতীর পতিসহবাস সুনিশ্চিত। ইহার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা হিন্দুর নিকট অবিদিত নহে। বিবাহ অন্তে সতী রাজভবন রাজভোগ বিলাস বাসনা অম্লানচিত্তে পরিত্যাগ করিয়া সহর্ষে পতি সহ তপোবনে গমন করিলেন। তাহার পরের চিত্র আরও মনোহর আরও অভাবনীয় আরও বিস্ময়কর। পতি-তপস্বী, রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া শ্বশুর, শাশুড়ী, তপোবনে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এ অবস্থায় তিনি রাজকুমারী সুলভ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত থাকিতে ইচ্ছা করেন নাই। সেই দেবদত্ত বস্ত্রালঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক তপস্বিনী বেশ ধারণ করিয়া ছায়ার ন্যায় পতির সহচারী হইলেন। বৎসর অন্তে পতির মৃত্যু হইবে জানিয়া তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল কিন্তু তিনি তাহা একদিনের জন্যও প্রকাশ করেন নাই। পতিকে বা তাঁহার পিতামাতাকে ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে দেন নাই। সততই তিনি অগ্নিগর্ভ আগ্নেয় গিরির ন্যায় অন্তর্দাহ যাতনা ভোগ করিয়াছেন। এ চিত্র কি দেবদুর্লভ নহে? এই চিত্রের ছায়াপাত ও কি এক পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্য কোথায়ও দেখা গিয়াছে কি? সেইজন্যই বলিতেছিলাম, ভারত-সতীত্ব এক স্বতন্ত্র পদার্থ ইহা এক ভারত ভিন্ন অন্য কোথাও সম্ভবে না। এক ভারত ভিন্ন এমন পবিত্র বল্লরী আর কোন দেশে জন্মে নাই। এক আর্য্যরমণী ভিন্ন এমন সতীত্বরত্ন আর কোন প্রমদার শিরে শোভা করে নাই। ভারত ভিন্ন এমন সতীত্ব অন্যত্র কল্পনার জিনিস মাত্র। এক ভারত ভিন্ন অন্য কোনদেশের কবির তুলিতেও এরূপ কোন চিত্র তুলিত হয় নাই।

আর্য্যরমণী যখন কাহাকেও পতিত্বে বরণ করেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার কায় মন ও হৃদয় তাহার পদে অর্পিত হয়। সেই অনুপম বনবল্লরী শকুন্তলা মহারাজা দুষ্মন্তকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। সেই পতিরত্ন বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু সতীর হৃদয় হইতে স্বামীমূর্ত্তি তখনও বিচ্ছিন্ন হয় নাই। তিনি হৃদয়-পটে পতিমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া হৃদয়ের প্রতি পরমাণু দ্বারা যেন সেই

পতিপ্রেম সুধাপানে বিহ্বলা। সেই আত্মহারা পতি সম্মিলন দুর্ব্বাসার অশনিপাত সদৃশ অভিসম্পাতের সংবাদও রাখে নাই। বাহ্য জগৎ সেই পতিপ্রেমে কোথায় যেন ভাসিয়া গিয়াছে। সেইজন্যই ইহজগতের কোন কার্য্যেই তাঁহাকেও তখনও বিচলিত করিতে পারে নাই। পরে তাঁহার যখন জ্ঞানের উদয় হইল তখন অনুসূয়ার নিকট জানিতে পারিলেন যে অপমান কুপিত মহর্ষি দুর্ব্বসা তাহার উপর কি এক অশনিপাত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সতীর পতি বঞ্চিত কেহই করিতে পারে না, কাজেই দুর্ব্বসার সেই অভিসম্পাতের প্রভাব অধিকদিন কার্য্যকরী হয় নাই। তাই শেষে তিনি পতিঅঙ্কশায়িনী। তাঁহার পুত্র ভারতের একছত্রাধিপতি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরতিনাথ মজুমদার।

সভার কথা

প্রাণ নাই প্রাণ নাই প্রাণ নাই। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার প্রাণ নাই। থাকিলেও অতি ক্ষীণ নিঃশ্বাস তাহাকে নাম মাত্রে জীবিত রাখিয়াছে। সমগ্র সমাজের, সমগ্র জাতির উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করিয়া যে সভা কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে সমাজ শীর্ষ স্বনামধন্য কায়স্থবৃন্দ সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতির জন্য সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত সেই সাধের সভা আজ নামমাত্র সম্বল লইয়া থালিহাঁড়ীর শব্দবেশীর পরিচয় দিতেছেন। সভার কার্য্য গিয়াছে স্মৃতি আছে, উদ্যোগ গিয়াছে তৎস্থানে নিরুৎসাহ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সমবেত মতের পরিবর্ত্তে এখন স্ব স্ব মতের প্রাধান্য রক্ষার একান্ত ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে সমাজের উন্নতির চেষ্টা বিদূরিত হইয়াছে এখন সভার কর্তৃপক্ষগণ উন্নতির ধূয়া ধরিয়া নিশ্চিন্তে বসিয়া আছেন। ফলতঃ কায়স্থ সভার সজীবতার পরিচয় অতীব কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ইহা আমাদের সমাজের ও জাতির দুরদৃষ্ট ব্যতীত কিছুই নহে।

গত পৌষের 'কায়স্থ-পত্রিকা'য় প্রকাশিত কার্য্যবিবরণী পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত, মর্ম্মাহত এবং নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছি। উক্ত কার্য্যবিবরণীর বিস্তৃত সমালোচনা করিবার ইহা উপযুক্ত অবসর নহে এবং তাহার যোগ্যও নহি তবে স্বজাতির ও সমাজের সেবা ও উন্নতিকল্পে বিগত ১৬।১৭ বৎসর হইতে সাধ্যানুসারে যে টুকু পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া আসিতেছি তাহাতে বড়ই দুঃখ হয় যে, উল্লিখিত কার্য্যবিবরণী এত বড় বিরাট কায়স্থ সমাজের মঙ্গলজনক অথবা প্রশংসাদ্যোতক নহে। কার্য্যবিবরণীর প্রতি ছত্র নিরাশার, নিন্দার বিষময় ফল প্রসব করিতেছে। সভার কর্ম্মকর্ত্তা সভ্যগণের অবগতির জন্য সাধারণ সংক্ষিপ্ত ও প্রচ্ছন্নভাবে দুই চারিটী কথার অবতারণা করিতেছি মাত্র।

বঙ্গীয় কায়স্থগণের কি শুভক্ষণে সরকারী আদমসুমারীতে ইহাদিগকে হীন প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল তাহা জানিনা কিন্তু ইহাতেই কায়স্থগণের টনক নড়িয়াছিল বা খেয়াল চাপিয়াছিল যে, অবজ্ঞাত সমাজকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত ও উন্নত করিতে হইবে এবং যে দোষের ধুয়া ধরিয়া চির সম্মানিত কায়স্থজাতির হীনত্ব বিঘোষিত হইয়াছে সেই দোষের মূলোৎপাটিত করিতে হইবে। সময়ানুশাসনে ইহাও সকলে বুঝিয়াছিলেন যে বহুধা বিভক্ত কায়স্থগণকে ভ্রাতৃপ্রেমের সুশীতল ছায়াতলে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং পতিত সমাজকে একই মহামন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ও একই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া বড়ই উৎসাহিত চিত্তে সর্ব্বপ্রথম স্বর্গত কৃষ্ণবল্লভ রায় মহোদয়ের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে একটা কায়স্থ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার কয়েক দিন পর মাদৃশ নগণ্যের চেষ্টায় রাজসাহী কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠা। ইহার তিনদিন পর স্বর্গগত রমানাথ ঘোষ, সারদাচরণ মিত্র, মহেন্দ্রনাথ দেব ভাবসাগর প্রভৃতি মহাত্মাগণের চেষ্টায় প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের উপদেশে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তখনকার সেই প্রথম অবস্থার উদ্যোগ, উৎসাহ, চেষ্টা, যত্ন এখন কোথায়? তাহা স্বপ্নের ন্যায় কোন্ দূর দুরান্তরে প্রস্থান করিয়া আমাদের মনের ও জ্ঞানের বহির্ভূত হইয়াছে তাহা চিন্তা করিলে দুঃখে, ক্ষোভে, বিস্ময়ে হৃদয় অবসন্ন হয়—ভাঙ্গিয়া পড়ে।

সত্য বটে এখন আমরা পূর্ব্বের অপেক্ষা ধনবলে, জনবলে বলীয়ান হইয়াছি, সত্য বটে এখন আমরা বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের ছোট, বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, দরিদ্র, সভ্য বা হিতৈষীর সন্ধান পাইতেছি এবং উত্তরোত্তর জাতীয় মঙ্গলকামীর সংখ্যাও ২।১০ জন বর্দ্ধিত হইতেছে কিন্তু যে সকল পুরুষ-পুঙ্গবকে হারাইতেছি তাঁহাদের সমান বা সমকক্ষ আর পাইতেছি কি? সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায় যে ঘোষজ রমানাথের হস্ত সর্ব্বদা মুক্ত ছিল তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবার জন্ত কোন কায়স্থ ধনকুবের আজ পর্য্যন্তও অগ্রসর হইয়াছেন কি? কাঁকিনাধিপতি কায়স্থ সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন তাঁহার অভাবের পর আর সেরূপ উদ্যোক্তা পাইয়াছি কি? যে অক্লান্ত কর্ম্মবীর মিত্রজ সারদাচরণের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, অক্লান্ত পরিশ্রম অনন্য সাধারণ অধ্যবসায় বলে আমরা এতদূর অগ্রসর হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাঁহার অভাবে এখন সব পণ্ড—লণ্ডভণ্ড হইবার উপক্রম হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

ফলতঃ কার্য্যবিবরণী পাঠে কেহই নিরাশ না হইয়া পারিবেন না। কোথায় আমরা উত্তরোত্তর উন্নত হইব, ক্ষমতাশালী হইব, মৈত্রীর উপাসক হইব, বলিতে দুঃখ হয় আমরা যেন ক্রমশঃই অগ্রসর না হইয়া অভীষ্টলাভ না করিতেই পশ্চাতের দিকে হটিয়া চলিয়াছি কোথায় সভার উন্নতির জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট হইব তাহা না হইয়া যেন ধীরে ধীরে অবনতির দিকেই দ্রুত অগ্রসর হইতেছি। আমরা ইহা স্বেচ্ছায় নিজের কথা বলিতেছি না, আলোচ্য কার্য্যবিবরণীই আমাদিগকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উহা বলাইতেছে।

যিনি যাহাই বলুন—সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ স্বীকার করুন বা না করুন আমরা দূরে——বহুদূরে থাকিয়াও বুঝিতেছি যে, সভার আর সে উৎসাহ নাই কার্য্যতৎপরতা নাই, সে উদ্যোগ, চেষ্টা, যত্নও অন্তর্হিত হইয়াছে। সুতরাং সভ্য এখন সভা মাঝে পর্য্যবসিত হইয়া স্বকীয় অস্তিত্বের পরিচয় দিতেছেন এবং সভা এখন নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। সভার কার্য্যকারিণী শক্তি যে হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই তাহা কে বলিল? যে সকল সমাজ হিতকর বিষয় লইয়া সভার স্থাপয়িতৃগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ক্রিয়াচার গ্রহণ, শ্রেণীচতুষ্টয়ের সম্মিলন, পণপ্রথারাহিত্য, দুঃস্থ ছাত্র ও

বিধবাগণের সাহায্য, চিত্রগুপ্ত মন্দির ও ভাণ্ডার স্থাপন ইহার কোনটাই কি প্রাণের সহিত, আগ্রহের সহিত অনুষ্ঠিত হইতেছে? কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ শিথিল প্রযত্ন, উদ্যোক্তবৃন্দ নিরুদ্যম, হিতৈষীগণ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িতেছেন এই দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় সভার প্রাণ নাই, সজীবতা নাই, সভার গৌরবমণ্ডিত সভ্যগণের মধ্যে কেহ কেহ আবার আত্মপ্রাধান্য নাশের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছেন।

যে সুধাধবলিত সুরম্য হর্ম্ম্য সমাকীর্ণ বিলাসের লীলাক্ষেত্র সহররাজ কলিকাতার বিশাল বক্ষের উপর সভা বিরাজিতা রহিয়াছেন সেই স্থানের কয়জন মহামহিম সভ্যসভার সহিত সংসৃষ্ট? যে সভা প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনে কলিকাতার সভ্যগণকে লইয়া যথাকর্ত্তব্য করিয়া আসিতেছেন সেই সকল সভ্যের কতজন সভার উদ্দেশ্য অনুযায়ী কার্য্য করিতেছেন তাহা সকলেরই চিন্তনীয় হওয়া কর্ত্তব্য। কলিকাতার যে সকল সভ্য আপনি আচরি ধর্ম্ম অন্যেরে শিখানের পরিবর্ত্তে পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া নিজেদের নাম জাহির করিতে চাহেন তাঁহাদের মধ্যে উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্য করিতে কতজন অগ্রসর হইয়াছেন? কলিকাতায় কায়স্থের সংখ্যা কম নহে এবং সকলেই বেশ সম্পন্ন কিন্তু বলিতে দুঃখ হয় অনেকেই সভা সম্পর্কে উদাসীন—কোন খোঁজ খবর রাখেন না—সভার অস্তিত্বে তাঁহারা ক্ষতিবৃদ্ধি মনে করেন না এবং সভার কার্য্যে তাঁহারা আদৌ আস্থাবান নহেন। যাঁহারা সভার সহিত সংসৃষ্ট তাঁহারাও ইহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সভার প্রত্যেক কার্য্যে যাঁহাদের অগ্রণী হওয়া কর্ত্তব্য তাঁহারাই যখন পশ্চাৎপদ তখন অন্যে পরে কা কথা। তাঁহাদের উদাসীন ও অনাস্থাবান দেখিয়া মফঃস্বলের অনেকেই সভার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। কলিকাতায় এমন কায়স্থও আছেন যাঁহারা নিয়মিতরূপে সভাকে অর্থসাহায্য করিতেছেন কিন্তু উহার আভ্যন্তরিক অবস্থা অনভিজ্ঞ। মফঃস্বলের কায়স্থবৃন্দ কার্য্য করুক আর যত অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহারাই করুক এ ধারণাও যে কাহারও কাহারও নাই এমন নহে। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে বলিতে হইবে, তাহাদেরই আদর্শ হওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের অবলম্বিত, অনুষ্ঠিত কার্য্য দেখিয়া মফঃস্বলস্থ স্বজাতিবৃন্দ কর্ত্তব্যপরায়ণ হইবেন আপনাদের গন্তব্য

বা অবলম্ব পথ স্থির করিয়া লইবেন। এইরূপেইত মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়, জাতীয় জীবনের উন্মেষের সুত্রপাত হয়। স্ব স্ব কর্ত্তব্য না করিয়া "মুখেণ মারিতং জগৎ" করিলে চলিবে কেন? আমাদের কায়স্থ সভার ভাগ্যে কিন্তু তাহাই ঘটিয়াছে। এই সকল সহরবাসী স্বজাতিবৃন্দের অন্যান্য বিষয়ে বেশ উৎসাহ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু জাতীয় উন্নতি, সমাজের উন্নতি, বর্ণধর্ম্মের উন্নতি করিবার বেলায় যত ওজর আপত্তি, ঠেলাঠেলী, মন কষাকষি। কলির সহর কলিকাতায় বসিয়া যাঁহারা বেশ আনন্দে আরামে আছেন, তাঁহাদেরই স্বজাতি আত্মীয়-কুটুম্বগণ যে পল্লীগ্রামে থাকিয়া কত হীনতায় শূদ্রত্বের কালিমা মাখিয়া হেয় হইয়া লাঞ্ছিত, অবমানিত, ধীকৃত, অবহেলিত হইতেছেন সে সংবাদ কয়জন রাখেন বা রাখিতে চেষ্টা করেন? সুতরাং প্রাণের আবেগে বলিতে ইচ্ছা হয় যে, যদি তোমরা তাহা ভাবিতে তাহা হইলে এতদিন তোমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য সচেষ্ট দেখিতাম। যদি মফঃস্বলের দরিদ্র কায়স্থগণকে স্বজাতি বলিয়া স্বজন ও স্বগণ বলিয়া স্বীকার করিতে তাহা হইলে তোমাদের প্রাণের টানের এতদিন কিছু না কিছু পরিচয় পাইতাম! তোমাদের মফঃস্বলস্থ ভ্রাতৃবৃন্দকে নিগৃহীত দেখিয়া এতদিন তৎপ্রতিকার কল্পে কিছুমাত্র চেষ্টা করিয়াছ কি? কিছুই না। তোমরা স্বজাতির জন্য কতটুকু করিয়াছ? সামাজিক উন্নতির জন্য কতটুকু ত্যাগ স্বীকার বা পরিশ্রম করিয়াছ ভাই! বলিতে লজ্জা হয় তিলার্দ্ধ নহে! বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার যদি উন্নতি হইয়া থাকে তাহা তোমাদের দ্বারা নহে আমাদের এই আশ্রয় স্থানহীন নিরন্ন পল্লীবাসীদের দ্বারা; উদ্দেশ্যগুলির যদি কিছু সাধিত হইয়া থাকে তবে তাহা তোমাদের দ্বারা নহে আমাদের দ্বারাই হইয়াছে। এই যে এ পর্য্যন্ত যতগুলি কায়স্থ উপবীতী হইয়াছেন ইহাদের মধ্যে কলিকাতাবাসী কত জন? সুতরাং কাজে কুড়ে, ভোজনে দেড়ে আর বচনে পোড়াইয়া মারিলে চলিবে কেন? আমরা কথা চাই না—কাজ চাই! আগে কাজ দেখাও পরে দাবার চাল চালিও; আগে সভাকে ভালবাস পরে তাহার উন্নতি চেষ্টা করিও! গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল দিলে চলিবে কেন ভাই! সুতরাং আগে কাজ করিয়া উন্নতির দৃষ্টান্ত দেখাও পরে ঝগড়া বিবাদের একটানা স্রোতে গা ভাসাইয়া দিও। কিছু করিবে না অথচ কর্ত্তৃত্ব করিলে চলিবে লোকেই বা

নিবে কেন ? পরস্পর বিদ্বেষ বিষ উদ্গীরণের এখনও সময় হয়
ই—পরস্পর দ্বেষ হিংসার আশ্রয় গ্রহণের ইহা উপযুক্ত অবসরও নহে
র স্বার্থে আঘাত লাগিবে বলিয়া একজনের অধিকার চ্যুতিও প্রশংসার্হ
হ। মনে রাখিও সমাজ সেবায় স্বার্থের স্থান নাই—ত্যাগ স্বীকারই সমাজ
বার প্রকৃত পন্থা। মনে রাখিও ছোট বলিয়া উপেক্ষা করা মহতের কর্ত্তব্য
হ। মহৎ হইতে হইলে, কর্ত্তৃত্ব করিতে চাহিলে, দশের নিকট সম্মান,
তি, প্রতিপত্তি লাভ করিতে হইলে দশজনকে লইয়া মিশিয়া কার্য্য করাই
ত। আর এই দশের কাজ সভা সমিতির বিশাল বক্ষ মসীমলীন করিয়া
দার ধ্বজা উড়ান কোনরূপেই সমীচীন নহে।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরীবর্ম্মা।

অসবর্ণ বিবাহ।

শ্রীযুক্ত ডি, জে, পেটেল মহোদয় অসবর্ণ বিবাহ বিষয়ক এক প্রস্তাব উত্থাপিত
য়াছেন। ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারতের বঙ্গের বিভিন্ন স্থানের হিন্দুসাধারণ
লিত হইয়া সভাসমিতির অধিবেশন করতঃ তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।
বাদপত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, প্রত্যেক অধিবেশনের প্রধানতম উদ্দেশ্য,
বর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইলে;হিন্দুর ধর্ম্মে, হিন্দুর মর্ম্মে, হিন্দুর কর্ম্মে আঘাত
া হইবে এবং হিন্দুর চির পূজ্য শাস্ত্রকে উপেক্ষা ও পদ দলিত করা হইবে।
প প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম না করিয়া অনেকে বিরুদ্ধ মন্তব্যে উপনীত
তেছেন এবং শাস্ত্র সবল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহোদয়গণ ও শাস্ত্রশাসন উপেক্ষিত
মাজ বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিবে এই আশঙ্কায় উহার প্রতিবাদ করিতে
সর হইতেছেন।

অপর পক্ষে বর্ত্তমানে যাঁহারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণ্য মান্য, শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত
ং দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান চিন্তা করতঃ দেশকে উন্নত
তে চাহেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পেটেল-প্রস্তাবের সমর্থক।

যাহা হউক পেটেল প্রস্তাব আইনে পরিণত হউক তৎসম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতেছি না কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র গেল, ধর্ম্ম গেল, বলিয়া যে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়া সভাসমিতির অধিবেশন করা হইতেছে তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ জন্মিয়াছে তজ্জন্যই ঐ প্রস্তাব সম্বন্ধে আমরা দুই চারিটী কথার অবতারণা করিতেছি। যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া আমাদের সন্দেহ আন্দোলিত করিবার জন্য অগ্রসর হন তাহা হইলে বাধিত হইব। তবে একটা কথা বলিয়া রাখিব যে, তাঁহারা যেন 'দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা' এই কথায় দোহাই দিয়া দেবতারা মুনিঋষিরা সে কালে যাহা করিয়াছেন তাহা একালে আমাদের কর্ত্তব্য নহে এবং সত্যযুগে যাহা হইয়াছে তাহা এ যুগে, এই স্মার্ত্ত শাসিত যুগে করণীয় নহে বলিয়া যেন আমাদের সন্দেহকে ধামা চাপা দিয়া রাখিবার চেষ্টা না করেন।

শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে জানা যায়, পূর্ব্বে মুনি ঋষিদের মধ্যে সগোত্র বিবাহ প্রচলিত ছিল। সেই সগোত্র বিবাহজাত সন্তানসন্ততি আমরা বর্ত্তমানে সগোত্র বিবাহ রহিত করিয়া শুক্রশোণিতের বিশুদ্ধ রক্ষা করিতে পারিয়াছি কিনা এবং সেই সগোত্র বিবাহের শুক্রশোণিত এখনও আমাদের শরীরে বিদ্যমান আছে কিনা? জ্যেষ্ঠতাত ও খুল্লতাত ভ্রাতা ভগিনীর মধ্যে এমন কি সহোদর সহোদরার মধ্যেও অতীতের অন্ধতমসাচ্ছন্ন যুগে যৌন সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। ব্যাস বশিষ্ঠাদি মুনি শ্রেষ্ঠগণ কোন্ কুল উজ্জ্বল করিয়া এখন পর্য্যন্ত হিন্দুসমাজের পূজা পাইতেছেন তাহা সকলেরই চিন্তার বিষয়ীভূত হওয়া একান্তই কর্ত্তব্য।

অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত প্রভৃতি ঋষি পরস্পর পরস্পরের পুত্র কন্যাগণের সহিত বিবাহ দিয়া বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাইয়াছিলেন কেমন করিয়া তাহা সকলেরই চিন্তা করা উচিত। উল্লিখিত ঋষিবৃন্দ পরস্পর ভ্রাতা ছিলেন। স্ব স্ব ভ্রাতৃবৃন্দের সন্তান সন্ততিগণের মধ্যে বিবাহ হইয়াছিল কেমন করিয়া?

দাক্ষিণাত্যে মামাতো ভগ্নীকে বিবাহ করার প্রথা ব্রাহ্মণসমাজ মধ্যে প্রচলিত আছে। তথায় উহা দোষবহ বা সমাজবিধ্বংসী নহে। হিন্দুসমাজ যে এইরূপ কত শত বর্ত্তমানের দৃষ্টিকটু বিষয়ের প্রচলনদ্বারা পূর্ব্বতন যুগে সমাজকে পুষ্ট, সমাজকে ভ্রাতৃত্বের নিরাবিল প্রেমে বিভোর হইয়া এবং সমাজকে স্থিরতর করিয়াছিলেন, এখনকার মতে কত অকার্য্য কুকার্য্য করিয়া যে সে কালের

হিন্দুসমাজ ধর্ম্মের বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত করাইয়া বিপুল সম্মানের অধিকারী হইয়াছিলেন বর্ত্তমান যুগে এই ধর্ম্মের নাম সর্ব্বস্ব যুগে সে সকল অতীত ঘটনা চিন্তা করিলে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইতে হয়।

ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের প্রশ্রয়দাতা ক্রোধের অদ্বিতীয় অবতার পরশুরাম কোন্ নিকষ কুলীন নন্দন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সেই পরশুরাম কোন্ গুণে কোন্ গ্রহের শুভ দৃষ্টিতে হিন্দুগণের পূজনীয় হইলেন। আমরা কোন মহা-প্রাণের নিকট তাহার সদুত্তর পাইব ?

ফলতঃ যে সমাজ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হয় হস্তীকে উদরস্থাৎ করিয়া অম্লান বদনে অকুণ্ঠিত চিত্তে জীর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। সেই সমাজ যে পেটেল বিলের ন্যায় স্বেচ্ছাধীন বিষয়কে জীর্ণ করিতে পারিবে না তাহাত বোধ হয় না। শাস্ত্র-পাঠে আরও অবগত হওয়া যায় যে, সে কালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে পরস্পর যৌন সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। অন্তঃরজ ও একান্তঃরজ নিয়মের বা বিধির অথবা শাস্ত্র বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া তজ্জাত সন্তানগণ পুরোহিত পিতৃধর্ম্মী ও মাতৃধর্ম্মীও হইতেন। সুতরাং অসবর্ণ বিবাহ যে আমাদের সমাজে ছিল না—পেটেল সাহেবের উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতেই প্রথম আবির্ভূত বা আবিষ্কৃত হইল ইহা বলা যায় না। অসবর্ণ বিবাহজাত ব্রাহ্মণনন্দনগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় সন্তানগণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাত্মজগণ বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইতেন। শূদ্রও সেরূপ অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেন না। এইরূপ প্রথা কোন কারণাধীনে হয়ত একালে—এই হামবড়ামির যুগে—আত্মপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কালে কোন মুনি ঋষি বা পণ্ডিতমন্যের কলমের খোচায় রহিত হইয়াছে। কিন্তু চাতুর্ব্বর্ণ্য বিবাহের ফলে যে বংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা এবং সেই বর্দ্ধিত বংশের বংশধরগণের বংশধরগণও যে এখনও বর্ত্তমান নাই—সমাজ হইতে সমূলে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহা বলিবার অধিকার বা সাহস কাহারও আছে বলিয়া বোধ হয় না।

পরশুরামের কল্পিত ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ হইবার পূর্ব্বে কুলে শীলে এবং সপ্তশতী ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মণত্ব লাভ করিবার পূর্ব্বে মানমর্য্যাদায় কেমন ফুলের মুখটী বিষ্ণু-ঠাকুরের সন্তান ছিলেন এবং তাঁহাদের বংশপরম্পরাগত ব্রাহ্মণগণ যে কিরূপ বংশ বিশুদ্ধি রক্ষা করিতেছেন তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় বটে।

যাহা হউক আমাদের সর্ব্বংসহ, সর্ব্বভুক্ হিন্দুসমাজ যে; পেটেল বিলের ন্যায়

অথবা তদপেক্ষা গুরুতর বিলকে কুক্ষিগত করিয়া স্বকীয় অদৃষ্টকে পরিহাস করতঃ নিশ্চিন্তে বসিয়া আছেন ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সুতরাং পেটেল মহাশয় যে, স্বেচ্ছাধীন অসবর্ণ বিবাহ বিলের প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া মহাপাপের কার্য্য করিয়াছেন বা আমাদের মতাভারতকে একেবারে অশুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন তাহা বলিবার উপায় নাই। এই বিল কার্য্যকরী হইলে সমাজের উপকার হইবে কি অপকার হইবে, দেশের উন্নতি হইবে কি অবনতি হইবে, ধর্ম্মের মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইবে কি হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে তাহা সমাজ তত্ত্বজ্ঞ মনীষীবৃন্দের এবং যাঁহারা সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর পূজা করিতে চাহেন তাঁহারা মস্তিষ্ক পরিচালনা করুন, ক্ষুদ্র আমাদের তাহাতে কোনই অধিকার নাই আমরা মাত্র আমাদের তাহাতে কোনই অধিকার নাই, আমরা মাত্র আমাদের মনের কথা ব্যক্ত করিয়াই বিদায় গ্রহণ করিলাম।

শ্রীরাধিকাপ্রসাদ ঘোষচৌধুরীবর্ম্মা।

কান্যকুব্জ।

পূর্ব্বানুবৃত্তি ২য় প্রবন্ধ।

তখন সেই তেজস্বী নরপতি স্বীয় দুহিতৃবর্গের নিকট এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—"তোমরা সকলে একমতাবলম্বী হইয়া বায়ুর প্রতি যে ক্ষমা প্রদর্শন করিয়াছ তাহাতে আমাদের কুলগৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলের পক্ষে ক্ষমাই ভূষণ। ক্ষমা অতিশয় প্রশংসার বিষয়। স্বর্গেও ইহার গৌরব দেখিতে পাওয়া যায়। তোমরা স্বেচ্ছাচারিণী না হইয়া বায়ুর প্রতি যে ক্ষমাভাব দেখাইয়াছ তাহা সাতিশয় প্রশংসার বিষয়, বাস্তবিক ক্ষমাই দান, ক্ষমাই সত্য ও ক্ষমাই যজ্ঞ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ক্ষমাই যশ এবং ক্ষমাই ধর্ম্ম, ক্ষমার উপর এই জগৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।" এই কথা বলিয়া তিনি কন্যাদিগের কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাহাদিগকে অনুরূপ

পাত্রে প্রদান করিবার জন্য মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে ব্রহ্মর্ষি চুলীর পুত্র ব্রহ্মদত্ত অমরাবতী সদৃশ কাম্পিল্য নগরীতে রাজত্ব করিতেছিলেন। কুশনাভ এই ব্রহ্মদত্ত রাজার করে স্বীয় শত কন্যা সম্প্রদান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় ব্রহ্মদত্ত যথাবিধি কন্যাগুলির পাণিগ্রহণ করিলেন। তাঁহার করস্পর্শে কন্যাগুলির কুব্জভাব দূরীভূত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় চারুকান্তি ধারণ করিল। রাজা কুশনাভও তাহাদিগকে বায়ুর হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন।—এই ঘটনা হইতে কুশস্থল, কন্যাকুব্জ বা কান্যকুব্জ নামে অভিহিত হইল।

বৌদ্ধগণও তাহাদিগের গ্রন্থে এই সুন্দর আখ্যায়িকাটী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তবে তাহা কিঞ্চিৎ ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ চীনপর্য্যটক হিউয়েন সাং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ দর্শনে আসিয়াছিলেন। তিনি কান্যকুব্জ পরিদর্শনে উহার উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলেন কান্যকুব্জের প্রাচীন রাজধানী কুসুমপুরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। ইহার একশত পুত্র ও একশত কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। প্রাবৃটাগমে স্রোতস্বতীর ন্যায় যৌবনাগমে রাজকন্যাগণের লাবণ্যের সীমা ছিল না এই সময়ে জনৈক ঋষি যোগ-মগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এ অবস্থায় তাহার দেহে বটবৃক্ষ জন্মাতে লোকে তাঁহাকে মহাবৃক্ষ ঋষি বলিত। একদা ধ্যানান্তে ঋষিবর ফলমূলাদি অন্বেষণে নির্গত হইয়াছেন এমন সময়ে তাঁহার আশ্রম সন্নিধানে পরম শোভাময়ী শত রাজকন্যা বিচরণ করিতেছে দেখিতে পাইলেন। সেই দিব্যবেশধারিণী পরম লাবণ্যবতী রাজবালাদিগকে দর্শন করিয়া মুনিরও মন টলিয়া গেল। সুন্দরীর সাহচর্য্যে সুখের সংসার পাতাইতে তাঁহার বাসনা জন্মিল। তিনি কুসুমপুর অধিপতির নিকট দেখা করিতে গমন করিলেন। নৃপতি এই অপূর্ব্ব বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অগ্রে গমনপূর্ব্বক পরম সমাদরে তাঁহাকে লইয়া আসিলেন এবং বিনয় নম্রবচনে তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

তখন সেই ঋষিসত্তম কহিলেন রাজন! আমার আশ্রম সন্নিধানে আপনার নিসর্গসুন্দরী কন্যাগণকে দর্শন করিয়া আমার অন্তঃকরণে ভোগবাসনা জন্মিয়াছে, অতএব আমার অনুরোধ আপনার একটী কন্যাকে আমার করে সমর্পণ করুন।

রাজা এই বাক্যে বিশেষ চিন্তিত হইয়া বিনীতভাবে বলিলেন। "মহর্ষে, আপনি এক্ষণে বিশ্রামার্থে আশ্রমে গমন করুন। আমি শীঘ্রই এ সম্বন্ধে আপনাকে সংবাদ প্রেরণ করিব। ঋষি স্বীয় আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন।

রাজা অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া কন্যাদিগের নিকট সমস্ত কথা অবগত করাইলেন কিন্তু তাঁহারা সেই জটাবল্কল পরিশোভী ঋষিবরকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন না।

রাজা ইহাতে যুগপৎ ভীত ও দুঃখিত হইলেন। এই সময়ে তাহার কনিষ্ঠা কন্যা আসিয়া বলিল,—পিতা আপনি চিন্তা দূর করুন আমি আপনার ও রাজ্যের মঙ্গলার্থে ঋষিবরকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলাম। নরপতি ইহাতে নিরতিশয় প্রীত হইয়া বিবাহের দ্রব্য সম্ভার আহরণপূর্ব্বক কন্যাসহ রথারোহণ করত ঋষির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে করযোড়ে কহিলেন—'মহর্ষে! আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিবার জন্য আমার কন্যাকে আনিয়াছি। ঋষি সেই নিতান্ত বালিকাটীকে দেখিয়া অতীব ক্রুদ্ধ হওয়াতে রাজা বিনীতভাবে বলিলেন,—'মহর্ষি আমি আমার সকল কন্যাকেই আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়াছিলাম কিন্তু এই কনিষ্ঠ কন্যাটী ব্যতীত আর কেহই আপনার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়াতে ইহাকেই আনিয়াছি।' তখন ঋষি নিতান্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, আমি অভিশাপ দিতেছি যেন আপনার অবশিষ্ট কন্যাগুলি বিকৃতাঙ্গী হইয়া অবিবাহিত অবস্থায় কালক্ষেপ করে।

রাজা ব্রহ্মদত্ত প্রাসাদে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন প্রকৃতই কন্যাগুলি কুব্জ আকার ধারণ করিয়াছে। আর তদবধি এই মনোরম নগরী কন্যাকুব্জা বা কান্যকুব্জ নামে অভিহিত হয়।

শ্রীভোলানাথ ঘোষবর্ম্মা।
নালিকুল, হুগলি।

দর্পচূর্ণ।

(পৌরাণিক গল্প)

ভগবানের এক নাম 'দর্পহারী'। তিনি কাহারও এতটুকু গর্ব্ব সহ্য করিতে পারেন না; অহঙ্কারীর অহঙ্কার চূর্ণ করেন বলিয়াই তাঁহার নাম 'দর্পহারী'।

ভক্তিমতী ব্রজবধূগণ কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী ছিলেন, তাঁহাদের সে অহেতুকী প্রেমের—সে বিশুদ্ধা কৃষ্ণভক্তির—সে আদর্শ ভগবৎপ্রীতির আর তুলনা নাই; কিন্তু তন্মধ্যে পরমা ভক্তিমতী শ্রীরাধিকার প্রেমভক্তিই ভক্তিরাজ্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল! তিনি ভক্তিরাজ্যের রাজরাজেশ্বরী ছিলেন। এমন কি তাঁহার অসাধারণ প্রেমভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে ভক্তিমতী মহিয়সী মহিলা জ্ঞানে প্রাণাধিকা প্রিয়তমার সম্মান দানে যারপর নাই প্রেম-প্রীতি প্রদর্শনে আত্মতৃপ্ত অনুভব করিতেন; মুহূর্ত্তের অদর্শনে তাঁহার প্রাণ "রাধা রাধা" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিত—তাঁহার রাধানামের সাধা বাঁশী "রাধা রাধা" বলিয়া বাজিয়া ধরণীবক্ষে স্বর্গীয় পিযুষধারা প্রবাহিত করিত!

একদা ব্রজগোপিগণের মনে একটুকু ভক্তির অভিমান জাগিয়াছিল, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, আমরা সকলেই কৃষ্ণপ্রেমের ভিখারিণী,—সকলেই তাঁহার শ্রীচরণ সেবা প্রার্থিনী দাসী, তবে শ্রীরাধিকা তাঁহার প্রিয়তমা মহিয়সী মহিলা বলিয়া এরূপ মহাগৌরবের উচ্চাসনের অধিকারিণী হইলেন কোনগুণে?—ভগবানের একি অন্যায় পক্ষপাতিত্ব

অন্তর্য্যামী ভগবান তিনি, গোপাঙ্গনাগণের মনোভাব তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না; তিনি তাঁহাদের প্রবোধের জন্য—ভক্তের ভক্তির অভিমান চূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভীষণ শীরঃপীড়ার ভাণ করিয়া শয্যায় পড়িয়া 'আহা উহু' ও ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন! যেন বিষম ব্যাধির দুঃসহ যাতনায় তাঁহার প্রাণ যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে; বুঝি এ যাত্রা আর তিনি বাঁচিলেন

না। শ্রীকৃষ্ণের এ শোচনীয় দুর্দ্দশা দর্শনে ব্রজবালাগণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সমাগত ব্রজবধূগণ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণ যত্নে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কত চিকিৎসা কত ঔষধের ব্যবস্থা হইল, কিন্তু কিছুতেই তাহার সে কল্পিত ব্যাধি দূর হইল না! ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কাল্পনিক যন্ত্রণায় সহসা শ্রীভগবান্ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শোকে দুঃখে ব্রজাঙ্গনাগণ হাহাকার করিয়া উঠিলেন। সে নিত্যআনন্দপূর্ণ পবিত্রতাময় ধাম মহাবিষাদের গভীর আঁধারে সমাবৃত হইল। কত চিকিৎসক দেখিলেন, ভেষজ দ্রব্যসম্ভার আনীত হইল, কত প্রলেপ, সেক, তৈল বটী—কত অমোঘ মুষ্টিযোগ সমূহ ব্যবস্থা করা হইল, কিছুতেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কঠোর পীড়া সেই দুর্জ্জয় কল্পিত ব্যাধি প্রশমিত হইল না!

সর্ব্বশেষ যে বিচক্ষণ বৈদ্যরাজ তাঁহার চিকিৎসার্থ আহূত হইলেন, তিনি উত্তমরূপে রোগী পরীক্ষা করিয়া বিষাদ-গম্ভীর বদনে বলিলেন—"এ বড় কঠিন রোগ—ইহা অতি কঠোর আধ্যাত্মিক ব্যাধি। এ পীড়া এ সব সাধারণ ঔষধে প্রশমিত হইবে না; এ রোগ যেমন শক্ত, তাহার ঔষধও তেমনি কঠিন—সুদুর্ল্লভ।

চিকিৎসকের কথা শুনিয়া সমাগত ব্রজবধূগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, তা ঔষধ যত দুর্ল্লভ হউক না কেন, আপনি বলুন আমরা প্রাণপণে সংগ্রহ করিব—হৃদয়-রক্তদানে ভগবানের এ কঠোর ব্যাধি প্রশমিত করিতে একান্ত যত্ন করিব।

চিকিৎসক বলিলেন, "শ্রীভগবানের জন্য প্রাণ বা হৃদয় শোণিত দান যে অতি তুচ্ছ—অতি সহজ কথা, তাহা ত সকলেই দিতে পারে; তাঁহার প্রদত্ত প্রাণ তাঁহাকে প্রদান করিব, এ আর একটা বিচিত্র কথা কি? কিন্তু এ যে প্রাণ বা হৃদিরক্ত দান নহে, এ দান প্রাণদান অপেক্ষাও কঠোর—আত্ম হৃদয় শোণিত প্রদান অপেক্ষাও অতি ভীষণতর দান! এ দানের বিনিময়ে অনন্ত নিরয় যাতনা লাভ অনিবার্য্য; কে এমন মহাপ্রাণ মহাভক্ত এখানে বিদ্যমান আছেন, তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পীড়া শান্তির জন্য—তাঁহার এ ভীষণ যন্ত্রণা উপশমের নিমিত্ত, যাচিয়া অনন্ত নরক যন্ত্রণা বরণ করিয়া

হইতে পারেন? এ ব্যাধির একমাত্র ঔষধ ভক্ত পদরেণু। জগতে ব্রজ-বধূগণের ন্যায় তাঁহার ভক্ত আবার কে?—এ পীড়ার অমোঘ ঔষধ ভক্তিমতী ব্রজাঙ্গনার পবিত্র পদধূলি! শ্রীভগবানের ললাট প্রদেশে ব্রজগোপীর পদরেণুর শীতল প্রলেপ ব্যতীত এ ব্যাধি দূর হইবে না।

হরি! হরি! হরি! চিকিৎসকের একি বিষম ব্যবস্থা, একি বিচিত্র ঔষধ বিধান! কথা শুনিয়া ভক্তিমতী ব্রজাঙ্গনাগণের মুখপদ্ম শুষ্ক হইয়া গেল, ত্রাসে কমল আঁখি যেন আঁধার হইয়া আসিল; তাহারা অশ্রুপ্লুত পাণ্ডুবদনে একে অন্যের মুখপানে তাকাইতে লাগিলেন। ভগবানের ললাটে পদধূলি প্রদান করিয়া কেহই অনন্ত নিরয় বরণ করিয়া লইতে—আপনার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে সাহসী হইলেন না। ভগবানের মস্তকে—আপনার চিরারাধ্য প্রাণদেবতার পবিত্র শিরে পদরেণু দান, এও কি মানুষে পারে? এরূপ চিন্তাও যে মহাপাপ—অনন্ত নিরয়-যন্ত্রণাপ্রদ।

এদিকে কঠোর ব্যাধির দুঃসহ যন্ত্রণায় ভগবান মুমূর্ষ প্রায় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভীষণ যাতনা অবলোকন করিয়া কোমল প্রাণ ব্রজাঙ্গনাগণ অকৃত্রিম দুঃখে অজস্র অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন, গভীর মর্ম্মবেদনায় তাঁহাদের করুণহৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল,—চারিদিকে 'হায়! হায়!' রব সমুত্থিত হইল। কিন্তু তথাপি দুর্জ্জয় নরক ভীতিপ্রযুক্ত কেহই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র শিরে স্বীয় পদধূলি দানে সাহস করিলেন না।

কথাটা ক্রমে পরমভক্তিমতী শ্রীরাধিকার কর্ণে পঁহুছল। তিনি শ্রীকৃষ্ণের কঠোর ব্যাধি ও অপূর্ব্ব ঔষধের কথা শুনিয়া অমনি বিশ্ব ভুলিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া যাইয়া শ্রীভগবানের শ্রীচরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়া চিকিৎসকে বলিলেন, "আমার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিলে যদি ইঁহার দুঃসহ এ রোগ-যন্ত্রণা দূর হয়, তবে এই লউন। আমার পদধূলি—যেমন করিয়া দিতে হয় মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আপনি স্ব হস্তে উঁহার ললাটপ্রদেশে লেপন করিয়া দিউন। ইঁনি রোগ মুক্ত হইলেই হইল, ইহার এতটুক ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত আমি হাসিমুখে অনন্ত নিরয় বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি; আমার প্রিয়তমের—আমার প্রাণারাধ্য ধনের—শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রোগযন্ত্রণা দূর হইলে আমি প্রাণে যে বিপুল

প্রীতি অনুভব করিব তাহার তুলনায় অনন্ত নরকযন্ত্রণা অতি তুচ্ছ।" এই বলিয়া ভক্তিমতী শ্রীরাধিকা বৈদ্যরাজের হস্তে স্বীয় পদরেণু অর্পণ করিলেন।

হরি! হরি! হরি! মুহূর্ত্তে ইচ্ছাময়ের সে ইচ্ছাকৃত সকপোলকল্পিত ব্যাধি দূরীভূত হইল। তিনি প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে প্রেমভক্তিমতী শ্রীরাধিকেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্তের সর্ব্বোচ্চ আসনে স্থান দান করিয়া ত্রিজগতে শ্রীরাধিকার অসাধারণ ভক্তির অত্যুচ্চ আলেখ্য—আদর্শভক্তের অসামান্য ত্যাগ-মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিলেন।

কবি বলিয়াছেন,—

"কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর কাঞ্চন যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ-সুখ তাৎপর্য্য হয় প্রেম-মহাবল॥
অতএব কাম-প্রেম অনেক অন্তর।
কাম অন্ধকার,—প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥"

(চৈতন্য চরিতামৃত)।

ভগবানকে লাভ করা যায় ত্যাগে-ভোগে নহে; তাঁহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ—আত্মবিসর্জ্জনই তাহার শ্রেষ্ঠ উপাসনা। এবিষয়ে শ্রীরাধিকার অসাধারণ আত্ম-ত্যাগ—কাম-গন্ধহীন প্রেমের আর তুলনা নাই, তাই তিনি ভক্তি-রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী।

ব্রজবধূগণের ভক্তির অভিমান চূর্ণ হইল। এত দিনে তাহারা বুঝিলেন, আদর্শভক্তিমতী শ্রীরাধিকার কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় তাহাদের প্রেম-ভক্তি কত ক্ষুদ্র—কত স্বার্থম্লান। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-সুখের নিমিত্ত আপনার সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে তাহার জন্য অনন্ত নিরয়-যাতনা বরণ করিয়া লইতে পারেন, আর তাহারা তাহা কল্পনা করিতেও ভয়ে শিহরিয়া উঠেন। তাই তাহাদের চেয়ে শ্রীরাধিকা এত বড়—তাই শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রেমের শিরোমণি—ভক্তি রাজ্যের রাজরাজেশ্বরী।

কবি বলিয়াছেন,—

"পীরিতি লাগিয়া আপন ভুলিয়া
পরেতে মিশিতে পারে।
পরকে আপন করিতে পারিলে
পীরিতি মিলিয়ে তারে।
দুই ঘুচাইয়া এক অঙ্গ হও
থাকিলে পীরিতি আশ।
পীরিতি সাধন বড়ই কঠিন
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।"

ভক্তিমতী শ্রীরাধিকা এই পীরিতি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাহার অবস্থা হইয়াছিল,—

"জনম জনম হাম রূপ নেহারল
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেহো মধুর বোল শ্রবণ শুনল
শ্রুতিপথে পরশ ন গেল॥",

তখন প্রেম-ভক্তিবিহ্বলা শ্রীরাধিকার প্রাণ ভক্তিতে ডুবিয়া—প্রেমরসে গলিয়া আপনাকে ভুলিয়া আপনি গাহিয়াছিল,

"বঁধু হে নয়নে লুকায়ে থোব,
প্রেম চিন্তামণি রসেতে গাঁথিয়া
হৃদয়ে তুলিয়া লব।

তার পর তিনি কুলশীল ভুলিয়া জাতি মান সব বিস্মৃত হইয়া—দেহমন আপনার সর্ব্বস্ব শ্রীকৃষ্ণ পদে অর্পণ করিয়া প্রেমভক্তিতে উন্মাদিনী হইয়া বলিয়া উঠিলেন

"বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আজি তোমারে সপেছি
কুল শীল জাতি মান॥ (চণ্ডীদাস)

"বঁধু হে আর কি ছাড়িয়া দিব,
এ বুক চিরিয়া যেখানে পরাণ
সেখানে তোমারে থোব॥" (জ্ঞানদাস)

ভক্তিমতী শ্রীরাধিকা হৃদয় চিরিয়া প্রাণের শুপ্তকক্ষে শ্রীভগবানের পবিত্র আসন সংস্থাপন করিয়া আত্মসুখ বিস্মৃত হইয়া কুলশীল, লাজভয় ত্যাজিয়া—বিশ্ব ভুলিয়া আপনাকে উৎসর্গ করিয়া তাহার পূজা করিয়াছিলেন; তাই আজও শ্রীকৃষ্ণ ভক্তসাধক রাধাকৃষ্ণ বলিয়া অগ্রে তাহার শ্রেষ্ঠ ভক্তের গৌরববর্দ্ধনে—এক সঙ্গে ভক্ত ও ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণে—ভগবানের সহিত চরণে প্রীতি-ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দানে আত্মতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীরাধিকার—এতগুণ এমন অনাবিল নিঃস্বার্থ প্রেমভক্তিই শ্রীভগবানকে 'রাধা রাধা' বলিয়া এমন আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছিল।

বস্তুতঃ শ্রীরাধিকার এ কামগন্ধহীন প্রেমভক্তিই আদর্শ প্রেমভক্তি। এবিশ্বে এমন অসাধারণ প্রেমভক্তি অতি বিরল। তাই রাধাকৃষ্ণপ্রেমের এত গৌরব—তাই আজিও ভারতের প্রেমভক্তির খনি পবিত্র বৈষ্ণব-গৃহ "জয় রাধাকৃষ্ণ" রবে নিয়ত মুখরিত।

কবিরাজ—শ্রীবরদাকান্ত ঘোষবর্ম্মা কবিরত্ন।

ঊর্দ্ধদেহিক ও উৎক্রান্তি।

পঞ্চপ্রাণ মনোবুদ্ধির্দশেন্দ্রিয় সমন্বিতং
অপঞ্চীকৃত ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গ ভোগসাধনং

আত্মবোধ ১২ শ্লোক।

অর্থাৎ— পঞ্চপ্রাণ, মন, বুদ্ধি, দশেন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়) এই সপ্তদশ অঙ্গ পঞ্চীকৃত না হইলে স্থূল দেহ সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিতে পারে না। মদীয় উপগুরুদেব ৺আলোকচন্দ্র গোস্বামী মহোদয়ের শ্রীমুখাৎ শুনিয়াছি মনের প্রাক্তন কর্ম্মফলে দেহত্যাগ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে মস্তকের সহস্রার অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রের নিকট হইতে স্থূল দেহানুরূপ আত্মা একটী বায়বীয় দেহ ধারণ করে উহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠ। সাধক ব্যক্তি উহা দর্শন করিতে সক্ষম। প্রাণ দেহ পরিত্যাগ মাত্র বায়বীয় দেহ মৃতদেহের অনতিদূরে অবস্থান করে,

মায়াবশতঃ দেহত্যাগ করিয়া যাইতে চাহে না অথচ উক্ত দেহে পুনঃ প্রবেশ করিতেও পারে না তজ্জন্য দেহের সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত অপর ব্যক্তি শবদেহ স্পর্শ করিয়া থাকেন।

দেহান্তে জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয় মনে লয় হয়, মন আত্মায় বিলয় হয়। সুতরাং সদসৎ কর্ম্মফল আত্মায় ভোগ করে। স্নানমন্ত্র, চিতাপিণ্ড, সমন্ত্র মুখাগ্নি, শবদাহ, কিংবা যে জাতির যে বিহিত প্রেতকৃত্য আছে তাহাতে বায়বীয় দেহের কুকর্ম্ম-জাত যন্ত্রণার কথঞ্চিৎ লাঘব ও দেহের কিঞ্চিৎ উজ্জলতা প্রাপ্ত হয়। আর পবিত্র আত্মা আরও পবিত্র হয়।

আত্মা দেহের সহিত দীর্ঘকাল বাস নিবন্ধন দেহের উপর তাহার একটা দুনিবার্য্য আকর্ষণ হয় আর আত্মজ ও আত্মজার প্রতি প্রবল স্নেহাকর্ষণ থাকে, বিশেষতঃ কন্যার প্রতি স্নেহের ভাগ বেশী। বায়বীয় দেহের ক্ষুধার উদ্রেক হইলেও প্রোক্ত কারণে উহা অনুভব করিতে পারে না, ৪র্থ দিবসে হৃদয়ের বেগ অনেক প্রশমিত হয় বলিয়া ক্ষুধা উপলব্ধি করিতে পারে। তজ্জন্য ৪র্থ দিবসে কন্যা পিতা মাতার শ্রাদ্ধ, বৃষোৎসর্গ করিয়া থাকে। ক্রমে ক্রমে দশম দিবসে অত্যাধিক ক্ষুধার সঞ্চার হয় বলিয়া স্বগৃহ দ্বারে উপস্থিত হয় তর্জ্জন্য দশপিণ্ডের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইলুহার নিবাসী সংসার বিরাগী শালগ্রামসেবী কাশীশ্বর চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের বাচনিক শ্রুত হইয়াছি তিনি ঐরূপ একটী ক্ষুধার্ত্ত আত্মার দর্শন পাইয়াছিলেন। পূরক পিণ্ডে বায়বীয় দেহত্যাগ করিয়া লিঙ্গদেহ ধারণ করে; প্রত্যহ পিণ্ড দেওয়া ব্যবস্থা ১ম পূরক, ২য় পূরক বলিয়া পিণ্ড দিতে হয়, অঙ্গ উল্লেখের আবশ্যক করে না। পিণ্ডবলে মুখ, হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই দশ অঙ্গ দশদিবসে বিকাশ পায় তাই দশপিণ্ড। একাদশ দিনে মন বিকাশ পায় তজ্জন্য একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ করা হয়। যাহারা সাত্বিক প্রকৃতি (ব্রাহ্মণ) তাঁহাদিগের ১১শ দিবসে শ্রাদ্ধ হইলে অবশিষ্ট বুদ্ধি, সমান, উদান, অপান, ব্যান এই পাঁচটী অঙ্গ আপনা হইতে বিকাশ পায়, প্রকৃতি অনুসারে অপর লোকের দ্বাদশ দিনে বুদ্ধি, ত্রয়োদশ দিনে উদান, চতুর্দ্দশ দিনে সমান, পঞ্চদশ দিনে অপান, ষোড়শ দিনে ব্যান প্রকাশিত হয় তজ্জন্য মতান্তরে ষোড়শ দিনে পিণ্ডের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ষোড়শ দিনেই লিঙ্গদেহ পরলোকের মহাপথে প্রস্থান

করে। শবদাহ, পুরক পিণ্ডদান না করিলে অথবা যথাসময়ে শ্রাদ্ধ না করিলে, বায়বীয় দেহ শূন্যময় পথে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং কৃতকর্ম্মের জলিয়া পুড়িয়া মরে কোথাও স্থির থাকিতে পারে না। এমত অবস্থায় এক মাসে শ্রাদ্ধ করা কেবল আত্মাকে কষ্ট দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। তৎসম্বন্ধে দুইটী সত্যঘটনা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

(১) মদীয় গুরুদেব পরমারাধ্যতম বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয় ঢাকা গেণ্ডারিয়া অবস্থান কালে (১৮৮৮ খৃঃ) একদিন রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিলেন যে ঢাকা নবাবপুরের একটী ধনী ভদ্রলোক বলিলেন যে "মহাশয়! আমি দেহত্যাগ করিলে আমার ভ্রাতৃগণ আমার ঔর্দ্ধদেহিক না করায় আমি বায়ুভূক্ত নিরাশ্রয় হইয়া দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, কোথাও স্থির হইয়া অবস্থান করিতে পারি না। আপনি দেবকল্প ব্যক্তি আপনি নিজগুণে কৃপা করিয়া এ অধমের শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া দিলে যাতনা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। আমার উত্তরের ভিটিতে দালানের মধ্যে লোহার সিন্দুকে টাকা আছে আপনি বাড়ীর কর্ত্তার নিকট চাবি চাহিয়া নিজে সিন্দুক খুলিয়া আপনার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা করিলে আমি মুক্তিলাভ করিব। ইনি প্রভাত হইলে নবাব-পুরের কথিত বাটীতে সমুপস্থিত হইয়া বাটীর কর্ত্তাকে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় জ্ঞাপন করিলে গৃহকর্ত্তা বলিলেন শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে আমাদিগের অনেক মতান্তর হওয়ায় শ্রাদ্ধ করা হয় নাই। যদিও শ্রাদ্ধ করার ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু উত্তরের ঘরে টাকা আছে, সে গৃহে আমরা কেহই প্রবেশ করিতে পারি না। গৃহদ্বারদেশে যাওয়া মাত্র অসংখ্য সর্প দংশন করিতে আসে আমরা উক্ত টাকার প্রত্যাশা করি না বরং চিন্তায় আকুল, কখন কাহারও মৃত্যু ঘটে। আমরা নানাপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা করিয়া উহার প্রতিকার করিতে সক্ষম হই নাই। আপনি পরম ভাগবত কৃপা করিয়া এ অধমদিগের গৃহে আগমন করিয়াছেন। এই চাবি গ্রহণ করুন আপনি যাহা ব্যবস্থা করিবেন তাহাতে আমরা বাধ্য। তদনন্তর ইনি উত্তরের গৃহে গমন করতঃ সিন্দুক খুলিয়া সমস্ত টাকার চতুর্থাংশ শ্রাদ্ধের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট টাকা গৃহস্বামীকে দিলেন। ইহার কিয়দ্দিন পরে মৃতব্যক্তির যথাবিধি শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইলে আত্মা মুক্ত হইয়া গেল।

(২) আর একটী ঘটনা। আমি যখন মহকুমা ঝিনাইদহ গুরুট্রেনিং স্কুলে

কোথা করিতাম তখন ঝিনাইদহ মহকুমার উপর আমার বাসা ছিল। আমার বাসগৃহের পূর্ব্ব পার্শ্বেই শ্রীতারাপদ চৌধুরীর বসতবাড়ী। ইহার কনিষ্ঠা ভগ্নীর নাম পুটী (পুষ্পবতী) বয়স ১০ বৎসর, অবিবাহিতা ও অতীব শান্তস্বভাবা ইংরাজী ১৯০৭ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রাতঃকালে হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়ে তখন উহার মাতা ব্যাকুলা হইয়া ডাক্তার শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত মহোদয়কে আনয়ন করেন তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কোন ঔষধ গলাধঃকরণ করাইতে পারিলেন না। স্ট্রং কার্ব্বনেট অব এমন নাসিকাগ্রে অনেকক্ষণ ধরিয়া রাখিলেও জ্ঞানসঞ্চার হইল না তখন স্থানীয় সুযোগ্য কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় আসিয়াও কোন সুফলোৎপাদন করিতে সক্ষম হইলেন না। এই ঘটনা ঝিনাইদহর সর্ব্বত্র বিজ্ঞাপিত হওয়ায় দর্শনার্থী বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। তান্ত্রিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহোদয় উপস্থিত হইয়া নানাবিধ দৈবক্রিয়া করিয়াও জ্ঞান সঞ্চার করিতে পারিলেন না (বর্ত্তমানে ঝিনাইদহ আছেন) স্থানীয় পোষ্টমাষ্টার নবকুমার বাবু, বনবিহারী বাবু প্রভৃতি অনেক গণ্য মান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তখন বেলা ১০ ঘটিকা আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম গৃহলোকে পরিপূর্ণ। বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাকে দেখিয়া বলিলেন যে আমরা সকলে হতাশ হইয়া পড়িয়াছি, আমরা সকলে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছি আপনি সবিশেষ দেখিয়া শুনিয়া মেয়েটীর রক্ষার উপায় করুন।

মাননীয় ডাক্তার বাবুও তদনুরূপ বলিলেন। আমি দুরস্থ রোগী দেখিয়া আসা নিবন্ধন ক্লান্তিবশতঃ বারাণ্ডায় ক্ষণকাল বিশ্রাম করতঃ রোগীর নাম ধরিয়া ডাকা মাত্র প্রত্যুত্তর করিল "আপনি বারাণ্ডায় বসুন" আমি আসিতেছি। এই বলিয়া কেশগুচ্ছ এলায়িত করিয়া ঢুলিতে ঢুলিতে বারাণ্ডায় আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিল এবং লালাস্রাব করিতে লাগিল। আর বলিল—"আমাকে কেহ ছুস্‌নে" তখন ডাক্তার বাবু বলিলেন তুমি কে ? পরিচয় দেও। অমনি ডাক্তার বাবুর উপর রাগিয়া বলিল তুই জিজ্ঞাসা করিতে কে ? আমি যাহার নিকট আসিয়াছি তাহাকে বলিব।" আমি বিস্ময়ান্বিত হইলাম কারণ, এরূপ ঘটনা আমার কখন নেত্রগোচর হয় নাই। এবং লোকমুখে শুনিলেও অনেক প্রতিবাদ করিয়া থাকি। উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কে ?

আমাকে বিশেষরূপে পরিচয় দেও। তখন কাঁদিতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা করুণ কান্না কাঁদিয়া বলিতে লাগিল। "আমি কুলীন কায়স্থের কন্যা ও বধূ। আমার স্বামীর মৃত্যুর প্রায় ১ বৎসর পরে আত্মীয় স্বজন কলেরায় জীবন ত্যাগ করে তখন আমি নিরাশ্রয়া হইয়া আরও রিপুর বশে বৈষ্ণবী হইয়া ঝিনাইদহ বাস করিতে লাগিলাম। এই পুটীর পিতা আমাকে উপপত্নীরূপে রাখিলেন আমি কোনও অন্ন কষ্ট পাই নাই সুখে ছিলাম। বৈষ্ণবী হইয়া দীর্ঘ তিলক কাটিতাম বটে কিন্তু গোপনে যত পাপকার্য্য করিতে পারে তাহা করিয়াছি! লোকে আমাকে বামী বৈষ্ণবী বলিয়া সমাদর করিত লোকের ভাল কার্য্যও করিতাম। আমার ক্রমে যুবতী অবস্থা দূরে যাইতে লাগিল নানাপ্রকার স্ত্রী ব্যাধি জন্মিল। পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন উপপতী আমার গৃহে বেশী যাইতেন না আমি অনুনয় বিনয় করিলেও কর্ণপাত করিতেন না তখন অন্যদিকে চলিয়া যাইতেন। আমি নিজ অর্থে পীড়ার কত চিকিৎসা করাইলাম আরোগ্য হইল না বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমি শয্যাগত উঠিবার শক্তি নাই; তখন উপপতি আমার অনন্ত, বালা, চিক, কণ্ঠহার প্রভৃতি গহনা নিজগৃহে আনিয়া রাখে আমি ঘরে মরিয়া থাকিলাম। পাঁচদিন পরে মেথরে আমাকে ফেলিয়া দেয়। আমার উপপতি বৈষ্ণব মতে আমার কোন কার্য্য করে নাই, তদবধি আমি বায়ু আশ্রয় করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি এবং পূর্ব্ব মায়াবশতঃ এই বাড়ীতে ও আমার বাড়ীতে আসিয়া থাকি। পাপকর্ম্মে দেহ জ্বলিয়া পুড়িয়া যায়, এই পুটীকে অনেক দিন আশ্রয় করিয়া কিছু স্থির আছি কিন্তু মুক্তি না হইলে জ্বালা দূর হইবে না। তজ্জন্য পুটীর উপর অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছি ইহার পিতা আমার অনেক টাকা ও গহনা লইয়াছে। তাহা দিয়া বৈষ্ণব মতে আমার কার্য্য করিলে পুটীকে ছাড়িয়া যাইব নতুবা আরও যাতনা দিব। আপনি আমার পিতা আপনি আমার শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করুন এবং আপনি বলুন যে তুমি মুক্ত হও? তাহা হইলে এখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিব। আমি যেরূপ পাপকর্ম্ম করিয়াছি তাহাতে শ্রাদ্ধ করিলেও উদ্ধার পাইব কিনা জানি না। এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল তাহার কান্নায় সমাগত সম্রান্ত ব্যক্তিবর্গ আমাকে সবিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন সকলের সম্মান রক্ষার্থে বামীকে বলিলাম তুমি তিন বৎসর পরে মুক্তিলাভ

করিবে এখন ঝিনাইদহর দক্ষিণে নাওদিয়ার কদমগাছে নিরাপদে থাক। পুটীর মাতা তোমার উদ্দেশ্য বৈষ্ণবাচারানুযায়ী শ্রাদ্ধ করিবে। ইহা শুনিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়া বলিল আমার শরীরের জ্বালা কমিয়া গিয়াছে। কন্তা বলিয়া যেন আমার উপর দয়া থাকে। আমি আর আসিব না এখন বিদায় হইলাম এই বলিয়া আমাকে নমস্কার করতঃ উঠানে শুমিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল ক্ষণকাল পরে উঠিয়া বলে মা আমি বড় ঘুমাইয়া ছিলাম বাড়ীতে এত লোক কেন? ইহার কিছুদিন পরে বামীর উদ্ধারের জন্য বৈষ্ণবমতে কার্য্য করান হইল তদবধি পুটীর কোন অসুখ নাই এ বৎসর দেখা হইয়াছিল উহার একটী পুত্র ও একটী মেয়ে জন্মিয়াছে পরম সুখে আছে। উল্লিখিত বিবরণে জানা যায় যে যথাকালে শ্রাদ্ধ না করিলে আত্মার নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিতে হয়। শ্রাদ্ধ যত নিকটবর্ত্তী দিনে হয় ততই আত্মার শান্তিপ্রদ সুতরাং একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ না হওয়া, চিতাপিণ্ড না দেওয়া ইত্যাদি আত্মাকে একপ্রকার কষ্ট দেওয়া মাত্র। পিতৃপুরুষগণ কষ্ট না পাইলে সন্তান সন্ততিগণ সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারে।

শ্রীশ্রীনাথ হালদার

হেডপণ্ডিত উমেদপুর, গুরুট্রেনিং স্কুল।

স্নেহের বন্ধন।

পৌষ মাসের রাত্রি। কন্‌কনে শীত তাহাতে আবার গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল। সুতরাং শীতের প্রকোপটা খুব অধিক মাত্রাতেই অনুভব হইতে-ছিল। সুরমা খিচুড়ী রান্না করিতেছিল, তাহার বড়যা সরোজিনীর পাঁচ বছরের পুত্রটী তাহার ক্ষুদ্র হস্ত দুইখানি দ্বারা সুরমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া সুরমার পিঠের উপর পড়িয়াছিল। সুরমা সাবধানের সহিত খিচুড়ীতে হাতা দিতেছিল এবং বালকের সহিত মাঝে মাঝে স্নেহমাখাস্বরে এক একটী কথা কহিতেছিল এমন সময় সরোজিনী তাহার কোলের মেয়েটীকে কোলে করিয়া তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "ছোট বউ, খুকির দুধ কই?" সুরমা বলিল ঐ

কুলুঙ্গিতে তুলে রেখেছি দিদি!" সরোজিনী দুধের বাটীটা হাতে করিয়া লইয়া পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিল "আ মরণ, হতভাগা ছেলে, পুড়ে মরবি যে! কি ডাইনের মায়াতে তোকে ঘিরে রেখেছে! আমি ডাকলুম এত করে তা হলো না আগুন তাতে ধোঁয়াতে দাঁড়িয়ে ভারি সুখ হচ্ছে।" সুরমা ধীরে ধীরে বলিল "দিদি, অমূল্যধন আজ আমার কাছে শোবে ব'লে বায়না কচ্ছে। মুখটা ভার করিয়া সরোজিনী বলিল "অত আস্কারা দিও না ছোট বউ! তোমরা আস্কারা দিয়ে দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়ে দিতে বসেছ! মায়ের কাছে ছাড়া কি আর ছোট ছেলে পরের কাছে রাত্তিরে থাকে?' সুরমা বলিল'আমার কি তোমার পরগা, দিদি!" ঝঙ্কার করিয়া সরোজিনী বলিয়া উঠিল "না গো, না, খুব আপনার তা জানি। কিন্তু তা'বলে তো ছেলেটাকে তো, আর পর করে দিতে পারি না। তোমরা দুজনে মিলে ওকে যেরকম করে তুলেছ ও কি আর এর পরে আমাদের মানবে? সুহাসিনী বলিল "তা কি কখনো হয় দিদি! ভদ্রকুলে জন্মেছে বড় মাকে মানবে না সে কি একটা কথা।"

সরোজিনী বলিল "মানচে আর কই বল? এখন থেকেই তো তার নমুনা দেখতে পাচ্ছি। আমি মাথা খুঁড়লে একটা কথা শোনে না, আর তোমরা যা বলবে তৎক্ষণাৎ তাই করবে।" সুরমা একটু চুপ করিয়া বলিল "ওটা, জ্ঞান হলে আর অমন করবে না দিদি! আমরা তো আর তোমার অবাধ্য হতে ওকে শিখিয়ে দিই না, কচি ছেলে খামখেয়ালির বসেও রকম করে।" সরোজিনী বলিল—"তা ছাড়া আমার ভয়করে বাপু, তোমার নিশ্বেসে বিষ আছে না কি আছে। তোমার ছেলেটা হোল, আর ধড় ফড়িয়ে মরে গেল। আমার এটাও দেখছি দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। না, তোমরা আর ওকে বাঁচতে দেবে না দেখতে পাচ্ছি।

সুরমা চুপ করিয়া রহিল" এমন কথার পরে আর কি কথা বলা চলে। কিছু দিন পূর্ব্বে সুরমার একটী পুত্র হইয়াছিল, কিন্তু একদিন অকস্মাৎ বাপকে কাঁদাইয়া মার কোল শূন্য করিয়া শিশুটী পাপপৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সুরমা বড় মায়ের ছেলেটীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া পুত্রশোক নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দারুণ স্বার্থপরায়ণা সরোজিনীর বুকে এটাও সুখকর বলিয়া মনে হইত না। যাহা হউক সরোজিনী অন্তরের বিষে দগ্ধ হইয়া

ক্ষুধাভুজঙ্গিনীর ন্যায় অমূল্যকে ডাকিল "শীগগির আয় অমূল! আমি গল্প বোলব এখন।

অমূল্য মাতার সে রুদ্রমূর্ত্তির দিকে ফিরিয়াও চাহিল না অম্লান বদনে উত্তর দিল "না আমি তোমাল কাতে গল্প ছুনবো না। কাকিমাল কাতে ছুনব।" "ওরে হতভাগা ছেলে! আগুন তাতে পুড়ে মরবি যে," বলিয়া সরোজিনী বা হাতে দুধের বাটীটা লইয়া অমূল্যের পিঠে গোটাকতক চড় ধরাইয়া দিয়া তাহার একখানা হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে হিঁচড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল। এদিকে বা হাতের দুধের বাটীতে খুকী হাত ডুবাইয়া দিয়া সমস্ত দুধটা ফেলিয়া দিল। সরোজিনী রাগে গন্ গন্ করিতে করিতে ছেলে মেয়েকে ঘরে বসাইয়া ঘরের কপাট টা দিয়া শিকল লাগাইয়া দিয়া আবার এক বাটী দুধ রান্না ঘর হইতে লইয়া গেল। সরোজিনী অমূল্যকে লইয়া যাইবার কিছু পরে নির্ম্মলচন্দ্র আসিয়া ভাত চাহিল। সুরমা ঠাঁই করিয়া স্বামীকে খাইতে দিল। খাইতে খাইতে নির্ম্মলচন্দ্র সুরমাকে জিজ্ঞাসা করিল "আজ অমূল্যধনকে দেখিতে পাচ্ছি না কেন?"

"খাওয়া হয়েচে তার?"

"না, তখন রান্না হয় নি"

"বাঃ—এতক্ষণ তা বলতে নেই! আমি খেতে বসে গেলুম।" বলিয়া নির্ম্মলচন্দ্র "অমূল্য" "অমূল্য" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। কাকা বাবুর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইয়া অমূল্যধনের কান্না আরও সহস্রগুণে বৃদ্ধি পাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে ভাঙ্গা গলায় বলিতে লাগিল "ও কাকা বাবু তুমি এছো, মা আমাকে যেত্তে দিচ্ছে না।

নির্ম্মলচন্দ্র উঠিয়া পড়িল। সুরমা বলিল "ও কি, খাওয়া হোল না!" নির্ম্মলচন্দ্র বলিল "যাই অমূল্যধনকে নিয়ে আসি গে।"

সুরমা একটু ব্যস্তভাবে বলিল "না না, এনো না, দিদি তাহলে রাগ করবেন।" "হাঁ রাগ করবেন! তা বলে ছেলেটা খাবে না!" বলিয়া নির্ম্মল চলিয়া গেল এবং অনতি বিলম্বে অমূল্যধনকে কোলে করিয়া লইয়া আসিয়া আবার খাইতে বসিল অমূল্য কাকার পাতে খাইতে বসিয়া গেল। তখন তাহার স্ফুর্ত্তি দেখে কে, হাত মুখ নাড়িয়া কত কথা বলিতে লাগিল কত

বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল। অনেক সাহসের প্রমাণ দিল। ... দিন মেনী বিড়ালটা তাহার পাত হইতে মাছ কাড়িয়া খাইতে আসিয়াছিল, ... লাঠি দিয়া তাহাকে মারিয়াছিল, কাকটা প্রাচীরে বসিয়াছিল সেটাকে ... তাড়াইয়া দিয়াছিল। খুকী তাহা পারে না। সে কেমন খিচুড়ী খাইতে পারে, খুকী তাহা পারে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওদিকে ঘরের ভিতর হইতে সরোজিনী বলিয়া উঠিল "রাত দুপুরে খিচুড়ী গিলিয়া আদর জানানো হচ্ছে! ... পর মরুক কলেরা হয়ে। কার কি তাতে, গেলে তো আমারি যাবে।" সুরমা বলিল "শুনতে পাচ্ছ দিদি কি বলছে।" সরোজিনীর কথা শুনিয়া যদিও নির্ম্মলচন্দ্র মনে মনে শিহরিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু মুখে সে ভাব প্রকাশ না করিয়া চাপিয়া হাসিয়া বলিল "ওর ও সব কথায় কাণ দিও না। তোমার দিদির মাথা খারাপ হয়েছে। ... অমূল্যধনকে খাওয়াইয়া দিয়া আচাইয়া হাত মুখ মুছিয়া দিয়া তাহাকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া সরোজিনীর নিকটে দিয়া নির্ম্মলচন্দ্র নিজের কার্য্যে চলিয়া গেল।

হারাধন মল্লিক জমিদারী ষ্টেটে চাকরি করিয়া প্রজার রক্ত জ্বালাইয়া প্রজাদের উদ্বাস্ত করিয়া দুপয়সা রাখিয়া গিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে বাঘে গরুতে একত্রে জল পান করিত। অতি বড় বদমায়েস প্রজাও তাঁহার নামে শান্তপ্রকৃতি অবলম্বন করিত। তাঁহার মৃত্যুর পরে জমিদার বাবু আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন "আহা, অমন গুণের লোক আর মিলিবে না।" আর প্রজারা বলিতে লাগিলেন "বাপ এতদিনে বাঁচা গেল আপদটা মোল।" যাহাই হউক তাহার মৃত্যুকালে মনিবকে অনুরোধ করিয়া নিজের চাকুরিটুকু জ্যেষ্ঠ পুত্র বিমলচন্দ্রকে দিয়া গিয়াছিলেন; কনিষ্ঠ পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র তখন সবে চৌদ্দ বৎসরের। নির্ম্মল নবাব বাহাদুরের হাই স্কুলে বিনা বেতনে এন্ট্রান্স পড়িতেছিল। বলা বাহুল্য পিতার অর্থ এবং নির্ম্মলচন্দ্র এ দুইটিই বিমলচন্দ্রের স্কন্ধে পতিত হইয়াছিল। পরে নির্ম্মল যখন এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর কলেজে এফ এ পড়িতে লাগিলেন সেই সময় বিমলচন্দ্র ভ্রাতার বিবাহ দিয়া ভ্রাতৃবধূর পিতার ঘাড় ভাঙ্গিয়া নির্ম্মলের পড়ার খরচের সহস্র গুণ অর্থ আদায় করিয়া লইলেন। কিন্তু কে জানে কেন,

৺বিমলচন্দ্রের পত্নী সরোজিনী প্রথম দর্শনাবধি এই নবাগতা ছোট বাটীর প্রতি প্রসন্ন হইতে পারিল না বধূটির নাম সুরমা। সুরমার শান্ত প্রকৃতি এবং সলজ্জ বিনয় নম্রভাব দর্শনে প্রতিবেশিনীগণ সকলে এক বাক্যে তাহার প্রশংসা করিত তাহাতে সরোজিনীর হৃদয়ে দারুণ ঈর্ষ্যার বহ্নি প্রধূমিত হইয়া উঠিত। প্রথম শ্বশুরগৃহে আসা পর্য্যন্ত বালিকা সুরমাকে সংসারের সমস্ত কাজ করিয়াও সরোজিনীর তীব্র বাক্যবাণ সহিয়া দিনাতিপাত করিতে হইত। এমনি করিয়া দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর ঘুরিতে লাগিল। নির্ম্মল এফে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আবার নবীন উদ্যমে বি, এ পড়িতে লাগিল। ভাইটি লেখা পড়া শিখিয়া মানুষের মত হয় বংশের মুখোজ্জ্বল করে এ ইচ্ছাটা বিমল-চন্দ্রের অন্তরে ছিল. তাই বিনা বাক্যব্যয়ে নির্ম্মলের পড়ার খরচটা দিতেন। কিন্তু স্বামীর এই অন্যায় কার্য্যটায় সরোজিনী মোটেই সমর্থন করিতে পারিত না। একজন ললাটের ঘর্ম্ম মুছিয়া অর্থোপার্জ্জন করিবে আর অপরে কিনা সেই টাকায় স্ফূর্ত্তিতে লেখাপড়া শিখিয়া নাম যশ ক্রয় করিবে। সরোজিনীর পক্ষে এটা নেহাৎ অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাহার নির্ব্বোধ স্বামীটির প্রতি যে চতুর দেবরটি বড়ই অবিচার করিতেছে এ কথা সে অবসর মত স্বামীকে বুঝাইয়া দিতে ছাড়িত না। কিন্তু বিধাতার অপূর্ব্ব বিধানে সরোজিনী যখন মা ও দেবরটিকে পৃথক করিয়া দিবার জন্য নানারূপ প্ররোচনা দ্বারা স্বামীকে উৎসাহ দান করিতেছিল তখন তাহার পাঁচ বছরের ছেলে অমূল্যধন তাহার সুকোমল হৃদয়ের সবটুকু ভালবাসা দিয়া কাকাবাবু ও কাকিমাকে সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কাকাবাবুর সঙ্গে খাওয়া, কাকা-বাবুর সঙ্গে স্নান, কাকাবাবুর সঙ্গে বেড়াইতে যাওয়া না হইলে সে কাঁদিয়া কাটিয়া মহাহুলুস্থুল বাধাইয়া দিত। সরোজিনীর চক্ষে কিন্তু এটা বিষদৃশ্য বলিয়া মনে হইত। তাহার গর্ভজাত সন্তান কিনা তাহার বশীভূত না হইয়া অপরের এত অনুগত! যে সময় নির্ম্মলচন্দ্র বি, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল সেই সময় একদিন সরোজিনী নির্ম্মলচন্দ্রকে বলিল "ঠাকুরপো, উনি বলছিলেন তোমাকে চাকরীর চেষ্টা করতে! আর পড়াতে পারবেন না।" নির্ম্মলচন্দ্র কিছু বিস্মিত হইয়া বলিল—'এতদিন থেকে থেকে এ সময় চাকরীর চেষ্টা করব বৌদি!

সরোজিনী মুখটা ঘুরাইয়া বলিল 'তা আমি কি জানি বল। উনি আমাকে বলতে বলেছিলেন তাই বল্লুম। নির্ম্মল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল আর দিনকতক যাক বউদি, এগজামীনটা দিয়ে চাকরীর চেষ্টা করব, দাদাকে বোল।' সরোজিনী বলিল 'উনি বলছিলেন আর পড়ার খরচ যোগাতে পাচ্ছেন না। এবার টাকা আর দিতে পারবেন না। সেইজন্যই ত চাকরীর চেষ্টা করতে বলছিলেন। একলা মানুষ কতদিকে আর খরচ যোগাবেন বল। সে বিবেচনা তো, তোমাদের একটুও নেই। নির্ম্মল নিঃশব্দে তথা হইতে চলিয়া গেল। দ্বিপ্রহর কালে রন্ধন গৃহের ভগ্ন বাতায়ন পথে বিড়াল প্রবেশ করিয়া গৃহস্থিত দুগ্ধটুকু সমস্ত নিঃশেষে পান করিয়া গিয়াছে। সরোজিনী কন্যাকে দুধ খাওয়াইতে আসিয়া দুধ না পাইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া সুরমার যথোচিত লাঞ্ছনা করিল, সুরমা বলিল কি করব দিদি! আমিতো ইচ্ছা করে বেড়ালকে খাওয়াইনি। ভাঙ্গা জানালাটা দিয়ে ঢুকে দৈবাৎ খেয়ে গেছে। আমার দোষ কি বল?' আর যায় কোথা! সুরমার এই উত্তর শুনিয়া সরোজিনী ঝঙ্কার করিয়া বলিল—'এক সঙ্গে না পোষায় কাল থেকে আলাদা হয়ে যেও আমার সংসারে এমন অপচয় চলবে না। আমি গরীব মানুষ জিনিষ পত্র অপচয় করলে কোথা পাব। তোমার বিদ্বান স্বামী তুমি বড় লোক তোমার কিছু গায় লাগে না। কাল থেকে আলাদা হয়ে রেঁধে খেও, ঘর দোর ভাগবাটরা করে নাও। আমার ভাগও আমি পৃথক করে নিব। একলা মানুষ কতদিক আর সামলাব বল।' ইত্যাদি। সুরমা অবাক! কোথা হইতে কি কথা আসিয়া পড়িল। এ কথা শুনিলে তাহার ভাশুর কি মনে করিবেন সেইভয়ে সে আরষ্ট কাঠের পুতুলের মত নির্ব্বাক দাঁড়াইয়া রহিল। সরোজিনী দশবাইচণ্ডী হইয়া যত পারিল তত বকিতে লাগিল। অন্ধকারে সন্ধ্যার পর বিমলচন্দ্র কার্য্যস্থল হইতে গৃহে ফিরিলে সরোজিনী জলখাবার দিয়া কাছে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। বিমলচন্দ্রের খাওয়া শেষ হইলে পানের ডিবেটা কাছে সরাইয়া দিয়া বলিল 'শুনেছ তোমার গুণধর ভাইর বউয়ের কথা। বিমলচন্দ্র একটা পান তুলিয়া লইয়া মুখে দিয়া বলিলেন 'কি?' সরোজিনী বলিল আজ দুপুর বেলা খুকীর দুধটা জাল দিয়ে, অমনি ফেলে রেখেছিল, ঘরের দোর জানালা গুলোও বন্ধ করে নি!

বেড়াল সব দুধটুকু চেটে খেয়ে গেছে। তাই বলেছিলুম 'ছোট বৌ, দুধটা একটু ঢাকা দিয়া রাখতে হয় ভাই! কচি মেয়েটা সমস্ত দিন খেতে পাবে না। খুকীতো সমস্ত দিন কেঁদে কেঁদে সারা সন্ধ্যেবেলা গয়লানী দুধ দিয়ে যায়—সেই জ্বাল দিয়ে খাইয়ে দিই তবে মেয়েটা বাঁচে। বিমলচন্দ্র সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তারপর—তারপর কি হল ?' সরোজিনী বলিল তারপর আমাকে বল্লে কিনা, আমি ত কারুর বাবার চাকরাণী নই যে অত হুকুম খাটব। আমাকে ভাগ দিতে হবে বলে বাড়ী ঘর দোর মেরামত করাবে না, ভাঙ্গা জানালা দিয়ে বেড়াল ঢুকে খেয়ে গেছে তা আমি কি করব। বঠ্‌ঠাকুরকে জানালা সারিয়ে দিতে বোল।'

হাঁ টে! বলিয়া বিমলচন্দ্র অন্যমনস্কভাবে পান চিবাইতে লাগিলেন। সে দিন একটা প্রজার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তাহার মেজাজটাও বড় ভাল ছিল না। সরোজিনী আবার বলিল আমি বল্লুম, ছাপোষা মানুষ কি করবে বল ভাই! সংসারের খরচ ঠাকুরপোর পড়ার খরচ, এখন আর বাড়ী ঘর দোর কি করে [illegible] একলা মানুষ আর কদিক দেখতে পারে? ঈশ্বরের [illegible] পয়সা আনলে [illegible] দুভাইয়ে মিলে মিশে আবার সব [illegible] বল্লে [illegible], একবার পালটা হতে পারলেতো বাঁচি। ও [illegible] করতে [illegible] কি [illegible] কথা শুনতে এখানে থাকব? মাথার কাঁটার বাড়ী [illegible] যাব।' শুনিয়া বিমলচন্দ্র সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন কি এত বড় স্পর্দ্ধা! আজই বোল নির্ম্মলকে আর একসঙ্গে পোষাবে না। কাল থেকে যেন পৃথক হয়ে যায়!

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

ব্যয় সংক্ষেপ।

"অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা" এই বচনটীর সার্থকতা অঙ্গীকার না করিয়া উপায় নাই। পরিবর্ত্তনশীল জগতে আজ যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতীতি হইতেছে; আগামী কল্যও হয়তঃ তাহা অপ্রয়োজনীয়রূপে গণ্য হইতে পারে। অদ্যকার শারীরিক অবস্থায় যে খাদ্য ভোজন তৃপ্তিকর ও পুষ্টিপ্রদ প্রতীয়মান হইতেছে; আগামী কল্যের কায়িক অবস্থায় সেই খাদ্য জীবন নাশকর বিবেচিত হওয়াও বিচিত্র নহে। যে ব্যক্তি বা সমাজ সময়ের উপযোগী ব্যবস্থার সৃষ্টি করিয়া চলিতে পারে; সেই ব্যক্তি বা সমাজই দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার অংশের অভিনয় করিতে কৃতকার্য্য হয়। অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম না হওয়ায় কত ব্যক্তি ও সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে; তাহার সংখ্যাবধারণ সুকঠিন। কত ব্যক্তি ও সমাজ যে উত্তরোত্তর ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছে; তাহাও গণনা করিয়া শেষ হয় না। আমাদের বাঙ্গালী জাতির বর্ত্তমান অবস্থা যেরূপ শোচনীয়—অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণতনু লইয়া বাঙ্গালী যেমন সর্ব্বদা বিষাদময় জীবন যাপন করিতেছে। নানাবিধ অভাবের তাড়নায় বৃশ্চিক দংশনের তীব্র জ্বালা অনুভব করিতেছে; তাহাতে বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ব্যয় চিন্তাপূর্ব্বক যতদূর সম্ভব সংক্ষেপ করা সমীচীন। সকল বিষয়েই সংক্ষেপ করিতে হইবে, এমন কথা আমরা বলি না—কোন কোন বিষয়ে সংক্ষেপ করা ত দূরের কথা, সমধিক বর্দ্ধন করারই আমরা বিশেষ পক্ষপাতী। যে সকল বিষয়ে ব্যয় না করিলে সমাজের হৃষ্টপুষ্টি ও সজীবতা বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা, ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী; তদ্ সম্বন্ধেই ব্যয়বর্দ্ধনের একান্ত আবশ্যক। অধুনা যে সমস্ত কার্য্যকলাপের ফলে সমাজের তাদৃশ কল্যাণ হয় না; বরং ব্যয় বাহুল্যে ব্যক্তিগত জীবন দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করে, তদ্রূপ ক্রিয়াকলাপে ব্যয় সংক্ষেপ করাই সমাজ রক্ষার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি। একদা বঙ্গের

অবস্থা সমৃদ্ধ ছিল—সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির সন্তানবৃন্দের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনরূপ ক্লেশ বিদ্যমান ছিল না। নদী মাতৃকদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই নদী ও নদীসংলগ্ন খাল বিলে বিশুদ্ধ জলাভাব দূর করিত। ধর্ম্ম-বুদ্ধিতে খনিত পুষ্করিণী ও দীর্ঘিকায় বঙ্গদেশ পূর্ণ ছিল। জলকষ্ট কাহাকে কহে বাঙ্গালী তাহা জানিত না। বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংস্থান থাকায় দেশের তৎকালীন বাতাসের নির্ম্মলতায় দুধ ভাত ও মৎস্যের প্রচুরতায় প্রফুল্লবদন বাঙ্গালীর সন্নিধানে ম্যালেরিয়া কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মারাত্মক ব্যাধি অগ্রসর হইতে সাহসী হইত না। সেই সদানন্দময় বঙ্গজীবনে নানাউপায়ে আনন্দলাভের প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকার করিবে? তাই, লোকে তখনকার দিনে, অন্ন-প্রাশন, বিবাহ—শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সংস্কারে, দোল দেউল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজায়, অনন্ত, দুর্ব্বাষ্টমী,সাবিত্রী, জলদান প্রভৃতি ব্রতে ব্যয় বাহুল্য করিয়া ব্রাহ্মণ-সজ্জন, দরিদ্র-নারায়ণ সর্ব্বশ্রেণীর লোক লইয়া আনন্দসাগরে সাঁতার খেলিয়াছে—ভোজন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে দান করিয়া তৃপ্তি বোধ করিয়াছে। তৎকালোচিত ব্যয় বাহুল্যের নিন্দা করা যায় না। বরং নানারূপে ব্যয় বাহুল্য না করিলে সমাজের তখন অকল্যাণ হইত। পরন্তু সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। সমগ্র বঙ্গদেশে সহস্রের মধ্যে একজন লোক অন্নচিন্তাহীন নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করিতে পারে কিনা সন্দেহ। জীবনসংগ্রাম ক্রমশঃই কঠোরতম হইতেছে। বিলাতী-সভ্যতার আলোকে দেশ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। পোষাক পরিচ্ছদে [illegible] খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবর্দ্ধনে, ব্যাধির আক্রমণে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনে ব্যয়াধিক্য বাধাহীন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও কৃষিবলসম্প্রদায় নিরুপায় হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতে রেলের অতি বিস্তারে নদী মজিয়া যাইতেছে; বিল ভরাট হইয়াছে—খাল শুকাইয়া গিয়াছে; পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের অভাবে অকর্ম্মণ্য হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বত্রই বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব হেতু কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি করাল মূর্ত্তিতে গ্রামকে গ্রাম উৎসন্ন দিতেছে। খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় অধিকাংশ পরিবারেরই পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর আহার্য্য মিলিতেছে না; তাহার ফলে বংশ বৃদ্ধি না হইয়া ধ্বংস হইতেছে। যে সামান্য আয় হইতেছে; পুরুষানুক্রমিক সংস্কারবশে তাহারও অধিকাংশ পূজাপার্ব্বণে ব্যয় করিয়া স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সহায়তা লাভে

বঞ্চিত হইয়া মানুষনামের অযোগ্য হইতেছে। এ অবস্থার পূর্ব্ব ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করিলে—চিন্তাপূর্ব্বক যাহার যেরূপ আয় সেই আয় অনুসারে বিষয়- ভেদে ব্যয় সংক্ষেপ; ব্যয় রাহিত্য ও ব্যয় আধিক্য করার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সময়োপযোগী ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে করালকালের কবলস্থ হওয়াই শেষফল। অধুনা আমাদিগকে ধীরভাবে ভাবিয়া দেখিতে হইবে, কোন্ বিষয়ে ব্যয় বন্ধ করিলে ক্ষতি হইবে না এবং কোন বিষয়ে ব্যয় সংক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন, স্বাস্থ্য যদ্রূপ মানব মাত্রেরই অত্যাবশ্যক তদ্রূপ আর কিছুই নহে। স্বাস্থ্যের পরে শিক্ষার স্থান। স্বাস্থ্যবান্ মানুষই শিক্ষালাভ করিতে পারে—শিক্ষার সুফল প্রদর্শন করিতে পারে। অপিচ স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তিও শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে মানবীয় প্রকৃতি অধিকার লাভের যোগ্য হয় না। তবেই বুঝি গেল, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাই মানুষের মনুষ্যত্বলাভের মূলধন। সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য যথোচিত ব্যয় প্রয়োজন। স্বাস্থ্যলাভের প্রধান উপকরণ পুষ্টিকর খাদ্য, নির্ম্মল বাতাস ও বিমল পানীয়। ইহা সংগ্রহ জন্য অর্থ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যয়ের বৈধতায় কেহই আপত্তি করিতে পারেন না। শিক্ষালাভের জন্য নানাপ্রকার শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করা ও প্রতিষ্ঠায় যথাশক্তি আনুকূল্য করা সম্বন্ধেও কোন বিতর্ক উঠিতে পারেনা। সুতরাং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সম্পর্কে ব্যয় হ্রাস না করিয়া বর্দ্ধন সবিশেষ দরকার হইয়া পড়িয়াছে। তবেই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সংপৃক্ত ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য ব্যয় সম্বন্ধেই ব্যয় সংক্ষেপের কথা উঠিতে পারে। এখন দেখা যাউক, কোন্ কোন্ বিষয়ে কতকটা ব্যয় সংক্ষেপ করা যাইতে পারে। হিন্দুসমাজে বাস করিলে, হিন্দু বলিয়া পরিচিত থাকিতে হইলে হিন্দুর বৈশিষ্ট বজায় রাখিতে হয়। হিন্দুর শাস্ত্রে কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ আচরণ করিতে বাধ্যতামূলক আদেশআছে; অপর কতকগুলির প্রতিপালন স্বেচ্ছাধীন। যাহা বাধ্যতামূলক, যেমন গর্ভাধান হই'তে শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত দশবিধ সংস্কারে উহা সম্পন্ন না করিলে আর্য্যত্বের বিশেষত্ব থাকে না; সুতরাং প্রত্যেক আর্য্যহিন্দুর উহা করণীয়। অপর যাহা স্বেচ্ছাধীন, না করিলে হিন্দুত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না—যেমন দুর্গোৎসব, রাস ইত্যাদি দেব দেবীর অর্চ্চনা তাঁহা বর্ত্তমান

অবস্থায় বন্ধ করিলে বা পূজার ব্যয় সংক্ষিপ্ত করিলে কিছুই ক্ষতির সম্ভাবনা নাই; বরং ঐ সকল পূজাদিতে বর্ষে বর্ষে যে অতিরিক্ত অর্থ, সাময়িক আমোদ প্রমোদে নষ্ট হইয়া যায়; তাহা স্বাস্থ্য ও শিক্ষার্থে ব্যয় করিলে অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালী জাতি জগতে বরণীয় হইতে পারে। কবে সমাজে প্রকৃত সৎকার্য্যের অনুভূতি আসিবে, তাহা কে জানে? বর্ত্তমানের অনুপযোগী ক্রিয়াকলাপকে এক্ষণও দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা চিন্তাহীনেরই শোভা পায়। দেশের দুর্ভাগ্য প্রকৃত সৎকর্ম্মের আদর্শ চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিলেও লোকে তাহা দেখিতে পায় না। তাহারা পুরাতন অস্থায়ী সঙ্কীর্ণ যশমানপ্রদ কার্য্যাবলীর অনুষ্ঠান করিয়াই আপনাদিগকে গৌরবশালী মনে করে। বাঙ্গালী জাতির এ অবস্থার পরিবর্ত্তন না করিতে পারিলে দেশের ও জাতির কল্যাণ নাই। বাঙ্গালীর হাতে কিছু পয়সা আসিলেই তাহার বার মাসে তের পার্ব্বণ করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার স্বগ্রামে বা নিকটবর্ত্তী গ্রামে কোন শিক্ষার উপায় নাই; ভাল জলাশয় নাই—ব্যাধির আক্রমণে নিরাময় হইবার উপায়-বিধাতা, চিকিৎসক নাই। গ্রামান্তরে যাতায়তের রাস্তা বা খাল নাই। এত অভাব—দেশের প্রকৃত কল্যাণ করিবার যোগ্য এত অনুষ্ঠান, তাহার সম্মুখে সর্ব্বদা প্রকটিত থাকা সত্বেও চিরস্থায়ী কীর্ত্তি-স্থাপনের সুবিধা উপস্থিত থাকাতেও তাহার সেদিকে প্রবৃত্তি ধাবিত হয় না। তাই গ্রাম শ্মশান হইতেছে। মনুষ্য পশুর মত হীন জীবন যাপন করিতেছে। সাময়িক উৎসবে পল্লীবাসী সদা অবসাদময় জীবনকে প্রফুল্লময় করিয়া তুলিতে পারিতেছে না। এই সময়ে প্রত্যেক বঙ্গবাসীরই অপরিহার্য্য ব্যয় ভিন্ন কোন বিষয়ে ব্যয়বাহুল্য করা কর্ত্তব্য নহে—স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে ত কোন কথাই নাই উহা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কাহারই অনুষ্ঠেয় হওয়া সঙ্গত নহে—ধনীগণেরও বিবেচনা পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করা বিধেয় এবং ব্যয় সংক্ষেপ করা আবশ্যক। বাধ্যতামূলক ক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে এই বলা যায় যে উহা অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও ব্যয় বাহুল্য না করিলে হিন্দুশাস্ত্র কোন পাপভোগী করে না। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে একমাত্র বিবাহ ও শ্রাদ্ধে সাধ্যাতীত অর্থ ব্যয়িত হয়। কেহ কেহ অন্নপ্রাশন ও উপনয়নেও প্রচুর ব্যয় করিয়া থাকেন। অন্যান্য সংস্কারে যৎসামান্য ব্যয়ই হইয়া থাকে। প্রাচীন

কালে বিবাহ ও শ্রাদ্ধ আর্য্যগণের ব্যয়বাহুল্যের দ্বারা দুষ্ট ছিল না। রাজ রাজড়ার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র—অষ্টবিধ বিবাহ ও ঋষিগণের শ্রাদ্ধে অর্থব্যয়ের বাহুল্য দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্রীয় বাধ্যতামূলক নিয়ম কখনই এত ক্লেশকর ছিল না এবং হইতে পারে না; যাহাতে মানব সমাজ পীড়িত হয়। আমরাও বিবাহ ও শ্রাদ্ধে সামান্য অর্থব্যয় করিয়া নিষ্কৃতি পাইতে পারিতাম; যদি আমাদের সমাজ নীচতার দ্বারা কলুষিত না হইত, শ্রাদ্ধে নিন্দার ভয় না করিলে ব্যয়াধিক্য হইতে অব্যাহতিলাভ হইতে পারে কিন্তু বিবাহে স্মরণ রাখিতে হইবে—কন্যার বিবাহে ইচ্ছা থাকিলেও ব্যয় সংক্ষেপ করা অসাধ্য বলিলেও বলা যায়। শ্রাদ্ধের ব্যয়ভার সম্পূর্ণরূপে কৃতীর হস্তে—বিবাহের ব্যয়ের দায়িত্ব কন্যার পিতার শিরে থাকিলেও তাহাতে বরের জনকেরই ইচ্ছার অনুসরণ করিতে হয়। পণপ্রথারূপ পাপ বিলুপ্ত করিতে কন্যার বিবাহে ব্যয় সংক্ষেপ কখনই আশানুরূপ সম্ভব হইবে না। তবে পণের টাকা ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে ব্যয় হ্রাস করিলেও অনেক অর্থও বাচিয়া যাইতে পারে। শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতে পারা যায়, যখন বালীর পিণ্ডে রাজা দশরথের তৃপ্তি হইয়াছিল, তখন আমরা তিলকাঞ্চন করিলে পিতামাতার অতৃপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। বৃষোৎসর্গ দানসাগর প্রভৃতিতে অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় না করিয়া সেই অর্থের দ্বারা মাতাপিতার নাম চিরস্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে দেশহিতকর কোন কার্য্য করিলে প্রকৃত শ্রাদ্ধের কার্য্য হইবে—সংকীর্ণস্থানে প্রবাহিত দানসাগর অপেক্ষা সার্ব্বজনীন দান, দাতার মহত্ত্বের উচ্চতা প্রকট করিবে। ফলকথা যতটা সম্ভব ব্যয় সংক্ষেপের জন্য আমাদের চেষ্টা করিতে হইবে। সঞ্চয়ী হইতে হইবে। একজন বাঙ্গালী মহাত্মা বলিয়াছেন—"যে জাতি শক্তিসঞ্চয় করিতে চাহে তাহাদের মধ্যে যত অধিক সংখ্যক কৃপণ এবং যত অল্প সংখ্যক খরচে লোক থাকে ততই মঙ্গল। এ কথার মূল্য অত্যন্ত। আমাদের ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া সঞ্চয়ী হইতে হইবে—সঞ্চয়ী হইয়া দেশহিতকর কার্য্য করিতে হইবে; তাহা ভিন্ন আমরা জীবিত থাকিয়া শিক্ষিত হইয়া জগতের সভ্যজাতি সমূহের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে, সম্মানের উচ্চাসন পাইতে পারিব না। ইহা প্রত্যেক দেশবাসীর মনে রাখা চাই। পরিশেষে ব্যয় সংক্ষেপ করার

আর একটী বিষয় সম্বন্ধে দু চার কথা বলিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিব। ক্রিয়াকলাপে যেরূপ ব্যয়সংক্ষেপ প্রয়োজন; পোষাক পরিচ্ছদে তেমনই ব্যয়াধিক্য যাহাতে না ঘটিতে পারে; তদ্রূপ প্রযত্ন করা আবশ্যক। বিলাসিতায় দেশ ডুবিয়া যাইতেছে—উচ্চস্তর হইতে নিম্নস্তর পর্য্যন্ত বিলাসিতায় নিমজ্জিত। কি নর কি নারী বিলাসিতার স্রোত হইতে কেহই অব্যাহত নহে। ইহাতে এত ব্যয়বাহুল্য ঘটিয়াছে যে, গৃহস্থ সর্ব্বদা প্রমাদ গণিতেছে। পোষাক পরিচ্ছদের আবশ্যকতা লজ্জা নিবারণ ও শীতাতপ হইতে দেহরক্ষণের নিমিত্ত। ফ্যাশানের দাস না হইয়া অবস্থানুযায়ী পোষাক পরিচ্ছদের দ্বারা সেই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিলে কখনই ব্যয়াধিক্য হয় না। পূর্ব্বে স্তরভেদে যে পরিচ্ছদের ইতর বিশেষ ছিল তাহাকে উৎকৃষ্ট প্রথাই বলিতে হইবে। অধুনা অবস্থার উপযোগী পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবহার না থাকায় ক্লেশের মাত্রাই বর্দ্ধিত হইতেছে। এ বিষয় আমাদের সাবধান হইতে হইবে ব্যয়সংক্ষেপ করিতে হইবে। আমরা সংযত হইয়া স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতিখরদৃষ্টি রাখিয়া অন্যান্য সকল বিষয়ই সম্ভবমত ব্যয়সংক্ষেপ করিতে অভ্যস্ত, কল্পনার কথা নহে, বাস্তবপক্ষেই সুজলা সুফলা বঙ্গমাতার সুসন্তান রূপে অল্প কাল মধ্যেই বিশ্বমাঝে গণনীয় হইয়া উঠিব। ইহা কি প্রত্যেক বঙ্গ সন্তানেরই কাম্য নহে? যদি তাহা হয়, তবে এস ভাই সকল আমাদের এই দুঃসময়ের উপযোগী বিষয়ভেদে ব্যয় সংক্ষেপ ও বর্জ্জন করিয়া শক্তিশালী হইয়া বাঙ্গালী নাম সার্থক করি।

শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষবর্ম্মা।

নমঃশূদ্রজাতি

বিগত শ্রাবণ মাসের 'আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভায় 'গায় মানেনা মোড়ল' শীর্ষক প্রবন্ধে পরম মাননীয় শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ দেববর্ম্মা মহোদয় কয়েকজন নিষ্ঠুর বর্ব্বর নমঃশূদ্রের ব্যবহার সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তৎশ্রবণে আমরা অতীব লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইলাম। উক্ত অকালকুষ্মাণ্ডগুলির নাম ধাম পরিজ্ঞাত হইলে সমাজ হইতে যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করা হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে উদারচেতা আর্য্যসমাজনেতৃগণ যে জাতির উৎকর্ষ বিধানে স্বতঃ পরতঃ

অধিক যত্ন ও চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন যদি এবম্বিধ অবস্থায় কেহ উচ্চজাতি য়ান ব্যক্তি কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত ও অবমানিত হন তাহা হইলে ধৈর্য্যচ্যুতি ও চিত্তের বিকার হওয়া সম্ভবপর। কিন্তু পতিতকে উদ্ধার করিতে হইলে দয়াল নিতা-ইর ন্যায় প্রেম বিলাইতে হইবে। চিত্ত বিক্ষোভ হইলে উন্নতি বিধানের আশা কোথায়? এই বৃহৎ নমঃশূদ্রজাতি বহুকাল আর্য্য সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া দীক্ষাশিক্ষার অভাব হাড়ে মাংসে জড়ীভূত হইয়া আছে। উহা অচিরে অপনীত হইবার নহে। নমঃশূদ্রজাতি কোনদিন আর্য্যসমাজভুক্ত ছিলেন। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড পূর্ব্ববৎ থাকিলেও শিক্ষাদির অপকর্ষতা ও আর্য্যসমাজে মেষামিশির অভাবে অধঃপতিত হইয়াছে। মহাতপা গৌতম ব্যাধ সংসর্গে কিরাত হইয়াছিলেন জপ তপ কোথায় অন্তর্হিত হইল? সুতরাং নমঃশূদ্রজাতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। শিক্ষার অভাবে মানব হিতাহিত বিবেচনা বিহীন ও স্বেচ্ছাচারী হয়। এখনও সমগ্র নমঃশূদ্র সমাজে শিক্ষা বিস্তার হয় নাই, স্থান বিশেষে কেহ শিক্ষিত, কেহ অর্দ্ধ শিক্ষিত, কেহ কিঞ্চিৎ শিক্ষিত, কেহ বা লোকে কালিদাস। সমাজের ঈদৃশী অবস্থায় অসম্ভব কিছুই নহে। যে সকল বাহক প্রচারকগণকে কটুবাক্য প্রয়োগে তীরে অবতারণ করিয়া দিয়াছে তাহারা বাগ্‌বাদিনী ও বাণীপুত্রের পরম শত্রু। তাহারা যে গ্রামে বাস করে সেই গ্রামে বীণাপাণি কস্মিন কালেও পূজিতা হন নাই। আর মান্য গণ্য সভ্য, শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত উহাদিগের মেষামেষি ভাব নাই। যদি ঐ রূপ লোকের সহিত কোনদিন আলাপ পরিচয় থাকিত তাহা হইলে পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ সাদরে গন্তব্য স্থানে লইয়া যাইত। যদি শুধু শিক্ষা বিস্তার হয় তাহা হইলে উহারাও কালে জগাই মাধাইয়ের ন্যায় ভাল মানুষ হইতে পারে। বিগত শারদীয় পূজার বন্ধের সময়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত মধুসূদন সরকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে 'বাহকগণ প্রচারকগণকে লাঞ্ছনা দিলে আপনি তদুত্তরে আরও অপমান করুক বলিয়াছেন'—ইহার কারণ কি? তিনি দুঃখসন্তপ্তহৃদয়ে বলিলেন যে আমরা সমাজনেতৃগণ নিম্নশিক্ষাবরোধরূপ পলু পোকার ডিম্বগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া আমরা আবদ্ধ হইতেছি, ছিন্ন করিয়া বাহির হইতে না পারিলে লাঞ্ছনা পেয়ে প্রাণ হারাইতে হইবে। যখন হাপ ছাড়িতে না পারিব তখন আমরা বাধ্য হইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা করিব। আমরা

বহুকাল আর্য্য সমাজের সহানুভূতি পাই নাই, স্বাবলম্বন শক্তিতে যাহা কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছি। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মুন্সেফ প্রভৃতি হইবার সময়ে পরিচয় (Nomenation) দেওয়ার লোক পাওয়া যায় নাই কেবল গবর্ণমেণ্টের ঐকান্তিক দয়ায় কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে। পরম হিতৈষী চিপ জষ্টিস ৺সারদাচরণ মিত্রমহোদয় আমাদের উন্নতিরজন্য সাতিশয় যত্ন ও চেষ্টাকরিয়া গিয়াছেন অন্যান্য মহোদয়গণ যথোপযুক্ত সংস্কার চেষ্টায় নিযুক্ত আছেন আশাকরি মহোদয়গণের ঐকান্তিক কৃপায় নমঃশূদ্র সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা হইবে।

নমঃশূদ্র সমাজের উন্নতি হইলেও অপর দিকে বিষম অনিষ্ট সংঘটিত হইতেছে; কারণ অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতেছে। যখন নমঃশূদ্রেগণ স্বজাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া থাকেন তখন অনাদৃত হয়েন যখন খৃষ্টান এবং বৈষ্ণব হন তখন তাহারা সমাদৃত হন। বৈষ্ণব, খৃষ্টান, মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে শ্রোত্রীয় নাপিত, ধোপা প্রাপ্ত হওয়া যায় তখন আর নমঃশূদ্রের নাম গন্ধ থাকে না সাদরে গৃহীত হয়েন এইরূপ বিসদৃশ ভাবে অনেকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। আর যাহারা গ্রাজুয়েট হইয়াছেন এবং হইতেছেন তাহাদিগের মতিগতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যদি আমরা আর্য্য সমাজের প্রাণখোলা সহানুভূতি প্রাপ্ত হইতে পারিতাম তাহা হইলে এ জাতির এতদিন আরও উন্নতি হইত। আমরা কোথাও আশ্রয় পাই নাই। এখন আর পূর্ব্ববৎ কষ্ট নাই। আমরা প্রত্যেক জেলায় কমিটী করিয়া শিক্ষা, সমাজ, কার্য্যের বিধি ব্যবস্থা করিয়াছি ও করিতেছি। আমরা ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত আছি অনুকম্পা বিতরণে তাহা প্রদান করিলে আমরা উৎকর্ষ বিধানের আরও সুযোগ করিতে সমর্থ হইব।

শ্রীশ্রীনাথ হালদার

হেডপণ্ডিত উমেদপুর, মাইনর স্কুল।

প্রচারের আবশ্যকতা।

বঙ্গদেশে কায়স্থের বর্ণধর্ম্ম প্রচার সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। উপনীত কায়স্থের বর্ত্তমান জীবনে দেবস্পর্শ এবং খাদ্যস্পর্শ এই দুইটীই প্রধান অন্তরায়। ক্ষত্রিয়ত্ব প্রচার করিতে হইলে যাহাতে আমরা অকুতোভয়ে দেবতা পূজা ও পার্ব্বণাদি সম্পূর্ণরূপে

করিতে পারি এবং আমাদের স্পর্শদোষ না থাকে এই দুইটি বিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

২। কলিকাতায় 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা' সাধারণের অর্থে কেবল একখানি পত্রিকা চালাইতেছেন। কায়স্থ সাধারণের মঙ্গলার্থে জাতীয় স্বার্থে এই পত্রিকা প্রচারিত হইলে কাহারও কিছু বলিবার থাকে না। সভা দুইটি দলে বিভক্ত হইয়াছেন,—একদল প্রচারের বিরোধী; এই দলের নেতা অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা এবং কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়। অন্যদল প্রচারকামী এবং প্রচারক নিযুক্ত সম্বন্ধে সমর্থন করিতেছেন; ইহাদের নেতা রায় শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বসু এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুবর্ম্মা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়। সভার নেতৃবৃন্দ মধ্যে অনেকেই উপবীত গ্রহণ করেন নাই; যাহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও অনেকে দ্বিজদিগের ন্যায় যজ্ঞোপবীত সর্ব্বদার জন্য গলদেশে বিলম্বিত রাখাটা নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না। উপবীত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন "পৈতা তুলসীর মালার ন্যায়, স্নানান্তে জপ করিবার সময় প্রয়োজন হয়। অন্য সময় তত্তটা প্রয়োজন হয় না।" শুনিতে পাই সম্পাদক শরৎবাবু ও এই মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। আমরা মনে করি এইপ্রকার পৈতাধারী অপেক্ষা অপৈতক থাকাই ভাল। আমাদের শ্রুত ঐ কথা যদি সত্য হয়, তবে এই কায়স্থের হস্তে বহুদিবস কায়স্থসভার ভার অর্পিত থাকা কর্ত্তব্য কি না তাহা বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বিশিষ্ট সভ্য মহোদয় বিবেচনা করিবেন।

৩। পৌষসংখ্যা কায়স্থ পত্রিকায় বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ৪র্থ অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী পাঠ করিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। বাজেট কমিটীর রিপোর্ট দিয়াছেন রায় বিনোদবিহারী বসু, (ক) এবং শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসুবর্ম্মা;—ইহার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মিত্রবর্ম্মা

(ক) বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম যে, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ১৩২৫ সনের বজেট কমিটীর রিপোর্ট ও প্রচারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বিনোদ বাবু একটী অত্যাবশ্যকীয় মন্তব্য সকলের অবগতির জন্য মুদ্রিত করিয়া পৌষের 'কায়স্থ-পত্রিকায়' ক্রোড়পত্র রূপে উহা দিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহা আমরা পাই নাই।

শ্রীশ্রীচৈতন্যপ্রভুদেবায় নমঃ।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা

মাসিক পত্রিকা

১১শ খণ্ড { চৈত্র মাস ১৩২৫ সাল। } ১২শ সংখ্যা

রাসলীলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি) (ক)

সম্ভোগ ৪ প্রকার যথা—

সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ সম্পন্ন সম্ভোগ ও সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ তন্মধ্যে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ ৮ প্রকার—

৩৩। বাল্যাবস্থায় মিলন।
৩৪। গোষ্ঠেগমন।
৩৫। গোদোহন।
৩৬। অকস্মাৎ চুম্বন।
৩৭। হস্তাকর্ষণ।
৩৮। বস্ত্রাকর্ষণ।
৩৯। বর্ত্মরোধন।
৪০। রতিভোগ।

সম্পন্ন সম্ভোগ ৮ প্রকার

৪১। মহারাস।
৪২। জলক্রীড়া।
৪৩। কুঞ্জলীলা।
৪৪। দানলীলা।
৪৫। বংশীচুরি।
৪৬। নৌকাবিলাস।
৪৭। মধুপান।
৪৮। সূর্য্যপূজা।

(ক) বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রতিভায় শ্রীবৃন্দাবনলীলা মধ্যে মধুর রস ৬৪ প্রকার উল্লেখ করিয়াছি। তন্মধ্যে পূর্ব্বরাগ ৮, মান ৮, প্রেমবৈচিত্র ৮, প্রবাস ৮,=৩২ এইরূপ অবশিষ্ট ৩৩ হইতে উল্লেখ করা যাইতেছে। সম্পাদক।

সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ ৮ প্রকার।

৪৯। সুদূরদর্শন।

৫০। ঝুলনযাত্রা।

৫১। হোলীলীলা।

৫২। প্রহেলীকা।

৫৩। পাশাখেলা।

৫৪। নর্ত্তকরাস।

৫৫। রসালস।

৫৬। কপট নিদ্রা।

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ ৮ প্রকার।

৫৭। স্বপ্নে মিলন।

৫৮। কুরুক্ষেত্র।

৫৯। ভাবোল্লাস।

৬০। ব্রজাগমন।

৬১। বিপরীত সম্ভোগ।

৬২। ভোজন কৌতুক।

৬৩। একত্রে নিদ্রাবস্থা।

৬৪। স্বাধীন ভর্ত্তৃকা।

গোপাঙ্গনাগণ যে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া, লীলাবিকাশের জন্ম পরকীয়ারূপে প্রতীতিমাত্র হইতেন এ বিষয়ে তাহার একটী আখ্যান বর্ণনা করিতেছি—

কোন স্থানে একটী লোক একটী বালিকা কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পর হইতে সেই লোকটি শ্বশুর বাড়ী যান নাই এবং কোনও সংবাদ রাখেন নাই। ১৫। ১৬ বৎসর পর সেই বিবাহিত ব্যক্তি নিজ জীবিকা উদ্দেশে আসিয়া সেই গ্রামে বালকগণের অধ্যাপন কার্য্যে নিযুক্ত হন। যে স্থানে বিদ্যালয় ছিল তাহার নিকট দিয়া একটি স্ত্রীলোক প্রতিদিন জল আনিতে যাইতেন; কিন্তু সেই স্ত্রী যে তাঁহার বিবাহিতা পত্নী তাহা তিনি জানিতেন না এবং সেই স্ত্রীলোকটিও সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষক যে তাঁহার স্বামী তাহাও জানিতেন না। কিছুদিন পরে উভয়ের প্রণয় হইল। কালক্রমে সেই স্ত্রীলোকটির গর্ভসঞ্চার হইল। তখন কন্যার মাতা কি প্রকারে কুলরক্ষা হয় তজ্জন্য চিন্তিতা হইলেন এবং তাঁহার জামাতার সন্ধান লইতে আরম্ভ করিলেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকের গ্রামে লোক পাঠাইয়া জানিলেন যে তাঁহার জামাতাই সেই গ্রামের বিদ্যালয়ের শিক্ষক। এই সংবাদে তিনি পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং কন্যাকে সেই সংবাদ প্রদান করিলেন। কন্যাও সেই সংবাদে পরমানন্দ লাভ করিলেন। পর দিন রাত্রে সেই শিক্ষক কন্যার নিকট জ্ঞাত হইলেন যে তিনিই তাঁহার স্বামী। তাহাতে শিক্ষক কি প্রকারে তাহা সম্ভব তাহা জিজ্ঞাসা করিলে কন্যা সমুদয় পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া শিক্ষকের মনে বিশ্বাস হইল; কিন্তু গ্রামের

কতিপয় লোকের তাহাদের উভয়ের অবৈধ প্রণয় বলিয়া বিশ্বাস রহিল এবং তাহারাই সেই বিষয় লইয়া জল্পনা করিত। (খ)

(খ) উপরোক্ত উপাখ্যানটি বাঁকুড়া জেলান্তর্গত বালসীগ্রামনিবাসী পরম ভাগবত বিবিধাস্তর্বাণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র গোস্বামী প্রভুপাদ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। তিনি কালনার সিদ্ধদশা প্রাপ্ত অস্মদ্দেশের সুপ্রসিদ্ধ শ্রীল ভগবান দাস বাবাজী মহাশয়ের শিষ্য হলেন। এস্থলে উক্ত প্রভুপাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী কিছু লিখিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবে না। প্রভুপাদ উক্ত ভগবান দাস বাবাজীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র শিক্ষার জন্য গমন করিয়াছিলেন তাহাতে বাবাজী মহাশয় কহিয়াছিলেন যে "তোমার বৈষ্ণবশাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন নাই। তুমি কেবল বৈষ্ণবের সেবা কর, তাহা হইলেই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হইবে।" তাঁহার আজ্ঞানুসারে প্রভুপাদ বাবাজীর আশ্রমস্থিত ও অভ্যাগত বৈষ্ণবপাদগণের পাককার্য্য করিতেন এবং তাঁহাদের সেবার পর তাঁহাদের উচ্ছিষ্টপাত্র ও স্থান পরিষ্কার করিতেন। দ্বাদশ বৎসরের পর ভগবান দাস বাবাজী মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত প্রভুপাদকে কহিয়াছিলেন যে "তোমার আর বৈষ্ণব সেবার আবশ্যক নাই, তুমি যাহা বলিতে ইচ্ছা করিবে তাহাই তোমার স্ফুরণ হইবে।" শ্রীচরিতামৃত ও শ্রীভাগবত যতবার তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়াছি ততবারই নূতনত্ব পাইয়াছি। তাঁহার আদেশে রাত্রিকালে এক শয্যায় শয়ন করিয়া আমার নিদ্রাভঙ্গের পর যখনই জাগরিত হইয়াছি তখনই দেখিয়াছি যে তিনি নামমালায় নামব্রহ্ম উচ্চারণ করিতেছেন; কখন যে নিদ্রা যাইতেন তাহা জানিতে পারিতাম না। (তাঁহার নিকট সমুদায় রাত্রি প্রদীপ জ্বলিত) তাঁহার অভিমান (জাত্যাভিমান বা পাণ্ডিত্যাভিমান) ছিল না। এ জীবাধম ও তাহাকে অগ্রে প্রণাম করিলেন। তিনি কহিতেন—

"হরৌ রতিং বহন্নেষ নরেন্দ্রাণাং শিখামণিঃ।
ভিক্ষামটন্নরিপুরে শ্বপাকমপি বন্দতে॥"

ভক্তিরসামৃত সিন্ধৌ পূর্ব্ববিভাগে তৃতীয় লহর্য্যাং।

অর্থাৎ মহারাজ ভগীরথ নরেন্দ্রদিগের শিখামণি ছিলেন; তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণে একান্ত রতি লাভ করিয়া ভিক্ষার নিমিত্ত শত্রুগৃহে গমন করিতেন (কারণ সকলে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে কিংবা তাহাকে ভিক্ষা না দিয়া দূর

সুতরাং রাসলীলা নিত্য এবং শ্রীমতী রাধিকা ও গোপাঙ্গনাগণও পরকীয়া নহেন। ভাবুক ভিন্ন যেন এ লীলাকেহ বুঝিতে চেষ্টা না করেন।

গোপাঙ্গনাগণের লিঙ্গ দেহ থাকে নাই—তাঁহারা নিত্য সিদ্ধা ছিলেন। লিঙ্গ দেহেরই ভোগ হইয়া থাকে কিন্তু নিত্য সিদ্ধা ভোগের অতীতা। গোপাঙ্গনাগণ শুদ্ধা ছিলেন ; শুদ্ধা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের করুণা হওয়া সম্ভবপর নহে।

ন চেদেতাঃ শুদ্ধা ভবতি ন হরে রাস্থ করুণা।

গোপালচম্পূঃ—উত্তর ভাগে ৩২ পূরণে

করিয়া দিবে) এবং চণ্ডাল পর্য্যন্ত নীচজাতিকেও প্রণাম করিতেন।

তাঁহার ভগবন্নিষ্ঠার ও বৈষ্ণব সেবারও অনেক ঘটনা শ্রবণ করিয়াছি তন্মধ্যে একটি এই—একদিন তাঁহার বাটীতে সেবার সময় ২৫ জন বৈষ্ণবপাদ আগমন করিয়াছিলেন। গৃহে তাঁহাদের সেবার উপকরণ সেদিন কিছুমাত্র ছিল না ; তাহাতে প্রভুপাদ অত্যন্ত চিন্তিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তদবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার ভক্তিমতী সাধ্বী পত্নীও কহিয়াছিলেন যে "এক উপায় আছে।"

প্রভুপাদ কি ?

পত্নী। এক ভরি আফিং আছে।

প্রভুপাদ। তাহাতে কি হইবে ?

পত্নী। তুমি অর্দ্ধেকটা খাও, আমি অর্দ্ধেকটা খাই কারণ এত গুলি বৈষ্ণব-বিমুখ হওয়া অপেক্ষা আমাদের মৃত্যুই ভাল।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় ডাক পিয়ন একখানি রেজেষ্টারি পত্র আনিয়া দিয়াছিল তন্মধ্যে পাঁচ টাকার একখানি নোট ছিল। কিছুক্ষণ পরে এক ভার ব্যঞ্জন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। (তাঁহার লক্ষ্মীনারায়ণজী বিগ্রহের সেবা ছিল)। তাহার কিছুক্ষণ পরে এক গোয়ালিনী পথভ্রমে তাঁহার বাটীতে দধি ও দুগ্ধ আনিয়াছিল। (সেই গোয়ালিনী প্রত্যহ হাটে সেই পথ দি[illegible]কুটে নামক গ্রামে দধি ও দুগ্ধ বিক্রয় করিতে যাইত কিন্তু দু[illegible]ক্রমে সে দিন সে পথের ঠিক করিতে না পারিয়া বেলা অধিক হইল আ[illegible] বিক্রয় হইবে না ভাবিয়া ক্রন্দন করিতেছিল। গোস্বামীপাদ এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সেই গোয়ালিনীকে ডাকিয়া তাঁহাকে দধি ও দুগ্ধ দিতে বলিয়া

যদি তাঁহারা শুদ্ধা না হইবেন তাহা হইলে ভক্তশ্রেষ্ঠ উদ্ধব মহাশয় কখনও কহিতেন না যে—

আসামহো চরণরেণু জুষামহংস্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্ম লতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্য পথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

শ্রীভাগবতে ১০।৪৭।৬১।

এই গোপললনাগণের চরণরেণু সেবি বৃন্দাবনস্থ গুল্মলতা প্রভৃতি ঔষধির মধ্যে কোন একটি হইতে পারে। কারণ ইঁহারা দুস্ত্যজ স্বজন এবং সদাচার রীতি পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতির অন্বেষণীয় মুকুন্দপদবীর ভজনা করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ

শ্রীবিধুভূষণ শাস্ত্রী

পরহাটে মূল্য লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন।) এইরূপে সেই বৈষ্ণবপাদগণের সেবাকার্য্য সমাধা হইয়াছিল।

উক্ত প্রভুপাদ রাঁচি জেলার অন্তর্গত ১২ ক্রোস দূরে বণ্ডু নামক গ্রামে 'নবরাত্রিতে" আহুত হইয়া আসিয়াছিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া এ দীনাধমও রাঁচি হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে গমন করিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বণ্ডুতে পৌঁছিবার পর দিনে তিনি আপনিই ঐ তিনটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া গোবিন্দ ভাষ্যদ্বারা তাহার সমাধান করিয়াছিলেন। উহাই তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ।

এইরূপ অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা আছে যাহা শ্রবণ করিলে তিনি যে মানব লীলার সীমা অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহা উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। লেখক।

ভারতে সতীত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি শেষ)

কোন সময়ে কৌশিক নামক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ এক গৃহস্থভবনে প্রবেশ করিয়া সেই গৃহস্থের পত্নীর নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। গৃহিণী তাঁহাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র ধৌত করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার স্বামী শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। পতিব্রতা রমণী পতিকে এইরূপ শ্রান্ত ও ক্ষুধিত দেখিয়া সযত্নে তাঁহার শ্রান্তি ও ক্ষুধা নিবারণ করিয়া সেই অতিথির নিকট আসিলেন। স্বামীসেবাপরায়ণ কামিনীর এইরূপ বিলম্ব দেখিয়া অতিথি ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তদ্দর্শনে সেই পতিপরায়ণা সতী বলিলেন, "ব্রাহ্মণ, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, পরমদেবতা ভর্ত্তা ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, সেই জন্ত আমি তাঁহার সেবা করিতেছিলাম। ব্রাহ্মণ বলিলেন—তুমি অতিথি ব্রাহ্মণ অপেক্ষা স্বামীকেই অধিকতর গুরু জ্ঞান কর। বোধ হয় তুমি জ্ঞানী বৃদ্ধের নিকট গৃহধর্ম্ম শিক্ষা কর নাই। সেই পতিব্রতা উত্তর করিলেন, "তপোধন! আপনারাইত বিধান করিয়াছেন যে, পতি-শুশ্রূষাই নারীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম এবং ভর্ত্তাই নারীর নিকট দেবগণ অপেক্ষা অধিকতর গরীয়ান।" সেই তপোনিধি কৌশিক সেই পতিব্রতা কামিনীর নিকট ধর্ম্মবুদ্ধিতে পরাজিত হইয়া তাহাকে ধন্য ধন্য বলিয়া জ্ঞান শিক্ষার্থে গমন করিলেন। সেই জন্যই বলিতেছিলাম, সতীর পতি তুষ্টি সাধনেই দেবতাগণের তুষ্টি সাধন হইয়া থাকে। আর্য্যশাস্ত্রে এইরূপ আদেশ আছে বলিয়াই আর্য্যগৃহে এইরূপ পবিত্রতার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

মহর্ষি বাল্মীকির সেই অদ্ভুত চিত্র সীতার তুলনা জগতে আর কোথাও মিলে না। এই অতুলনীয় নারীচিত্র বাস্তবিকই দুর্লভ। এ চিত্র পৃথিবীর নহে। এই পবিত্র চিত্র একান্ত মানব-মনোমুগ্ধকর! কি রাজসংসারে কি নির্ব্বাসনকালে, কি দণ্ডকারণ্যে কি রাক্ষসবেষ্টিত অশোক কাননে, কি বাল্মীকির তপোবনে সর্ব্বত্রই এ চিত্র অদ্ভুত, অপার্থিব, অদৃষ্ট পূর্ব্বে সর্ব্বত্রই যেন স্বর্গীয়

বিমলবিভায় এ চিত্র উদ্ভাসিত, এ চিত্রের বিষয় চিন্তা করিতে গেলে শরীর অমৃত রসে আপ্লুত হয়, হৃদয় পবিত্র হয়, হৃদয়ে কি এক জাতীয় অহংকার আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন মনে হয় ভারত আজ যতই হীনাবস্থাপন্না হউক, ইহার সতীত্বপ্রভায় জগৎ উদ্ভাসিত; সতীত্ব ধনে ভারত জগৎ পূজিত এবং সতীত্ব গৌরবে ভারত জগতের মধ্যে গরীষ্ঠা।

সতী পতির সঙ্গে থাকিতে পারিলে পৃথিবীর কোনরূপ দুঃখ কষ্টকে গ্রাহ্য করেন না। রামচন্দ্র যখন সীতার নিকট বনবাসের নানাকষ্ট বর্ণন করিলেন তখন সীতা তার স্বরে কি বলিতেছেন:—

ন চ মে ভবিতা তত্র কশ্চিৎ পতি পরিশ্রমঃ।
পৃষ্ঠতস্তব গচ্ছন্ত্যা বিহারে শয়নেষিব॥
কুশকা কাসরেষিকা যে চ কণ্টকিনো দ্রুমাঃ।
তুলাজিন সমস্পর্শা মার্গে মম সহ ত্বয়া॥

আর্য্যনারীর পক্ষে পতি ভিন্ন আর অন্যতর শ্রেষ্ঠ গতি নাই। সেইজন্য তাঁহারা সুখে দুঃখে বা শোকে পতি ভিন্ন সুখতর আর কিছুই মনে করেন না। আর্য্যনারী জানে যে "গতিরেখা পতির্নার্য্যা" তাই হিন্দুস্ত্রী পতি ভিন্ন স্বর্গও কামনা করেন না। পতিহীন স্বর্গ আর্য্যসতীর স্পৃহনীয় নহে।

লোহ যেমন সর্ব্ববাধা অগ্রাহ্য করিয়া কেবল চুম্বকের দিকেই ধাবিত হয়, সতীহৃদয় সেইরূপ পৃথিবীর সমস্ত আসক্তি, কুহক অতিক্রম করিয়া কেবল পতি প্রতি পধাবিত। লক্ষ্মণ যখন সীতাকে রামের আজ্ঞানুসারে বাল্মীকির তপোবনে নির্ব্বাসিত করিতে যাইতেছেন তখন রামের সেই নিষ্ঠুর কথা স্মরণ করিয়া লক্ষ্মণ নিতান্ত বিমর্ষমান হইয়াছিলেন সীতা তাহা লক্ষ্য করিলেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার মনে নিজের কোন অনিষ্ট আশঙ্কা হয় নাই। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যাহাকে ভালবাসা যায়, সর্ব্বদা সকল সময় যেন তাহারই বিপদাশঙ্কায় হৃদয় আতঙ্কিত হয়, সেইজন্যই মহামতি লক্ষ্মণের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া সীতা বলিতেছেন—"তোমার এই ভাবান্তর দেখিয়া আমি বিচলিত হইয়াছি, আর্য্যপুত্রেরত কোন অমঙ্গল হয় নাই" এই বাক্যে যে অতুলনীয় প্রেম প্রকাশ পাইতেছে তাহা অতীব পবিত্র এবং ইহাই সতীর সতীত্ব এবং ইহাই আর্য্য-সতীত্বের বিশেষত্ব।

আবার যখন সতীশ্রেষ্ঠা বৈদেহি বাল্মীকি তপোবনে গমন সময়ে নানারূপ অশুভ লক্ষণ দেখিতেছেন তখনও তাঁহার নিজের জন্ত কোন আশঙ্কা হয় নাই, তিনি কেবল তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পতি রামচন্দ্রের অকুশল আশঙ্কায় করিতেছেন তাই তিনি সৌমিত্রী লক্ষ্মণকে বলিতেছেন :—

অশুভানি বহূন্যেব পশ্যামি রঘুনন্দন।

অপিস্বস্তি ভাবতস্য ভ্রাতুস্তে ভ্রাতৃবৎসল।

আর্য্যসতী নিজের সুখ দুঃখ ভালমন্দ গ্রাহ্য করেন না। পৃথিবীর সমস্ত সুখ সম্পদ পরিত্যাগ করিয়াও যদি প্রিয়তম স্বামীর মঙ্গল ও খ্যাতি রক্ষা পায় তাহাতেই সতী পরম আনন্দ অনুভব করেন। সেইজন্যই মহানুভব লক্ষ্মণ অলীক লোকনিন্দা ভয়ে সীতাকে রামচন্দ্র পরিত্যাগ করিয়াছেন জানাইলেন তখন সেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠা সতী নিজের সুখ দুঃখ কিছুমাত্র চিন্তা করিবার অবকাশ পান নাই। তাহার জন্ত রামচন্দ্র লোকনিন্দা সহ্য করিবেন। তাহার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের অকলঙ্ক যশে কলঙ্ক স্পর্শিবে তাহা যেন তাঁহার হৃদয়ে অসহনীয় বোধ হইয়াছে। সেইজন্তই লক্ষ্মণ নিজ নির্ব্বাসন বার্ত্তা শুনিয়া সেই জগৎপাবনকারিণী সাধ্বী বৈদেহী কি বলিতেছেন :—

"যন্তু পৌরজনে রাজন্ ধর্ম্মেণ সমবাপ্নুয়াৎ।

অহন্তু নানু শোচামি স্বশরীরং নরর্ষভ॥

যথাপবাদঃ পৌরাণাং তথৈব রঘুনন্দন।

পতির্হি দেবতা নার্য্যাঃ পতিবন্ধুঃ পতিগুরু।

প্রাণৈরপি প্রিয়ং তস্মাদ্ভর্ত্তুঃ কার্য্যং বিশেষতঃ।

এ চিত্র কি অদ্ভুত! জগতে এমন দৃশ্য কোথায় কি আর দেখা গিয়াছে? স্বামী বিনাদোষে নির্ব্বাসিত করিতেছেন আর তাঁহার হৃদয়ে স্বামীর চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করে তাহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। সেইজন্ত যেন অবিচলিত হৃদয়ে তিনি লক্ষ্মণকে বলিতেছেন :—

"দেখ লক্ষ্মণ আমার জন্ত আমি কোন শোক করিতেছি না কিন্তু আমার জন্য আমার প্রাণপতি রামচন্দ্র কিংবা আমার সন্তান স্বরূপ পৌরবর্গ অপবাদ ভাজন হইবে ইহাই চিন্তা করিয়া আমার অনুশোচনা হইতেছে। কি অদ্ভুত

বাক্য! সতী স্বামীর জন্য যেন নিজের সুখ দুঃখ এমন কি যেন নিজের কোনরূপ সত্বাই নাই। পতির জন্য কিম্বা পতির কলঙ্ক অপনোদনের জন্য আর্য্যসতীর সুখ দুঃখের কথা দূরে থাকুক নিজ প্রাণের যেন কোন মূল্য নাই। সেই জন্যই বলিতেছিলাম ভারতের সতীত্বের সহিত অন্য কোন দেশের সতীত্বের তুলনা হয় না। সেই সীতা বনবাস রূপ ঘটনা যদি এক আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ ভিন্ন অন্যত্র সংঘটিত হইত তাহা হইলে আমরা হয়ত অন্য প্রকার বীভৎস চিত্র দেখিতে পাইতাম।

আর্য্যসতীর সতীধর্ম্মের উপর কি অস্বাভাবিক বিশ্বাস! কি অসামান্য তেজ! সতী জানে সতীত্বের ধ্বংস নাই। সতীর অপকার করিবার কাহারও শক্তি নাই। সতীকে ভগবান রক্ষা করেন কাজেই সতীকে অগ্নি দগ্ধ করিতে পারে না। সতীর বিজয় সর্ব্বত্র তাই লঙ্কা সমরের অবসানে সেই জগতের শ্রেষ্ঠা সতী অশঙ্ক চিত্তে কি বলিয়া অগ্নি প্রবেশ করিতেছেন শুনিলে মানবহৃদয় বিস্ময় রসে আপ্লুত হয়, হৃদয়ে যেন কি এক অপার্থিব ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইতে থাকে।

"যথা মে হৃদয়ং নিত্যং নাপসর্পতি রাঘবাৎ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥
যথা মাং শুদ্ধ চারিত্রাং দুষ্টাং জানাতি রাঘবঃ।
তথা লোকস্য সাক্ষী মাং সর্ব্বতঃ পাতু পাবকঃ॥

আবার অযোধ্যায় রাজসিংহাসন সমীপে তাপস পৌরবর্গ ও জানপদবর্গের সম্মুখে সেই জগৎপাবনকারিনী বৈদেহী কি বলিতেছেন :—

যথাহং রাঘবাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথামে মাধবী দেবী বিবরং দাতু মর্হতি॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা যথা রামং সমর্চ্চয়ে।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতু মর্হতি॥
যথৈতৎ সত্যমুক্তং মে বেদ্মি রামাৎ পরং নচ।
তথা মে মাধবী দেবী বিবরং দাতু মর্হতি॥

এরূপ সতী চিত্র, এরূপ সতী তেজ, এরূপ স্বামীভক্তি, এরূপ স্বামী গর্ব্ব

বা স্বামীপরায়ণতা এক ভারত ভিন্ন আর কোথায়ও সম্ভবে না। এরূপ পবিত্র ফুল ভারত উদ্যান ভিন্ন জন্মে নাই, এরূপ পবিত্র সুবাস ভারত গন্ধবহ ভিন্ন আর কেহ বহন করিতে সক্ষম হয় নাই। এরূপ সতীচিত্র ভারত কবি ভিন্ন অন্য কোন কবির তুলিকায় পরিস্ফুট হয় নাই। সীতার চরিত্রের অনুকরণে প্রতীচ্য কাব্যে হেলিনা চিত্র অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে পঙ্কিলময়ী চিত্র কি এই চিত্রের পদপ্রান্তে স্থান পাইতে পারে? সেই কলঙ্কময়ী চিত্রে কি এরূপ স্বর্গীয় ভাব প্রকাশ পাইতে পারে? সীতা পরগৃহে তপস্বিনী ভোগবাসনা বর্জ্জিতা আর হেলিনা পরগৃহে পরপ্রেমে আসক্তা ও বিলাস সাগরে নিমগ্না। বৃদ্ধ কবি হোমার অন্যান্য চিত্র অঙ্কিত করিতে বাল্মীকির সমকক্ষতা লাভ করিয়াছেন কিন্তু বাল্মীকির সতীচিত্রের নিকট তাঁহার চিত্র কালিমাময়ী। এ দোষ হোমারের নহে কারণ যে দেশে যে ফুল ফুটে না, সে দেশে সেই ফুলের আতর উৎপন্ন করা অসম্ভব।

আর্য্যসতী অন্য পুরুষের প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ করিতে পারেন। অতুলনীয় মাতৃস্নেহরূপ সুধা বর্ষণে জগতকে চমকিত করিতে পারেন কিন্তু আর্য্যনারী কখন পতি ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করেন না। পতি মুখচন্দ্র ভিন্ন অন্য পুরুষের মুখ আর্য্যসতীর দর্শনীয় নহে। পরপুরুষের মুখদর্শন তাঁহারা অত্যন্ত পাপ কার্য্য বিবেচনা করেন। এ সম্বন্ধে সুন্দর একটী গল্প প্রচলিত আছে:—জনকনন্দিনী বৈদেহী লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন অযোধ্যার মহারাজ্ঞী পদে অধিষ্ঠিতা সেই সময় কতকগুলি পুরমহিলা তাঁহার নিকট রাবণের প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, পৌর মহিলাদের প্রার্থনা শুনিয়া তিনি স্বহস্তে লঙ্কাপতি রাবণের মূর্ত্তি অঙ্কিত করিতে প্রবৃত্ত হন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি লঙ্কেশ্বরের মূর্ত্তি পদ হইতে অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন এবং কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত অঙ্কিত করার পর তাঁহার তুলিকা আর অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইল না। পৌরমহিলাগণ লঙ্কেশ্বরের মুখমণ্ডল অঙ্কিত করিতে অনুরোধ করিলে সতীশ্রেষ্ঠা বৈদেহী বলিলেন "আমি রাবণের মুখমণ্ডল কখন দর্শন করি নাই কাজেই তাঁহার মুখমণ্ডল অঙ্কিত করা আমার অসাধ্য।" সেইজন্যই বলিতেছিলাম আর্য্যসতীর পক্ষে পরপুরুষের মুখদর্শন নিষিদ্ধ। সেইজন্যই সেই সুরসিক হিন্দুকবি হৃদয় খুলিয়া গাহিয়াছেন:—

"নয়ন অমৃতনদী সর্ব্বদা চঞ্চল যদি,
নিজপতি বিনা কভু অন্যদিকে চায় না।"

তোমরা বলিতে পার এ সকল পৌরাণিক কালের ঘটনা এ সকল কবির কল্পনার তুলিতে তুলিত। কিন্তু কবি যাহা দেখেন নাই এমন চিত্র তিনি কখন কল্পনা করিতে পারেন না। উহা কবির সাধ্যের আয়ত্ত নহে। যাহা বাস্তবিক সমাজে ঘটে কবির কাব্যেও সেইরূপ চিত্রই প্রতিফলিত হয়। প্রকৃত ঘটনা যে কবি যথাযথ চিত্রিত করিতে পারেন তিনই কৃতিকবি। যাহা হউক আমরা পৌরাণিক কাল পরিত্যাগ করিয়া ঐতিহাসিক কালের কতকগুলি অতি পবিত্র ও সুগন্ধি পুষ্প পাঠকদের উপহার দিব। প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র রাজপুতনায় কর্ম্মদেবীর জন্ম হয়, তিনি এক ক্ষুদ্র রাজপুতরাজার কন্যা হুগল দেশের ভট্টরাজকুমার সাধুর বীরত্ব কাহিনী শুনিয়া তিনি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু রাজপুতনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা অরণ্যকমল তাঁহার প্রেমভিখারী হন। অরণ্যকমল সাধু অপেক্ষা কুলে, শীলে, ঐশ্বর্য্যে রূপে ও গুণে প্রায় সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কর্ম্মদেবী ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে তিনি অরণ্যকমলকে পতিত্বে বরণ না করিয়া সাধুকে পতিত্বে বরণ করিলে তাহার মঙ্গল হইবে না। কিন্তু আর্য্যনারী তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি মনে মনে যাহাকে বরণ করিয়াছেন তাহাকে ত্যাগ করিয়া আর কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিতে পারেন না। কাজেই তাঁহার পিতা সাধুহস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। কিন্তু সাধু প্রাণ দিয়াও এ অনিন্দনীয়া বিমল কুসুমমালা অধিক দিন গলে ধারণ করিতে পারেন নাই। বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ হওয়ার পর যখন নবদম্পতী পরম আনন্দে স্বভবনে গমন করিতেছিলেন পথিমধ্যে অরণ্যকমল সাধুকে আক্রমণ করিলেন। দ্বৈরথযুদ্ধে অরণ্যকমলের হস্তে সাধু জীবন হারাইলেন। কর্ম্মদেবীর ইহকালিক ভোগবাসনা ও সুখআশা কোথায় চলিয়া গেল। অরণ্যকমলের সহস্র প্রলোভন তিনি গ্রাহ্য করেন নাই। তিনি উপেক্ষার হাসি হাসিয়া, যেখানে কুসুমে কীট নাই, পাপের দংশন নাই, রিপুর প্রভাব নাই, সতীত্বের প্রতিবন্ধকতা নাই, সেই অমৃতময়ধামে যাত্রা করিলেন। তখন অরণ্যকমল বুঝিতে পারিলেন; সতীর কি অসীম প্রভাব। উহা

তাঁহার ন্যায় দাম্ভিক, সতীত্বের অবমানকারী দানবশক্তিকে গ্রাহ্য করে না। সতী ইহকালের ক্ষণিক সামান্য সুখদুঃখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না। তিনি যেন কি এক অভাবনীয় পতিপ্রেম আশায় সেই সর্ব্বময় বিরাট পুরুষের বিচার আসনের দিকে আনন্দে গমন করিয়া থাকেন।

ভারতীয় সতীর প্রেম অতুলনীয়, সেই সতীত্বের নিকট পিতার বাৎসল্য, মাতার স্নেহ ভাই ভগিনীর অমিয়ময় প্রেমবন্ধন সকলই যেন অতি অকিঞ্চিৎকর পতিপ্রেমের নিকট ইহার সমস্তই পরাভূত ও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। পুরাকালে ভীষ্মকদুহিতা রুক্মিণীকে দেখিয়াছি, স্বামীপ্রেমের নিকট তাঁহার সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছে। তাঁহার সেই সতীত্বের জোয়ারে পাপাত্মক রুক্মের সমস্ত পাশব চেষ্টা ছিন্নভিন্ন। তিনি সুদূর দাক্ষিণাত্য হইতে সতীত্ববলে দ্বারকায় উপনীত। আবার আধুনিকযুগে জয়চন্দ্রসুতা সংযুক্তা তাহার বিমল উদাহরণ। তিনি পিতৃ-শত্রু পৃথ্বীরাজকে হৃদয় দান করিয়াছেন। ভারতের সমস্ত রাজা তাঁহার পাণিগ্রহণে সমুৎসুক। তিনি পিতার মুখের দিকে চাহেন নাই। মাতার নিষেধ মান্য করিতে পারেন নাই। জন্মভূমির প্রতি লক্ষ্য করিবার অবকাশ পান নাই তাঁহার পিতা যাঁহাকে পরমশত্রু জ্ঞান করিয়াছেন, অতি ঘৃণায় ও হিংসার চক্ষে দেখিয়াছেন, তিনি তাঁহারই গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়াছেন। আর্য্য-রমণী যদি মানসেও যাঁহাকে একবার পতিত্বে বরণ করেন তবে আর তিনি নিজেও স্বাধীনা থাকেন না। তখন তিনি পিতামাতা ভ্রাতা কিংবা দেশের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করিবার অবকাশ পান না। সতীর হৃদয় একবার একজনকে পতিত্বে গ্রহণ করিলে আর সে পবিত্র হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও স্থান থাকেনা। সে স্থানে আর কাহাকে গ্রহণ করিবেন কি, সতীহৃদয়ে এক পতিমূর্ত্তি ভিন্ন আর কোন মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হইতে পারে না। তাই সংযুক্তা পিতার অবমাননা, পিতার অনিচ্ছা, পিতার অভিমান ও পিতার জিঘাংসা কিছুর প্রতি লক্ষ্য করিবার অবকাশটুকুও পান নাই। তিনি অবিচলিত চিত্তে পিতৃশত্রুকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন এবং জগৎকে দেখাইয়াছেন যে আর্য্য-রমণীর পতি অপেক্ষা বরণীয় ও গরীষ্ঠ আর কেহই নাই।

ভারতীয় রমণীর নিকট স্বামী দেবতা ও প্রভু আর তিনি স্বামীর দাসী বা সেবিকা অথবা সহধর্ম্মিণী ও অর্দ্ধাঙ্গিনী আর অন্য জাতীয়া রমণীর নিকট স্বামী সহচর আর তিনি তাহার সহচরি বা উত্তমার্দ্ধ। উভয়েই তুল্যপদ বাচ্য। আর্য্যরমণী স্বামীর নিকট লিপি দ্বারা কিছু জানাইতে হইলে উহা তাঁহার চরণে অর্পিত হয় আর অন্য জাতীয়া রমণী স্বামীকে লিপিদ্বারা কিছু জ্ঞাত করিতে হইলে উহা তাহার প্রিয় সম্বোধন সহ তাহার হস্তে অর্পিত হয়।

আর্য্যসতী স্বামীর জন্য যাহা করিতে পারেন অন্য জাতীয়া রমণীর নিকট তাহা স্বপ্নবৎ অলীক। স্বামীর জন্য ইহকালিক সুখ, বিলাস, বাসনা ত্যাগ ত দূরের কথা, আর্য্যরমণী স্বামীর জন্য অনায়াসে অম্লান বদনে ও অশঙ্কচিত্তে নিজ দেহ ত্যাগ করিতে পারেন। সতীর পতির চিতায় আত্মদেহ বিসর্জ্জন এক অতি অদ্ভুত কীর্ত্তি। ভারত ভিন্ন এমন আত্মত্যাগ, এমন পবিত্র ও অভাবনীয় চিত্র জগতে আর কোথাও দর্শনীয় নহে। এ চিত্র অদ্ভুত, এ চিত্র অচিন্তনীয় এবং এ চিত্র অন্য জাতির পক্ষে অভাবনীয়। সেইজন্য এমন পবিত্র চিত্র কোন দেশের কোন কবির কল্পনায় উদিত হয় নাই। ইহা আর্য্যসতীর নিজস্ব, ইহা ভারত-রমণীর বিশেষত্ব, ইহা ভারত সতীত্বের এক বিমল যশঃকৌমুদী। এই কৌমুদী শোভায় ধরাতলের আর কোন অংশ উদ্ভাসিত হয় নাই। এই অচিন্তনীয় কৌমুদী-রাশি কেবল ভারতবক্ষ উদ্ভাসিত করিয়াছে; নাচাইয়াছে, হাসাইয়াছে ও কাঁদাইয়াছে এবং জগতের প্রতি মৃদুহাসি হানিয়া পৃথ্বীতলে অতুল স্বর্গীয় কেতন উড়াইয়াছে।

পতিপ্রেমে উদ্ভাসিতা, সতীত্বভূষণে ভূষিতা ভারতরমণী পতিকে সেই বিরাট জগদ্ব্যাপী ভগবানের অংশ ভিন্ন অন্য কিছু মনে করেন নাই। সেইজন্যই ব্রজবালাগণ ভগবানের জগদ্ব্যাপী মূর্ত্তি ধ্যান না করিয়া শ্রীকৃষ্ণের শান্তমূর্ত্তি পতিভাবে আরাধনা করিয়াছেন। নিজ পতি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষায় আরও শান্ত সেইজন্য ভারতরমণী পতিহৃদয়েই ভগবানের সত্তা অনুভব করিয়াছেন। সেইজন্যই হিন্দু-শাস্ত্রকারগণ আর্য্যরমণীর পতিসেবায় ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করিয়াছেন।

অনেক দেশ বিজিত হইবার ইতিহাস পড়িয়াছি। দেশ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে

বিজিতদের দেশ ও অন্যান্য রত্নাদির সহ স্ত্রীরত্নগুলিও বিজয়ীর অঙ্গ শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে কিন্তু ভারতের চিত্র অন্যপ্রকার। ভারত বহুবার বিজিত হইয়াছে কিন্তু ভারতলক্ষ্মীরা বিজয়ীর অঙ্ক শোভা বর্দ্ধন করেন নাই। সেই মুসলমান বিজয়কালের অদ্ভুত চিত্রের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর, কি দেখিবে; দেখিবে এক অদ্ভুত অভাবনীয় চিত্র; উহা জগতের অন্য কোন দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করে নাই। ঐ দেখ, রাজপুত রাজ্যে বিজয়ী মসলেম কেতন সগর্ব্বে উচ্চ বায়ুভরে পত পত শব্দে উ'ড়তেছে। বিজয়ীর বিজয়বাদ্যে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত হইতেছে আর ঐ স্বামীহারা রাজপুতবাসিগণ কি এক মনোহর স্বর্গীয় গীতি গাইতে গাইতে সেই সর্ব্বজ্বালা বিনাশক পতিরাজ্যের একমাত্র স্মরণী স্বরূপ সেই পবিত্র শিখাধারী অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিতেছে।

জ্বল চিতা জ্বল দ্বিগুণ দ্বিগুণ,
পরাণ স'পিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুণ
এখনি জুড়াবে প্রাণের জ্বালা।
দেখরে জগৎ মেলিয়া নয়ন,
দেখরে চন্দ্রিমা দেখরে জগৎ
স্বর্গ হ'তে সব দেখ দেবগণ,
সতিত্ব রতন করিতে রক্ষণ,
রাজপুত সতী আজকে কেমন,
স'পিছে পরাণ অনল শিখায়।

শ্রীরতিনাথ মজুমদার
শৈলকুপা (যশোহর)

কাক-সংবাদ।

সম্পাদক মহাশয়, নমস্কার। এবৎসর আপনার সঙ্গে একটী বারও সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। আপনার ব্যাধি আক্রমিত শীর্ণদেহ দেখিবার জন্য মন বড়ই আকুল হইয়া থাকিলেও শারীরিক দৌর্ব্বল্যের দৌরাত্ম্যে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আপনার শারীরিক কৃশতা পীড়াজনিত আমার শরীরের অবনত অবস্থা খাদ্যাভাবজাত। আপনারা মনে করিতে পারেন,—পক্ষীজাতির আবার খাদ্যাভাব কি? বনে যথেষ্ট ফল আছে, প্রান্তরে শস্য আছে; লোকালয়ে মানবীয়-নানাবিধ আহার্য্য আছে; এ সত্বেও খাদ্যাভাব হয় কিরূপে? বিশেষ তোমাদের বায়সগোষ্ঠীর ত কথাই নাই—দস্যুবৃত্তিই তোমার জাতির প্রধান অবলম্বন। যে যাহাই অসাবধানে রাখুক বা স্থানান্তরে অসতর্ক অবস্থায় যে কোন দ্রব্য লইয়া যাউক, তোমরা তাহাতে ঠোকর না মারিয়া ছাড় না; তোমাদের অভাব কৃত্রিম কথা।" বাস্তব পক্ষে ঐরূপ মনে করিলে চিন্তাহীনতাই প্রকাশ করিবে। আপনারা চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন, কাককুলের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রধান আশ্রয় মানবজাতি। মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিঘ্ন ঘটিলে আমাদেরও হৃষ্টপুষ্টির বাধা জন্মে। আমরা দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করি, সত্য পরন্তু অভাবের তাড়নায় মানব নিচয় যখন নিপীড়িত হয়, তখন তাহারা অতি সতর্কতায় আমাদের আহার্য্যসংগ্রহের সুবিধা নষ্ট করে। বনে বা প্রান্তরে আহার সংগ্রহে আমাদের প্রবৃত্তি নাই—অন্যান্য পাখীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবৈধ মনে করি। তাহারা লোকালয়ে বড় আসে না—লোকালয়ে একমাত্র আমাদেরই অপ্রতিহত অধিকার। কাজেই আপনাদের ভাগ্যের সহিত আমাদের ভাগ্য এক সূত্রে গাঁথা। ইউরোপের সমর নানাবিষয়ে পৃথিবীকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিলেও বর্ত্তমান বর্ষের ন্যায় গত কয়েক বর্ষ আমাদের এ দেশ (আমাদের দেশ বলায় আশা করি, আপনার মানব-ভ্রাতারা যেন অসন্তুষ্ট না হন। এ দেশ তাহাদেরও যেমন, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদিরও তেমনই প্রিয়তম জন্মভূমি। দেশাত্ম বোধ আমাদেরও আছে—শ্বেতকাক দেখিলে আমাদেরও ক্রোধোদ্রেক হয়—ঠোকর মারিতে

ইচ্ছা করে। দেশী কাকের প্রতিই আমাদের প্রীতি অধিক। এতটা অভাবগ্রস্ত হয় নাই। আহারের প্রধান বস্তু তণ্ডুলের মূল্য এবার অসম্ভব চড়িয়া গিয়াছে—ডাইলের মূল্যও তদ্রূপ। তৈল, লঙ্কামরিচও স্পর্শ করা যায় না। বস্ত্রাভাবে প্রায় গৃহস্থ দিগম্বর। ঘরে ঘরে হাহাকার!! দুবেলা অনেক মানুষেরই জঠর-জ্বালা নিবারিত হয় না। এরূপ শোচনীয় অবস্থায় অতি কষ্টে সংগৃহীত আহার্য্য বস্তু, কত সতর্ক হইয়া লোকে রক্ষা করে; তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং আমাদের কাকগোষ্ঠী যে অনাহারে মরিতে বসিয়াছে; ইহা সহজ বোধ্য। মানুষের স্বভাব অতি বিচিত্র! আপনাদের সামান্য অভাবে তাহারা ধৈর্য্যহারা হয়; পরের দুঃখে তাহারা সামান্য সহানুভূতি দেখাইতেও কুণ্ঠিত। তাহার প্রমাণ আপনি একজন। (ক) আমি আমাদের দুঃখের কাহিনী বলিতেছি, কই, আপনিত এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিলেন না—দুটা মধুর বাণী শুনাইলেন না? এইরূপই ত আপনাদের শিষ্টাচার। আপনি মনে রাখিবেন, কাকগোষ্ঠী কাহারও সহানুভূতির ভিখারী নহে। আপনার নিকট কখনও কোন প্রত্যাশা লইয়াও উপনীত হই নাই। শুধু প্রেমের টানে কর্ত্তব্যের আহ্বানেই সময় সময় আসিয়া থাকি। আজও এ দৌর্ব্বল্য-জড়িত দেহ লইয়া প্রেম ও কর্ত্তব্যানুরোধেই আসিয়াছি। কায়স্থ জাতির প্রতি আমার বড়ই অনুরাগ। তাহাদের কল্যাণ সর্ব্বদাই আমার আকাঙ্ক্ষিত। এ অনুরাগের হেতু বোধ হয় প্রকৃতির সমতা "কাক-কায়েত-খরগোস, এ তিন না মানে পোষ" এ প্রবাদ অনুযায়ী কায়স্থের স্বাতন্ত্র্য-প্রিয়তার সহিত কাকের প্রকৃতির ঐক্য আছে বলিয়াই স্বজাতিত্বের দাবী করিতে পারি। তাই পাখী হইয়াও মানবজাতীয় কায়স্থ-সম্প্রদায়ের উন্নতি অবনতির চিন্তায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছি। আপনি কায়স্থ-জাতির সংস্কারের অন্যতম নেতা বলিয়াই সংস্কার সংশোধিত উপায়াবলী। আপনাকে জ্ঞাপন করি। বাঙ্গালী কায়স্থেরা সিংহের শাবক হইয়া মেষবৎ হীনতা ও ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিতেছিল; আপনার ন্যায় কতিপয় আত্ম-সম্মান বোধ-সম্পন্ন ব্যক্তির যত্নে আত্মোচিত সংস্কার কায়স্থজাতিতে উত্তরোত্তর প্রসারিত হইতেছে। ইহা আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। বহুকাল যাবৎ শূদ্রত্বের গভীর

(ক) আমি স্বজাতির জন্য কি করিতেছি, কত চোখের জল ফেলিতেছি তুমি কাক কি বুঝিবে? সম্পাদক

নূতন যুগে নির্জ্জিত কায়স্থজাতির সংস্কার অত্যল্পকাল মধ্যে যেরূপ প্রসারিত হইয়াছে; ইহা নিতান্ত নিরাশা দ্যোতক নহে। আরো বিস্তারিত হইতে পারিত, যদি আন্দোলনের প্রবল ঝড় সৃষ্টি করিতে পারা যাইত। আন্দোলনের অভাবে জাতীয় অভাব দুর্গতি বহু কায়স্থ এখনও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই হীনতা সামাজিক ঘৃণ্য অবস্থা, তাহাদিগকে বেদনা প্রদান করিতে পারে, এমন অনুভূতি তাহাদের জাগে নাই। আপনারা বর্ত্তমানে কর্মশ্রান্ত কর্ম্মীর ন্যায় বিরামের সুখশয্যায় সুষুপ্তি সুখভোগ করিতেছেন। এখন যাহা সামান্য কাজ হইতেছে, তাহা যেন পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুণে হওয়ারই পরিচয় দিতেছে। আপনাদের কর্ত্তব্য কি শেষ হইয়াছে? (ধ) সমস্ত কায়স্থ যতদিন জাত্যুচিত ক্ষত্রিয় সংস্কারে সুশোভিত না হইবে; ততদিন আপনাদের কর্ত্তব্যের শেষ হইবে না। আপনারা তদ্রূপ ব্যবস্থা করুন যাহাতে আন্দোলনের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া শূদ্রত্বের কুটীরগুলি আর মস্তকোত্তলন করিতে পারিবে না—তৎস্থলে ক্ষত্রিয়ত্বের অট্টালিকা গঠিত হইয়া নয়ন মনের তৃপ্তিসাধন করিবে। এরূপ করিতে হইলে, অর্থ চাই লোক চাই—সর্ব্বোপরি চাই আন্তরিকতা। কায়স্থজাতির আন্তরিকতা কোথায়? যাঁহারা নেতৃত্বের পতাকা হস্তে ধরিয়াছেন; তাঁহাদের অধিকাংশই যেন আলস্য-মদিরা পানে বিহ্বল—কর্ম্মবিমুখ। অথচ নেতৃত্বের মোহমুগ্ধ—নেতৃত্ব পরিহারে সর্ব্বদাই অনিচ্ছুক। জাতির এমন অবস্থা হয় নাই—এমন ভাব-তরঙ্গ জাতির হৃদয় প্লাবিত করে নাই; যাহার প্রভাবে জোর করিয়া অকর্ম্মণ্য নেতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া প্রকৃতকর্ম্মীকে নেতার পদ প্রদান করে। বিষম সমস্যা এ জাতির মুক্তি যে কতদিনে হইবে কে জানে? একদিকে কুসংস্কার ও শূদ্রত্ব নীচের দিকে টানিতেছে; অন্যদিকে নেতৃনামধারী অকর্ম্মণ্যেরা কর্ম্ম বিমুখতায়

(ধ) আমরা কায়স্থ জাতি আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র অতি বিস্তীর্ণ আমাদের কর্ত্তব্যের অনেক বাকী এখনও আছে। যে পর্য্যন্ত দেবস্পর্শে ও খাদ্যস্পর্শে আমরা ব্রাহ্মণের ন্যায় সম অধিকার সম্পন্ন না হইব ততদিন আমরা প্রকৃত ক্ষত্রিয় হইতে পারিব না। সম্পাদক,

উর্দ্ধে উঁহাদের সহায়তা করিতে পারিতেছেন না। এ অবস্থার পরিবর্ত্তন না করিতে পারিলে কায়স্থজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। অর্থ বিদ্যা বুদ্ধি নেতৃত্বের জন্য উহা আবশ্যক নহে এমন কেহ বলিবে না। পরন্তু জাতির দুর্গতির অনুভূতি না থাকিলে জাতির জন্য ত্যাগস্বীকার করিতে না চাহিলে আপনি করিয়া কর্ম্ম অপরের আদর্শ হইতে না পারিলে, প্রকৃত নেতা হওয়া যায় না। আপনাদের জাতীয় কর্ম্মকর্ত্তাদের অধিকাংশই ঘটী চোর; কেহবা বাটী কেহবা গ্রাম চোর।(গ) খাটী কর্ম্মী অত্যল্প। ভাবের ঘরে চুরি করিয়া আত্মগোপন করিয়া সাধু সাজিলে কখনও কেহ শ্রদ্ধাও পায় না—ধরা পড়িয়া লাঞ্ছনা গঞ্জনাই ভোগ করে; প্রকৃত কর্ম্মত হয়ই না। ঐ দোষের প্রতিকার যতদিন না হইবে; কর্ম্মও ততদিন আশানুরূপ হইবে না। আপনাদের মধ্যে সংস্কার যাহা দেখিতেছি, তাহা সেই অত্যল্প অকৃত্রিম কর্ম্মীদের কর্ম্মগুণে। তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। তাহাদের সকলের বিদ্যাবুদ্ধি বা অর্থবল না থাকিতে পারে; কিন্তু সাধারণের যে আন্তরিকতা, তেজস্বিতা ও কর্ত্তব্য বোধ আছে—ত্যাগধর্ম্মে আস্থা আছে; বস্তুতঃই তাহা অতীব প্রশংসাজনক—মনুষ্যত্ব বিজ্ঞাপক। আমরা আশাকরি সুদূর ভবিষ্যতে তাহাদের কার্য্যই জয়যুক্ত হইবে। মদগর্ব্বিত ধনী, বিদ্বান ও জ্ঞানী মাত্রকেই তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া ধন্য হইতে হইবে। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে আজকাল ঐ অত্যল্প কর্ম্মী ও তাঁহাদের অনুসরণকারী কায়স্থগণ জীবন যুদ্ধে ব্যাপৃত। হিন্দুসমাজের সম্রাট ব্রাহ্মণ, অধিকার লাভেচ্ছু কায়স্থসকলকে চাপিয়া মারিতে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। [illegible]দের সৈন্যসংখ্যা অগণিত। কায়স্থজাতির কিয়দংশও তাঁহাদের সৈন্যদল [illegible] কায়স্থেতর ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহাদের সৈনিক। এইরূপ অসীম বল [illegible] অধিকার লাভের নিমিত্ত সমর ঘোষণা করা যে কতদূর সাহসিকতার [illegible] পর্য্যন্ত জয়লাভ করিয়া অভিলষিত অধিকার লাভ করা যে কতটা [illegible] ও তেজবীর্য্যের পরিচায়ক তাহা ভাষা প্রকাশ করিতে সক্ষম নহে [illegible] জয়লাভ করিলেও শীঘ্র তাহাদের শান্তিলাভ করিবার

[illegible] মহাশয় কাহার প্রতি এই চৌর্য্যাপরাধ নির্দ্দেশ করিতেছেন [illegible] দেওয়া উচিত ছিল।

সম্পাদক

আশা নাই। সংখ্যাতীত অপরিমিত সৈন্য অবিরাম তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে—আয়ত্ত করিতে পূর্ব্ববৎ ব্রাহ্মণ সম্রাটের পদানত করিতে উভয় সঙ্কটে বিরত হইবে না। সম্প্রতি সংস্কার প্রার্থীদল অসমানে পুষ্পিত হইলেও প্রতিকূল পক্ষ সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না। সুতরাং সন্ধি স্থাপিত হইয়া যে অচিরে সমাজ শান্তিলাভ করিতে পারিবে না, ইহা নিশ্চয়। আপনাদের সংস্কার প্রার্থীদলের কর্ত্তব্য যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র যুদ্ধ শেষ হইয়া সমাজ বিপ্লব নষ্ট হইয়া যায়। কি উপায় অবলম্বন করিলে প্রবল বিরুদ্ধপক্ষ যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইবে; তাহা বলিতেছি। (১) স্বজাতির যাহারা অজ্ঞানতা বা আহম্মুখতা হেতু ব্রাহ্মণ প্রভুর পদতল হইতে মস্তক টানিয়া মানুষের মত দাঁড়াইতে অনিচ্ছুক; তাহাদিগকে যে উপায়েই হউক সংস্কারের উপকারিতা ও বর্ত্তমান ঘৃণ্য অবস্থা বুঝাইয়া দলভুক্ত করা। ইহারা উপনয়ন গ্রহণ করিয়াও প্রকৃত ব্রহ্মচার পালন করিতে সমর্থ বা সাহসী আজকাল না হইলেও উহাদিগকে ছাটিয়া ফেলা আপনাদের বৈধ নহে। আপনাদের ইহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকাই প্রয়োজন। তাহাদেরই স্বজাতিদ্রোহী না হইয়া স্বজাতীয় বীরবৃন্দের পৃষ্ঠপোষক হওয়া বিধেয়। (২) ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিকে তাহাদের অবনতির কথা ও ব্রাহ্মণ শাসনের অপকারিতার বিষয় স্পষ্ট ভাষায় হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়া। এইরূপ ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা স্ব স্ব জাতির পরাধীনতা বুঝিয়া সামাজিক স্বায়ত্ত শাসন বা আত্ম নিয়ন্ত্রের নিমিত্ত ব্যাকুল হয়। দেখিবেন ব্রাহ্মণেতর সকল জাতি স্ব সমাজ নিয়ন্ত্রণের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলে আত্ম-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলে হিন্দু সমাজের একচ্ছত্রী সম্রাট ব্রাহ্মণের সিংহাসন টলটলায়মান হইবে। তখনই গণতন্ত্রের বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির আত্মশক্তির উদ্বোধন দর্শনে ব্রাহ্মণ পক্ষ সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইবে। সকলেরই ঈপ্সিত অধিকার লাভ হইবে—সমাজে শান্তি আসিবে। ইহাও ভুলিবেন না শুধু কায়স্থের উত্থানের জন্য হিন্দু সমাজের সংস্কার আন্দোলনের উদ্ভব হয় নাই। ভগবানের ইচ্ছা অন্যরূপ। কায়স্থ ব্রাহ্মণের এই সামাজিক সংগ্রামের ফলে হিন্দু সমাজের নির্য্যাতিত সকল জাতিই আত্ম-নিয়ন্ত্রণের বা স্বায়ত্ত শাসনের সামাজিক অধিকার লাভ করিবে। ব্রাহ্মণ সম্রাটের বিবর্ত্তিত ভাবিয়া

ফেলিবে—গর্ব্ব খর্ব্ব করিবে। যদি চক্ষু থাকে চাহিয়া দেখুন,—ইউরোপের যুদ্ধের ফলে যুদ্ধলিপ্ত শক্তিমান জাতিরা কেহই বড় লাভবান হইতেছে না। কিন্তু যাহারা নিষ্পেষিত হইতেছিল পদানত অবস্থায় কখনও তিরোধানের কল্পনাও করিতে পারে নাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য শক্তিও সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয় নাই; ভগবদিচ্ছায় ঘটনা পরম্পরার গুণে তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়া ধন্য হইতেছে প্রকৃতির প্রতিশোধ ইহাকেই বলে। প্রবল পরাক্রান্ত যাঁহারা তাহারা প্রত্যেকেই অল্পাধিক পরিমাণে শক্তি সঙ্কুচিত করিতে বাধ্য না হইয়া পারিতেছে না হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের জাতি নিচয় উত্তরোত্তর মস্তক উত্তোলন করিতে সক্ষম হইবেই হইবে।

সংস্কারপ্রার্থী কায়স্থবৃন্দ তাহাদিগকে আশার বাণী শুনাইয়া উৎসাহিত করিলে উন্নতির অনুকূল উপায় সমূহের নির্দ্দেশ করিয়া দিলে ভবিষ্যতে অনুন্নত জাতিমাত্রেই কায়স্থ কার্য্য স্মরণ করিবে। কায়স্থজাতির উদারতায় যেন সমস্ত জাতি সমুন্নতি লাভ করিয়া সমাজে গণতন্ত্রের প্রভাব প্রদর্শনে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য সঙ্কুচিত করিয়া প্রকৃত উদার সমাজ গঠনে কৃতকার্য্য হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রত্যেক জাতিরই স্ব স্ব উন্নতি বিধানে স্বাভাবিক অধিকার আছে। ক্রীতদাসবৎ কোন ব্যক্তি বা জাতির আত্মোন্নতি সংসাধনে জাতি বিশেষের বা ব্যক্তি বিশেষের মুখাপেক্ষা করা অপেক্ষা নীচতা আর কিছুই নাই। এ শিক্ষা যতদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক ব্যক্তির না জন্মিবে ততদিন রাষ্ট্রীয় স্বায়ত্ত শাসন লাভের উপযোগিতা স্বীকার করা যায় না। জাতি বা ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে মতের স্বাধীনতা যতদিন সমাজে মাথা তুলিতে না পারিবে; ততদিন স্বায়ত্ত শাসন নামমাত্র পর্য্যবসিত হইবে; লোহার শিকল সোনার হইবে মাত্র। তবেই সমস্ত জাতিকে সামাজিক অধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করিতে না পারিলে দেশের কোন আশা ভরসা নাই। কোন বিশেষ জাতি বা ব্যক্তিদ্বারা সমগ্র দেশবাসী বা ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরিচালিত হইলে স্বাধীনতার যে শোচনীয় মৃত্যু হয় তাহা হিন্দুসমাজ ও রাজতন্ত্রের অধীন রাজ্যসমূহ দর্শন করিলেই সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। সমাজে ও ব্যক্তিতে যাহাতে চৈতন্য সঞ্চার হয়; কায়স্থজাতি সংস্কার ব্যপদেশে তদ্রূপ অধ্যবসায় প্রদর্শন করুন। কায়স্থ কার্য্য সমস্ত জাতিকে উদ্বোধিত করিবে। ইতোমধ্যেই বহু জাতিতেই সাম্যত

রূপ স্পন্দন অনুভূত হইতেছে ; ক্রমে স্পন্দন বিস্তৃতি লাভ করিয়া বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণ সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক ব্যক্তি যখন তাহার মানুষের যোগ্য অধিকার সমাজের নিকট আদায় করিয়া লইতে শক্তিলাভ করিবে, তখনই দেশবাসী আত্মনিয়ন্ত্রণে সক্ষম হইয়াছে প্রতিপন্ন হইবে। একমাত্র ব্রাহ্মণ প্রভাব সমাজে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিলেই সেই সময় প্রত্যাগমন করিবে। সিন্দবাদ নাবিকের স্কন্ধোপরি দৈত্যের ন্যায় ব্রাহ্মণ সমাজ হিন্দু সমাজের স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া আছে; একটু নড়িবার যো নাই। বেদনায় অধীর হইলেও সহ্য করিতে হয়—নীরব থাকিতে হয়। কথা কহিলেই সর্ব্বনাশ! শেষবে প্রাণান্ত ঘটে। সিন্দবাদ পাহাড়ের গায় আছাড় মারিয়া দৈত্যকে নিধন করিয়াছিল—নিরাপদ হইয়াছিল। হিন্দু সমাজের কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতি একমতাবলম্বী হইয়া উপেক্ষার পাহাড়ে ব্রাহ্মণ প্রভুত্ব চূর্ণ বিচূর্ণ করা। তাহা হইলেই হিন্দু সমাজ বিপদ শূন্য হইয়া মানুষের ন্যায় অধিকার লাভ করিয়া জগতে মানুষ নামে অভিহিত হইবে। কাকের হিতোপদেশ কেহ শুনিবে কি? আপনার জাতিকেই এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। মুখে কর্ত্তা হইলে চলিবে না—কাজে কর্ত্তব্য দেখান চাই। আপনি জীবনের শেষ কয়টা দিন স্বজাতিকে কি এই ভাবস্রোতে উন্নত করিয়া তুলিতে যত্ন করিবেন না? এই ভাবের ভাবুক কি কতগুলিকে প্রস্তুত করিয়া যাইবেন না? তাই যদি না করেন তবে আমি বলিব, আপনি কায়স্থ বংশধরগণের কল্যাণ সাধনে শৈথিল্য প্রকাশ করিলেন। এরণ্ডবৃক্ষের খুঁটি দিয়া ঘর উঠাইয়া গেলেন—ঘর সামান্য বাতাসে পড়িয়া গিয়া আপনার পরিশ্রম ব্যর্থ করিবে! আর অধিক বকিয়া লাভ নাই। আমার যাহা বলিবার বলিলাম কার্য্য করা আপনাদের ইচ্ছাধীন। আজ চলিলাম সময়ান্তরে আবার আসিব। ইতি—

বিনীত—

শ্রীশ্রীকাক

রামপাল।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ৭ম প্রবন্ধ)

বর্ত্তমান বাঙ্গলা প্রেসিডেন্সি অতিপূর্ব্বে মোটামুটী তিনভাগে বিভক্ত ছিল। বঙ্গ বলিতে বর্ত্তমান পূর্ব্ব বঙ্গকেই বুঝাইত, বারেন্দ্র ও রাঢ় পূর্ব্বেও যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। কিন্তু হুগলী নদীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী যশোহর নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা প্রাচীন বঙ্গেরই অন্তর্গত, উক্ত নদীর পশ্চিম তীরভাগই প্রাচীন রাঢ়দেশ বলিয়া বুঝা যায় প্রাচীন বঙ্গের অন্যনাম সমতট।

বঙ্গে জন প্রবাদ যে সেই প্রাচীন বঙ্গের 'রামপাল' নামক স্থানেই বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের আভিজাত্য গৌরবস্পর্দ্ধী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের পূর্ব্বপুরুষদিগের একত্রে আগমন হইয়াছিল। কিন্তু কুলশাস্ত্রের হিসাবেই সেই সকল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশধরদিগের পর্য্যায়ে প্রায় দ্বাদশ পুরুষের পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়! এই বিষম সমস্যার সমাধান করিতেহইলে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। যদি আদিশূরই তাঁহাদিগকে (একত্রে) আনাইতেন, তবে পর্য্যায়ে এতদূর পার্থক্য হইতে পারে না। কিন্তু কুলশাস্ত্রে আছে:—

> "বঙ্গেশ্বরো মহারাজো পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ
> তদর্থে প্রেরিতা বঙ্গে উপাধুকাদিকাদশ॥
> গঙ্গাখন্যজান্বেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।
> গোত্রানায়েহিপ্রো বিপ্রাঃ পত্নিবেশসমন্বিতা॥ ধ্রুবানন্দ

অর্থাৎ—বঙ্গেশ্বর আদিশূর পুত্রেষ্টি বঙ্গে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ এই দশজন দ্বিজকেই আনাইয়াছিলেন। আরো বুঝা যায় যে এই দশ জন বঙ্গদেশেই আসিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—নাম স্থান ও সময় সকল বিষয়েই গোলযোগ আছে; কারণ গৌড়বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন নামের ও বিভিন্ন বংশের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থাগমন বহুবার সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু বারেন্দ্র ও রাঢ়দেশে কোনও বৈদিক মত কিংবা

অগু রাজনৈতিক কারণে বহুবার বহু ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ মহাত্মা আগমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে; সুতরাং কুলশাস্ত্রের আদিশূর যে একবার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দশক আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বন করিয়া ত্রিবিধ কুলশাস্ত্রকার বিভিন্ন সময়ের ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন কুলশাস্ত্রের এই সকল গোলযোগের অন্য কোনও কারণ নাই। অনেক স্থলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাইয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজল তদীয় আইন্‌-ই আকবরিতে লিখিয়া গিয়াছেন যে পূর্ব্বে এই গৌড়বঙ্গ উনিশশত বর্ষেরও অধিককাল কায়স্থ রাজন্যবর্গের অধীন ছিল।

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে সম্রাট অশোকের অভ্যুদয়, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালের গৌড়বঙ্গের ইতিহাস নিবিড় তমসাচ্ছন্ন। সম্রাট অশোক রাঢ়, বঙ্গ, ও বরেন্দ্র কতকগুলি ধর্ম্ম রাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন; মুসলমান আমলে সেই সকল ধর্ম্মরাজিকার অধিকাংশ বিলুপ্ত হইলেও ঢাকা জেলার সুপ্রসিদ্ধ ধামরাই গ্রাম অদ্যাপি ধর্ম্মরাজিকার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। তাঁহার রাজত্বকালে সেই সকল ধর্ম্মরাজিকাই ধর্ম্মপ্রচার, বিচার, শাসন ও রাজস্ব বিভাগের কেন্দ্র ছিল। তাঁহার প্রিয় 'রাজুক' বা কায়স্থগণই রাজস্থানীয় ছিলেন, তাঁহারা তদীয় 'ধর্ম্মমহামাত্র' পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া এই সকল কেন্দ্র হইতে জানপদগণের মঙ্গল ও সুখের জন্য সর্ব্ববিষয়ে কর্তৃত্ব করিতেন। এইজন্যই তাঁহার স্তম্ভলিপিতে দেখিতে পাই :—"আমার রাজুকগণ বহুলোকের মধ্যে, শতসহস্র প্রাণীগণের মধ্যে, শাসনকর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে পুরস্কার ও দণ্ডাবধান করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছি। কিসে প্রজাগণ সুখী ও দুঃখী হইবে, তাহা তাঁহারা জানেন। তাঁহারা জন ও জানপদকে ধর্ম্মানুসারে উপদেশ দিতেন। রাজ্য কার্য্যে তাঁহারা সমতা দেখাইবেন। দণ্ডবিধানেও সমতা দেখাইবেন" ইত্যাদি, এক সময়ে রাজপুতনার রাজধানী এবং মহারাষ্ট্রের রাজেগণ (উভয়ই কায়স্থ) সেই সম্রাট অশোকের রাজুকগণেরই ক্ষমতালাভ করিয়াছিলেন। যে দিন হইতে রাজুকগণ সম্রাট কর্তৃক রাজস্ব, শাসন ও বিচার বিভাগের সর্ব্বময় কর্তৃত্বের পরম ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধর্ম্মমহামাত্র পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকারগণের

বিষদৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন। সেই সময়ের 'যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি'র "পীড়্যমানাঃ প্রজারক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ" প্রভৃতি বচনে সেই জাতক্রোধ প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। সৌরপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থও তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু সেই সময়ের সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার বুলার বলিয়াছেন :—Asokas rajukas were better scholars than the karkuns of the British Government" অন্যস্থানে "Great admistrative officials" বলিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন; ব্রহ্মণ শাস্ত্রকার অশোকেরও গ্লানি করিয়াছেন।

যা হউক খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী হইতেই যে এতদ্দেশে কায়স্থাগমন হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বৌদ্ধধর্ম্মই যখন রাজধর্ম্ম, এবং বৌদ্ধ, চীন পরিব্রাজকগণের বর্ণনা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে, উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব্ববঙ্গে ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধসম্রাট অশোক তাঁহার প্রিয় রাজুক কায়স্থগণের দ্বারায় বৌদ্ধধর্ম্ম এরূপভাবে প্রচার করিয়াছিলেন যাহাতে হিন্দুগণ শাক্য বুদ্ধদেবকে তাঁহাদিগের ভগবানের অবতাররূপে গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বৌদ্ধযুগেই হিন্দুর উপনিষৎ (বেদান্ত) ও দর্শন (তত্ত্বজ্ঞান) শাস্ত্রের অভ্যুত্থান হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করেন সেই যুগেই হিন্দুর আধ্যাত্মিক উন্নতির স্বর্ণ যুগ।

জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে অঙ্গ ও বঙ্গে ব্রহ্মদত্ত নামক একজন কায়স্থনৃপতির নাম পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুলফজলও তাঁহাকে অঙ্গ ও বঙ্গের তৎকালীন কায়স্থ নৃপতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

অশোকের বংশে শেষ সম্রাট বৃহদ্রথ। কায়স্থ পুষ্যমিত্র সেই মগধ রাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ব্রাহ্মণগণের প্ররোচনায় মৌর্য্যবংশ ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া অবিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি করিলেন। কৌশলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের ভক্ত বলিয়া সিংহাসন অধিকার করিলেন। রাজধানী পাটলীপুত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, অহিংসা ধর্ম্মের বিরুদ্ধ ঘোষণা ও ব্রাহ্মণগণকে পুনরায় যজ্ঞাহুতিতে চালিত করিতে লাগিলেন। এই মিত্রবংশ খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। কেহ কেহ বলেন

বংশমূলে শাকল ব্রাহ্মণ একমাত্র 'মিত্র' (সূর্য্য) উপাসক বলিয়াই 'মিত্র' মৈত্র' উপাধি বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মিত্রবংশে জন্মিয়াছিলেন। মিত্রবংশের অন্য শাখা কাণ্ব মিত্র বংশও শুঙ্গমিত্র বংশের পরই মগধের হইয়াছিলেন। কবি কালিদাসের মালবিকাগ্নি মিত্র নাটকের যুবরাজ মিত্র প্রবল প্রতাপান্বিত পুষ্য মিত্রেরই পুত্র ছিলেন। পুরাণে আরও পাওয়া যায় যে, এই পুষ্যমিত্রের বংশে ঘোষ-বসু প্রভৃতি রাজন্যবর্গ গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে দ্বিজ বা আর্য্যসমাজের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র, বৈশ্য—ত্রিবর্ণই আর্য্য বা দ্বিজ) বহু বিখ্যাত ব্যক্তির নামে বংশধারা বর্ত্তিত হইয়াছিল এবং মন্ত্র রাজ্য ও শস্য রক্ষা প্রভৃতি কার্য্যভেদে বর্ণান্তর গ্রহ করিতেন, কিন্তু কখনই অনার্য্যজাতির অন্ন, সম্পর্ক, তৎসহ একত্র বেশন, তাহা হইতে জ্ঞানার্জ্জন ও শূদ্রের ন্যায় স্ববৃত্তাবলম্বন ইত্যাদি,—, ধ্যাত্মিক অবনতিকর বোধে ঘৃণা করিতেন। মনু মহারাজ হইতে পরাশর শূদ্র সংস্রব দ্বিজাতি (আর্য্য) বা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে পরম হিতকর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সাগ্নিক কোন দ্বি[illegible] এরূপ সমাজ সংকর পাপে লিপ্ত হইতেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের ধ্য পরস্পর যৌন সম্বন্ধ করিতে কিম্বা আবশ্যক বশতঃ একের বৃত্তি ন্যে গ্রহণ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ইহাই আর্য্য বা জাতির এবং অনার্য্য বা শূদ্রজাতির মধ্যে জাতীয় বিশেষত্ব মূলক মাজগত শাস্ত্রানুশাসন। আর্য্যজাতির সমাজ ভিক্ষুক হইতে কোটীশ্বর র্য্যন্ত সকলেই শাস্ত্রাদেশ শিরোধার্য্য করিতে কখনও বিমুখ হয়েন াই। তবে যখন দুষ্টাস্ত্রীর গর্ভজাত বর্ণসঙ্করগণ আর্য্যজাতিকে কলুষিত রিতে লাগিল সেই সময় হইতে আর্য্যগণ বর্ণভেদের আবশ্যকতা পলব্ধি করিয়া ত্রিবর্ণেরই পার্থক্য ও সমাজবন্ধন দৃঢ় করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধযুগেই বর্ণসমাজের বন্ধন সুদৃঢ় হইয়াছিল এবং পরস্পর যৌন সম্বন্ধ াপিত করিয়া ছিলেন ইহার কারণ—একাকারের আশঙ্কা। পূর্ব্বে র্য্য দ্বিজাতির সহিত অনার্য্য শূদ্রজাতির যে পার্থক্য ছিল, সেই ময়ে অনার্য্য ও শঙ্কর শূদ্রের ত কথাই নাই, অধিকন্তু আর্য্য দ্বিজাতি।

তির বর্ণত্রয়ের মধ্যেও সেইরূপ প্রভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল। যে দিন গেল সে দিন আর ফিরিয়া আসিল না।

যাহা হউক—মূলতঃ ব্রাহ্মণ হইলেও রাজন্য বৃত্তাবলম্বী পুষ্য মিত্র হইতে 'মিত্র' ও ঘোষ বসু নামক রাজন্যবর্গের বংশধরগণ বংশোপাধি 'ঘোষ বসু' নামে কুল পরিচয় দিয়াছেন। আচার্য্য অশ্বঘোষ এবং মহাত্মা যশোমিত্র খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে সেই সকল উচ্চ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াই বৌদ্ধবর্গে শুধু মগধে কেন?—সমগ্র ভারতে, সমগ্র এশিয়া খণ্ডে পূজিত হইয়াছিলেন। আজিও তিব্বতে, চীনে, এমন কি সুদূর জাপানে তাঁহারা পূজা পাইতেছেন! তাঁহাদিগের নামের পূজা হইতেছে। ধন্য সেই সকল পবিত্র কুল। সেই পবিত্রতার সৌরভে, আভিজাত্যের গৌরবে মোহিত হইয়াই মহারাজ বল্লাল সেই সকল পবিত্র কুলের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন। যে কুলে মহাত্মা অশ্বঘোষ ও যশোমিত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কুলেরই সম্মান করিয়াছিলেন মাত্র। ৫৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে একদিন আর্য্যাবর্ত্তের অধিপতি সম্রাট কনিষ্ক যাঁহাদিগকে মগধ হইতে নিজ রাজধানী পুরুষপুরে (পেশোয়ার) লইয়া গিয়া মহাধুম সহে পূজা করিয়াছিলেন এবং যাঁহাদিগের পূজার স্মৃতি চির জাগরূক রাখিবার জন্য সংবৎঅব্দ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, বঙ্গেশ্বর বল্লালও একদিন তাঁহাদিগের বংশধরগণের পূজা করিয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন মাত্র। কোন সময় এই বিপ্র ব্রাহ্মণকুল রাজন্য কায়স্থকুল আশ্রয় করিয়াছিলেন পুরাণেতিহাসে তাহারও আভাস পাওয়া যায়। চিতোরের গোত্রাংশ এই বিপ্রকুলেরই যে অন্যতম শাখা ও বঙ্গীয় কায়স্থ কুলেও যে অদ্যাপি তাঁহারা বর্ত্তমান রহিয়াছেন ইতিহাসেই তাহার আভাষ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ কুলরত্ন পণ্ডিতাগ্রগণ্য ধ্যাতনামা ডাক্তার ভাণ্ডারকরের ন্যায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সেই সকল ঐতিহাসিক তথ্য আলোচনা করিয়াই বলিয়াছেন যে বঙ্গীয় কুলীন কায়স্থগণ এবং মিবারের রাণাগণ মূলতঃ ব্রাহ্মণ, কিন্তু রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ে কেহ ক্ষত্রিয় কেহ ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় কায়স্থকুল আশ্রয় করিয়াছিলেন এবং অদ্যাপি তাঁহাদিগের বংশধরগণ কায়স্থধর্ম্মী। এ সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার আগ্রহ হইলে চিতোর গড়লিপি, অহ্লণ দেবীর ভেরাঘাটলিপি, আবুশৈলের অচলেশ্বর লিপি,

কোডিনারা প্রশস্তি, ঐরংপুর শিলালিপি, চাৎসুলিপি, আর্য্যগোত্র প্রবরাধ্যায় একলিঙ্গ মাহাত্ম্য প্রভৃতি পাঠ করুন। চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করুন। মহামতি ভাণ্ডার কর মহোদয়ের 'ভারতের প্রত্নতত্ত্ব' নামক গভীর গবেষণা সম্ভূত প্রবন্ধ পাঠ করিলে আর অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না, আপনার বংশমর্য্যাদায় আর অবিশ্বাস হইবে না। শূদ্রত্বের জঘণ্য অবস্থায় স্বর্ণ রশ্মিতে সুপ্ত সমাজ জাগরিত হইবে।

এই সকল বংশ বঙ্গদেশে, কি রাঢ়ে, কি বারেন্দ্রে, কোথায় সর্ব্বপ্রথম পদার্পণ করিয়াছিলেন, কোন সময়ে আসিয়াছিলেন, কুলগ্রন্থের পরিচয় তাঁহাদিগের আগমন কালের কিম্বা কৌলিন্য প্রাপ্তির সময়ের, রামপালে আগমনের প্রবাদ সত্য হইলে কোন সময়ে কি জন্ত আসিয়াছিলেন, শূর ও সেনবংশীয় কায়স্থ রাজন্যবর্গ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজ রক্ষার জন্য রামপালে কোনও কার্য্য করিয়াছিলেন কি না, প্রভৃতি বিষয় বারান্তরে আলোচনা করিয়া আমাদিগের 'রামপাল' প্রবন্ধ শেষ করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ঘোষবর্ম্মা।

বর্ষশেষ।

১৩২৫ বাঙ্গালা।

দেখিতে দেখিতে আর একটী বৎসর শেষ হইল। মহাকালের শবমুণ্ড-মালায় ১৩২৫ সালের মুণ্ডটি গাঁথা পড়িয়া গেল। 'হরি হরি' বলিয়া সকলে তেরশত পচিশ সালের অন্তিম সৎকার করিল।

ভাল আর মন্দ, আলো আর অন্ধকারের মত দুইটি পরস্পর অতি নিকট অথচ অতি বিরুদ্ধ বস্তু সংসারীর নিকট ভালো আর মন্দর অস্তিত্ব অতি প্রকট কিন্তু পরমার্থদর্শীর নিকট সকলই ভাল, সমস্তই সত্যং শিবংসুন্দরম্। আবার

পরমাত্মার নিকট ভালমন্দ আর কিছুই ত নাই। তাই বিগত বর্ষের যুদ্ধে :দৈব আপৎপাতে এবং রোগে লক্ষ লক্ষ নরনারীর মৃত্যু হইলেও সচ্চিদানন্দের সংসারে মৃত্যুর জ্বালা নাই। সেখানে সকলেই যে "ইহলোক"—লোকের পক্ষে অন্য লোকে যাইবার যো কি?

ইহ খলু মর্ত্তভূমিতে গত বৎসর মৃত্যুর কি ভয়াবহ লীলাই প্রদর্শিত হইয়াছে জর্ম্মান সম্রাটের সাধের সমরক্ষেত্রে বিশ্বের কত যে বাছা বাছা বীর নিজ নিজ শরীর পাত করিয়াছেন, তাহার তালিকা রাখিতে অতি বৃদ্ধ চিত্রগুপ্তদেবের চক্ষুঃস্থির হইয়াছে! তদুপরি সমরের সঙ্গী অথবা সহজাত ইনফ্লুয়েঞ্জা নামক মহামারীর বিক্রমেও পৃথিবীর সর্ব্বত্র হাহাকার ক্রন্দন দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ মৃত্যুলীলার কথঞ্চিৎ দূরে থাকিয়াও ইনফ্লুয়েঞ্জার মহিমায় মৃত্যুর বিষম দৃশ্য খুব দেখিয়াছি! প্লেগ, কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া,—ইঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া এবার ইনফ্লুয়েঞ্জা ভারতে "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছে। তাহার উপর কোথাও জলপ্লাবন এবং অনাবৃষ্টির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ তাহার নিকট বদন ব্যাদান করিয়া আমাদিগকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে

আজ চারিবৎসর যুদ্ধের দারুণ চাপে চাপা পড়িয়া আমরা মরিতে বসিয়াছি। অন্নবস্ত্রের নিদারুণ অভাবে মানুষ পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছে। সহস্র সহস্র পরিবারে প্রকৃতই বস্ত্রের অভাবে লজ্জা নিবারণ করিতে পারিতেছে না, অন্নের অভাবে শীর্ণ শরীর অতি শীঘ্রই নানারূপ নূতন নূতন ব্যাধির সুন্দর মন্দির রূপে পরিণত হইতেছে। ১৩২৫ সাল ত চলিল,—কিন্তু আমাদের এই সব দুঃখকষ্ট লইয়া যায় না কেন?

১৩২৫ সালের সুনাম এই যে তিনি সমর মত্ত শক্তি সংঘে সন্ধির সংবাদ শুনাইয়াছেন। সন্ধির সলিল সেকে সমরের হুতাশন ত নিবিল, তবু আমাদের যন্ত্রণার দাবানল এখনও দাউ দাউ জ্বলিতেছে কেন? হে ১৩২৫ সাল,—তুমি দয়া করিয়া আমাদের যাবতীয় যাতনা পুঁটলি বাঁধিয়া তোমার সঙ্গে লইয়া যাও আমাদিগকে রক্ষা কর।

হে ১৩২৫ সাল, তুমি দুষ্টের দণ্ডবিধাতা বট। দুর্জ্জয় জার্ম্মান আজ পরাজিত,—তাহার সঙ্গে অষ্ট্রীয়া, তুরস্ক সমুচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত। রুষিয়া-জার্ম্মানি-অষ্ট্রীয়া-

তুরস্ক এই চারি মহারাজ্যের মহারাজগণ আজ তোমার প্রভাবে গত কালের বিষয়ীভূত হইয়াছেন। গত-ঐশ্বর্য্য হৃত রাজ্য ও গত বৈভব হইয়া নিতান্ত মৃতপ্রায় ও দৈন্য দশায় প্রবাসে নিজ দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। ধন্য ১৩২৫ সাল,—ইতিহাসে তোমার নাম হীরকাক্ষরে ঝলমল করিবে।

হে ১৩২৫ সাল শ্রেষ্ঠ,—তুমি শিষ্টপালকও বট। পৃথিবীর সভ্যতা এবং স্বাধীনতার মিত্র মিত্রপক্ষ ইংরেজ ফরাসী আমেরিকা ইতালী আজ তোমার প্রভাবে জয়যুক্ত, গ্রেটবিটনের দীপ্ত বদন আজ প্রদীপ্ত, রাষ্ট্রপতি উইলসন আজ বিশ্বসংসারে প্রশংসাভাজন, ক্ষুদ্র বেলজিয়মের মুখ আজ প্রসন্ন। ধন্য হে সাল ঐতিহাসিকের তুমি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলে।

রাজনীতি এবং প্রজানীতি ক্ষেত্রে তুমি এত পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছ যে তোমর অগ্রবর্ত্তী একশত জন তাহা পারে নাই। ভাগ্যক্রমে আমরা এই রাজনীতি অথবা প্রজানীতি সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে অধিকারী, তাই এ সম্বন্ধে তোমার প্রশংসা শুনাইতে পারিলাম না; অধীনকে নিজগুণে ক্ষমা করিও।

সমাজনীতি অবশ্য লা-ওয়ারীশ জমি,—এই ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার সুতরাং অস্মদাদিরও তাহা স্বীকৃত। পুণ্যশ্লোক পেটেল তাঁহার বৈবাহিক-বিলরূপ ক্ষেপণী আমাদের হিন্দুসমাজরূপ এঁদো পুকুরে ফেলিয়া বেশ একটু কলকল শব্দ তুলিয়াছিলেন; কিন্তু রাজনীতির চাপে উহা এক পাশে কোন ঠাসা হইয়া রহিল, তোমার ভাগ্যে আর উহার ফল দেখা হইল না। না হউক, তোমার পরবর্ত্তী এবং 'স্থলাভিষিক্ত' ১৩২৬ সালের নিকট উহার রিপোর্ট পাইতে পারিবে।

তবে এ সম্বন্ধে কি কিছুই বলিব না? কায়স্থেরা বঙ্গদেশে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পুনরুদ্ধারের জন্ত পৈতা নিতেছেন;—ক্ষত্রিয় বর্ণের পক্ষে এই পেটেল প্রচারিত বিবাহ-পদ্ধতি গ্রহণীয় অথবা বর্জ্জনীয়? এই প্রবন্ধে আমাদের নিজের কথাই লিখিতেছি, অপরের অথবা আমাদের "প্রতিভার" মতের কথা লিখিতেছি না। আমাদের মতে কলিযুগে একবর্ণের বিভিন্নপ্রকার উপবিভাগের মধ্যে বিবাহ হইতে পারে; অর্থাৎ আজকাল আমরা যেরূপ কায়স্থজাতির মধ্যে, প্রাদেশিক শ্রেণীর ভেদ ভাঙ্গিয়া বিবাহ দিতেছি, তদ্রূপ যদি ভারতের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও

বৈশ্যবর্ণ নিজ নিজ বর্ণের ভিতর উপশ্রেণী অথবা থাক ভাঙ্গিয়া বিবাহ দেন, তাহা আমরা খুব সমর্থন করিতে পারি। নচেৎ এক বামুন ঠাকুর এক সুন্দরী গোয়ালনীকে বিবাহ করিয়া তাহাকে আনিয়া পূর্ব্বপরিণীতা ঠাকুরাণীর পার্শ্বে বসাইয়া দিবেন অথবা কোন এক ধীবরপুত্র জালস্কন্ধে আসিয়া কোন কুলীন কায়স্থ মহাশয়ের নিকট তাঁহার তরুণী তনয়ার পাণি প্রার্থনা করিবেন,—এরূপ প্রস্তাব আমরা অশাস্ত্রীয়, অসমাজিক এবং সর্ব্বোপরি অনুচিত বলিয়া মনে করি। হঙ্গবঙ্গসম্প্রদায়ের যাঁহারা আজি আইনের অথবা আয়ুর্ব্বেদের ব্যবসায় ভারে ভারে টাকা ঘরে আনিয়া ধনের অহঙ্কারে ধরা কে সরা ভাবিয়া হিন্দুসমাজে যথেচ্ছাচার আনিতে চাহিতেছেন,—তাঁহারা একটু ধীরে চলুন। টাকার গরম বড় গরম এবং টাকার ক্ষমতাও খুব বটে; দুর্ব্বল সমাজে তাঁহারা টাকার বলে একটা কাণ্ড করিতেও পারেন বটে,—তবু একটু ধীরে চলুন। টাকার জোরে আজ অবশ্য তাঁহারা বামুন-বৈদ্য-কায়স্থ-কৈবর্ত্ত-সদ্গোপ-সাহা-তিলি-তাঁতি ইত্যাদির খিচুড়ী পাকান গোচ বিবাহ দিতে পারেন এবং যখন সমাজ তাঁহাদের টাকার জোর দেখিয়া "হুঁ" শব্দটীও করিবেন না বটে; কিন্তু শতবৎসর পরে তাঁহাদের নিরপরাধ বংশধরদিগের সিন্দুক হইতে মালক্ষ্মীর "গজভুক্ত কপিত্থবৎ" কোন দিন অন্তর্দ্ধান করিলে, কি দশা হইবে,—তাহা একটু ভাবুন। আজ ঐ যে শিয়ালদহ বৌবাজারের এ দিকে ও দিকে প্রবল প্রতাপ এংলো ইণ্ডিয়ান ডিসুজা, গোমিশ প্রভৃতিরা কি কষ্টে কাল কর্ত্তন করিতেছেন, কোনও ক্রমে পুঁইশাক ও বাদা চিংড়ির চচ্চড়ী এক বেলা খাইয়া দেহের অনেক অংশ অনাবৃত রাখিয়া এবং জয়ঢাক পিটিয়া ও ভেঁপু বাজাইয়া নিজ নিজ পরলোকগত পূর্ব্ব-পুরুষদিগের বুদ্ধিবৃত্তির জীবন্ত সার্টিফিকেট স্বরূপে ইহ জগতে পরিচয় দিতেছেন, একবার তাহাদের কথাও ভাবুন। উহাদের ও পূর্ব্বপুরুষ অর্থাৎ পর্ত্তুগীজ, ফরাসীশ, দিনেমার, ওলন্দাজ অথবা ইংরেজবংশের মহাপুরুষেরা ধনে মানে কম ছিলেন না। আজ যিনি দুই টাকার জন্য নেটীভের দ্বারা ভেঁপু বাজাইয়া নৃত্য করিতেছেন, তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ হয়ত একদিন গোলিন (হুগলি) সহরে কোন পর্ত্তুগীজ কোম্পানীর বড় সাহেব ছিলেন,—বাঙ্গালার সুবাদার যাহার নিকট হয়ত হাত পাতিতেন অথবা হয়ত দাক্ষিণাপথে ফরাসী অধিকারে তিনি খোদ গভর্ণরেরই কোন অন্তরঙ্গ পারিষদ ছিলেন,—যাহার ইঙ্গিতে কত নবাব পথের

ভিখারী অথবা কত ভিখারী নবাব হইয়াছেন। কিন্তু তাহার বংশধরের এ দুর্দ্দশা কেন? সমাজকে অপমান করিয়া তিনি বিবাহ (অথবা যৌনসম্বন্ধ সংস্থাপন) করার জন্য সমাজ তাঁহার বংশধরকে আজ নিজ অপমানের প্রতি-শোধ দিতেছে বইত নয়। ঐ হতভাগ্য আজ ইউরোপীয়ও নহে,—এদেশীও নহে,—সে Half caste কোন সমাজেই Half caste এর সম্মান নাই। তাই বলিতেছিলাম খিচুড়ী-বিবাহে Half caste উৎপন্ন হইলে এই নির্জীব সমাজই তখন উহাদিগকে আবর্জনার ন্যায় ব্যবহার করিবে। আজ হয়ত মিঃ অমুক বড় ব্যারিষ্টার কি ডাক্তার,—সমাজ তাঁহার নিকট উপেক্ষার বস্তু কিন্তু "চিরদিন সমান যায় না।" তাঁহারই পৌত্র কি পৌত্রী যদি অর্থহীন অবস্থায় সমাজের কোপে পড়িয়া যায় কি অবস্থা হইবে তাই বলিতেছিলাম,—একটু ধীরে চলুন।

তবে পেটেল সাহেবের বিলের ফলে অন্যত্র কি হইবে বলিতে পারি না, বাঙ্গালাদেশে খিচুড়ীবিবাহ চলিবে না। বাঙ্গালার মাটীতে জাতিবিচারে বড় শক্ত শিকড় গাড়িয়াছে। এখানে হিন্দুত হিন্দু, ব্রাহ্ম অথবা খৃষ্টানের পরিবারেও জাতিবিচারের বড় বিচার,—বড় কড়াকড়ি! ব্রাহ্মণ অথবা কায়স্থপাত্রের অভাবে কত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ব্রাহ্মপরিবারে মেয়ের বিবাহ হইতেছে না। একেই বলে আঁতের টান,—instinct.

১৩২৫ সাল ত গেল, কিন্তু কায়স্থদের কি? কলিকাতার কায়স্থসভায় আর কিছু না থাকুক, কলহের কচকচির অভাব নাই। দলাদলির মুরুব্বী করিবার জন্য অনেকরই কুঁচুলে নাড়ী কোঁ কোঁ করিতেছে। যাঁহারা এতদিন নাকে সরিষার তৈল ঢালিয়া ঘুমাইতেছিলেন,—পৈতা লইবার কোন ধান্দা নাই,— এখনও পৈতা লইতে চাহেন না,—অথচ তাঁহারা দিব্য ডাঙ্গার উপরে থাকিয়া "ন্যাতাগরি" করিবার সকটুকু রাখেন। যাঁহারা দূরে আছেন, তাঁহারা কলিকাতার "চাল" বুঝিতে চেষ্টা করেন না,—অথচ সভার এবং সমাজের প্রকৃত হিতকামী, তাঁহাদের মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উঠিতেছে। সভার ব্যয়টা সদ্ব্যয় না অপব্যয়, তাহার বিচার করিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত নহে, কি যে সেই সত্যযুগে সভার কি অবস্থা ছিল, পত্রিকাখানি কি ভাবে, কি কার্য্যে চলিতেছিল,—কি কি কাজ হইতেছিল,—আর এখন স্বর্গগত মিত্র মহাশয়ের আশ্রয়ে উহার কিরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। ধনবানও সমাজের

অগ্রণী বলিয়া যাঁহারা আজ নেতৃত্বের অভিলাষী,—তাঁহারা সমাজের এবং সভার কি করিয়াছেন? আমরা বলি কি,—কলিকাতার কুলীন কায়স্থ মহাশয়গণ আগামী বৈশাখ মাসে একটা শুভদিন দেখিয়া সকলে পুত্রপৌত্র জামাতৃ ভাগিনের দৌহিত্র-শ্যালা-সম্বন্ধিনত্বথা সমবেত এক যোগে পৈতাটা লউন,—সেই উপলক্ষে কায়স্থসভার জন্ম উপযুক্ত একটা বাড়ী (অন্ততঃ কলিকাতার আর্য্যসমাজের বাড়ীর মত,—যদিই বা সাধারণব্রাহ্মসমাজের মত না হয়) করুন, নিঃস্ব কায়স্থ বিধবাগণের অন্নবস্ত্রের দুঃস্থ কায়স্থ বালকগণের বিস্তার ও সর্ব্বোপরি দরিদ্র কায়স্থের কন্যাদায়ের উপায় করুন। সার তারকনাথ পালিত, সার রাসবিহারী ঘোষ এবং সার জগদীশ বসুর স্বজাতির পরিচয় প্রদান করুন। এইরূপ কার্য্য করিলেই দলে দলে কায়স্থগণ তাঁহাদিগের নেতৃত্বতলে সমবেত হইয়া যশোগানে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিবে। নচেৎ শুধু কথায় যে আর চিঁড়ে ভিজে না।

কায়স্থ সভাকে বৎসরান্তে একটু আশ্রয় দান করেন, এরূপ বীরপুরুষ কি বঙ্গদেশে দুর্লভ? এরূপ বৎসর বৎসর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া সভার অধিবেশন কি সফল হয়? আসল কথা এই বেগারের কাজে কাহারও প্রকৃত প্রাণ নাই। সভার কর্ত্তৃপক্ষ সভাকে লইয়া ঠিক বিড়াল নাড়ানাড়ি করিতেছেন দেখিয়া বড় দুঃখ হয়। এই শুনিলাম "ঢাকায় এ বৎসর সভার অধিবেশন হইবে"—তারপর সব চুপ! সে দিন আবার "অমৃতবাজারে" দেখিলাম "নড়াইলে সভার উৎসব হইবে।"—যে সময়ে একদিকে হাবড়ার সাহিত্য-সম্মেলন,—অপর দিকে ময়মনসিংহে প্রাদেশিক সম্মেলন, সে সময় কায়স্থ সভার সম্মেলন হওয়াই অনুচিত। একেই ত সাহিত্যিকেরা রাজনীতিক-গণের সহিত 'ভিন্ন' হইয়াছেন; তদুপরি কায়স্থগণ যশোর নড়াইলে গিয়া চড়ুইভাতি করিলে,—বিদেশের লোক বুঝিবে, যে বাঙ্গলার কায়স্থজাতির মধ্যে সাহিত্য অথবা রাজনীতির কোনই চর্চ্চা নাই। সেই জন্য আমরা হাবড়া, ময়মনসিংহ অথবা নড়াইলের কোথাও নড়িব না,—যেখানে আছি সেই ভগদত্তের কারাগারেই, অচল স্থিরভাবে বসিয়া আগামী ১৩২৭ সালের প্রীতি-অভিনন্দন গান করিব। ইতি—

শ্রীঅখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ।

স্বার্থ ও পরার্থ জ্ঞান।

(আত্ম-তত্ত্ব দর্শন)

মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে, অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হওয়া যায় যে, আমরা যাহাকে স্বার্থ জ্ঞান করিয়া থাকি, প্রকৃত পক্ষে তাহা স্বার্থ নহে, উহা পরার্থ মাত্র। কারণ, এই সংসারের মধ্যে সকল ব্যক্তিই সুখের ভাগী, দুঃখের ভার বহন করিতে কেহই সম্মত নহে। তুমি অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ভাই, বন্ধু, আত্মীয় স্বজনকে যথাবিধি প্রতিপালন করিতে সমর্থ হইলেই লোকালয়ে তোমার যথেষ্ট সমাদর যথেষ্ট প্রতিপত্তি; কিন্তু তাহার অভাব হইলেই লাঞ্ছনা ও অপমান। তবেই দেখ! সকলই পরার্থে হইল;—তবে স্বার্থ কোথায়? সংসারে সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, আমরা স্বার্থবিরোধী হইয়া, কেবল পরার্থের জন্য এই ধরাধামে আসিয়াছি, আপনার স্বার্থ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। মায়া বা ভ্রমবশতঃ পরার্থেতেই স্বার্থজ্ঞান জন্মিয়াছে যৌবনে পদার্পণ করিয়াই এই সংসারে যাহা কিছু সঞ্চয় করা যায় তৎসমুদয়ই পরের জন্য অতএব স্বার্থ কোথায়? এই মায়াময়ময় জগতে আগমন সময়ে বরং কিঞ্চিৎ আনন্দের ভার আনিয়াছিলাম, যাইবার সময় কেবল দুঃখের গুরুভার লইয়াই গমন করিবার আয়োজন করিতেছি মহামূল্য মাণিক্যের সহিত অকিঞ্চিৎকর কাচখণ্ডের বিনিময় করিয়াছি। সুধা গরল চিনিয়া লইবার শক্তিও দেখিতেছি না। এই অসীম ও দুস্তর ভবসিন্ধু পারের জন্য যে যৌবনের তরণী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা স্ত্রীরূপ বিষম নরককুণ্ডে ডুবাইয়া এখন কেবল উপায় চিন্তা করিতেছি। আপনার স্বার্থে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়াছি সকলই পরার্থে ঢালিয়া দিয়াছি। মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়াছি সকলই ফুরাইয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা কিছু পড়িয়া আছে, তাহাও আর থাকে না, সেও অতি শীঘ্র পরার্থে যাইবে, আমার জন্য কিছুই থাকিবে না; আমি দেখিতে পাইতেছিনা নিজের স্বার্থ কোথায়?

আমরা নিজের বিষয়, নিজের স্বার্থ, একেবারে ভুলিয়া গিয়া মহাভ্রমে

নিপতিত হইয়াছি। সেই ভ্রমবশতঃ স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে যে কি প্রভেদ তাহা কোন ক্রমেই বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না। এ নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে যতটুকু সময় পাইব তাহার মধ্যে স্বার্থতা বুঝিতে পারিলেই আমি সামান্য মঙ্গলের প্রত্যাশা করিতে পারি; কিন্তু সে আশা পূর্ণ হয় কৈ? আমার প্রকৃত স্বার্থ কি তাহা কোন্ মহাজন, কোন্ সুহৃদ বুঝাইয়া দিবে? এ স্বার্থের উপদেশ কোথায় পাইব? কে ইহার প্রকৃত উপদেষ্টা হইবে? আমরা জন্মাবধি দেখিয়া আসিতেছি যে, শিক্ষা ব্যতিরেকে কিছুই লাভ করা যায় না। অতএব এ স্বার্থও আমাদিগকে প্রকৃত শিক্ষকের নিকট হইতে যত্ন সহকারে শিক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষা করিলে স্বার্থলাভ হইবে।

যাবৎ আমরা কোন বিষয়ে না ঠেকি, তাবৎ আমাদিগের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। আমরা বিপদে না পড়িলে আমাদের প্রকৃত চৈতন্য বা জ্ঞানের সঞ্চার হয় না। যাহার দ্বারা আমরা কষ্ট বা দুঃখ জ্ঞান করি, তাহাকেই বিপদ বলি, এবং যাহার দ্বারা সুখ বোধ করি, তাহাকেই সম্পদ বলিয়া থাকি। কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ আমরা অনেক সময়ে বিপদকে সম্পদ বলিয়া বুঝি। পরে, কাল সহকারে যখন উহা বিষম অনিষ্টকারী বলিয়া বুঝিতে পারি, ঠিক সেই সময়েই আমাদের ভ্রম দূরে যায়। আমরা চিরদিনই এই কঠোর ও দুঃখের সংসারকে সুখের আগার জ্ঞান করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু কালক্রমে যখন ইহাকে কেবল মাত্র মৃত্যুরূপ দুঃখের আলয় বলিয়া বুঝিতে পারি, তখন আর ইহাকে সুখের স্থান মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক জ্ঞান করি। যে পর্য্যন্ত না আমরা মৃত্যুজনিত শোকে অভিভূত হই সে পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয় না।

আমরা বিপদে পড়িলেই এবং যন্ত্রণা বোধ করিলেই উপশমের প্রয়াশ পাইয়া থাকি। তখন আমাদের সংসারে বিরক্তি বোধ হয়, এবং এই বিরক্তি ভাব মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে এক প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহাকেই আমরা বিবেক বলিয়া থাকি। বাস্তবিক এই বিবেকই আমাদের যথার্থ হিতৈষী। যে হেতু এই বিবেকই আমাদিগের স্বার্থের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পারে।

যোগবাশিষ্ঠে মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব উপদেশ দিয়াছেন যে, বিবেক এক অদ্বিতীয় সুহৃদ এবং সর্ব্ব সংত্যাক্ত ধৈর্য্যসম্পন্ন বুদ্ধি এক অদ্বিতীয় বন্ধু। এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া যিনি এই সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তিনি মহাসঙ্কটেও মুগ্ধ হন না।

বিবেকী ব্যক্তির জ্ঞান, সাধারণ সংসারী জীবের জ্ঞানের মত নহে। সংসারী ব্যক্তি যাহাকে সুখের বস্তু বলিয়া জ্ঞান করে, বিবেকী ব্যক্তি তাহাকে দুঃখের আকর জ্ঞান করিয়া পরিহার করে। সংসারী ব্যক্তির বুদ্ধি বিবেকী ব্যক্তির বুদ্ধির বিপরীত। বিবেকী ব্যক্তি সংসারাসক্ত ব্যক্তিকে মূঢ় বলিয়া পরিত্যাগ করে। বিবেকের উদয় না হইলে মনুষ্যগণ আপনাকে চিনিতে পারে না, অধিকন্তু চিরকাল ভ্রমান্ধ হইয়া জীবন যাপন করে। বিবেক উপস্থিত হইলে, এই নশ্বর সংসার হইতে আর সার খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেই সময় এই জগৎ অন্যপ্রকার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেবল ভ্রমময় ও মিথ্যা বলিয়া জ্ঞান হয়। এবং ইহা জন্ম, মৃত্যুরূপ যন্ত্রণার আকরভূমি বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীরামচন্দ্রের বিবেক উপস্থিত হইলে তিনি মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন যে, হে প্রভো! ইহসংসারে কিছুমাত্রও সুখ নাই। এই সংসার ধারা প্রবাহই বা কি? অর্থাৎ ইহা কিছুই নহে, কেবল ইহাতে অসুখের কারণ মাত্র দৃষ্ট হয়? এই সংসারে জীবসকল মরিবার জন্যই জন্মে এবং জন্মিবার জন্যই মরিয়া থাকে; এইরূপ ভবযন্ত্রণার নিবারণ নাই। যেমন মিথ্যা মরিচিকা দর্শনে, সলিল ভ্রমে, তৃষ্ণাতুর মৃগগণ দূরবনে ধাবমান হইয়া আক্রান্ত হয়, সেইরূপ মূঢ়বুদ্ধি জনগণ বৃথা সুখের আশায় সংসার-বনে ভ্রমণ করিয়া আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই সৃষ্টিরূপ মহাসাগরে সংসার স্বরূপ ঘূর্ণের উদয় হইতেছে, তাহার মধ্যে দেহিগণের দেহ ফেণ স্বরূপ অস্থির হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অতএব আমার (রামের) এই নশ্বর জীবন ধারণ করিতে কোন ক্রমেই ইচ্ছা হয় না।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের আর এক স্থানে রামের উক্তিতে দেখা যায়,—তিনি কহিতেছেন জীবের এই দেহ মহাবন স্বরূপ। তাহাতে গাঢ়রূপ অহঙ্কার মত্ত কেশরীর ন্যায় নিরন্তর সগর্ব্বে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। বৈরাগ্য বহির্মুখে

ঐ অহঙ্কারই জগৎ বিস্তারক হয়। অভিমানী ব্যক্তি ধনাশাপরতা প্রযুক্ত, নানাস্থানে নানা চেষ্টা করে, কিন্তু কোথাও কিছু ধনলাভ করে, কোথাও বা কিছু পায় না; কোথাও বা প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কিছুতেই তাহার মনের আশা পরিপূর্ণ হয় না। অর্থাৎ আশার শান্তি হয় না। যেমন সচ্ছিদ্র কলসে জল পূরণ করিয়া তাহাতে পূর্ণ করিতে পারা যায় না, তদ্রূপ!

চিরকাল উত্তমরূপে পান ভোজন দ্বারা পরিপালন করিলেও এই দেহ তরুণ পল্লবের ন্যায় শীর্ণতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যত্ন থাকিলেও রক্ষা করা যায় না। পরে ক্রমে ক্রমে বিনাশ পথে অনুগমন করে।

শ্রীরামচন্দ্র আরও কহিয়াছেন যে,—এই মিথ্যাজ্ঞান বিকারভূত দেহ স্বপ্নবৎ ভ্রান্তির আলয়, এবং মণের সুব্যক্ত পাত্র; অতএব এ দেহের প্রতি আমি ক্ষণমাত্র আস্থা করিতে পারি না।

সচরাচর এই জগৎ যাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, এ সমস্তই অলীক পদার্থ; স্বপ্নলব্ধের ন্যায় অস্থির। অর্থাৎ ভ্রান্তিমূলক, ভ্রান্তপুরুষেরা চির-স্থায়ী রূপে অসত্যকে সত্যবৎ অবলোকন করে মাত্র।

অদ্য অতিশয় প্রতাপশালী যে সকল পুরুষকে মণ্ডলাধিপত্য করিতে দেখিতেছি কল্য বা কিছুদিনের মধ্যে সেই সকল পুরুষ ভস্মরাশি প্রায় হইয়া যাইবে।

ধন, জন, বন্ধু, বান্ধব, মিত্র এবং ভৃত্যাদি সম্পত্তি সকলই সরস বিষয় হয়। কিন্তু মৃত্যু শঙ্কায় শঙ্কিত ব্যক্তির পক্ষে সরস হইয়াও নিরসতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ মৃত্যু হইবে, এই শঙ্কা উপস্থিত হইলে আর ধন, জন, স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব, এবং স্বজন মিত্রাদির প্রতি সরস বোধে আনন্দের উদয় হয় না।

এই সংসারে মনুষ্য জন্মে, ইন্দ্রিয়রূপ দৃঢ় গ্রন্থিযুক্ত চর্ম্মরজ্জুতে আবদ্ধ দেহ প্রাপ্ত যে সকল পুরুষ, তন্মধ্যে যাহারা তদ্বন্ধন মোচনের নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকে, তাহারাই উত্তম পুরুষ হয়। অর্থাৎ এই অপকৃষ্ট দেহ ধারণ করিয়া ভোগলম্পট হইয়া যাহারা দিনক্ষেপ করে তাহারাই মহামূঢ়!

মহর্ষি বশিষ্ঠ দেব শ্রীরামচন্দ্র ও অপরাপর সাধু মহাত্মাদিগের এইরূপ বহু

বিধ সারগর্ভ উপদেশ শ্রবণ করত অবগত হওয়া যায় যে, এই জাগতিক বিষয় সকল অলীক অসত্য এবং ভ্রান্তিমূলক। মানুষের মনোমধ্যে পূর্ণ বৈরাগ্য-ভাবের উদ্রেক হইলেই ইহাই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। সে সময়ে ইন্দ্রিয়গণ আর বাহ্যজগতের সহিত সংস্পর্শ করিতে চাহে না, সর্ব্বদাই স্থিরচিত্তে অন্তর দর্শনে রত হয়, এবং আপনার স্বরূপ জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করে। মনুষ্যের তত্ত্বজ্ঞান না জন্মিলে স্বার্থ ও পরার্থের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হয় না!

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষবর্ম্মা, বিদ্যাবিনোদ, কবিরত্ন।

বর্ষ শেষে।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের অবসান প্রত্যাসন্ন বিশ্ববিধ্বংসী পাশ্চাত্য মহাসমর গত বর্ষে অবসান হওয়ায় সমগ্র বিশ্বশান্তি অনুভব করিতেছে। ধান্য, চাউল ব্যতীত আর সমস্ত আহার্য্য বস্তুই গত বর্ষে অগ্নি মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। দরিদ্রগণের কথা ছাড়িয়া দিলেও মধ্যবিত্ত লোকসকল অতিকষ্টে বস্ত্রাভাবে লজ্জানিবারণ করিতেছেন।

২। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে লেখক 'গ্রাহক' পৃষ্ঠপোষক মহাশয়দিগের আনুকূল্যে আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা তাহার কৈশোর জীবনের একাদশ বর্ষ পরিপূর্ণ করিয়া দ্বাদশে পদার্পণ করিল। গত বর্ষে প্রতিভার বৃদ্ধ সম্পাদক মহাশয় গুরু-তর পীড়ার আক্রমণ হইতে শ্রীভগবানের কৃপায় রক্ষা পাইয়াছেন। আমাদের চিরন্তন প্রিয় প্রথানুসারে এই বর্ষ শেষে প্রতিভার লেখক লেখিকা মহোদয়গণকে এবং বদান্য গ্রাহক মহাশয়দিগকে আমরা শতসহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। নিম্নলিখিত প্রবন্ধ লেখক মহোদয়গণ যাহারা কপর্দ্দক পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়া নিঃস্বার্থভাবে কেবল সমাজের মঙ্গলার্থে উপদেশপূর্ণ নানাবিধ পদ্য এবং গদ্যময় প্রবন্ধদ্বারা অতীত বর্ষের প্রতিভার পত্ররাজি সুরঞ্জিত ও সুখপাঠ্য করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট আমরা যে অপরিশোধনীয় ঋণজালে আবদ্ধ হইয়াছি, অবনত মস্তকে আমরা তাহা বারংবার স্বীকার করিতেছি। প্রতিভার

যে সকল গ্রাহক মহোদয়গণের অর্থানুকূল্যে এই দুর্ব্বৎসরে প্রতিভাকে প্রচার করিতে সমর্থ হইয়াছি। তাঁহারা আমাদিগের আন্তরিক ধন্য-বাদ গ্রহণ করুন। ১৩২৫ সন যেমন দুর্ব্বৎসর তেমনই মুদ্রণের কাগজাদি উপাদান অগ্নি মূল্যে বিক্রয় হইয়াছে। রয়েল আকারের কাগজ বাজারে দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় আমরা ১৩২৩ সন হইতে পত্রিকার আকার ডিমাই করিতে বাধ্য হইয়াছি। ডিমাই কাগজের মূল্য ১ রিম (১২ পাউণ্ড ডিমাই) ১৸৹ আনা ছিল তাহা এইক্ষণ আমরা প্রতি রিম ৭৸৹ আনা মূল্যে খরিদ করিতেছি। ১৩২৫ সন হইতে প্রতিভার বার্ষিক মূল্য ১৷৹ স্থলে ২৲ মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছি।

৩। প্রতিভার গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট আমরা দীনভাবে প্রার্থনা করিতেছি যে, তাহারা আমাদের প্রেরিত ভিঃ পিঃ গুলি যেন ফেরৎ না দেন। বিগত ১৩২৫ সনের প্রেরিত ভিঃ পিঃ গুলির মধ্যে শতকরা ৫০।৬০টী ফেরৎ আসিয়াছে। এমতাবস্থায় লাভ দূরস্থান কতদূর শোচনীয় আর্থিক কষ্টে কেবল কায়স্থসমাজের মঙ্গলার্থে প্রতিভা প্রচারিত করিয়াছি, তাহা সমবেদনাপূর্ণ গ্রাহক মহোদয়গণ একবার হৃদয়ে অনুভব করিবেন ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ও প্রার্থনা।

৪। গত বর্ষের প্রতিভা পরিচালনে আমরা নানাবিধ অপরাধে সকলের নিকট অপরাধী যে মাসের প্রতিভা সে মাসে বাহির করিতে না পারিয়া পর মাসের শেষ ভাগে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু গ্রাহক মহোদয়গণ স্মরণ রাখিবেন। প্রতিভা সংবাদপত্র নহে। সমাজসংস্কার সম্বন্ধীয় মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ২।১ মাস বিলম্বে প্রকাশিত হইলেও এই সকল প্রবন্ধের মূল্য হ্রাস হয় না। যাহা হউক আশা করি গ্রাহক ও পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ এই বিলম্বের জন্য এবং নিকৃষ্ট কাগজে নিকৃষ্ট মুদ্রণ জন্য আমাদের অপারগতা মার্জ্জনা করিবেন। আমরা শ্রীভগবানের নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছি যে প্রতিভার গ্রাহক মহোদয়গণ ও প্রবন্ধ লেখক ও লেখিকাগণ সুস্থ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এই সমাজসেবক দরিদ্র প্রতিভার শ্রীঅঙ্গের পুষ্টিসাধন করুন। ওঁ শুভমস্তু সর্ব্ব জগতাং।

৫। নিম্নে আমরা গত বর্ষের লেখক ও লেখিকাগণের নাম দিলাম।

প্রবন্ধলেখিকাগণের নাম। শ্রীমতী চারুশীলা দেবী, কুমারী পূর্ণিমাসুন্দরী দেবী, শ্রীমতী তমালিনী দেবী, শ্রীমতী উৎপলিনী দেবী, লেখক মহোদয়গণের নাম। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভারতীভূষণ, বিধুভূষণ শাস্ত্রী, বরদাকান্ত ঘোষ কবিরত্ন, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বর্ম্মা কাব্যরত্নাকর, মাখনলাল ধর বর্ম্মা প্রচারক, বিপিনচন্দ্র চৌধুরী বি, এ, রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ চৌধুরী বর্ম্মা, মধুসূদন সরকার, শরচ্চন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা, কেদারনাথ ঘোষ বর্ম্মা, ভূষণচন্দ্র বসু বর্ম্মা, রতিকান্ত বসু মজুমদার, কুমার প্রতাপনারায়ণ রায়, কবিরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ ভাবসাগর, কবিরাজ শ্রীহেমেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্যসাগর, তারাপদ বসু বর্ম্মা, যোগেন্দ্রকুমার বসু বর্ম্মা, সত্যগোপাল বসুবর্ম্মা, বসন্তকুমার দাষ, নিবারণচন্দ্র দেব মজুমদার, সুরেশচন্দ্র দাষ, মুরারীমোহন কর, ললিতমোহন পাল, অঘোরনাথ বসু কবিশেখর, জ্যোতিষচন্দ্র বসু, ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা, সরলচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মা অগ্নিহোত্রী প্রচারক, শ্রীনাথ হালদার এবং সম্পাদক।

৬। উপসংহারে নিম্নলিখিত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মহোদয়গণ যাঁহারা আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভার সহিত তাঁহাদের পত্রিকার বিনিময় করিতেছেন, তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। (১) মাসিক পত্রিকা। ব্রাহ্মণসমাজ, সাহিত্যসংবাদ, নব্যভারত, উপাসনা, সম্মিলনী, প্রজাপতি, হিন্দুপত্রিকা, কায়স্থপত্রিকা (২) সাপ্তাহিক বিশ্বদূত, হিতৈষিণী, জাগরণ, প্রেমপুষ্প।

সম্পাদক।

দ্রোণাচার্য্যের কলঙ্ক।

(দ্রোণাচার্য্যের প্রতি)

ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম, ধরিলেহে ক্ষাত্র ধর্ম্ম,
বর্ণধর্ম্ম দিয়ে বিসর্জ্জন ;
শম, দম, তপস্যায়, হারাইলা উপেক্ষায়,
ক্ষান্তি আর্জ্জবাদি সবগুণ।১
অস্ত্রে-শস্ত্রে হয়ে দক্ষ, লভিলে ক্ষত্রিয় বক্ষ,
নির্ম্মমতা করিল আশ্রয় ;

বীরগণ অগ্রগণ্য, হইলা ভারত মান্য,
শিষ্যগণ হইল দুর্জ্জয় ।২
ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠির, নকুলাদী পঞ্চবীর,
শত ভ্রাতা সহ দুর্য্যোধন ;
তোমারি সুশিক্ষাগুণে, বীরখ্যাতি প্রতিজনে
কুরুবংশ করিলা অর্জ্জন ।৩
অস্ত্র, শস্ত্র করি সার, শাস্ত্র করি পরিহার,
ক্ষত্রিয় সমাজে পেলে স্থান !
বিকাশি আপন শৌর্য্য হইলা রাজন্য পূজ্য,
বীরেন্দ্র-বন্দিত গরীয়ান ।৪
কুলধর্ম্ম পদে দলি, পরধর্ম্ম নিলা তুলি,
এ দৌর্ব্বল্য সামান্য ত নয় ;
উচ্চধর্ম্ম তুচ্ছ করে, নীচধর্ম্ম যেবা ধরে,
কেবা তারে কলঙ্কী না কয় ।
দারিদ্র্যে অধীর হয়ে, আত্ম-ধর্ম্ম ডুবাইয়ে,
ব্রাহ্মণ্য করিলে বিমলিন ;
করুণার আঁখি দিয়ে, ইহা যদি দেখি চেয়ে,
অশ্রু ঝরে হেরি দোষহীন ।৬
এ কলঙ্ক যাই ভুলে, ধর্ম্ম ত্যাগে যুক্তি মিলে,
বুভুক্ষিতে ধর্ম্ম কোথা স্থির ?
তোমার হৃদয়খানি, দুর্ব্বল করিলে জানি,
পত্নী পুত্র নয়নের নীর ।৭
বল শুনি বীরবর ! হয়ে ক্ষত্র বৃত্তিধর
বীররীতি করিয়া বর্জ্জন ;
অভিমন্যু শিশুবধে, কলঙ্ক লইলে সাধে,
শিরোপরি কেন মহাত্মন্ ।৮
বীরত্বে মাখিলে মসী, গৌরব পড়িল খসি
এ কলঙ্ক কিসে হবে লয় ?

যাবৎ জগৎ রবে, বীরত্বের চর্চ্চা হবে,
এ হীনতা ঘুচিবার নয় ।৯
কহিতে পরাণ কাঁপে, এ হ'তেও গুরুপাপে,
ধরিয়াছ শিরে বীরমণি !
হৃদয়ের মহিমায়, বাঁধিয়াছ মূঢ়তায়,
স্মরণ করিয়া দেখ গুণি ! ১০
একলব্য নামে ব্যাধ, মনে জেগে ছিল সাধ,
ধনুর্বিদ্যা শিখিবার তরে ;
সভয়ে তোমার পাশে, গিয়াছিল শিক্ষা আশে
তাড়াইয়া দিলে ঘৃণা ভরে । ১১
অনার্য্যকে শিক্ষা দানে, আর্য্যের উদার প্রাণে
সঙ্কীর্ণতা কেন পায় স্থান ?
অনার্য্য হইলে গুণী, বল দেব, বল শুনি
আর্য্যেরা কি হয় হতমান ? ১২
শুধু জাতি-স্বার্থ রক্ষা, এ নহে উন্নত শিক্ষা"
মনে রাখা চাই এই বোধ ;
অন্যাকে চাঁপিয়া রাখি, কে কবে হয়েছে সুখী
প্রতি ক্রিয়া লয় প্রতিশোধ । ১৩
যে জন তৃষ্ণার্ত্ত হবে, তাকেই ত জল দিবে,
জাতি ধর্ম্ম না করে বিচার ;
যে জন চাহিছে জ্ঞান, করি তারে প্রত্যাখ্যান
কি মহত্ত্ব দেখালে তোমার । ১৪
আর্য্য অনার্য্যের দ্বন্দ্ব, হৃদয় করেছে মন্দ
দেশের করেছে সর্ব্বনাশ ;
একা তুমি নহে দোষী, কি ফল অযথা রোষি,
শাস্ত্র তব বিদ্বেষ আবাস ! ১৫
প্রত্যাখ্যাত হয়ে ব্যাধ, অতৃপ্ত মনের সাধ—
মিটাইতে গেল ঘোর বনে ;

তোমার মূরতি গড়ি, ভক্তি ভরে পূজা করি,
শা[illegible] করিল সে জনে ।১৬
অস্ত্রে শাস্ত্রে সুনিপুণ, শিখিল সকল গুণ,
ধরামাঝে হ'ল শ্রেষ্ঠ বীর ;
অজ্ঞাতে নিভৃত স্থানে, থাকিত কেহনা জানে,
দৈবে [illegible] ধীর ।১৭
সশিষ্য ভ্রমিতে বনে, গিয়াছিলে পড়ে মনে ?
"শব্দে রবহীন হেরি, 'শুনী'
বিস্ময় মানিয়া সবে, অগ্রসর হলে যবে,
নয়নে পড়িল ব্যাধমণি ।১৮
অর্জ্জুনাদি শিষ্য যত, শস্ত্র বিদ্যা সুশিক্ষিত,
কেহ নাহি সেই বিদ্যা জানে ;
অবাক হইয়া সবে, অক্ষমতা মনে ভাবে
পুনঃ পুনঃ চাহে গুরুপানে ।১৯
তুমি ব্যাধে জিজ্ঞাসিলে, এ বিদ্যা কোথায় পেলে,
গুরু তব কোন মহাজন ?
উত্তরিলা ব্যাধ হাসি, সবার সন্দেহ নাশি,
"গুরু মম দ্রোণাচার্য্য হন।"
স্তম্ভিত হইলে তুমি, নমিল চুম্বিয়া ভূমি,
পরিচয় পেয়ে ব্যাধরাজ ;
প্রত্যাখ্যান-বাণী হতে, সিদ্ধিলাভ হল যাতে
বিস্তারিয়া কহিল সে আজ ।২১
কৃত্রিম প্রীতির কথা, কহিয়া ব্যাধের সেথা,
দক্ষিণায় করিল প্রার্থনা ;
একলব্য হৃষ্টমনে, প্রস্তুত হইল দানে,
তুমি দিলে ভীষণ বেদনা ।২২
দক্ষিণ হস্তের তার, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিবার,
অনুমতি করিলে যেমন ;

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ করি দান, রাখিলা গুরুর মান,
হেন শিষ্য দেখেছ কখন ?২৩
ছলনা করিয়া হায়, অকর্ম্মণ্য করি তায়,
কি ফল লভিলে বল শুনি ?
অনার্য্যের প্রতিভায়, দলিবার কামনায়
এত নীচ হলে কেন গুণি !২৪
ব্যাধের মহত্ত্ব প্রাণে, দেবতার দেয় এনে
তোমার হীনতা দেয় ব্যথা ;
এ কলঙ্ক ঢাকিবার, উপায় কি আছে আর
গাবে বিশ্ব চির নিন্দা-গাথা।২৫
এ নহেত ক্ষাত্রধর্ম্ম, এ নহে আর্য্যের কর্ম্ম,
অনার্য্যের অতীব ঘৃণিত ;
মনুষ্যত্ব পরিহরি, এ কুকর্ম্ম কেন করি,
সুখে যশঃ করিলে লোপিত !২৬
যতকাল বিশ্ববাসী, মানবের দোষরাশি
নেহারিবে ঘৃণার নয়নে ;
তুমিও পাইবে ঘৃণা, কর্ম্মফল ভোগ বিনা,
নিষ্কৃতি না পায় কোনজনে।২৭
তোমার নৃশংস কার্য্য, ভাবিয়া হারাই ধৈর্য্য
অকপট ভক্তের লাঞ্ছনা !
কে করিবে সমর্থন, জানিনা এমন জন,
মূঢ় ও অধম জন বিনা।২৮

শ্রীশরৎচন্দ্র ঘোষবর্ম্মা

স্নেহের বন্ধন।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি ২য় প্রবন্ধ)

স্বামীর অনুমতি লাভ করিয়া সরোজিনীর মুখখানা হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল; এবং কতক্ষণে নির্ম্মল পড়া শেষ করিয়া অন্দরে ভাত খাইতে আসিবে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। খানিকটা রাত্রে নির্ম্মল যখন ভাত খাইতে আসিল সে খাইতে বসিবার পর সরোজিনী আসিয়া বলিয়া গেল, 'ঠাকুর পো, কা'ল থেকে তোমাদের পৃথক হয়ে যেতে বলে দিলেন উনি।" নির্ম্মল সরোজিনীর কথার কোনও উত্তর দিলেন না। তাহার মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিল কোন রকমে আধ খাওয়া করিয়া উঠিয়া পড়িল। বিমলচন্দ্রের নিকটে আসিয়া বলিল "হ্যাঁ দাদা! আপনি আমাদের পৃথক হয়ে যেতে বলেছেন? বিমলচন্দ্র তখন তাকিয়া হেলান দিয়া ধূমপানের সুখাস্বাদন রত ছিলেন গড়গড়ার নলটা হাতে করিয়া লইয়া বলিলেন 'হ্যাঁ বলেছি।' নির্ম্মল দুঃখিত হইয়া বলিল "কেন দাদা আমার অপরাধ?" গম্ভীরভাবে বিমলচন্দ্র বলিলেন অপরাধ কারোও নয়, আমি আর পেরে উঠচি না।" "এই কথা" নির্ম্মল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল "দাদা, এত দিন তো করছেন, আর দিন কতক! এগজামীনটা দিয়ে ফেলি, তারপর কাজকর্ম্মের চেষ্টা করি।

বাধা দিয়া বিমলচন্দ্র বলিলেন "না, আর এক দিনও না রোজ এ খেচাখেচি কান্না কাটি নয় কলহ কিচি মিচি আমার আর ভাল লাগে অসহ্য হয়ে উঠেছে। তার চেয়ে পৃথক হওয়াই ভাল, যার যা জুড়বে খাবে থাকবে কোন গোল থাকবে না। নির্ম্মল কি কথা বলিতে যাইতেছিল তাহা সামলাইয়া লইয়া বলিল কাল থেকে আমাদের পৃথক করে দিচ্ছেন খাব কি করে দাদা? বিমলচন্দ্র সহজভাবে বলিলেন "আমি যেমন করে খাচ্ছি! হাত পা আছে খেটে খাবে। আমার জন্যেত আর বাবা জমিদারী তালুক কিনে রেখে যাননি, যে আমি তোমায় ফাঁকি দিয়ে বসে খাচ্ছি! নির্ম্মল আর কিছু বলিল না। তথা হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বিমলচন্দ্র ডাকিয়া বলিলেন "নির্ম্মল, শোন।" "কি বলছেন দাদা?" বলিয়া নির্ম্মল ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বিমলচন্দ্র বলিলেন "আজতো রাত হয়ে গেছে, কালকে পাঁচ জন ভদ্রলোক ডেকে ঘড়, বাড়ী, তৈজসপত্র পৈতৃক যা আছে সব ভাগ করে দোব।" নির্ম্মল বলিল "কিছু দরকার নেই দাদা।" বিমল আস্তে বলিয়া উঠিলেন "না, না, সে কি কথা। কিছু দরকার নেই কেন? ন্যায্য অংশ যা পাবে, আমি সব দোব, মনে কোর না যে আমি তোমাকে ফাঁকি দোব। নির্ম্মল বলিল এমন কথা আমি কোন দিন মনে করিনি, করবও না দাদা! বলিয়া নির্ম্মলচন্দ্র তথা হইতে চলিয়া গেল। নির্ম্মল সেই রাত্রেই সুরমাকে লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। দাদার সঙ্গে বাড়ী বিভাগ করিয়া লইয়া স্বতন্ত্র হাঁড়ী কাড়িয়া খাওয়া সেটা যেন কেমন নিতান্ত বিষ দৃশ্য বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। দাদার সঙ্গে সে এমন সরিকানা পণা করিতে পারিবে না বলিয়া সে বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বিমলচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বলিয়া গেল "তবে চল্লুম দাদা, আশীর্ব্বাদ করুন যেন মানুষ হইতে পারি।" বিমলের চক্ষুর কোণে যেন জল দেখা দিল বলিয়া মনে হইতে লাগিল তাঁহার "মনে হইতে লাগিল নির্ম্মলের হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বলেন "এ রাত্রে কোথা যাবি ভাই! না, না, তোর কোথাও যেতে হবে না, তুই যে মায়ের পেটের ভাই। কিন্তু কেমন একটা লজ্জা কেমন একটা শঙ্কোচ তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিল তিনি একটা কথা একটা আশীর্ব্বাদও করিতে পারিলেন না। এক ভিটায় বসিয়া দুই সহোদর পৃথকান্ন হওয়ার অপেক্ষা নির্ম্মল ভাবিল গাছতলায় পড়িয়া থাকাও ভাল। কিন্তু তাহাকে গাছতলায় থাকিতে হইল না। তাহার বন্ধুবান্ধবের অভাব ছিল না তাহার একজন সহপাঠী বন্ধু এই সমস্ত শুনিয়া সযত্নে তাহাকে গৃহে স্থান দিল এবং নির্ম্মলকে পরীক্ষার কি জমা দিবার জন্য স্বয়ং অর্থ দিল। নির্ম্মল বন্ধুর অনুরোধে পরীক্ষা দিল। এদিকে অমূল্যধন তাহার কাকা বাবু কাকিমাকে দেখিতে না পাইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া মহাহুলস্থূল বাধাইয়া বসিল। সরোজিনী বিমলচন্দ্র কাহারও সাধ্য হইল না তাহাকে শান্তনা দান করেন। সরোজিনী প্রথমে মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া পুত্রকে শান্ত করিবে মনস্থ করিল কিন্তু অমূল্য তাহার কাকা বাবু কাকিমার জন্য অস্থির হইয়া পড়িল। তখন সরোজিনী খেলনা দিয়া খাবার দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিল তাহাতেও কোন ফল হইল না।

তাহার পর ধমকাইয়া প্রহার করিয়া তবুও অমূল্য তাহার কাকা বাবু কাকিমার কথা ভুলিতে পারিল না। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বালক ভাল করিয়া আহার করিতে পারিত না। সরোজিনী জোর করিয়া ধরিয়া ভাত খাওয়াইতে বসাইত নামমাত্র দুটা ভাত মুখে দিয়া "আমি কাকা বাবুর ছঙ্গে খাব" "কাকি মার সাতে খাব।" ইত্যাদি বলিয়া উঠিয়া প'ড়ত। এক দিন রাগ করিয়া সরোজিনী বলিল তোর কাকাবাবু কাকিমা চুলোয় গেছে।" বালক আগ্রহের সহিত বলিয়া উঠিল "ও মা, আমি তুলোয় দাব। এইরূপে মনের কষ্টে দুশ্চিন্তায় তাহার স্নেহময় কাকা বাবু ও কাকিমাকে দেখিতে না পাইয়া ভাবিয়া ভাবিয়া একদিন রাত্রিতে বালকের জ্বর দেখা দিল। সেই জ্বর শেষে প্রবল বিকারের পরিণত হইল। বিকারের ঘোরেও শিশু তাহার কাকা বাবু কাকিমাকে বিস্মৃত হইতে পারিল না। ডাক্তার আসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন বলিয়া গেলেন "রোগ কঠিন খুব সাবধান!" বালকের সেই প্রবল বিকারের উপর মুহুর্মুহু নানা উপসর্গ দেখা দিতে লাগিল। বিমলচন্দ্র ও সরোজিনী অত্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। বিমলচন্দ্র ব্যতিব্যস্ত হইয়া পাড়লেন তিনি একা, পরের চাকুরী করেন কি করিবেন পরাধীন। প্রাতঃকালে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া যান আবার সন্ধ্যার পর ফিরেন। না গেলে চাকুরী থাকে না এদিকে তিনি ভিন্ন বাটীতে অপর কেহ নাই তিনি বাটী না থাকিলে অমূল্যের চিকিৎসা চলে না। কেইবা ঔষধ পথ্য আনিয়া দেয়, কেইবা দেখে শুনে? সরোজিনীরও সেই দশা ঘটিল অমূল্যের কাছে কে বসিয়া থাকে, কেইবা অমূল্যের শুশ্রূষা করে আর দুটা রাঁধাবাড়াই বা করে কে? আর ডাক্তার বলিয়াছেন, শিশুর কোমল প্রাণে হঠাৎ কোন রকম আঘাত লাগায়ই এ ব্যারামটা হইয়াছে। সংসারের কাজ, ছোট মেয়েটীকে দেখা এক অমূল্যের শুশ্রূষা সমস্তই একা সরোজিনীকে করিতে হইত। অমূল্যের কিন্তু রীতিমত যত্ন হইত না, সরোজিনী গর্ভধারিণী প্রাণের সমস্ত আবেগ লইয়া সে অমূল্যকে দেখিত বটে কিন্তু কি একটা অজ্ঞাত আশঙ্কা তাহার অন্তরটাকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল চিন্তায় তাহার বিস্মৃতি ঘটাইয়া দিত। কাজেই ঔষধপথ্য ঠিক নিয়মমত দিয়া উঠিতে পারিত না। স্বার্থপরায়ণা সরোজিনীর ক্রুর ব্যবহারে কোন প্রতিবেশীই তাহার কাছে ঘেঁসিত না সরোজিনীর এমন বিপদেও তাই কেহ উঁকি দিয়া দেখিল না। ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিমলচন্দ্র

একান্তের কথা মনে জাগিয়া উঠিল। হায়! এসময়ে যদি নির্ম্মল সুরমা থাকিত অমূল্যধনের যে তা হলে কোন কষ্টই হইত না। অমূল্যর রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ডাক্তার বলিয়া গেলেন দুই এক দিনের মধ্যে যদি উপসর্গগুলা কমে তা হইলেই জীবনের আশা করা যাইতে পারে। বিমলচন্দ্র হতাশ হইলেন সরোজিনী পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল তাহার পাপের ফলে বিধাতা তাহাকে এ দণ্ড দান করিতেছেন। সে যে বিনা দোষে নির্ম্মলকে গৃহ তাড়িত করিয়াছে সুরমার দ্বারা তাহার কতখানি উপকার হইত আজ তাহা সে বুঝিতে পারিতেছে। এদিকে সুরমা অমূল্যকে না দেখিয়া বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। সে যে তাঁহার সমস্ত মাতৃহৃদয়টা অমূল্যকে দান করিয়াছিল। অমূল্যকে একবার বুকে করিয়া মুখচুম্বন করিবার নিমিত্ত তাহার প্রাণ হাহা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। সরোজিনীর লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, প্রত্যাখান সমস্ত বিস্মৃত হইল। সে ইচ্ছা করিতেছিল একবার ছুটিয়া গিয়া অমূল্যকে কোলে করিয়া তাহার সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী চারুশীলা দেবী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আমাদিগের ফরিদপুর জেলায় চৈত্রমাসে ওলাউঠা রোগের আবির্ভাব হইয়াছিল। এ বৎসর বৃষ্টির অভাবে এবং রৌদ্রের প্রখর তাপে পল্লীগ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের একান্ত অভাব হইয়াছে। এই জলের অভাবই যে ওলাউঠা রোগের কারণ তৎপ্রতি কোন সন্দেহ নাই। এই জলকষ্ট নিবারণ কল্পে আমাদের ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। নূতন জলাশয় খনন এবং পুরাতন জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার জন্য ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড কোন মনোযোগ দিতেছেন না। পল্লীগ্রামে ভাল এলোপ্যাথিক চিকিৎসক নাই। এলোপ্যাথিক ডাক্তারদিগের প্রধান ঔষধি শরীর মধ্যে সেলাইন ইঞ্জেকসন এবং ক্যালমেল সেবন। তাহাও সকল সময়ে ঘটিয়া উঠে না। আমরা আশাকরি এই জলাভাব নিবারণ কল্পে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং ধনবান জমিদারগণ বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

২। ত্রয়োদশ দিবসে শ্রাদ্ধ।—পূর্ব্ববঙ্গ কায়স্থ সভার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষচৌধুরী ১১নং বাসাবাড়ী লেন ঢাকা হইতে লিখিতেছেন বিগত ২৯শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার বিক্রমপুর অন্তর্গত পাওলদা গ্রাম নিবাসী রায় শ্রীযুক্ত শশাঙ্ককুমার ঘোষ বাহাদুর সরকারী উকিল মহাশয়ের ভগ্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ তাহাদিগের নিজ কুলপুরোহিত দ্বারা সুসম্পন্ন করা হইয়াছে।

৩। ক্ষত্রিয়াচারে শ্রাদ্ধ।—চট্টগ্রাম ফিরিঙ্গিবাজার রোড হইতে শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিতেছেন :—বিগত ১৩ই চৈত্র সোমবার চট্টগ্রামের কোকদণ্ডী গ্রামস্থ স্বর্গীয় রামদাস দত্ত মহাশয় পরলোক গমন করায় তাহার পুত্র শ্রীমান সতীশচন্দ্র দত্তবর্ম্মা তাহার পিতৃদেবের আদ্যশ্রাদ্ধ যথাবিধি ত্রয়োদশাহে সম্পন্ন করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে কয়েকজন লোক বিদ্রোহী ছিলেন, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াও শ্রাদ্ধ দিবসে সতীশবাবুর বাটীতে আসেন নাই। কিন্তু চট্টগ্রামের প্রধান পণ্ডিত পূজ্যপাদ কালীকিঙ্কর তর্কপঞ্চানন মহাশয় সতীশবাবুর পুরোহিত পণ্ডিতবর শ্রীশিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ৫০ জন ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ দিবসে উপস্থিত হইয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন এবং আহারাদি করিয়াছিলেন।

৪। পাত্রী আবশ্যক।—মাধবপুর কায়স্থ সম্মিলনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিংহ পোঃ চৌগাছা যশোহর হইতে লিখিতেছেন—"(১) দক্ষিণ-রাঢ়ীয় সরকার উপাধিযুক্ত ৩০ বৎসর বয়স্ক অবিবাহিত উপবীতী পাত্রের যে কোন শ্রেণীর সদ্বংশজাত পাত্রীর প্রয়োজন। মৌলিকে কার্য্য করিতে অমত নাই ; পণ বা অলঙ্কার সম্বন্ধে কোন দাবী নাই। (২) দক্ষিণ-রাঢ়ীয় বি, এ পরীক্ষার্থী অল্পবয়স্ক সচ্চরিত্রবান একটি পাত্রের জন্য যে কোন শ্রেণীর সদ্বংশ জাতা সুশিক্ষিতা সুন্দরী পাত্রীর আবশ্যক এই উভয় বিবাহে কন্যার অভিভাবকগণ রিপ্লাই কার্ড সহ আমার নিকট পত্র লিখিবেন।

৫। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশন বিগত ৬।৭ই বৈশাখ শনি ও রবিবার দিবসদ্বয়ে নড়াইল ব্রাহ্মণডাঙ্গার জমিদার শ্রীযুক্ত ভূতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের হাটবাড়িয়ার বাটীতে হইয়াছে। উক্ত সভার কার্য্যবিবরণী ১৩২৬ বৈশাখ সংখ্যায় দেখিতে পাইবেন। মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের সংবাদে দিল্লী ও লাহোড় ও অমৃতসর প্রভৃতি স্থানে দোকান পাট বন্ধ হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষে লাহোড় ও অমৃতসহরে ভীষণ হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। পুলিসের জনতার সংঘর্ষে কতকগুলি লোক আহত হইয়াছে। সম্পাদক